

4

26640











# বিষ্ণু পুরাণ ।

---

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষি বেদব্যাস  
প্রণীত ।

---

বহ্নাবাদ ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ।



কলিকাতা,

৩৪।১ কল্টোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-টীম-সেমিন্ প্রেসে

শ্রীঅরুণোদয় রায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

১৯২৭ সাল ।

✓ R.MIC LIBRARY	
Acc No	26640
Class	
Date	
S. Card	✓
Cross	8
Cat.	✓
B. Card	✓
Checked.	✓

# সূচীপত্র ।

## প্রথম অংশ ।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
পরামর্শের প্রতি মৈত্রেয়ের প্রশ্ন	১
হৃষ্টি-প্রক্রিয়া ... ..	৪
ব্রহ্মার আয়ুর্নিক্রমণ ... ..	৮
কল্পান্তে হৃষ্টিবর্ণন ... ..	১৬
দেবাদি-হৃষ্টিকথন ... ..	১৪
ব্রাহ্মণাদি-হৃষ্টিকথন ... ..	১৮
মানসপুত্রাদি-হৃষ্টি ও চতুর্বিধ	
প্রলয়বর্ণন ... ..	২১
ভৃগুর ঔরসে লক্ষ্মীর উৎপত্তি	২৩
ইন্দ্রের প্রতি হুর্কাসার শাপ, সমুদ্র-	
মন্ধান ও সমুদ্র হইতে লক্ষ্মীর	
সমুখান ... ..	২৫
ভৃগুসর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া পুন-	
র্কীর হৃষ্টিকথন ... ..	৩৪
ক্রবোপাখ্যান ... ..	৩৫
ক্রবের তপস্তা ও ভগবানের নিকট	
বরলাভ ... ..	৩৯
পুথুরাজার উপাখ্যান ... ..	৪৫
সমুদ্রজলে প্রচেতাধিপের তপস্যা	৫১

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
কণুমুনি-চরিত ও দক্ষ প্রজাপতির	
প্রজাহৃষ্টি ... ..	৫৩
মৈত্রেয়ের প্রহ্লাদচরিত্রবিবরণ প্রশ্ন	৬৩
প্রহ্লাদচরিত্র ... ..	৬৪
হিরণ্যকশিপু-বধ ... ..	৭৯
প্রহ্লাদবংশকথন ... ..	৮২
বিষ্ণুর বিভূতিবর্ণন ও তাঁহার চতুঃ-	
প্রকারত্বকথন ... ..	৮৫

## দ্বিতীয় অংশ ।

প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের মধ্যে	
যোগপরায়ণ পুত্রের ব্যতীত	
সপ্তপুত্রের সপ্তস্বীপাধিপত্য ও	
ভরতবংশ-বিস্তারকথন	১
ভূমণ্ডল-কথনপ্রসঙ্গে জম্বুদ্বীপবর্ণন	৪
ভারতবর্ষনিক্রমণ ... ..	৮
প্রজাদি ছয়টি দ্বীপের বর্ণন এবং	
লোকালোক-পর্বত-বিবরণ	১০
সপ্তপাতালকথন ... ..	১৫
নরকবর্ণন ... ..	৩৭

অঙ্করণ	পৃষ্ঠা	অঙ্করণ	পৃষ্ঠা
স্থূর্যাদি নবগ্রহ ও ভুলোকাদি সপ্ত		বজ্রকর্কের শাখাবিভাগ ও বাজ-	
লোকের সংস্থিতিকথন ...	২১	বজ্রকৃত স্থূর্যস্তোত্র ...	৭২
স্থূর্যের রথসংস্থানাদি, কালগণনা ও		সাম ও অধর্কবেদের শাখাবিভাগ	
গন্ধার উৎপত্তিকথন ...	২৪	এবং অষ্টাদশ পুরাণ ও	
বৃষ্টির কারণনিরূপণ ...	৩৪	তন্ত্রকথাপি ...	৭৪
স্থূর্যরখাখিটাত্ত্বগণের বিবরণ	৩৬	যমগীতা ...	৭৬
স্থূর্যরখাখিত ত্রয়োময়া বিশ্বশক্তি		বিষ্ণুপূজার ফলশ্রুতি ও ব্রাহ্মণাদি.	
বিবরণ ...	৩৭	বর্ণের ধর্মকথন ...	৮০
চন্দ্রাদি গ্রহগণের রথবর্ণন ও প্রবহ-		চতুরাশ্রম-ধর্মকথন ...	৮৩
ব্যবৃকথন ...	৩৯	জাতকর্মাধি ও বিবাহ কন্ডার	
জড়-ভরতপোষ্যানে সৌরীর রাজার		লক্ষণাদিকথন ...	৮৬
প্রতি ভরতের তত্ত্ব-জ্ঞানোপদেশ	৪৩	গৃহস্থের সদাচারকথন ...	৮৮
সৌরীর রাজার প্রতি ভরতের		পুনর্কার জাতকর্মাধিকথন এবং	
আত্মবিষয়ক উপদেশপ্রদান	৫১	প্রোতদাহ, অশৌচ, একোদ্বিষ্ট ও	
কছু-নিদাঘসংবাদ ...	৫৪	সপিণ্ডীকরণবিধি ...	১০০
কছুসমীপে নিদাঘের পুনর্গমন ও		শ্রাদ্ধের ফলশ্রুতি ও কালকথন	
আত্মবিষয়ক উপদেশপ্রদান	৫৭	এবং পিতৃগীতা ...	১০৩
		শ্রাদ্ধভোজী ব্রাহ্মণের লক্ষণ এবং	
		শ্রাদ্ধবিধি ...	১০৬
		শ্রাদ্ধে মধু-মাংসাদি-দান-ফল এবং	
		নপুংসকাদি দর্শনজন্যদোষকথন	১১০
		দেবাসুরযুদ্ধে দেবগণকর্তৃক বিশ্বশ্রুতি	
		ও মায়ামোহের উৎপত্তি	১১১
		অহরগণের প্রতি মায়ামোহের উপ-	
		দেশ, নগসম্পর্কদোষকথন এবং	
		শতধর্মরাজার উপাখ্যান	১১৫

## তৃতীয় অংশ।

অতীত ছয় মনুর মন্বন্তর-কাল এবং	
বাক্ষ্যেচিবাধি মন্বন্তর কথন	৬১
স্থূর্যপত্নী ছায়ার বিবরণ এবং	
সাবর্ণ্যাধি মন্বন্তর ও কল্পপরি-	
মাণকথন ...	৬৪
বেদব্যাসের অষ্টাবিংশতি নারি	৬৭
কুরুবৈয়াক্যন-মাহাত্ম্য ও বেদ-	
বিভাগকথন ...	৭০

## চতুর্থ অংশ ।

অঙ্করণ	পৃষ্ঠা	অঙ্করণ	পৃষ্ঠা
বংশবিস্তার-কথন-প্রসঙ্গে	ত্রিশ	মৈতগণের সহিত রাজা রাজার যুদ্ধ	
উৎপত্তি ও তদনন্তর দক্ষাদির		এবং ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশাবলী	১৫৭
উৎপত্তিকথন, পুরুষবার জন্ম		যযাতির উপাখ্যান	১৫৯
এবং রেবতীর সহিত বলদেবের		যহুর বংশ ও কার্তবীৰ্য্য-অৰ্জুনের	
বিবাহ	১২৩	জন্মকথন	১৬১
ইক্ষাকুপ্রভৃতি সূর্য্যবংশীয় রাজগণের		যহুপুত্র ক্রোড়ুর বংশবর্ণন	১৬৩
উৎপত্তি এবং সৌভরি ঋষির		স্বমন্তক মণির উপাখ্যানাদি	১৬৫
উপাখ্যান	১২৮	শিনি, অজক ও ক্ষত্রপ্রবার বংশ	
অনরণ্য রাজার বংশবিস্তারকথন-		এবং শিশুপালের জন্মকথন	১৭৬
প্রসঙ্গে "সগর" রাজার উৎপত্তি-		শিশুপালের মৃত্তির কারণ ও	
কথন	১৩৭	শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান এবং যহু-	
কপিল ঋষির কোপানলে সগরপুত্র-		বংশীয়গণের সংখ্যানিরূপণ	১৭৮
দিগের মৃত্যু, ভগীরথের গঙ্গা-		ভূৰ্ষমুর বংশকথন	১৮১
আনয়ন এবং রামচন্দ্র প্রভৃতির		ভ্রমুর বংশকথন	১৮২
উৎপত্তিকথন	১৪০	অমুর বংশবর্ণন	১৮২
নিমি ও বসিষ্ঠের পরম্পরশাপে		পুরুষ বংশ-কথন	১৮৩
পরম্পরের দেহভ্যাগ, বসিষ্ঠের		শান্তনু রাজার উপাখ্যান ও কুরু-	
পুনর্জন্ম জন্ম, সীতার উৎপত্তি		পাণ্ডব-বংশবর্ণন	১৮৬
এবং কুশধ্বজরাজার বংশকথন	১৪৬	পরীক্ষিতবংশীয় ভবিষ্য ভূপাল-	
চন্দ্রবংশ-কথনপ্রসঙ্গে চন্দ্রের গুরু-		গণের বংশবর্ণন	১৮৯
পত্নী হরণ, বুধের জন্ম, পুরুষবার		ইক্ষাকুবংশীয় ভাবী ভূপালগণের	
উপাখ্যান এবং ত্রিবিধ ঋষির		বংশকীর্তন	১৯০
উৎপত্তিকথন	১৫২	বৃহদ্রথবংশীয় ভাবী নরপতিগণের	
কুরু গঙ্গাপান, অক্ষুবংশ এবং জন্ম-		বংশকথন	১৯০
দগ্নি ও বিশ্বামিত্রের জন্মকথন	১৫৪	প্রচ্যোতবংশীয়াদি ভবিষ্য ভূপাল-	
দায়ুরাজার বংশ, ধবন্তুরির জন্ম		গণের বংশকীর্তন এবং কলির	
এবং তাঁহার বংশকথন	১৫৬	প্রাচুর্য্যবৈ রাজগণের চরিত্র-	
		কথনাদি	১৯১

## পঞ্চম অংশ।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	প্রকরণ	পৃষ্ঠা
বহুদেব-দেবকীর বিবাহ, কংস-		অকুরের বৃন্দাবনগমন ...	৪৬
ভারাক্রান্তা পৃথিবীর দেবসমীপে		শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-যাত্রা ...	৪৯
গমন এবং ত্রক্ষাদি-প্রার্থনার		রাম-কৃষ্ণের মথুরা-প্রবেশ, ব্রজকবচ	
বিষ্ণুর কংস-বধে অঙ্গীকার	১	এবং মালাকারগৃহে গমন	৫০
ষোড়শার-গর্ভে যোগনিদ্রার এবং		কুজাসমীপে অমুলেপনগ্রহণ, ধনুর্ভঙ্গ	
দেবকীর গর্ভে ভগবানের প্রবেশ	৭	এবং কংসবধ ...	৫৬
শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও কংসের প্রতি		উগ্রসেনের অভিষেক এবং ইন্দ্র-	
মহামায়ার বাক্য ...	৯	সমীপে শ্রীকৃষ্ণের সুধর্মী সভা-	
কংসের আশ্রয়কার নিমিত্ত উপায়-		প্রাপ্তিবিবরণ ...	৬৩
বিধান এবং বহুদেব ও দেবকীর		জরাসন্ধ-পরাজয় ...	৬৬
বন্ধন-যোচন ...	১১	কালযবনবধ ...	৬৭
পুতনা-বধ ...	১২	বলদেবের বৃন্দাবনে গমন ...	৭১
শকট পরিবর্তন এবং কৃষ্ণ-বলরামের		বলদেবের বাকুণীপ্রাপ্তি, যমুনা-	
মামকরণ ...	১৪	কর্ষণ এবং রেবতী-পরিণয়	৭৩
কালিরদমন ...	১৭	ক্লিষ্টহরণ ও প্রহ্লাদের জন্ম	৭৪
ধেনুক-বধ ...	২৩	প্রহ্লাদহরণ, মৎস্ত-জঠরে মায়ী-	
প্রলম্বাহার-বধোপাখ্যান ...	২৪	বতীর প্রহ্লাদপ্রাপ্তি এবং শশুরবধ	৭৬
শক্রোৎসববর্ণন এবং কৃষ্ণের আদেশে		ক্লিষ্টবধ ...	৭৮
গোবর্দ্ধন-পূজা ...	২৭	নরকবধ এবং শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ	
ইন্দ্রের কোপে মহাবর্ষ এবং শ্রীকৃষ্ণের		সহস্র কট্যাপ্রাপ্তি ...	৮০
গোবর্দ্ধন-পরিধারণ ...	৩১	পারিজাতহরণ এবং শ্রীকৃষ্ণের	
শ্রীকৃষ্ণসমীপে দেবরাজের আগমন		সহিত যুদ্ধে ইন্দ্রাদি দেবগণের	
এবং অর্জুন-রত্নার্থ উপদেশ	৩৩	পরাজয় ...	৮৩
রাসবর্ণন ও গোপীগণের সঙ্গীত	৩৫	ইন্দ্রের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের দ্বন্দ্ব এবং	
অরিস্টমৈত্রেয়-বধ ...	৪১	দ্বারকায় পারিজাত আনয়ন	৮৯
কংসসমীপে নারদের শ্রীকৃষ্ণ-গণ-		কৃষ্ণমহিষীগণের সত্যানোৎপত্তি এবং	
বর্ণন ...	৪২	উষার স্বপ্নবৃত্তান্ত কথন ...	৯১
ক্লিষ্টবধ ...	৪৪	অনিরুদ্ধহরণ, শিব-কৃষ্ণের যুদ্ধ এবং	
		বাণের বাহুচ্ছেদন ...	৯৩

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	প্রকরণ	পৃষ্ঠা
পৌণ্ড্র-কালিন্দ্র-সম্বন্ধ এবং বারানসী- দাহবর্ণন ... ..	৯৭	প্রলয়কালে ব্রহ্মার অবস্থান ও প্রাকৃত প্রলয়কথন ... ..	১২
হস্তিনাপুরে শাস্ত্র-বন্ধন এবং বল- দেবের কোপশাস্তি ... ..	১০১	তাপত্রয়, গর্ভজন্মাদি হুঃখ ও নরক- যজ্ঞণাবর্ণন এবং হুঃখনিবৃত্তি- নিমিত্ত মুক্তিকথন-এসঙ্গে ব্রহ্ম- হ্রয়নিরূপণ ... ..	১৫
মুমলোৎপত্তি, বহুকুলক্ষয় এবং শ্রীকৃষ্ণের কলেবরত্যাগ ... ..	১০৬	স্বাধ্যায়বোধকথন-এসঙ্গে ঋগ্বেদ ও কেশিক্ষেত্ররাজার উপাখ্যান এবং ধর্মধর্মমুখকথন ... ..	২১
অর্জুনকর্তৃক বাদবর্ণনের সংস্কার, কলির আগমন এবং পরী- ক্ষিতের রাজ্যাভিষেক ... ..	১১২	ঋগ্বেদসমীপে কেশিক্ষেত্রের আশ্র- জ্ঞানাদিকথন এবং ঋগ্বেদ ও কেশিক্ষেত্রের মুক্তিলাভ ... ..	২৫
		সর্বশাস্ত্রাপেক্ষা বিষ্ণুপুরাণের শ্রেষ্ঠতা, কথিত বিষয় সকলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, বিষ্ণুনাট্যম্বর-মাহাত্ম্য, বিষ্ণুপুরাণের ফলশ্রুতি এবং বিষ্ণুমাহাত্ম্যকীর্তন ... ..	৩২

## ষষ্ঠ অংশ ।

কলির স্বরূপ ও কলিধর্মকথন	১
অল্পধর্মের অধিক ফললাভকথন	৫
কলিকথন ও ব্রহ্মার দিননিরূপণ	৯

সমাপ্ত ।





শ্রীশ্রীরামঃ শরণম্ ।

# বিষ্ণু পুরাণ ।

প্রথমাংশ ।

## বঙ্গানুবাদ ।

প্রথম অধ্যায় ।

হে পুণ্ডরীকাক্ষ আদিপুরুষ ! তোমার জয় হউক । হে বিখ্যোৎপাদক তোমাকে নমস্কার, হে স্রষ্টাকেশ ! মহাপুরুষ ! তোমাকে নমস্কার ॥ ১ ॥  
যে নিত্যস্বরূপ অক্ষর ব্রহ্ম-পুরুষ ঈশ্বর-রূপে সত্ত্বাদি গুণের ক্ষোভ-জনিত  
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের আশ্রয়, প্রধান বুদ্ধ্যাদি \* অগৎ বিস্তৃতির প্রসবিতা, সেই  
বিষ্ণু আমাদিগের মতি-ভূতি-মুক্তিপ্রদ † হউন ॥ ২ ॥ বিশ্বেশ্বর বিষ্ণু, ব্রহ্মাদি  
দেবতা এবং গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া বেদতুল্য পুরাণ বলিব ॥ ৩ ॥ ইতিহাস-  
পুরাণজ্ঞ, বেদ বেদাঙ্গ-পারগ, ধর্ম শাস্ত্রাদি-তত্ত্বজ্ঞ, পূর্ব্বাহ্নিক ক্রিয়া সমাপ-  
নান্তে আসীন, বসিষ্ঠ-পৌত্র মুনিশ্রেষ্ঠ পরাশরকে প্রণাম ও অভিবাদন  
করিয়া মৈত্রেয় বলিলেন ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ গুরুদেব, আপনার নিকট যথাক্রমে অধিল  
বেদ বেদাঙ্গ এবং সকল ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি ॥ ৬ ॥ হে মুনিবর !

\* প্রধান (মূল প্রকৃতি মাত্রা) হইতে বুদ্ধি (মহত্ত্ব) মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে পঞ্চতমাত্র (শব্দস্পর্শাদি পাঁচটি) অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভূত, এবং পঞ্চতমাত্র হইতে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি হইয়াছে । সৃষ্টি প্রকরণ এইরূপ । “প্রকৃতে-  
মহান্ মহতোহহঙ্কারঃ অহঙ্কারাৎ পঞ্চতমাত্রাণি পঞ্চতমাত্রৈভ্যশ্চ পঞ্চ মহাভূতানি ।”

† মতি (উত্তমাবুদ্ধি) ভূতি (ঐশ্বর্য্য) এবং মুক্তি প্রদায়ক । অথবা, মতিভূতি অর্থাৎ  
তত্ত্বজ্ঞানোদ্রেকদ্বারা মুক্তি প্রদায়ক ।

‘আপনার অনুগ্রহে “আমি শাস্ত্রে পরিশ্রম করি নাই” এ কথা পণ্ডিতেরা বলেন না, এমন কি শত্রু গন্ধেও আমাকে কৃতশ্রম বলিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥ হে ঋক্ষজ ! জগৎ যেরূপে হইয়াছে পুনশ্চ যে প্রকারে হইবে তোমার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ৮ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! জগতের উপাদান যাহা এই চরাচর যাহা হইতে উৎপন্ন, যাহাতে লীন ছিল, এবং যাহাতে লব্ধ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৯ ॥ আকাশাদির পরিমাণ, দেবাদির উৎপত্তি, সমুদ্র পর্বত ও পৃথিবীর স্থিতি ॥ ১০ ॥ সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহের সংস্থান ও পরিমাণ, দেবতাদির বংশ, মনু ও মনুষ্যের সকলের বিবরণ ॥ ১১ ॥ চতুষ্টয় বিকল্পিত, কল্প, কল্প-বিকল্প, কল্পান্তের স্বরূপ, সম্পূর্ণ যুগধর্ম্ম ॥ ১২ ॥ দেবর্ষি ও রাজাদিগের চরিত্র, ব্যাসদেব-কর্তৃক বেদের শাখা প্রণয়ন ॥ ১৩ ॥ এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমবাসিগণের ধর্ম্ম সমুদয় হে মহাভাগ শক্তি-তনয়, আপনার নিকট শুনিতে অভিলাষ হয় ॥ ১৪ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ; যাহাতে আপনার প্রসাদে এই সকল বিষয় জানিতে পারি ॥ ১৫ ॥

পরাশর কহিলেন, হে ঋক্ষজ মৈত্রেয় ! পুরাতন বিষয় ভাল শ্রবণ করাইলে, পিতামহ ভগবান্ বসিষ্ঠ যাহা বলিয়াছিলেন সেই সকল বিষয় আমার মনে পড়িল ॥ ১৬ ॥ মৈত্রেয় ! বিশ্বামিত্রের প্রেরিত রাক্ষস, পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছে শুনিয়া আমার অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিল ॥ ১৭ ॥ তখন আমি রাক্ষসদিগের বিনাশের জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করায় তাহাতে শত শত নিশাচর ভক্ষীভূত হইতে লাগিল ॥ ১৮ ॥ এইরূপে অসংখ্য রাক্ষস ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে পিতামহ মহাভাগ বসিষ্ঠ আমাকে বলিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥ ‘বৎস ; অত্যন্ত কোপ করা ভাল নহে, ক্রোধ সম্বরণ কর । রাক্ষসগণের অপরাধ নাই, তোমার পিতার ভাগ্যই এইরূপ ছিল ॥ ২০ ॥ মৃত ব্যক্তিদিগেরই ক্রোধ হইয়া থাকে জানবানেরা এরূপ হয়েন না । হে প্রিয় ! কেহ কাহাকে বধ করে না, কারণ সকলে আপনাপন কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করে ॥ ২১ ॥ আর দেখ মনুষ্য অত্যন্ত ক্রোধে যশঃ ও তপস্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন, কিন্তু ক্রোধে সহজেই নষ্ট হয় ॥ ২২ ॥ এক্ষণ পরমর্ষিগণ স্বর্গ ও মোক্ষের প্রতিবন্ধক স্বরূপ ক্রোধকে পরিত্যাগ করেন, বৎস ! ক্রোধের বশীভূত হইও না ॥ ২৩ ॥ অনপকারী দীন নিশাচর সকলকে দগ্ধ করা বিফল, অতএব তোমার এই যজ্ঞ নিবৃত্ত হউক, কেন না ক্ষমাই

সাধুদিগের সার বস্তু” ॥ ২৪ ॥ মহোদয় পিতামহ এই প্রকারে উপদেশ করিলে আশ্রিত তাঁহার বাক্যের গৌরব ভ্রত তৎক্ষণাৎ যজ্ঞের উপসংহার করিলাম ॥ ২৫ ॥ তদনন্তর মুনিসত্তম বসিষ্ঠদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন, এবং ইতি মধ্যে ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ২৬ ॥ পিতামহ তাঁহাকে অর্থাদি দান করিলে হে মৈত্রেয়! মহাভাগ পুলস্ত্য আসন পরিগ্রহ করিয়া আমাকে কহিলেন ॥ ২৭ ॥ “অত্যন্ত বৈরভাব হইলেও তুমি যে গুরুজনের বাক্যে ক্ষমা অবলম্বন করিয়াছ, তাহাতে তুমি সমস্ত শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিবে ॥ ২৮ ॥ এবং ক্রুদ্ধ হইয়াও তুমি আমার বংশের উচ্ছেদ কর নাই তজ্জন্য তোমাকে অন্য এক প্রধান বর দিতেছি ॥ ২৯ ॥ বৎস! তুমি পুরাণ সংহিতার কর্ত্তা হইবে, দেবতা ও পরমার্থতত্ত্ব যথাবৎ জানিতে পারিবে ॥ ৩০ ॥ এবং আমার প্রসাদে প্রবৃতি ও নিবৃতি বিধায়ক কর্মে \* তোমার বুদ্ধি নিশ্চল এবং অসন্নিহিত হইবে” ॥ ৩১ ॥ অনন্তর মৎপিতামহ ভগবান্ বসিষ্ঠ কহিলেন, “পুলস্ত্য তোমাকে যাহা বলিলেন, সমস্ত ঘটিবে” ॥ ৩২ ॥ হে মৈত্রেয়! পূর্বে বসিষ্ঠদেব ও বুদ্ধিমান্ পুলস্ত্য এইরূপে যাহা কহিয়াছিলেন, সম্প্রতি তোমার প্রশ্নে তৎসমস্ত আমার স্মরণ হইল ॥ ৩৩ ॥ সেই আমি তোমার জিজ্ঞাসিত সেই পুরাণ সংহিতা সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি যথাবৎ শ্রবণ কর ॥ ৩৪ ॥ বিষ্ণু হইতে জগৎ উৎপন্ন ও তাহাতেই সংস্থিত, বিষ্ণু এই জগতের স্থিতি সংযমের কর্ত্তা এবং তিনিই জগৎ ॥ ৩৫ ॥

প্রথমাংশে প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

---

\* ইহ বা পরলোকের কামনা-বিষয়ক কর্মকে প্রতিনিবৃত্তক ও জ্ঞান-বৈরাগ্য-পূর্বক কর্মকে নিবৃত্তিজনক কহে ।

## দ্বিতীয় অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন, অবিকার শুদ্ধ কালত্রেয়ে অবিনাশী, পরমাত্মা সৰ্বদা একরূপ সৰ্ববিজয়ী-বিষ্ণু ॥ ১ ॥ হরি, হিরণ্যগৰ্ভ ও শিব নামে অতিহিত সৃষ্টি স্থিতি বিনাশকারী বাসুদেব বিষ্ণুকে নমস্কার ॥ ২ ॥ একানেক-স্বরূপ, স্থূল সূক্ষ্মসূক্ষ্ম কার্য্য কারণীভূত মুক্তিদাতা বিষ্ণুকে নমস্কার ॥ ৩ ॥ এই জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের মূলীভূত, জগন্ময় পরমাত্মা বিষ্ণুকে নমস্কার ॥ ৪ ॥ বিশ্বাধার সৃষ্টানুসৃষ্ট, সৰ্বপ্রাণিস্থিত, অক্ষর, পুরুষোত্তম ॥ ৫ ॥ জ্ঞানস্বরূপ বাস্তবিক অত্যন্ত নির্মূল্য কিম্বদন্তি দর্শনে দৃশ্যরূপে প্রকাশিত ॥ ৬ ॥ কালস্বরূপ, বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিকর্তা জন্মশূন্য অচ্যুত জগদীশ্বর বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া ॥ ৭ ॥ দক্ষাদি মুনিশ্রেষ্ঠগণকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পদ্মবোনি ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্বে যে প্রকার কহিয়াছিলেন, আমি তাহা যথাবৎ বলিতেছি ॥ ৮ ॥ দক্ষাদি মুনিগণ নন্দ্যদা তটে পুরুকুৎস রাজাকে পিতামহের কণা সকল বলিয়াছিলেন, তিনি সারস্বতকে কহেন, আমি আবার সারস্বতের নিকট শুনিয়াছি ॥ ৯ ॥ পরাংপর, শ্রেষ্ঠ, আত্মসংস্থিত পরমাত্মা, রূপবর্ণাদিনির্দেশ বর্জিত ॥ ১০ ॥ অপক্ষয়, বিনাশ-পরিণাম, বুদ্ধি-জন্ম-বর্জিত, যাহাকে, সৰ্বদা আছেন এই মাত্র বলা যায় ॥ ১১ ॥ তিনি এই জগতে সর্বত্র এবং সমস্তই ইহাতে বাস করিতেছে, এজন্ত বিদ্বানেরা তাঁহাকে বাসুদেব \* কহিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥ তিনিই জন্মশূন্য, নিত্যস্বরূপ অক্ষর, অব্যয়, পরম ব্রহ্ম ; সৰ্বদা একরূপ এবং হেয়ংশের অভাব জ্ঞাত নির্মূল ॥ ১৩ ॥ ব্যক্ত (মহাদাদি) অব্যক্ত (মায়ী) পুরুষ (বেদোক্ত ঐক্ষণাদিকর্তা) ॥ ১৪ ॥ কাল এই চতুর্বিধ রূপায়ক সেই ব্রহ্মই এই সমস্ত ॥ ১৫ ॥ হে বিজ্ঞ ! পরব্রহ্মের প্রথম রূপ পুরুষ, দ্বিতীয় তৃতীয় রূপ ব্যক্ত ও অব্যক্ত এবং চতুর্থ রূপ কাল ॥ ১৬ ॥ জ্ঞানিগণ এই চারিটির যে শুদ্ধ পরম বস্তু অবলোকন করেন

\* তিনি সমুদয় বস্তুতেই বাস করেন এবং সমুদয় বস্তুই তাঁহাতে বাস করে অতএব বাসু এবং স্যোতন অর্থাৎ প্রকাশ স্বরূপ অতএব দেব। যিনি বাসু এবং দেব তিনিই বাসুদেব অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণু।

† তেয় অর্থাৎ গাথা ও তৎকার্য্য। তদভাব।

তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ বা পরম রূপ ॥ ১৬ ॥ বিভাগানুসারে পূর্বোক্ত প্রধানাদিরূপ সকল সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের উদ্ভব ও প্রকাশের হেতু ॥ ১৭ ॥ বিষ্ণু যে পুরুষাদিরূপে প্রকাশিত হয়েন তাহা ক্রীড়াপ্রবৃত্ত বালকের চেষ্টার আয়-জ্ঞানিবে ॥ ১৮ ॥ ঋষি-সন্তমেরা কার্যাকারণ শক্তিরূপ ও সৈদৈকরূপ অব্যক্তকে কারণ প্রধান এবং স্ফা প্রকৃতি কহিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥ সেই অব্যক্ত, অক্ষয় অনন্তাশ্রয় ইয়ত্যাশ্রয় অজর নিশ্চল শব্দস্পর্শ বিহীন রূপাদি রহিত, ত্রিগুণ অনাদি এবং জগতের উৎপত্তি স্থান ও কার্য সকলের লয়-স্থান । সৃষ্টির পূর্বে অতীত প্রলয়ের পর সমস্তই তদ্বারা ব্যাপ্ত ছিল ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ হে বিদ্বন্ ! বেদজ ব্রহ্মবাদিগণ সেই প্রধানকেই লক্ষ্য করিয়া উহার প্রতিপাদক পশ্চাৎস্থিত শ্লোক পাঠ করেন ॥ ২২ ॥ প্রলয় কালে দিবা, রাত্রি, আকাশ, ভূমি অন্ধকার আলোক বা অন্য কোনও বস্তু ছিল না, তখন কেবল প্রধান, ব্রহ্ম এবং পুরুষ মাত্র ছিলেন ॥ ২৩ ॥ হে দ্বিজ ! প্রধান ও পুরুষ এই দুই রূপ নিরূপাধি বিষ্ণুর স্বরূপ হইতে পৃথক্ । তাঁহার অত্ম যে, রূপ কর্তৃক এই উভয় রূপ সৃষ্টি সময়ে পরস্পর সংযোজিত এবং প্রলয় কালে বিযুক্ত হয় তাহার নাম কাল ॥ ২৪ ॥ মহা প্রলয়ের সময় বিশ্ব প্রকৃতিতে লীন থাকে এজন্য উহাকে প্রাকৃত প্রলয় বলা যায় ॥ ২৫ ॥ কালরূপ ভগবান্ অনাদি ও অনন্ত বলিয়া এই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ও অব্যচ্ছিন্ন, অর্থাৎ প্রবাহরূপে যথাক্রমে হইতেছে ॥ ২৬ ॥ হে মৈত্রেয় ! প্রলয় কালে গুণ সাম্য (সত্ত্ব রজঃ তমো গুণের নিজস্ব অবস্থা) ঘটে এবং পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত হয়েন । তখনও বিষ্ণুর সেই কাল স্বরূপ রূপ বর্তমান থাকে ॥ ২৭ ॥ তখনন্তর সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে পরমব্রহ্ম পরমাত্মা জগন্ময় সর্বগামী সর্বভূতেশ্বর সর্বাত্মা পরমেশ্বর ইচ্ছানুসারে পরিণামী অপরিণামী প্রকৃতি ও পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ক্ষোভিত অর্থাৎ সৃষ্টিকরণে উন্মূখ করিয়া থাকেন ॥ ২৮।২৯ ॥ কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোনও ক্রিয়াবত্তা নাই যেমন গন্ধ নিকটবর্তী হইবা মাত্র মনের চঞ্চলতা জন্মে পরমেশ্বরের এই ক্ষোভ (জনকতা) ও সেইরূপ ॥ ৩০ ॥ সেই পুরুষোত্তমই সংকোচ ও বিকাশের দ্বারা ক্ষোভ্য ও ক্ষোভক এবং তিনিই প্রধান রূপে স্থিত ॥ ৩১ ॥ আকাশাদি ভূত ও ব্রহ্মাদি জীবরূপে তিনিই ব্যক্ত স্বরূপ, এবং সর্বেশ্বরের ঈশ্বর ॥ ৩১।৩২ ॥

হে বিজ্ঞাতম ! পরে সৃষ্টিকালে পুরুষাধিষ্ঠিত সেই গুণসাম্য হইতে গুণব্যঞ্জন অর্থাৎ মহত্ত্ব উৎপন্ন হইল ॥ ৩৩ ॥ মহত্ত্ব ত্রিবিধ, সাত্ত্বিক রাজস ও তামস। বীজ যেমন ত্বক দ্বারা আবৃত থাকে, সেইরূপ পুরুষোক্ত গুণসাম্য (প্রধান ত্ব) কর্তৃক এই মহত্ত্ব আবৃত হইল, অর্থাৎ প্রধান ত্ব মহত্ত্বের ব্যাপক হইয়া থাকিল ॥ ৩৪ ॥ মহত্ত্ব হইতে বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক, তৈজস অর্থাৎ রাজস ও ভূতাদি অর্থাৎ তামস এই ত্রিবিধ অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপত্তি ॥ ৩৫ ॥ অহঙ্কার ত্রিগুণাত্মক বলিয়া ভূতেন্দ্রিয়-দেবতার উদ্ভবের হেতু। যেমন প্রধান ত্ব দ্বারা মহত্ত্ব আবৃত; মহত্ত্ব দ্বারা অহঙ্কারতত্ত্বও সেইরূপ আবৃত হইল ॥ ৩৬ ॥ তামস অহঙ্কার ক্ষুভিত অর্থাৎ কার্ধ্যোন্মুখ হইয়া শব্দতন্মাত্র ও শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশের সৃষ্টি করিল, এবং উভয়কে আবৃত করিয়া থাকিল ॥ ৩৭ ॥ আকাশ ক্ষুভিত হইয়া স্পর্শতন্মাত্রের সৃষ্টি করিল, তাহা হইতে স্পর্শগুণবিশিষ্ট বলবান বায়ু জন্মিল, এবং আকাশ বায়ুকে আবৃত করিল। তদনন্তর বায়ু ক্ষুভিত হওয়ায় রূপতন্মাত্রও জ্যোতিঃ উৎপন্ন হয়, জ্যোতির গুণ রূপ; জ্যোতিঃ বায়ুদ্বারা আবৃত হইল ॥ ৩৮। ৩৯ ॥ জ্যোতিঃ ক্ষুভিত হওয়ায় রসতন্মাত্র জন্মিল, তাহা হইতে রসগুণবিশিষ্ট জলের জন্ম, ইহা জ্যোতিঃদ্বারা আবৃত। জল ক্ষুভিত হইয়া গন্ধতন্মাত্রের সৃষ্টি করিল, তাহা হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি, ইহার গুণ গন্ধ ॥ ৪০ ॥ তত্ত্বদ্বন্দ্বতে তন্মাত্রা আছে, তাহাতে উহাদের তন্মাত্রতা কথা যায় ॥ ৪১ ॥ তন্মাত্র সকল অবিশেষ এজন্য আকাশাদিও অবিশেষ অর্থাৎ কেহই শাস্ত্র (প্রকাশক অথবা স্রষ্টা হেতু) ঘোর (প্রবৃত্তিজনক অথবা হঃখহেতু) মূঢ় (নিয়মনকারী অথবা মোহহেতু) বিশেষণযুক্ত নহে। ইহা কেবল তামস অহঙ্কার হইতে ভূততন্মাত্রের সৃষ্টি মাত্র। দশ ইন্দ্রিয়কে তৈজস অর্থাৎ রাজস-অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন; এবং ইন্দ্রিয়-গণের দশ দেবতাকে \* বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক-অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকেন ॥ ৪২। ৪৩ ॥ একাদশ ইন্দ্রিয় মন (অর্থাৎ মন, বুদ্ধি,

\* দিক্, বাত, অর্ক, প্রচেতা, অগ্নীকুমার, বহি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতি এই দশ দেবতা দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী।

অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারি অংশে বিভক্ত অন্তঃকরণ) এবং (চক্ষু, ব্রহ্মা, কক্ষ ও ক্ষেত্রজ) মনের এই চারি বৈকারিক দেবতা । হে বিজ্ঞ! শ্রেষ্ঠি ত্বচ্ চক্ষু জিহ্বা ও নাসিকা এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় শব্দাদি গ্রহণের নিমিত্ত বুদ্ধিযুক্ত ॥ ৪৪ ॥ মৈত্রেয়! পায়ু, উপস্থ, কর, পাদ, ও বাক এই পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়ার কার্য যথাক্রমে বিসর্গ (মলমূত্রাদি ত্যাগ) শিল্প গতি ও উক্তি ॥ ৪৫ ॥ হে ব্রহ্মন্! আকাশ বায়ু তেজঃ সলিল ও পৃথিবী উত্তরোত্তর শব্দাদি গুণযুক্ত ॥ ৪৬ ॥ ইহারা শাস্ত ঘোর মুঢ় হওয়ার ইহাদিগকে বিশেষ কথা যায় ॥ ৪৭ ॥ ইহারা নানাবীর্ঘ্য ও পৃথক্ভূত বলিয়া সংহতি বিনা সম্পূর্ণ মিলন না হওয়ায় প্রজা সৃষ্টি করিতে অক্ষম ॥ ৪৮ ॥ অন্যান্য সংযোগ এবং পরস্পর সমাশ্রয় জন্ম সম্পূর্ণ ঐক্য-প্রাপ্ত এবং এক-সংঘাতের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পুরুষের অধিষ্ঠান এবং প্রধানের অনুগ্রহ বশতঃ ঐ মহাদাদি ও বিশেষান্ত সকলে (অর্থাৎ মহত্ত্ব হইতে মহাভূত পর্য্যন্ত) মিলিত হইয়া অণু (ব্রহ্মাণ্ড) উৎপাদন করে ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥ হে মহাবুদ্ধে! ব্রহ্মরূপ বিষ্ণুর (হিরণ্যগর্ভরূপীর) উত্তম সংস্থানভূত, জল-বুদ্ধদ্বং বর্তমানাকার উদকেশয় ঐ বৃহৎ প্রাকৃত অণু ভূতগণের সাহায্যে ক্রমে বিবৃদ্ধ হইল ॥ ৫১ ॥ অব্যক্তরূপ জগৎপতি বিষ্ণু ব্যক্তরূপী হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে ঐ অণুে ব্যবস্থিত হইলেন ॥ ৫২ ॥ মেক (সুমেক) তাঁহার উষ্ণ (গর্ভ বেষ্টন চর্ম) অষ্টাঙ্গ মহীধর জরায়ু এবং সমুদ্র সকল মহাত্মার গর্ভোদক হইল ॥ ৫৩ ॥ হে বিপ্র! ঐ অণুে সপর্কত দ্বীপ সকল সমুদ্র সকল এবং সদেবাসুর মানুষ সজ্জ্যাতিঃ লোকসংগ্রহ সমুদ্রই উৎপন্ন হইল ॥ ৫৪ ॥ পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা দশ দশ গুণ অধিক বারি, বহি, অনিল, আকাশ ও ভূতাদি (তামস অহঙ্কারের) দ্বারা ঐ অণু উত্তরোত্তর বহির্ভাগে আবৃত হইল। ভূতাদি আবার মহত্ত্ব দ্বারা আবৃত ॥ ৫৫ ॥ ব্রহ্মন্! ঐ সমস্ত সহিত মহত্ত্ব অব্যক্ত দ্বারা আবৃত হইল, নারিকেল ফলের অন্তর্কর্ষী বীজ যেমন বাহ্যদলসমূহে আবৃত থাকে সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ড ঐ সপ্ত প্রাকৃত আবরণে আবৃত ॥ ৫৬ ॥ বিশ্বেশ্বর হরি তথায় রজোগুণাবলম্বনে স্বয়ং ব্রহ্মা হইয়া এই জগতের সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্ত হইলেন ॥ ৫৭ ॥ অগ্রমেষপরাক্রম ভগবান্ বিষ্ণু সত্ত্বগুণাবলম্বন



করিয়া কল্প বিকল্পনা (ব্রহ্ম দিনাবসান) পর্য্যন্ত সৃষ্ট সকলকে যুগে যুগে পালন করেন ॥ ৫৮ ॥ এবং হে মৈত্রেয় ! কল্পান্তে তমোদ্ভেকী জনার্দন অতিভীষণ রুদ্ররূপী হইয়া অখিলভূতকে ভক্ষণ করেন ॥ ৫৯ ॥ সমস্ত ভূতভক্ষণান্তে জগৎ একাণবীকৃত হইলে পরমেশ্বর নাগপর্য্যঙ্ক-শয়নে শয়ন করেন ॥ ৬০ ॥ প্রবুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মরূপধারী পুনশ্চ সৃষ্টি করেন ॥ ৬১ ॥ ঐ একমাত্র ভগবান্ জনার্দনই সৃষ্টিস্থিত্যন্ত করণ জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মিকা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৬২ ॥ প্রভু বিষ্ণুই স্রষ্টা হইয়া আপনাকে সৃজন, পালক ও পাল্য হইয়া আপনাকেই পালন করেন এবং শেষে সংহর্তা ও উপসংহার্য্য হইয়া স্বয়ংই উপসংহৃত হইলেন ॥ ৬৩ ॥ যেহেতু পৃথিবী অপ্ তেজ বায়ু আকাশ সর্বেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ ইত্যাদি রূপ জগৎ সমস্তই পুরুষাখ্য । যখন ঐ অব্যয় হবিই সর্বভূতেশ এবং বিশ্বরূপ তখন ভূতস্ব সর্গাদি তাঁহারই উপকারক (তদ্বিত্তির বিস্তারহেতু) ॥ ৬৪ ॥ ৬৫ ॥ তিনিই সৃজ্য তিনিই সর্গকর্তা তিনিই পালন ও ভক্ষণ করিতেছেন, তিনিই প্রতিপালিত হইতেছেন এবং তিনিই ব্রহ্মাদি অবস্থায় অশেষমূর্তি । অতএব বিষ্ণুই বরিষ্ঠ, বরদ এবং বরেণ্য ॥ ৬৬ ॥

প্রথমমাংশে দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## তৃতীয় অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন ; নিগূর্ণ, অপ্রমেয়, শুদ্ধ, ও অমলান্না ব্রহ্মের সর্গাদি কর্তৃত্ব কিরূপে স্বীকার করা যায় ॥ ১ ॥

পরাশর কহিলেন ; যেহেতু সমস্ত ভাব পদার্থের শক্তি সকল অচিন্ত্যজ্ঞান গোচর\* অতএব হে তপস্বি শ্রেষ্ঠ ! ব্রহ্মেরও সেই সর্গাদি শক্তি পাবকের উচ্চতার ত্রায় স্ভাবসিদ্ধ ॥ ২ ॥ ভগবান্ সৃষ্টিকার্য্যে যেক্রমে প্রবর্ত হইলেন তাহা শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ হে বিদ্বন্ ! নারায়ণাখ্য নিত্য ভগবান্ লোক পিতামহ ব্রহ্মা

\* যে জ্ঞানে তর্ক সচৈ না অর্থাৎ তর্ক চলে না তাহাকে অচিন্ত্যজ্ঞান কহে অগ্ন্যাগ্নি ভাব পদার্থের যে দাহকত্বাদি শক্তি আছে এবিধেই কিছু তর্ক নাই ।

উৎপন্ন হইলেন এইরূপ যে বলা হয় ইহা উপচার অর্থাৎ বেচ্ছায় আবি-  
 র্ভাব সত্ত্বেও উৎপত্তির সাদৃশ্য হেতু উৎপন্ন বলিয়া কথিত হন ॥ ৪ ॥  
 স্বকীয় পরিমাণের শতবৎসর ব্রহ্মার পরমাণুঃ তাহার নাম পর। তদন্ধের  
 নাম পরাক্ষি ॥ ৫ ॥ হে অনঘ! তোমাকে বিষ্ণুর যে কাল স্বরূপের কথা  
 বলিয়াছি তদ্বারা ব্রহ্মা অস্তিত্ব জন্ত, ও ভূ, ভূত্ব সাগরাদি সমস্ত চরাচরের  
 পরিমাণের নিরূপণ শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥ হে মুনিসত্তম! পঞ্চদশ নিমেষকে কাষ্ঠী  
 কহে, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা হয়, ত্রিংশৎ কলাতে এক ঘটিকা ও দুই  
 ঘটিকায় এক মুহূর্ত্ত হয় ॥ ৭ ॥ ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে মনুষ্য লোকের অহোরাত্রি হয়,  
 ত্রিংশৎ অহোরাত্রি পঞ্চদশায়ক মাস হয় ॥ ৮ ॥ ছয় মাসে এক অয়ন, এবং  
 দক্ষিণ উত্তর এই দুই অয়নে এক বর্ষ, দক্ষিণায়ন দেবগণের যাত্রি ও  
 উত্তরায়ণ দিবা ॥ ৯ ॥ দেব পরিমাণের ষাদশ সহস্র বৎসরের সত্য  
 ত্রেতাাদি নামক চতুষ্টয় হইয়া থাকে। তাহাদের বিভাগ শ্রবণ কর ॥ ১০ ॥  
 পুরাবিদগণ সত্যাদি চারি যুগের পরিমাণ যথাক্রমে চারি, তিন, দুই ও এক  
 সহস্র বৎসর কহেন ॥ ১১ ॥ ঐতি যুগের পূর্ক্স ব্রহ্মার পরিমাণ যথাক্রমে  
 চারি তিন দুই ও এক শত বৎসর, এবং সন্ধ্যাংশ ( যুগের অন্তরবর্ত্তী সময় )  
 ও তৎতুল্য ॥ ১২ ॥ সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের অন্তরবর্ত্তী যে কাল, তাহাই কৃত  
 ( অর্থাৎ সত্য ) ত্রেতাাদি যুগ বলিয়া জানিবে ॥ ১৩ ॥ হে মুনে! কৃত ত্রেতা  
 দ্বাপর ও কলি এই চতুষ্টয়ের সহস্র পরিমাণ ( অর্থাৎ চারি সহস্র যুগে ) ব্রহ্মার  
 একদিন কথিত হয় ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মার এক দিনে চতুর্দশ মনু হইলেন, তাহাদের  
 কালকৃত পরিমাণ শ্রবণ কর ॥ ১৫ ॥ সপ্তর্ষি, সুরগণ, ইন্দ্র, মনু এবং তৎপুত্র নৃপ  
 সকল এককালেই সৃষ্ট ( অধিকার প্রাপ্ত ) ও এককালেই সংলুপ্ত ( হ্রাসাধি-  
 কার ) হইলেন ॥ ১৬ ॥ হে ব্রহ্মন্! কিঞ্চিদধিক দুইশত পঞ্চাশতি যুগ, মনু ও  
 সুরাদিগণের কাল। ইহারই নাম মনন্তর ॥ ১৭ ॥ দিব্য সংখ্যায় মনন্তরের  
 পরিমাণ অষ্টলক্ষ দ্বাপকাশং সহস্র বৎসর ॥ ১৮ ॥ মাহুয-বৎসরের গণনায়  
 উহার পরিমাণ ত্রিংশৎ কোটি সপ্তষষ্টি লক্ষ বিংশতি সহস্র বৎসর ॥ ১৯ ॥  
 এই কালের চতুর্দশ গুণ ব্রাহ্ম্য দিন নামে কথিত। তদন্তে ব্রাহ্ম্য, নৈমিত্তিক  
 ( ব্রহ্ম মিত্রা নিমিত্ত ) ঐতিসকর অর্থাৎ ঐলয় হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥ তৎকালে  
 ভূত্বাদি সর্ক্স ত্রৈলোক্য দত্ত হইতে থাকে, মহর্লোক নিবাসিগণ তাপার্ত্ত

হইয়া জনলোকে গমন করেন ॥ ২১ ॥ তদনন্তর ত্রৈলোক্য একাৰ্ণব হইলে  
নারায়ণাত্মক ব্রহ্মা ত্রৈলোক্য-গ্রাস-বৃংহিত (প্রপঞ্চ গ্রাসে সমৃদ্ধ-ব্রহ্মানন্দ)  
এবং শেষ-শয্যাগত হইয়া তাহাতে শয়ন করেন ॥ ২২ ॥ জনলোকস্থ যোগি-  
বৃন্দ কর্তৃক চিন্ত্যমান অজস্রসত্ত্ব (ব্রহ্ম) এইরূপে তৎপ্রমাণা (ব্রহ্মাহঃ  
পরিমিতা) রাত্রি যাপন করেন। তদন্তে পুনর্বার সৃষ্টি হয় ॥ ২৩ ॥ এইরূপ  
অহোরাত্র পক্ষমাসাদি গণনায় ব্রহ্মার বর্ষ। এইরূপ শতবর্ষ সেই মহাত্মার  
পরমায়ুঃ ॥ ২৪ ॥ হে অনব দ্বিজ! এই ব্রহ্মার এক পরাব্রহ্ম অতীত,  
এবং ঐ পরাব্রহ্মের অন্তে পান্ন নামে অভিহিত মহাকল্প হইয়া গিয়াছে।  
বর্তমান দ্বিতীয় পরাব্রহ্মের এই প্রথম কল্প বরাহ নামে পরিকীৰ্ত্তিত ॥ ২৫ ॥

প্রথমাংশে তৃতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## চতুর্থ অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন। হে মহামুনে! এই [নারায়ণাখ্য ভগবান্ ব্রহ্মা  
কল্পের আদিতে ধেরূপে সর্গভূতের সৃষ্টি করিলেন তাহা বলুন ॥ ১ ॥

পরাম্বর কহিলেন প্রজাপতিপতি দেব নারায়ণাত্মক ব্রহ্মা যে প্রকারে  
প্রজাসৃষ্টি করিলেন তাহা আমার নিকট প্রবণ কর ॥ ২ ॥ অতীত কল্পের  
অবসানে নিশাত্মপ্রোথিত এবং সঙ্কোজিত্ত প্রভু ব্রহ্মা, লোক শূন্য অব-  
লোকন করিলেন ॥ ৩ ॥ তিনিই নারায়ণ, পর, অচিন্ত্য শ্রেষ্ঠ সকলের প্রভু,  
ব্রহ্মস্বরূপী, ভগবান্, অনাদি এবং সর্গসম্ভব ॥ ৪ ॥ জগতের প্রভাবাপ্যয়  
(উৎপত্তি ও লয়স্থান) দেব ব্রহ্মস্বরূপ নারায়ণের প্রতি পণ্ডিতেরা এই শ্লোক  
উদাহরণ দিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥ অপ্কে নার কহা যায়, যেহেতু অপ্ (জল)  
নর (পূর্কবাত্তম) হইতে উৎপন্ন, সেই নার তাঁহার পূর্ক অয়ন (আশ্রয়) এজন্ত  
তিনি নারায়ণ নামে স্মৃত ॥ ৬ ॥ জগৎ একাৰ্ণব হইলে সেই প্রভু প্রজাপতি  
পৃথিবীকে অল্পমানে তোরাত্তরুর্ভিত্তিনী জানিয়া তদ্ব্যবসায় কামনা করিলেন।  
এবং অশেষ জগতের স্থিতি কার্যে স্থিত, স্থিরাত্মা, সর্গাত্মা, পরমাত্মা  
আত্মাধার ধরাধর প্রজাপতি পূর্ককল্পাদিতে যেমন মৎস্য কুর্মাাদি রূপ ধারণ

করিয়াহিলেণ, সেইরূপ বেদবজ্রময় বরাহ দেহ অবলম্বন পূর্বক জনলোকগত সনকাদি সিদ্ধ পুরুষ কর্তৃক অভিষ্টুত (সম্যক স্তুত) হইয়া জল মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭।৮।৯।১০ ॥ তখন বসুন্ধরা দেবী তাঁহাকে পাতালতলে আগত দেখিয়া প্রথিতা ও ভক্তিনন্দা হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

পৃথিবী কহিলেন । হে সর্বভূত ! তোমাকে নমস্কার, হে শশ্বগদাধর ! তোমাকে নমস্কার, আমি পূর্বে তোমা হইতে উথিত অদ্য এই পাতালতল হইতে আমাকে উদ্ধার কর ॥ ১২ ॥ হে জনার্দন ! তুমি আমাকে পূর্বে উদ্ধার করিয়াছ, আমি এবং গগনাদি অন্যান্য সমস্ত বস্তুই তুময় ॥ ১৩ ॥ হে পরমাত্মাশ্রয় ! তোমাকে নমস্কার, হে পুরুষাশ্রয় ! তোমাকে নমস্কার, তুমি প্রধান ও ব্যক্তস্বরূপ এবং কাল স্বরূপ তোমাকে নমস্কার ॥ ১৪ ॥ ঐভো ! সৃষ্টাদি বিষয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রাশ্ব রূপধ্বক তুমিই সর্বভূতের কর্তা তুমিই পাতা এবং তুমিই বিনাশকারী ॥ ১৫ ॥ হে গোবিন্দ ! জগৎ একাধারীকৃত হইলে সকল সংভঙ্গ্য পূর্বক তুমিই মনীষিগণ কর্তৃক চিন্ত্যমান হইয়া শয়ন করিতে থাক ॥ ১৬ ॥ তোমার যে গগন তব তাহা কেহই জানে না, অবতারে যেরূপ প্রকাশিত হয় দেবতা সকলও তাহারই অর্চনা করেন ॥ ১৭ ॥ পরব্রহ্ম তোমাকে আরাধনা করিয়া যুমুকুগণ মুক্তিলাভ করেন, বাসুদেবের আরাধনা না করিয়া কে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৮ ॥ যাহা কিছু মনের গ্রাহ্য, যাহা কিছু চক্ষুরানির গ্রাহ্য এবং যাহা বুদ্ধির পরিচ্ছেদ্য (অর্থাৎ যে কিছু সম্বন্ধে বুদ্ধি খাটান যায়) তৎসমস্তই তোমার রূপ ॥ ১৯ ॥ আমি তুময় স্বদাধার স্বংসৃষ্ট ও স্বদাপ্রিত একন্য লোকে আমাকে মাধবী \* কহিয়া থাকে ॥ ২০ ॥ হে অখিল-জ্ঞানময় ! তোমার জয় হউক, হে স্থূলময় অব্যয় ! তোমার জয় হউক, জয় অনন্ত ! জয় অব্যক্ত ! জয় ব্যক্তময় ! ঐভো ! পরাপরাশ্রয় ! বিশ্বাশ্রয় ! জয় যুক্ত হও । হে জনন্য বজ্রপতে ! তুমি যজ্ঞ, তুমি বষট্কার, তুমি ওকার, তুমি ঋষি স্বরূপ ; হে হরে ! তুমি বেদ, তুমি তদঙ্গ, তুমিই বজ্রপুংস্ব । হর্ষাদি গ্রহ, তারা, নক্ষত্রাদিময় অখিল জগৎ, তুমি । হে পুরুষোত্তম !

\* মাধবস্ত ইয়ং—মাধবী । ইহা মাধবের অর্থাৎ ত্রিকৃষ্ণের, এই অর্থে—মাধবী ।

আমি এখানে মূর্ত্যমূর্ত অদৃশ্য ও কঠিন যাহা কিছু বলিলাম ত্রিবা না বলিলাম, তৎসমস্তই তুমি, তোমাকে নমস্কার ; হে পরমেশ্বর ! তুমোত্তর নমস্কার ॥ ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ ॥

পরান্নর কহিলেন পৃথিবী কর্তৃক এইরূপে সংস্কৃতমান; সামস্বরধ্বনি শ্রীমান ধরণীধর পরিষর্ষর শব্দে গর্জন করিয়া উঠিলেন ॥ ২৫ ॥ তদনন্তর উৎপলপত্রসন্নিভ, (দ্বিধা শ্রাম) প্রফুল্লপদ্মলোচন মহাবরাহ নিজ দত্ত দ্বারা ধরাকে উৎক্লিষ্ট করিয়া রসাতল হইতে মহান্ নীলাচলের ভায় উদ্ভিত হইলেন ॥ ২৬ ॥ উঠিবার সময় সেই সংপ্রবহারি তাঁহার মুখনিঃসৃত বায়ু দ্বারা আহত হইয়া জনলোকহিত সনন্দনাদি বিগত পাপ মুনিসকলকে প্রক্ষালিত করিল ॥ ২৭ ॥ জলরাশি অধোদিকে ক্ষুরাগ্রবিকৃত রসাতলে প্রবেশ করিল এবং জনগোকে যে সকল সিদ্ধ বাস করেন তাঁহার। তাঁহার স্বাসবায়ুর বেগে ক্লিষ্ট হইয়া বিচলিত হইলেন ॥ ২৮ ॥ মহীকে ধারণ করিয়া উত্তীর্ণমান জলার্দ্ধকৃষ্ণ ও কল্পিতকায় সেই মহাবরাহের রোমাচ্ছাদিত হইয়া মুনিগণ তাঁহার বেদময় শরীরকে আশ্রয় করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥ আনন্দপূর্ণান্তঃকরণ জনলোকনিবাসী সনন্দনাদি যোগিগণ, নতিনত্রকঙ্করে সেই নির্বিশেষ উদারলোচন ধরাধরের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥ হে ব্রহ্মাদি ঈশ্বরের পরমেশ ! গদা শব্দ অসিক্রেধারিন্ প্রভো ! কেশব ! তোমার জয় হউক । তুমিই সৃষ্টি নাশ এবং স্থিতির হেতু, ঈশ্বর ; পরমপদও তোমা ভিন্ন অস্ত্র নহে ॥ ৩১ ॥ হে যুগদংষ্ট্র ! প্রভো ! তুমি যজ্ঞ পুরুষ তোমার পাদচতুর্ভয়ে বেদ, দত্তে যজ্ঞ, ও বক্তে চিত্তি (অগ্নিস্থান) তোমার জিহ্বা হতাশন এবং লোম সকল দর্ভ (কুশ) ॥ ৩২ ॥ মহাত্মন ! তোমার চক্ষুর্ধ্ব রাত্রিদিবা, মৃতক সর্বাশ্রয় ব্রহ্মপদ, শটাকলাপ (স্বক কেশররাজি) অশেষ শূক (পুরুষ শূক প্রভৃতি) এবং ত্রাণ সমস্ত হবিঃ ॥ ৩৩ ॥ হে অকৃতুঃ ! সামস্বর ধীরনাদ । প্রাথংশকার অখিলসএসক্রে ! তোমার শ্রবণ বৃগল ইষ্টীপূর্তধর্ম, হে দেব সনাতনাত্মন উপবন ! প্রসন্ন হও \* ॥ ৩৪ ॥

\* । অকৃতুঃ—অকৃ (হোমের কৃশী) ধাঁহার তুও (চৌটি) সামস্বর—মান (সাম-বেদের স্বর) ধাঁহার স্বর । প্রাথংশকার—প্রাথংশ (যজ্ঞাদি যানের অগ্রভাগ) ধাঁহার কায়

হে অন্ধ বিশ্বমূর্ত্তে ! তোমার পদক্ষেপে পৃথিবী ব্যাপ্ত, আমরা তোমাকে  
বিশ্বের আদি ও স্থিতি বলিয়া জানি ॥ ৩৫ ॥ হে নাথ ! তোমার  
দস্তাঙ্গস্থিত এই অশেষ ভ্রমগুল, পদবন-বিলোড়নকারী গজেশ্বরের দন্ত-  
সংলগ্ন পক্ষলিপ্ত সরোজিনী-পত্রের ন্যায় প্রতীত হইতেছে ॥ ৩৬ ॥  
হে অতুলপ্রভাব ! দ্যায্য ও পৃথিবীর মধ্যস্থ অন্তরীক্ষ তোমারই  
শরীরে ব্যাপ্ত, হে জগদ্ব্যাপ্তিসমর্থদীপ্তিবিভো ! তুমি বিশ্বের হিতের নিমিত্ত  
হও ॥ ৩৭ ॥ হে জগৎপতে ! তুমিই একমাত্র পরমার্থ, অন্য কেহ নাই ।  
এই চরাচর যদ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে তাহা তোমারই মহিমা ॥ ৩৮ ॥ তুমি জ্ঞানাত্মা,  
এই যে মূর্ত্তরূপ দৃষ্ট হইতেছে ইহা তোমার জ্ঞানময় রূপ । কিন্তু অজ্ঞেরা  
জগৎকে ভূতময় দেখিতেছে ॥ ৩৯ ॥ অবুদ্ধিগণ জ্ঞান স্বরূপ এই অখিল  
জগৎকে অর্থরূপে (স্থূলরূপে) অবলোকন করতঃ মোহ সংগ্রবে (সংসার  
সাগরে) ভ্রমণ করিতেছে ॥ ৪০ ॥ হে পরমেশ্বর ! ধাঁহার জ্ঞানবিৎ শুদ্ধ-  
চেতা তাঁহারা অখিল জগৎকে তোমার জ্ঞানাত্মকরূপ বলিয়া দেখেন ॥ ৪১ ॥  
হে সর্বাত্মন সর্গ ! প্রসন্ন হও, হে অমোঘাত্মন ! অজ্ঞলোচন । জগতের  
নিবাসের নিমিত্ত এই পৃথিবীর উদ্ধার করিয়া আমাদেরকে সুখ দান  
কর ॥ ৪২ ॥ হে ভগবন্ গোবিন্দ ! তুমি সর্বোজ্জিত হইয়াছ, উদ্ভবের  
নিমিত্ত এই পৃথিবীকে উদ্ধার কর, হে অজ্ঞলোচন ঈশ ! আমাদেরকে  
কল্যাণ দাও ॥ ৪৩ ॥ তোমার সৃষ্টি-প্রবৃত্তি জগতের উপকারিণী হউক,  
হে অজ্ঞলোচন ! তোমাকে নমস্কার, আমাদেরকে সুখী কর ॥ ৪৪ ॥  
পরশর কহিলেন পরমাত্মা মহীধর এইরূপে সংসৃত্যমান হইয়া ক্রান্তিকে  
শীঘ্র উত্থাপিত এবং মহার্গবে ন্যস্ত করিলেন ॥ ৪৫ ॥ দেহের বিস্তৃতিজন্য  
পৃথিবী নিগম্য না হইয়া সেই সমুদ্রের উপর মহতী নৌকার ন্যায় ভাসিতে  
লাগিল ॥ ৪৬ ॥ তদনন্তর অনাদি পরমেশ্বর পৃথিবীকে সমান করিয়া ষণ্মা  
বিভাগে পর্বত সকল স্থাপিত করিলেন ॥ ৪৭ ॥ সেই অমোঘ-বাহিত অমোঘ  
প্রভাবে পূর্ক সৃষ্টিতে দক্ষ অখিল পর্বতকে পৃথিবীতলে সৃষ্টি করিয়া-

---

(শরীরের মধ্যভাগ) । অখিল সত্ত্ব সন্ধি—সমস্ত সত্ত্ব (বাদশাহাদি যজ্ঞ সফল) ধাঁহার সন্ধি  
(শরীর গ্রন্থি বা গাঁট) । ইষ্টাপূর্ত্তকর্ম—ইষ্ট (যেদবিহিত কর্ম) পূর্ত্ত (সৃতিবিহিত কর্ম) ।

ছিলেন ॥৪৮॥ অনন্তর সপ্তদ্বীপে যথাতথ ভূ বিভাগ করিয়া পূর্ববৎ জুবাতি চতুর্দৈক কল্পনা করিলেন ॥ ৪৯ ॥

এই ব্রহ্মরূপধারী দেব রজোঃগাবৃত ভগবান্ চতুর্মুখ হরি তৎপরে সৃষ্টি করিলেন ॥ ৫০ ॥ তিনি স্বল্প্য সকলের সৃষ্টিকর্মে নিমিত্ত মাত্র হইলেন, যেহেতু স্বল্প্য বস্তুর শক্তিই স্বজন বিষয়ে প্রধান কারণীভূত ॥ ৫১ ॥ হে তপস্বি শ্রেষ্ঠ ! স্বজন কার্যে নিমিত্ত মাত্র ভিন্ন-অন্ত কিছুই অপেক্ষা দেখা যায় না। বস্তু সকল স্ব শক্তি দ্বারাই বস্তুতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৫২ ॥

প্রথমমাংশে চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## পঞ্চম অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন—হে ষিঞ্জ ! দেব ব্রহ্মা, যেরূপে দেবর্ষি পিতৃদানব মহর্ষ্য তিৰ্য্যাক ও বৃক্ষাদি ভূ-ব্যোম-সলিলবাসীদিগকে সৃষ্টি করিলেন এবং সর্গের আদিতে জগৎকে বক্ষুণ বৎস্বরূপ ও যৎস্বভাব করিয়া স্বজন করিয়া-ছেন তাহা আমাকে উক্তভঃ বলুন ॥ ১।২ ॥

পরশর কহিলেন—হে মৈত্রেয় ! এই দেব প্রভু যে প্রকারে দেবাদি সকলের সৃষ্টি করিলেন তাহা বলিতেছি, স্মরণীয় হইয়া শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ পুরাকালে কল্পাদিতে যেরূপ সৃষ্টি ছিল তিনি তাহা চিন্তা করিতে করিতে অবুদ্ধিপূর্বক তমোময় সর্গ প্রাপ্তভূত হইল ॥ ৪ ॥ অর্থাৎ তমঃ মোহ মহামোহ তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই পঞ্চপর্কা অবিদ্যা প্রাপ্তভূত হইল \* ॥ ৫ ॥ তিনি সৃষ্টি বিষয়ে ধ্যান করার অপ্রতিবোধবান্ বহিরন্তোঃপ্রকাশ ও সংবৃত্তা (মূঢ় স্বভাব) নগাশ্রক সৃষ্টি পঞ্চধা অবস্থিত হইল ॥ ৬ ॥ নগ (স্বাবর) সকল মুখ্য (ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি)

\* তমঃ—দেহাদিতে আন্ধাভিমান। মোহ—পুরাদিতে স্বাম্যাভিমান। মহামোহ—শব্দাদি ভোগস্পৃহা। তামিস্র—তৎপ্রতিঘাতে ক্রোধ। অন্ধতামিস্র—বিনাশশব্দাৎ নিত্য তৎরূপে প্রতিনিবেশ।

এজন ইহার নাম মুখ্য সর্গ, তাহাকে অসাধক বলিয়া পুনঃ অস্ত সর্গ  
 ধ্যান করিলেন ॥ ৭ ॥ তাহাতে তিৰ্য্যাক্‌শ্রোতা উৎপন্ন হইল, এই সর্গ-  
 তিৰ্য্যাক্‌ প্রবৃত্ত (আহার সন্ধারে জীবিত ) বলিয়া তিৰ্য্যাক্‌শ্রোতা নামে  
 খ্যাত ॥ ৮ ॥ তাহারা সকলেই তমঃপ্রায়, অবৈদী ( অমুসন্ধানশূন্য )  
 উৎপথগ্রাহী অজ্ঞানে জ্ঞানমানী, অহঙ্কৃত, অহম্মান, অষ্টাবিংশবদ্যাক্ত অন্তঃ-  
 প্রকাশ এবং পল্পস্পর আবৃত পঞ্চাদি ॥ ৯। ১০ ॥ তাহাদিগকেও অসাধক  
 বিবেচনা করিয়া অন্য সৃষ্টি ধ্যান করিলে উর্দ্ধবাসী উর্দ্ধশ্রোতা সাত্ত্বিক তৃতীয়  
 সর্গ হইল। তাহারা সুখপ্রীতিবহুল বহিরন্তঃ অনাবৃত (অতএব) বহিরন্তঃ  
 প্রকাশ, এই সর্গ তৃতীয়া ব্রহ্মার তৃতীয় দেবসর্গ নামে স্মৃত, তাহা নিশ্চয় হইলে  
 ব্রহ্মার প্রীতি জন্মিয়াছিল ॥ ১১। ১২। ১৩ ॥ তদনন্তর তিনি মুখ্য সর্গাদি  
 সম্ভব সকলকে অসাধক জানিয়া অপর উত্তম সাধক সর্গ ধ্যান করিলেন ॥ ১৪ ॥  
 সত্যাবিধায়ী তিনি এইরূপ ধ্যান করিলে আবাক্ত (মায়া) হইতে  
 অর্কাক্‌শ্রোতা সাধক (মহুয্য) প্রাচুর্ভূত হইল ॥ ১৫ ॥ অর্কাক্‌ (অধঃ-  
 প্রবিষ্ট আহারে জীবিত) বলিয়া অর্কাক্‌ শ্রোতা বলা যায়, তাহারা প্রকাশ  
 বহুল, তমোদ্ভিত ও রজোদিক ॥ ১৬ ॥ এই হেতু মহুয্যেরা দুঃখ বহুল,  
 তুম্বোভূয়ঃ কৰ্ম্মকারী, বহিরন্তঃ প্রকাশ ও সাধক ॥ ১৭ ॥ হে মুনিসত্তম ! এই  
 বড় বিধ সৃষ্টি কথিত হইল। মহত্তর ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি বলিয়া বিজ্ঞেয় ॥ ১৮ ॥  
 তন্মাত্রা সকলের সৃষ্টি দ্বিতীয়, তাহা ভূতসর্গ নামে স্মৃত। বৈকারিক  
 তৃতীয় সর্গ ঐন্দ্রিয়িক শব্দে কথিত ॥ ১৯ ॥ এই ত্রিবিধ সর্গ অবুদ্ধি পূর্ব্বক  
 (অবিদ্যাখ্য প্রকৃতি সম্ভূত)। মুখ্য স্বাবর সর্গ চতুর্থ ॥ ২০ ॥  
 তিৰ্য্যাক্‌শ্রোতা যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা তৈর্য্যাক্‌ বোনি নামে কথিত  
 পঞ্চম সর্গ, তৎপরে উর্দ্ধশ্রোতা ষষ্ঠ তাহা দেব সর্গ বলিয়া খ্যাত ॥ ২১ ॥  
 তদন্তর অর্কাক্‌শ্রোতা মাহুয সর্গ সপ্তম, অষ্টম সর্গের নাম অমুগ্রহ, ইহা  
 সাত্ত্বিক ও ভামস ॥ ২২ ॥ এই পঞ্চ সর্গ বৈকৃত এবং পূর্ব্বোক্ত সর্গত্রয় প্রাকৃত,  
 প্রাকৃত ও বৈকৃত যোগে সর্গ অষ্টবিধ। কৌবার (সনৎকুমারাদি) সর্গ  
 নবম ॥ ২৩ ॥ এই সকল সর্গ, জগতের মূল হেতু। প্রজাপতির এই নব  
 সর্গ সমাখ্যাত হইল, অপদীপ্তের সৃজনের বিষয় অন্য কি গুণিতে ইচ্ছ  
 কর ॥ ২৪ ॥



মৈত্রেয় কহিলেন। হে মুনিবরোত্তম! আপনি সংক্ষেপে দেবুদির সৃষ্টি কহিলেন কিন্তু আপনার নিকট বিস্তার রূপে শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ২৫ ॥

পরশুর কহিলেন। প্রজা সকল কুশলাকুশল প্রাক্তন কর্ণে অভিভাবিত, এজন্য তাহারা সংহার কালে উপসংহৃত হইলেন সেই খ্যাতি (তত্ত্ব কৰ্ম্মানুসারিণী বুদ্ধি) তাহাদিগকে একবারে পরিত্যাগ করেন ॥ ২৬ ॥ হে ব্রহ্মণ! ব্রহ্মার সৃষ্টিকালে সুরাদি ও হাবরাস্ত চতুর্বিধ প্রজা পূর্কোক্ত বুদ্ধি (সংস্কার) সহ উৎপন্ন হইল। ইহারা সমলেই মানস; কারণ ব্রহ্মার ধ্যানমাত্রে ইহাদের উৎপত্তি হয় ॥ ২৭ ॥ অনন্তর তিনি দেব অমর পিতৃ ও মানুষ্য অন্তঃ সংজ্ঞক এই প্রজা চতুর্ভয়ের সিস্কু হইয়া সৃষ্টিকার্য্যে স্বকীয় শরীর বোজনা করিলেন ॥ ২৮ ॥ প্রজাপতি এইরূপে যুক্তা হইলে (সৃষ্ট সকলের অদৃষ্ট বশতঃ) তমোমাত্রা উদ্ভিক্ত হইল এবং সিস্কুর জঘন হইতে প্রথমে অমরগণ জন্মিল ॥ ২৯ ॥ হে মৈত্রেয়! তদনন্তর তিনি সেই তমোমাত্রাস্থিকা তমু (তমোময় ভাব) ত্যাগ করিলেন, সেই তমোমাত্র পরিত্যক্ত হইয়া বিভাবরী হইয়া গেল ॥ ৩০ ॥ হে দ্বিজ! তখন সিস্কু ব্রহ্মা অন্য দেহস্থ (সাম্বিক ভাবে স্থিত) হইয়া প্রীত হইলেন। তাহাতে তাঁহার মুখ হইতে স্ফোজিত সুরগণ সমুদ্ভূত হইল ॥ ৩১ ॥ তৎকর্ত্তক পরিত্যক্ত সেই তমু সত্ত্বপ্রায় দিন হইয়া গেল। এই জন্ত অমরেরা রাত্রিতে ও দেবতাগণ দিব্য বলবান্ ॥ ৩২ ॥ অনন্তর সত্ত্ব মাত্রাস্থিকা অস্ত তমু গ্রহণ করিলেন তাহাতে তাঁহার পার্শ্ব হইতে পিতৃগণ জন্মিলেন ॥ ৩৩ ॥ প্রভু পিতৃগণের সৃষ্টি করিয়া সেই তমু ত্যাগ করিলে উহা পরিত্যক্ত হইয়া দিব্যরাত্রির, অন্তর্ভুক্তিনী সন্ধ্যা হইয়া গেল ॥ ৩৪ ॥ হে দ্বিজসত্তম! তখন তিনি রজোমাত্রাস্থিকা অস্ত তমু গ্রহণ করিলেন, তাহাতে রজোমাত্রোৎকট মনুষ্যেরা জন্মিল ॥ ৩৫ ॥ প্রজাপতি সেই দেহকে সত্য ত্যাগ করিলেন। তাহা জ্যোৎস্না হইয়া গেল, যাহাকে প্রাক্সন্ধ্যা (প্রাতঃকাল) বলা হয় ॥ ৩৬ ॥ হে মৈত্রেয়! এই জন্তই মনুষ্য সকল প্রাতঃকালে ও পিতৃগণ সন্ধ্যার সময় বলশালী হইলেন ॥ ৩৭ ॥ ত্রিগুণোপাশ্রয় জ্যোৎস্না, রাত্রাহঃ ও সন্ধ্যা এই চারিটি প্রভু ব্রহ্মার শরীর ॥ ৩৮ ॥ তাহার পর রজোমাত্রাস্থিকা অন্য তমু গ্রহণ করিলে ব্রহ্মার ক্রোধ ও কোপ জন্মিল, সেই ভগবান্ ক্রোধ ব্যাপ্ত হইয়া

অন্যকারে ক্ষুৎক্ষামদিগের সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩৯ ॥ তাহারা বিরূপ শত্রুগণ, ও ঐভুক্তকৈ তক্ষণ করিতে ধাবমান হইল ॥ ৪০ ॥ তন্মধ্যে যাহারা কহিলেন ওহে একরূপ করিও না ইহাকে রক্ষা কর, তাহারা রাক্ষস এবং যাহারা বলিল খাইতেছি, তাহারা যক্ষণ (ভক্ষণাধ্যবসায়) জন্য বক্ষনামে খ্যাত ॥ ৪১ ॥ সেই অপ্রিয় সকলকে দেখিয়া বেধার কেশ সকল শিরোহীন হইয়া পুনর্বার তাঁহার মস্তকে আরোহণ করিল ॥ ৪২ ॥ সর্পণ ( শিরঃ সমারোহণ ) জন্ত তাহারা সর্প হইল এবং হীনত্ব হেতু উহাদের নাম অহি, তখন জগৎস্রষ্টা ক্রুর হইয়া তাহাদিগকে ক্রোধাশ্রয় করিলেন ॥ ৪৩ ॥ উহারা কপিশবর্ণ উগ্র ও মাংসাশী । তৎপরে তাহার শরীর হইতে তৎক্ষণাৎ গন্ধর্ষের উৎপত্তি হইল, হে দ্বিজ ! ইহারা গো ( বাক্য বা গীতি ) ধ্বন ( উচ্চারণ বা গান ) করিতে করিতে জন্মিল বলিয়া গন্ধর্ষ নামে অভিহিত । ভগবান্ ব্রহ্মা তৎশক্তি প্রেরিত হইয়া এই সকলের স্বজন পূর্বক স্বচ্ছন্দতঃ ( তত্তৎকর্ম্মবশোৎপন্ন বুদ্ধি দ্বারা ) বয়ঃ হইতে বয়ঃ ( পক্ষিজাতির ) বক্ষঃ হইতে অবয় ( মেঘজাতির ) ও মুখ হইতে অজের সৃষ্টি করিলেন ॥ ৪৬ ॥ প্রজাপতি উদর ও পার্শ্বদ্বয় হইতে গো জাতি এবং পদদ্বয় হইতে অশ্ব মাতঙ্গ শরত গবয় মৃগ উষ্ট্র অশ্বতর ন্যাস্ক ও অন্তান্ত তির্ধাক্ জাতির সৃষ্টি করিলেন । তাহার লোম হইতে ফলমূল শালী ওষধি জন্মিল ॥ ৪৭ । ৪৮ ॥ হে বিজ্ঞাতম ! তিনি কল্পাদিতে পঞ্চোষধীর স্বজন করিয়া পরে ত্রেতাযুগ মুখে ( আরম্ভ কালে ) উহাদিগকে যজ্ঞে যোজনাই করিলেন ॥ ৪৯ ॥ গো, অজ, মেঘ অশ্ব অশ্বতর ও খর এই সকলকে গ্রাম্যপশু কহা যায় । আরণ্য গণের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর । খাপদ ( ব্যাঘ্রাদি ) দ্বিকুর, হস্তী বানর পক্ষী ওঁদক ( কূর্ম্মাদি ) ও সরীসৃপ ॥ ৫০ । ৫১ ॥ প্রথম মুখ হইতে গায়ত্র, ঋচ ত্রিবৃৎস্তোম রথন্তর ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ নিৰ্ম্মাণ করিলেন ॥ ৫২ ॥ দক্ষিণ মুখ হইতে যজুঃ পঞ্চদশ ত্রৈষ্টুভচ্ছন্দস্তোম, বৃহৎসাম ও উক্ধ স্বজন করিলেন ॥ ৫৩ ॥ পশ্চিম মুখ হইতে সকল সাম সপ্তদশজগতীচ্ছন্দস্তোম বৈরূপ ও অতিবাত্র স্বজন করিলেন ॥ ৫৪ ॥ উত্তর মুখ হইতে একবিংশ অমৃষ্টুভচ্ছন্দস্তোম, অথর্ষ বেদ সোম সংস্থা ও বৈরাঙ্গ স্বজন করিলেন । ৫৫ ॥ তাহার গাত্র হইতে সমস্ত উচ্চাঘট ভূতের উদ্ভব হইয়াছে আদিকৃত্তগবান্

বিভূ প্রজাপতি দেব অম্বর, পিতৃ মহুষ্যের সৃষ্টি করিয়া কজের আদিতে পুনর্বার যক্ষ পিশাচ গন্ধর্ব্ব অঙ্গর নর কিন্নর রাক্ষস পশু পক্ষী, মৃগ ও উরগ প্রভৃতি প্রবাহরূপে নিত্য বা অনিত্য স্থাণু জন্মময় এই সমুদয় জগতের জ্ঞান করিয়াছেন প্রাকৃ সৃষ্টিতে যাহার যাহা কৰ্ম্ম ছিল পুনঃ পুনঃ সৃজ্যমান হইয়াও সে তাহাই প্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ৫৬ । ৫৭ । ৫৮ । ৫৯ হিংস্রাহিংস্র যুগ্মজুর ধর্ম্মার্থ ঋতান্ত প্রভৃতি ভাব প্রাপ্ত হইল এজন্য সেই সেই ভাবেই তাহাদের অভিরুচি ॥ ৬০ ॥ এইরূপে সেই বিধাতাই ইন্দ্রিয়ার্থ (আধারাদি) (জুত জীব) ও শরীরের বিষয় নানাত্ব বিনিয়োগ করিলেন ॥ ৬১ ॥ তিনি বেদাহুসারে দেবাদি জুতের নামও কার্য্যবিভাগ নিরূপণ করিলেন ঋষি সকলকে যথা নিয়োগ যোগ্য ও যথা বেদজ্ঞত নাম দিলেন ॥ ৬২ । ৬৩ ॥ ঋতুর পর্য্যয় (পুনরাবর্ত্তি হইল) যেমন পূর্ব্ববৎ ঋতু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, যুগাদিতে দেবাদি ভাবের উৎপত্তিও সেইরূপ ॥ ৬৪ ॥ সিস্ক শক্তিযুক্ত ব্রহ্মা বরাহাদিতে সৃজ্য শক্তি প্রেরিত হইয়া এই প্রকার সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ৬৫ ॥

প্রঃমাংশে পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## ষষ্ঠ অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন । হে মহামুনে ব্রহ্মন্ ! আপনি অর্কাঙ্ক স্রোতা মাহু-  
ষের কথা কহিলেন তাহাকে ব্রহ্মা যে প্রকারে সৃষ্টি করিলেন তাহা বিস্তার  
পূর্ব্বক বলুন ॥ ১ ॥ যে যে গুণ বিশিষ্ট করিয়া বর্ণ সকলের সৃজন করিয়াছেন  
এবং সেই বিপ্রাদি বর্ণের যাহা কর্তব্য কৰ্ম্ম তাহা বলুন ॥ ২ ॥ পরাশর  
কহিলেন । হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ । সত্যাত্তিধ্যায়ী জগৎসিহস্র ব্রহ্মার মুখ হইতে  
প্রথমে সত্ত্বোক্তিক প্রজাগণ জন্মিয়াছে ॥ ৩ ॥ বক্ষঃ হইতে রজোক্তিক প্রজা-  
সকল উৎপন্ন, রজঃওতমো উদ্ভিক্তেরা উরুজ ॥ ৪ ॥ হে বিজ্ঞসত্তম ! ব্রহ্মা  
পদদ্বয় হইতে তমঃ প্রধান অন্য প্রজার সৃষ্টি করিয়াছেন । তাহাতেই এই  
চাতুর্ভুগ্য ॥ ৫ ॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র, মুখ বক্ষঃহল উরু ও পাদ  
হইতে সন্মুদ্রিত ॥ ৬ ॥ হে মহাভাগ ! ব্রহ্মা যজ্ঞ নিম্পত্তির নিমিত্তই এই

উত্তম যজ্ঞসাধন চাতুর্ধর্ম্য করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ হে ধর্মজ্ঞ! দেবগণ যজ্ঞে আপ্যায়িত হইয়া বৃষ্ট্যুৎসর্গ দ্বারা প্রজা সকলকে আপ্যায়িত করেন, যজ্ঞ কল্যাণের হেতু ॥ ৮ ॥ স্বধর্ম্য নিরত বিগ্ধাচারগোপেত সন্মার্গগামী সং নরগণ কর্তৃক যন্ত নিষ্পাদিত হয় ॥ ৯ ॥ হে মুন! মনুষ্য হইতে স্বর্গাপবর্গ প্রাপ্ত হয়েন এবং যথাভিকচিত স্থানে গমন করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥ হে মুনিসত্তম! ব্রহ্মা চাতুর্ধর্ম্য বাবস্থিতিব নিমিত্ত সম্যক্ প্রজাচার সম্পন্ন যথেষ্টবাস নিরত, সর্ববাদা বিবর্জিত, শুদ্ধান্তঃকরণ, শুদ্ধ ও সর্বানুষ্ঠানে নির্মল সেই প্রজার সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ তাহাদের মন শুদ্ধ হইলে এবং শুদ্ধান্তঃকরণে হরি সংস্থিত হইলে শুদ্ধজ্ঞান জন্মে তদ্বারা তাহারা বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব পূদ দেখিতে পান ॥ ১৩ ॥ হে মৈত্রেয়! তদনন্ত হরির যে কাণায়ক অংশের কথা বলা হইয়াছে সে এই সকল প্রজাতে, অল্লাঙ্গ-সারবৎ অধর্ম্মবীজ সমুত্ততমো লোভ সমুদ্ভব অসাধক রাগাদি বোর পাপের নিষ্ফেপ (সঞ্চার) করে ॥ ১৩ ॥ ১৫ ॥ তাগতে তাহাদের সেই সহজ সিদ্ধি এবং রসোল্লাসাদি অট্টসিদ্ধ সম্যক্ রূপে জন্মে না ॥ ১৬ ॥ সিদ্ধি সফল ক্ষীণ ও পাতক বর্দ্ধমান হইলে প্রজা সকল বন্দ্যভিভব হুঃখে আর্তি হয় ॥ ১৭ ॥ হে মহামুনে! তৎপরে তাহারা বান্ধ, পার্কত, উদক আদি স্বাভাবিক ও প্রকারাদি কৃত্রিম দুর্গপুং ধর্মটক প্রভৃতি স্থাপিত এবং শীতাতপাদি বাধা প্রশমের জন্য তাহাতে যথান্যায় গৃহাদি নির্মাণ করিল ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ প্রজা-গণ শীতাদির এইরূপ প্রতীকার কবিয়া কণ্ঠজাত বর্তোপায় (কুষাদি) ও হস্তলব্ধি (ভূতি জীবিকার) সৃষ্টি করিয়াছে ॥ ২০ ॥ হে মুন! বীহি, যব, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু, উদার কোরদ্ব, চীনক, মাষ, মুগ, মসুর, নিষাব (শিজ্যা) কুলথক, আঢ্যক, চণক ও খণ এই সপ্তদশ জাতীয় ওষধী গ্রাম্য। বীহি, যব, মাষ, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু, কুলথক শ্যামাক, নীবাংল, জর্জিল, গবেধুক, বেণুযব, ও মর্কটক গ্রাম্যারণ্য এই চতুর্দশ ঔষধী যজ্ঞীয় (যজ্ঞনিষ্পত্তির নিমিত্ত স্মৃত) এবং যজ্ঞ ইহাদের হেতু (বৃষ্টিদ্বারা উৎপাদক) ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ ইহারা যজ্ঞের সাহিত প্রজাগণের পরম কারণ (বৃদ্ধি হেতু) এজন্য পরাবর বিদ্ প্রাজ্ঞেরা যজ্ঞ বিস্তার করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥ হে মুনিসত্তম! যজ্ঞ সকলের প্রাত্যহিক

অহুষ্ঠান, মনুষ্যগণের উপকারক এবং ক্রিয়মান পঞ্চশূন্যরূপ পাপের শাস্তিপ্রদ  
 ॥ ২৮ ॥ হে মহামতে ! যাহাদের অন্তঃকরণে এই কালরূপ পাপবিন্দুর বৃদ্ধি  
 হয় তাহারা যজ্ঞে মনোযোগ করে না ॥ ২৯ ॥ বেদ, বেদবাদ ও যজ্ঞনিষ্পাদক  
 অন্যান্য কর্মের নিন্দা করতঃ তাহারা যজ্ঞ ব্যাঘাতকারী প্রযুক্তি মার্গের  
 উদ্দেশকর্তা। বেদ নিন্দক, ছুরাস্ত্রা ছুরাচার এবং কুটীলাশয় হইয়াছে ॥ ৩০ ॥  
 প্রজ্ঞা সৃষ্টি করিয়া বার্তা (জীবিকা) সংদিক হইলে প্রজ্ঞাপতি যথাস্থান ও  
 যথাগুণ মর্যাদা স্থাপন করিলেন, হে ধর্মভূতাস্বর ! বর্ণ ও আশ্রম সকলের  
 ধর্ম এবং সম্যক্ ধর্মাল্পালক সর্ববর্ণের লোক (স্থান) ও নিরূপণ  
 করিলেন ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ প্রজ্ঞাপত্য লোক ক্রিয়াবান্ ব্রাহ্মণদিগের স্থান স্থত  
 হইল । সংগ্রামে অনিবর্তী ক্ষত্রিয়দিগের স্থান ঐন্দ্রলোক ॥ ৩৪ ॥ স্বধর্মাল্প-  
 বর্তী বৈশ্যদিগের স্থান দেবলোক । পরিচর্য্যাল্পবর্তী শূদ্রজাতির স্থান গন্ধর্ব্ব-  
 লোক ॥ ৩৫ ॥ মরুৎস্থান (জনলোক) অষ্টাশীতি সহস্র উর্দ্ধরেতা মুনির স্থান  
 বলিয়া কথিত আছে, তাহাই গুরুবাসী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদিগের স্থান হইল ॥ ৩৬ ॥  
 সপ্তর্ষি মণ্ডলের যেস্থান (তপোলোক) তাহাই বনৌকস্ (বানপ্রস্থ) দিগের  
 স্থান । গৃহস্থ গণের স্থান প্রজ্ঞাপত্য লোক । ন্যাসী দিগের স্থান ব্রহ্ম  
 সংজ্ঞিত ॥ ৩৭ ॥ যোগীদিগের স্থান অমৃত, যাহা বিষ্ণুর পরম পদ । যাহারা  
 একান্তো সদা ব্রহ্মধ্যায়ী যোগী তাহাদের সেই পরম স্থান । যাহা জ্ঞানিগণ  
 অবলোকন করেন । চন্দ্রহর্ম্মাদি গ্রহ বাইতেছে ও আসিতেছে কিন্তু দ্বাদশা-  
 ক্ষর (অর্থাৎ ওঁ নমো ভগবতে বাহুদেবায় এই মন্ত্র) চিত্তকগণের অদ্যাপি  
 পুনরাবৃত্তি নাই । তামিস্র অন্ধতামিস্র মহারোরব রোরব অসিপত্রবন  
 ঘোর কালহৃত্ত অবাচিমৎ এই সকল নরক বেদবিনিন্দক যজ্ঞব্যাবাতকারী  
 ও যাহারা স্বধর্ম্মত্যাগী তাহাদের স্থান বলিয়া সমাধ্যাত ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥

প্রথমোংশে ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।



## সপ্তম অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন তাঁহার ধ্যানে তংশরীরোংপন্ন কার্য কারণ (দেহেন্দ্রিয়) সহ মানসী প্রজা সফল জন্মিয়াছে ॥ ১ ॥ সেই ধীমানের গাত্র হইতে ত্রৈলোক্য বিষয়স্থিত দেবাদিও স্বাবরাস্ত ক্ষেত্রজ সকল উৎপন্ন হইয়াছে যাহাদের বিষয় আমি পূর্বে বলিয়াছি। চরাচর সৃষ্টি এবজ্জুত ॥ ২। ৩ ॥ যখন বুদ্ধিমানের সেই সকল প্রজা (পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে) বুদ্ধি প্রাপ্ত হইল না তখন তিনি হুণ্ড পুণ্ড্য পুণ্ড ক্রতু অঙ্গীরা, মবীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠ নামে আত্মসদৃশ অন্য মানস পুত্রগণের সৃজন করিলেন ॥ ৪। ৫ ॥ এই নয়জন পুরাণে ব্রহ্মা বলিয়া নিশ্চিত। বিধাতার পূর্ক সৃষ্ট সনন্দনাদিসকল লোকে অনাদিত, প্রজাবিশয়ে নিরপেক্ষ আগত জ্ঞান (প্রাপ্তজ্ঞান) বীরোগ এবং বিমৎসর ॥ ৬। ৭ ॥ তাঁহার প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে এইরূপ নিরপেক্ষ হইলে মহাত্মা ব্রহ্মার ত্রৈলোক্য দহনক্ষম মহা ক্রোধ উৎপন্ন হইল ॥ ৮ ॥ হে মহামুনে! তৎকালে অখিল ত্রৈলোক্য তাঁহার ক্রোধ সমুদ্রত জালামালয় বিদীপিত হইয়া উঠিল ॥ ৯ ॥ তাঁহার ক্রোধ দীপিত ভূকুটীকুটিল ললাট হইতে মধ্যাহ্নক সমপ্রভ অর্দ্ধনারী নর বপু অতি শরীরবান্ প্রচণ্ড রুদ্র সমুৎপন্ন হইলেন এবং ব্রহ্মা তাঁহাকে আত্মাকে বিভাগ-কর বলিয়া অন্তর্দ্বান করিলেন ॥ ১০। ১১ ॥ তিনি এইরূপ উক্ত হইয়া স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্বরূপে আপনাকে দ্বিধা করিলেন এবং সৌম্যাসৌম্য, শান্তা-শান্তরূপে পুরুষত্বকে একাদশ বিভাগে ও স্ত্রীত্বকে স্বকীয় সিতাসিতরূপ বহুধা বিভক্ত করিলেন ॥ ১২। ১৩ ॥ হে দ্বিজ! তদনন্তর ব্রহ্মা প্রজাপালনাধ আপনাকেই আত্মাসত্ত্ব মনু করিলেন ॥ ১৪ ॥ বিভূ, দেব স্বায়ম্ভুব মনু তপোনির্জীত কণ্ঠা সেই শতরূপা নারীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলেন ॥ ১৫ ॥ হে ধর্মজ্ঞ! শতরূপা দেবী সেই পুরুষ হইতে প্রিয়ব্রত, উত্তান পাদ নামে পুত্রদ্বয় এবং প্রযুতি, আকুতি নামে রূপোদার্য্যগুণাধিত কন্যাষয় প্রসব করেন। দক্ষকে প্রযুতি এবং রুচিকে আকুতিকে দান করা হয় ॥ ১৬। ১৭ ॥ রুচি আকুতিকে গ্রহণ করেন তাহাতে যজ্ঞ ও দক্ষিণা নামে দাম্পত্য মিথুন জন্ম ॥ ১৮ ॥ দক্ষিণার গর্ভে যজ্ঞের দ্বাদশ পুত্রের জন্ম হয়। তাহার

বান্ধুর মনুষ্যেরে (যাম) নামে খ্যাত দেব সকল ॥ ১৯ ॥ দক্ষ প্রহৃতিতে চতুর্লিংশতি কন্যা উৎপাদন করেন আমার নিকটে তাহাদের নাম প্রবণ কর ॥ ২০ ॥ শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি এবং কীর্তি এই ত্রয়োদশ দাক্ষায়ণী (দক্ষকন্যা) কে প্রভুধর্ম, পত্ন্যার্থে গ্রহণ করিয়াছেন এবং খ্যাতি, সতী, সমৃদ্ধি, স্বতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনস্থ্যা, উজ্জ্বা, স্বাহা ও স্বধা এই একাদশ কনিষ্ঠ কন্যা তাহা দিগের অপেক্ষা শিষ্ট ॥ ২১।২২।২৩ ॥ হে মুনিসত্তম ! ভৃগু, ভব, মরীচি, অশ্বীরা মুনি পুলস্ত্য পুলহ, ঋষিবর ক্রতু, অত্রি, বশিষ্ঠ, বহ্নি এবং পিতর, এই সকল মুনি যথাক্রমে খ্যাত্যাদি কন্যা গ্রহণ করেন ॥ ২৪।২৫ ॥ শ্রদ্ধা কামকে, চলা (লক্ষ্মী) দর্পকে প্রসব করেন। ধৃতির আশ্রয় নিয়ম। সন্তোষ ও লোভের প্রহৃতি তুষ্টি ও পুষ্টি। মেধার শ্রুত, ক্রিয়ার দণ্ড, নয় ও বিনয়ের উৎপত্তি। বোধের জননী বুদ্ধি, বিনয়ের জননী লজ্জা, বপুর আশ্রয় ব্যবসায়। শান্তিতে ক্ষেম, সিদ্ধিতে মুখ, এবং কীর্তিতে বশের জন্ম। ধর্মের পুত্র এই সকল ॥ ২৬।২৭।২৮ ॥ কামের পত্নী নন্দা ধর্মের পৌত্র হর্ষকে প্রসব করেন। অধর্মের ভার্য্যা হিংসা তাহাতে অনৃত ও নিকৃতি নামে পুত্র কন্যা জন্মে। এই উভয় হইতে ভয় ও নরক এবং ভয় ও নরকের পত্নী মায়া ও বেদনার জন্ম হয়। ইহার মধ্যে মায়া ভূতপহারী মৃত্যুকে প্রসব করে ॥ ২৯।৩০ ॥ বেদনাও রোরব হইতে সন্তত দুঃখকে প্রসব করে। মৃত্যু হইতে ব্যাধি জরা শোক তৃষ্ণা ও ক্রোধ জন্মিল ॥ ৩১ ॥ ইহারা দুঃখোত্তর বলিয়া স্তুত যেহেতু সকলেই অধর্ম লক্ষণকে ইহাদের ভার্য্যা বা পুত্র নাই সকলেই উদ্ধরেতা ॥ ৩২ ॥ হে মুনি বরাশ্রয়! বিষ্ণুর দেহী সকল বোরূপ এই জগতের নিত্যপ্রলয় হেতু প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৩ ॥ হে মহাভাগ! দক্ষ মরীচি অত্রি ও ভৃগাদি প্রজেশ্বরগণে এই জগতের নিত্য সর্গের হেতু ॥ ৩৪ ॥ সমস্ত মনু ও মনু পুত্র রাজগণ, যাহারা বীর্ষধন সম্মার্গাভিরত এবং শূর। তাহারা নিত্য স্থিতি কারী ॥ ৩৫ ॥ মৈত্রেয় কহিলেন; হে ব্রহ্মন! এই যে নিত্য স্থিতি নিত্যসর্গ ও নিত্যভাবে কথ্য বলা হইল তাহাদের স্বরূপ আমাকে বলুন ॥ ৩৬ ॥ পরাশর কহিলেন অচিহ্ন্যাক্ষা

ভগবান্ \*মধুহৃদন সেই দক্ষাদি মহাদি রূপের দ্বারা অবাহত রূপে  
সর্গস্থিতি বিমাশ করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥ হে দ্বিজ ! সর্গভূতের প্রলয়  
চতুর্ধি নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক আত্যন্তিক এবং নিত্য ॥ ৩৮ ॥ ব্রাহ্মা  
লয় নৈমিত্তিক । বাহাতে জগৎপতি শয়ন করেন প্রাকৃত প্রলয়ে  
ব্রহ্মাও প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৯ ॥ জ্ঞান হেতু যোগিগণের  
পরমাত্মাতে লয় আত্যন্তিক শব্দ প্রোক্ত, এবং জাতদিগের যে দিবানিশি  
সর্গদা বিনাশ তাহাই নিত্য প্রলয় ॥ ৪০ ॥ প্রকৃতি হইতে যে মহাদি  
প্রস্থিতি তাহা প্রকৃতি সৃষ্টি, অবান্তর প্রলয়ের পর যে চরাচর সৃষ্টি  
তাহা দৈনন্দিনী নামে কথিত ॥ ৪১ ॥ হে মুনি সন্তম ! বাহাতে ভূতগণ  
অনুদিন জন্মায় পুরাণার্থ বিচক্ষণেরা তাহাকে নিত্য সর্গ বলেন ॥ ৪২ ॥  
ভগবান্ ভূতভাবন বিষ্ণু এইরূপে সর্গশরীরে সংস্থিত হইয়া উৎপত্তি  
স্থিতি সংযম করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥ বিষ্ণুর সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ শক্তি  
সর্গ দেহীর মধ্যে অহনিশি সদা পরিবর্তিত হইতেছে ॥ ৪৪ ॥ হে ব্রহ্মন্ ।  
যে ব্যক্তি গুণত্রয়ময় এই শক্তিত্রয় অতিক্রম করে সেই পরম পদ  
প্রাপ্ত হয় । পুনরাবৃত্ত হয় না ॥ ৪৫ ॥

প্রথমোক্ত সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## অষ্টম অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন হে মহামুনে ! ব্রহ্মার তামস সর্গ তোমাকে বলা  
হইল, রুদ্র সর্গও বলিব তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ কল্পাদিতে  
আত্ম তুল্য পুত্র চিন্তা করিতে করিতে প্রভুর অঙ্কে কুমার নীল লোহিত  
প্রোহভূত হইলেন ॥ ২ ॥ হে দ্বিজ সন্তম ! তিনি রোদন ও দ্রবণ করিতে  
করিতে জন্মিয়াছিলেন । ব্রহ্মা তদবস্থাপন্ন ঠাহাকে কহিলেন “কি জন্য  
রোদন করিতেছ” ॥ ৩ ॥ তিনি প্রজাপতিকে কহিলেন “আমাকে নাম  
দাও” তৎপরে প্রজাপতি বলিলেন “হে দেব ! তুমি রুদ্রনামা হইলে,  
রোদন করিওনা ধৈর্য্যাবলম্বন কর” ॥ ৪ ॥ এইরূপ উক্ত হইয়া তিনি



পুনঃপুনঃ সাতবার রোদন করিয়াছিলেন তদনন্তর ঐতু তাহাকে অন্য  
 সপ্তনাম এবং এই অষ্ট নামানুসারে জ্ঞান পত্নী ও পুত্র প্রদান করি-  
 লেন ॥ ৫ ॥ হিতাহি তাঁহাকে ভব, সর্ক, মহেশান, পশুপতি ভীম, উগ্র,  
 ও মহাদেব এই অপর সপ্তনাম দিলেন এবং সূর্য্য, জল, মহী, বহ্নি,  
 বায়ু, আকাশ, দীক্ষিতব্রাহ্মণ, ও সোম এই আটটিকে পূর্ব্বোক্ত অষ্ট  
 নামের স্থান (তত্ত্ব স্বরূপ) করিলেন ॥ ৬।৭ ॥ হে নর শ্রেষ্ঠ! মহাভাগ।  
 স্তবচ্চলা, উমা, স্তব্ধেশী, অপরা-শিবা, স্বাহা, দিক্, দীক্ষা, এবং রোহণী  
 ইহারা যথাক্রমে, রুদ্রাদি নাম যুক্ত সূর্য্যাদি তত্ত্বের পত্নী বলিয়া স্মৃত।  
 তাহাদের অপত্যের নাম আমার নিকট অবগন কর। যাহাদের স্মৃতি  
 প্রস্মৃতি দ্বারা এই জগৎ আপুরিত ॥ ৮।৯ ॥ শটনশ্চর, শুক্র লোহিতাঙ্গ,  
 মনোযব স্বন্দ, সর্গ, সম্ভান ও বুধ যথা ক্রমে উহাদের স্মৃত ॥ ১০ ॥ এবং স্রকার  
 ঐ রুদ্র সত্যোন্নয়ী ভাৰ্য্যা প্রাপ্ত হয়েন সেই সতী, দক্ষ কোণ হেতু কলে-  
 বর ত্যাগ করিয়া মেনকার গর্ভে হিমবদ্ধ হিতা হইয়াছিলেন, এবং  
 ভগবান্ ভব অনন্যা উমাকে পুনর্বার বিবাহ করেন ॥ ১১।১২ ॥ ভৃগুর  
 পত্নী ধ্যাতি দাতা বিধাতা নামে দুই দেব ও লক্ষ্মীকে প্রসব করেন যিনি  
 দেবদেব নারায়ণের পত্নী ॥ ১৩ ॥ মৈত্রেয় কহিলেন লক্ষ্মী, অমৃত মন্ধান  
 সময়ে ক্ষীরাক্ষিতে উৎপন্ন। শুনিতে পাওয়া যায়, আপনি ভৃগু হইতে  
 ধ্যাতির গর্ভে উৎপন্ন। কিরূপে বলিতেছেন? ॥ ১৪ ॥ পরাশর কহিলেন হে  
 দ্বিজোত্তম! জগন্মাতা অনপায়িনী বিষ্ণু পত্নী শ্রী নীত্যা হইলেন ও বিষ্ণু যেমন  
 সর্কগত ইনিও সেইরূপ ॥ ১৫ ॥ বিষ্ণু অর্থ, ইনি বাণী। ইনি নীতি  
 হরি নয়। বিষ্ণু বোধ ইনি বুদ্ধি। বিষ্ণু ধর্ম্ম, ইনি সংক্রিয়া ॥ ১৬ ॥ হে  
 মৈত্রেয়! বিষ্ণু অষ্টা, ইনি সৃষ্টি। শ্রী ভূমি, হরি ভূধর। ভগবান্ সন্তোষ,  
 লক্ষ্মী শান্তী তৃষ্টি ॥ ১৭ ॥ শ্রী ইচ্ছা, ভগবান্ কাম। ইনি যজ্ঞ, উনি  
 দক্ষিণা। এই দেবী আদ্যাভূতি, জনার্দন পূর্ব্বোক্তা ॥ ১৮ ॥ হে মূনে!  
 লক্ষ্মী পত্নী শালা, মধুস্থন প্রাণেশ। লক্ষ্মী চিতি, হরিয়ূপ। শ্রী ইধ্যা,  
 ভগবান্ কুশ ॥ ১৯ ॥ ভগবান্ সামস্বরূপী, কমলাগয়া উদগীতি। লক্ষ্মী স্বাহা  
 জগন্নাথ বাহুদেব হতাশন ॥ ২০ ॥ হে দ্বিজোত্তম মৈত্রেয়! ভগবান্ শৌরী  
 শঙ্কর, ভূতি গৌরী। কেশব সূর্য্য, কমলাগয়া তৎপ্রভা ॥ ২১ ॥ বিষ্ণু

পিতৃগণ, ঈদ্রা শাখত তুষ্টিদা স্বধা। শ্রী দ্যৌ (আকাশ), সর্বাশ্বক বিষ্ণু  
অতি বিস্তর অবকাশ ॥ ২২ ॥ শ্রীধর শশাক, অনপায়িনী শ্রী তাঁহার কান্তি।  
লক্ষ্মী ধৃতি ও জগচ্চেষ্ঠা, হরি সর্বত্রগ বায়ু ॥ ২৩ ॥ হে মহামতে বিজ্ঞ!  
গোবিন্দ জলধি, শ্রী তদেলা। লক্ষ্মী স্বরূপ ইন্দ্রাণী, মধুসূদন দেবেন্দ্র ॥ ২৪ ॥  
চক্রধর সাক্ষাৎ যম, কমলালয়া ধুমোর্ণা। শ্রী ঋদ্ধি দেব শ্রীধর স্বয়ং ধনে-  
শ্বর ॥ ২৫ ॥ হে বিপ্রেন্দ্র! মহাভাগা লক্ষ্মী, গোব্রী, কেশব স্বয়ং বরুণ।  
শ্রী দেবসেনা, হরি দেবসেনা পতি ॥ ২৬ ॥ হে দ্বিজোত্তম! গদাপাণি অব-  
ষ্টম্ভ, লক্ষ্মী শক্তি। লক্ষ্মী কাষ্ঠা উনি নিমেষ। বিষ্ণু মুহূর্ত্ত, ইনি কলা ॥ ২৭ ॥  
লক্ষ্মী জ্যোৎস্না, সর্বেশ্বর সর্ব হরি প্রদীপ। জগন্মাতা শ্রী লভাতুতা, বিষ্ণু  
ক্রম সংহিত ॥ ২৮ ॥ শ্রী বিভাবরী, চক্র গদাধর দেব দিবস। বরপ্রদ বিষ্ণু  
বর, পদ্মবনালয়া বধু ॥ ২৯ ॥ ভগবান্ নদস্বরূপী, শ্রী নদীরূপসংস্থিতি।  
পুণ্ডরীকাক্ষ ধ্বজ, কমলালয়া পতাকা ॥ ৩০ ॥ লক্ষ্মী তৃষ্ণা, জগৎস্বামী পর নারায়ণ  
লোভ। হে ধর্ম্মজ্ঞ! লক্ষ্মী গোবিন্দই রতি ও রাগ ॥ ৩১ ॥ অতি বহুজির  
ফল কি সংক্ষেপে এই বলিতেছি, যে দেবতির্ষাভূত্বাদির মধ্যে পুরুষ নামে  
ভগবান্ হরি এবং স্ত্রীনামে লক্ষ্মী দেবী। উভয় ভিন্ন আর কিছুই নাই ॥ ৩২ ॥

প্রথমাংশে অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## নবম অধ্যায়।

পরশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! তুমি এম্হল যাহা জিজ্ঞাসা করিলে,  
এই শ্রীসম্বন্ধ (ইতিহাস) আমি মরীচির নিকট শুনিয়াছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥  
হে ব্রহ্মন্! শঙ্করাংশ হুর্কাসা ঋষি এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে করিতে  
কোন বিদ্যাধরীর হস্তে সন্তানকপুষ্পের একটি দিব্য মালা দেখিতে পাইলেন;  
তাঁহার গন্ধে বাসিত হইয়া সেইবন বনচারিগণের অতি সেব্য হইয়াছিল ॥ ২ ॥  
উন্নত ব্রতধ্বক্ বিপ্র মালাটি অতিশোভন দেখিয়া সেই বরারোহা বিদ্যাধর  
বধুর নিকট প্রার্থনা করেন ॥ ৪ ॥ বিশালাক্ষী তদ্বক্ষী বিদ্যাধরাজনা  
বাচিত হইয়া সাদরে ঐবিপাত পূর্বক তাঁহাকে মালা অর্পণ করিল ॥ ৫ ॥

উদ্বলিতপুঙ্খ সেই বিপ্র মালাগ্রহণ ও মস্তকে স্থাপন করিয়া 'মেঘিনী  
 পরিভ্রমণ করিতেছিলেন ॥ ৬ ॥ এমন সময় উদ্বলিত ঐরাবত স্থিত, ত্রৈলো-  
 ক্যাপিত দেব শচীপতিকে দেবগণের সহিত আসিতে দেখিলেন ॥ ৭ ॥  
 উদ্বলিত সেই মুনি স্বমস্তক হইতে ঐ উদ্বলিতপদা মালা গ্রহণপূর্বক  
 ক্ষেপণ করিয়া অমররাজকে দিলেন ॥ ৮ ॥ মালা অমর রাজ কর্তৃক  
 ঐরাবত মস্তকে ন্যস্ত হইয়া কৈলাসশিখরে জাহ্নবীর ন্যায় শোভা  
 পাইতে লাগিল ॥ ৯ ॥ মদাক-কারিত চক্ষু সেই হস্তী গন্ধাকৃষ্ট শুণ্ডের  
 দ্বারা আভ্রাণ করিয়া সেই অক্ষ ধরনীতলে ফেলিয়া দিল ॥ ১০ ॥ হে  
 মৈত্রেয়! তদনন্তর মুনিসত্তম ভগবান্ হর্ষাসা ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং  
 জ্বল হইয়া দেবরাজকে কহিলেন ॥ ১১ ॥ ঐশ্বর্য মত্ত! দুঃস্বপ্ন! বাসব!  
 তুমি অতি গর্ষিত হইয়াছ। যে, আমার দেওয়া লক্ষ্মীর নিবাসভূতা মালাকে  
 অভিনন্দন করিতেছ না ॥ ১২ ॥ তুমি প্রণিপাত পুরঃসর "ইহা প্রসাদ"  
 একথা বলিলেনা এবং হর্ষোৎফুল্ল কপোণে ইহাকে মস্তকে ধারণও  
 করিলেনা ॥ ১৩ ॥ রে মূঢ়! তুমি মদন্ত এই মালাকে বহু-বিবেচনা  
 করিলেনা, অতএব তোমার ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৪ ॥  
 শত্রু! আমাকে নিশ্চয়ই অন্যান্য ব্রাহ্মণের সদৃশ বিবেচনা করিতেছ,  
 এজন্যই আমার অবমান করা হইল ॥ ১৫ ॥ মদন্ত মালা মহীতলে ক্ষিপ্ত  
 হইল, এই নিমিত্ত তোমার ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী নষ্ট হইবে ॥ ১৬ ॥ হে  
 দেবরাজ! আমার কোপে চরাচর ভয়প্রাপ্ত হয়, তুমি সেই আমাকে  
 অবমাননা করিতেছ ॥ ১৭ ॥ পরাশর কহিলেন, মহেন্দ্র স্তোত্রাধিত হইয়া  
 বারণস্বক হইতে অবতীর্ণ হওত প্রাণিপাত পুরঃসর নিষ্পাণ হর্ষাসাকে  
 অনুনয় করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ তখন প্রণিপাতপূর্বক প্রসাদ্যমান  
 হইয়া মুনিসত্তম সেই হর্ষাসা সহস্রাক্ষকে কহিলেন ॥ ১৯ ॥ আমি কপাল  
 স্তব্ধ নহি, ক্ষমা আমাকে ভজনা করে না; হে শত্রু! (যাহারা ক্ষমা করে)  
 তাহারা অশ্রু মুনি, আমাকে হর্ষাসা বলিয়া জানিও ॥ ২০ ॥ তুমি গৌত-  
 মাদি অন্তান্ত মুনি কর্তৃক বৃথাগর্ষ প্রাপিত হইয়াছ। আমাকে অক্ষান্তি-  
 , সার-সর্বস্ব হর্ষাসা বলিয়া জানিও ॥ ২১ ॥ বসিষ্ঠাদি দ্বয়সার ঋষির উচ্চ  
 স্তবে তুমি গর্ষিত হইয়াছ, তাহাতেই আমারও অদ্য অবমাননা

করিতেছে ॥ ২২ ॥ জিভুবনে এমন কে আছে যে, আমার জলজ্ঞতা  
কলাপ, ভূটুকুটিলমুখ নিরীক্ষণ করিয়া ভয়প্রাপ্ত না হয় ॥ ২৩ ॥  
শতক্রতো! অধিক বলিয়া কি হইবে, আমি ক্ষমা করিব না,  
তুমি পুনঃপুনঃ অনুন্নয় করিতেছ ইহা বিড়ম্বনা মাত্র ॥ ২৪ ॥ পরাণর  
করিলেন, হে ব্রহ্মন! বিপ্র ইহা কহিয়া চলিয়া গেলেন, দেবরাজও  
ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক অমরাবতী গমন করিলেন ॥ ২৫ ॥ হে মৈত্রেয়!  
তদবধি শক্র সহিত ভুবনত্রয় নিঃশ্রীক, অপঘেষ্ত এবং ওষধি ও লতা  
বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষীণ হইল। যজ্ঞ সংপ্রবর্ত্ত হয় না, তাপসগণ তপস্যা  
করেন না, কোনও ব্যক্তি দানাদি ধর্ম্মে মনোযোগ করেন না ॥ ২৬ ॥ হে  
দ্বিজোত্তম! লোভাদি দ্বারা উপহতেন্দ্রিয় হইয়া সকল লোক নিঃসত্ত্ব এবং  
স্বল্প বিষয়ে সান্ত্বিত হইতে লাগিল ॥ ২৭ ॥ যেখানে সত্ত্ব অর্থাৎ ধৈর্য্য,  
সেই স্থানেই লক্ষ্মী, ধৈর্য্য লক্ষ্মীরই অলুপ্তামী, যাহারা নিঃশ্রীক তাহাদের  
সত্ত্ব কোথায়? আর সত্ত্ব ব্যতিরেকে গুণ সকলই বা কোথা হইতে  
হইবে? ॥ ২৮ ॥ গুণ ব্যতিরেকে পুরুষের বলশৌর্য্যাদির অভাব হয়,  
বলশৌর্য্যাদি বিবর্জিত ব্যক্তি, সকলের লজ্জনীয় ॥ ২৯ ॥ প্রথিত ব্যক্তিও  
লজ্জিত হইলে ছন্নমতি হইয়া পড়ে। ত্রৈলোক্য এইরূপ অত্যন্ত নিঃশ্রীক  
ও সত্ত্ব-বর্জিত হইলে পর, দানবগণ দেবতাদের প্রতি বলোদ্যোগ করিতে  
লাগিল। তদনন্তর লোভাভিভূত নিঃশ্রীক সত্ত্ববর্জিত দৈত্য সকল, শ্রীহীন  
নিঃসত্ত্ব দেবগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল, এবং ইন্দ্রাদি ত্রিদশের দৈত্য-  
দিগের দ্বারা বিজিত হইয়া হতাশনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া মহাভাগ পিতা  
মহেশ্বর শরণ লইলেন। দেবতা সকল যথাবৎ বিবরণ কহিলে ব্রহ্মা  
তাঁহাদিগকে বলিলেন ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ৩৪ ॥ তোমরা পরাপরেশ, অমুরাদিন  
উৎপত্তি-স্বিত্তি-নাশের হেতু, স্বয়ং অহেতু, দৈব, প্রজাপতি-পতি, অনন্ত,  
অপরাজিত, (অজ-কার্য্যভূত-প্রধান পুরুষের) কারণ ও প্রণতার্ত্তিহর বিষ্ণুর  
শরণাপন্ন হও। তিনি তোমাদের শ্রেয়ঃ বিধান করিবেন। লোকপিতামহ  
ব্রহ্মা সুরবর্গকে এইরূপ কহিয়া তাঁহাদের সহিত ক্ষীরোদ সিদ্ধুর উত্তর  
তীরে গমন করেন ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ৩৭ ॥ সেখানে গিয়া সমস্ত ত্রিদশ সমবেত  
পিতামহ ইষ্টবাক্যে পরাপরপতি হরির স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, সমস্ত গরীয় বস্তুর গরীয়, অনীয়ের অনীয় নাধারণ,  
 অভেদী, অপ্রকাশ, জগৎস্থিত প্রভাবশালীদিগের আধার, অজ, অব্যয়  
 অনন্ত, সর্বশেষ সর্বকে আমরা নমস্কার করি ॥ ৩৯। ৪০ ॥ যাহাতে সমস্ত,  
 যাহা হইতে সংপুরঃসর সমস্ত উৎপন্ন, যে দেব সর্বভূতনয়, যিনি পর  
 সকলের পর, পরপুরুষ হইতে পর ও পরমাত্মস্বরূপ ধ্বংস মুমুক্শু যোগিগণ  
 যে মুক্তি হেতুকে চিন্তা করেন এবং যে ঈশে সজ্ঞাদি প্রাকৃত গুণ নাই,  
 সমস্ত শুদ্ধ অপেক্ষা শুদ্ধ, সেই আদ্য পুরুষ প্রসন্ন হউন ॥ ৪১। ৪২। ৪৩ ॥  
 যে শুদ্ধস্বরূপের শক্তি (লক্ষ্মী) কলাকাষ্ঠী নিমেষাদি কাল সৃজের গোচরে  
 নাই, সেই হরি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৪৪ ॥ যিনি শুদ্ধ হইয়াও  
 উপচারতঃ পরমেশ (লক্ষ্মীপতি) নামে কথিত হয়েন এবং যিনি সর্ব  
 দেহীর আত্মা, সেই বিষ্ণু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৪৫ ॥ যিনি  
 কারণ ও কারণেরও কারণ, যিনি কার্য ও কার্যেরও কার্য্য সেই হরি  
 আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৪৬ ॥ যিনি কার্য্যকার্যের কার্য্য (ভূত  
 স্বরূপ) সেই কার্যেরও কার্য্য (মহাভূত সর্গ) তৎকার্য্য-কার্য্য-ভূত  
 (দক্ষাদি বর্গ) এবং তৎপরবর্তীও (উহাদের পুত্র পৌত্রাদিও) যিনি স্বয়ম্  
 তাঁহার প্রতি আমরা প্রণত হই ॥ ৪৭ ॥ কারণেরও কারণ (ব্রহ্মাও),  
 তাহার কারণের কারণ (ভূত স্বরূপ), তাহার কারণ সকলের হেতু (প্রধান  
 ভূত স্বরূপ) ভোমাকে নমস্কার করি ॥ ৪৮ ॥ ভোক্তা, ভোজ্যভূত, স্রষ্টা,  
 সৃজ্য, কার্য্য, কৰ্ম্মস্বরূপ সেই পরম পদে আমরা প্রণত হই ॥ ৪৯ ॥ যাহা  
 বিগুহ, বোধন, নিত্য, অজ, অক্ষয় অব্যয়, অব্যক্ত ও অবিকার, তাহা  
 বিষ্ণুর পরমপদ ॥ ৫০ ॥ যাহা স্থল নয়, সূক্ষ্ম নয় ও বিশেষণের গোচর নয়।  
 বিষ্ণুর সদা অমল সেই পরম পদকে আমরা প্রণাম করি ॥ ৫১ ॥ এই বিশ্বশক্তি  
 বাহার (রজোগুণে) স্থিত এবং যাহা পরম ব্রহ্ম-স্বরূপ সেই অব্যয়কে  
 প্রণাম করি ॥ ৫২ ॥ দেবগণ, মুনিগণ, আমি বা শঙ্কর কেহই বাহাকে জ্ঞানেন  
 না, তাহাই পরমেশ বিষ্ণুর পরম পদ ॥ ৫৩ ॥ সদোদ্যুক্ত যোগিগণ পুণ্যপাপক্ষয়ে  
 প্রণবে চিন্তনীয় যে অক্ষয়কে অবলোকন করেন, তাহা বিষ্ণুর পরমপদ ॥ ৫৪ ॥  
 যে অভূতপূর্ব দেবের শক্তি সকলই ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদিক হয়েন, তাহাই  
 বিষ্ণুর পরম পদ ॥ ৫৫ ॥ হে সর্বশেষ! সর্বভূতাত্মন! সর্ব! সর্বাশ্রয়াচ্যুত!

বিকো। প্রসন্ন হও আমরা তোমার ভক্ত, আমাদের দৃষ্টিগোচর হও ॥ ৫৬ ॥  
 ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া ত্রিদশগণ প্রণামপূর্বক কহিলেন প্রসন্ন হও,  
 আমাদের দৃষ্টিগোচর হও ॥ ৫৭ ॥ হেসর্বগতাচ্যুত! এই ভগবান্ ব্রহ্মাও  
 বাহা জানেন না, তোমার সেই জগদ্ধাম পরমপদে আমরা প্রণত  
 হইলাম ॥ ৫৮ ॥ ব্রহ্মা ও দেবগণের বাক্যাবসানে বৃহস্পতি পুরোগম  
 দেবর্ষি সকল বলিয়াছিলেন ॥ ৫৯ ॥ যিনি আদ্য, যজ্ঞপুমান্, স্তবনীয়  
 সকলের পূর্বজ জগৎস্রষ্টার স্রষ্টা, এবং অবিশেষণ, তাঁহার প্রীতি প্রণত  
 হই ॥ ৬০ ॥ হে ভগবন্! ভূত-ভব্যোশ! জগন্মূর্তি-ধর অব্যয়! প্রসন্ন হও,  
 সমস্ত প্রণতদিগকে দর্শন দাও ॥ ৬১ ॥ এই ব্রহ্মা, ঋত্বেদগণসহ এই ত্রিলোচন,  
 সর্বাদিত্য সহ সূর্য্য, সকলাগ্নি সহিত এই পাবক, অশ্বিনীদ্বয়, বহুগণ,  
 সমস্ত মরুৎ, সাধ্যগণ, বিশ্বগণ, দেবগণ এবং এই ঈশ্বর দেবেন্দ্র, হে নাথ  
 দৈত্যসৈন্য পরাজিত এই সমস্ত দেবতাগণ প্রণাম-নত হইয়া তোমার  
 শরণাগত হইয়াছেন ॥ ৬২। ৬৩। ৬৪ ॥ পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়!  
 ঐশ্বচক্রেধর ভগবান্ পরমেশ্বর এইরূপে সংস্কৃত্যমান হইয়া তাঁহাদের দর্শন-  
 গোচর হইলেন ॥ ৬৫ ॥ তখন সংক্ষেপে জ্ঞান নিষ্পন্দলোচন শিতামহ-  
 পুরোগম দেবগণ ঐশ্বচক্রেগদাধর, অপূর্বরূপ সম্পন্ন উজ্জ্বিত তেজোরশ্মি,  
 সেই পুণ্ডরীকাক্ষকে দেখিয়া পূর্ক্যাবধি প্রণত হইলেও পুনর্বার প্রণাম  
 পূর্বক স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬। ৬৭ ॥ দেবগণ কহিলেন, হে দেব!  
 নমো নমঃ। তুমি অবিশেষ, তুমি ব্রহ্মা, তুমি পিনাকধর,  
 তুমি ইন্দ্র, অগ্নি, পবন, মরুৎ, সবিভা ও ষম ॥ ৬৮ ॥  
 তুমি বহুগণ, মরুৎগণ, সাধ্যগণ ও বিশ্বদেবগণ। এই যে দেবগণ  
 তোমার সমীপে আগত, তাহাও তুমি। য়েহেতু জগৎস্রষ্টা তুমি সর্বগত।  
 তুমি যজ্ঞ তুমি বসট্কার। তুমি ওঙ্কার ও প্রজাপতি ॥ ৬৯। ৭০ ॥ হে  
 সর্ক্যায়ন! বেদ্যাবেদ্যময় অধিল জগৎ ও তুময়। হে বিকো! আমরা দৈত্য  
 দ্বারা পরাজিত হইয়া এতলে তোমার শরণাগত হইয়াছি ॥ ৭১ ॥ হে সর্ক্যায়ন!  
 প্রসন্ন হও, তেজোদ্বারা আমাদেরিগকে আপ্যায়িত কর। অর্তি, বাহু। মোহ  
 ও অসুখ সেই পর্য্যন্ত, যতক্ষণ অশেষ পাপ নাশন তোমার শরণাপন্ন না হওয়া  
 যায়। অতএব হে প্রসন্নায়ন! প্রপন্ন আমাদেরিগের প্রীতি অহুগ্রহ কর

হে নাথ ! স্বশক্তি (লক্ষ্মী) দ্বারা সকলের তেজ বর্ধনকর ॥ ৭২ ॥ ৭৩ ॥ ৭৪ ॥  
 পরাশর কহিলেন, প্রণত অমরগণ কর্তৃক এইরূপ সংস্কৃত্যমান হইয়া সেই  
 বিশ্বকৃৎ ভগবান্ প্রসন্ন নয়নে বলিতে লাগিলেন ॥ ৭৫ ॥ ভগবান্ কহিলেন,  
 হে দেব সকল ! তোমাদের তেজের উপবৃদ্ধি (পুষ্টি-সার্থন) করিব, আমি  
 বাহা বলিতেছি, তাহা কর ॥ ৭৬ ॥ দৈত্যগণের সহিত ক্ষীরাক্রিতে সকল  
 ওষধি আনিয়া (নিষ্কেপ পূর্বক) এবং মন্দরকে মস্থন (মাথানি) ও বাসু-  
 কিকে নেত্র (মস্থনরজ্জু) করিয়া, আমার সাহায্যে অমৃত মস্থন কর। সাহা-  
 যের নিমিত্ত দৈত্যেয়দিগকে সাম পূর্বক বল যে “তোমরা সামান্য ফল  
 ভোক্তা (সমান ফলভাগী) হইবে। সমুদ্র মথিত হইলে যে অমৃত উৎপন্ন  
 হইবে, তাহা পানে তোমরা এবং আমরা বলবান্ হইব।” তৎপরে আমি  
 এরূপ করিব, বাহাতে দেবদেয়িগণ অমৃত না পাইয়া কেবল ক্লেশভাগী হয় ॥  
 ৭৭ ॥ ৭৮ ॥ ৭৯ ॥ ৮০ ॥ পরাশর কহিলেন, দেবদেব এইরূপ বলিলে সুর-  
 গণ অসুরগণের সহিত সন্ধি করিয়া অমৃতের জন্য যত্নবান্ হইলেন ॥  
 ৮১ ॥ হে মৈত্রেয় ! দেবদৈত্যেয় দানবেরা নানা ওষধী আনয়ন করতঃ  
 শরৎকালের মেঘের ন্যায় নির্মলকান্তি বিশিষ্ট ক্ষীরাক্তি পয়ামধ্যে নিষ্কেপ  
 পূর্বক মন্দারকে মস্থান ও বাসুকিকে নেত্র করিয়া সত্ত্ব অমৃত মস্থন  
 আরম্ভ করিলেন ॥ ৮২ ॥ ৮৩ ॥ কৃষ্ণ, দেবতা সকলকে পুচ্ছের দিকে  
 এবং দৈত্যেয় সকলকে বাসুকির পূর্বকায়ে নিযুক্ত করিলেন ॥ ৮৪ ॥  
 হে মহাত্ম্যতে ! অসুরেরা সেই ফণীর খাস বহ্নিদ্বারা নষ্টকান্তি হইয়া  
 নিস্তেজ হইয়া পড়িল। এবং তাঁহার মুখের নিখাস বায়ু দ্বারা ক্ষিপ্ত (মেঘ)  
 সকল পুচ্ছদেশে গিয়া বর্ষণ করায়, তাহাতে দেবতা সকল আপ্যায়িত  
 হইতে লাগিলেন ॥ ৮৫ ॥ ৮৬ ॥ হে মহামুনে ! ভগবান্ হরি স্বয়ম্ কুর্শ্বরূপী  
 হইয়া ক্ষীরোদ মধ্যে ভ্রাম্যমান মহানাদির অধিষ্ঠান হইলেন ॥ ৮৭ ॥ চক্র  
 গদাধর অন্তরূপে দেবগণের মধ্যে ও অপর একরূপে দৈত্য মধ্যে থাকিয়া  
 সর্পরাজকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৮৮ ॥ হে মৈত্রেয় ! কেশব সুরা  
 সুরের অদৃষ্ট অস্ত্র এক বৃহৎরূপে শৈলের উপরিভাগে আক্ৰমণ করিয়া রহি-  
 লেন ॥ ৮৯ ॥ বিভূ হরি ভেজঃধারা নাগরাজকে আপ্যায়িত এবং অন্ত তেজঃ-  
 দ্বারা দেবগণকে গুপ্ত করিলেন ॥ ৯০ ॥ তদনন্তর দেব দানবকর্তৃক ক্ষীরাক্তি

মধ্যমান হইলে প্রথমে হরিধাম সুরপূজিতা সুরভি উৎপন্ন হইলেন ॥ ১১ ॥  
 হে মহামুনে ! তখন, দেবদানব আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া ব্যাক্তিপুচেতা (তলোতা-  
 কৃষ্ণমনাঃ) এবং নিষ্পন্দলোচন হইলেন ॥ ১২ ॥ তদনন্তর স্বর্গে সিদ্ধগণ  
 “ইহা কি” এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মদাগুর্ণিত-লোচনা বারুণী-দেবী  
 জন্মিলেন ॥ ১৩ ॥ তৎপরে সেই কৃতাবর্ত ক্ষীরোদ হইতে দেবজ্ঞানন্দন পারি-  
 জাত তরু গন্ধে জগৎ বাসিত করিতে করিতে উখিত হইল ॥ ১৪ ॥  
 হে মৈত্রেয় ! তদনন্তর ক্ষীর সিদ্ধ হইতে রূপোদার্য গুণযুক্ত পরমাদুত  
 অঙ্গরোগণ উৎপন্ন হইলেন ॥ ১৫ ॥ তাহার পর শীতাংগ হইলেন, তাঁহাকে  
 মহাদেব গ্রহণ করেন । এবং নাগ সকল ক্ষীরোদ-সমুখিত বিষ গ্রহণ করি-  
 লেন ॥ ১৬ ॥ তদনন্তর প্লেতাশ্বরধর দেব ধনুস্তরি স্রয়ঃ অমৃত কমণ্ডলু ধারণ  
 করিয়া সমুখিত হইলেন ॥ ১৭ ॥ হে মৈত্রেয় ! তখন দৈত্যেয় দানবেরা  
 স্বপ্নমনস্ক এবং মুনিগণের সহিত সকলে আনন্দিত হইলেন ॥ ১৮ ॥ তাহার  
 পর দেদীপ্যমান কান্তিমতী বিকশিত কমলেশ্বিতা ধৃতপঙ্কজা লক্ষ্মীদেবী সেই  
 পয়ঃ হইতে উখিত হইলেন ॥ ১৯ ॥ মহর্ষিগণ আনন্দিত হইয়া ত্রীশূক্রে  
 তাঁহার স্তব করিলেন । বিশ্বাবসুধ গন্ধর্ব্ব সকল তাঁহার সম্মুখে গান করিতে  
 লাগিলেন ॥ ১০০ ॥ হে ব্রহ্মণ ! স্বতাটী-প্রমুখ অঙ্গরোগণ নৃত্য আরম্ভ  
 করিলেন । গঙ্গাদি সরিৎ সকল স্নানার্থ উপস্থিত হইলেন ॥ ১০১ ॥  
 এবং দিগ্জজগৎ হেমপাত্রস্থ বিমল জল গ্রহণপূর্ব্বক সর্বলোক মহেশ্বরী  
 দেবীকে স্নান করাইলেন ॥ ১০২ ॥ ক্ষীরোদ, রূপধারী হইয়া তাঁহাকে  
 অগ্নান পঙ্কজা মালা দান করিলেন এবং বিশ্বকর্মা অঙ্গে বিভূষণ করিয়া  
 দিলেন ॥ ১০৩ ॥ তিনি স্নাতা, ভূষণ-ভূষিতা ও দিব্যমালাশরধরা হইয়া  
 সর্বদেবগণের সমক্ষে হরির বক্ষঃস্থল আশ্রয় করিলেন ॥ ১০৪ ॥ হে  
 মৈত্রেয় ! হরি বক্ষঃস্থল-স্থিতা সেই লক্ষ্মী দেবগণকে অবলোকন করায়  
 তাঁহারা পরম নির্কৃতি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১০৫ ॥ হে মহাভাগ ! বিষ্ণু  
 পরাশ্রুত, বিপ্রচিত্ত-পুরোগম দৈত্যেয়া লক্ষ্মী কর্তৃক ত্যক্ত হইয়া পরম উদ্বিগ্ন  
 হইয়া উঠিল ॥ ১০৬ ॥ হে দ্বিজ ! তৎপরে সেই দৈত্যগণ ধনুস্তরি হস্তস্থিত  
 কমণ্ডলু ধারণ করিল ; তাহাতে অমৃত ছিল ॥ ১০৭ ॥ তখন বিভু বিষ্ণু  
 ত্রী রূপ ধারণ ও তাদৃশিকে দ্বায়া দ্বায়া প্রলোভিত করিয়া সেই-অমৃত



তাও গ্রহণ করতঃ দেবতাদিগকে প্রদান করিলেন ॥ ১০৮ ॥ তদনন্তর  
শক্রাদি সুরগণ অমৃত পান পূর্বক উদ্যতায়ুধনিষ্ক্রিংশ হইয়া দৈত্যদিগকে  
আক্রমণ করিলেন ॥ ১০৯ ॥ অমৃতপানে বলবান্ দেবগণ কর্তৃক দৈত্য-চমু  
বধ্যমান হইয়া দিকে দিকে পলায়ন ও পাতালে প্রবেশ করিল ॥ ১১০ ॥  
তখন দেবতা সকল আনন্দিত হইয়া শত্রু চক্র পদাভূতকে প্রণাম পূর্বক  
পূর্ববৎ ত্রিপিষ্টপ (ঈশ্বরাজ্য) শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ১১১ ॥ হে  
মুনিসত্তম! তৎপরে সূর্য্য প্রসন্ন দীপ্তি হইয়া স্বৰ্গে গমন ও জ্যোতির্গণ  
যথামার্গে গতি করিতে লাগিলেন ॥ ১১২ ॥ ভগবান্ বিভাবসু চারুদীপ্তিতে  
জলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সকলেরই তখন ধর্ম্ম মতি হইয়াছিল ॥  
১১৩ ॥ হে মুনিসত্তম! দ্বৈলোকা, ত্রীমূল ও ত্রিদশৈশ্রব শক্রও পুনর্বার  
ঐমান্ হইলেন ॥ ১১৪ ॥ তদনন্তর শক্র পুনর্বার ত্রিদিব প্রাপ্ত হওয়ার দেব-  
রাজ্যোদ্ভিত ও সিংহাসনগত হইয়া পদ্মহস্তা দেবী (লক্ষ্মী) কে স্তব করিয়া-  
ছিলেন ॥ ১১৫ ॥ ইন্দ্র কহিলেন, সর্বভূতের জননী, অজগন্তবা,  
উন্নিস্র পদ্মলোচনা, বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলস্থিতা, লক্ষ্মীকে নমস্কার করি ॥ ১১৬ ॥  
অগ্নি লোকপাবনি! তুমি সিক্তি, তুমি স্রুধা, তুমি স্বাহা ও স্বধা,  
সন্ধা, রাত্রি, প্রভা, ভূতি, মেধা প্রভা ও সরস্বতী ॥ ১১৭ ॥ অগ্নি  
শোভনে দেবি! তুমি যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গুহবিদ্যা এবং বিমুক্তি-  
ফলদায়িনী আত্মবিদ্যা ॥ ১১৮ ॥ তুমিই আয়িক্কী (তর্কবিদ্যা) ত্রয়ী,  
বার্তা ও দণ্ডনীতি। হে দেবি! তোমারই সৌম্যাসৌম্য রূপে এই জগৎ  
পুত্রিত ॥ ১১৯ ॥ দেবি! তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ স্ত্রী গদাভূত দেবদেবের  
সর্ববস্ত্রময় ষোগিচিন্ত্য শরীরে বাস করে ॥ ১২০ ॥ হে দেবি! তুমি  
পরিত্যাগ করার সকল ভুবনত্রয় বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। ইদানীং তোমা  
দ্বারাই সংবদ্ধিত হইল ॥ ১২১ ॥ অগ্নি মহাভাগে! তোমার দৃষ্টিমাত্রে  
মহুবাদিগের দারা, পুত্র, আগার, স্রুজদ্ ও ধন ধান্ভাদি হইয়া থাকে ॥ ১২২ ॥  
দেবি! তোমার দৃষ্টি দৃষ্টপুরুষদিগের পক্ষে শরীরের আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য,  
অরিগণ ক্ষয় ও সুখ কিছুই দুর্লভ নহে ॥ ১২৩ ॥ তুমি সর্বভূতের মাতা,  
ও দেবদেব হরি পিতা; তোমাদের উভয়ের দ্বারাই অদ্য চরাচর জগৎ  
ব্যাপ্ত ॥ ১২৪ ॥ অগ্নি সর্বপাবনি! আমাঙ্ঘের কোশ, গোষ্ঠ, গৃহ, পরিচ্ছদ,

শরীর ও কলত্র ত্যাগ করিও না ॥ ১২৫ ॥ অগ্নি বিম্ববক্ষঃহলাশ্রয়ে !  
 আমার পুত্রগণ, ব্রহ্মবর্গ পুত্র ও বিভূষণ সকল ত্যাগ করিও না ॥ ১২৬ ॥  
 অগ্নি অমলে ! তুমি যাহাদিগকে ত্যাগ কর, তাহাদিগকে সন্ত, সত্য,  
 শৌচ ও শীলাদি গুণ সকলই ত্যাগ করে ॥ ১২৭ ॥ তুমি অবলোকন  
 করিলে নিগুণ পুরুষেরাও সদ্য শীলাদি অধিল গুণ, কুল ও ঐশ্বর্যসম্পন্ন  
 হয় ॥ ১২৮ ॥ হে দেবি ! তুমি বাহ্যকে নিরীক্ষণ কর সে শ্রাব্য, সে গুণী,  
 ধন্য, সে কুণীন, সে বুদ্ধিমাম, সে শূর এবং বিক্রান্ত ॥ ১২৯ ॥ অগ্নি  
 জগদ্ধাত্রি বিম্ববল্লভে ! তুমি যাহার প্রতি পরাশ্রয়ী হও, তাহার শীলাদি  
 সকল গুণ সদ্যই বৈগুণ্য প্রাপ্ত হয় ॥ ১৩০ ॥ হে পদ্মাক্ষি দেবি ! ব্রহ্মার  
 জিহ্বা ও তোমার গুণ বর্ণন করিতে অশক্ত, আমাদিগকে কদাচ ত্যাগ  
 করিও না ॥ ১৩১ ॥ পরাশর কহিলেন হে দ্বিজ ! সর্লভুতস্থিতা ত্রীদেবী  
 এইরূপে সম্যক সংস্তুতা হইয়া, সকল দেবের সাক্ষাতে ষড়ক্রতুকে বলি-  
 লেন ॥ ১৩২ ॥ ত্রী কহিলেন, হে দেবেশ হরে ! তোমার এই স্তোত্রে পরিতুষ্ট হই-  
 লাম, ইষ্ট বর গ্রহণ কর, আমি তোমার বরদা হইয়া এখানে আসিয়াছি ॥ ১৩৩ ॥  
 ইন্দ্র কহিলেন, দেবি ! যদি আমার বরদা হও, যদি আমি বরের যোগ্য হই,  
 তবে তুমি ত্রৈলোক্য ত্যাগ করিও না, এই আমার প্রধান বর ॥ ১৩৪ ॥ অগ্নি  
 অজ-সম্ভবে ! আমার দ্বিতীয় বর এই যে, যে ব্যক্তি এই স্তোত্রে তোমার স্তব  
 করিবে, তাহাকে পরিত্যাগ করিও না ॥ ১৩৫ ॥ ত্রী কহিলেন, হে ত্রিদশশ্রেষ্ঠ  
 বাসব ! স্তোত্রারাদনে তুষ্ট হইয়া আমি তোমাকে যে বর দিলাম, তাহাতে  
 ত্রৈলোক্য ত্যাগ করিব না ॥ ১৩৬ ॥ এবং যে এই স্তোত্র দ্বারা সায়াং ও প্রাতে  
 আমার স্তব করিবে, তাহার প্রতি পরাশ্রয়ী হইব না ॥ ১৩৭ ॥ পরাশর কহিলেন  
 হে মৈত্রেয় ! পুরাকালে মহাভাগা ত্রী দেবী স্তোত্রারাদনে তুষ্ট হইয়া, দেব-  
 রাজকে এইরূপ বর দিয়াছিলেন ॥ ১৩৮ ॥ ভৃগুপত্নী ধ্যাতিতে উৎপন্ন ত্রী, দেব  
 দানবের যত্নে অমৃত মধুনে পুনর্বার প্রস্তুতা হইলেন ॥ ১৩৯ ॥ জগৎস্বামী দেবদেব  
 জনার্দন যেমন অবতার গ্রহণ করেন, তৎসহায়িনী লক্ষ্মীও সেইরূপ ॥ ১৪০ ॥  
 হরি যখন আদিত্য (বামন) হইয়াছিলেন, তখন পুনশ্চ পদ্ম হইতে উদ্ধৃতা  
 হইলেন। যখন ভার্গব রাম হইলেন, তখন ইনি ধরণী হইয়াছিলেন ॥ ১৪১ ॥  
 বাসবস্তে সীতা, কৃষ্ণ জন্মে রুক্মিণী ও অন্যান্য অবতারেও ইনি বিষ্ণুর সহ-

স্বিনী ॥ ১৪২ ॥ ইনি দেবষে দেবদেহা ও মহাবাহে মাহুযী হইয়া বিষ্ণুর দেহাহরূপ আত্মতত্ত্ব করিয়া থাকেন ॥ ১৪৩ ॥ যে ব্যক্তি লক্ষ্মীর এই জন্ম শ্রবণ বা পাঠ করে, যাবৎ কুলত্রয় থাকে তাহার গৃহে তাবৎ কাল শ্রী হীনতা হয় না ॥ ১৪৪ ॥ হে মুনৈ! যে গৃহে এই শ্রীস্তুব পঠিত হয়, তথার কলহাধারা অলক্ষ্মী কদাচন থাকে না ॥ ১৪৫ ॥ হে ব্রহ্মন্! শ্রী পূর্বে ভৃগু-সুতা হইয়া পরে ক্ষীরাক্রিতে যে রূপে জন্মিয়াছিলেন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা তোমাকে এই কথিত হইল ॥ ১৪৬ ॥ সকল বিভূতি প্রাপ্তির হেতু, ইন্দ্রমুখোপাত, এই লক্ষ্মীস্তুব এই পৃথিবীতে যাহারা অল্পদিন পাঠ করেন, তাঁহাদের কদাচিৎ অলক্ষ্মী থাকেন ॥ ১৪৭ ॥ ২৬৬ ৪০

প্রথমাংশে নবম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## দশম অধ্যায়।

হে মহামুনৈ! যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সমস্তই আপনি কহিলেন। এক্ষণে ভৃগু সর্গ হইতে পুনর্বার এই বংশ আমাকে বলুন ॥ ১ ॥ পরাশর কহিলেন, ভৃগুর পত্নী খ্যাতির গর্ভে বিষ্ণু-পত্নী লক্ষ্মী ও ধাতৃ বিধাতৃ নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন ॥ ২ ॥ মহাত্মা মেরুর আরতি নিয়তি নামী দুই কন্যা ধাতৃ বিধাতার ভার্যা। তাঁহাদের পুত্র প্রাণ ও মৃকণ্ড। মৃকণ্ডের পুত্র মার্কণ্ডেয় এবং প্রাণের সূত দেবশিরা ॥ ৩।৪ ॥ প্রাণের দ্বিতীয় পুত্র কৃতিমানু রাজবান্। হে মহাভাগ! তৎপরে ভার্গব বংশ বিস্তৃত হইয়া উঠিল ॥ ৫ ॥ মরীচির পত্নী সম্ভূতি, পৌর্ণমাসকে প্রসব করেন, সেই মহাত্মার দুই পুত্র, বিরজা ও সর্ষগ ॥ ৬ ॥ হে বিজ! বংশ সঙ্কীর্ণনে এই উভয়ের পুত্র সকল বলিব। অঙ্গীরার পত্নী স্মৃতি অনেক কন্তার প্রসূতি। তাঁহাদের নাম সিনীবালী, কুহ, রাকা এবং অহুমতি। অত্রির পত্নী অহুমত্যা সোম, হর্ষাসা ও যোগীদত্তাত্রেয় এই সকল অকন্য পুত্রকে প্রসব করেন। পুণ্ডর্য ভার্যা প্রীতিতে তৎসুত দ্বন্দ্বোলির জন্ম হয়। যিনি পূর্বাভ্যে স্বায়ম্ভুব মনুজের অনন্ত্য নামে

স্বত। শুলহ প্রজাপতির ভার্যা ক্রমা, কর্দম, অবরীয়ান্ ও সহিষ্ণু এই  
স্বতত্রয় প্রসব করেন। ক্রতুর ভার্যা সন্নতি বালধিলাদিগকে প্রসব  
করেন ; সেই উর্দ্ধরেতা, অমুঠপর্কমাত্র, জলদভাস্বরতেজস্বী যতিগণের সংখ্যা  
ষষ্টি সহস্র ॥ ৭।৮।৯।১০।১১।১২ ॥ উর্জ্জার গর্ভে বসিষ্ঠের সপ্তপুত্র  
উৎপন্ন। রজঃ, গাত্র, উর্দ্ধবাহু, বসন, অনঘ, স্নতপা ও শুক্র, ইহারা  
সকলে অমল সপ্তর্ষি। (তৃতীয় মন্বন্তরে)। হে দ্বিজ ! ব্রহ্মার অগ্রজ  
তনয় ঐ যে অভিমানী অগ্নি, স্বাহা তাঁহার ঔসরে উদার তেজাঃ স্বতত্রয়  
লাভ করেন। পাবক পবমান ও জলানী গুচি ॥ ১৩।১৪।১৫ ॥ তাঁহাদের  
সন্ততি পঞ্চত্বারিংশ, এইরূপে উনপঞ্চাশৎ বহি পরিকীর্তিত ॥ ১৬ ॥  
ব্রহ্মার সৃষ্ট যে অনগ্নিক অগ্নিস্বাত ও সাগ্নিক বর্হিষদ্ নামক পিতৃ সকলের  
কথা তোমাকে বলিয়াছি, স্বধা তাঁহাদের হইতে মেনা ও বৈধারিণী নাম্নী  
দুই কন্যা প্রসব করেন ॥ ১৭।১৮ ॥ হে দ্বিজ ! উত্তম জ্ঞান সম্পন্ন সগুদিত  
সর্বগুণে তাঁহারা উভয়েই ব্রহ্মবাদিনী এবং যোগিনী ॥ ১৯ ॥ দক্ষ কন্যাদিগের  
অপত্য সন্ততি এই কথিত হইল, ব্রহ্মাবান্ হইয়া ইহা শ্রবণ করিলে অনপত্য  
হয় না ॥ ২০ ॥

প্রথমাংশে দশম অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## একাদশ অধ্যায় ।

পরশর কাহলেন, স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে ধর্মজ্ঞ  
সুহৃদবীর্ষ্য দুই পুত্রের কথা তোমাকে বলিয়াছি ॥ ১ ॥ হে ব্রহ্মন ! তদ্বধে  
প্রিয়ব্রতের অভীষ্টপত্নী সুরচির গর্ভে পিতার অত্যন্ত প্রিয়-পুত্র উত্তমের জন্ম  
হয় ॥ ২ ॥ রাজার স্নানীতি নাম্নী যে মহিষী, তিনি তাঁহার প্রতি অতি প্রীতি-  
মান্ ছিলেন না, তাঁহার পুত্র প্রব ॥ ৩ ॥ একদিন ভ্রাতা উত্তমকে রাজাসন-  
স্থিত পিতার অঙ্কান্ত্রিত দেখিয়া প্রব ও তাঁহার ক্রোড়ে আরোহণ করিতে  
ইচ্ছা করিলেন ; কিন্তু ভূপতি উৎসাহারোহণোৎসুক প্রবরাগত পুত্রকে  
সুরচির সাক্ষাতে অভিনন্দন করিলেন না ॥ ৫ ॥ সুরচি, পুত্রকে পিতার

অকারুঢ় ও সপত্নীতনয়কে আরোহণোৎসুক দেখিয়া রুঢ়বাক্য বলিতে লাগিল ॥ ৬ ॥ বৎস ! তুমি আমার উদরে না জন্মিয়া অস্ত্র স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তবে কিজন্য বৃথা এই মহৎ অভিলাষ কর ॥ ৭ ॥ তুমি অবিবেচক, এজন্তই তোমার অপ্রাপ্য উত্তমমোত্তম বিষয় বাঁধা করিতেছ। তুমিও ইহাঁর সন্তান, সত্যবটে; কিন্তু আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করি নাই ॥ ৮ ॥ সর্গভূত্বং সংশ্রয় (চক্রবর্তীর) স্থান এই রাজাসন আমার পুত্রেরই যোগ্য। তুমি কিজন্য আপনার আত্মাকে ক্রিষ্ট করিতেছ ॥ ৯ ॥ আমার পুত্রের স্থায় তোমার এই বৃথা উচ্চ-মনোরথ কেন, সুনীতির গর্ভে তোমার জন্ম তুমি কি জাননা ? ॥ ১০ ॥ পরাশর কহিলেন, হে ছিছ ! বালক সেই মাতৃবাক্য শুনিয়া পিতাকে পরিত্যাগ পূর্বক কুপিত হইয়া, নিজ মাতার মন্দিরে গমন করিলেন ॥ ১১ ॥ হে মৈত্রেয় ! সুনীতি পুত্রকে কুপিত ও ঈষৎ প্রক্ষুরিতাধর দেখিয়া ও ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন, বৎস ! তোমার কোপের হেতু কি ? কে তোমার অনাদর করিয়াছে ? তোমার নিকট অপরাধ করিয়া কে তোমার পিতার অবমাননা করিয়াছে ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ পরাশর কহিলেন, গর্বিতা সুরুচি ভূগলের সাক্ষাতে যেরূপ বলিয়াছিলেন, ঐব তৎসমস্ত মাতাকে কহিলেন ॥ ১৪ ॥ পুত্র দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া এই সকল কথা বলিলে দীনা সুনীতি দুর্খনা ও দীর্ঘ নিশ্বাসে শ্লান নয়না হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ সুনীতি কহিলেন, হে পুত্র ! সুরুচি সত্যই বলিয়াছে যে, তুমি স্বল্পভাগ্য। বৎস ! পুণ্যবান্দিগকে সপন্ন (শক্রা) এরূপ কথা বলে না ॥ ১৬ ॥ হে তাত ! উদ্বেগ করা কর্তব্য নহে, তুমি পূর্বজন্মে যাহা করিয়াছ, তাহা কে অপয়ন করিতে পারে এবং যাহা সঞ্চয় কর নাই, তাহাই বা কে দিতে পারে ॥ ১৭ ॥ রাজাসন, ছত্র, বরাহ ও বরবারণ এই সকল, যাহার পুণ্য আছে তাহারই, হে পুত্র ! ইহা বিবেচনা করিয়া শান্ত হও ॥ ১৮ ॥ অস্ত্র জন্মকৃত পুণ্য হেতু সুরুচির প্রতি রাজা সুরুচি হইয়াছেন, আর আমার স্থায় ভাগ্য-বর্জিত স্ত্রীলোক কেবল ভার্য্যা নামে কথিত হয় মাত্র ॥ ১৯ ॥ তাহার পুত্র উত্তম ও সেইরূপ পুণ্যোপচয়-সম্পন্ন এবং তুমি আমার দল্ল-পুণ্য পুত্র ঐব জন্মিয়াছ ॥ ২০ ॥ হে পুত্র ! তথাপি তোমার দুঃখ করা উচিত নহে। যাহার যে পরিমাণ

থাকে, বুদ্ধিমান লোক তাহাতেই সন্তুষ্ট হয় ॥ ২১ ॥ আর যদি সুরচির  
বাক্যে তোমার অভ্যন্তরই দুঃখ হইয়া থাকে, তবে সর্বকল-প্রদ পুণ্যের  
উপচয়ে যত্ন কর ॥ ২২ ॥ সুশীল, ধর্মাত্মা, মৈত্র, এবং প্রাণিহিতে রত  
হও। জল যেমন নিম্ন-প্রবণ, সম্পদ সকলও সেইরূপ পাত্র আশ্রয়  
করে ॥ ২৩ ॥ ঐব কহিলেন অশ্ব! তুমি আমার প্রশমের জন্ত যাহা  
বলিতেছ, তাহা বিমাতার দুর্ভাগ্য-বিদীর্ণ এই আমার হৃদয়ে স্থান পাই-  
তেছে না ॥ ২৪ ॥ তবে আমি সেই মত যত্ন করিব, যাহাতে অশেষ  
জগতেরও পূজিত সর্বোত্তমের উত্তম স্থান পাইতে পারি ॥ ২৫ ॥ সুরচি  
রাজার দয়িতা (প্রিয়ভাষ্য)। আমি তাহার উদরে জন্ম গ্রহণ করি  
নাই, কিন্তু মা! তোমার উদরে বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইলেও আমার প্রভাব  
দেখ ॥ ২৬ ॥ তাহাই হউক, আমার সেই ভ্রাতা উত্তম, যাহাকে তুমি  
গর্ভে ধারণ কর নাই, সেইই পিতৃদত্ত রাজাসন প্রাপ্ত হউক ॥ ২৭ ॥  
আমি অস্ত্র-দত্ত স্থান অভিলাষ করি না। মাতঃ! আমি স্বকর্ম্মদ্বারা  
সেই স্থান ইচ্ছা করি, যাহা আমার পিতা ও প্রাপ্ত হইবেন নাই ॥ ২৮ ॥  
পরশর কহিলেন, ঐব, মাতাকে ইহা কহিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন  
এবং পুর হইতেও নিষ্কান্ত হইয়া একটা বাহোপবনে উপস্থিত হই-  
লেন ॥ ২৯ ॥ ঐব তথায় গিয়া কৃষ্ণাজিন উত্তরীয়বিশিষ্ট কুশাসনে উপবিষ্ট  
পূর্বাগত সপ্তমুনিকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৩০ ॥ রাজপুত্র প্রশ্রয়াবনত  
হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণিপাত ও সম্যক্ অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন ॥ ৩১ ॥  
হে সন্তমগণ! আমাকে উত্তানপাদের তনয় জানিবেন, সুনীতির গর্ভে  
আমার জন্ম এবং নির্বেদ হেতু আপনাদের নিকট আসিয়াছি ॥ ৩২ ॥  
ঋষিগণ কহিলেন, হে নৃপনন্দন! তুমি চারি পাঁচ বৎসরের বালক, তোমার  
নির্বেদের কিছু কারণ নাই ॥ ৩৩ ॥ কোনও চিন্তার বিষয় নাই, যে  
হেতু তোমার পিতা ভূপতি, জীবিত। হে বালক! তোমার ইষ্ট বিয়ো-  
গাদিও দেখিতেছি না ॥ ৩৪ ॥ শরীরে যে কোনও পীড়া আছে, একরূপও  
বোধ হইতেছে না, তবে তোমার নির্বেদ কেন? যদি কোন কারণ থাকে  
বল ॥ ৩৫ ॥ পরশর কহিলেন, তদনন্তর তিনি সুরচির সকল কথা  
বলিলেন! তাহা শুনিয়া মুনীগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥ অহো!

কৃত্রিমভেজ কি শ্রেষ্ঠ ! যে, বালকের ছন্দর হইতেও বিমাতৃবাক্যের অক্ষমা  
দূর হইতেছে না ॥ ৩৭ ॥ ভো ভো কৃত্রিমদারাদ ! নির্বেদ হেতু তুমি যাহা  
করিবার, সংকল্প করিয়াছ যদি ইচ্ছা হয় তবে, তাহা আমাদিগকে বল ॥ ৩৮ ॥  
হে অমিতহ্যতে ! আমাদিগকে তোমার কি সাহায্য করিতে হইবে বল,  
তোমাকে বিষ্ণু বোধ হইতেছে ॥ ৩৯ ॥ ঐব কহিলেন, হে দ্বিজসত্তমগণ !  
অর্থ, বা রাজ্যের অভিলাষ করি না, আমি সেই একমাত্র স্থান ইচ্ছা করিতেছি ।  
যাহা পূর্বে অস্ত্রে ভোগ করেন নাই ॥ ৪০ ॥ হে মুনিসত্তম সকল ! আপনারা  
এই সাহায্য করুন যে, সমস্ত স্থানের শ্রেষ্ঠ সেই স্থান যেখানে পাওয়া যায়,  
তাহা আমাকে বলুন ॥ ৪১ ॥ মরীচি কহিলেন, হে নৃপাশ্রয় ! বাঁহারা গোবিন্দা-  
রাধনা করেন নাই, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হয় না । অতএব অচ্যুতের আরা-  
ধনা কর ॥ ৪২ ॥ অত্রি কহিলেন, পর সকলের পর পুরুষ, জনার্দন বাহ্যর প্রতি  
তুষ্ট, সে অক্ষয় স্থান প্রাপ্ত হয়, ইহা সত্য বলিলাম ॥ ৪৩ ॥ অঙ্গিরা কহিলেন,  
যদি অগ্র্য স্থান ইচ্ছা কর, তবে এই সমস্ত জগৎ যে অচ্যুত অব্যয়াস্মার  
অন্তর্গত, সেই গোবিন্দের আরাধনা কর ॥ ৪৪ ॥ পুলস্ত্য কহিলেন, ঐ ব্রহ্ম,  
যিনি পরম ব্রহ্ম পরম ধাম ও পর, সেই হরির আরাধনা করিয়া লোকে  
হ্রস্বভ মুক্তিও প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৫ ॥ ক্রতু কহিলেন, যিনি যজ্ঞে যজ্ঞপুরুষ ও  
যোগে পরম পূমান্, সেই জনার্দন তুষ্ট হইলে কিছুই অপ্রাপ্য থাকে  
না ॥ ৪৬ ॥ পুলহ কহিলেন, হে সূত্রত ! যে জগৎপতিকে আরাধনা করিয়া  
ইন্দ্র পরম ঐন্দ্র স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই যজ্ঞপতি বিষ্ণুর আরাধনা  
কর ॥ ৪৭ ॥ বসিষ্ঠ কহিলেন, বিষ্ণু আরাধিত হইলে ত্রৈলোক্যান্তর্গত  
উত্তমোত্তম যে স্থান ইচ্ছা করে, লোক তাহাই প্রাপ্ত হয়, ইহাতে বক্তব্য  
কি ? ॥ ৪৮ ॥ ঐব কহিলেন, আপনারা প্রণতকে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে  
বসিলেন, এক্ষণে তৎপরিতোষের জন্য আমার যাহা জপ করা উচিত, তাহা  
বলুন ॥ ৪৯ ॥ হে প্রসাদসুমুখ মহর্বিগণ ! যে প্রকারে তাঁহার আরাধনা  
করিতে হইবে তাহা আমাকে বলুন ॥ ৫০ ॥ ঋষিগণ কহিলেন, হে রাজপুত্র !  
আরাধনাপরায়ণ-নরগণের যে প্রকারে বিষ্ণুর আরাধনা করা কর্তব্য, তাহা  
বর্ণনায় শ্রবণ কর ॥ ৫১ ॥ মনুষ্য প্রথমে চিত্তকে অধিল বাহ্যার্থ ত্যাগ  
করাইবে, পরে সেই জগদ্ধামের প্রতি নিশ্চল করা উচিত ॥ ৫২ ॥ হে

পার্বিবনন্দন! এইরূপ তম্র একাগ্রচিত্তে হুত্বা হইয়া যাহা জপ্তবং তাহা আমাদিগের নিকট অবগত হও ॥ ৫৩ ॥ “হিরণ্যগর্ভ পুরুষ প্রদান-ব্যক্ত রূপিনে ওম্ নমো বাহুদেবায় শুদ্ধজ্ঞান স্বরূপিনে” ॥ ৫৪ ॥ তোমার পিতামহ ভগবান্ স্বায়ম্ভুৱ মহু পুরাকালে এই জপ্য মন্ত্র জপ করায় জনার্দন তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া ত্রৈলোক্য হুল্লভ যথাভিলষিত ঋদ্ধি দান করিয়া ছিলেন। তুমিও ইহা সদা জপ করিয়া গোবিন্দকে তুষ্ট কর ॥ ৫৫। ৫৬ ॥

প্রথমার্শে একাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## দ্বাদশ অধ্যায়।

পরীক্ষার কহিলেন, হে মৈত্রেয়! নৃপতি-স্বত ইহা অশেষপ্রকারে শ্রবণ করিয়া ঋষি সকলকে প্রশ্নিপাত পূর্বক সেই বন হইতে নির্গত হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥ হে দ্বিজ! তদনন্তর তিনি আপনাকে কৃতকৃত্য বিবেচনা করিয়া মধুসংজ্ঞক মহাপুণ্য ষমুনাতটে গমন করিলেন ॥ ২ ॥ মধুসংজ্ঞক দৈত্য দ্বারা অধিষ্ঠিত বলিয়া মহীতলে মধুবন নামে খ্যাত ॥ ৩ ॥ শত্রুয় মধুপুত্র লবণ-রাক্ষসকে বিনষ্ট করিয়া সেখানে মথুরা নাম্নী পুরী নির্মাণ করেন ॥ ৪ ॥ এবং যেখানে দেবদেব হরি মেধার (ভগবানের) সান্নিধ্য আছে, সেই সর্কপাগহরতীর্থে তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ মরীচিমুখ্য মুনিগণ যেরূপ নির্দেশ করিয়াছিলেন, অশেষ দেবদেবেশ বিষ্ণুকে সেইরূপ আপানাতে স্থিত বিবেচনা করেন ॥ ৬ ॥ হে বিপ্র! তিনি অনন্যচেতা হইয়া ধ্যান করিলে, সর্কভূত-গত ভগবান্ হরি তাঁহার সর্কভাবগত (বিশ্বরূপে তাহার চিত্তভূগত) হইলেন ॥ ৭ ॥ হে মৈত্রেয়! সেই যোগীর মনে বিষ্ণু অবস্থিত হইলে, ভূত-ধারিণী ধরা তাঁহার ভার বহন করিতে পারেন নাই ॥ ৮ ॥ তিনি বাম পাদে স্থিত হইলে বাম দিকের অর্দ্ধমেদিনী অবনত এবং দক্ষিণ পাদস্থিত হইলে ক্ষিতির দক্ষিণাঙ্গ অবনত হইয়া পড়ে ॥ ৯ ॥ হে বিপ্র! যখন তিনি পাদাঙ্গুষ্ঠে বমুধা আক্রমণ করিয়া স্থিত হইলেন, তখন সকল পর্বত সহ বমুধা বিচলিত হইয়াছিল ॥ ১০ ॥ হে মহামুনে! নদী, নদ ও সমুদ্র সকল পরম সংক্ষোভ প্রাপ্ত হইল, তাহাতে অমরগণও নিতান্ত ক্ষুভিত হইয়া উঠিল ॥ ১১ ॥ হে



মৈত্রেয় ! বামনামাদেবসকল পরমাকুল হইয়া ইন্দের সহিত মন্ত্ৰা পূর্বক ধ্যানভঙ্গের উপক্রম করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ হে মহাধনে ! আতুর, কুস্মাণ্ডগণ ( উপদেব বিশেষ ) বিবিধরূপে ইন্দের সহিত অত্যন্তরূপে সমাধিতঙ্গ আরম্ভ করিলেন ॥ ১৩ ॥ তখন মায়াময়ী তস্মাতী স্তনীতি যেন সাক্ষ-লোচনে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া করুণ বাক্যে “পুত্র ! এই কথা বলিয়া পরে কহিলেন ॥ ১৪ ॥ “হে পুত্র ! এই শরীর ব্যয়দারুণ নির্বন্ধ হইতে নিবৃত্ত হও আমি বহুমনোরথে তোমাকে লাভ করিয়াছি । ১৫ ॥ বৎস ! সপত্নীর বাক্যে এই অনাধাদীনােকে একা পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নহে, তুমি আমার অগতির গতি ॥ ১৬ ॥ কোথায় তুমি পঞ্চবর্ষীয় শিশু, কোথায় এই দারুণ তপস্যা, ফলবর্জিত কষ্টকর নির্বন্ধ হইতে মনকে নিবর্তিত কর ॥ ১৭ ॥ এখন তোমার ক্রীড়ার কাল, তদন্তে অধ্যয়ন, তৎপরে সমস্ত ভোগের এবং অবশেষে তপস্যার সময় ॥ ১৮ ॥ হে পুত্র ! তোমার যে ক্রীড়ার কাল তাহাতে তুমি কি কারণে আত্মবিনাশের জন্ত একরূপ তপস্যায় রত হইয়াছ ॥ ১৯ ॥ আমার প্রীতি সাধন তোমার পরম-ধর্ম, অতএব বয়োবস্মারক্রিয়াক্রমের অনুবর্তনকর মোহের অনুবর্তন করিও না, এই অধর্ম হইতে নিবৃত্ত হও ॥ ২০ ॥ বৎস ! যদি অদ্য এই তপস্তা পরিত্যাগ না করিতেছ, তাহা হইলে তোমার সাক্ষাতে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ-ত্যাগ করিব ॥ ২১ ॥ পরাশর কহিলেন—বিষ্ণুতে সমাহিতমনা ধ্রুব বাস্পাবিল-বিলোচনা সেই বিলাপকারিণীকে দেখিয়াও দেখিলেন না ॥ ২২ ॥ বৎস ! ভীষণবনে এই রাক্ষস সকল অভ্যুদ্যত-শস্ত্র হইয়া আসিতেছে, অপগমনকর, এই কথা বলিয়া মাতা স্তনীতি চলিয়া গেলেন । অনন্তর অভ্যুদ্য-তোগ্রশস্ত্র রাক্ষসগণ জালামালাকুল মুখে আবিভূত হইল ॥ ২৩ । ২৪ ॥ পরে সেই নিশাচরেরা রাজপুত্রের সম্মুখে দীপ্ত শস্ত্র সকল ভ্রামিত করিতে করিতে অতীব উগ্রনাদ করিয়াছিল ॥ ২৫ ॥ যোগযুক্ত বালকের ত্রাস জন্মাইবার জন্য শত শত শিবা সজ্জাল কবল মুখে চারিদিকে নাদ করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥ নিশাচরগণ কহিল, ইহাকে বধ কর বধ কর, ছেদন কর ছেদন কর ; কেহ বা কহিল ইহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেল ॥ ২৭ ॥ তদনন্তর সিংহ উষ্ট্র ও মকরানন সেই রজনীচরেরা সেই রাজপুত্রের ত্রাসের জন্য নানাবিধ

নাশ করিল ॥ ২৮ ॥ কিন্তু সেই সকল রাক্ষস, নাদ, শিবা ও অস্ত্রসকল  
গোবিন্দাসক্তচিত্তবালকের ইন্দ্রিয়গোচর হয় নাই ॥ ২৯ ॥ পৃথিবীনাথের  
পুত্র একাগ্রচিত্তে আত্মসংশয় বিষ্ফুকেই সত্যত দেখিতেছিলেন, অন্য  
কিছুই দেখিতে পান নাই ॥ ৩০ ॥ তৎপরে সমস্ত মায়ী বিলীন হইলে, সুরগণ  
তাঁহা কর্তৃক পরাভূত হইবার আশঙ্কায়, পুনর্বার অতিশয় দ্রুত হইলেন ॥ ৩১ ॥  
তাঁহার তপস্যায় তাপিত হইয়া তাঁহারা সকলে, অগদ্যোনি অনাদি-নিধ-নধন  
শরণ্য হরির শরণ লইলেন ॥ ৩২ ॥ দেবগণ কহিলেন, হে দেবদেব ! অগ্নাধি !  
পরেশ ! পুরুষোত্তম ! আমরা ঋগ্বেদ তপস্যায় তাপিত হইয়া তোমার  
শরণাগত হইয়াছি ॥ ৩৩ ॥ হে দেব ! শশাঙ্ক যেমন কলাগেশ দ্বারা দিনে দিনে  
পূর্ণ হয়েন, সেইরূপ ইনি তপস্যা দ্বারা অহর্নিশ ঋদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছেন ॥ ৩৪ ॥  
হে জনার্দন ! আমরা ঔত্তানপাদির তপস্যায় এইরূপ ভীত হইয়া, তোমার  
শরণে আসিয়াছি ; তাঁহাকে তপস্যা হইতে নিবর্তিত কর ॥ ৩৫ ॥ তিনি  
শক্বে, কি স্বর্ঘ্যত্ব ইচ্ছা করিতেছেন, কিম্বা ধনাধিপ, অম্বু ও সোমের পদে  
সাভিলাষ হইয়াছেন, তাহা আমরা জানি না ॥ ৩৬ ॥ অতএব হে ঈশ !  
আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, হৃদয়ের শগ্য উদ্ধার কর, উত্তানপাদতনয়কে  
তপস্যা হইতে সংনিবর্তিত কর ॥ ৩৭ ॥ ভগবান্ কহিলেন, হে সুরসকল !  
এ ব্যক্তি ইন্দ্রত্ব, স্বর্ঘ্যত্ব, বরুণত্ব বা কুবেরত্ব প্রার্থনা করে না ; ইহার বাহ্য  
কামনা, তাহা আমি সম্পূর্ণ করিব ॥ ৩৮ ॥ হে দেবগণ ! তোমরা বিগত-  
জর হইয়া যথাভিলাষ স্বস্থানে গমন কর । আমি তপস্যাসক্ত বালককে  
নিবর্তিত করিতেছি ॥ ৩৯ ॥ পরাশর কহিলেন, দেবদেব এইরূপ কহিলে,  
ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্ব-স্ব স্থানে চলিয়া  
গেলেন ॥ ৪০ ॥ ভগবান্ সর্বাঙ্গী চতুর্ভূজবপু হরি ঋগ্বেদ তন্ময়ত্বে তোষিত  
ও নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন ॥ ৪১ ॥ হে ঔত্তানপাদে ! তোমার  
মঙ্গল হউক, আমি তপস্যায় পরিতোষিত হইয়া তোমাকে বরদানের নিমিত্ত  
উপস্থিত হইয়াছি, হে সূত্রত ! বর প্রার্থনা কর ॥ ৪২ ॥ তুমি চিত্তকে বাহ্যার্থ  
নিরপেক্ষ করিয়া যে আমাতে সমাহিত করিয়াছ, তাহাতে আমি তুষ্ট হইয়াছি ;  
অতএব পরম বর প্রার্থনা কর ॥ ৪৩ ॥ পরাশর কহিলেন, বালক দেবদেবের  
বাক্যে উদ্ভীলিতাক্ষ হইয়া ধ্যানদৃষ্ট হরিকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৪৪ ॥ শঙ্ক,

চক্র, গদা শার্ঙ্গ বরাসিধর কিরীটী অচ্যুতকে দর্শন করিয়া, ভূমিষ্ঠ  
 প্রণাম করিলেন ॥ ৪৫ ॥ এবং সহসা রোমাঞ্চিতাঙ্গ ও ভীত হইয়া দেবদেবের  
 স্তব করিতে মানস করিলেন ॥ ৪৬ ॥ পরে “কি বলিয়া, ইহাঁর স্তব  
 করি, কিরূপ বাক্যেই ইহাঁর স্তব হয়”, এই চিন্তায় আকুল হইয়া, সেই দেব-  
 দেবেরই শরণাগত হইলেন ॥ ৪৭ ॥ ঐব কহিলেন, হে ভগবন্! যদি  
 আমার তপস্যায় পরম সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর এদান  
 করুন, যে, আমি যেন আপনীর স্তব করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৪৮ ॥ হে দেব!  
 বেদজ্ঞ ব্রহ্মাদিও যাঁহার গতি জানেন না, আমি বালক হইয়া কিরূপে  
 তাদৃশ তোমার স্তব করিতে পারি ॥ ৪৯ ॥ হে পরমেশ্বর! তত্ত্বজ্ঞিপ্রবণ  
 আমার এই মন ত্বংপাদগুণের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে  
 আমাকে প্রজ্ঞা দান কর ॥ ৫০ ॥ পরাশর কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! জগৎপতি  
 গোবিন্দ সেই কৃতাজলি উত্তানপাদতনয়কে শজাপ্রান্তে স্পর্শ করিয়া-  
 িলেন ॥ ৫১ ॥ অনন্তর নৃপনন্দন তৎক্ষণাৎ প্রসন্নবদন ও প্রণত হইয়া  
 ভূতধাতা অচ্যুতের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥ ঐব কহিলেন, ভূমি,  
 অপ, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, ভূতাদি ও আদি-প্রকৃতি যাঁহাব  
 রূপ, তাঁহার প্রতি নত হই ॥ ৫৩ ॥ যাঁহার রূপ শুদ্ধ সূক্ষ্ম, অগ্নিব্যাপী  
 এবং প্রধান হইতে পর, সেই শুভাশী (শুভসাক্ষী) পুরুষকে নমস্কার ॥ ৫৪ ॥  
 যিনি ভূরাদি, গন্ধাদি, বুদ্ধাদি, প্রধান ও পুরুষের পর এবং শাস্ত ॥ ৫৫ ॥  
 সেই ব্রহ্মভূত, আত্মা, অশেষ জগতের পর, শুদ্ধ, পরমেশ্বর ত্বদ্রূপকে শরণাগত-  
 হই ॥ ৫৬ ॥ বৃহত্ত্ব ও বৃহৎগত্বহেতু যে তোমার যোগিচিন্ত্য অবিকারিরূপ ব্রহ্ম-  
 নামে অভিহিত হে সর্বাঙ্গ! তাদৃশ তোমাকে নমস্কার ॥ ৫৭ ॥ হে পুরুষোত্তম!  
 তুমি সহস্রশীর্ষা সহস্রাঙ্গ ও সহস্রপাদ পুরুষ, ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়াও অতিরিক্ত  
 তাবে স্থিত রহিয়াছ। যাহা ভূত ও যাহা ভাবা, তাহা নিশ্চয়ই তুমি।  
 তোমা হইতেই বিরাট (ব্রহ্মাণ্ড), স্বরাট (ব্রহ্মা) ও সম্রাট (মহু), এবং এই  
 একলের অধিপুরুষ (অধিষ্ঠাতা মহাপুরুষ) ও তোমা হইতে ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥  
 অতএব তুমি বিশ্বের অধঃ, উর্দ্ধ ও তির্য্যক্ সকলদিকেই অতিরিক্ত  
 হইতেছ, এই বিশ্ব তোমা হইতে জাত, তোমা হইতেই ভূত ও ভবিষ্যৎ  
 ॥ ৬০ ॥ এই সমস্ত জগৎ বৃদ্ধপথার ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত। যজ্ঞ, সর্পিহত,

পুষ্পদ্বাজ্য ( দধিমিশ্রিত ঘৃত ) ও দ্বিধা ( গ্রাম্য ও বন্য ) পণ্ড, সমস্ত তোমা  
 হইতে ॥ ৬১ ॥ তোমা হইতে সকল ঋক্, সাম, ছন্দ ও যজু উৎপন্ন।  
 অশ্ব, একদন্ত, গো, অশ্ব, অবয় মৃগাদি তোমা হইতে জাত। তোমার  
 মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়ের জন্ম। দৈশ্য তোমার উরুজ  
 ও শূদ্রগণ পদদ্বয় হইতে সমুদ্ভূত। তোমার চক্ষুদ্বয় হইতে সূর্য্য, শ্রোত্রদ্বয়  
 হইতে অমলি, মন হইতে চল্লমা, ত্বষ্ণি হইতে আমাদের প্রাণবায়ু জাত।  
 মুখ হইতে অগ্নির উদ্ভব, নাভি হইতে গগন ও শিরঃ হইতে দ্যৌঃ (স্বরলোক)  
 হইয়াছে ॥ ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫ ॥ দিক্ সকল শ্রোত্র হইতে, ও ক্ষিতি পদ  
 হইতে উৎপন্ন। এই সমস্তই তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। স্তমহান্  
 ন্যাগ্রোধ যেমন অল্পবীজে ব্যবস্থিত, সংবৎসরকালে বীজভূত তোমাতে  
 অগ্নি বিধ্ব সেইরূপ থাকে। বীজ হইতে অক্ষুর সন্তত ন্যাগ্রোধ সমুখিত  
 হইয়া যেমন বিস্তার প্রাপ্ত হয়, সৃষ্টিকালে তোমা হইতে জগৎও  
 সেইরূপে হইয়া থাকে। হে ঈশ্বর! কদলী যেমন ত্বকুপত্র ব্যতীত  
 পৃথক্ দেখা যায় না, সেইরূপ বিশ্বেরও অন্যত্ব দেখা যায় না; যেহেতু  
 তুমিই বিশ্বাদার। সর্বাধিষ্ঠানভূত তোমাতেই এক। হলাদিনী, সন্ধিনী ও  
 সিন্ধং শক্তি আছে ॥ ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯ ॥ তুমি গুণবর্জিত, তোমাতে হলাদকরী  
 তাপকরী ও মিশ্রা শক্তি নাই। পৃথক্ অথচ একভূত ও ভূতভূত তোমাকে  
 নমস্কার ॥ ৭০ ॥ তুমি প্রভূত-ভূতভূত ও ভূতাত্মা, তোমাকে নমস্কার। ব্যক্ত,  
 প্রাধান, পুরুষ, বিরাট স্বরাট ও সম্রাট স্বরূপ তুমি পুরুষ (ক্ষেত্রজ) সকলের  
 মধ্যে অক্ষয় বলিয়া অন্তঃকরণে বিভাবিত হও। তুমি সর্বত্র সর্বভূত সর্ব  
 ও সর্বরূপধৃক্। তোমা হইতে সর্ব ও ( হিরণ্যগর্ভাদির পুত্রাদি রূপ )  
 তাহা হইতে তুমি। অতএব সর্বাত্মা তোমাকে নমস্কার। হে সর্বেশ! তুমি  
 সর্বাশ্রয়, যেহেতু সর্বভূতস্থিত। তবে তোমাকে আর কি বলিব, হুমিহিত  
 সমুদয়ই তুমি জানিতেছ। হে সর্ভান্নন! সর্বভূতেশ! সর্বস্বত্ব সমুদ্ভব  
 সর্বভূতস্বরূপ তুমি সর্বভূতমনোরথ জানিতেছ। হে নাথ! আমার যাহা  
 মনোরথ, তাহা তুমি সফল করিয়াছ। হে জগৎপতে! আমার তপস্তাও  
 সফল হইয়াছে, যেহেতু তোমার দর্শন পাইলাম ॥ ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫ ॥  
 শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে রাজপুত্র ঐব! তুমি তপস্তার ফল প্রাপ্ত হইলে,

যে হেতু আমি তোমার দৃষ্ট হইলাম, আমার দর্শন বিফল হয় না ॥ ৭৬ ॥  
 অতএব আপনার অভিমত বর প্রার্থনা কর, আমি দৃষ্টিগোচর হইলে পুরুষের  
 সমস্তই সম্পন্ন হয় ॥ ৭৭ ॥ ঋব কহিলেন, হে ভগবন্ সর্বভূতেশ! তুমি  
 সকলেরই হৃদয়ে রহিয়াছ। হে স্বামিন্! আমার যাহা মনের বাঞ্ছিত, তাহা  
 তোমার অজ্ঞাত কি? ॥ ৭৮ ॥ হে দেবেশ! তথাপি আমার হৃদিনীত হৃদয়  
 যে ছল্লভ বস্তুর কামনা করিতেছে, তাহা তোমাকে বলিব ॥ ৭৯ ॥ হে  
 জগৎশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রসন্ন হইলে ছল্লভই বা কি? ইচ্ছাও তোমার অনুগ্রহের  
 ফলস্বরূপ ত্রৈলোক্য ভোগ করেন ॥ ৮০ ॥ মাতার সপত্নী গর্ভপূরক উচ্চ  
 বাক্যে আমাকে বলিয়াছেন যে “যে আমার উদরে জন্মে নাই,  
 এই রাজাসন তাহার নহে” ॥ ৮১ ॥ হে প্রভো! এই জন্ত আমি তোমার  
 প্রসাদে জগতের আধারভূত সকলের উত্তমোত্তম অব্যয় স্থান প্রার্থনা  
 করি ॥ ৮২ ॥ ভগবান্ কহিলেন, হে বালক! যে স্থান তোমার প্রার্থিত, তাহা  
 নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে, পূর্বে অজ্ঞান্যে তোমা কর্তৃক আমি তোষিত  
 হইয়াছি ॥ ৮৩ ॥ তুমি পূর্বে আমাতে একাগ্রমতি পিতা মাতার গুণায়ু ও  
 নিজধর্ম্মানুপালক ব্রাহ্মণ ছিলে ॥ ৮৪ ॥ কিছুকাল পরে, যৌবনে অধিল-  
 ভোগাঢ্য, সুন্দর উজ্জ্বলকৃতি, কোন রাজপুত্র তোমার মিত্র হন ॥ ৮৫ ॥  
 তৎসঙ্গহেতু তাহার সেই অতি ছল্লভ ঋদ্ধি অবলোকন করিয়া, তোমার  
 এইরূপ বাঞ্ছা হইল যে “আমিও রাজপুত্র হইব ॥ ৮৬ ॥ হে ঋব! তদনন্তর  
 ছল্লভ উত্তানপাদগৃহে জন্মিয়া যথাভিলষিত রাজপুত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ৮৭ ॥  
 হে বালক! স্বায়ত্ত্বের কূলে যে জন্ম, তাহা অতের পক্ষে বর। কিন্তু যে  
 আমাকে পরিতুষ্ট করিয়াছে, তাহার (তোমার) পক্ষে অবর ॥ ৮৮ ॥ যে  
 ব্যক্তি আমাতে মন অর্পণ করিয়াছে, সে আমার আরাধনা করিয়া অবিলম্বিত  
 মুক্তি প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৯ ॥ হে ঋব! তুমি মৎপ্রসাদে ত্রৈলোক্যাধিক স্থানে সর্ব-  
 তারা-গ্রহের আশ্রয় হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৯০ ॥ সূর্য্য, সোম, ভোম, দোমপুত্র  
 বৃহস্পতি, সিত অর্কতনয়াদি সর্ব নক্ষত্র ও সপ্তর্ষি, যাহারা বিমানচারী দেবতা,  
 হেঋব! সকলেরই উপরিভাগে তোমাকে ঋব স্থান দিলাম ॥ ৯১ ॥ ৯২ ॥  
 কোন কোন দেবতা চতুর্ন পর্ধ্যন্ত থাকেন; কেহ কেহ বা মনস্তরস্থায়ী হন,  
 কিন্তু তোমাকে আমি কল্পস্থিতি দান করিলাম ॥ ৯৩ ॥ তোমার মাতা অতি-

নির্মলা স্নানীতিও বিমানে তারকা হইয়া, তাৎকাল তোমার নিকটে বাস করিবেন ॥১৪॥ যে সকল মনুষ্য স্তম্ভাহিত হইয়া, সাং প্রাতঃকালে তোমার কীৰ্ত্তন করিবে, তাহাদের মহৎ পুণ্য হইবে ॥ ১৫ ॥ পরাশর কহিলেন, হে মহামতে ! দেবদেব জনার্দন জগন্নাথ হইতে এইরূপে শ্রেষ্ঠ স্থান বর প্রাপ্ত হইয়া ঋব বাস করিতেছেন ॥ ১৬ ॥ তাঁহার মানবুদ্ধি ও মহিমা নিরীক্ষণ করিয়া দেবাসুরাচার্য উশনা এই শ্লোক গান করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥ অহো ! ইহাঁর কি তপস্তার বীৰ্য্য ! অহো ইহাঁর কি তপস্তার ফল ! সপ্তধিমণ্ডল ইহাঁকে অগ্রে করিয়া স্থিত রহিয়াছেন ॥ ১৮ ॥ ইনি ঋবের স্নানীতি নামী স্নাত্তা জননী,—ইহাঁরও মহিমা বর্ণন করিতে পৃথিবীতে কে সক্ষম ? ॥ ১৯ ॥ যিনি ঋবকে গর্ভে ধারণ করিয়া, টৈলোক্যের আশ্রয়তা প্রাপ্ত হইয়া হিরান্মতি পরমহ্মানকে নিবাসরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১০০ ॥ যে ব্যক্তি নিত্য ঋবের এই স্বর্গারোহণ কীৰ্ত্তন করেন, তিনি সৰ্ব্বপাপবিনির্মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে বিরাজিত হন । তিনি স্বর্গে বা পৃথিবীতে স্থানভট্ট হয়েন না এবং সৰ্ব্বকল্যাণযুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকেন ॥ ১০১ । ১০২ ॥

প্রথমাংশে দ্বাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

পরাশর কহিলেন,—মঙ্গলালয় ঋবের পত্নী শত্ৰু, শিষ্টি ও ভব্য নামক দুই পুত্র প্রসব করেন । শিষ্টির পত্নী সূক্ষ্মায়া, রিপু, রিপুঞ্জয়, বিপ্র, বৃকল ও বৃকতেজা এই পঞ্চ অকল্মষ পুত্র ধারণ করেন । রিপুর স্ত্রী বৃহতী সর্কাত্তেজা চাক্ষুষের গর্ভধারিণী । ১ । ২ । চাক্ষুষ, মহাশ্মা অরণ্যপ্রজাপতির আশ্রয়তা বাক্‌গী পুষ্করিণী নামী পত্নীতে ( বর্ষমবস্তুর পতি ) মনুকে উৎপাদন করেন । ৩ । হে জগৎশ্রেষ্ঠ ! বৈরাঙ্গ প্রজাপতির কন্যা নম্বলার গর্ভে মনুর মহৌজস্ দশ পুত্র জন্মিয়াছিলেন । উরু, পুরু, শতছ্যম তপস্বী, সত্যবাক্, কবি, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, সূহ্যম এবং দশম অভিমন্যু । উরুর পত্নী আগ্নেয়ী, মহাপ্রভ অঙ্গ, স্তম্ভনস্, স্বাতি, ক্রতু, অগ্নিরা ও শিব এই ষট্পুত্রের জননী । অঙ্গের পত্নী স্নানীতা একমাত্র পুত্র বেণের প্রসূতি । ৪ । ৫ । ৬ । ৭

হে মহামুনে ! ঋষিগণ হাজার নিমিত্ত তাঁহার দক্ষিণ কর মস্থন করেন।  
 বেণের পাণি মথিত হইলে বৈণ্য নামে মহীপাল উৎপন্ন হইয়াছিলেন।  
 ইনি পৃথু বলিয়া পরিকীর্তিত এবং ঐজ্যবর্ণের হিতসাধন জন্ত  
 পুরাকালে মহীকে দোহন করিয়াছিলেন। ৮। ৯। মৈত্রেয় কহিলেন,  
 হে মুনিসত্তম ! পরম ঋষিগণ কি নিমিত্ত বেণ রাজার পাণি মস্থন করেন,  
 কিরূপেই বা তাহাতে মহাবীৰ্য্য পৃথুর জন্ম হয়। ১০। পরাশর কহিলেন, মৃত্যুর  
 সুনীধা নান্নী যে কত্যা প্রথমে হন, তাঁহাকে অঙ্গের ভার্য্যাক্রূপে দেওয়া  
 হয়। তাঁহাতেই বেণের জন্ম। ১১। হে মৈত্রেয় !—মৃত্যুর স্ত্যাত্মজ বেণ  
 মাতামহদোষে স্বভাবতঃই দুষ্ট হইয়াছিলেন। ১২। তিনি যখন পরম ঋষি-  
 গণকর্তৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হন, তখন তিনি পৃথিবীপতি হইয়া পৃথিবীতে  
 ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, “কেহ যজ্ঞ করিতে পাইবে না, হোম করিতে  
 পাইবে না এবং কেহ কদাচ দান করিবে না। আমিই ত যজ্ঞপতি প্রভু,  
 অন্য কে যজ্ঞের ভোক্তা। ১৩। ১৪। হে মৈত্রেয় !—তদনন্তর ঋষিগণ উপ-  
 স্থিত হইয়া ঐ জগতীপতিকে সম্মানপূর্ব্বক প্রথমে সাম-মধুর বাক্য বলিয়া-  
 ছিলেন। ১৫। ঋষিগণ কহিলেন, ভো ভো প্রভো রাজন্ ! রাজ্যদেহের  
 উপকারার্থ এবং প্রজাদের পরম হিতের জন্ত যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ১৬।  
 আমরা দেবেশ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরিকে দীর্ঘমত্রে পূজা করিব, তোমার  
 মঙ্গল হউক, তাহাতে তোমার অংশ থাকিবে। ১৭। হে নৃপ ! যজ্ঞ-  
 পুরুষ হরি আমাদের যজ্ঞে সংপ্রীত হইয়া তোমাকে সর্ব্বকামনা প্রদান  
 করিবেন। ১৮। যাহাদের রাষ্ট্রে যজ্ঞেশ্বর হরি যজ্ঞে সংপূজিত হন,  
 সেই ভূভুজগণকে তিনি সর্কোপ্তিত দান করেন। ১৯। বেণ কহিলেন—আমা  
 অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অত্ন কে দ্বিতীয় আরাধ্য আছে ? এই হরি কে, যে তাঁহাকে  
 যজ্ঞেশ্বর বলা হইতেছে। ২০। ব্রহ্মা, জনার্দন, শঙ্কর, ইন্দ্র, বায়ু, যম, রবি  
 হস্তভুজ, বরুণ, ধাতা, পুষা, ভূমি, নিশাকর এবং অন্য যে সকল দেবতা  
 শাপানুগ্রহকারী, তাঁহারা সকলেই নৃপের শরীরস্থ। কারণ নৃপ সর্ব্ব দেবময়  
 । ২১। ২২। হে বিজগণ !—তোমরা ইহা বিবেচনা করিয়া যথাবৎ আমার  
 আজ্ঞা পাগন কর। তোমাদের দাভব্য, হোভব্য, ষঠব্য কিছুই নাই। ২৩।  
 ভর্তৃশ্রবণা যেমন জীলোকের পরমধর্ম্ম, সেইরূপ আমার আজ্ঞা পালনই

তোমাদের ধর্ম । ২৪ । ঋষিগণ কহিলেন, হে মহারাজ ! আজ্ঞা কর, ধর্ম-  
সংস্কার না হউক, যেহেতু হবির পরিণামই এই অখিল জগৎ ২৫ । পরাশর  
কহিলেন,—পরমর্ষিগণ কর্তৃক এইরূপে বিজ্ঞাপ্যমান ও পুনঃ পুনঃ প্রোক্ত  
হইয়াও যখন অল্পজ্ঞা দিলেন না, তখন মূনি সকল কোপামর্ষসম্বিত হইয়া  
পরপর বলিয়া উঠিলেন, “হনন কর, এই পাপকে হনন কর” ২৬।২৭ ॥ যে  
অপমানচার, যজ্ঞপুরুষ দেব অনাদি-অনন্ত প্রভুকে নিন্দা করিতেছে, সে  
ভূপতির যোগ্য নহে ২৮ ॥ মুনিগণ এইরূপ কহিয়া ভগবদ্ভিন্দাদি দ্বারা  
পূর্ব হইতেই নিহত নৃপকে মন্ত্রপুত্র কুশবারা নিহত করিয়া ফেলিলেন ২৯ ॥  
তদনন্তর চারিদিকে রেণু দেখিতে পাইয়া তাঁহারা নিকটস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা  
করিলেন “ইহা কি” ৩০ ॥ তাহারা আতুর ভাবে তাঁহাদিগকে কহিল,  
‘অরাজক রাজ্যে চৌরগণ কর্তৃক পরস্পর গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে ৩১ ॥ হে  
মুনিসত্তমগণ ! পরবিশ্রামহারী উদ্ধতগতি সেই চৌরদিগের এই স্তমহান্  
পদরেণু দেখা যাইতেছে ৩২ ॥ পরে মুনি সকল মন্ত্রণা করিয়া পুঞ্জের  
নিমিত্ত যন্ত্রপূর্বক ঐ নিঃসন্তান ভূপতির উরুমস্থন করিলেন ৩৩ ॥ মথ্যমান  
উরু হইতে দক্ষ স্তূপা (স্তম্ভ বা যুটি) সদৃশ খর্বমুখ অতিহ্রস্বকায় এক পুরুষ  
উখিত হইয়া কহিল “কি করিব” ? তাহারা কহিলেন “নিষীদ” (চলিয়া যাও)  
এজন্য সে নিষাদ হইল ৩৪।৩৫ ॥ হে মুনিশার্দূল ! পরে তৎসন্তানেরা  
বিক্যাতল নিবাদী পাপকর্মোপলক্ষণ নিষাদ হইল ৩৬ । সেই নিষাদরূপে  
ভূপতির পাপ নির্গত হইয়াছিল, এজন্য তাহারা বেণকল্যাণনাশন নামে  
খ্যাত ৩৭ । তদনন্তর দ্বিজগণ তাহার দক্ষিণ হস্ত মস্থন করিলে তাহাতে  
প্রতাপবান দীপ্যমানবপুং সেই বৈব্য পৃথু সাক্ষাৎ অধির ন্যায় দীপ্তি  
পাইতে পাইতে জন্মিলেন । তখন আজগব নামে আদ্যধনুঃ দিব্যশর ও  
কবচ আকাশ হইতে পতিত হইল । তিনি জন্মিলে সকলেই আশ্চর্য্যিত হইয়া-  
ছিল ৩৮ । ৩৯ । ৪০ । সেই স্তমহাস্তা সংপুঞ্জের জন্ম হওয়াতে বেণ ও পুষ্যম  
নরক হইতে জাগ পাইয়া ত্রিদিবে গমন করিলেন ৪১ । সমুদ্র ও নদী-  
সকল সর্বপ্রকার রত্ন ও অভিষেকার্থ জল গ্রহণ পূর্বক তাঁহার নিকট  
উপস্থিত হইলেন ৪২ । অঙ্গিরস্ দেবগণের সহিত ভগবান্ পিতামহ ও  
স্বাবর জগন্ম সকল সমাগত হইয়া নরাধিপ বৈব্যকে স্নান করাইলেন ।



পিতামহ দক্ষিণ হস্তে চক্র দৃষ্টি করিয়া, পৃথুকে বিষ্ণুর অংশ বিবেচনা করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। চক্রবর্তীদিগের মধ্যে যাঁহার প্রভাব দেবতারাও খর্ব করিতে পারেন না, তাঁহারই হস্তে বিষ্ণুচিহ্ন চক্র থাকে। ৪৩।৪৪।৪৫। বিধিবৎ ধর্মকোবিদগণ, মহাতেজা প্রতাপবান্ সেই বৈণ্য পৃথুকে মহৎ রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পিতার অপরিজ্ঞিত প্রজাবর্গ তৎকর্তৃক অনুরঞ্জিত হইল। অনুরাগ হেতু তাঁহার নাম 'রাজা' হইল। ইনি সমুদ্রে গমন করিলে জল স্তম্ভিত হইত, বনযাত্রাকালে পুরুষ-সমুদয় পথ দিত, কখন তাঁহার পতাকাভঙ্গ হয় নাই। পৃথিবী বিনা কর্ণেই শস্ত্রশালিনী, স্তব্রাং চিন্তামাত্রেই অন্নলাভ হইতে লাগিল ॥ ৬।৪৭।৪৮।৪৯॥

গো সকল সর্বকামহৃদা, এবং পুটকে পুটকে মধু হইল। তিনি জন্মমাত্রে পৈতামহ যজ্ঞ করেন, তাহাতে সেই দিনেই স্মৃতি (ঐ যজ্ঞের অন্তর্গত সোমযজ্ঞ ভূমিতে) মহামতি স্মৃত ও ঐ মহাযজ্ঞে প্রাজ্ঞ মাগধ উৎপন্ন হন ॥ ৫০।৫১॥ মূনিবরগণ উভয়কে বলিলেন, তোমরা প্রতাপবান্ বৈণ্য পৃথু নৃপতির স্তব কর ॥ ৫২॥ তোমাদের অনুরূপ কন্মই এই, এবং ইনিও স্তোত্রের পাত্র। তদনন্তর ইহারা উভয়ে কৃতাজ্ঞাল হইয়া বিপ্র সকলকে বলিলেন, অদ্যজ্ঞাত এই মহীপতির কন্ম বা গুণ জানা যাইতেছে না এবং ইহঁার যশঃও প্রথিত নাই, অতএব কি আশ্রয় করিয়া আমরা ইহঁার স্তব করিব বলুন ॥ ৫৩।৫৪॥ ঋষিগণ কহিলেন, এই মহাবল চক্রবর্তী নৃপ যেরূপ কন্ম করিবেন এবং ইহঁার যে সকল গুণ হইবে, তদ্বারা ইহার স্তব কর ॥ ৫৫॥ পরাশর কহিলেন, তদনন্তর নৃপতি তাহা শুনিয়া পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। বিবেচনা করিলেন, লোকে সঙ্গুণ দ্বারা শ্লাঘ্যতা প্রাপ্ত হয় এবং ইহঁারা আমার গুণের স্তব করিবেন, অতএব অদ্য স্তোত্রে যেরূপ গুণ-নির্ব্বর্ণন করিবেন, আমি সমাহিত হইয়া তাহাই করিব ॥ ৫৭॥

যে বিষয় বর্জ্জনীয় বলিবেন, তাহা বর্জন করিব। অনন্তর সেই স্মৃত মাগধ ধীমান্ বৈণ্য পৃথুর ভবিষ্য-কন্ম দ্বারা সম্যক্ স্মরণে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯॥ এই নরেশ্বর নৃপ সত্যবাক্, দানশীল, সত্যসঙ্গ, লজ্জাশীল, মৈত্র, ক্ষমাশাল, বিক্রান্ত, ছুষ্টশাসন, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, দয়াবান, প্রিয়ভাষক, মাত্তমান-য়িতা, যজ্ঞরত, ব্রহ্মণ্য, সাধুসম্মত, শত্রুমিত্রে-সমদর্শী এবং ব্যবহারে স্থিত।

তিনি স্মৃতোক্ত এই সকল গুণ মনে করিলেন এবং সেইরূপ কর্মও করিয়াছিলেন, পৃথিবীপাল এইরূপে বসুধা পালন করতঃ ভূরি দক্ষিণায়ুক্ত বিবিধ মহৎ যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞন করিয়াছিলেন। অরাজক কালে সমস্ত ওষধি প্রাপ্ত হইলে প্রজাগণ ক্ষুধার্ত্তিত হইয়া সেই পৃথিবীনাথের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তৎকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তথায় গমন কারণ বলিতে লাগিলেন ॥৬০।৬১।৬২।৬৩।৬৪।৬৫॥ প্রজাগণ কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ প্রজেশ্বর ! অরাজক হইলে ধরিত্রী সকলোষধি গ্রাস করিয়াছে, তাহাতে সমস্ত প্রজা, ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ৬৬ ॥ বিধাতা তোমাকে আমাদের বৃত্তিপ্রদ প্রজাপালক নিরূপণ করিয়াছেন, আমাদের ক্ষুধার্ত্তপ্রজাগণকে জীবনোষধি দান কর ॥ ৬৭ ॥ পরাশর কহিলেন, অনন্তর নৃপতি কুপিত হইয়া দিব্য আজগব ধনুঃ ও শর সকল গ্রহণপূর্বক বসুধার অনুধাবন করিলেন। বসুধারা শীঘ্র গোরূপ হইয়া পলায়ন ও ত্রাসহেতু ব্রহ্মলোকাদিতে গমন করিলেন ॥ ৬৮।৬৯ ॥ ভূতধারিণী দেবী যে যে স্থানে গমন করিলেন, সেই সেই স্থানেই উদাত্তশস্ত্র বৈণ্যকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৭০ ॥ তৎপরে বসুধা কম্পিতা ও তদ্ভাণ হইতে পরিত্রাণপরায়ণা হইয়া পৃথুপরাক্রম পৃথুকে বলিলেন ॥ ৭১ ॥ হে নরেন্দ্রনৃপ ! তুমি কি স্ত্রীবধে মহাপাপ দেখিতেছ না ? তাই আমাকে বিনষ্ট করিবার জন্ত উদ্যম করিতেছ ॥ ৭২ ॥ পৃথু কহিলেন, ওরে ছষ্টকারিণি ! যেখানে একজন নিধন প্রাপ্ত হইলে অনেকের রক্ষা হয়, সেখানে সেই একেরই বধ পুণ্যপ্রদ ॥৭৩॥ পৃথিবী কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! তুমি প্রজাগণের উপকারের নিমিত্ত যদি আমাকে বধ কর, তবে তোমার প্রজাদের আধার কে হইবে ৷৭৪৥ পৃথু কহিলেন, বসুধে ! তুমি আমার শাসনপরায়ণী, তোমাকে বাণদ্বারা হত করিয়া আমি আশ্রয়োগ বলে এই সকল প্রজা ধারণ করিব ॥ ৭৫ ॥ পরাশর কহিলেন,— তখন বসুধা কম্পিতাস্ত্রী ও পরম ভীতা হইয়া রাজাকে প্রণামপূর্বক পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন ॥ ৭৬ ॥ পৃথিবী কহিলেন, উপায়ানুসারে কার্য্য করিলে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়, অতএব তোমাকে উপায় বলিতেছি, যদি ইচ্ছা হয় কর ॥ ৭৭ ॥ হে নরনাথ ! সমস্ত ওষধি জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি, যদি ইচ্ছা কর, তবে সেই সকল ক্ষীরপরিণামিনী ওষধি আমি দিব। হে ধর্ম্মভূতাস্বর ! প্রজাহিতার্থ আমাকে বৎস প্রদান কর, তাহাতে আমি বৎসলা হইয়া

করণ করি । হে বীর ! আমাকে সমস্ততঃ সৰ্ব্বত্র সম কর, তাহাতে  
 বনৌষধির বীজভূত ক্ষীর সৰ্ব্বত্র ধারণ করি ॥ ৭৮।৭৯।৮০ ॥ পরাশর কহিলেন,  
 তদনন্তর বৈণ্য ধনুঃ কোটীদ্বারা শতসহস্র শৈল উৎসারিত করিলেন,  
 তাহাতেই শৈল সকল বিবর্জিত (একৈকত্র উচ্চতরকৃত) হুইয়াছে ॥ ৮১ ॥  
 পূৰ্ব্ব সৃষ্টিতে বিষম পৃথিবীতলে পূব বা গ্রামের প্রবিভাগ, শস্য, গোরক্ষ  
 কৃষি ও বণিক পথ থাকে নাই । হে মৈত্রেয় ! বৈণ্য হইতেই এ সকলের  
 সম্ভব ॥ ৮২।৮৩ ॥ ভূগিরি যে যে স্থল সম হিল, নরাধিপ সেই সেই স্থানে  
 প্রজাধিগের নিবাস কল্পনা করিলেন ॥ ৮৪ ॥ ওষধি সকল প্রাপ্ত হইলে  
 ফল মূল মাত্র তখন প্রজাদের আহার হইয়াছিল, তাহাও অতি কষ্টে ॥ ৮৫ ॥  
 পৃথিবীনাথ এতু পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বংশ কল্পনা করিয়া স্বহস্তে পৃথিবী  
 দোহন করেন, তাহাতে তাঁহার প্রজাগণের হিতকামনায় শস্য সকল জন্মিল ।  
 হে তাত ! প্রজাবর্গ অদ্যাপি সেই অগ্নে জীবন ধারণ করিতেছে ॥ ৮৬।৮৭ ॥  
 প্রাণ প্রদান হেতু পৃথু, ভূমির পিতা হইয়াছিলেন, এ জন্য অধিলভূতধারিণী,  
 পৃথিবী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন ॥ ৮৮ ॥ তৎপরে দেব, মুনি, দৈত্য, অদ্রি,  
 গন্ধর্ব্ব, উরগ, যক্ষ ও শিভৃগণ স্বাভিমত পাত্র গ্রহণে ভূমি হইতে স্বাভিমত  
 বস্তু দোহন করিলেন । তজ্জাতীয়েরাই তাঁহাদের বংশ ও দোন্ধা হইয়া-  
 ছিলেন ॥ ৮৯।৯০ ॥ বিষ্ণুপাদতলোদ্ভবা সেই পৃথ্বী সৰ্ব্বজগতের ধাত্রী,  
 বিধাত্রী, ধারিণী এবং পোষণী ॥ ৯১ ॥ এতাদৃশপ্রভাব বীৰ্য্যবান্ মহীপতি  
 বেণপুত্র পৃথু জন্মিয়াছিলেন এবং জনরঞ্জন হেতু প্রথমে রাজা হন ॥ ৯২ ॥  
 যে নর, বৈণ্য পৃথুর এই জন্ম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার কিছুমাত্র দুঃস্থ থাকে না  
 এবং এই জন্ম কীর্ত্তন তাঁহার পক্ষে ফলদায়ী হয় ॥ ৯৩ ॥ পৃথুর এই উত্তম  
 জন্ম ও প্রভাব শ্রবণ করিলে সতত হৃঃস্বপ্নের উপশম হয় ॥ ৯৪ ॥

প্রথমাংশে ত্রয়োদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## চতুর্দশ অধ্যায় ।

পৃথিবী মহাবীৰ্য্য হই পুত্র, অন্তর্দ্বীপ ও পালী । অন্তর্দ্বীপের স্ত্রী শিখণ্ডিনী  
 হবির্দানকে প্রসব করেন ॥ ১ ॥ হবির্দানের ঔরসে আগ্নেয়ী ধিষণা ছয়-  
 পুত্রের জননী । প্রাচীন বহিঃ, গুহ্র, গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ ও অজিন ॥ ২ ॥ ভগবান্  
 প্রাচীন বহিঃ মহারাজ মহান্ প্রজাপতি ছিলেন । বদ্ধারা প্রজাবর্গ সংবর্দ্ধিত ।  
 হে মুনে ! তাঁহার সময়ে প্রাচীনগ্র কুশে পৃথিবীতল আস্তৃত হইয়াছিল ।  
 ভগবান্ প্রাচীনবহিঃ মহাবল বলিয়া প্যাত ॥ ৩ ॥ মহৌপতি মহাতপস্যার  
 পর সমুদ্রতনয়া সর্বর্ণাতে কৃতদার হন, সামুদ্রী সর্বর্ণা তাঁহা হইতে  
 প্রচেতানামে ধনুর্মেদপারগ দশপুত্র ধারণ করেন ॥ ৫ । ৬ ॥ তাঁহার  
 অপৃথক্ ধর্ম্মাচরণ ও সমুদ্রসলিসবাসী হইয়া দশসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত মহৎ  
 তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥ মৈত্রেয় কহিলেন, হে মহামুনে ! মহাত্মা  
 প্রচেতসগণ যে জ্ঞাত সমুদ্রান্তঃ মধ্যে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা বলুন ॥ ৮ ॥  
 পরাশর কহিলেন, প্রজাপতিনিযুক্ত অমিতাক্ষা পিতা, প্রচেতসদিগকে বহমান  
 পুরঃসর পুত্রার্থ, বলিলেন ॥ ৯ ॥ হে সূতগণ ! প্রজাপতি আমাকে “প্রজা-  
 সংবর্দ্ধন কর” এইরূপ আদেশ করায় আমি “তৎস্বাস্ত” বলিয়াছি ॥ ১০ ॥  
 অতএব পুত্রগণ ! তোমরা আমার প্রীতির নিমিত্ত অতন্ত্রিত হইয়া  
 প্রজাবৃদ্ধি কর । প্রজাপতির সমাজ্য তোমাদের মাননীয় ॥ ১১ ॥ পরাশর  
 কহিলেন, তদনন্তর নৃপনন্দনেরা পিতার বাক্যে তথাস্ত বলিয়া জিজ্ঞাসা  
 করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥ প্রচেতসগণ কহিলেন, হে তাত ! যে কর্ম্ম দ্বারা  
 আমরা প্রজাবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হই, তাহা আমাদের বলুন ॥ ১৩ ॥ পিতা  
 কহিলেন, মনুষ্যাগণ বরদ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া অশংসয় ইষ্টলাভ করে,  
 অন্তথা নহে । আর কি তোমাদিগকে বলিব ॥ ১৪ ॥ অতএব যদি সিদ্ধি  
 অভিলাষ কর, তবে তোমরা প্রজাবৃদ্ধির নিমিত্ত সর্বভূত প্রভু হার  
 গোবিন্দের আরাধনা কর ॥ ১৫ ॥ অনাদি ভগবান্ পুরুষোত্তম ধর্ম্ম, অর্থ  
 কাম ও মোক্ষেচ্ছু ব্যক্তিদ্বিগের সদা আরাধনীয় ॥ ১৬ ॥ বাহার আরাধনা  
 করিয়া প্রজাপতি, আদিকালে সৃষ্টি করিয়াছিলেন । সেই অচ্যুতের আরা-  
 ধনা করিলে তোমাদের প্রজাবৃদ্ধি হইবে ॥ ১৭ ॥ পরাশর কহিলেন,—হে

মুনিশ্রেষ্ঠ ! পিতা এইরূপ কহিলে প্রচেতস্নানী সেই দশ পুত্র, সমুদ্র সলিলে মগ্ন, সমাহিত, ও সৰ্বলোকপরায়ণ জগৎপতি নারায়ণের প্রতি অন্তৰ্হিত হইয়া দশ সংস্র বৎসর তপস্বী করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ তাঁহারা সেই স্থানে থাকিয়াই একাগ্রমনে দেবদেব হরির স্তব করিয়াছিলেন, যিনি স্তব হইয়া স্তবকর্তার ইষ্টকাম প্রদান করেন ॥ ২০ ॥ মৈত্রেয় কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! প্রচেতস্গণ সমুদ্রজলमध्ये থাকিয়া বিষ্ণুর যে স্তব করিয়াছিলেন, সেই সুপুণ্য স্তব আমাকে বলুন ॥ ২১ ॥ পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয় ! প্রচেতাসকল সমুদ্রসলিলবাসী ও উন্নয়ীভূত হইয়া পূর্বে যেরূপে গোবিন্দের স্তব করিয়াছিলেন, শ্রবণ কর ॥ ২২ ॥ প্রচেতস্গণ কহিলেন, যাহাতে সৰ্ব্ববাক্যের শাস্ত্রী প্রতিষ্ঠা, তমশেষ জগতের আদ্য, জ্যোতিঃ অনৌপম্য অনন্তর, অপারবৎ অশেষ স্থাবর অস্থাবরের যোনিভূত, আদ্য সেই পরম প্রভুর প্রতি আমরা নত হই ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ যে অরূপ পরমেশ্বর প্রথমরূপ অহঃ তদনন্তর নিশা এবং সন্ধ্যা সেই কালাত্মকে নমস্কার ॥ ২৫ ॥ সকলের জীবভূত সৃষ্টান্তরূপ দেব ও পিতৃগণ অল্পদিন ভোগ করিতেছেন, সেই সোমাত্মকে নমস্কার ॥ ২৬ ॥ যে তীত্ৰাত্মা স্বভাঃ দ্বারা আকাশ প্রকাশিত করিয়া তমোবিনাশ করেন এবং যিনি বসু, মীত ও জলের যোনি, সেই সূর্য্যাত্মকে নমস্কার ॥ ২৭ ॥ যিনি কাঠিগবান্ শব্দাদির সংশ্রয় ও ব্যাপী, এই অশেষ জগৎ ধারণ করিতেছেন সেই ভূম্যাত্মকে নমস্কার ॥ ২৮ ॥ যাহা জগতের যোনিভূত, ও সৰ্ব দেহীর বীজ, হরিমেধার (বিষ্ণুর) সেই জলরূপকে আমরা নমস্কার করি ॥ ২৯ ॥ যিনি হব্যভূকরূপে দেব ও পিতৃগণের মুখ স্বরূপ, সেই পাবকাত্মা বিষ্ণুকে নমস্কার ॥ ৩০ ॥ যে আকাশ-যোনি ভগবান্ দেহে পঞ্চাধা অবস্থিত হইয়া অনিষ্ট (সর্পিদা) চেষ্টা করিতেছেন, সেই পরমাত্মাকে নমস্কার ॥ ৩১ ॥ যে অনন্ত মূর্তিমান্ (অন্ত ও মূর্তিরাহিত শুদ্ধ, অশেষভূতের অবকাশ প্রদান করিতেছেন, সেই ব্যোমাত্মাকে নমস্কার ॥ ৩২ ॥ যিনি সর্পিদা সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের উত্তম স্থান, সেই শব্দাদিরূপ বেদা কৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ৩৩ ॥ যে ঈশ্বর ইন্দ্রিয়াত্মা নিত্য বিষয় গ্রহণ করেন, সেই জ্ঞানমূল হরিমেধার প্রতি আমরা নত হই ॥ ৩৪ ॥ যিনি ইন্দ্রিয় গৃহীত বিষয় সকল আত্মাকে প্রদান করেন, সেই অন্তঃকরণভূত বিদ্যাাত্মাকে নমস্কার

॥ ৩৫ ॥ সকল বিশ্ব যে অনন্তে থাকে, যাহা হইতে উদ্গত, এবং লয়স্থানও যিনি, সেই প্রকৃতি-ধর্মকে নমস্কার ॥ ৩৬ ॥ যে অগুণ ও শুদ্ধ ভ্রান্তিভ্রান্তানে গুণবানের ত্রায় সংলক্ষিত হয়েন, সেই আত্মরূপী দেব পুরুষোত্তমের প্রতি নত হই ॥ ৩৭ ॥ যাহা অবিকার, অজ, শুদ্ধ, নিগুণ ও নিরঞ্জন, বিষ্ণুর পরমপদ সেই পরমব্রহ্মের প্রতি আমরা নত হই ॥ ৩৮ ॥ যাহা অদীর্ঘকাল, অস্থূল অনবগ্র্য, অলোহিত, অস্নেহচ্ছায়, অনগ, অসক্ত অশরীরী, অনাকাশ, অসং-স্পর্শ, অগন্ধ ও অরস। যাহা অচক্ষুঃশ্রোত, অচল অবাক্ প্রাণ, অমানস, অনামগোত্র, অমুখ, অতেজস্ব, অতয়, ভ্রান্তিরহিত, অনিন্দ্য, অজরামর, অজর অশব্দ, অমৃত, অপ্রুত, অসংরুত এবং যাহাতে পূর্বাপর নাই, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। যাহা জিহ্বাদৃষ্টির পৌচর নহে, বিষ্ণুর সেই পরম ঈশিত্ব গুণবৎ সর্বভূত সংশ্রয় পদে আমরা নত হইতেছি ॥ ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩ ॥ পরাশর কহিলেন, প্রচেতস্গুণ তৎসমাদি হইয়া এইরূপে বিষ্ণুর স্তব করতঃ দশ সহস্র বৎসর মহার্ঘবে তপশ্চরণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥ তদনন্তর উন্মিড নীলোৎপলনলকাস্তি ভগবান্ হরি প্রসব হইয়া দর্শন দিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥ “ প্রচেতস্ সকল তাঁহাকে পক্ষিরাজ সমাক্রুত অবলোকন করিয়া ভক্তিনয় মস্তকে প্রণিপাত করিলেন ॥ ৪৬ ॥ তখন ভগবান্ তাঁহাদিগকে কহিলেন, “ঈশিতবর প্রার্থনা কর, আমি প্রসাদসুমুখ ও তোমাদের বরদ হইয়া সমুপস্থিত হইয়াছি” ॥ ৪৭ ॥ প্রচেতস্গুণ বরদকে প্রণিপাতপূর্বক পিতার সমাদিষ্ট প্রজাবৃদ্ধির কারণ বলিলেন। সেই দেব যথাভিলষিত বর দিয়া আশু অন্তর্দান করিলেন এবং তাঁহারাও জল হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৪৮-৪৯ ॥

প্রথমোংশ চতুর্দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## পঞ্চদশ অধ্যায় ।

পরাশর কহিলেন,—প্রচেতসগুণ তপশ্চরণ করিতে থাকিলে মহীকুহ সকল অরক্ষ্যমানা (কর্ষনাশি রহিতা) পৃথিবীকে আবৃত করে, এবং প্রজাক্ষয় হয় ॥ ১ ॥ মাক্রুত বহন করিতে পারে নাই, আকাশ বৃক্ষ সকলে আবৃত হইয়াছিল এবং প্রজাসকল দশ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতে অক্ষম ॥ ২ ॥

জল হইতে নিষ্ক্রান্ত প্রচৈতন্যগণ তাহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, তাঁহারা জাত-  
ক্রোধ হইয়া মুখ হইতে বায়ু ও অগ্নি সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩ ॥ বায়ু ঐ বৃক্ষ  
সকলকে উন্মূলিত করিয়া শেষে অগ্নি তাহাদিগকে দগ্ধ করে, তাহাতে  
ঘোর বৃক্ষ সংক্ষয় হয় ॥ ৪ ॥ অনন্তর বৃক্ষের রাজা সোম তদ সংক্ষয়  
দেখিয়া কিছু বৃক্ষ অবশিষ্ট থাকিতে এই সকল প্রজাপতির নিকটে গিয়া  
বলিলেন ॥ ৫ ॥ হে রাজগণ ! কোপ সংবরণ কর. আমার কথা শুন, আমি  
ক্ষিতিকহ ( বৃক্ষ ) গণের সহিত তোমাদের সন্ধি করিয়া দিব ॥ ৬ ॥ আমি  
পূর্বে ভবিষ্যচিন্তা করিয়া রত্নভূতা এই বরবর্ণিনী বার্ষ্ণবী ( বৃক্ষ হইতে  
উৎপন্ন ) কণ্ঠকে সুধাময় কিরণে বর্ধিত করিয়াছি ॥ ৭ ॥ মারীষা নামী  
এই মহাভাগা বৃক্ষ কণ্ঠ, নিশ্চয়ই তোমাদের বংশবিবর্ধিনী ভর্যা হউক ॥ ৮ ॥  
তোমাদের ও আমার অর্দ্ধ অর্দ্ধ তেজে ইহার গর্ভে বিদ্বান্ দক্ষ প্রজাপতি  
উৎপন্ন হইবেন ॥ ৯ ॥ আমার দৌম্যংশ ও তোমাদের তেজোময় অগ্নি-  
যোগে অগ্নিসম হইয়া প্রজ্ঞাসংবর্ধন করিবেন ॥ ১০ ॥ পূর্বকালে কণ্ঠ নামে  
বেদবিদ্যাস্বর এক মুনি ছিলেন, তিনি সুরমা গোমতীতীরে পরম তপশ্বা  
করিতেছিলেন ॥ ১১ ॥ সুরেন্দ্র প্রমোচা নামী কোন শুচিস্মিতা বরাপরাকৈ  
তাঁহার ক্ষোভ ( চিত্তবিকার ) উৎপাদনের নিমিত্ত নিযুক্ত করেন, সে সেই  
ঋষিকে ক্ষোভিত করিয়াছিল ॥ ১২ ॥ তিনি বিকৃত ও বিষয়াশক্তমানস  
হইয়া তাহার সহিত কিছু অধিক শত বৎসর মন্দর পর্বতের দ্রোণিতে  
বাস করেন ॥ ১৩ ॥ তখন সে ঐ মহাক্ষমকে বলিল ? হে ব্রহ্মণ ! আমি  
স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা করি। প্রসন্ন হইয়া অনুজ্ঞা দাও ॥ ১৪ ॥ সে এইরূপ  
বলিলে তৎপ্রতি আসক্তচিত্ত মুনি বলিলেন, “ভদ্রে ! কিছুদিন থাক” ॥ ১৫ ॥  
তিনি এইরূপ কহিলে তদ্বী সেই মহাক্ষমের সহিত আবার কিছু অধিক শত  
বৎসর বিষয় ভোগ করিল ॥ ১৬ ॥ পরে কহিল হে ভগবন্ ! অনুজ্ঞা দাও,  
আমি ত্রিদিবালয় যাইতেছি। মুনি কহিলেন, “থাক” ॥ ১৭ ॥ পুনশ্চ কিছু  
অধিক শত বৎসর গত হইলে শুভাননা প্রণয়নিত শোভনবাক্যে কহিল,  
“হে ব্রহ্মণ ! আমি স্বর্গে যাই” ॥ ১৮ ॥ এইরূপ কহিলে মুনি আয়তলোচ-  
নাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “অগ্নি শত্রু ! ক্ষণকাল থাক, চিরকালের  
নিমিত্ত যাইবে” ॥ ১৯ ॥ সুশ্রেণী তাঁহার শাপভীতা হইয়া পুনশ্চ সেই

ঋষির সহিত কিকিদ্বন্দ্ব দুই শত বৎসর বাস করে ॥ ২০ ॥ ঐ তথ্য দেবরাজ নিকেতনে গমনের নিমিত্ত বার বার বলিলেও মহাভাগ ঋষি কেবল “থাক” “থাক” এই কথাই বলিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ দক্ষিণ্য গুণে দক্ষিণ্য ও প্রণয় ভঙ্গ্যুৎকৃষ্ট হুঃখিত। সেই প্রয়োচা শাপভয়ে ভীতা হইয়া মুনিকে পরিত্যাগ করিলেন না ॥ ২২ ॥ মন্থথাবিষ্টচিত্ত মহর্ষি তাহার সহিত অহর্নিশ রমমান হইলে নবনব প্রেমের উদ্বেক হইতে লাগিল ॥ ২৩ ॥ মুনি একদা ত্রাযুক্ত হইয়া উটজ (পর্ণশালা) হইতে নির্গত হইলে অঙ্গরা স্তম্ভরী কহিল “কোথায় যাওয়া হইতেছে” ॥ ২৪ ॥ তিনি বলিলেন “গুতে! দিবস শেষ হইল আমি সন্ধ্যোপাসনা করিব, নতুবা ক্রিয়া লোপ হইবে ॥ ২৫ ॥ তখন সে আনন্দিত হইয়া হাস্যপূর্বক বলিল “হে সর্ব ধর্মজ্ঞ! অদ্যই কি তোমার দিবস শেষ হইল? ॥ ২৬ ॥ বহু বৎসরের পর তোমার একদিন শেষ হইল, এ কথায় কাহার না বিস্ময় হয় বল” ॥ ২৭ ॥ মুনি কহিলেন, অগ্নি ভদ্রে তদ্বক্ষি ॥ তুমি প্রাতঃকালে এই গুহ নদীতীরে আসিয়া আমার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছ, আমি তাহা দেখিয়াছি ॥ ২৮ ॥ আর এই সন্ধ্যা উপস্থিত, দিবসের পরিণাম হইল, তবে এ উপহাস কেন, সত্য বিবরণ বল ॥ ২৯ ॥ প্রয়োচা কহিল, হে ব্রহ্মন! প্রত্যাষে আসিয়াছি, তোমার একথা সত্য নহে মিথ্যা, অদ্য কয়েকশত বৎসর গত হইল ॥ ৩০ ॥ সোম কহিলেন, তদনন্তর বিপ্র ভীত হইয়া সেই আয়ত-নয়নাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “অগ্নি ভীক! বল আমি তোমার সহিত কতকাল আনন্দ করিলাম” ॥ ৩১ ॥ প্রয়োচা কহিল, নয়শত সপ্তাশীতি বৎসর ছয় মাস তিন দিন অতীত হইয়াছে ॥ ৩২ ॥ ঋষি কহিলেন, “অগ্নি গুতে ভীক! ইহা সত্য বলিতেছ না উপহাস করিতেছ;—আমার বোধ হইতেছে আমি তোমার সহিত এখানে একদিন ছিলাম” ॥ ৩৩ ॥ প্রয়োচা কহিল, হে ব্রহ্মন! তোমার নিকট মিথ্যা কল্পে বলিব, বিশেষতঃ অদ্য তুমি মার্গান্নবর্তী হইয়া (নিজ কর্তব্য কর্মকরণেচ্ছু হইয়া) জিজ্ঞাসা করিতেছ ॥ ৩৪ ॥ সোম কহিলেন, হে নৃপনন্দনগণ! মুনি তাহার কথা শুনিয়া “আমাকে ধিক্ আমাকে ধিক্,” বলিয়া আপনি আপনার নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ পরে মুনি কহিলেন, আমার তপস্যা সকল নষ্ট হইল, ব্রহ্মবিদগ্ধের ধন এবং



বিবেক হত হইল, কে মোহের নিমিত্ত যোষিং (স্ত্রী) নির্মাণ করিয়াছে ॥ ৩৬ ॥  
 আমি আশ্চর্য্য উদ্বিগ্ন কাতিগ ব্রহ্ম আমার জ্যেয় ! যে একরূপ মতিকে হরণ  
 করিল, সেই কাম মহাপ্রাণকে ধিক্ ॥ ৩৭ ॥ নরক গ্রামের পথ স্বরূপ সঙ্গ  
 দ্বারা আমার বেদবিদ্যা প্রাপ্তির কারণ অধিল ব্রত অপহৃত হইল ! ধর্ম্মজ্ঞ  
 এইরূপে আপনি আপনার নিন্দা করিয়া সেই আসীনা অপ্সরাকে বলিলেন ॥ ৩৯ ॥  
 “পাপে !” যথা ইচ্ছা যাও, তুমি ভাংচেষ্টায় আমার ক্ষোভ জন্মাইয়া  
 দেবরাজের কাযাসীন করিয়াছ ॥ ৪০ ॥ আমি ক্রোধরূপ তীব্র বহির্দ্বারা  
 তোমাকে ভস্ম করিব না, কারণ আমি মতেন্ন অমুমোদিত সাপ্তপদী  
 মৈত্রে তোমার সহিত বহুকাল বাস করিয়াছি ॥ ৪১ ॥ অথবা তোমার  
 দোষ কি, তোমার প্রতিই বা কুপিত হই কেন, আমারই নিতান্ত দোষ যে  
 আমি অজিতেন্দ্রিয় ॥ ৪২ ॥ তুমি ইন্দ্রপ্রিয়ার্ধিনী হইয়া আমার তপস্যা নষ্ট  
 করিয়াছ, স্ততএব মহামোহের আধার এবং অত্যন্ত জুগুপ্সিত তোমাকে ধিক্  
 ॥ ৪৩ ॥ সোম কহিলেব বিপ্রর্ষি স্তমধ্যমাকে যেমন ঐ কথা বলিলেন, সে অমনি  
 বর্ষাক্ত ও অতি কম্পাদিত হইয়াছিল ॥ ৪৪ ॥ মুনিসত্তম সদ্য, কম্পিতা ও বর্ষাক্ত  
 কলেবরা সতীকে সংক্রোধে বলিলেন “যাও যাও” ॥ ৪৫ ॥ সেই নির্ভৎসিতা  
 অপ্সরা, তদাশ্রম হইতে বিনিক্ষেপপূর্ব্বক আকাশগামিনী হইয়া তরুপল্লবে শ্বেদ  
 মার্জ্জনা করিয়াছিল ॥ ৪৬ ॥ বাণী বৃক্ষগ্রবস্তী অরুণ পল্লবে, গাত্র ও গণ্ডে শ্বেদ  
 জলনির্ম্মজ্জন করিতে করিতে এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে পুনশ্চ অন্য  
 বৃক্ষে এইরূপে চলিয়া গেল ॥ ৪৭ ॥ ঋষি তাহার দেখে যে গর্ভ সমাহিত  
 করেন, তাহা তদঙ্গে রোমকূপ হইতে শ্বেদরূপে নির্গত হইল ॥ ৪৮ ॥ বৃক্ষ  
 সকল ঐ গর্ভ গ্রহণ করে এবং মাকৃত একত্রিত করেন । এবং আমিও স্তম্যময়  
 কিরণে উৎকো আপ্যায়িত করাতে উহা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল  
 ॥ ৪৯ ॥ বৃক্ষগ্রগর্ভ সংভূতা বরাননার নাম “মারিষা,” বৃক্ষেরা তোমাদিগকে ঐ  
 কস্তা প্রদান করিবে, কোপ প্রশমিত কর ॥ ৫০ ॥ সে এইরূপে কণ্ডুর, আমার  
 ও বায়ুর অপত্য, এইরূপে বৃক্ষ হইতেই উৎপন্ন এবং প্রয়োচার তনয়া ॥ ৫১ ॥  
 হে মৈত্রেয় ! সেই সত্তম ভগবান্ কণ্ডুও তপস্তা ক্ষীণ হইলে, বিষ্ণুর পুরুষো-  
 ত্তম নামক স্থানে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥ হে ভূপনন্দন সকল ! ঐ  
 মহাযোগী তথায় উর্দ্ধবাহ ও একাগ্রমতি হইয়া ব্রহ্মপারম্য মন্ত্র অপকরতঃ

একাগ্রমানে হরির আরাধনা করিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥ এতেতস্গণ কহিলেন, আমরা মূনির ব্রহ্মপার পরম স্তব শুনিতে ইচ্ছা করি, বাহা কণ্ঠ জপ করার কেশব আরাধিত হইয়াছিলেন ॥ ৫৪ ॥ সোম কহিলেন, বিষ্ণু পরপার (সংসার পথের আবৃত্তি শূন্য অবধি), অপার পার (দ্রুত সংসারপথের তীর সমাপ্তি কিংবা সহজে বাহার পার পাওয়া যায় না তাদৃশ), পর সকল হইতে পর (আকাশাদি অপেক্ষাও অনন্ত), পরমার্থরূপী (সত্যব্রহ্মরূপ কিংবা পরম অর্থ অর্থীঃ পরমানন্দ), সত্রক্ষপার (সত্রক্ষণ অর্থীঃ বেদ বা তপোনিষ্ঠদিগের প্রাপ্য), পরপারভূত (অনাভূত আকাশাদির অবধি রূপ), পর সকলের পর (ইন্দ্রিয়াদির পর অর্থীঃ নিরূপাধি); পারপার (ভক্তগণের পালক ও বরপূরক কিংবা পালক ও পুরক, ইন্দ্রিয়াদির পালক ও পুরক); তিনি কারণের কারণ, তাঁহার কারণ, তাঁহারও হেতু পরহেতু ॥ ৫৫ ॥ চরাচর কারণ ব্রহ্মাও আরম্ভ করিয়া মূল কারণ পর্যন্ত কারণমাল্যক কার্যোও এইরূপ (প্রকৃতি কার্য মহত্তর আরম্ভ করিয়া চরম কার্য পর্যন্ত কার্যমাল্যক); বিষ্ণুই অশেষ কর্মকর্ত্তরূপ সমস্ত রক্ষা করিতেছেন ॥ ৫৬ ॥ এই অচ্যুত ব্রহ্ম হইয়া, ও প্রভু (সর্বনিয়ন্তা) ব্রহ্ম হইয়াও সর্বভূত, ব্রহ্ম হইয়াও প্রজাসকলের পতি (পালক), বিষ্ণু (ব্যাপনশীল) সর্বাঙ্গক হইয়াও অক্ষয়, নিত্য, অজ এবং অপক্ষ্যাদি অধিল অসং রহিত ॥ ৫৭ ॥ অক্ষয় অজ নিত্য ব্রহ্মই যেমন এই পুরুষোত্তম, সেইরূপ আমার রাগাদি দোষ প্রশম (বিনাশ) প্রাপ্ত হউক ॥ ৫৮ ॥ এই ব্রহ্মপরাধ্য পরম সংস্তব জপ করত, কেশবের আরাধনা করিয়া তিনি পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৫৯ ॥ এই মারিষা পূর্বে যা ছিল, তোমাদিগকে তাহাই বলিতেছি। ইহার বিবরণ তোমাদের কার্যাগৌরবজনক ফলদায়ী হইবে ॥ ৬০ ॥ হে সন্তমগণ! ভর্তা মৃত হইলে এই মহাভাগা অপুত্রা ভূপপত্নী ভক্তিপূরক পূর্বে বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল ॥ ৬১ ॥ আরাধিত বিষ্ণু তাহার প্রত্যক্ষ হইয়া বলিলেন, বর প্রার্থনা কর; সেও আশ্চর্য্যাজিত বিষয় বলিতে লাগিল ॥ ৬২ ॥ হে ভগবন্ জগৎপতে! বালবৈধবাহেতু আমি এরূপ বৃথাভয়া, বন্দভাগ্যা, বিকলা হইলাম ॥ ৬৩ ॥ অধোক্ষজ! আপনার প্রসাদে যেন আমার জন্মে জন্মে শ্রাদ্ধ পতি হন; প্রজাপতি সম একট্রি পুত্র হউক; এবং আমিও যেন

রূপসম্পদসংযুক্ত। সকলের প্রিয়দর্শন। এবং অযোনিজা হইয়া \* জন্মগ্রহণ করি ॥ ৬৪ ॥ ৬৫ ॥ সোম কহিলেন, দেবেশ হৃবীকেশ বরদ পরমেশ্বর ঐ প্রণামনত্ৰা রমণীকে উঠাইয়া কহিতে লাগিলেন, একজন্মেই তোমার মহাবীৰ্য্য প্রাণাত উদারকর্মী দশ পতি হইবেন ॥ ৬৭ ॥ শোভনে! তুমি স্নমহাত্মা অতিবীৰ্য্যপরাক্রম প্রজাপতিগুণযুক্ত পুত্রও প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬৮ ॥ এই জগতে তাহার বংশসকলের কর্তৃত্ব হইবে এবং তাহার সৃষ্টি (সন্ততি), অখিল ত্রৈলোক্য পূর্ণ করিবে ॥ ৬৯ ॥ তুমিও আমার প্রসাদে অযোনিজা সাধ্বী, রূপোদার্য্যগুণাবিতা ও মহুযাদিগের মনঃপ্রীতিকরী হইবে ॥ ৭০ ॥ বিশাললোচনাৎকে এই কথা কহিয়া দেব অন্তর্দ্বান করিলেন। হে নৃপাত্মজগণ! "সেই এই মারিষা তোমাদের পত্নী হইল ॥ ৭১ ॥ পরাশর কহিলেন, তদনন্তর প্রচেতস্গণ সোমের বাক্যে কোপ সঞ্চার করিয়া, বৃক্ষ-দেব নিকট হইতে মারিষাকে ধর্ম্মানুসারে পত্নী গ্রহণ করিলেন ॥ ৭২ ॥ দশ প্রচেতস্ হইতে মারিষার গর্ভে মহাযোগী দক্ষপ্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন; যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মার পুত্র হইয়াছিলেন ॥ ৭৩ ॥ হে স্নমহামতে! সেই মহাভাগ দক্ষ, সৃষ্টি ও আত্মপ্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত বহুপুত্র উৎপাদন করেন ॥ ৭৪ ॥ দক্ষ, ব্রহ্মার আদেশে স্ত্রীার্থ সমুপস্থিত হইয়া, মনের দ্বারা চর অচর দ্বিপদ চতুষ্পদ প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া, পশ্চাৎ ষষ্টি কন্যা স্রজন করেন। তিনি ধর্ম্মকে দশ ও কশ্যপকে ত্রয়োদশ কন্যা দিয়াছিলেন ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥ কাল! পরিবর্তনে নিযুক্ত কৃত্তিকাদি সপ্তবিংশতি কন্যা ইন্দুকে দেওয়া হয়। এই সকল কন্যাতে দেব, দৈত্য, নাগ, গো, খগ, গন্ধর্ব্ব, অঙ্গর ও দানবাদির ন্য। হে মৈত্রেয়! তদবধি প্রজাসকল মৈথুনসম্ভব হইতে লাগিল; পূর্ব্বে সজ্জ, দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা এবং অত্যন্ত তপস্বীসিদ্ধগণের তপোবিশেষ দ্বারা প্রজা সৃষ্টি হইত ॥ ৭৭ ॥ ৭৮ ॥ ৭৯ ॥ মৈত্রেয় কহিলেন, মহামুনে! দক্ষিণাভূষ্ট হইতে দক্ষের জন্ম হয় পূর্ব্বে শুনিয়াছি, তিনি পুনর্বার প্রাচেতস্ ক্রুরূপে হইলেন ॥ ৮০ ॥ হে ব্রহ্মন! আমার মনের আর এক স্নমহান্ সংশয় এই যে, যিনি সোমের দৌহিত্র, তিনিই আবার খণ্ডর হইলেন ॥ ৮১ ॥ পরাশর কহিলেন, হে সন্তম! ভূতগণের মধ্যে উৎপত্তি ও নিরোধ নিত্য, (প্রবাহরূপে অবিচ্ছিন্ন) দিব্য-চক্ষু ধ্বংসগণ এ বিষয়ে

মুগ্ধ হন না ॥ ৮৩ ॥ এই দক্ষাদি মুনি সন্তমগণ যুগে যুগে হইয়া থাকেন এবং পুনশ্চ নিকরু (গৌন) হন। বিদ্বান্ বচস্কি ইহাতে মোহপ্রাপ্ত হন না। হে দ্বিজোত্তম, পূর্বে ইহাদের জ্যৈষ্ঠ কনিষ্ঠ ছিল না, গুরুতর তপস্তা ও প্রভাতই জ্যৈষ্ঠ্যের কারণ হইত ॥ ৮৩। ৮৪ ॥ মৈত্রেয় কহিলেন, ব্রহ্মর্শু! এ স্থলে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও যক্ষদিগের উৎপত্তি বিস্তার-পূর্ব্বক আমাকে বলুন ॥ ৮৫ ॥ পরাশর কহিলেন, হে মহামতে! স্বয়ম্ পূর্বে দক্ষকে “প্রজাসৃষ্টি কর,” এইরূপ আদেশ করিলেন; তিনি যেরূপে প্রজাসৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৮৬ ॥ দক্ষ প্রথমে মন হইতে দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও পন্নগের সৃষ্টি করেন ॥ ৮৭ ॥ হে দ্বিজ! যখন তাঁহার ঐ সকল মানসী প্রজা পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে বর্দ্ধিত হইল না, তখন তিনি সৃষ্টির নিমিত্ত বিবেচনাপূর্ব্বক মৈথুন-ধর্ম্ম দ্বারা প্রজা-দিসমুৎপত্তি হইয়া বীরণ প্রজাপতির সূতা সূতপত্নিনী লোকধারিণী অসিক্রী নাম্নী মহতী কণ্ঠাকে বিবাহ করেন। অনন্তর বীৰ্য্যবান্ প্রজাপতি স্বর্গহেতু বৈরিণী অসিক্রীর গর্ভে পঞ্চমহন্ত পুত্র উৎপাদন করেন। প্রিয়সংবাদ বিপ্র দেবর্ষি নারদ তাহাদিগকে প্রজাসংবিবর্দ্ধনেচ্ছু দেখিয়া, নিকটে গিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১ ॥ নারদ কহিলেন, হে মহাবীৰ্য্য হর্ষ্যশৃগ! তোমরা প্রজাসৃষ্টি করিবে, এরূপ তোমাণের যত্ন দেখা যাইতেছে, যাহা বলি শ্রবণ কর ॥ ৯২ ॥ তোমরা নিশ্চয় বালিশ (অজ্ঞ), এই পৃথিবীর (সংসার-জ্বরের অসবক্ষেত্র লিঙ্গ-শরীরের), অথঃ (উপক্রম), উক্ক (অবসান) ও অন্তঃ (মধ্য) জাননা, কিরূপে প্রজা সৃষ্টি করিবে? ॥ ৯৩ ॥ মনুষ্যজন্মে উক্ক অথঃ বীৰ্য্যক সকল বিষয়ে (তত্ত্ববিচারে) যখন তোমাণের বুদ্ধি অপ্রতিহত, তখন কি অজ্ঞ ভূ (লিঙ্গ-শরীরের) অন্ত দেখিতেছ না অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভের যত্ন করিতেছ না কেন? ॥ ৯৪ ॥ পরাশর কহিলেন, তাঁহারা তাঁহার কথা শুনিয়া চারিদিকে চালিয়া গেলেন। নদী যেমন সমুদ্রে গিয়া আর ফিরিয়া আইসে না, সেইরূপ তাঁহারাও অন্যা্যাপ নিবর্ত্তিত হন নাহ ॥ ৯৫ ॥ স্ব্যংখ্যনামা পুত্রেরা নিকরুদেশ হইলে, প্রভু প্রোচেতস্ দক্ষ বৈরিণীর গর্ভে পুনশ্চ মহন্ত পুত্রের সৃজন করিলেন ॥ ৯৬ ॥ তাহাদের নাম শবলাখ। নারদ তাহাদিগকেও প্রজাবর্দ্ধনেচ্ছু দেখিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্যে বুঝাইয়া দেওয়ার,

তাহারা পরস্পর পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন “মহামুনি ভাল বলিতেছেন, ভ্রাতৃগণের পদবী অবলম্বন করাই আমাদের যে উচিত, তাহাতে সংশয় নাই” ॥ ১৭।২৮ ॥ পৃথ্বীর প্রমাণ ( লিঙ্গ-শরীরাবসান ) জানিয়া, পরে প্রজা-সৃষ্টি করিব এইরূপ চিন্তা করিয়া, তাঁহারাও সেই মার্গে ( মোক্ষপথে ) দিকে দিকে চলিয়া গেলেন ; তাঁহারাও সমুদ্রগত নদীর ত্রায় অদ্যাপি প্রত্যাগত হন নাই ॥ ২৯ ॥ হে দ্বিজ ! তদবধি ভ্রাতা, নিরুদ্দেশ ভ্রাতার অবেষণে যাইলে, সেও প্রায়ই নিরুদ্দেশ হয়, অতএব জ্ঞানবানের তাহা করা কর্তব্য নহে ॥ ১০০ ॥ দক্ষ প্রজাপতি ঐ পুত্রদিগকে নষ্ট ( নিরুদ্দেশ ) জানিয়া ক্রোধ করিলেন এবং নারদকে শাপ দিলেন ॥ ১০১ ॥ হে মৈত্রেয় ! সর্গকাম বিদ্বান্ প্রজাপতি দক্ষ তৎপরে বৈরিণীর গর্ভে ষষ্টি কণ্ঠার সৃজন করেন, ইহা আমরা শুনিয়াছি ॥ ১০২ ॥ তিনি ধর্ম্মকে দশ, কশ্যপকে ত্রয়োদশ, সোমকে সপ্তবিংশতি, অরুণেন্দ্রীকে চারি এবং বহুপুত্র, আঙ্গিরস ও বিদ্বান্ কৃশাশ্বকে দুই দুই কণ্ঠা দান করিয়াছিলেন । তাহাদের নাম আমার নিকটে শ্রবণ কর ॥ ১০৩।১০৪ ॥ অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সংকল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা , এই দশ কণ্ঠা ধর্ম্মের পত্নী । ইহাদের অপত্য সকলের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর । বিশ্বার পুত্র বিশ্বদেবগণ, সাধ্যা সাধ্যগণকে প্রসব করে, মরুত্বগণ মরুত্বতীর সন্তান, বসুর সন্তান বসুগণ, ভানুর পুত্র ভানুগণ, মুহূর্ত্তার গর্ভে মুহূর্ত্তগণ উৎপন্ন, লম্বার তনয় ঘোষ এবং যামীর পুত্র নাগবীথী, সমস্ত পৃথিবী-বিষয় (চরাচর প্রাণীজাত) অরুন্ধতীতে জন্মগ্রহণ করে । সংকল্পার গর্ভে সর্কীয়া ( সর্ববস্ত্তবিষয়ক ) সংকল্পের জন্ম ॥ ১০৫ ॥ ১০৬ ॥ ১০৭ ॥ ১০৮ ॥ ১০৯ ॥ অনেক-বসুপ্রাণ যো-জ্যোতি পুরোগম দেবগণ অষ্টবসু বলিয়া সমখ্যাত, তাহাদের বিস্তর বিবরণ বলিতেছি ॥ ১১০ ॥ অষ্টবসুর নাম আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল প্রতুষ ও প্রভাস ॥ ১১১ ॥ আপের পুত্র বৈতণ্ড্য, জম্ব, শ্রান্ত এবং ধ্বনি । ধ্রুবের পুত্র লোক-প্রকালন ( সংহর্ত্তা ) ভগবান্ কাল ॥ ১১২ ॥ সোমের পুত্র ভগবান্ বর্চাঃ, যাহাতে বর্চস্বী ( কান্তিমান্ ) পুরুষ হয় । ধরের ভাৰ্য্যা মনোহরার পঞ্চ পুত্র, দ্রবিণ, হত, হব্যবহ, শিশির, প্রাণ ও বরুণ ॥ ১১৩ ॥ অনিলের ভাৰ্য্যা শিবার গর্ভে অনিলের দুই পুত্র মনোজব ও অজিজাতগতি ; অধিপুত্র কুমার পরন্তপে জন্মগ্রহণ

করেন ॥ ১১০ ॥ ১১৫ ॥ কৃত্তিকাদিগের অপত্য, এজন্য কার্তিকেয় নামে স্মৃত ।  
 শাখ, বিশাখ নৈগমেয় ইহার পৃষ্ঠজ (অঙ্গ) ॥ ১১৬ ॥ পণ্ডিতেরা দেবল ঋষিকে  
 ঐত্ব্যপের পুত্র বলিয়া জানেন । দেবলেরও সখ্যাবান্ মনাবী ছই পুত্র ॥ ১১৭ ॥  
 যোগনিদ্ধা ব্রহ্মচারিণী বরদ্বী বৃহস্পতির ভগিনী অসক্তা হইয়া; সমুদায় জগৎ  
 বিচরণ করেন । ইনি অষ্টম বনু প্রভাণের ভাৰ্য্যা । শিরসহস্তের কর্তা,  
 ত্রিদশগণের বর্জকি (হৃত্তধর) সন্তত্বণের নির্যাতা, শিরগণের শ্রেষ্ঠ মহাভাগ  
 প্রজ্ঞাপতি বিশ্বকর্মা তাঁহাতে উৎপন্ন ॥ ১১৮ ॥ ১১৯ ॥ ১২০ ॥ বিশ্বকর্মা দেবতা-  
 দিগের বিমান সকল নিম্মাণ করিয়াছেন এবং সেই মহাত্মার শিল্প অন্যাপি  
 মনুষ্যের উপজীবিকা ॥ ১২১ ॥ তাঁহার চারি পুত্র । তাঁহাদের নাম বলিতেছি শ্রবণ  
 কর,—অজৈকপাদ, অহিব্রহ্ম, তৃষ্টা ও বুদ্ধিমান্ ব্রহ্ম, তৃষ্টার আয়জপুত্র মহাবশা  
 বিশ্বরূপ ॥ ১২২ ॥ হে মহামুনে ! হব, বহরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাভজত, বৃষাকপি,  
 শঙ্কু, কপর্দী, রৈবত, মৃগব্যাধ, শক এবং কপালী এই একাদশ ত্রিভুবনেশ্বর  
 ব্রহ্ম নামে প্রথিত ॥ ১২৩ ॥ ১২৪ ॥ হে ধন্যজ ! কণ্ডপের পত্নী, আদতি, দিতি,  
 দমু, কালা, অরিষ্ঠা সুরদা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, হরা, কজ ও  
 মুনি ; ইহাদের অপত্যের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর । ১২৫ ॥ ১২৬ ॥  
 পূৰ্ণ-মহন্তরে অর্থাৎ অতিষশা চাক্ষুষ মনুর সময়ে, তুৰ্বিত নামে দ্বাদশ  
 শ্রেষ্ঠ সুরোত্তম ছিলেন । বৈবস্বত মহন্তর উপস্থিত-প্রায় হইলে, তাঁহার  
 পরস্পর সমাগত ও সমবায়ীকৃত (মিলিত) হইয়া পরস্পরকে বলিতে  
 লাগিলেন । ১২৭ ॥ ১২৮ ॥ দেবগণ ! শীঘ্র আইস, আমরা অদিতির গর্ভে  
 প্রবেশ করিয়া বৈবস্বত মহন্তরে জন্ম গ্রহণ করিব ; তাহাতে আমাদের শ্রেয়  
 হইবে ॥ ১২৯ ॥ চাক্ষুষ মহন্তরে তাঁহার এইরূপ স্থির করিয়া, বৈবস্বত মহন্তরে  
 মারীচ কশ্যপের পত্নী অদিতিতে প্রসূত হইলেন ॥ ১৩০ ॥ ঐ মহন্তরে বিষ্ণু,  
 শক্র, অর্ঘ্যমা, ধাতা, তৃষ্টা, পূষা, বিবস্বান্, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংখ এবং  
 তগ এই অদিতিজগণ দ্বাদশ আদিত্য বলিয়া স্মৃত ॥ ১৩১ ॥ ১৩২ ॥ বাহার  
 চাক্ষুষ মনুর সময়ে তুৰ্বিত-নামা দেবতা ছিলেন, তাঁহারাই বৈবস্বতের সময়ে  
 দ্বাদশাদিত্য নামে কথিত ॥ ১৩৩ ॥ যে সপ্তবিংশতি সূত্রতা সোম পত্নীর কথা  
 বলিয়াছি, তাঁহার নক্ষত্র যোগিনী এবং তন্মাত্রা অর্থাৎ পুনর্ভু পুণ্যাদি  
 ১৩৪ ॥ তাঁহাদের অনিভুভেজা দাপ্তিমান্ অনেক অপত্য হইয়াছেন ।

অসিষ্টনেমি পত্নীদিগের বোড়শ পুত্র ॥ ১৩৫ ॥ বিবান্ বহুপুত্রের বিদ্যাৎনায়ী  
চারি ভাৰ্যা (কপিল, অতিলোহিতা, পীতা ও সিতা) । ব্রহ্মর্ষি সংকৃত  
শ্রেষ্ঠ ঋক্ সকল প্রত্যঙ্গিরসজাত ॥ ১৩৬ ॥ দেবর্ষি কৃশাশ্বের পুত্রগণ দেব-  
গ্রহরণ দেবজ্ঞান লিয়া ধ্যাত । ইহারা যুগসহস্রান্তে পুনর্বার জন্ম গ্রহণ করেন।  
১৩৭ ॥ হে তাও ! সর্বদেবগণ বসু প্রভৃতি ত্রয়াঙ্গ্যংশংছন্দজ (স্বৈচ্ছানুসারে  
জন্ম গ্রহণশীল) ; ইহাদেরও নিরোধোৎপত্তি অর্থাৎ নিরোধের সহিত উৎপত্তি  
কথিত হয় ॥ ১৩৮ ॥ হে মৈত্রেয় ! সংসারে সূর্য্যের উদয় অস্তের শ্রাম ঐ  
দেব সকল যুগে যুগে সমুত হয়েন ॥ ১৩৯ ॥ কশ্যপের ঊরসে দিতির পুত্রদ্বয়  
দুর্জয় হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যক জন্মগ্রহণ করে ইহা আমরা শুনিয়াছি  
॥ ১৪০ ॥ বিপ্রচিহ্নের পত্নী সিংহিকা নামী এক কণ্ঠাও হয় । হিরণ্য-  
কশিপুর অধিতোজন্ম চারিপুত্র ॥ ১৪১ ॥ অনুহ্লাদ, হ্লাদ, বুদ্ধিমান্ প্রহ্লাদ  
ও সংহ্লাদ । সকলেই মহাবীৰ্য্য এবং দৈত্যবংশ বিবর্জন ॥ ১৪২ ॥ হে  
মহাভাগ ! তন্মধ্যে প্রহ্লাদ সর্বত্র সমদৃষ্টি ও জিতেন্দ্রিয় । তিনি জনাৰ্দ্দনে  
পরমভক্তি বহন করিয়াছেন ॥ ১৪৩ ॥ হে বিপ্র ! দৈত্যেন্দ্র দ্বারা দীপিত-  
বহি সর্কাস্ত্রে ব্যাপ্ত হইয়াও, বাহুদেব হৃদয়ে অবস্থিত থাকায় তাঁহাকে দগ্ধ  
করিতে পারে নাই ॥ ১৪৪ ॥ যে ধীমান্ মহার্ণবের অন্তঃসলিলে স্থাপিত ও  
পাশবদ্ধ, অবস্থায় ইতস্ততঃ চালিত হইলে, সমস্ত পৃথিবী বিচলিত হইয়াছিলেন ।  
১৪৫ ॥ যে সর্কাস্ত্রাচ্যুত-বুদ্ধির অঙ্গি, কঠিন শরীর, দৈত্যেন্দ্রপাতিত বিবিধ  
শস্ত্রে ভিন্ন হয় নাই ॥ ১৪৬ ॥ দৈত্য-প্রেরিত বিদ্যালোজ্জলমুখ, সর্পপতিগণ  
যে উদ্ভূতজন্তুর মৃত্যুর কারণ হইতে পারে নাই ॥ ১৪৭ ॥ যে বিষ্ণুস্বরণ-  
সমদ্ব, শৈলাক্রান্তদেহেও পুরুষোত্তমকে স্মরণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন  
নাই ॥ ১৪৮ ॥ স্বর্গনিবাসী দৈত্যপতি দ্বারা উচ্চ হইতে ক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে  
পড়িতে যে মহামতিকে অবনী নিকটে গিয়া ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৪৯ ॥  
সংশোধক বায়ু দৈত্যেন্দ্র দ্বারা বাহার দেহে বোজিত হইয়া, মধুহৃদনে  
চিভস্থ থাকায়, সদ্য সংকল্প প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ১৫০ ॥ দৈত্যেন্দ্র পরিণামিত  
(গজ-শিকাক্রমে উদ্যোজিত হইয়া) উন্নত দিগ্গজ্জগণ বাহার বক্ষঃস্থলে  
বিবাণভঙ্গ ও মদহানি প্রাপ্ত হয় ॥ ১৫১ ॥ পুরাকালে দৈত্যেন্দ্র পুরোহিতের  
উৎপাদিত কৃত্য (অভিচার ক্রিয়া বা তজ্জনিত বিকটাকার পুরুষ) যে

গোবিন্দাসঙ্কচেতার অনন্তর নিমিত্ত হয় নাট ॥ ১৫২ ॥ অতিমায়ী সঙ্করের  
সঙ্কর মায়ী বাহাতে প্রযুক্ত হইয়াও কৃষ্ণের চক্রে বিতর্কীকৃত হয় ॥ ১৫৩ ॥  
যে অমংসরী মতিমান্ দৈত্যোক্ত পাচকোপকৃত হলাহল বিষকে অবিকাররূপে  
জীর্ণ করিয়াছিলেন ॥ ১৫৪ ॥ যিনি এই জগতে সমস্ত জন্তুর প্রতি সমচেতা  
এবং যেমন আপনাতে, তেমনি অন্তরে পরম মৈত্রী গুণাধিত ॥ ১৫৫ ॥ এবং  
যে ধর্ম্মাত্মা সত্য শৌচাদি গুণের আকর ও সর্বদা সৎসংগে রাউদাহরণ স্থল  
হইয়াছিলেন ॥ ১৫৬ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

## ষোড়শ অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন, মহামুনে । আপনি মানবদিগের বংশ কহিলেন এবং  
সনাতন বিষ্ণুই এই জগতের কারণ, ইহাও কথিত হইল ॥ ১ ॥ কিন্তু ভগ-  
বান্ ( আপনি ) বলিলেন যে, দৈত্যসন্তম প্রহ্লাদকে অগ্নি দগ্ধ করে নাট,  
অন্ধ-ক্ষুণ্ণ হইয়াও তিনি প্রাণত্যাগ করেন নাট ॥ ২ ॥ প্রহ্লাদ, স্নিলে স্থিত  
এবং বন্ধবদ্ধাবস্থায় বিচলিত হইলে, তদীয় বিক্ষিপ্তাঙ্গে সমাহত বসুধা  
ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩ ॥ যিনি পুরাকালে শৈলাক্রান্ত দেহ চঠিয়া মৃত  
হয়েন নাট এবং আপনি যে ধীমানের অতীব মাহাত্ম্য বলিলেন ॥ ৪ ॥ মুনে !  
যে দৌপ্ততেজার চরিত এইরূপ ; সেই বিষ্ণুভক্তের অতুল প্রভাব শুনিতে  
ইচ্ছা করি ॥ ৫ ॥ মুনে ! দিতিজেরা কি নিমিত্ত উইকে শত্রুবিকৃত করে,  
কি নিমিত্তই বা ধর্ম্মতৎপরকে অন্ধি-স্নিলে নিক্ষিপ্ত করে ? ॥ ৬ ॥ কি নিমিত্ত  
তিনি পর্বতে আক্রান্ত হয়েন, মহোরগ সর্পিল কি জরু তাঁহাকে দংশন  
করে ? কি জন্তু পর্বতশিখর হইতে, কেনই বা পাবক সঞ্চয়ে, ক্ষিপ্ত হন ? ॥ ৭ ॥  
তিনি কি নিমিত্ত দিগ্‌হৃদীদিগের দন্তভূমিতে নিরুপিত হন ; মহাসুরগণ  
কি হেতু ইহার প্রতি সংশোধক বায়ু প্রয়োগ করে ॥ ৮ ॥ মুনে ! দৈত্যগুরুগণ  
কি জন্তু তৎপ্রতি কৃত্য নিয়োগ করিয়াছিলেন, শখর কি কারণে সঙ্কর  
মায়ী প্রয়োগ করে ? ॥ ৯ ॥ এবং দৈত্যসুদেবী মহামায়ার বিনাশের জন্তু হলাচল  
বিষই বা দিয়াছিল কেন ? সেই বিষ ধীমান্ জীর্ণ করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥



হে মহাভাগ ! মহাত্মা প্রহ্লাদের মহামাহাত্ম্যশ্রুতক এই সর্বল চরিত্র  
 শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১১ ॥ দৈত্যগণ যে তাঁহাকে নিহত করিতে পারে  
 নাই, তাহাতে আমার কৌতুহল নাই, কারণ বিষ্ণুর প্রতি অনন্তমনা ব্যক্তির  
 বিনাশ কে করিতে পারে ॥ ১২ ॥ তিনি ধর্ম্মপর ও নিত্যকেশবাবারানোদ্যত  
 ছিলেন, (একরূপ ব্যক্তির প্রতি সহজে দ্বেষ করা যায় না) তাহাতে আবার  
 দৈত্যগণ তাঁহার স্ববংশপ্রভব। তবে দৈত্যেরগণ যে জন্তু ধর্ম্মাত্মা মহাভাগ  
 বিমৎসর বিষ্ণুভক্তের প্রতি প্রহার করিয়াছিল, তাহা অমুগ্রহপূর্ব্বক  
 আমাকে বলুন ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ মহাত্মারা বিপক্ষ হইলেও ঈদৃশ গুণসম্বিত  
 কোনও সাধুকে প্রহার করিতে পারেন না, তবে অসম্ভব একরূপ করিলেন  
 কেন ? ॥ ১৫ ॥ অতএব হে মুনিসত্তম ! এই সমস্ত হিংসারপূর্ব্বক বলুন  
 আমি অশেষপ্রকারে দৈত্যেরগণের চরিত্র শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১৬ ॥

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ।

।—

## সপ্তদশ অধ্যায় ।

পরাম্বর করিলেন, হে মৈত্রেয় । সেই সদোদার-চরিত্র মহাত্মা নীলান  
 প্রহ্লাদের সম্যক্ চরিত্র শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ দিতিব মহাবীৰ্য্য পুত্র হিরণ্য-  
 কশিপু পুরাকালে ব্রহ্মার বরে দর্পিত হইয়া ত্রৈলোক্যকে বশে আনিয়া-  
 ছিল ॥ ২ ॥ ঐ দৈত্য ইন্দ্রকে "এবং অয়ংই সবিতা, বায়ু, অগ্নি, বরুণ  
 ও সোম এবং ধনাধিপ ও যম হইয়াছিল ; আর অয়ং অশেষ যজ্ঞভাগ ভোগ  
 করে ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ হে মুনিসত্তম ! দেবগণ তাহার জয়ে দ্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া  
 মানুষীভূত ধারণ করতঃ অবনীতে বিচরণ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ সে ত্রিভুবন  
 জয় করিয়া ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যে দর্পিত এবং গন্ধর্ব্বগণকর্ত্ত্বক উপগীতমান  
 হইয়া প্রিয় বিষয় সকল ভোগ করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥ তৎকালে সমস্ত সিদ্ধ  
 গন্ধর্ব্ব পরগ মহাত্মা ( অজুত-প্রভাবে ) পানাসক্ত হিরণ্যকশিপু উপাসনা  
 করিতেন ॥ ৭ ॥ কেহ কেহ দৈত্যরাজের সম্মুখে বাদ্য বাজাইয়া গান এবং  
 সিদ্ধগণ সুদাষিত হইয়া জয় শব্দ করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ যে স্তম্বনোহর  
 প্রাসাদ ক্ষটিকালময় ( ক্ষটিক শিলা-নির্ম্মিত ) এবং বাহাতে অম্পরীয়া স্তম্ব

নৃত্য করিত, অহাতে সেই অমর সুস্বাদিত হইয়া মদিরাদি পান করিত ॥ ৯ ॥  
 তাহার শিশুপুত্র মহাভাগ প্রহ্লাদ গুরুগৃহে থাকিয়া বালপাঠ্য সকল পাঠ  
 করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ তৎকালে ঐ ধর্ম্মাচ্ছা একদা গুরু সহিত পান-  
 স্কৃত দৈত্যপতি পিতার নিকট গিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ পিতা হিরণ্যকশিপু,  
 পানপ্রণামাবনত অমিতৌজস্ পুত্র প্রহ্লাদকে উঠাইয়া কহিতে লাগিল ॥ ১২ ॥  
 হিরণ্যকশিপু কহিল, বৎস ! তুমি এতকাল সদোদ্যুক্ত হইয়া বাহা পাঠ  
 করিয়াছ, সেই সারভূত সুস্বাদিত পাঠ কর ॥ ১৩ ॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, হে  
 ভাত ! বাহা আমার মনে অবস্থিত রহিয়াছে, সেট সারভূত কথা আপনার  
 আজ্ঞানুসারে বলিতেছি, সমাহিতমনা হইয়া শ্রবণ করুন ॥ ১৪ ॥ অনাদি-  
 মধ্যান্ত, অজ, অবুদ্ধিকর, সর্বকারণের কারণ অচ্যুত মহাত্মাকে আমি  
 প্রণাম করি ॥ ১৫ ॥ পরাশর কহিলেন, দৈত্যেন্দ্র ইহা শ্রবণে ক্রোধসংরক্ত-  
 লোচন ও ক্ষরিতাধর-পল্লব হইয়া গুরু দিকে দৃষ্টিপূর্ব্বক কহিতে  
 লাগিল ॥ ১৬ ॥ ব্রহ্মবজ্রো ! এ কি ! তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া বালককে  
 বিপক্ষ-স্বত্তি-সংযুক্ত অসার বিষয় গ্রহণ করাইয়াছ ! ॥ ১৭ ॥ গুরু কহিলেন,  
 হে দৈত্যেশ্বর ! কোপের বশ হইও না ; তোমার এই পুত্র আমার উপদিষ্ট  
 বিষয় বলিতেছেন না ॥ ১৮ ॥ হিরণ্যকশিপু কহিল, বৎস প্রহ্লাদ ! কে তোমাকে  
 ঐরূপ অনুশাসন করিয়াছে বল, তোমার গুরু বলিতেছেন, ইহা আমার  
 উপদিষ্ট নহে ॥ ১৯ ॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, হৃদিস্থিত বিষ্ণুই অশেষ জগতের  
 শাস্তা, হে তাত ! সেই পরমাত্মা বিনা কে কাহাকে শাসন করে ॥ ২০ ॥  
 হিরণ্যকশিপু কহিল, রে সুহৃৎ ! জগতের ঈশ্বর আমার সম্মুখে নিঃশঙ্ক-  
 ভাবে পুনঃ পুনঃ বাহার কথা বলিতেছি, সেই বিষ্ণু কে ? ॥ ২১ ॥ প্রহ্লাদ  
 কহিলেন, বাহার যোগিধোয় পরম পদ শব্দ-গোচরে নাই, বাহা হইতে বিশ্ব  
 এবং যিনি স্বয়ং বিশ্ব, সেই পরমেশ্বর বিষ্ণু ॥ ২২ ॥ হিরণ্যকশিপু কহিল,  
 রে অজ্ঞ ! আমি থাকিতে তোর অজ্ঞ পরমেশ্বর কে ? তুই মরণেচ্ছ হইয়া  
 পুনঃ পুনঃ বলিতেছি ॥ ২৩ ॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, হে তাত ! কেবল  
 আমার নহে, সেই ব্রহ্মভূত বিষ্ণু, সমস্ত প্রকার এবং আপনারও, খাতা  
 বিধাতা ও পরমেশ্বর । প্রসন্ন হউন, কিজ্ঞাত কোপ করিতেছেন ॥ ২৪ ॥  
 হিরণ্যকশিপু কহিল, কোন্ অতি পাপকারী এই হর্ষজিহ্বা হৃদয়ে প্রবেশ

করিয়াছে, বাহাতে আবিষ্ট-মানস হইয়া ঈশ্বর অলাভ কৰা সকল বলিতেছে  
 ॥ ২৫ ॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, কেবল আমার ক্ষয় নহে, বিষ্ণু সমস্ত লোক  
 আক্রমণ করিয়া অবস্থিত। পিতা:। সেই সর্বজ্ঞ, আমাকে এবং আপনি  
 প্রভৃতি সকলকেই সমস্ত চেষ্টায় নিয়ুক্ত করিতেছেন ॥ ২৬ ॥ হিরণ্যকশিপু  
 কহিল, এই দুটিকে দূর কর এবং গুরুগৃহে শাসন করা হউক। দুর্দ্বৃত্তিকে  
 কে বিপক্ষের মিথ্যা স্তুতি শিখাইয়াছে? ॥ ২৭ ॥ পরাশর কহিলেন, (গুরু  
 উপকারের ভক্ত) এরূপ বলিলে, তিনি দৈত্যগণ কর্তৃক পুনর্বার গৃহে  
 নীত এবং গুরু-ভক্তবশোদ্যত হইয়া অনিশ বিদ্যাধ্যয়ন করিতে লাগি-  
 লেন ॥ ২৮ ॥ বহুকাল অতীত হইলে, অশ্বরোহণ, প্রহ্লাদকে আশ্বান  
 করিয়া বলিল, বৎস! কোন্ গাথা পাঠ কর ॥ ২৯ ॥ প্রহ্লাদ কহিলেন,  
 বাহা হইতে প্রধান ও পুরুষ এবং বাহা হইতে এই চরাচর সমস্ত জগতের  
 কারণ, সেই বিষ্ণু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৩০ ॥ হিরণ্যকশিপু  
 কহিল, এই ছরাজ্ঞাকে বধ কর, এ জীবিত থাকায় ফল নাই, অপক্ষের  
 হানি করিতেই কলঙ্কার হইয়াছে ॥ ৩১ ॥ পরাশর কহিলেন, তদনন্তর শত  
 সহস্র দৈত্য এই আদেশে মহাশয় সকল গ্রহণপূর্বক তাঁহার নাশের নিমিত্ত  
 উদ্যত হইল ॥ ৩২ ॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, হে দৈত্যগণ! বিষ্ণু যেমন আমাতে  
 সেইরূপ তোমাদের অন্ত্রেও স্থিত রহিয়াছেন, এই সত্যের অধিষ্ঠান হেতু  
 অস্ত্র সকল আমাকে আক্রমণ না করুক ॥ ৩৩ ॥ পরাশর কহিলেন, পরে  
 দৈত্যগণ শতশঃ অস্ত্রাঘাত করিলেও তাঁহার অন্নমাত্র বেদনা বোধ হয় নাই,  
 পুনশ্চ নতন (স্বস্থ সবল) হইলেন ॥ ৩৪ ॥ হিরণ্যকশিপু কহিল, দুর্বুদ্ধে!  
 এই বৈরিপক্ষত্ব হইতে নিবৃত্ত হও, তোমাকে অভয় দিতেছি, অতি  
 মূঢ়ব্রতী হইও না ॥ ৩৫ ॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, হে ভাত! সমস্ত ভয়াপহারী  
 অনন্তদ্বন্দ্বের থাকিতে আমার ভয় কোথায়? বাহাকে স্রবণ করিলে জন্মজরাত্য-  
 কাদি সমস্ত ভয় অগত হয় ॥ ৩৬ ॥ হিরণ্যকশিপু কহিল, ভো ভো সর্পসকল!  
 তোমরা বিবজ্রাণাকুল মুখের দ্বারা এই অভ্যস্ত দুর্দ্বৃত্তি চরাচরকে সন্ধ্যা  
 দংশন কর ॥ ৩৭ ॥ পরাশর কহিলেন, ইহা শুনিয়া কূহক, অন্ধক, তক্ষক  
 প্রভৃতি তীক্ষ্ণবিশ সর্পেরা সমস্ত গাত্রে দংশন করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥  
 কিম্ব মহোদগগণ কর্তৃক দংশমান হইয়াও তিনি ক্রোধে এরূপ আসক্তমতি

ও তৎস্মৃত্যহ্লাদে সংহিত হইয়াছিগেন যে, আপনার শরীরের বিষয় জানিতে  
পারেন নাই ॥ ৩৯ ॥ সর্প সকল কহিল, হে দৈত্যেশ্বর ! আমাদের দংষ্ট্রা  
বিশীর্ণ ও মণি সকল ক্ষতি হইতেছে ; কণাসমূহে তাপ এবং হৃদয়ে কম্প  
হইতেছে ; তথাপি ইহার ত্বক্ অন্নমাত্রও ভিন্ন হইল না ; আমরাগিকে অল্প  
কার্য্য আদেশ করুন ॥ ৪০ ॥ হিরণ্যকশিপু কহিল, হে দিগ্গজ সকল ! তোমরা  
সঙ্কটদস্ত মিশ্র (পরস্পরের দস্তে দস্তে মিলিত) হইয়া এই রিপুপক্ষ  
ভিন্নকে হনন কর । অরশিজাত অগ্নি অরশিকেই দগ্ধ করে, সেইরূপ এ  
আমা হইতে উৎপন্ন হইয়া আমারই বিনাশের কারণ হইয়াছে ॥ ৪১ ॥  
পরশর কহিলেন, তদনন্তর ঐ বালক ভূভৃংশিখরের স্তায় দিগ্গজগণ কর্তৃক  
ধরণীপৃষ্ঠে পাতিত এবং দশসমূহ দ্বারা অবপীড়িত হইতে লাগিল ॥ ৪২ ॥  
কিন্তু গোবিন্দকে স্মরণ করার সহস্র সহস্র হস্তিদন্ত তাঁহার বক্ষঃস্থলে বিদৌণ  
হইয়া গেল এবং তিনি পিতাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥ এই কুলিশাশ্র  
নিষ্ঠুর গজগন্ত সকল যে বিশীর্ণ হইয়া গেল ইহা আমার বল নহে । ইহা  
জনর্ধনানুস্মরণের মহাবিপৎপাত বিনাশন প্রভাব মাত্র ॥ ৪৪ ॥ হিরণ্যকশিপু  
কহিল, অস্মরণ ! তোমরা বহি প্রজ্জালিত কর, দিগ্গজগণ অপমৃত হও এবং  
হে বায়ো ! তুমি অগ্নিকে সমেধিত (বর্দ্ধিত) কর, এই পাপকারীকে দগ্ধ কর  
৪৫ ॥ পরশর কহিলেন, তদনন্তর দানবেরা প্রভুপ্রেরিত হইয়া অম্বরে লুপ্তকে  
মহাকাষ্ঠরশিতে আচ্ছন্ন করতঃ অগ্নি জালিয়া দাহ করিতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥  
প্রহ্লাদ কহিলেন, হে তাত ! এই বহি পবনদ্বারা প্রজ্জলিত হইয়াও আমাকে  
দগ্ধ করিতেছে না, আমি চারিদিক্ পদ্মাস্তরণে আস্ত্রভের স্তায় শীতল দেখি-  
তেছি ॥ ৪৭ ॥ পরশর কহিলেন, অনন্তর ভার্গবাস্ত্রজ (যশোমার্ক প্রভৃতি)  
বাগ্মী মহাস্ত্রা বিজ পুরোহিতগণ দৈত্যেশ্বরকে সামবাক্যে জব করিয়া বলিতে  
লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥ পুরোহিতগণ কহিলেন, হে রাজন ! এই অমূল্য বাণক  
তনয়ের প্রতি কোপ সম্বরণ কর, তোমার কোপ দেবগণের উপর করা উচিত,  
কারণ সেখানে ক্রোধ সফল হয় ॥ ৪৯ ॥ হে নৃপ ! আমরা এই বালককে এই-  
রূপে শাসন করিব, যে তাহাতে তোমার বিপক্ষ নাশের নিমিত্ত দে, বিনাশ  
হইবে ॥ ৫০ ॥ হে দৈত্যরাজ ! শিশু সঙ্গদোষের আশ্রয়, অতএব এই বালকের

• রিপুপক্ষদেরা বাহাকে ভাঙ্গাইয়া লইয়াছে ।

প্রতি অভ্যাস্যকোপকরাউচিত হয় না ॥ ৫১ ॥ যদি আমাদের ব্যাক্যে হরির পক্ষ পরিত্যাগ না করে, তবে ইহার বধের নিমিত্ত আমরা নিবর্তিনী (হিংস্রা) কৃত্য করিব ॥ ৫২ ॥ পরাশর কহিলেন, পুরোহিতগণ কর্তৃক এইরূপ অভ্যর্থিত হইয়া দৈত্যরাজ দৈত্যদিগের দ্বারা পুত্রকে পাবকসঙ্কর হইতে বাহির করিল ॥ ৫৩ ॥ তদনন্তর বালক গুরুগৃহে বাসকরতঃ গুরুর উপদেশানন্তরে শিশু দানবদিগকে পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥ প্রজ্ঞাদ কহিলেন, হে দৈত্যেয় এবং দ্বিত্যজ্ঞানগণ! পরমার্থ শ্রবণ কর। অন্য কিছু মনে করিও না, আমি লোভাদিবণতঃ বলিতেছি না ॥ ৫৫ ॥ সর্ব জন্তু ; জন্ম, বাধ্য, ও ঘোবন প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর অনূদিবস অব্যাহতরূপে অরাবস্থা হইতে থাকে ॥ ৫৬ ॥ হে দৈত্যেয়রাশ্রয় সকল! জন্তুগণ তৎপরে মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ইহা আমাদের এবং তোমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৫৭ ॥ মৃতের পুনর্জন্ম হয়, ইহারও অন্তথা নাই। আগমে আছে যে, উদ্যান বিনা উদ্ভব হয় না ॥ ৫৮ ॥ পুনর্জন্মোপপাদক গভবাসাদি বাবৎ অবস্থা, তাবৎকেই হুংথ বলিয়া জানিবে ॥ ৫৯ ॥ মৃত লোক ; ক্ষুৎক্ষণ এবং শীতাদির উপশমকে শিশু-বুদ্ধি হেতু সূখ বিবেচনা করে। কিন্তু উহা হুংথ মাত্র ॥ ৬০ ॥ অত্যন্ত স্থিমিতাজ (জড়ীভূত দেহ) ব্যক্তির যেমন ব্যায়ামে সূখ বোধ করে, সেইরূপ ভ্রান্তিজন্যাবৃত চকু কামী লোকসকলের পক্ষে, প্রহার (প্রণয়কুপিত কামিনাদিগের নৃপূরণংকার যুক্ত চরণাঘাত) ও সূখবৎ প্রতীত হয় ॥ ৬১ ॥ কিন্তু ইহা অবিধি ; কোথায় অশেষ শ্লেষাদির মহাচয় শরীর ; আর কাণ্ড, শোভা, সৌরভ্য, কমনীয়াদি গুণই বা কোথায় ॥ ৬২ ॥ মাংস, অম্বক, পুং, বিটুম্র, মাযু, মজ্জা ও অহিনির্গিত দেহে যদি প্রীতিমান্ হয়, তাহা হইলে সে মৃত নরকেও প্রীতিমান্ হইবে ॥ ৬৩ ॥ শীত, তৃষ্ণা ও ক্ষুধার দ্বারা অগ্নি জল ও তক্ত (অগ্নের) সূখ কর্তৃত্ব এবং ইতর দ্বারা তদ্বিপরীতের সূখ হেতু হইয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥ হে দৈত্যসুতগণ! যেরূপ বিষয় গ্রহণ করা যায়, অন্তঃকরণে সেইরূপই হুংথ হইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥ জন্তুগণ যে পরিমাণে মনের প্রিয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ করে, তাহার জন্মে সেই পরিমাণেই শোকশঙ্কু প্রোধিত হয় ॥ ৬৬ ॥ লোক বিদেশে থাকিলেও তাহার গৃহস্থিত ধনাদির চিন্তা দূর হয় না। গৃহস্থিত ধনাদির নাশ, দাহ ও অপহরণ

হইতে পারে, ঘটনাক্রমে হয়ও ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, মনস্থিত ধনাদির নাশ হয় না অর্থাৎ যে ব্যক্তি তদাশ্রয় শোক অনুভব করিতে থাকে । অতএব কোনও বস্তুতে অনুরাগ করা উচিত নহে ॥ ৬৭ ॥ এই জন্ম মহদুঃখ, ত্রিয়মাণের সমঘাতনায় উগ্র হুঃখ এবং গর্ভসংক্রমণেও হুঃখ আছে ॥ ৬৮ ॥ গতে যদি তোমাদের স্থপলশমাত্রও অনুমান হয়, তবে বল সন্দেহজ্ঞ এইরূপ হুঃখময় ॥ ৬৯ ॥ অতএব একরূপ অতি হুঃখাস্পদ ভাব-  
 র্বে একমাত্র বিফুই তোমাদের পরায়ণ, হহা সত্যই বলিতেছে ॥ ৭০ ॥ আমরা সকলে বালক, অতএব জ্ঞান না ; দেহের মধ্যে দেহী (আত্মা) শাসিত (নিত্য) এবং রূপ যৌবন জন্মাদি ধর্মদেহের, আত্মার নহে ॥ ৭১ ॥ “আমি বালক, এখন ইচ্ছা হুসারে বিচরণ করি, যুবাকালে প্রেয়ঃকার্য্যে যত্ন করিব ।” যুবা হইয়া মনে করে “বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে আত্মার হিতকর্ম্ম করিব ।” বৃদ্ধ হইয়া বিবেচনা করে, “আমি বৃদ্ধ, কর্ম্ম সকল আমার ইচ্ছায়ান্ত নহে, সমর্থ থাকিয়া যখন করি নাই, তখন এ মন্দ অবস্থায় আর কি করিব । দুঃশয়াক্ষিপ্ত মানস, শিণাসিত (বিষয়াসক্ত) পুরুষ এইরূপে জীবন অতি-  
 বাহিত করে, কদাচিত্ প্রয়োজিনুখে যায় না ॥ ৭২ । ৭৩ । ৭৪ ॥ অজ্ঞ-  
 লোকেরা ক্রীড়াসক্ত হইয়া বাল্যকালে বিষয়োন্মুখ হইয়া যৌবন এবং অশক্ত হইয়া বার্কিক্য কালকে পশুবৎ যাপন করে ॥ ৭৫ ॥ অতএব বিবেকাত্মা লোক বাল্যাবস্থাতেই প্রয়োলাভের যত্ন করিবে, দেহী বাল্য যৌবন বৃদ্ধাদি ভাবে যুক্ত নহে ॥ ৭৬ ॥ আমি তোমাদিগকে এই সকল বলিলাম যদি মিথ্যা না মনে কর, তবে আমার প্রীতির নিমিত্ত বন্ধমুক্তিপ্রদ বিফুকে শ্রবণ কর ॥ ৭৭ ॥  
 ইহার শ্রবণে আশাসকি ! শ্রবণ করিলেই শুভ ফলপ্রদান করেন, বাহারা তাঁহাকে অহনিশি শ্রবণ করেন, তাঁহাদের পাপক্ষয় হয় ॥ ৭৮ ॥ সর্ব্বভূতহিত বিফুতে তোমাদের মতি এবং স্তবরাং তদধিষ্ঠান প্রাণিসমূহে মৈত্রী হউক ; এইরূপ সকল ক্লেণ ত্যাগ করিবে ॥ ৭৯ ॥ যখন এই অখিল জগৎ তাপজয়ে অভিহিত অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক হুঃখযুক্ত, তখন শোচনীয় প্রাণিবর্গের প্রতি কোন্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দ্বেষ করেন ॥ ৮০ ॥  
 যদি প্রাণিসকল ধন বিদ্যাদিসম্পন্ন এবং আমি হীন হই, তথাপি আনন্দিত থাকা উচিত, কেন না বেঘের কল হানি ॥ ৮১ ॥ আর প্রাণিগণ বন্ধুত্বের হইয়া

বদি'দেখাকরে, তাহা'হইলেও "আহা! ইহারামোহব্যাপ্ত হইরাছে" বিবেচনা করিয়া মনোবিগণ উহাদের নিমিত্ত শোক করিয়া থাকেন ॥ ৮২ ॥ হে দৈত্যগণ! ভিন্ন দৃষ্টিতে অর্থাৎ প্রাণিবর্গের মধ্যে পরস্পর ভেদ অঙ্গীকার করিয়া এই বিকল্প বা ঘেবোপশমপ্রকার বলিলাম, কিন্তু উত্তম লোকদিগের সংক্ষেপ-পরামর্শ আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ৮৩ ॥ সর্বভূতময় বিতুর বিস্তারই এই বিশ্ব জগৎ ( তিনিই সর্বময় ) একত্ব বিচক্ষণগণ অভেদবুদ্ধিতে সকলকেই আশ্রয় দেখিয়া থাকেন ॥ ৮৪ ॥ অতএব তোমরা এবং আমরা অনুর ভাব ত্যাগ করিয়া একরূপ যত্ন করিব, বাহাতে নির্মল ( মুক্তি ), প্রাপ্ত হইব ॥ ৮৫ ॥ অগ্নি, অর্ক, ইন্দ্র, বায়ু, পৃথিবী, বরুণ, সিন্ধু, রাক্ষস, যক্ষ, দৈত্যোজ, উরগ, কিন্নর, মনুষ্য, পশু বা জরা, অক্ষিরোগ, অতিসার, প্লাহা, ওষাদি আশ্রয়সম্ভব দোষ কিংবা ঘেব, ঐর্ষা, মৎসর, রাগ লোভাদি অথবা অস্ত্র কাহারও দ্বারা বাহা ( মুক্তি ) ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, কেশব হৃদয়ে সংস্থিত হইলে মনুষ্য মল ( পাপ ) ত্যাগ করিয়া সেই অত্যন্ত নির্মল এবং নিত্যমুক্তি প্রাপ্ত হন ॥ ৮৬ ॥ ৮৭ ॥ ৮৮ ॥ ৮৯ ॥ হে দৈত্যগণ! অসার সংসারের বিবর্তনে ( ঘূর্ণনে অর্থাৎ বারবার দেব মনুষ্য তির্য্যক প্রভৃতি দেহে জন্মমরণে ) সন্তুষ্ট হইও না, সর্বত্র সমদর্শী হও। আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতেছি, সমস্তাবধি বিষ্ণুর আরাধনা ॥ ৯০ ॥ তিনি প্রেম হইলে জগতে অলভ্য কি? ধর্ম্ম কাম অর্থ ত তুচ্ছ, মোক্ষও প্রার্থনা করিতে হইবে না। অনন্ত ব্রহ্মতত্ত্বের আশ্রয় লইলে তোমরা নিঃসংশয়ই মহৎ ফল প্রাপ্ত হইবে ॥ ৯১ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## অষ্টাদশ অধ্যায় ।

পরামর কহিলেন, দানবেরা তাঁহার এইরূপ তেঁজী দেখিয়া ভয়ে গিয়া দৈত্যপতিকে বলিল। সেও পাচকদিগকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল ॥ ১ ॥ হিরণ্যকশিপু কাহল, ওহে স্তনগণ! আমার এই হৃদয়িত পুত্র অস্ত্র বালক-দিগেরও কুমার্য উপদেশক হইয়াছে, ছুটকে অবিলম্বে বিনষ্ট কর ॥ ২ ॥

তোমার উহার সমস্ত তক্ষ্য দ্রব্যে অজানিভ্রুপে হলাহল বিষ মিশ্রিত করিয়া পাণিষ্ঠকে মারিয়া ফেল, চিন্তা বা ইতস্ততঃ করিও না ॥ ৩ ॥ পরাশর বলিলেন, তাহার ঠাচার প্রতাপবান পিতার আদেশানুসারে মহাত্মা প্রজ্ঞাদকে ঐরূপ বিষ দান করিয়াছিল ॥ ৪ ॥ হে মৈত্রেয় ! তিনিও অনন্ত নামোচ্চারণে ঘোর হলাহল বিষ অভিমিশ্রিত করিয়া অগ্নের সহিত তক্ষণ করিলেন ॥ ৫ ॥ এবং তক্ষণপূর্বক অনন্ত নামোচ্চারণে নিকরীষ্য ঐ বিষকে অবিকাররূপে জীর্ণ করিয়া স্তম্ভ মানস থাকিলেন ॥ ৬ ॥ তখন পাচকেরা মহৎ বিষকে জীর্ণ দর্শনে ভয়ভঙ্ক লইয়া দৈত্যেশ্বরের নিকট গিয়া প্রণিপাত-পূর্বক বলিতে লাগিল ॥ ৭ ॥ স্তম্ভগণ কহিল, হে দৈত্যরাজ ! আমরা অতি ভীষণ বিষ দিয়াছিলাম, কিন্তু আপনার পুত্র প্রজ্ঞাদ অগ্নের সহিত জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে ॥ ৮ ॥ হিরণ্যকশিপু কহিল, হে হে দৈত্যপুত্রোহিতসকল ! সদ্য সত্ত্বর হও, সত্ত্বর হও, তাহার বিনাশের নিমিত্ত অচিরে কৃত্য উৎপাদন কর ॥ ৯ ॥ পরাশর কহিলেন, তদনন্তর পুরোহিতগণ বিনয়ান্বিত প্রজ্ঞাদের নিকটে গিয়া বলিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ হে আয়ত্মন ! ব্রহ্মার ত্রৈলোক্য-বিধাত কুলে, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর তনয় হইয়া তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ । দেবগণ, অনন্ত কিংবা অমৃত কাহারও দ্বারা কি প্রয়োজন ? তোমার পিতা, তোমার ও সর্বলোকের আশ্রয়, ভূমিও সেইরূপ হইবে ॥ ১২ ॥ অতএব এই বিপাকসুবসংযুক্ত বাক্য পরিত্যাগ কর । সমস্ত গুরুর মধ্যে পিতা পরম গুরু ॥ ১৩ ॥ প্রজ্ঞাদ কহিলেন, মহাভাগসকল ! এইরূপই বটে । মরীচীর সকল কুলের মধ্যে এই মহাকুল শ্লাঘ্য । ত্রৈলোকে কে অস্তথা বলিতে পারে । আমার পিতা সমস্ত জগতে উৎকৃষ্ট জনগণ কর্তৃক বেষ্টিত, ইহাও আমি জানি, একথা সত্য, মিথ্যা নয় ॥ ১৫ ॥ পিতা সমস্ত গুরুর পরম গুরু, আপনারা যাহা বলিলেন, সে বিষয়ে স্বল্পমাত্রও ত্রাস্তি নাই ॥ ১৬ ॥ পিতা যে গুরু এবং পরমযত্নে পূজনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই । আর তাঁহার নিকট কোনও অপরাধ করিব না, আমারও মনে এইরূপ ধারণা ॥ ১৭ ॥ কিন্তু আপনারা যে বলিলেন, অনন্তে কি হয়, একথা কতদূর দোষযুক্ত কে বলিতে পারে ? বস্তুতঃ এই বাক্য অর্থবৎ (যথার্থ) নহে ॥ ১৮ ॥ ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদের গৌরববস্ত্রিত (তাঁহাদের গৌরবে বস্ত্রিত অর্থাৎ তাঁহাদের



মাজ করিয়া) হইয়া মৌনভাবে অবলম্বন করিলেন, পরে হাঁসা কবিতা  
কহিলেন "অনন্তে কি হয়" এ কথাকে ধন্ত। ভো ভো গুরুগণ অনন্তে কি  
হয় বলিতেছেন, ধন্ত! আপনাদিগকে ধন্ত! যদি খেদ প্রাপ্ত না হন, তবে  
অনন্তে বাহা হয় শ্রবণ করুন ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নামক  
চতুর্বিধ পুরুষার্থ কথিত হয়। যাহা হইতে এই চতুর্বিধ হয়, তাহা  
হইতে কি হয়, একি বৃথা কথা বলিতেছেন? ॥ ২১ ॥ অনন্ত হইতে দক্ষ  
মরীচীমুখ্য অস্ত্র ঋষিগণ ধর্ম, অস্ত্রেরা অর্থ এবং অপর ঋষিগণ কাম প্রাপ্ত  
হয়েন ॥ ২২ ॥ অপর অনেকে গুরুতর জ্ঞান ধ্যান সমাধিধারা তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী  
হইয়া এবং তজ্জন্ত নষ্টবন্ধন হইয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২৩ ॥ চরিত্র  
একভালভ্য আরাধনাই সম্পদ, ঐশ্বর্য্য, মাহাত্ম্য, জ্ঞান, সন্ততি, কর্ম এবং  
বিশুদ্ধির মূল ॥ ২৪ ॥ হে দ্বিজগণ! যাহা হইতে ধর্মার্থ কামার্থ সল এবং মুক্তি,  
সেই অনন্ত দ্বারা কি হয়, ইহা কি বলিতেছেন ॥ ২৫ ॥ এ বিষয়ে অধিক  
বলিবার ফল কি? আপনারা আমার গুরু। সাধু বা অসাধু যাহা ঈচ্ছা  
বলুন আমার বিবেক অর ॥ ২৬ ॥ পুণ্যস্মৃতিগণ কহিলেন ওহে বালক! পুন-  
র্জার এরূপ বলিও না, ইহা মনে করিয়া আমরা তোমাকে অগ্নিতে দগ্ধ  
হইতে রক্ষা করিলাম, কিন্তু তুমি অবোধ তাগ জানিতে পারিতেছ না।  
॥ ২৭ ॥ চক্ষুতে! আমাদের বাক্যে যদি মোহপ্রাণকে ত্যাগ না কর, তাহা  
হইলে তোমার বিনাশের নিমিত্ত আমরা কৃত্য সৃজন করিব ॥ ২৮ ॥ প্রহ্লাদ  
কহিলেন, কে কাহাকে নষ্ট বা রক্ষা করে। অসৎ ও সৎ আচরণ করতঃ  
আত্মাই আত্মাকে সংহার এবং রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥ পরাশর কহিলেন,  
তিনি ইহা বলিলে দৈত্যরাজের পুরোহিতেরা জালামালায় উজ্জ্বলকৃতি কৃত্য  
উৎপাদন করিলেন ॥ ৩০ ॥ অতিভীষণা ঐ কৃত্য পাদন্ত্যাসে ক্ষিতি ক্ষত  
করিতে করিতে স্তম্ভকৃত্যভাবে আসিয়া শূলেরদ্বারা প্রহ্লাদকে বন্ধনহলে  
আঘাত করিল ॥ ৩১ ॥ ঐ দীপ্তিমান শূল তাঁহার হৃদয়ে ঠেকিয়া থও থও  
ও ভূমিতলে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল ॥ ৩২ ॥ অনপারী ঈশ্বর ভগবান্ হরি যে  
হৃদয়ে বিদ্যমান, তদ্বার বজ্রও তদ্ব হইয়া যায়, শূলের কথা কি? ॥ ৩৩ ॥  
পাপিষ্ঠ বাজকেরা ঐ অপাণের প্রতি কৃত্য পাতিত করায় উহা তাঁহাদিগকেই  
সংহার করিয়া স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৪ ॥ তাঁহাদিগকে কৃত্য দ্বারা

দুহমান দেখিয়া মহামতি প্রহ্লাদ “তাহি কুক তাহি অনন্ত” বলিতে বলিতে  
রক্ষণার্থ তদতিমুখে ধাবিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, হে সর্ব-  
ব্যাপিন্ ! জগদ্ধাক্ষ ! জগৎশ্রেষ্ঠ ! জনাধিন ! এই হৃৎসহ মন্ত্র-পাবক হইতে  
এই বিপ্রগণকে রক্ষা কর ॥ ৩৬ ॥ সর্বব্যাপী জগৎগুরু বিষ্ণু সর্বভূতে  
অবস্থিত, অতএব এই পুরোহিত সকল জীবিত হউন ॥ ৩৭ ॥ আমি যেমন  
বিষ্ণুকে সর্বগত মনে করিয়া পাবকে রক্ষা পাইয়াছি, শত্রু পক্ষও আমি  
সেইরূপ চিন্তা করিতেছি, পুরোহিতেরা জীবিত হউন ॥ ৩৮ ॥ বাহারা  
আমাকে বধ করিতে আসিয়াছিল, বাহারা বিষ দিয়াছিল, বাহারা অগ্নিতে  
নিক্ষেপ করে, বাহারা হস্তীদ্বারা আঘাত এবং সর্পসকলকে দংশন করায়, সে  
সকলেরই প্রতি আমি সম্মিত্তভাবাপন্ন, কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করি নাই।  
অন্য সেই সত্যে অমুর-বাজকগণ জীবিত হউন ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ পরাশর  
কহিলেন, ইহা বলিয়া তিনি স্পর্শ করায় ব্রাহ্মণ সকল নিরাময় হইয়া উঠি-  
লেন এবং প্রশ্রাবিত (স্নেহপূর্ণ) ভাবে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥  
পুরোহিতগণ কহিলেন,—বৎস উত্তম ! তুমি দীর্ঘায়ুঃ, অপ্রতিহত-বলবীৰ্য্য-  
সম্পন্ন এবং পুত্রপৌত্রধন ঐশ্বর্য্যযুক্ত হও ॥ ৪২ ॥ পরাশর কহিলেন, হে  
মহামুনে ! পুরোহিতগণ তাঁহাকে ইহা বলিয়া দৈত্যরাজকে গিয়া যথাবৃত্ত  
সকল বিবরণ কহিলেন ॥ ৪৩ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## উনবিংশ অধ্যায় ।

পরাশর কহিলেন, হিরণ্যকশিপু সেই রুত্যা বিকল হইয়াছে শুনিয়া,  
পুত্রকে আহ্বান করিয়া, এই প্রভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিল ॥ ১ ॥ হিরণ্য-  
কশিপু কহিল,—প্রহ্লাদ ! তুমি অতি প্রভাবশালী, তোমার এ কি চেষ্টা !  
ইহা কি মন্ত্রাদিজনিত না—তোমার স্বাভাবিক ? ॥ ২ ॥ পরাশর কহিলেন,  
শিতা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে অমুরবালক প্রহ্লাদ পিতার পদদ্বয়ে পবি-  
পাত করিয়া বলিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে তাত ! ইহা মন্ত্রাদি-

কৃত বা আমার নৈসর্গিক নহে, বাহার বাহার হৃদয়ে অচ্যুত বল করেন,  
 ইহা ভ্রাহ্মদের সমাজ প্রভাব ॥ ৪ ॥ যে ব্যক্তি আপনায় স্ত্রীর অন্তরেও  
 অনিষ্ট চিন্তা করে না, হে পিতঃ ! কারণ-অভাবে তাহার পাপাগম (দুঃখাগম)  
 থাকে না। ৫। যে ব্যক্তি কৰ্ম মন বাক্য দ্বারা পরপীড়া করে, তাহার  
 সেই পরপীড়ারূপ বীজজাত প্রভূত অশুভ ফল ফলিয়া থাকে। ৬। সৰ্ব্ব-  
 ভূতস্থিত এবং আপনাতেও স্থিত কেশবকে চিন্তা করি, আমি কাহারও  
 অনিষ্ট ইচ্ছা করি না,—কার্য্যে করি না বা কথায় বলি না। ৭। আমি বধন  
 সৰ্ব্বত্র শুভচিন্তা, তখন আমার দৈব বা ভূতোৎপন্ন শারীরিক বা মানসিক দুঃখ  
 কোথা হইতে জন্মিবে ? ৮ ॥ হরিকে এইরূপ সৰ্ব্বভূতময় জানিয়া সৰ্ব্ব-  
 ভূতের প্রতিই অব্যভিচারিণী ভক্তি করা পণ্ডিতদিগের কর্তব্য ॥ ৯ ॥  
 পরাশর কহিলেন, প্রাসাদশিখরস্থিত সেই দৈত্য, ইহা শুনিয়া ক্রোধে  
 অন্ধকারিত (হৃষ্টেক্ষ্য) মুখ হইয়া দৈত্যকিন্দরদিগকে কহিতে লাগিল,  
 হুয়ায়্যাকে এই শত যোজন প্রাসাদ হইতে নিক্ষেপ কর, গিরি-পৃষ্ঠে পতিত  
 হউক এবং অঙ্গসন্ধিসকল শিলার ভগ্ন হইয়া যাউক ॥ ১০। ১১ ॥ তদনন্তর  
 সমস্ত দৈত্যদানব বলপূর্ব্বক তাঁহাকে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তিনিও  
 নিক্ষিপ্ত হইয়া হরিকে হৃদয়ে বহন করতঃ (চিন্তা করিতে করিতে)  
 অধঃ পতিত হইতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ জগদ্ধাতা কেশবের প্রতি ভক্তিযুক্ত  
 পতমান প্রহ্লাদকে জগদ্ধাত্রী পৃথিবী নিকটে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥  
 তাঁহাকে অবিলীর্ণ-অস্থিপঞ্জর ও স্বস্থ দেখিয়া হিরণ্যকশিপু মায়াবিশেষ্ট  
 শব্দকে কহিল ॥ ১৪ ॥ হিরণ্যকশিপু কহিল,—আমরা এই দুৰ্ব্বজি  
 বালককে বধ করিতে পারিতেছি না, তুমি মায়াজান, ইহাকে মায়ার দ্বারা  
 বিনষ্ট কর ॥ ১৫ ॥ শব্দর কহিল, হে দৈত্যেন্দ্র ! ইহাকে বিনষ্ট করিতেছি,  
 আমার মায়াবল দেখ, সহস্র কোটিশত মায়ার আমার জানা আছে ॥ ১৬ ॥  
 পরাশর কহিলেন, তদনন্তর দুৰ্ব্বজি শব্দরান্নর, বিনাশ ইচ্ছা করিয়া সৰ্ব্বত্র  
 সমদর্শী প্রহ্লাদের প্রতি মায়ার সৃষ্টি করিল ॥ ১৭ ॥ হে মৈত্রেয় ! শব্বরের  
 প্রতিও বিমৎসর সেই প্রহ্লাদ সমাহিতমতি হইয়া মধুসূদনকে মরণ  
 করিলেন ॥ ১৮ ॥ তখন দীপ্তিমান্ উত্তম স্তূপদর্শন চক্ৰ ভগবানের আদেশে  
 তাঁহার রক্ষার্থ আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১৯ ॥ বালকের দেহ-রক্ষক সেট

ক্রতগামী চক্র ধারী শব্বরের সহস্রমাত্রা একে একে নষ্ট হইয়া গেল ॥ ২০ ॥  
 দৈত্যোজ্জ্বল সংশোধক বায়ুকে বলিল, আমার আজ্ঞায় শীঘ্র এই দুরাত্মাকে ক্ষয়  
 কর ॥ ২১ ॥ সেই লঘু শীতল অতিক্রম ও উদ্বেহের পক্ষে অতিদুঃসহ পবনও  
 “বধাজ্ঞা” এই কথা বলিয়া দেহশোধকের নিমিত্ত প্রহ্লাদের শরীরে প্রবেশ  
 করিল ॥ ২২ ॥ আপনাকে ঐ সংশোধক পবনে ব্যাপ্ত জানিতে পারিয়া দৈত্য-  
 বালক হৃদয়ে মহাত্মা ধরনীধরকে চিন্তা করিলেন । ২৩ । তাঁহার হৃদয়স্থ  
 জনাৰ্দ্দন ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অতিভীষণ বায়ুকে পান করিয়া ফেলিলেন; সে পবনও  
 ক্ষয় প্রাপ্ত হইল । ২৪ । মাত্রা সকল ক্ষীণ এবং পবন ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, ঐ  
 মহামতি গুরুগৃহে গমন করিলেন ॥ ২৫ ॥ অনন্তর আচার্য্য তাঁহাকে দিন দিন  
 রাজাদিগের রাজ্যফলপ্রদায়িনী গুরুচার্য্য-প্রণীত-নীতি শিক্ষা করাইতে  
 লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ গুরু যখন তাঁহাকে নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং বিনীত  
 বিবেচনা করিলেন, তখন তাঁহার পিতাকে “ইনি শিক্ষিত হইয়াছেন” বলিয়া-  
 ছিলেন । ২৭ । আচার্য্য কহিলেন, হে দৈত্যপতে ! তোমার পুত্রকে নীতি-  
 শাস্ত্র শিক্ষা করান হইয়াছে, ভার্গব (গুরু) যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রহ্লাদ  
 যথাক্রমে শিখিয়াছেন । ২৮ । হিরণ্যকশিপু কহিল, হে প্রহ্লাদ ! মিত্র, শত্রু ও  
 মধ্যস্থের প্রতি তিন কালে (ক্ষয়, বৃদ্ধি ও তৎসাম্যসময়ে) ভূপতি কিরূপ ব্যব-  
 হার করিবেন । ২৯ । মন্ত্রী (বুদ্ধি-সহায়), অমাত্য, বাহ্য, অভ্যন্তরের লোক,  
 চার, চৌরবর্গ, শক্তিত (জয় করিয়া বাহাদিগকে দাসত্ব স্বীকার করান হইয়াছে),  
 ইতর, কৃত্যাকৃত্য বিধান, দুর্গ, আটবিক (মহারণ্যবাসী) দিগের সাধন অর্থাৎ  
 বশীকরণ এবং কণ্টকশোধন অর্থাৎ চোর বা গৃহশত্রুদের প্রতিকার ইত্যাদি  
 বিষয়েই বা কিরূপ আচরণ করা উচিত । ৩০ । ৩১ । এই সকল এবং অন্যান্য  
 ভূমি বেকরূপ শিক্ষা করিয়াছ, তাহা আমাকে বল, আমি তোমার মনোগত ভাব  
 জানিতে ইচ্ছা করি । ৩২ । পরাশর কহিলেন, বিনয়ভূষণ প্রহ্লাদ পিতার  
 পদযুগলে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতান্তলিপুটে দৈত্যোজ্জ্বলকে বলিতে লাগিলেন । ৩৩ ।  
 প্রহ্লাদ কহিলেন, — গুরু আমাকে এসকল বিষয়েই উপদেশ দিয়াছেন এবং  
 আমিও গ্রহণ করিয়াছি, সংশয় নাই; কিন্তু আমার বিবেচনায় এই সকল নীতি  
 ভাল নহে । ৩৪ । মিত্রাদির সাধন বা বশীকরণ বিষয়ে সাম, দান, ভেদ ও  
 দণ্ড, সমস্ত উপায়ই কথিত হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥ কিন্তু পিতা ! ক্রোধ করিবেন না,

আমি সেই মিত্রদিগকে দেখিতেছি না ; হে মহাবাহো ! সাধোন্মত্ত অতাবে সাধনের প্রয়োজন কি ? ॥ ৩৬ ॥ হে তাত ! সৰ্বভূতাত্মক জগন্নাথ জগদ্ব্যবসায়ী গোবিন্দে মিত্র অমিত্রের কথা কোথা হইতে হইবে ? ॥ ৩৭ ॥ ভগবান বিষ্ণু আপনাতে, আমাতে এবং অন্তঃকরণে বিদ্যমান । যেখানে সেখানেই ইহা আমার মিত্র, পৃথক্ শত্রু আবার কোথায় ? ॥ ৩৮ ॥ অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের অন্তর্গত ছুই উদ্যমের এই বিস্তর উক্তির কল কি ? হে তাত ! শোভন ( নিকাম আত্মবিদ্যার ) যত্ন করা কর্তব্য ॥ ৩৯ ॥ অজ্ঞানতাবশতঃ অবিদ্যাতে বিদ্যা বৃদ্ধি জন্মে, হে তাত ! অসুরেশ্বর ! বলক কি ধন্যোক্তকে অগ্নি মনে করে না ? ॥ ৪০ ॥ যাহা বন্ধনের নিমিত্ত নহে, সেই কর্মই কর্ম ; যাহা বিমুক্তির হেতু, সেই বিদ্যাই বিদ্যা ; অপর কর্ম আয়াস এবং অন্ত বিদ্যা শিরনৈপুণ্যমাত্র ॥ ৪১ ॥ হে মহাভাগ ! আমি ইহা অসার জানিয়া, উদ্ভ্রমসার বিষয় প্রণিপাতপূর্বক বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৪২ ॥ কে রাজ্যচিন্তা না করে, কে ধনের বাহা না করে, তথাপি যাহা ভবিতব্য, মনুষ্য সেই পরিমাণেই এই উভয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৩ ॥ এইরূপ সকলেই মহত্ব লাভের উদ্যম করে, কিন্তু পুরুষের ভাগ্যই উন্নতির কারণ, উদ্যম নহে ॥ ৪৪ ॥ শ্রুতো ! জড় ( নিশ্চেষ্ট ) অব্যবহিক অনীতিমান অসুরদিগেরও ভাগ্যে রাজ্যভোগ ঘটে ॥ ৪৫ ॥ এজন্ত যে ব্যক্তি মহতী লক্ষ্মী বা নির্বাণ ইচ্ছা করে, তাহার পুণ্যকর্ম এবং সমতার জন্ত যত্ন করা উচিত ॥ ৪৬ ॥ ভিন্নের স্থায় স্থিত হইলেও “দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ ও সরীসৃপ সকলেই অনন্ত বিষ্ণুর রূপ” ইহা অবগত হইয়া সমস্ত স্থাবর জঙ্গম জগৎকে আত্মতুল্য দেখা উচিত । যেহেতু এই বিষ্ণুই বিশ্বরূপধারী ॥ ৪৭ । ৪৮ ॥ এইরূপ জানিলে সেই ভগবান্ অনাদি অচ্যুত পরমেশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, তিনি প্রসন্ন হইলে ক্রোধ সংকল্প হয় ॥ ৪৯ ॥ পরাশর কহিলেন, হিরণ্যকশিপু ইহা শুনিয়া ক্রোধে সিংহাসন হইতে উথিত হইয়া পুঞ্জের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিল ॥ ৫০ ॥ এবং কোপে অসহিষ্ণু ও প্রজলিতের স্থায় হইয়া জগৎ সংহার করিবার ইচ্ছাতেই যেন হস্ত দ্বারা হস্তনিষ্পেষণপূর্বক বলিতে লাগিল ॥ ৫১ ॥ হিরণ্যকশিপু কহিল,—হে বিপ্রচিহ্নে ! হে রাহো ! হে বণ ! তোমরা ইহাকে দৃঢ়রূপে নাগপাণে বন্ধ করিয়া

মহাসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত কর, বিলম্ব করিত না ॥ ৫২ ॥ নতুবা সমস্ত লোক  
এবং দৈত্যের দানবেরা এই হ্রাস্তার মত অবলম্বন করিবে ॥ ৫৩ ॥  
আমরা এবং অপরে বহবার নিবারণ করিলেও এই পাপিষ্ঠ বিষ্ণুর স্তুতি  
করিবেছে ; ছুটদিগের বধই উপকারক ॥ ৫৪ ॥ পরাশর কহিলেন, তদনন্তর  
সেই দৈত্যেরা প্রভু ঈশ্বার পালনপূর্ব্বক তাঁহাকে সত্তর নাগবন্ধনে  
বদ্ধ করিয়া সলিলাগরে ( সমুদ্রে ) নিক্ষিপ্ত করিল ॥ ৫৫ ॥ তদনন্তর প্রহ্লাদ  
বিচলিত হইলে মহাসমুদ্র চঞ্চল এবং ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া, চতুর্দিকে উবেল  
হইয়া উঠিল ॥ ৫৬ ॥ হে মহামতে ! অখিল ভূলোক জলপুঞ্জে প্রাবিত  
দেখিয়া হিরণ্যকশিপু দৈত্যদিগকে ইহা কহিতে লাগিল ॥ ৫৭ ॥ হিরণ্য-  
কশিপু কহিল, হে দৈত্যেরগণ ! তোমরা সকলে এই বরুণাগরে ( সমুদ্রে )  
নিশ্চিহ্ন পর্ত্তসমূহ নিক্ষিপ্ত করিয়া এই দুর্দ্দিক্কে সম্পূর্ণরূপে আক্রমণ  
কর অর্থাৎ আচ্ছাদিত করিয়া ফেল ॥ ৫৮ ॥ ইহাকে অগ্নি দগ্ধ করিতে  
পারিতেছে না, শস্ত্রসমূহ দ্বারা এ ছিন্ন হইতেছে না এবং সর্পদংশন,  
সংশোধক বায়ু, বিষ, কৃত্য, মায়া, দিগ্গজসমূহ দ্বারা কিবা উচ্চ  
হইতে পতিত হইয়াও এক্ষয় প্রাপ্ত হইল না, এই বালক অতি দুষ্টিত ;  
ইহার জীবিত থাকার ফল নাই ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥ অতএব পর্ত্ত সকল দ্বারা  
আক্রান্ত হইয়া সহস্র বৎসর এই সমুদ্র মধ্যে স্থাপিত থাকুক, তাহা  
হইলে দুর্দ্দিক্কে প্রাণত্যাগ করিবে ॥ ৬১ ॥ পরে দৈত্যদানবেরা তাঁহাকে  
আক্রমণপূর্ব্বক সহস্র-যোজন-পথ-সমুদ্র পর্ত্তে আচ্ছন্ন করিয়াছিল ॥ ৬২ ॥  
সেই মহামতি সমুদ্রমধ্যে পর্ত্তাচ্ছাদিত থাকিয়া আত্মিক বেলায়  
( অহরহঃ কর্ত্তব্য ভোজনাদি সময়ে ) একাধ্রুতিতে অচ্যুতের স্তব করিতে  
লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥ প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে পুণ্ডরীকাক ! তোমাকে নমস্কার ;  
হে পুরুষোত্তম ! তোমাকে নমস্কার ; হে সর্বলোকায়ন ! তোমাকে নমস্কার ;  
হে তীক্ষ্ণচক্ৰিন ! তোমাকে নমস্কার ॥ ৬৪ ॥ গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী ব্রাহ্মণ-  
দেবকে নমস্কার ; জগতের হিতস্বরূপ কৃষ্ণকে নমস্কার ; গোবিন্দকে নমস্কার ।  
৬৫ ॥ বিশ্বের স্রষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মা, পালন বিষয়ে বিষ্ণু এবং কলান্ত বিষয়ে রুদ্র ;  
এই ত্রিমূর্ত্তিমান তোমাকে নমস্কার ॥ ৬৬ ॥ দেব, বক্ষ, অহর, সিদ্ধ, নাপ, গন্ধর্ব্ব,  
কিঞ্চর, শিলাচ, স্বাক্ষস, মহুবা, পশু, পক্ষী, স্বাবর, পিশুণিকা, সরীসৃপ,

ভূমি, জল, আকাশ, বায়ু, শব্দ, স্পর্শ, রস, রূপ, গন্ধ, মন, কৃতি, আত্মা, ( অহঙ্কার ) কাল এবং গুণ, হে অচ্যুত ! তুমিই এই সকলের পরমার্থ অর্থাৎ উৎসাবণ ॥ ৬৭—৬৯ ॥ তুমি বিদ্যা ও অবিদ্যা, তুমি সত্য ও অসত্য, বিষ ও অমৃত, তুমি বেদোক্ত প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত কৰ্ম্ম, বিকো ! তুমিই সমস্ত কৰ্ম্মের ভোক্তা, কৰ্ম্মের উপকরণ, সৰ্ব্ব কৰ্ম্মের বাহা বল, তাহাও তুমি ॥ ৭০। ৭১ ॥ হে প্রভো ! আমাতে অশেষ ভূতে এবং ভুবনে তোমারই ঐশ্বর্য্যগুণাত্মক ব্যাপ্তি রহিয়াছে ॥ ৭২ ॥ যোগিগণ তোমাকে চিন্তা করেন, রাজকগণ তোমাকেই পূজা করেন এবং তুমিই দেব ও পিতৃরূপ ধারণে হব্য ও কব্য ভোগ করিয়া থাক ॥ ৭৩ ॥ হে জৈশ ! তোমার মহৎরূপ বিশ্ব (ব্রহ্মাণ্ড), অত্রস্থিত এই জগৎ তদপেক্ষা হৃদরূপ, তদপেক্ষা হৃদরূপ ভূত-ভেদ অর্থাৎ জরায়ুজাদি, তাহাদের মধ্যে তোমার অতীব হৃদরূপ অন্তরাশ্রয় ; এবং তদপেক্ষাও পর, হৃদাদি বিশেষণের অগোচর যে কোনও অচিন্ত্য পরমাত্মরূপ আছে, সেই পুরুষোত্তম তোমাকে নমস্কার ॥ ৭৪। ৭৫ ॥ হে উৎপত্তি-স্থান ! সৰ্ব্বাশ্রয় ! সুরেশ্বর ! সৰ্ব্বভূতের মধ্যে তোমার যে গুণাশ্রয়ভূতা অপর অর্থাৎ জড়শক্তি আছে, সেই শাস্ত্রী প্রকৃতিকে নমস্কার ॥ ৭৬ ॥ বাহা বাক্য-মনের অগোচর, অবিশেষণ অর্থাৎ জাতি-গুণাদি-বিশেষণশূন্য এবং জ্ঞানিগণের জ্ঞান-পরিচ্ছেদ্য, সেই জৈশ্বরী, পরা অর্থাৎ চিৎ শক্তিকে বন্দনা করি ॥ ৭৭ ॥ বাহ্যর ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই এবং যিনি আধল জগতের ব্যতিরিক্ত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্তা, সেই ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার ॥ ৭৮ ॥ বাহ্যর নাম রূপ নাই, যিনি অস্তিত্ব মাত্রদ্বারা উপলব্ধ হইলেন, সেই মহাত্মাকে নমস্কার ॥ ৭৯ ॥ দেবতারাও বাহ্যর পরম রূপ দেখিতে না পাইয়া অবতার রূপের অর্চনা করেন, সেই মহাত্মাকে নমস্কার ॥ ৮০ ॥ যে জৈশ্ব অশেষ জগতের অন্তঃকরণে থাকিয়া শুভাশুভ অবলোকন করিতেছেন, সেই সৰ্ব্বসাক্ষী (জ্ঞাতা) পরমেশ্বর বিষ্ণুকে নমস্কার করি ॥ ৮১ ॥ এই জগৎ বাহা হইতে অতিথ, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার ; সেই জগৎকারণ ধ্যেয় অব্যয় আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৮২ ॥ অক্ষর, অব্যয় ( প্রধাম-মহাদাক্ষর ), এই বিশ্ব বাহাতে শুভ-শ্রোত অর্থাৎ (দীর্ঘ-স্বত্র ও ত্রির্ভ্যাক্ স্বরদ্বারা বস্ত্রের দ্বারা প্রথিত ও অহুসৃত) সকলের আধারভূত সেই হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৮৩ ॥ বাহা হইতে

সমস্ত উৎপন্ন, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার ; বিনি সর্গ, তাঁহাকে নমস্কার ; বাহাতে সমস্ত লীন হয়, তাঁহাকে নমস্কার ॥ ৮৪ ॥ অনন্তের সর্বব্যাপিত্ব ভক্ত তিনিই আমি, আমি হইতে সমস্ত উৎপন্ন, আমিই সর্বরূপে বর্তমান এবং সনাতন-রূপ আমাতেই সমস্ত লয় প্রাপ্ত হইবে ॥ ৮৫ ॥ আমিই সৃষ্টির পূর্বে অক্ষয়, নিত্য ও আত্মসংশ্রয় ব্রহ্মনামক পরমাত্মা এবং আমিই শেষে পরম পুরুষ ॥ ৮৬ ॥

উনবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## বিংশ অধ্যায় ।

হে বিজ্ঞ ! বিষ্ণুকে এইরূপে আপনা হইতে অভিন্ন ভাবিতে ভাবিতে নিত্যন্ত তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া (প্রহ্লাদ) আপনাকে অচ্যুতমনে করিয়াছিলেন। ১ ॥ তৎকালে আপনাকেও বিস্মৃত হইয়াছিলেন, বিষ্ণু ব্যতীত অল্প কিছুই জানিতে পারেন নাই এবং আমিই অব্যয় অনন্ত পরমাত্মা, এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ এইরূপ ভাবনাযোগে ক্রমে নিষ্কাম (সমস্ত কর্মবাসনা-রহিত) হইলে তাঁহার জ্ঞানময় শুদ্ধ অন্তঃকরণে অচ্যুতবিষ্ণু স্থিত হইয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ হে মৈত্রেয় ! অম্বর প্রহ্লাদ যোগপ্রভাবে বিষ্ণুময় হইলে বিচলিত অবস্থার ঐ নাপবন্ধনসকল ক্ষণমাত্রে ছিন্ন হইয়া গেল ॥ ৪ ॥ ভ্রমণশীল গ্রাহ-গণপূর্ণ ও সততঃ মহাসমুদ্র চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং শৈল-কানন সহিত সমস্ত বনুচ্ছরা কল্পিত হইতে লাগিল ॥ ৫ ॥ অনন্তর মহামতি ও (প্রহ্লাদ) দৈত্য-গণ কর্তৃক উপরি নিক্ষিপ্ত ঐ শৈলসমূহ ক্ষেপণ করিয়া সেই সলিল হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৬ ॥ তিনি পুনর্বার আকাশাদিরূপ জগৎ অবলোকন করিয়া পুনর্বার আপনাকে “আমি প্রহ্লাদ” এইরূপ বিবেচনা করিলেন ॥ ৭ ॥ এবং বুদ্ধিমান (প্রহ্লাদ) একাগ্রমতি, অব্যাগ্র এবং কার্যমনোবাক্যে সংযত হইয়া পুনর্বার অনাদি পুরুষোত্তমের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, হে পরমার্থ ! (জ্ঞানস্বরূপ ! ) সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা তোমাকে নমস্কার ; হে অর্থ ! (দৃষ্টরূপ ! ) তোমাকে নমস্কার । হে স্থূল ! (আগ্রেদৃষ্টরূপ ! ) তোমাকে



নমস্কার; হে হৃদয়! তোমাকে নমস্কার। হে ক্ষর! তোমাকে নমস্কার; হে অক্ষর! তোমাকে নমস্কার। হে ব্যক্ত! তোমাকে নমস্কার, হে অব্যক্ত! তোমাকে নমস্কার। হে কলাতীত! (নিরবয়ব) তোমাকে নমস্কার; হে সকল! (সাবয়ব!) তোমাকে নমস্কার। হে জৈশ! (নিরাময়!) তোমাকে নমস্কার; হে নিরঞ্জন! (নির্লেপ!) তোমাকে নমস্কার ॥ ৯ ॥ হে গুণাঞ্জন! (স্বকীরসতা ও প্রকাশ দ্বারা গুণ সকলের অহুরঙ্ক!) তোমাকে নমস্কার। হে গুণাধার! তোমাকে নমস্কার। হে নিগুণায়ন! তোমাকে নমস্কার; হে গুণস্থির! তোমাকে নমস্কার। হে মূর্ত্ত! তোমাকে নমস্কার; হে অমূর্ত্ত! তোমাকে নমস্কার। হে মহামূর্ত্তে! তোমাকে নমস্কার; হে হৃদয়মূর্ত্তে! তোমাকে নমস্কার! হে ক্ষুট! (ভক্তগণের নিকট প্রকাশ-রূপ!) তোমাকে নমস্কার; হে অক্ষুট! (অন্তের গন্ধে অপ্রকাশ-রূপ!) তোমাকে নমস্কার ॥ ১০ ॥ হে করালরূপ! তোমাকে নমস্কার; হে সৌম্যরূপ! তোমাকে নমস্কার। হে আত্মরূপ! তোমাকে নমস্কার। হে বিদ্যাবিদ্যালয়! তোমাকে নমস্কার। হে অচ্যুত! তোমাকে নমস্কার। হে সদসদ্রূপসম্ভাব। (কার্য্যকারণের উৎপত্তিস্থান) তোমাকে নমস্কার; হে সমসম্ভাবসম্ভাবন! (কার্য্যকারণের পালক!) তোমাকে নমস্কার। ১১। হে নিত্যানিত্য-প্রপঞ্চাস্তন! তোমাকে নমস্কার; হে নিষ্প্রপঞ্চ! তোমাকে নমস্কার। হে অমলাশ্রি! (জানি-গণাশ্রিত!) তোমাকে নমস্কার। হে এক! তোমাকে নমস্কার। হে অনেক! তোমাকে নমস্কার। হে বাহুদেব! তোমাকে নমস্কার। হে আদিকারণ! তোমাকে নমস্কার। ১২। যিনি স্থূল, সূক্ষ্ম প্রকট (প্রকাশিত) ও প্রকাশ (চিদ্রূপস্বহেতু); যিনি সর্লভূত অথচ সর্লভূত নহেন; বাহ্য হইতে এই বিশ্ব, কিন্তু তিনি বিশ্বের হেতু নহেন; সেই পুরুষোত্তমকে নমস্কার। ১৩। পরাশর কহিলেন, তিনি ভগবত্বে এইরূপ স্তব করিলে, দেব ভগবান্ পীতাধরধারী হরি আবির্ভূত হইলেন। ১৪। হে দ্বিজ! প্রজ্ঞাদ তাঁহাকে অবলোকনমাত্র সসম্মে উখিত হইয়া গদগদস্বরে “বিষ্ণুকে নমস্কার,” এই কথা বারবার বলিতে লাগিলেন। ১৫। প্রজ্ঞাদ কহিলেন,—দেব! শরণাগতের চুৎসাহারি-কেশব! এসর হও, হে অচ্যুত! পুনশ্চ দর্শন দিয়া আমাকে পবিত্র কর। ১৬। শ্রীভগবান্ কহিলেন, প্রজ্ঞাদ! তুমি হিরণ্যভক্ত-

প্রকাশ করার আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইরাছি ; আমার নিকট ইচ্ছামত বর গ্রহণ কর ॥ ১৭ ॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, হে নাথ ! অচ্যুত ! যে যে সহস্র বোনিতে পরিলম্বণ (অন্নগ্রহণ) করি, সেই সেই দেহেই যেন তোমার প্রতি আমার সর্বদা ঐকান্তিক ভক্তি হয় ॥ ১৮ ॥ অবিবেক (আসক্ত) লোকদিগের বিষয়ভোগে যেমন অবিচলিত প্রীতি থাকে, তোমার অনুস্মরণাসক্ত আমার হৃদয় হইতে সেইরূপ প্রীতি অপসৃত না হউক অথবা হে লক্ষ্মীপতে ! তোমার অনুস্মরণাসক্ত আমার হৃদয় হইতে সেই বিষয়-প্রীতি নির্গত হউক । ১৯ ॥ শ্রীভগবান্ কহিলেন, প্রহ্লাদ ! আমার প্রতি তোমার ভক্তি ত আছেই, পুনঃ পুনর্জন্মেও এইরূপ থাকিবে ; সম্প্রতি যেরূপ অভিলাষ হয়, আমার নিকট হইতে বর গ্রহণ কর ॥ ২০ ॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, হে দেব ! আমি তোমার স্তব করিতে উদ্যত হইলে আমার পিতা আমার প্রতি ঘেষ করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত তাঁহার যে পাপ হইয়াছে, তাহা নষ্ট হউক ॥ ২১ ॥ তাঁহার আদেশে আমার যে অন্ত্রাঘাত করা হয়, আমি যে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হই, সর্পেরা আমাকে দংশন করে, আমার ভোজনে যে বিষ দেওয়া হয়, আমাকে বদ্ধ করিয়া যে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত ও পর্বতসমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন করা হয় এবং আপনার প্রতি ভক্তিমান হইলে ঈর্ষাবশতঃ আমার প্রতি অত্যাচার যে সকল অসদ্যবহার করা হইয়াছে ; প্রভো ! আপনার প্রসাদে যেন আমার পিতা তদুৎপন্ন পাপ হইতে সদ্যই মুক্ত হইয়েন ॥ ২২—২৪ ॥ শ্রীভগবান্ কহিলেন, প্রহ্লাদ ! আমার অনুগ্রহে তোমার এ সকলই সিদ্ধ হইবে । অনুস্মরণ । তোমাকে আরও এক বর দিতেছি, প্রার্থনা কর ॥ ২৫ ॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, হে ভগবন্ ! এই বরেই আমি কৃতার্থ হইরাছি যে, তোমার প্রসাদে তোমার প্রতি আমার অচলা ভক্তি হইবে ॥ ২৬ ॥ ধর্ম, অর্থ ও কামের প্রয়োজন কি ? তুমি সমস্ত জগতের মূল, তোমার প্রতি বাহার স্থির ভক্তি থাকে, মুক্তি তাহার করস্থিত ॥ ২৭ ॥ শ্রীভগবান্ কহিলেন, তোমার অন্তঃকরণ আমার প্রতি যেরূপ নিশ্চল ও ভক্তিসমন্বিত হইয়াছে, তাহাতে আমার অনুগ্রহে তুমি পরম নির্যাস (মুক্তি) প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৮ ॥ পরাশর কহিলেন, ঈশ্বরে ! বিষ্ণু ইহা বলিয়া তাঁহার সাক্ষাতেই অন্তর্হিত হইলেন এবং তিনিও পুনরায় আসিয়া পিতার চরণ বন্দনা করিলেন । হে বিজ্ঞ ! পিতা সেই পীড়িত

পুত্রকে ব্রহ্মকে আত্মাণ ও আলিঙ্গনপূর্ব্বক বাস্পাকুলোচন হইয়া বজিল, বৎস। তুমি জীবিত আছ। ২২। ৩০ ॥ মহামুর তাঁহার প্রতি প্রীতিমান হইল এবং আপনার অসহ্যবহার মনে করিয়া অহুতাপ করিতে লাগিল। সেই বর্ষজ প্রহ্লাদও গুরু এবং পিতার শুভ্রবা করিতে লাগিলেন। ৩১। হে মৈত্রেয়! তদনন্তর বিষ্ণু নৃসিংহরূপ হইয়া হিরণ্যকশিপুকে বিনষ্ট করিলে প্রহ্লাদও দৈত্যাদিগের অধিপতি হইয়াছিলেন। ৩২। অনন্তর কৰ্ণ-ভদ্রিকরী (ভোগদ্বারা প্রারককৰ্ম্মকরকারিণী) রাজলক্ষ্মী, ঐশ্বর্য্য এবং বহুপুত্র পৌত্রাদি ভোগ করিয়া যখন তিনি ক্ষীণাধিকার (ক্ষীণ-প্রারক-কৰ্ম্ম) এবং পুণ্যপাপবিবর্জিত হইলেন, তখন ভগবদধ্যান জন্ত পরম নির্কাণ প্রাপ্ত হন। ৩৩। ৩৪। হে মৈত্রেয়! তুমি যাহার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, এই ভগবদ্ভক্ত মহারতি দৈত্য প্রহ্লাদ এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন। ৩৫। যে ব্যক্তি সেই মহাত্মা প্রহ্লাদের এই চরিত্র শ্রবণ করেন, তাঁহার সমস্ত পাপ সদ্যই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ৩৬। মৈত্রেয়! মনুষ্য প্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ বা শ্রবণ করিয়া অহোরাত্র-কৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন, সংশয় নাই। ৩৭। হে দ্বিজ! পৌর্ণমাসী, অমাবস্তা, অষ্টমী কিংবা দ্বাদশীতে পাঠ করিয়া গোপ্রদানের ফল প্রাপ্ত হন। ৩৮। হরি প্রহ্লাদকে যেমন সকল বিপদে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি সর্বদা তাঁহার চরিত্র শ্রবণ করেন, তাঁহাকেও সেইরূপ রক্ষা করেন ॥ ৩৯ ॥

বিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## একবিংশ অধ্যায় ।

পরাম্ব কহিলেন, সংহ্লাদের পুত্র আয়ুমান, শিবি ও বাকুল। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন। বিরোচন হইতে বলি অন্নগ্রহণ করেন। ১। মহামুনে! বলির একশত পুত্র, তন্মধ্যে বাণ জ্যেষ্ঠ। উৎকুর, শকুনি, ভূতসম্বাপন, মহানভ, মহাবাহু, এবং কাগনভ নামে হিরণ্যাক্ষের যে সকল পুত্র হয়, ইহার। সক-  
মেই মহাবল। ২। ৩। দক্ষরও অনেকগুলি পুত্র হয়, দিম্বর্তা, শকর, অরোমুণ

মহুশিরা, অপিল, শবর, একচক্র, মহাবাহু, তারক, মহাবল, স্বর্ভাহু, বৃষপর্কী, মহাবল, পুলোমা ও বীর্ধ্যবান্ বিপ্রচিহ্নি, ইহার দম্বর পুত্র বলিয়া ধ্যাত । স্বর্ভাহুর কস্তা প্রভা এবং বৃষপর্কার কস্তা শর্শিষ্ঠা, উপদানবী ও হরশিরা ; ইহার পরম রূপবতী বলিয়া ধ্যাত । বৈশ্বানরের দুই কস্তা পুলোমা ও কালকা । ৪—৭ । মহাভাগা এই উভয় কস্তা, মারীচ অর্থাৎ কণ্ঠপের ভাষ্য । তাঁহাদের গর্ভে বট্টসহস্র সন্তান জন্মে । ৮ । মারীচের এই সকল দামব-শ্রেষ্ঠ পুত্রেরা পোলোম ও কালকের নামে প্রসিদ্ধ । অনন্তর তত্তিন্ন, বিপ্র-চিহ্নি হইতে সিংহিকার গর্ভে মহাবীর্ধ্য দারুণ ও অতিনিয়ুগ কড়কগুলি পুত্র উৎপন্ন হয় ; তাহাদের নাম,—ব্যংশ, শল্য, বলবান্ নভ, মহাবল, বাতাপি নমুচি, ইষল, হুম্ম, অঞ্জক, নরক, কালনাভ, মহাবীর্ধ্য স্বর্ভাহু ও মহাবল চক্রবোধী । সেই এই দানবশ্রেষ্ঠসকল দম্ববংশ-বর্দ্ধনকারী ॥ ৯—১২ ॥ ইহাদের শত সহস্র পুত্র পৌত্রাদি জন্মে । স্তমহং তপস্যা ধারা ভাবিতাম্বা, (আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন) দৈত্য প্রহ্লাদের বংশে নিবাতকবচগণ সমুৎপন্ন হয় । তাম্রার শুকী, শ্যোনী, ভাসী, সূগ্রীবী, শুচি ও গৃধী নামে স্তমহাপ্রভাবা ছয় কস্তা জন্মে, তন্মধ্যে শুকী, শুক ও কাকদিগকে প্রসব করে । ১৩—১৫ । শ্যোনী শ্যেন সকলকে, ভাসী ভাসগণকে, গৃধ্রী গৃধ্রসমূহকে, শুচি জলচর পক্ষীদিগকে এবং সূগ্রীবী অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দভগণকে প্রসব করে । তাম্রার বংশ কথিত হইল । বিনতার বিখ্যাত দুই পুত্র, গরুড় ও অরুণ । ১৬ । ১৭ । সুপর্ণ (গরুড়) পক্ষিগণের শ্রেষ্ঠ, দারুণ ও সর্পভোজী । হে ব্রহ্মন্ ! সুরসার গর্ভে অমিত্তভেজবী বহুমন্তকবিশিষ্ট খেচর ও মহাপ্রভাবশালী সহস্র সর্পের জন্ম হয় । কজ্র গর্ভেও বলবান্ অমিত-ভেজস্বী সহস্র সর্প উৎপন্ন হয় । হে ব্রহ্মন্ ! ইহারাও অনেক মন্তকবিশিষ্ট ও গরুড়ের বলীভূত । তাহাদের মধ্যে শেব, বাহুক, তক্ষক, শম্ব, খেত, মহাপদ্ম, কম্বল, অশ্বতর, এলাপত্র, নাগ, কর্কোটক এবং ধনঞ্জয় এই সকল এবং অস্তান্ত বহুসংখ্যক উৎকট-বিবাক্ত, দংশনশীল সর্পেরাই প্রধান । ক্রোধবশাৎ বংশীরদিগের নাম “ক্রোধবশ” জানিবে । সকলেই দংশিতব্য ; দারুণ ও মাংসাশী স্থলজ এবং জলজ পক্ষিগণও তাহা হইতে উৎপন্ন জানিবে । ক্রোধা, মহাবল পিখাচদিগকেও প্রসব করে । সুরতি, গো-মহিষসকলকে প্রসব করেন ॥

১৮—২০ ॥ ইরা, বৃক্ষ, লতা, বন্যী ও সমস্ত তৃণজাতিকে,\* বসি বৃক্ষ-  
 রক্ষাদিগকে, মূনি অপ্সরোগণকে এবং অরিষ্টা মহাসত্ত্ব গন্ধর্ব্বগণকে  
 প্রসব করেন। এই স্বাবর জন্ম সকলেই কশ্যপের বংশ বলিয়া কীর্তিত  
 হইয়া থাকে ॥ ২৪।২৫ ॥ তাহাদের শত সহস্র পুত্র পৌত্র হইয়াছিল।  
 হে ব্রহ্মণ! স্বারোচিষ মন্বন্তরে এইরূপ সৃষ্টি কথিত হয় ॥ ২৬ ॥ বৈবস্বত  
 মন্বন্তরে মহৎ বারুণ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে ব্রহ্মা তাহার হোম কার্য্য করিয়া-  
 ছিলেন, এই সময় তাঁহার যেরূপ প্রজাসৃষ্টি হয়, বলিতেছি ॥ ২৭ ॥ পিতামহ  
 পূর্বে যে সপ্ত ঋষিকে মন হইতে উৎপাদন করেন, এক্ষণে ঐ মানস  
 পুত্রদিগকে স্বয়ং পুত্র করনা করিলেন। ২৮। হে সাধুশ্রেষ্ঠ! গন্ধর্ব্ব, সর্প,  
 দেব ও দানবদিগের বিবাদে অনেক সম্ভান বিনষ্ট হইলে দিতি কশ্যপের  
 আরাধনা করিতে লাগিলেন। ২৯। দিতিকর্তৃক সম্পূর্ণ আরাধিত হইয়া  
 তপস্বিশ্রেষ্ঠ কশ্যপ তাঁহাকে বরগ্রহণে প্রলোভিত করিলেন এবং  
 তিনিও ইন্দ্রকে বধ করিতে পারে, এমন একটি পুত্র প্রার্থনা করিলেন।  
 হে মুনিসত্তম! কশ্যপও সেই ভাষ্যাকে বর দিলেন। ৩০। ৩১। এবং  
 অতি উগ্রবর দান করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, “যদি ত্রিবিষ্ণুধ্যানপরায়ণা  
 অতি পবিত্রা ও শৌচবতী \* হইয়া তুমি শত বৎসর গর্ভধারণ করিতে  
 পার, তাহা হইলে তোমার পুত্র ইন্দ্রকে নিহত করিবে। কশ্যপ মূনি  
 ইহা বলিয়া সেই দেবীর সহিত সঙ্গত হইলেন। ৩২। ৩৩। তিনিও  
 ও শৌচসমবিতা হইয়া সেই গর্ভধারণ করিলেন। অমরাধিপতি  
 ইন্দ্র সেই গর্ভকে আপনার বধের কারণ জানিয়াও বিনীত ও গুপ্তা-  
 পরায়ণ হইয়া দিতির নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহার অন্তর-  
 শ্রেণ্সু (শৌচাদিশুভ্র-কালদর্শনেচ্ছু অর্থাৎ ছিদ্ৰাবেষণতৎপর) হইয়া বাস  
 করিতে লাগিলেন। ৩৪। ৩৫। নবনবতি বৎসর পূর্ণ হইলে পর তিনি দিতির  
 এই দোষ দেখিতে পাইলেন যে, দিতি পাদ প্রক্ষালন না করিয়া শয়ন করি-

---

\* শৌচাদি নিয়ম যথা,—সন্ধ্যায়োর্নৈব ভোক্তব্যং গর্ত্তিধ্যা বরবর্ণিনি ! ন  
 দ্রাতব্যং ন ভোক্তব্যং বৃক্ষমূলেষু সর্করা। বর্জয়েৎ কলং লোকে গাত্রভঙ্গং  
 তটৈব চ। নো বৃক্ষকেশী ভিষ্টেচ্চ নাগুচিঃ ত্রাৎ কদাচন।

লেন; নিদ্রিত হইলে, ইন্দ্র বজ্রগ্রহণপূর্বক তাহার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া মহাগর্ভকে সপ্তধা ছেদন করিলেন। ৩৬। ৩৭। সেই গর্ভ বজ্রদ্বারা ছিদ্যমান হইয়া অতি দারুণ শব্দে রোদন করিতে লাগিল। শক্র (ইন্দ্র) তাহাকে “রোদন করিও না” এই কথা বারংবার বলিলেন। ৩৮। সেই গর্ভ সপ্ত খণ্ড হইল, ইন্দ্র কুপিত হইয়া শক্রবিদারণ বজ্রদ্বারা সেই এক এক খণ্ডকে পুনর্ব্বার সপ্ত খণ্ড করিলেন। ৩৯। তাহার মরুৎনামে অভিবেগবান্ দেবগণ হইলেন, ইন্দ্র যে বলিয়াছিলেন “মারোদীঃ” অর্থাৎ রোদন করিও না, তাহাতেই তাহার মরুৎনামে অভিহিত হইলেন, এই একোনপঞ্চাশৎ দেব, বজ্রপাণি অর্থাৎ ইন্দ্রের সহায় ॥ ৪০ ॥

একবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন, উদনস্তর লোক পিতামহ (ব্রহ্মা) ক্রমে ক্রমে (সকলকে) রাজ্যদান করিয়া ছিলেন। ১। ব্রহ্মা, চন্দ্রকে নক্ষত্র, গ্রহ, বিগ্র, নানাবিধ লতা, বজ্র এবং তপস্তার রাজ্যে স্থাপিত করিলেন। ২। অনস্তর কুবেরকে রাজাদিগের, বরুণকে জলের, বিষ্ণুকে আদিত্যগণের ও পাবককে বসুগণের রাজ্যে পতি করিলেন। ৩। দক্ষকে প্রজাপতিগণের, ইন্দ্রকে মরুৎগণের প্রহ্লাদকে দৈত্য ও দানবদিগের অধিপতি করিয়াছিলেন। ৪। ধর্ম্মরাজ যমকে পিতৃগণের রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, ঐরাবতকে অসংখ্য গজেন্দ্রের অধিপত্য দিলেন। ৫। গরুড়কে পক্ষিগণের, উচ্চৈঃশ্রবাকে অশ্বগণের, বৃষভকে গোগণের, শ্বেবকে নাগগণের, সিংহকে যুগগণের, প্লক্ষকে বনস্পতি- (বৃক্ষ) গণের এবং ইন্দ্রকে দেবগণেরও রাজ্য করিলেন। ৬। ৭। প্রজাপতি-পতি ব্রহ্মা এইরূপে রাজ্য সকল বিভাগ করিয়া অনস্তর দিক্‌পালগণকে সর্গদিকে স্থাপিত করিলেন। ৮। তিনি বৈরাজ প্রজাপতির পূর্ব্ব

জম্ববাকে পূর্বদিকে দিক্‌পাল নিযুক্ত করিলেন । ৯ । কর্ধম প্রজাপতির  
 পুত্র নম্বখ্য রাজাকে দক্ষিণদিকে অতিবিত্ত করিলেন । ১০ । রজের পুত্র  
 অক্ষয় মহাত্মা কেতুমান্ রাজাকে পশ্চিম দিকে স্থাপন করিলেন । ১১ ।  
 এবং পর্কত প্রজাপতির পুত্র দুর্ধ্ব রাজা হিরণ্যারোমাকে উত্তর দিকে  
 অতিবিত্ত করিলেন । তাঁহারা অন্যাপি এই সপ্তদ্বীপা সপত্তনা সমস্ত  
 পৃথিবীকে যথাপ্রদেশে (পূর্ব বিভাগানুসারে) ধর্মতঃ পরিপালন করিতে-  
 ছেন । ১২ । ১৩ । ১৪ । ১৫ । ১৬ । ১৭ । ১৮ । ১৯ । ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ । ২৬ । ২৭ । ২৮ । ২৯ । ৩০ ।  
 সকলেই পালনকার্যে প্রবৃত্ত মহাত্মা বিষ্ণুর বিভূতি-স্বরূপ । ১৪ । হে  
 বিজ্ঞাত্তম ! যে সকল ভূতেশ্বর (অধিপতি) হইলেন এবং যাহারা হইয়া-  
 ছেন, তাঁহারা সকলে সর্বভূত বিষ্ণুর অংশ । ১৫ । যাহারা দৈত্যাদিপতি,  
 যাহারা দানব ও রক্ষঃদিগের নাথ, যাহারা পিতৃ ও পক্ষিগণের পতি, যাহারা  
 মনুষ্য, নাগ, বা সর্পগণের অধিপতি, যাহারা বৃক্ষ, পর্কত ও গ্রহগণের অধিপ,  
 যাহারা অতীত হইয়াছেন, যাহারা বর্তমান এবং যাহারা ভবিষ্যতে হই-  
 বেন, তাঁহারা সকলেই সর্বভূত বিষ্ণুর অংশসমূহ । হে মহাপ্রাজ্ঞ !  
 পালন কার্যে প্রবৃত্ত সর্বেশ্বর হরি ব্যতিরেকে অস্ত্র কাহারও পালনসামর্থ্য  
 নাই । ১৬—২০ । রত্নঃ সর্বাধিষ্ঠান-সংপ্রদ এই সনাতন, সৃষ্টি-  
 বিবরে স্বজন, স্থিতিবিবরে পালন এবং প্রলয়কালে সংহার করিয়া থাকেন  
 । ২১ । জনাৰ্দ্দন সংসৃষ্টিবিবরে চতুর্বিভাগ ও পালনবিবরে চতুর্দ্বাসংস্থিত  
 এবং অন্তেও চতুর্ভেদ হইয়া প্রণয় করেন । ২২ । এই অব্যক্ত সৃষ্টিমান্  
 এক অংশদ্বারা ব্রহ্মা, অস্ত্র ভাগে মরীচিপ্রধান প্রজাপতি হইলেন, তাঁহার  
 কৃতীর অংশ কাল এবং অপর অংশ সর্বভূত । এই ব্রহ্মোৎপাদক বিষ্ণু  
 সংসৃষ্টিবিবরে এইরূপ চতুঃপ্রকারে বর্তমান থাকেন । ২৩ । ২৪ । পুরুষোত্তম  
 বিষ্ণু, স্থিতিবিবরে সর্বগুণ সমাপ্ত করিয়া এক অংশদ্বারা প্রতিপালন  
 করেন, অস্ত্র অংশে মন্বাদি রূপ, অপর অংশে কালরূপ এবং অস্ত্র অংশে  
 সর্বভূতে সংস্থিত হইয়া ক্রীড়া করেন । ২৫ । ২৬ । এবং তপস্বান্ অজ  
 (বিষ্ণু) অস্ত্রকালে আবার তমোবৃত্তি আশ্রয় করিয়া এক অংশ দ্বারা  
 কলরূপ হইলেন, অন্য ভাগদ্বারা অগ্নি-অস্ত্রকালরূপে বর্তমান থাকেন, অন্য  
 ভাগ কালবরূপ এবং অপর অংশ সর্বভূত । ২৭ । ২৮ । হে ব্রহ্মন্ ! বিজ্ঞান-

কারী সেই মহাত্মার এইরূপ সার্বকালিকী (সর্বকালগত) চতুর্দা বিভাগ করিয়া কথিত হয় । ২৯ । ব্রহ্মা, দক্ষাদি, কাল এবং অধিল জন্ত, হরির এই সকল বিভূতি জগতের সৃষ্টির হেতু । ৩০ । হে দ্বিজ ! বিষ্ণু, মহাদি, কাল এবং সর্বভূত, স্থিতির নিমিত্ত-ভূত বিষ্ণুর এই সকল বিভূতি । ৩১ । ব্রহ্ম, কাল, অন্তকাদি এবং সমস্ত জন্ত, জনার্দনের এই চতুঃপ্রকার বিভূতি প্রলয়ের নিমিত্ত হইলেন । ৩২ । হে দ্বিজ ! জগতের আদিতে এবং মধ্যে ব্রহ্মা ও মরীচিপ্রধান জন্তগণ প্রলয় পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন । ৩৩ । আদিকালে ব্রহ্মা সজ্জন করেন, তদনন্তর মরীচি-শ্রেষ্ঠ জন্তগণ প্রতিজন আপত্য উৎপাদন করেন । ৩৪ । হে দ্বিজ ! ব্রহ্মা, প্রজাপতিগণ এবং অধিল জন্ত, সকলেই কাল ব্যতিরেকে সৃষ্টি-নিষ্পাদক হইতে পারেন না । ৩৫ । হে মৈত্রেয় ! পালন বিষয়েও দেব-দেবের এইরূপ চতুর্দা বিভাগ উপদিষ্ট (কথিত) হয় এবং প্রলয়েও সেইরূপ । ৩৬ । হে দ্বিজ ! যে কোন প্রাণী ঘরা ঘাছা কিছু সৃষ্ট হয়, সেই সৃজ্য বস্তুর উৎপত্তি বিষয়ে তৎসমস্তই হরিরই তত্ত্ব । ৩৭ । কিংবা যে ঘাছা কিছু স্থাবর-জঙ্গম ভূতকে কোথাও সংহার করে, হে মৈত্রেয় ! তাহা জনার্দনেরই, অন্তকারী রোক্ত শরীর । ৩৮ । সকলের ঈশ্বর জনার্দন এইরূপেই জগৎ-স্রষ্টা, জগৎপাতা এবং জগদন্তক । ৩৯ । তাঁহার অশ্ব পদ, গুণ-প্রবৃত্তি অর্থাৎ সব, রজঃ ও তমো গুণের ক্ষোভ দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্তকালে এইরূপ ত্রিধা অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে সংপ্রবর্ত্ত হন । ৪০ । পরমাত্মার স্বরূপ অহুপম, তত্ত্বজ্ঞানময় কিংবা অসংবেদ্য হইলেও চতুঃপ্রকার । ৪১ । মৈত্রেয় কহিলেন, হে মুনে ! আপনি যে পরম পদের কথা বলিলেন, সেই ব্রহ্মভূতের (পরম পদের) চতুঃপ্রকারতা আমাকে বর্ণাভায়ে বলুন । ৪২ । পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয় ! সর্ববস্তুর যাগ কারণ, তাহাকেই সাধন বলা যায় এবং যাগ সাধন করিবার নিমিত্ত আপনাত্মা অভিমত, তাহাই সাধা । ৪৩ । মুক্তিকাম যোগীর সাধন,—প্রাণায়ামাদি ; এবং পরম ব্রহ্ম,—সাধ্য । যাগ হইতে পুনরাবর্ত্তন হয় না । ৪৪ । হে মুনে ! সাধনের আলম্বন অর্থাৎ শুদ্ধ স্বপদার্থ-বিষয়ক যে জ্ঞান যোগীর মুক্তির কারণ হয়, তাহাই সেই ব্রহ্মভূতের প্রথম ভেদ । ৪৫ । মহামুনে ! কেশ-মুক্তির নিমিত্ত যোগা-



ভ্যাসকারী ষোগীর সাধ্য যে ব্রহ্ম, তদান্বয়ন অর্থাৎ তৎপদলক্ষ্য ব্রহ্ম বিষয়ের যে বিশেষ জ্ঞান, তাহা দ্বিতীয় অংশ \* ১৪৬। উক্তয় সাধ্য-সাধনের অবিভাগে (ত্রৈকো) অদ্বৈতময় অর্থাৎ ব্রহ্মই আমি, এইরূপ যে বিশেষ জ্ঞান, তাহাই অল্প বা তৃতীয় ভাগ বলিতেছি ১৪৭। এবং এই জ্ঞানত্রয়ের যে বিশেষ (অর্থাৎ আমি দেহাদি হইতে ভিন্ন, আমি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, এইরূপ যে পার্থক্য বোধ), তাহার নিরাকরণ (অর্থাৎ পরিত্যাগ) দ্বারা জ্ঞানময় বিষ্ণুর পরমপদ-নামক যে এক প্রকার জ্ঞান, তাহাই চতুর্থ বলিয়া উক্ত। তাহা দর্শিতাস্ত্র-স্বরূপ-বিশিষ্ট, নির্বাণাপার, অনাখ্যেয়, ব্যাপ্তিমাত্র, অনৌপম, আত্ম-সংবোধ-বিষয়, সমামাত্র, অলক্ষণ, প্রশান্ত, অভয়, শুদ্ধ, অবিতার্য ও অসংশ্রিত ১৪৮—৫০। হে বিজ্ঞ! অন্তজ্ঞান-রোধ অর্থাৎ অবিদ্যানাশ দ্বারা যে যোগিগণ, তাঁহাতে (চতুর্থ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে) লীন হয়েন, তাঁহারা সংসারক্ষেত্রে বীজবপন-কর্ম-বিষয়ে নির্বীজতা (নির্কাসনতা) প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ তাঁহাদের পুনর্জন্ম হয় না। ৫১। অমল, নিত্য, ব্যাপক, অক্ষয় ও সমস্ত-ভেদ-রহিত বিষ্ণুনামক পরমপদ এইপ্রকার। ৫২। পাপপুণ্যের বিনাশ হইলে ক্লীণ-ক্লেশ ও অভিনির্মূল ষোগী সেই পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন, যাহা হইতে আর পুনরাবর্তন হয় না। ৫৩। সেই ব্রহ্মের দুই রূপ,—মূর্ত ও অমূর্ত। সেই ক্ষর ও অক্ষর স্বরূপ ঐ রূপদ্বয় সর্বভূতে অবস্থিত। ৫৪। অক্ষর,—সেই পরম ব্রহ্ম; ক্ষর,—এই সমস্ত জগৎ। এক স্থানে স্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না (প্রভা) যেমন বিস্তারিত, সেইরূপ পরব্রহ্মের শক্তি, এই অখিল জগৎ। হে মৈত্রেয়! যেমন অগ্নির নৈকট্য ও দূরত্বনিবন্ধন জ্যোৎস্নার বহুত্ব ও অল্পতাময় ভেদ হয়, সেইরূপ সেই ব্রহ্মশক্তিরও ভেদ অর্থাৎ তারতম্য বিদ্যমান আছে। হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইহঁদের প্রধান ব্রহ্মশক্তি। ৫৫—৫৭। মৈত্রেয়! দেবগণ ত্রাহা অপেক্ষা ন্যূন, তাহা অপেক্ষা দক্ষাদি ন্যূন, মহুঘা পশু মৃগ পক্ষী সরীসৃপ প্রভৃতি তদপেক্ষা ন্যূন ও ন্যূনতর। এবং তদনন্তর

\* পঞ্চদশীর তত্ত্ববিবেক-নামক প্রথম পরিচ্ছেদ অধ্যয়ন করিলে সাধ্য-সাধন বা জীব-ব্রহ্মের সবিস্তার উপদেশ পাওয়া যাইবে।

বৃক্ষ শুদ্ধাদি। ৫৮ \*। হে মুনিবর! উগাধিনিবন্ধন আবির্ভাব, তিরো-  
ভাব, জন্ম ও নাশবিধিষ্ট হইলেও সেই এই জগৎ বস্তুতঃ অক্ষর ও নিত্য  
(ব্রহ্ম)। ৫৯। সর্বশক্তিময় বিষ্ণু অপর ব্রহ্মের স্বরূপ, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মূর্ত্ত,—  
ঐহাকে যোগিগণ সমাধির পূর্বে যোগারম্ভে চিন্তা করেন। ৬০। হে মুনে!  
যোগিগণের মন ঐহার প্রতি একাগ্র হইলে সালগুন (ধ্যেয় বিষ্ণুর সহিত)  
এবং সবীজ (মন্ত্রজপাদি সহিত) মহাবোগ সংস্থির হয়, অর্থাৎ যোগিগণের  
সমাধি জন্মে। ৬১। হে মহাতাগ। ব্রহ্মের শক্তি সকলের মধ্যে সেই  
হরি প্রধান; যেহেতু তিনিই মূর্ত্ত, অর্থাৎ ঘনীভূত ব্রহ্ম; স্তবরাং অতি  
নিকটবর্ত্তী; এবং সর্বময় (সম্পূর্ণ ব্রহ্মরূপ) অর্থাৎ ব্রহ্মাদির ত্রায় তাঁহার  
অংশ নহেন। ৬২। তাঁহাতে এই সমস্ত জগৎ ওতপ্রোত অর্থাৎ তন্তুতে  
ব্রহ্মের ত্রায় সর্বতোভাবে অন্তর্ভূত। মুনে! তাঁহা হইতে জগৎ উৎপন্ন,  
ও তাঁহাতে স্থিত এবং তিনিই জগৎ। ৬৩। কার্য-কারণাত্মক ঈশ্বর  
বিষ্ণু, পুরুষ-প্রকৃতিময় অখিল জগৎকে ভূষণরূপে ও অন্তরূপে ধারণ  
করিতেছেন। ৬৪। মৈত্রেয় কহিলেন,—ভগবান্ বিষ্ণু যে ভূষণ ও অন্ত-  
রূপে এই অখিল জগৎ ধারণ করিতেছেন, তাহা আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক  
বলুন। ৬৫। পরাশর কহিলেন,—আমি, অগ্রমের প্রভাবিষ্ণু বিষ্ণুকে নমস্কার  
করিয়া, বসিষ্ঠ আমাকে যেরূপ বলিয়াছেন, তাহাই তোমাকে বলিতেছি। ৬৬।  
ভগবান্ ২০০০ এই জগতের নিলেপ, অ-গুণ ও অমল আত্মাকে অর্থাৎ  
শুদ্ধ ক্ষেত্রকে পুরুষকে কোন্ডভমণি-স্বরূপে ধারণ করিতেছেন। ৬৭। প্রধান  
(প্রকৃতি) ত্রীবৎসরূপে অনন্তের শরীরে আশ্রিত এবং বুদ্ধি মাধবের গদাধার  
অবস্থিত। ৬৮। ঈশ্বর তামস ও রাজস অহঙ্কারকে যথাক্রমে শঙ্খ ও  
শাঙ্গ'বর ধনুঃরূপে ধারণ করিতেছেন। ৬৯। সামর্থ্যস্বরূপ এবং বায়ু অপেক্ষাও  
বেগবান্ সাত্বিক অহঙ্কারাত্মক মনকে বিষ্ণু হস্তস্থিত চক্রস্বরূপে ধারণ  
করেন। ৭০। হে দ্বিজ! গদাধরের পঞ্চরূপা অর্থাৎ মুলা, মাণিকা, মরকত,  
ইন্দ্রনীল ও হীরক-সমবর্ণা যে বৈজয়ন্তী নাম্নী মালা আছে, তাহা পঞ্চতন্ত্র  
পংক্তি এবং পঞ্চমহাভূত পংক্তি। ৭১। বুদ্ধি ও কর্ম্মাত্মক যে সকল ইন্দ্রিয়

\* তারতম্য অর্থাৎ অবিদ্যা আবরণের অল্পতা ও আধিক্য আছে, এইজন্য  
ঐ জ্ঞানির মধ্যে শ্রেষ্ঠতা ও হীনতা বলা যায়।

আত্মে, জ্ঞানার্জন তাহাদিগকে অসংখ্য শরীরে ধারণ করেন । ৭২ । অচ্যুত  
 যে অতি নির্মল অসিরস ধারণ করেন, তাহা অবিদ্যাকোষস্থিত বিদ্যাময়  
 জ্ঞান । ৭৩ । হে মৈত্রেয় ! পুরুষ, প্রাধান, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ভূতগ্ৰণ, মন,  
 সকল ইন্দ্রিয়, বিদ্যা ও অবিদ্যা এই সমস্তই এইরূপে দ্ব্যীকেশে সমাপ্তিত  
 । ৭৪ । এই রূপ-বিস্ক্রিষ্ট হরি, প্রাণিবর্গের মজ্জলের নিমিত্ত মারাক্ষপ  
 হইয়া অস্ত্র ও ভূষণরূপে আশ্রিত এই সমস্ত ধারণ করিতেছেন । ৭৫ ।  
 অতএব পরমেশ্বর পুণ্ডরীকাক্ষ এইরূপে সবিকার প্রকৃতি, পুরুষ ও অখিল-  
 জগৎ ধারণ করিতেছেন । ৭৬ । হে মৈত্রেয় ! যাহা বিদ্যা, যাহা অবিদ্যা,  
 যাহা অসৎ, যাহা সৎ অব্যয়, সে সকলই সর্বভূতের ঈশ্বর মধুসূদনে অব-  
 স্থিত । ৭৭ । কলা, কাষ্ঠা, নিমেষাদি, দিন, ঋতু, অয়ন ও হায়নবিশিষ্ট  
 কালস্বরূপ নিত্য ভগবান ও অপর হরি অর্থাৎ হরির রূপান্তর । ৭৮ ।  
 মনিসত্ত্ব ! ভূলোক, ভুবলোক, স্বলোক এবং মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য এই  
 সপ্ত লোকও বিভূ ( বিষ্ণু ) । ৭৯ । পূর্ববর্তী সকলেরও পূর্বজ, লোকান্ত-মুষ্টি  
 হরি সত্ত্বই সর্ববিদ্যার আধাররূপে স্থিত । ৮০ । তদনন্তর নিরাকার সর্বে-  
 শ্বর অনন্ত ভূতমুষ্টি হইয়া দেব, মানুষ্য ও পশু-আদি বহুবিধ আকারে  
 অবস্থিত । ৮১ । ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ববেদ, ঐতিহাস (মহাভারতাদি),  
 উপবেদ (আয়ুর্বেদাদি) বেদান্তসমূহেব উক্তি সকল, সমস্ত বেদান্ত, মন্ত্র-  
 আদির কথিত অশেষ ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণসমূহ, যে কোন অনুবাক্ (কল্পস্থত্র),  
 যাহা কিছু কাব্যলাপ এবং সঙ্গীত এতৎ সমস্তই শব্দ-মুষ্টিধারী  
 মহাত্মা বিষ্ণুর শরীর । ৮২—৮৪ । কিংবা অজ্ঞাত কোন স্থানে যাহা  
 কিছু সাকার ও নিরাকার বস্তু আছে, সে সমস্তই তাঁহার শরীর । ৮৫ ।  
 “আমি হরি, এই সমস্ত জগৎ জনাধীন, তত্ত্বের অজ্ঞ কার্য্য কারণ নাই”  
 বাহার মন এইরূপ হয়, তাহার আর দেহজাত রাগ-দেবাদি জড়োপাঙ্গ উৎপন্ন  
 হয় না । ৮৬ । হে দ্বিজ ! বিষ্ণুপুরাণের এই প্রথম অংশ তোমাকে বলিলাম,  
 যাহা শ্রবণ করিলে সমস্ত লোপ যুক্ত হয় । ৮৭ । দ্বাদশ বৎসর কার্ভিক  
 মাসে পুষ্করতীর্থে জ্ঞান করিলে যে ফল হয়, হে মৈত্রেয় ! মানব এই  
 পুরাণ শ্রবণে তৎসমস্ত প্রাপ্ত হয় । ৮৮ । যে পুরুষ দেব, ঋষি, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব  
 ও যক্ষাদির উৎপত্তি শ্রবণ করেন, দেবাদিগণ তাঁহাকে বরদান করিয়া  
 থাকেন । ৮৯ ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

প্রথম অংশ সমাপ্ত ।

# বিষ্ণু পরাণ ।

## দ্বিতীয় অংশ ।

### প্রথম অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ভগবন্ গুরো! আমি জগতের সৃষ্টিসম্বন্ধে আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে সকল আপনি সম্পূর্ণরূপে আমাকে বলিলেন। ১। মুনিসত্তম! আপনি জগৎসৃষ্টি-সংক্রান্ত যে অংশের কথা বলিলেন, সেই বিষয় আমি পুনর্বার শুনিতে ইচ্ছা করি। ২। স্বায়ম্ভুব মনুর যে দুই পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, তাঁহাদের মধ্যে উত্তানপাদের পুত্র ঋবেশ্বরের বিষয় আপনি কহিলেন। ৩। হে দ্বিজ! প্রিয়ব্রতের সন্তানের কথা আপনি বলেন নাই, তাহা শুনিবার বাসনা করি, প্রসন্ন হইয়া অনুগ্রহপূর্বক বলুন। ৪। পরাশর কহিলেন,—প্রিয়ব্রত, কৰ্দ্দমের ঔরসজাতা কন্তাকে বিবাহ করেন; তাঁহার সম্রাট্ ও কুন্ধিনারী দুই কন্তা এবং দশ পুত্র। ৫। প্রিয়ব্রতের পুত্রগণ অত্যন্ত জ্ঞানবান্ মহাবীৰ্য্য, বিনোদ এবং পিতার প্রিয়পাত্র বলিয়া খ্যাত। তাহাদের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর। ৬। অগ্নীধর, অগ্নিবাহু, বপুস্মান্, দ্যুতিমান্, মেধা, মেধাতিথি, ভবা, সৰ্বন, পুত্র এবং দশম পুত্র জ্যোতিস্মান্। ইনি সত্যানামা অর্থাৎ নামের উপযুক্ত গুণবিশিষ্ট; এবং প্রিয়ব্রতের সেই সকল পুত্রের মধ্যে বলবীৰ্য্যে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। ৭। ৮। মেধা, অগ্নিবাহু ও পুত্র এই তিন পুত্র মহাভাগ্যবান্ এবং জ্ঞাতিস্বর হইয়াছিলেন, রাজ্যভোগে মনোযোগ করেন নাই,—যোগপরায়ণ হইলেন। ৯। মুনে! তাঁহারা সর্বদা সকল

বিষয়ে নির্ধর্ম এবং ফলের আকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ভায়াসুসারে ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। ১০। হে মুনিসত্তম মৈত্রেয়! প্রিয়ব্রত অবশিষ্ট সেই স্তমহাস্ত্রা সাত পুত্রকে সপ্তদ্বীপ বিভাগ করিয়া দিলেন। ১১। হে মহাতাপ! সেই পিতা, আদ্বীপকে জম্বুদ্বীপ দিলেন এবং মেধাতিথিকে প্লক্ষদ্বীপ প্রদান করেন। অনন্তর অপর পুত্র বপুস্মান্কে শাল্মলীদ্বীপে নরপতি করিয়া অভিষিক্ত করিলেন। প্রভু (পিতা প্রিয়ব্রত) জ্যোতিস্মান্কে কুশদ্বীপে রাজা করিলেন। ১২। ১৩। দ্যুতিস্মান্কে ক্রৌঞ্চদ্বীপে রাজত্ব করিতে আদেশ করিলেন। সেই প্রভু, ভবাকে শাকবাপের ঈশ্বর করিলেন এবং সবনকে পুষ্করদ্বীপে রাজা করাইলেন। ১৪। ১৫। হে মুনিসত্তম! জম্বুদ্বীপের ঈশ্বরযে আদ্বীপ, তাহার নয় পুত্র হয়; তাহারা সকলেই প্রজাপতি-তুল্য। ১৬। তাঁহাদিগের নাম যথাক্রমে নাভি, কিস্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্য, ষষ্ঠাহরণান, কুরু, ভদ্রাশ্ব এবং নবম কেতুমাল। ইহার। সকলেই সাধুচেষ্টে অর্থাৎ সংকর্শ্মশালী রাজা হইয়া ছিলেন। হে বিপ্র! জম্বুদ্বীপে তাহাদের বিভাগ শ্রবণ কর। ১৭। ১৮। পিতা (আদ্বীপ), নাভিকে দক্ষিণ হিমবর্ষ অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণ ভারতবর্ষ দান করেন এবং তিনি কিস্পুরুষকে হেমকূটবর্ষ দিয়াছিলেন। ১৯। হরিবর্ষকে তৃতীয় নৈষধবর্ষ দান করেন, ইলাবৃতকে মেরুর চতুর্দিক্‌বর্তী স্থান (ইলাবৃত বর্ষ) প্রদান করিয়াছিলেন। ২০। পিতা, নীলাচলের আশ্রিত বর্ষ রম্যকে দিলেন, তদুত্তরবর্তা ষেতবর্ষ হিরণ্যনকে দেওয়া হয়। ২১। শৃঙ্গবান্ পুষ্করের উত্তরস্থ যে বর্ষ (শৃঙ্গবৎবর্ষ) তাহা কুরুকে দিলেন, মেরুর পূর্বভাগে যে বর্ষ, তাহা ভদ্রাশ্বকে প্রদান করিলেন। ২২। এবং কেতুমালকে গন্ধমাদন-বর্ষ দান করেন। সেই নরেশ্বর সকল পুত্রকে এইরূপে এই সকল বর্ষ বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। ২৩। হে মৈত্রেয়! সেই ভূপতি সেই পুত্রাদিগকে এই সকল বর্ষে অভিষিক্ত করিয়া তপত্ৰাচরণের নিমিত্ত মহাপুণ্য শালগ্রামত্যাগে গমন করেন। ২৪। মহামুনে! (ভারতবর্ষ ব্যতীত) কিস্পুরুষাদি ষে আটটি বর্ষ, তথাপি স্বভাবতঃ কার্য্যসিদ্ধি হয়, বিনা যত্নেই সুখভোগ ঘটে। ২৫। সেই সকল বর্ষে অসুখ, অকাল-মৃত্যু প্রভৃতির বিপদায়ক নাই এবং জরা-মৃত্যুভয়ও নাই। সে সকল স্থানে ধর্মাধর্ম নাই, উত্তম, অধম ও মধ্যম নাই। ২৬। সেই অবশেষে

সর্বদাই যুগাবস্থা অর্থাৎ যুগভেদে দেহাদির যে হ্রাস হয়, তাহা নাই। যে মহাত্মা নাভির হিমবর্ষ ছিল, মেরু দেবীর গর্ভে তাঁহার ঋষভ নামে মহাত্মাতি পুত্র হইলেন ; ঋষভ হইতে ভরত জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ঋষভের শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ । ২৭। ২৮। সেই মহাত্মা ঋষভের রাজ্য-পালন ও বিবিধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরতকে রাজ্য করতঃ বানপ্রস্থ-বিধানানুসারে, তপস্শাচরণের জন্ত পুণ্ড্রের আশ্রমে গমন করিলেন ; এবং সেখানেও কৃতনিশ্চয় হইয়া বথানিয়মে তপস্যা করিতে লাগিলেন। যখন সেই মহীপতি তপস্যা দ্বারা অত্যন্ত কষিত (সুভরাং) কৃশ হইয়া পড়িলেন এবং সমস্ত শিরা দৃষ্ট হইতে লাগিল, তখন মুখে এক খণ্ড প্রস্তর দিয়া উলম্ববেশে মহাপ্রস্থান গমন করেন। তদনন্তর এই স্থান লোকে ভারতবর্ষনামে কথিত হইতেছে, যেহেতু পিতা (ঋষভ) বন প্রস্থান করিলে ভরতকে দিয়া বান। ভরতের স্মৃতি নামে একটি পরম ধার্মিক পুত্র হইয়াছিল। ২৯—৩০। পিতা (ভরত), বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান সহকারে সম্যক রাজ্যভোগ করিয়া তাঁহাকে (স্মৃতিকে) রাজ্য দিয়াছিলেন। হে মূনে ! সেই মহীপতি (ভরত), পুত্রকে রাজ্য-লক্ষী অর্পণপূর্বক শালগ্রাম তাঁর্থে যোগাত্যাসে রত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, পরে তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া যোগগণের শ্রেষ্ঠবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩৪। ৩৫। হে মৈত্রেয় ! তাঁহার চরিত্র তোমাকে পুনরায় বলিব। তাহার পর স্মৃতির ঔরসে ইন্দ্রহ্যম নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। ৩৬। তদনন্তর ইন্দ্রহ্যম হইতে পরমেষ্ঠীর জন্ম হয়। তাহার পুত্র প্রতীহার। প্রতীহারের প্রতীহর্তা নামে বিখ্যাত আত্মজ উৎপন্ন হন। ৩৭। প্রতীহর্তা হইতে ভুব উৎপন্ন ভুবের পুত্র উদগীথ, উদগীথের পুত্র অধিপতি প্রস্তাব। ৩৮। তাহা হইতে পৃথুর জন্ম। পৃথুর পুত্র নক্ত এবং নক্তের পুত্র গয়। ৩৯। গয়ের তনয় নর, তৎপরে তাঁহার পুত্র বিরাট উৎপন্ন হন। তাহার পুত্র মহাবীৰ্য্য ; মহাবীৰ্য্য হইতে ধীমান্ জন্ম গ্রহণ করেন। ৪০। তাঁহার পুত্র মহাক্ষ, মহাক্ষের আত্মজ মনস্য, মনস্যের পুত্র তৃষ্টা, তৃষ্টার বিরাজ, এবং বিরাজের পুত্র রজ। ৪১। হে মূনে ! রজের পুত্র শতজিৎ। শতজিতের এক-শত পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে বিবগ্ন্যোতি-প্রধান যে শত পুত্র দ্বারা

এই সকল প্রজা বান্ধিত হইয়াছে। ৪১। তাঁহারা এই ভারতবর্ষকে নবভাগে  
 'অলঙ্কৃত করিয়াছেন (নবভাগে বিভক্ত করিয়া রাজ্য করিয়াছিলেন)।  
 তাঁহাদের বংশধরগণ পূর্বে সত্য ত্রেতাাদিক্রমে একসপ্ততি যুগ পর্য্যন্ত এই  
 ভারতভূমি ভোগ করেন। ৪২। ৪৩। হে মনে! বিবাহ কলে স্বায়ত্ত্ব মন্থ  
 যখন প্রথম মন্বন্তরের অধিপতি ছিলেন, সেই সময়ে এই বংশ অর্থাৎ  
 প্রিয়ব্রতের বংশোৎপন্নরা রাজা হইয়াছিলেন। তদনন্তর স্বারোচিষ মন্বন্তর  
 হইতে উত্তানপাদের বংশীয়দিগের আধিপত্য হয়। এই স্বায়ত্ত্ব বংশের  
 পুত্র-পরম্পরা দ্বারা জগৎ পূর্ণ হইয়াছে। ৪৪।

প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে ব্রহ্মণ! আপনি আমাকে স্বায়ত্ত্ব মন্থর বংশ  
 কহিলেন, এক্ষণে আমি আপনার নিকট সকল ভূমণ্ডলের বিবরণ শুনিতে  
 বাসনা করি। ১। মনে! যতগুলি সাগর, দ্বীপ, বর্ষ, পর্বত, বন ও নদী  
 আছে, দেবাদিগণের যত পুরী আছে; এবং এই সমস্ত ভূমণ্ডলের পরিমাণ  
 কত, ইহার আধার কি, উপাদান কি এবং আকারই বা কিরূপ, অল্পগ্রহপূর্বক  
 বর্ণনাবৎ বলুন। ২। ৩। পরাশর কহিলেন,—মৈত্রেয়! এই সকল সংক্ষেপে  
 বলিতেছি, শ্রবণ কর, ইহীর বিস্তার বিবরণ শতবৎসরেও বলা যায় না। ৪।  
 হে ব্রহ্ম! জম্বু, প্রক, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুঙ্কর, এই সপ্ত দ্বীপ  
 ক্রমান্বয়ে লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ এবং জল; এই সপ্ত সমুদ্র দ্বারা  
 সর্বত্র সমভাবে পরিবেষ্টিত। ৫। ৬। হে মৈত্রেয়! জম্বুদ্বীপ এই সকলের  
 মধ্যস্থিত। তাহারও মধ্যস্থলে সূবর্ণ পর্বত মেরু অবস্থিত। ৭। ইহার উচ্চতা  
 চতুরশীতি সহস্র যোজন। অধোদিকে ষোড়শ সহস্র যোজন প্রবিষ্ট উপরি-  
 তাগে ষাট্রিংশ সহস্র যোজন বিস্তৃত এবং ইহার মূলের সম্পূর্ণ বিস্তার ষোড়শ  
 সহস্র যোজন। (সুতরাং) শৈলরাজ (মেরু), এই পৃথিবীরূপ পদ্মের  
 কর্ণিকার অর্থাৎ বীজকোশ-স্বরূপে সংস্থিত। ৮। ৯। ইহার দক্ষিণে হিমবান্,

হেমকূট ভাষ্য এবং উত্তরে নীল, পেত ও শঙ্গী এই সকল বর্ষ-পর্বত অর্থাৎ ভাবতাদিনবর্ষের সীমা নিরূপক পর্বত আছে । ১০। মধ্যস্থ দুই পর্বত ( নীল ও নিষধ ) পূর্ব পশ্চিমে লক্ষ যোজন করিয়া দীর্ঘ । অপর দুই দুইটা দশাংশ দশাংশ নান, অর্থাৎ হেমকূট ও শ্রেণ নবতি নবতি সহস্র যোজন এবং হিমবান ও শঙ্গী একাশীতি একাশীতি সহস্র যোজন দীর্ঘ । তাহার প্রত্যেকে দুই দুই সহস্র যোজন উচ্চ এবং সেই পরিমাণে বিস্তৃত । ১১। হে দ্বিজ ! মেরুর দক্ষিণদিকে প্রথমে ( সগদ তীরে ) ভারতবর্ষ, তৎপরে কিস্পুরুষবর্ষ এবং তদনন্তর হরিবর্ষ কথিত হয় । ১২। উত্তর দিকে রম্যক, তৎপরে হিরণ্য এবং তদনন্তর ভারতেন ভাস অর্থাৎ ধনুরাকার উত্তর কুরুবর্ষ । ১৩। হে দ্বিজসন্তম ! ইহাদের এক একটি নবসহস্র যোজন বিস্তৃত । ইলাবৃতবর্ষও নবসহস্র যোজন, তাহার মধ্যে সুবর্ণ-পর্বত মেক উচ্চিত । ১৪। মহাভাগ ! সেই ইলাবৃতবর্ষ মেরুর চতুর্দিকে নবসহস্র যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত । চারিদিকে চারিটি পর্বত আছে । ১৫। ঈশ্বর কর্তৃক মেরুব বিকল্প অর্থাৎ ধারণার্থ শঙ্কুরূপ নির্মিত হইয়া উহার চারিদিকে দশ দশ সহস্র যোজন উন্নত হইয়া আছে । পূর্বদিকে মরুর, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিম পার্শ্বে বিপুল এবং উত্তরদিকে স্রপার্শ । ১৬। ১৭ সেই সকল পর্বতে ক্রমাগত কদম্ব, জম্ব, পিল্ল ও বট, একাদশশত যোজন উচ্চ এই চারি বৃক্ষ পর্বতের ধজার জায় নির্মিত হইয়া রহিয়াছে । ১৮। হে মহামুনে ! সেই জম্বুই জম্বুদ্বীপ নাম হইবার কারণ । সেই জম্বু বৃক্ষের মহাগজ পরিমিত ফল সকল পর্বতপৃষ্ঠে পতিত হইয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহাদের রসে তথায় বিখ্যাত জম্বুনদী উৎপন্ন হইয়াছে । ১৯। ২০। সেই নদী গন্ধমাদন হইতে নির্গত হইতেছে, তথাকার নিবাসিগণ উহার স্জল পান কবে, জম্বুনদীর জলে শ্বেদ বা দৌর্গন্ধ্য নাই, এই জল পান করায় তথায় লোকদিগের জরা বা ইন্দ্রিয়ক্ষয় হয় না এবং অন্তঃকরণ প্রচ্ছন্ন হয় । তীরস্থ মৃত্তিকা স্পর্শে বায়ু দ্বারা বিশোধিত হইয়া জাম্বুনদ নামে সুবর্ণরূপে পরিণত হয়, ইহা সিদ্ধগুণের ভূষণ । ২১। ২২। হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! মেরুর পূর্বদিকে ভদ্রাশ্ব এবং পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ, তাহাদের মধ্যে ইলাবৃতবর্ষ । ২৩। মেরুর পূর্বে চৈত্ররথ বন, দক্ষিণে গন্ধমাদন বন, পশ্চিমে বৈভ্রাজবন এবং



উৎসবের সেইরূপ নন্দন বন আছে । ২৪ । অরুণোদ, মহাভক্ত, অসিতোদ এবং মানস এই চারিটা দেবভোগ্য সরোবর সর্বদা মেকর চারিদিকে বহিরাচ্ছে । ২৫ শীতান্ত, ক্রমুঞ্জ, কুরয়ী এবং মাল্যবান, বৈকুণ্ঠপ্রধান এই সকল পর্বত (ভূপদের কর্ণিকার রূপ) মেকর পূর্বদিকের কেসর । ত্রিকূট, শিশির, পতঙ্গ এবং রুচক, নিষধপ্রধান এই সকল পর্বত তাহার দক্ষিণ দিকের কেসর । শিখিবাসা, বৈদূৰ্ঘ্য, কপিল ও গন্ধমাদন, জারুধিপ্রধান এই সকল কেসর পর্বত সেইরূপ পশ্চিমদিকে অবস্থিত । ২৬ । ২৭ । এবং শঙ্ককূট, শ্বষভ, হংস এবং নাগ, কালঞ্জরপ্রধান এই সকল কেসরাচল উত্তরদিকে অবস্থিত । এই সমুদায় পর্বত মেকর অন্তরঙ্গে অর্গাৎ মূল সমীপস্থ আছে এবং জঠরাদিতে অবস্থিত রহিয়াছে । ২৮ । হে মৈত্রেয় ! মেকর উপরিভাগে অন্তরীক্ষে চতুর্দশ সহস্র বোজন পরিমিত ব্রহ্মার বিখ্যাত মহাপুরী (ব্রহ্মপুরী) রহিয়াছে । ২৯ । তাহার চারিদিকে ও চারি কোণে ঈজাদি-লোকপালগণের বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ পুর সকল আছে । ৩০ । বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা চন্দ্রমণ্ডলের চতুর্দিক প্রাবিত করিয়া অন্তরীক্ষ হইতে ব্রহ্মপুরীতে পতিত হইতেছেন । ৩১ । সেই গঙ্গা সেখানে পতিত হইয়া চতুর্দিকে চতুর্দা বিভক্ত হইতেছেন ; তাহাদের নাম সীতা, অলকনন্দা, চক্ষু ও ভদ্রা । ৩২ । তন্মধ্যে সীতা পূর্ব-বাহিনী হইয়া আকাশ পথে এক পর্বত হইতে অন্য পর্বতে গমন করিতেছেন, তদনন্তর তিনি ভদ্রা নামক পূর্ববর্ষ দিয়া সমুদ্রে মিলিত হইতেছেন । ৩৩ । মহামুনে ! সেইরূপ অলকনন্দাও দক্ষিণবাহিনী হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া সপ্তভাগে বিভক্ত হওত দাগরে গমন করিতেছেন । ৩৪ । চক্ষুও পশ্চিম দিকস্থিত পর্বতসকল অতিক্রমপূর্বক কেতুমাল নামক পশ্চিমবর্ষ হইয়া দাগরে মিলিত হইতেছেন । ৩৫ ! মহামুনে ! ভদ্রা সেইরূপ উত্তরগিরি এবং উত্তরকুরু অতিক্রম করিয়া উত্তর সমুদ্রে গমন করিতেছেন । ৩৬ । মাল্যবান ও গন্ধমাদন পর্বত উত্তর-দক্ষিণে নীল ও নিষধ পর্বত পর্য্যন্ত দীর্ঘ । মেক তাহাদের মধ্যে কর্ণিকাকারে সংস্থিত । ৩৭ । মর্যাদা-শৈলের মধ্যবর্তী ভারতবর্ষ কেতুমালবর্ষ, ভদ্রাবর্ষ এবং কুরুবর্ষ । জম্ববীপরূপ পদের পত্র স্বরূপ । ৩৮ । জঠর ও দেবকূট এই দুইটি মর্যাদা-পর্বত । তাহার উত্তর-দক্ষিণে নীল ও নিষধ পর্বত পর্য্যন্ত দীর্ঘ । ৩৯ । পূর্বপশ্চিমে আরও

পদ্মাদান ও কৈলাস, এই দুই মৰ্যাদা-পৰ্বত অলীতি যোজন করিয়া দীৰ্ঘ এবং সমুদ্রের অন্তর্ভাগে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত । ৪০। মেরুর পশ্চিম দিগ্ভাগে নিবধ ও পারিপাত্র নামক দুই মৰ্যাদা-পৰ্বত, পূর্বদিক্‌র্তা দুই পৰ্বতের স্তায় অবস্থিত অর্থাৎ তাহারা যেমন নীল নিবধ পর্য্যন্ত দীৰ্ঘ, সেইরূপ মেরুর উত্তরদিকে ত্রিশূল ও জাক্‌ধি দুই বর্ষ-পৰ্বত আছে, এই দুইটি পূর্বপশ্চিমে দীৰ্ঘ এবং সাগরগর্ভে প্রবিষ্ট । ৪২। হে মুনিবর! এই সকল জঠরাদি সীমা পৰ্বতের বিষয় তোমাকে বলিলাম। তাহাদের দুই দুইটি পৰ্বত মেরুর চতুর্দিকে আছে । ৪৩। মূনে! মেরুর চতুর্দিকে শীতান্ত প্রভৃতি যে সকল কেসর পৰ্বতের কথা বলিলাম, তাহাদের মধ্যে অনেক মনোরম কন্দর আছে। সিদ্ধ-দেব-পায়কগণ তথায় বাস করেন। সেই সকল কন্দরে সুরমা কানন ও প্রু আছে । ৪৪। ৪৫। হে মুনিসত্তম! সেই সকল স্থানে লক্ষ্মী, বিষ্ণু, অগ্নি ও সূর্যাদি দেব-গণের প্রেষ্ঠ কিম্বদন্তি আয়তন বর্ষ সকল রহিয়াছে । ৪৬। পদ্মকর্ক, বহু, রক্ষ, দৈত্যের ও দানবসমূহ সেই সকল রমণীয় শৈলকন্দরে নিবাসি নিশী ক্রীড়া করিতেছেন। মূনে! এই সকল স্থান ভৌম অর্থাৎ পৃথিবীর স্বর্গ বলিয়া উল্লিখিত হয়। ইহা ধার্মিক লোকদিগের বাসস্থান, পাপিষ্ঠ-গণ শতক্রমেও এখানে বাহিতে পারে না । ৪৭। ৪৮। ব্রহ্মন্! ভগবান্ বিষ্ণু ভদ্রাশ্ববর্ষে হুয়শিরারূপে, কেতুমালবর্ষে বরাহরূপে এবং ভায়তবর্ষে কুম্ভরূপে অবস্থিত আছেন । ৪৯। জনার্দন গোবিন্দ, কুরুবর্ষে মৎস্তরূপে রহিয়াছেন। সর্ব সর্বেশ্বর হরি বিশ্বরূপে সর্বত্রই বিরাজমান। তিনি সকলের আধার ও অখিলায়ক। মহামূনে! কিংপুরুষাদি যে আটটি বর্ষ, সে সকলে শোক, শ্রম, উষেগ, ক্ষুধা ও ভয়াদি নাই। ৫০। ৫১। প্রজা-গণ স্বচ্ছ, নিরাতঙ্ক, সর্বদুঃখ বিবর্জিত এবং দশ বা দ্বাদশ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত স্থিরায়ু হইয়া জীবিত থাকে । ৫২। সে সকল স্থানে পর্জন্তদেব বর্ষণ করেন না,—পার্থিব জলই প্রচুর পরিমাণে আছে এবং সেই সকল স্থানে সত্য ত্রেতাাদি করনা নাই। ৫৩। হে দ্বিজোত্তম! এই সকল বর্ষে সাত সাতটি করিয়া কুলাচল এবং শত শত নদী আছে; নদীসমূহ সেই সকল কূলপৰ্বত হইতে নিঃসৃত । ৫৪।

দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## তৃতীয় অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন, বাহা সমুদ্রের উত্তর ও হিমালয়পর্বতের দক্ষিণ, তাহার নাম ভারতবর্ষ; যেখানে ভরতের বংশ বাস করেন। ১। তে মহামুনে! ইতার বিস্তার নবসহস্র যোজন। ইহা পূর্ণগামী এবং মোক্ষগামী পুরুষ-দিগের কর্তৃত্বমি। ২। এখানে মাহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষ, বিদ্যা ও পারিপাত্র, এই সাতটি কুলপর্বত আছে। ৩। মুনে! এই স্থান হইতে পূর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, পুরুষেরা এই স্থান হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন এবং এখান হইতেই তির্গাক জাতিতে ও নরকে গমন করে। ৪। এই স্থান হইতে পূর্ণ (ভৌমপূর্ণ—ইলাবতাদিবর্ষ), মোক্ষ (সদাঃমুক্তি) অস্তরীক লোক এবং পাতালাদি লোকে গমন করা যায়। অল্প জ্ঞান ও স্থানে মনুষ্যদিগের কর্মের বিধি নাই। ৫। এই ভারতবর্ষের নয় ভাগ আছে, প্রবণ কর। ইন্দ্রদ্বীপ, কশেকমান, তাম্রবর্ষ, গভস্তিমান, নাগ-দ্বীপ, সৌম্য, পুরুষ, বারুণ এবং এই সাগরসংবৃত্ত দ্বীপ, তাহাদের মধ্যে নবম এই দ্বীপ উত্তর দক্ষিণে সহস্র যোজন দীর্ঘ। ৬। ৭। ইতার পূর্বদিকে কিরাভগণ আছে, পশ্চিমে যবনবা অবস্থিত এবং মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্রগণ ভাগানুসারে যজ্ঞ, যজ্ঞ, বাগিক পোভক্তি অবলম্বন করত বাস করিতেছেন। শতজ-চন্দ্রভাগাদি নদী হিমালয়ের মলদেশ হইতে নির্গত হইয়াছে। হে মুনে! বেদ-স্মৃতিপ্রধানা কতকগুলি নদী পারিপাত্রে পর্বত হইতে উৎপন্ন। নর্মদা ও সরসাদি নদী বিজ্যাচল হইতে নির্গত। ৮—১০। তাপী, পয়োফী ও নির্ঝিষ্যা প্রভৃতি নদী, ঋক্ষ পর্বত হইতে সমুৎপন্ন। গোদাবরী, ভীমরথী ও কৃষ্ণবেণী আদি পাণ্ডুরহাতিদ্বীপ সহ পর্বতের পাদদেশ হইতে উৎপন্ন। কৃতমালা ও তাম্রপণী প্রধানা কতকগুলি নদী মলয় হইতে উৎপন্ন। ১১। ১২। ত্রিসামা আর্ধ্যকুল্যাদি নদী মহেন্দ্র পর্বত হইতে উৎপন্ন। এবং ঋষিকুল্যা ও কুমারী আদি কতকগুলি নদী শুক্তিমান পর্বতের পাদসমুৎপন্ন। ১৩। ইহাদের সহস্র সহস্র শাখা-নদী ও উপনদী আছে। কুরুপাকালবাসিগণ, মধ্যদেশাদি স্থানবাসী জনগণ,

পূর্বদেশবাসিগণ, কামরূপ-নিবাসিগণ, পুণ্ড্র, “কলিঙ্গ,” মগধ ও সমস্ত দাক্ষিণাত্যবাসিগণ এবং অপরাস্ত, সৌরাষ্ট্র, শূর, ভীর, অর্জুন, কারুব, মালব ও পারিপাট্রনিবাসিগণ, দ্রৌবীর, সৈন্ধব, হূণ, শাষ ও শাকলবাসিগণ, ময়, আরাম, অশ্বঠ ও পারসীকাদি, এই সমস্ত লোক সেই সকল নদীর তীরে বাস করেন এবং তাহাদের জলপান করেন । এই সকল নদীর সমীপবর্তী দেশ সকল ছুটে পুষ্ট মনুষ্যে পরিপূর্ণ এবং মহাভাগ্যবান । ১৪—১৮ । হে মহামুনে ! এই ভারতবর্ষই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি চারিযুগ অর্থাৎ ধর্মের হ্রাস বৃদ্ধি আছে,—অন্ত কোথাও নাই । ১৯ । এখানে মুনিগণ তপস্তা করেন, যাজ্ঞিকগণ হোম করেন এবং সেই স্থানেই লোকে পরলোকের জন্ত আদর পূর্বক দান করিয়া থাকেন । ২০ । জম্বুদ্বীপে মনুষ্যগণ যজ্ঞময় যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুকে সর্বদা যজ্ঞদ্বারা পূজা করিয়া থাকেন । অন্ত্রদ্বীপে অন্ত্র প্রকার, অর্থাৎ সোমশস্যাদির পূজা হয় । ২১ । মহামুনে ! জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু ইহা কর্মভূমি, উত্তীর্ণ অন্ত্র স্থানগুলি ভোগ ভূমি । ২২ । হে সাধুশ্রেষ্ঠ ! জীবগণ সহস্র সহস্র জন্মের পর পুণ্যবলে কদাচিত্ এই ভারতবর্ষে মনুষ্য জন্ম লাভ করেন । ২৩ । দেবগণ এইরূপ গীতিগান করিয়া থাকেন, “বাহারা স্বর্গ ও মোক্ষাস্পদের পথ-স্বরূপ ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা আমাদের অপেক্ষাও অধিক ধন্য । ২৪ । সেই অমল অর্থাৎ নিম্পাপ ব্যক্তিগণ এই কর্মভূমিতে জন্ম গ্রহণপূর্বক নিজাম কন্ম করতঃ পরমায়ুভূত বিষ্ণুতে অর্পণ করিয়া তাঁহাতে লয় (ঐক্য) প্রাপ্ত হইলেন । ২৫ । স্বর্গপ্রদ কর্ম ক্ষয় হইয়া গেলে আমরা কোধার জন্মগ্রহণ করিব, ইহা জানি না । সেই সকল মনুষ্যই ধন্য, বাঁহারা নিভাত্ত হুজির-বিহীন না হইয়া ভারতে জন্ম লাভ করিয়াছেন” । ২৬ । মৈত্রেয় ! নববর্ষবিশিষ্ট লক্ষ্যযোজন বিস্তৃত এই জম্বুদ্বীপের কথা তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম । ২৭ । হে মৈত্রেয় ! লক্ষ যোজন বিস্তৃত লবণ সমুদ্র জম্বুদ্বীপকে পরিবেষ্টন করিয়া বন্যাাকারে বহির্ভাগে অবস্থিত রহিয়াছে । ২৮ ।

## চতুর্থ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—জম্বুনাথক দ্বীপ যেমন লবণ সমুদ্র দ্বারা অভিবেষ্টিত, সেইরূপ প্রক্ষদ্বীপ লবণ সমুদ্রকে সংবেষ্টন করিয়া অবস্থিত । ১। হে ব্রহ্মন্ ! জম্বুদ্বীপের বিস্তার লক্ষ যোজন পরিমিত, সেই প্রক্ষদ্বীপ এইরূপ দ্বিগুণ কথিত হয় । ২। প্রক্ষদ্বীপের অধিপতি মেঘাতাথিরসাতপুত্র । তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম শান্তভয় । তদনন্তর যথাক্রমে শিশির, সুধোদয়, আনন্দ, শিব, ক্ষেমক ; এবং ঐব তাহাদের সপ্তম । ৩। ২রা প্রক্ষদ্বীপে যথাক্রমে স্ব স্ব নামানুসারে কান্তিত শান্তভয়বর্ষ, শিশিরবর্ষ, সুধদবর্ষ, আনন্দবর্ষ, শিববর্ষ, ক্ষেমকবর্ষ, এবং ঐববর্ষ, এই নয় বর্ষের ঈশ্বর । ৩—৫। তাহাদের মর্যাদাকারক অস্ত্র সাতটি বর্ষপর্ষত আছে । হে মুনিসত্তম ! তাহাদের নাম শ্রবণ কর । ৬। গোমেদ, চন্দ্র, নারদ, হুন্সুভি, সোমক, সুমনাঃ এবং সপ্তম বৈভ্রাজ । এই সকল রমণীয় বর্ষাচলে দেব ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত নিম্পাপ প্রজা সকল সতত বাস করেন । ৮। সেই সকল পর্ষতে পবিত্র জনপদ সকল আছে । সেখানে চিরকাল (পঞ্চসহস্র বৎসর) পরে লোকের মৃত্যু হয় । তথায় আধি কিংবা ব্যাধি নাই, অতএব সর্বদাই সুখ । ৯। সেই সকল বর্ষের সাতটি সমুদ্রগামিনী নদী আছে । তাহাদের নাম বালতেছি, শ্রবণ কর,—প্রবণ কারণে পাপ নষ্ট হয় । ১০। অহুতপ্তা, শিখী, বিপাশা, ত্রিদিবা, ক্রম্ব, অম্বতা ও সুকৃতা, এই সপ্ত নদী আছে । ১১। এই সকল প্রধান প্রধান পর্ষত ও নদীর বিষয় তোমাকে বলা হইল । সেখানে আরও সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র নদা ও পর্ষত আছে । ১২। পূর্বোক্ত জনপদবাসী ছষ্ট লোকগণ সৰ্বদা সেই সকল নদীর জল পান করেন । হে দ্বিজ ! সেই জনপদবাসীগণের হ্রাস বৃদ্ধি নাই । ১৩। হে মহাবতে ! সেই সপ্ত স্থানে যুগাবস্থা নাই,—সর্বদাই ত্রেতাযুগ সমান কাল বর্তমান আছে । ১৪। ব্রহ্মন্ ! প্রক্ষদ্বীপাধি ও শাকদ্বীপাভি সপ্তদ্বীপে মনুষ্য সকল অনাময় হইয়া পঞ্চসহস্র বৎসর পব্যস্ত জীবিত থাকেন । ১৫। এই সকল দ্বীপে বর্ণাশ্রম বিভাগানুসারে পাঁচ প্রকার ধর্ম্ম (ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ও পরিশ্রম) আছে তথায় যে চারি বর্ণ আছে, তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর । ১৬। মুনিসত্তম !

তথায়, যাহারা আর্থ্যক, কুর, বিবিংশ এবং ভাবী জাতি, তাহারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র । ১৭ । হে দ্বিজোত্তম ! তাহার ( প্রক্ষদ্বীপের ) মধ্যে ক্ষুদ্রদ্বীপস্থ ক্ষুদ্ররূপ-পারমিত একটি স্রমহান্ প্রক্ষ তরু আছে । তাহাতেই এই দ্বীপ 'প্রক্ষ' নামক হইয়াছে । ১৮ । তথায় সোমরূপী জগৎপ্রভা সর্ব সর্বোত্তর ভগবান্ হরি আধ্যাকাশি ত্রিবর্ণ কর্তৃক পূজিত হইলেন । ১৯ । প্রক্ষদ্বীপ-প্রমাণ মণ্ডলাকার ইক্ষুসমুদ্র দ্বারা প্রক্ষদ্বীপ সমাবৃত । ২০ । হে মৈত্রেয় ! তোমাকে প্রক্ষদ্বীপের বিষয় এইরূপ সংক্ষেপে বলিলাম । আবার শাল্লল দ্বীপের বিষয় আমার নিকট শ্রবণ কর । ২১ । শাল্লল দ্বীপের রাজা বীর বপুস্থান্ । তৎ-পুত্রগণের নাম শ্রবণ কর । যথা,—শ্বেত, হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈহ্যত, মানস ও সূপ্রভ । হে মহামুনে ! তাহাদেরই নামানুসারে সেই সাতটি বর্ষের নাম হইয়াছে । ২২ । ২৩ । এই ইক্ষুরসৌদক সমুদ্র আপনাপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তৃত শাল্ললদ্বীপ দ্বারা সর্বতঃ আবৃত হইয়া ক্ষাত আছে । ২৪ । সেখানেও রত্নের উৎপত্তি-স্থান ও বর্ষের সীমা-নিরূপক সাতটি পর্বত এবং সাতটি নদী আছে জানিবে । ২৫ । সেই পর্বতগণের নাম যথাক্রমে বাণভেছি, শ্রবণ কর । প্রথম কুমুদ, দ্বিতীয় উন্নত, তৃতীয় বলাৎক, চতুর্থ দ্রোণ, এই পর্বতে মহোবাধ সকল আছে । ২৬ । পঞ্চম কক্ক, ষষ্ঠ মাংস এবং পঞ্চভবর ককুস্থান্ সপ্তম । এক্ষণে নদী সকলের নাম শ্রবণ কর । ২৭ । যথা,—যোগী, তোয়া, বিহুক্ষা, চন্দ্রা, গুরু, বিমোচনী এবং নিবৃত্তি তাহাদের সপ্তমী । সেই সকল নদীকে মরণ কারণে পাপশাস্তি হয় । ২৮ । তথায় অতিশোভন শ্বেত, হরিত, বৈহ্যত, মানস, জীমূত, রোহিত ও সূপ্রভ নামক চাতুর্লগ্ন-যুক্ত এই সাত বর্ষ আছে । হে মহামুনে ! শাল্ললদ্বীপে কপিল, অরুণ, পাত ও কৃষ্ণ, এই যে পৃথক পৃথক বর্ণ বাস করেন, তাহারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র । সেই বাগশালগণ, সকলের আত্মা, অব্যয় ও বজ্রের আশ্রয় ভগবান্ বায়ুভূত বিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠ বজ্র দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন । ২৯—২২ । এই অত্যন্ত স্রমনোহর স্থানে, দেবগণ নিকটই থাকেন । শাল্ললনামে একটি স্রমদায়ক স্রমহারক আছে । ৩৩ । এই শাল্ললদ্বীপ, শাল্লল-দ্বীপ-ভুল্য-বিস্তৃত স্রা সমুদ্র দ্বারা চতুর্দিকে সম্পূর্ণ আবৃত । ৩৪ । স্রাসমুদ্র শাল্ললদ্বীপের দ্বিগুণ বিস্তৃত কুণদ্বীপদ্বারা চতুর্দিকে সম্পূর্ণ সর্বতোভাবে পরি-  
বেষ্টিত । ৩৫ । কুণদ্বীপে জ্যোতিষ্মানের সাত পুত্র; তাহাদের নাম প্রাণ

কর,—উত্তিদ, বেণুমান, বৈরথ, লখন, ধৃতি, প্রভাকর এবং কপিল।  
 তাঁহাদের নামানুসারেই বর্ষ সকলের নাম নিরূপিত হইয়াছে। সে  
 স্থানে দৈত্যের দানবগণের সহিত মনুষ্যগণ এবং দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিংপুরু-  
 ষাদিগণ বাস করেন। সেখানেও স্ব স্ব অলুষ্ঠান-তৎপর চারিবর্ষ আছেন।  
 ৩৮—৩৮। হে মহামুনে! দম্বা, ওয়্যা, মেহ ও মন্দেহগণ ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ,  
 ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বালিয়া কথিত হইয়া থাকেন। ৩৯। তাঁহারা  
 সেই কুশদ্বীপে শান্তাবাহত কণ্ব কারয়্যা আশ্বজ্ঞান দ্বারা কণ্মাধিকার-  
 ক্ষয়ের নামও ব্রহ্মকপ জ্ঞানাদানের আরাধনা করত অত্যাগ্র ফলপ্রদ  
 আধিকার অর্থাৎ অধিকারকে উন্মূলত করেন। ৪০। মহামুনে! সেই  
 দ্বীপে বিক্রম, হেমটপস, হ্যতিমান, পুষ্পবান, কুশেশয়, হরি এবং সপ্তম  
 মন্দরাচল নামে এই সাতটি বর্ষ পরিত আছে। ৪১। নদীও সাতটি আছে,  
 যথাক্রমে তাহাদের নাম শ্রবণ কর। যথা,—ধূতপাপা, শিবা, পবিত্রা, সম্মতি,  
 বিদ্যা, অম্বা ও মহা। হংহারা সর্ষপাপ-হারিণী। তথায় অত্যন্ত  
 সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র নদা এবং পর্বত আছে। ৪২। ৪৩। কুশদ্বীপে একটি  
 কুশ স্তম্ভ আছে, তাহার নামানুসারে কুশদ্বীপ কথিত হয়। সেই দ্বীপ  
 তৎপারমাণ স্বতঃসমুদ্র দ্বারা সমাবৃত। ৪৪। এবং ব্রহ্মোদ সমুদ্র ক্রৌঞ্চ  
 দ্বীপ দ্বারা সংবৃত। হে মহাভাগ! ক্রৌঞ্চ নামক এই অপর মহাদ্বীপের  
 বিষয় শ্রবণ কর। ৪৫। হংহা বিস্তার কুশদ্বীপের বিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণ।  
 ক্রৌঞ্চ দ্বীপে মহায়া হ্যতিমানের সাত পুত্র হয়। ৪৬। মহাপতি  
 (হ্যতিমান) তাহাদের নামানুসারে বর্ষসকলের নাম নিরূপণ করেন।  
 ৪৭। হে মুনে! কুশল, মন্দগ, উষ্ণ, পাবর, অন্ধকারক, মুনি ও হৃন্দতি,  
 এই সাতটি তাহার পুত্র। ৪৮। হে মহাবুদ্ধে! সেখানেও দেব-গন্ধর্ব্ব-  
 সেবিত স্তম্ভোত্তর বর্ষপরিত আছে; তাহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ  
 কর। ৪৯। ক্রৌঞ্চ, বামন, অন্ধকারক, দেবাবুৎ, অস্ত্র পুণ্ডরীকবান্ পঞ্চম,  
 হৃন্দতি ষষ্ঠ এবং সপ্তম মহাশেল। তাহারা উত্তরোত্তর পরস্পর দ্বিগুণ  
 অর্থাৎ এক দ্বীপ অপেক্ষা অপর দ্বীপ যেমন দ্বিগুণ, সেইরূপ সেই  
 সকল দ্বীপে যে সকল পর্বত আছে, তাহারাও পরস্পর দ্বিগুণ। ৫১।  
 এই সকল রমণীয় বর্ষ ও পর্বতে নিরাতক প্রজাবর্গ দেবগণের সহিত

বাস করেন । ৫২। হে মহামুনে ! এই দ্বীপে পদ্ম, পদ্ম, গদা ও কিল্প নামক লোকেরা যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণিনী কথিত হয় । ৫৩। হে মৈত্রেয় ! তাঁহারা তথায় যে সকল নদীর জল পান করেন, তাহাদের নাম শ্রবণ কর । তন্মধ্যে গোমরী, কুম্ভকলী, সকা, সখি, আনান্দনা, কাসি ও পুণ্ডরীকা এই সাতটি বর্ষ নদীই প্রধান । একদিন এখানে অন্যান্য শত শত নদী ক্ষুদ্র নদী আছে । ৫৪। ৫৫। সেই দ্বীপে ১০ পদ্মাদি বর্ষ সকল কলকলী ভগবান জনার্দন বিষ্ণুকে যজ্ঞে পূজা করিয়া থাকেন । ৫৬। কৌঞ্চদ্বীপের ত্র্যাম্বক-পরিমাণ দধিসমুদ্রের সমুদ্র দ্বারা কৌঞ্চদ্বীপ সর্বদাচীর আবৃত । ৫৭। মহামুনে ! দধিসমুদ্র ও কৌঞ্চদ্বীপ আপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তৃত শাকদ্বীপ দ্বারা সংবৃত । ৫৮। শাকদ্বীপের ঈশ্বর সমহাব্রা ভাবাত্য নামক পল । তিনি তাঁহা-দিগকে সপ্ত বর্ষ বিভাগ করিয়া দেন । ৫৯। তাহাদিগের নাম,—জলদ, কুমার, সুকুমার, মনীচক, কুম্ভমোদ, মোদাদি এবং সপ্তম পল মহাকুম । ৬০। তথায় যথাক্রমে তত্ত্বনামক সাতটি বর্ষ আছে এবং বর্ষ-বিচ্ছিন্নকারী সপ্ত পর্বতে আছে । ৬১। হে দ্বিজ ! তাহাব পর্বতদিকে উদ্ভাসিবি, অপর পর্বতে সত্যলব নাম,—জগাধার, রৈবতক, শ্রাম, অশ্বগিবি আশ্বিকম, বদা এবং পর্বতোত্তম কেসরী । তথায় সিন্ধুগন্ধর্ব সেবিত একটী মহাশাক বৃক্ষ আছে । ৬২। ৬৩। এই স্থানের বায়ুস্পর্শে পরম আনন্দ জন্ম । সেখানে চাকর্য্য-সমগ্নিক অমেক পবিত্র জনপদ আছে । ৬৪। সর্বপাপ-ভয়নাশিনী অতিপবিত্র আনন্দ নদীও আছে । তন্মধ্যে সুকুমারী, কুমারী, নলিনী, ধেনুকা, ইক্ষু, বেণুকা, এবং গভস্তী এই সাতটিই প্রধান । মহামুনে ! তথায় অন্যান্য অসংখ্য অসংখ্য ক্ষুদ্র নদী এবং শত সহস্র পর্বত আছে । স্তম্ভভাগানন্য বর্ষ চতুর্থে মেদিনীতে আসিয়া জলদাদিবর্ষে বাহারা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহারা আনন্দিত হইয়া সেই সকল নদীর জলপান করেন । সেই সকল বর্ষে ধর্ম্ম-হানি এবং পরস্পর কলহ নাই । ৬৫—৬৮। সেই সপ্তদেশে মর্য্যাদা-হানি নাই । মৃগ, মাগধ, মানস এবং মন্দগ চাষিগণ আছে । তাহাদের মধ্যে মৃগগণ,—ব্রাহ্মণ-ভূমিষ্ঠ অর্থাৎ পূর্বোক্ত সমস্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । মাগধগণ,—ক্ষত্রিয়, মানসগণ,—বৈশ্য এবং মন্দগগণ—শূদ্র । ৬৯। ৭০। হে মুনে ! শাকদ্বীপে পূর্বোক্ত বর্ষ সকল সংযতান্ন হইয়া যথাসাধ্য কর্ম্ম দ্বারা



ভগবান স্বরূপধারী বিষ্ণুকে পূজা করিয়া থাকেন। ৭১। হে মৈত্রেয়  
 শাকদ্বীপ-প্রমাণ বলয়াকার ক্ষীরোদ সমুদ্র দ্বারা শাকদ্বীপ চতুর্দিকে বেষ্টিত। ৭২।  
 হে ব্রহ্মন! শাকদ্বীপ অপেক্ষা বিশুণ্য পরিমিত পুন্ডর নামক দ্বীপ ক্ষীরসমুদ্রকে  
 চারি দিকে সর্বতোভাবে বেষ্টিত করিয়া আছে। ৭৩। পুন্ডরদ্বীপে মহাবীর  
 ও ধাতকি নামে সর্বলোকের দুই পুত্র হয়। তাঁহাদের নামানুসারে চুই  
 বর্ষের নাম মহাবীর বর্ষ এবং ধাতকিঞ্চু হইয়াছে। হে মহাভাগ!  
 এখানে মানসোত্তর নামে একটি বিখ্যাত বর্ষপর্কত আছে। ৭৪। ৭৫। বধ্য-  
 ভাগে বলয়াকারে অবস্থিত, পঞ্চাশ সহস্র যোজন উচ্চ এবং সেই পরিমাণে  
 বিস্তীর্ণ সম্পূর্ণ গোলাকার এই গিরি বলয়াকার পুন্ডরদ্বীপকে মধ্যস্থলে  
 বিস্তৃত করিয়া আছে, তাহাতে সেই বর্ষদ্বয় বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রত্যেকেই  
 সেইরূপ বলয়াকার হইয়াছে। ৭৬—৭৮। পুন্ডরদ্বীপে মানবগণ  
 নিরাময়, বিশোক এবং রাগ-দেহ-বিবর্জিত হইয়া দশসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত  
 জীবিত থাকেন। ৭৯। হে দ্বিজ! তাহাদের মধ্যে উত্তম অধম নাট,  
 বধ্য বধক নাট, ঈর্ষা নাট, অশ্রুয়া, ভয়, দ্বেষ ও লোভাদি দোষ নাট। ৮০।  
 দেব-দৈত্যাদি-সেবিত মহাবীর বর্ষ মানসোত্তর গিরির বহির্ভাগে  
 এবং ধাতকিঞ্চু অন্তর্ভাগে অবস্থিত। ৮১। পুন্ডর দ্বীপে সত্য  
 মিথ্যা নাই এবং বর্ষদ্বয়স্থিত সেই দ্বীপে কোন নদী বা অস্ত্র পর্কতও  
 নাই। ৮২। সেখানে সমুদ্রাশ্রয় ও দেবগণ তুল্যবেশ (সমানসুখী)  
 এবং একরূপ। হে মৈত্রেয়! সেই বর্ষ দুইটী বর্ণ ও আশ্রমাচার-চীন,  
 কামাধর্ম্যাহুষ্ঠান-বর্জিত এবং ত্রস্তী, বার্তা, দণ্ডনীতি ও শুশ্রূষা-বহিত।  
 (সুভরাং) ইহা উত্তম ভৌম স্তম্ভ। ৮৩। ৮৪। মুনো! ধাতকিঞ্চু  
 ও মহাবীর বর্ষে কাগ জরা-রোগাদি-বর্জিত এবং সকলের সুখপ্রা  
 প্ত। ৮৫। পুন্ডরদ্বীপে ব্রহ্মার উত্তম স্থান একটি ভগ্নোদয় ব্রহ্ম আছে।  
 ব্রহ্মা স্রাস্ত্রাশ্রয়ণ কর্তৃক পূজ্যমান হইয়া তাহাতে বাস করিতে  
 ছেন। ৮৬। পুন্ডরের সমান বিস্তৃত স্বাদৃশক সমুদ্রে পুন্ডরদ্বীপকে  
 বগ্নলাকারে সমভাবে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। ৮৭। এইরূপে  
 সপ্তদ্বীপ সপ্ত সমুদ্রে দ্বারা আবৃত। দ্বীপ ও তাহার অব্যবহিত  
 পরবর্তী সমুদ্র পরস্পর সমান এবং পরবর্তী দ্বীপ ও সমুদ্রে পূর্ববর্তী

দীপ ও সমুদ্রের বিগুণ। ৮৮। সকল সমুদ্রের জল সর্বদা সমান থাকে, কখনও ন্যূনাধিক্য হয় না। ৮৯। হে মুনিসত্তম! স্থালীস্থিত জল অগ্নির উত্তাপে যেমন স্ফীত হয়, চন্দ্রের বৃদ্ধি হইলে সমুদ্রের জলও সেই-রূপ উদ্ভিক্ত হইয়া থাকে। ৯০। অন্যান্য ও অনতিরিক্ত সমুদ্রবারি চন্দ্রের উদয়াস্তময় শুরু ও কৃষ্ণ পক্ষে বর্দ্ধিত ও হ্রাস হয়। ৯১। মহামুনে! সামুদ্রিক জলের বৃদ্ধি ও ক্রয় পাঁচশত দশ অঙ্গুল দেখা যায়। ৯২। হে বিপ্র! সেই পুষ্কর দ্বীপে সমস্ত প্রজা সর্বদাই স্বয়ং উপস্থিত (অবস্থ-সুগত) ষড়্‌রস-বিশিষ্ট ভোজ্যবস্তু আহার করিয়া থাকে। ৯৩। দ্বাদশক সমুদ্রের পরে বিগুণপরিমিত অলোক-সংস্থিতি এবং সর্ব-জন্তু-বিবর্জিত কাঞ্চনী ভূমি দেখিতে পাওয়া যায় \*। ৯৪। তাহার পর অযুত যোজন বিস্তৃত লোকালোক পর্তত। সেই শৈল অযুত সহস্র যোজন উচ্চ। ৯৫। তদনন্তর গাঢ় অন্ধকার সেই পর্ততকে সর্কভঃ আবৃত করিয়া অবস্থিত। অন্ধকারও অণু কটাহ দ্বারা চতুর্দিকে পরি-বেষ্টিত। ৯৬। মহামুনে! অণু কটাহের মধ্যবর্ত্তিনী দ্বীপ, সমুদ্র ও পর্ততের সহিত সেই এই পৃথিবী পঞ্চাশৎ কোটি যোজন বিস্তৃত। ৯৭। হে মৈত্রেয়! আকাশাদি সর্কভূত অপেক্ষা অধিকগুণবিশিষ্ট। সেই এই পৃথিবী সমস্ত জগতের ধাত্রী (পালনকর্ত্রী), বিধাত্রী (জনয়িত্রী) এবং আধারভূতা। ৯৮।

চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## পঞ্চম অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন, হে দ্বিজ! পৃথিবীর এই বিস্তার তোমাকে কহিলাম। উহার উচ্চতাও সপ্ততি সহস্র যোজন কথিত হইতেছে। ১। মুনিসত্তম! অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমং, মহাতল, শ্রেষ্ঠ সূতল এবং সপ্তম পাতাল নামে সাতটি পাতালই (ভুবিবর) প্রত্যেকে দশ সহস্র যোজন পরিমিত। ২। হে মৈত্রেয়! এই সপ্ত পাতালের শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ শোভিত ভূমিসকল যথাক্রমে

\* যোগিগণ দেখিতে-পান।

ভক্তা, কৃষ্ণা, অরুণা, শীতা, শর্করা, শৈলী এবং কাকনী । ৩ । মহায়ুনে । সেই সকল স্থানে দানবগণ, দৈত্যগণ, শত শত বক্ষ এবং মহানাগজাতি সকল বাস করে । ৪ । নারদ, পাতালসমূহ হইতে (পাতালসকল পরিভ্রমণপূর্বক) স্বর্গে গিয়া দেবগণের মধ্যে বলিয়াছিলেন যে, পাতালসকল স্বর্গ লোক অপেক্ষাও রমণীয় । ৫ । তথায় আনন্দজনক সুপ্রভাশালী অনেক শুভ্র মণি আছে, নাগ-গণ সেই সকল মণি ধারণ করেন,—সেই পাতাল কাহার সচিৎ সমান হইবে ? অর্থাৎ অপ্রতিম সুখস্থান । ৬ । দৈত্য-দানবকল্যাণ দ্বারা ইতস্ততঃ শোভিত পাতালে কাহার না প্রীতি জন্মে ? বিরাগী ব্যক্তিরও আনন্দ হয় । ৭ । দিবাকররশ্মি তথায় কেবল প্রভা বিস্তার করে,—উত্তাপ বিস্তার করে না এবং রাত্রিকালে চন্দ্ৰের রশ্মি কেবল আলোকের কারণ হয়,—শীতের কারণ হয় না । ৮ । তথায় অতি ভোগ-বিশিষ্ট দমুজাদিগণ ভক্ষ্য, ভোজ্য ও মহাপানে আনন্দিত হইয়া, সময়গত হইলেও জানিতে পাবেন না । ৯ । অনেক বন, নদী, রমণীয় সরঃ, কমলাকর (কমলপূর্ণ সরোবর), পুষ্পোৎকিলের মধুর আলাপ এবং অপর অনেক মনোজ্ঞ বিষয় আছে । ১০ । ৫৫ বিজ্ঞ ! অতি রমণীয় ভূষণসকল, গন্ধ-পূর্ণ অমুলেপন, বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গের স্বর এবং তূর্ঘা এই সকল এবং সৌভাগ্য-ভোগ্য অজ্ঞান্য অনেক বিষয় পাতালবাসী দানব, দৈত্য ও সর্পগণ ভোগ করিতেছেন । ১১। ১২ । পাতালসকলের অধোভাগে বিষ্ণুর শেযনাগে যে তারঙ্গী তমু আছেন, দৈত্যদানবেরাও বাহার শুণ বর্ণন করিতে অশক্ত এবং যে দেবর্ষি-পুঞ্জিত দ্বেবকে সিদ্ধগণ অনন্ত বলিয়া থাকেন, তিনি সহস্র-শিরাঃ এবং ব্যক্ত-স্বস্তিকরূপ অমলভূষণ ; অর্থাৎ মস্তকের চিহ্ন তাঁহার ভূষণরূপ । ১৩ । ১৪ । তিনি জগতের হিতের নিমিত্ত সহস্রক্ষণা-মণি দ্বারা দিক্ সকল সমুজ্জল করিয়া সর্বস্ত অসুরকে নির্বীৰ্য্য করিতেছেন । ১৫ । যিনি মদবুর্জিতনেত্র এবং সর্করা এক কণ্ডল, কিরীট ও মালাধারী হইয়া অগ্নিবৃত্ত শ্বেত পর্কতের দ্বায় শোভা পাইতেছেন । ১৬ । ইহার নীল বসন । ইনি মদোৎসিক ও শ্বেত হারে উপ-শোভিত হইয়া কৃষ্ণ মেঘ ও গজা-পবাহবৃত্ত কৈলাস পর্কতের দ্বায় উন্নত হইয়া আছেন । ১৭ । ইহার এক হস্তে লাঙ্গল ও অস্ত্র হস্তে উত্তম সুবল । দ্বয় লক্ষী এবং বারুণী দেবী মূর্তিমতী হইয়া বাহাকে উপাসনা করিতেছেন । ১৮ । কলান্ত সময়ে তাঁহার মুখ হইতে বিধানল দ্বারা উজ্জলারূপিত সর্করণ নামক

কৃত্ত নিজা হইয়া ত্রিজগৎ ভক্ষণ করেন। ১৯। সেই অশেষ-দেবগণ-  
পূজিত শেব মুকুটবৎ স্থিত অশেষ ক্ষিতি মণ্ডলকে ধারণ করতঃ পাতালমূলে  
অবস্থিত আছেন। ২০। দেবগণও তাঁহার বীৰ্য্য, প্রভাব, স্বরূপ (ভাব)  
এবং রূপ বর্ণন করিতে বা জানিতে পারেন না। ২১। এই সমগ্র পৃথিবী,  
ঐহার স্বর্ণা মণি সকলের কিরণে অরুণবর্ণা হইয়া পুষ্পমালার ভায় মস্তকে  
স্থিত রহিয়াছে, তাঁহার বীৰ্য্য কে বর্ণন করিতে পারিবে?। ২২। মদমূর্ণিত-  
গোচন অনন্ত বধন ভূত্বণ করেন, তখন গিরি, সমুদ্র ও কাননসহ এই  
ভূমণ্ডল কম্পিত হইতে থাকে। ২৩। গন্ধৰ্ব্ব, অঙ্গর, সিদ্ধ, কিসর, উরগ  
ও চারুগণ গুণের অস্ত্র পান না, বলিয়া এই অব্যয় 'অনন্ত' নামে  
খ্যাত। ২৪। নাগবধূগণ তাঁহার অঙ্গে হরি চন্দনের ঘে অমূল্যপন দিয়া  
থাকেন, তাহা তাঁহার নিখাস বায়ু দ্বারা বারংবার বিক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দিকে  
জল-সুগন্ধিকরণ চূর্ণ-স্বরূপ হয়। ২৫। পুরাতন ঋষি গর্গ যাঁহার আরাধনা  
করিয়া গ্রহ-নক্ষত্রাদি এবং উৎপাত-শকুনাদি বিষয়ে শুভাশুভ বধার্থরূপে অব-  
গত হইয়াছেন। ২৬। সেই নাগশ্রেষ্ঠ কর্তৃক এই পৃথিবী ধৃত হইয়া দেব,  
অসুর ও মনুষ্য সহিত লোকমালা (পাতালাদি লোক সকল) ধারণ  
করিতেছেন। ২৭।

পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## ষষ্ঠ অধ্যায় ।

পরামর কহিলেন,—হে বিপ্র ! তখনস্তর পৃথিবী এবং জলের নিম্নভাগে \*  
যে নরক সকল আছে,—পাপিষ্ঠগণ যাহাতে নিক্ষিপ্ত হয়—হে মহামুনে !  
তাঁহাদের বিবরণ শ্রবণ কর। ১। রৌরব, শূকর, রোধ, তাল, বিশসন, মহা-  
জাল, তপ্তকুন্ত, খসন, বিমোহন, কুধিরাঙ্ক, বৈতরণী, কুমীশ, কুমিভোজন,  
অসিপত্র-বন, কৃষ্ণ, লালভক্ষ, দারুণ, পাপ পুরবহ, বহিজাল, অধঃশিরা,  
সলংশ, কালসূত্র, তম, অবীচি, স্বভোজন, অপ্রতিষ্ঠ ও অপর অবীচি

\* পৃথিবীর এবং তমোগর্ভস্থ জলের অধঃ ও ব্রহ্মাণ্ডগত গর্ভোদকের উর্ধ্ব।

ইত্যাদি এবং আরও অতিশয় দারুণ অনেক নরক আছে । ২—৫ । শত্ৰুভয় ও অগ্নিভয় দ্বারী এই সকল ঘোর নরক যমের অধিকারস্থ । যে পুরুষেরা পাপকর্মে রত হয়, তাহারা সেই সকল নরকে পতিত হয় । ৬ । যে ব্যক্তি কুট সাক্ষী ( জানিয়াও বলে না, অথবা অন্তরূপ বলে ) যে সম্পূর্ণ পক্ষপাত করিয়া বলে এবং যে মিথ্যা কহে, তাহারা দ্রৌণ নরকে গমন করে । ৭ । হে মুনিসত্তম ! বাহারা ক্রূরহত্যাকারী, পুণ্ডরীক-কর্তা ও গোঘাতক, তাহারা রোধ নরকে গমন করে ; এই রোধ নরকে ঋণরোধ হইয়া যায় । ৮ । সুরাপানী, ব্রহ্মহত্যাকারী, স্তবর্ণ-চোর এবং বাহারা এই সকলের সহিত সংসর্গ করে, তাহারা শূকর নরকে গমন করে । ৯ । ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-হস্তা লোক, তাল নরকে এবং গুরুপত্নীস্বামী তপ্তকুণ্ড নরকে যায় । ভগিনীগামী-ব্যক্তি, যে রাজদূতকে হত্যা করে, দ্রোণ-বিক্রমী, কারাগৃহ-রক্ষক, অশ্ব-বিক্রেতা এবং যে ভক্তব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, ইহারা তপ্তলৌহ নরকে পতিত হয় । ১০ । ১১ । পুত্রবধু বা কণ্ঠা গমন করিলে মহাভাল নরকে নিষ্কিপ্ত হয় । যে নরাধম গুরুভ্রমের অবমাননা বা তাঁহাদের প্রতি আক্রোশ করে, যে বেদনিষ্ঠা বা বেদ বিক্রয় করে এবং যে অগম্য গমন করে, হে বিজ ! তাহারা লবন নরকে যায় । ১২ । ১৩ । চোর ব্যক্তি বিমোহন নরকে পতিত হয় । শিষ্টাচার-নিষ্ঠক, দেব ব্রাহ্মণ ও পিতৃদেষ্টা এবং যে রত্নকে দূষিত করে, তাহারা কুম্ভিক নরকে এবং অভিচারকারী ব্যক্তি কুমোশ নরকে গমন করে । ১৪ । যে নরাধম পিতৃদেব ও অতিথিকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে আহার করে, সে অতি উগ্র লাগভক্ষ নরকে এবং বাণপ্রস্তুতকারী বেধক নরকে গমন করে । ১৫ । যে ব্যক্তি কর্ণী নামক বাণ বা যে ব্যক্তি খঞ্জগাদি নির্মাণ করে, তাহারা অত্যন্ত দারুণ বিশসন নরকে গমন করে । ১৬ । অসংপ্রতিগ্রাহী, অস্বাভ্য-ব্রাহ্মণ এবং নক্ষত্রগণকেরা অধোমুখ নরকে যায় । ১৭ । হে দ্বিজ ! যে ব্যক্তি পুত্রপ্রভৃতিকে বঞ্চনা করিয়া স্বয়ং মিষ্টান্ন ভোজন করে, সে লাক্ষা, মাংস, সমস্ত রস ( দুগ্ধাদি, ) তিল ও লবণ বিক্রেতা ব্রাহ্মণ ইহারা কুম্ভিক পুণ্ডরীক নরকে গমন করে । ১৮ । হে দ্বিজসত্তম ! বিড়াল, কুক্কট, ছাগ, হুহুর, বরাহ ও পক্ষী সকলকে ( জীবিকার্থ ) পোষণ করিলে ব্রাহ্মণ সেই ( পুণ্ডরীক ) নরকেই যায় । ১৯ । যে সকল ব্রাহ্মণ বহোপজীবী

(নট-মদ্রাদি-বৃত্তি অবলম্বনকারী), ধীবর, কুণ্ডাশী (পতিবর্তমানের উপ-  
পতির ঔৎসজাত ব্যক্তির অন্তোজী), বিষদাতা, খল, মাহিষিক, \* পরিকারী  
(ধনলোভে অপরের অমাবসাদি ক্রিয়া প্রবর্তক) । গৃহদাহী, মিথহস্তা, শাকু-  
নিক ও গ্রামযাজক হয় এবং সোম বিক্রয় করে, ইহারা সকলেই কৃষিকার  
নরকে পতিত হয় । ২০ । ২১ । মধু ও গ্রামহস্তা মনুষ্য বৈভরণী নরকে  
যায় । যাহারা রক্তপাতাদি করে, যাহারা ক্ষেত্রাদির সীমা অতিক্রম করে,  
যাহারা সর্পনা অশ্রুত এবং যাহারা কুহকজাবী, তাহারা কৃষ্ণনরকে গমন  
করে । ২২ । যে ব্যক্তি বৃথা বন-ক্ষেদন করে, সে অশিশ্রবন নরকে গমন  
করে । মেঘোপজীবী ও মৃগ-ব্যাধগণ বাহুব্রাহ্মণ নরকে পতিত হয় । ২৩ ।  
হে ব্রহ্মণ ! সেই সেই অসাধারণ নরক ভোগানন্তর পাপের আধিক্যবশতঃ  
যদি তখনও পাপ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে পূর্বোক্ত ও বক্ষ্যমাণ পাপিগণ  
এবং যাহারা, মৃদভাও ও ইষ্টকাপি-সকলে অগ্নিপ্রদান করে, তাহারাও  
সেই নরকে যায় । যে ব্যক্তি ব্রতলোপক এবং স্বায় আশ্রম-ভ্রষ্ট, তাহারা  
উভয়েই সন্যাস নরকের যাতনামধ্যে পতিত হয় । যে সকল ব্রহ্মচারী দিবা-  
নিদ্রায় রক্তপাত করে এবং যাহারা পুত্রের নিকট অধ্যয়ন করে, তাহারা  
ঋভোজন নরকে পতিত হয় । ২৪ । ২৫ । এই সকল এবং অন্যান্য শত  
সহস্র নরক আছে ; উহাতে কৃষ্ণাঙ্গিগণ যাতনা ভোগ করিতে থাকে । ২৬ ।  
এই সকল পূর্বোক্ত পাপ যেরূপ, সেইরূপ অন্যান্য সহস্র সহস্র পাপও আছে ;  
নরকান্তরস্থ পুরুষেরা তাহার ফল ভোগ করে । ২৭ । যে সকল মনুষ্য কৰ্ম,  
মন ও বাক্য দ্বারা বর্ণাশ্রম-বিরুদ্ধ কৰ্ম করে, তাহারা নিরয়ে পতিত হয় । ২৮ ।  
অধোমন্তক, নরকস্থ জীবেরা স্বর্গে দেবতা সকলকে দেখিতে পায় এবং দেব-  
গণও অধোদিকে অধোমুখ নরকস্থ জীব-সকলকে দেখিতে পান । ২৯ । পাপি-  
গণ নরক ভোগানন্তর যথাক্রমে স্বাবর, কৃষি, জগজ্জ মৎস্যাদি, পক্ষী, পশু,  
নর, ধার্মিক মনুষ্য, ত্রিদশ এবং পুণ্যবিশেষে কেহ বা মুমুকু হইয়া জন্মগ্রহণ  
করে । ৩০ । দ্বিতীয় স্থানীয় ক্রাম বর্ণ হইতে প্রথম-স্থানীয় স্বাবরগণ সহস্র গুণ  
অধিক । হে মহাভাগ ! মুমুকু জন্ম পর্য্যন্ত এই সমস্ত জন্মই সেইরূপ পরবর্তী

\* অহিষোপজীবী কিংবা যে ব্যক্তি দ্বার অসবৃত্তি দ্বারা উপাৰ্জিত ধনে  
জীবিকানির্ব্বাহ করে । যাহা খসে ত্র্যাকেও বুঝায় ।

অপেক্ষা পূর্ববর্তী সহস্রগুণ অধিক । ৩১। নরক-ভোগের পর এইরূপ শ্রাবাদি-  
ক্রমে পাপগণ পাপের ক্ষয় হইলে দেবত্ব লাভ করে এবং স্বর্গবাসিগণও  
পুণ্যক্ষয় হইলে পাপবশত কখন বা নরকস্থ হইয়েন। পাপীর মধ্যেও  
আবার প্রায়শ্চিত্ত বিমুখ পাপকারী মনুষ্যই নরকে যায় । ৩২। যে পাপের  
অনুরূপ যে প্রায়শ্চিত্ত; বেদার্থস্মরণপূর্বক ( বিবেচনা করিয়া ) পরমর্ষিগণ  
তাহাই বলিয়াছেন । ৩৩। প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বজ্ঞ স্বায়ত্ত্ব মনুপ্রভৃতি অনেকেই  
রূপাপে গুরু প্রায়শ্চিত্ত ও অল্প পাপে স্বল্প প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন । ৩৪।  
হে মৈত্রেয় ! ওপশ্যাম্বক ও কশ্যাম্বক যে অশেষ-প্রকার প্রায়শ্চিত্ত আছে,  
তাহার মধ্যে কৃষ্ণের অনুস্মরণই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত । ৩৫। পাপ করিয়া, যে  
পুরুষের অনুতাপ জন্মে, তাহার পক্ষেই মনাদির কথিত কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত  
উপযুক্ত । হরি-সংস্মরণ পরম প্রায়শ্চিত্ত, কারণ অনুতাপ না হইলেও হরি-  
স্মরণে পাপ নষ্ট হয় ; কিন্তু অত্র প্রায়শ্চিত্তে অনুতাপ ব্যতীত পাপ ক্ষয় হয়  
না । ৩৬ প্রাতঃকাল, রাত্রিকাল, সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নাদি যে কোন সময়ে নারায়ণ-  
কে স্মরণ করিলে । মনুষ্য তৎক্ষণাৎ পাপ-মুক্ত হয় । ৩৭। এবং বিষ্ণু-সংস্মরণজন্ত  
সমস্ত সঞ্চিত পাপ ক্ষয় হইয়া মুক্তি লাভ করে,—স্বর্গ-প্রাপ্তি তাহার পক্ষে  
বিঘ্ন বলিয়া অনুমিত । ৩৮। হে মৈত্রেয় ! জপ, হোম ও অর্চনাদি কর্ষে  
বাহারমন বাহুদেবে আসক্ত হয়, ইজ্রাদি কল তাহার পক্ষে অতি তুচ্ছবহেতু  
অন্তরায় অর্থাৎ বিঘ্নরূপ । ৩৯। কারণ, পুনরাবর্তন-বিশিষ্ট স্বর্গ-গমন, আর  
উত্তম মুক্তিজনক “বাহুদেব” এইরূপ জপ, কখনই তুল্য নহে । ৪০। অতএব  
মুনে ! মরণ-ধ্বংশীল পুরুষ অহর্নিশ বিষ্ণুকে স্মরণ করিলে সম্পূর্ণ নিম্পাপ  
হয়,—নরকে যায় না । ৪১। স্বর্গ, মনের প্রীতিকর এবং নরক, মনের অপ্রীতি-  
কর । হে ব্রহ্মোত্তম ! পাপ ও পুণ্যের নামই নরক ও স্বর্গ। অর্থাৎ  
পাপ ও পুণ্য, নরক ও স্বর্গের সাধন বলিয়া এক নামে কথিত হইল । ৪২।  
যখন এক বস্তুর দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে স্থখ, দুঃখ, ঈর্ষ্যাৎপত্তি ও কোপের  
কারণ হয়, তখন বস্তুকে নিয়ন্ত-স্বভাব কিপ্রকারে বলা বাহিঁতে পারে ? । ৪৩।  
যাহা প্রীতিজনক, তাহাই আবার দুঃখের কারণ হয় ; তাহাই কোপের এবং  
প্রসন্নতারও কারণ হয় । ৪৪। অতএব কোন বস্তুই দুঃখাত্মক বা সুখাত্মক  
নাই । সুখ দুঃখ কেবল মনের পরিণাম অর্থাৎ অবস্থান্তর মাত্র । ৪৫। জানই

পরম ব্রহ্ম (স্বত্বাৎ পরমার্থ;) জানই (অবিদ্যাবারা অহঙ্কারাদিরূপে পরিণত) বন্ধনের কারণ। (এবং বিদ্যা দ্বারা অহঙ্কারাদি নাশ হইলে জ্ঞানই মোক্ষের কারণ হয়।) এই বিশ্ব, জ্ঞানাত্মক,—জ্ঞানব্যতীত অস্ত্র কিছুই নাই। হে মৈত্রেয়! জ্ঞানকেই বিদ্যা ও অবিদ্যা বলিয়া অবধারণ কর। ৪৬। হে দ্বিজ! তোমাকে এই ভূমণ্ডলের বিষয় এইরূপ কহিলাম এবং সমস্ত পাতাল, মরু, সমুদ্র, পর্বত, বীপ; বর্ষ ও নদী, সকলই সংক্ষেপে বলা হইল; আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর ॥ ৪৭। ৪৮ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## সপ্তম অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন! আপনি আমাকে এই অখিল ভূতলের বিষয় কহিলেন। মুনৈ! আমি ভুবলোকাদি সমস্ত লোকের ব্রহ্মান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি। ১। হে মহাভাগ! গৃহগণের সংস্থান (কাচার উপরে কোন গ্রহ অবস্থিত) এবং প্রমাণ (তাহাদের পরস্পর অন্তরাল কত যোজন) জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমাকে বলুন। ২। পরাশর কহিলেন,—সূর্য ও চন্দ্রের কিরণে যতদূর আলোকিত হয়, সমুদ্র, নদী ও পর্বত-সমবেত ভূতদূর স্থান পৃথিবী বলিয়া কথিত। ৩। পৃথিবীর বিস্তার ও পরিমণ্ডল যে পরিমাণ, ভুবলোকের বিস্তার পরিমণ্ডলও সেই পরিমাণ। ৪। হে মৈত্রেয়! ভূমি হইতে লক্ষযোজন উর্দ্ধে সূর্য্যমণ্ডল। দিবাকরেরও লক্ষযোজন উর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল স্থিত। ৫। নিশাকর হইতে পূর্ণ লক্ষযোজন উপরিভাগে সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডল প্রকাশ পাইতেছে। ৬। হে ব্রহ্মন! নক্ষত্রমণ্ডল হইতে দুইলক্ষ যোজন উপরে বৃষ এবং বুধের দুই লক্ষ যোজন উপরিভাগে শুক্র অবস্থিত। ৭। শুক্রের দুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে মঙ্গল। মঙ্গলের দুই লক্ষ যোজন পরে বৃহস্পতি স্থির আছেন। ৮। হে দ্বিজোত্তম! বৃহস্পতি হইতে দুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে শনি অবস্থিত। শনি হইতে এক লক্ষ যোজন উপরে সপ্তর্ষি মণ্ডল। ৯। সপ্তর্ষি মণ্ডল হইতে লক্ষ যোজন উর্দ্ধে সমস্ত জ্যোতিষচক্রের মেধীভূত (নাতিশ্রবণ) ধ্রুবাবস্থিত রহিয়াছেন। ১০। হে মহামুনে! এই



ত্ৰৈলোক্যের উচ্চতার বিষয় কহিলাম । এই ত্ৰৈলোক্য, যজ্ঞাদির কলভোনের ভূমি । এই ভারতবর্ষে যজ্ঞানুষ্ঠান হয় । ১১ । যেখানে সেই ভগ্ন প্রভৃতি কলবাসিগণ বাস করেন, সেই মহর্লোক, এবং হইতে কোটী যোজন উর্দ্ধে অবস্থিত । ১২ । মৈত্রেয় ! এবং লোক হইতে ছই কোটী যোজন উর্দ্ধে জনলোক ; এই লোকে অমলচিত্ত বিধাত সনন্দনাদি ব্রহ্মার পুত্রগণ বাস করেন । ১৩ । জনলোক হইতে অষ্টকোটী যোজন উর্দ্ধে তপোলোক কথিত হয় ; এই স্থানে দাহ-বর্জিত সেই বৈরাজ নামক দেবগণ অবস্থিত । ১৪ । তপোলোকানন্তর পূর্বে কৃত জনলোক হইতে দ্বাদশ কোটী যোজন উর্দ্ধে সত্যলোক শোভা পাইতেছে । তাহাই ব্রহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠ লোক বলিয়া কথিত । তথায় পুনর্মৃত্যু-শূন্য বা অমরগণ বাস করেন । ১৫ । যতদূর পর্য্যন্ত পাদগম্য অর্থাৎ পদ-সঞ্চারের যোগ্য পার্থিব বস্তু আছে, ততদূর পর্য্যন্ত ভূলোক বলিয়া খ্যাত ; ইহার বিস্তার আমি বলিয়াছি । ১৬ । হে মুনিসত্তম ! ভূমি ও সূর্য্যের মধ্যবর্তী সিদ্ধাদিগণ ও মুনিগণ কর্তৃক সেবিত যে স্থান, তাহা জ্বললোক বা দ্বিতীয় লোক । ১৭ । এবং ও সূর্য্যের মধ্যবর্তী যে চতুর্দশ লক্ষ যোজন স্থান, তাহাকেই লোক-সংস্থান-চিন্তকগণ স্বর্লোক কহেন । ১৮ । হে মৈত্রেয় ! এই তিনটি (ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ) লোক 'রুতক' নামে এবং জনঃ, তপঃ ও সত্য এই তিনটি 'অরুতক' নামে অভিহিত হয় । কারণ, প্রথমোক্ত তিনটির প্রতিকরে সৃষ্টি হয়,—অল্প তিনটির হয় না । ১৯ । রুতক ও অরুতকের মধ্যে মহর্লোক । ইহার নাম 'রুতারুতক' । কারণ, ইহা কল্যাণে জনশূন্য হয় ; কিন্তু একেবারে বিনষ্ট হয় না । ২০ । মৈত্রেয় । আমি এই সপ্তলোকের বিবরণ তোমাকে বলিলাম ; সপ্ত পাতালের কথাও বলিয়াছি । এক্ষণের বিবরণ এই । ২১ । কপিথের বীজ যেমন চারি দিকে সম্পূর্ণ আবৃত থাকে, সেইরূপ এই চতুর্দশ ভুবনায়ক জগৎ পার্শ্বদ্বয়, উর্দ্ধ ও অধঃ, এই চারি দিকেই অণুটাই দ্বারা সমাবৃত । ২২ । মৈত্রেয় ! সেই অণু দশগুণ অধিক ভল দ্বারা আবৃত । এই সমস্ত ভলবিবরণ, বর্জিতগণে অগ্নি দ্বারা বেষ্টিত । ২৩ । হে মৈত্রেয় ! বহি, বায়ু দ্বারা ও বায়ু, আকাশ দ্বারা আবৃত । আকাশ তামস অহঙ্কার দ্বারা এবং তামস অহঙ্কারও মহত্ত্ব দ্বারা পরিবেষ্টিত । ২৪ । মৈত্রেয় ! অসীম সপ্ত আবরণই উত্তরোত্তর দণ্ডবৎ উচ্চাধঃপ্রাপ । পরিত্রাণ

মহত্ত্বকেও আবৃত করিয়া অবস্থিত । ২৫। সেই অনন্তের (সর্বগত প্রকৃতির) অন্ত অর্থাৎ নাশ এবং সংখ্যা নাই । যেহেতু তাহা অনন্ত (নিত্য), অসংখ্যাত, অপ্রমাণ এবং সর্বব্যাপী বলিয়া প্রসিদ্ধ । ২৬। হে মূনে! সেই পরা প্রকৃতি সমস্ত কার্যের হেতুভূতা । তাহাতে এইরূপ সহস্র সহস্র অব্যত এবং এইরূপ কোটি কোটি শতব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে । ২৭। যেমন কাঠের মধ্যে অগ্নি এবং তিলের মধ্যে তৈল থাকে, সেইরূপ চেতনাত্মা স্বপ্রকাশ সর্বব্যাপী, পুরুষ প্রধান (প্রকৃতিতে) অবস্থিত । ২৮। হে মহাবুদ্ধে! সর্বভূতের-আত্মা স্বরূপা বিষ্ণুশক্তি (বিষ্ণুর স্বরূপভূতা চিৎশক্তি) দ্বারা অধিষ্ঠিত প্রধান ও পুরুষ নিয়ম্য-নিয়ন্তৃত্বভাবে অবস্থিত । ২৯। হে মহামতে! সেই চিৎশক্তিই প্রলয়কালে প্রধান ও পুরুষের পৃথক হইবার কারণ; স্থিতিকালে সংযোগের কারণ; এবং সৃষ্টিকালে ক্ষোভের কারণ হয় । ৩০। বায়ু যেমন জনকগণত শৈত্য ধারণ করে অথচ তাহার সহিত বাস্তবিকরূপে মিশ্রিত হয় না, সেইরূপ বিষ্ণুর চিৎশক্তি প্রধান ও পুরুষে অধিষ্ঠিত হইয়া জগৎকে ধারণ করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহাদের সহিত মিলিত হয়েন নাই । ৩১। মূনে! আদি-বীজ হইতে যেমন মূল, স্বক ও শাখাদি সংযুক্ত বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে আবার অন্তবীজ জন্মে, তদনন্তর সেই সকল বীজ হইতে অপর বৃক্ষসকল উৎপন্ন হয় এবং তাহারাও পূর্ব বৃক্ষের সমজাতীয় আত্মাদি জ্যোতিষিষ্ট হয়; সেইরূপ প্রকৃতি হইতে প্রথমে মহাদাদি বিশেষ পর্য্যন্ত সমস্ত উৎপন্ন হয়, তদনন্তর সেই সকল হইতে অসুখাদির উৎপত্তি হয়, তাহাদের অনেক পুত্র জন্মে এবং সেই পুত্রগণেরও আবার পুত্র উৎপন্ন হয় । বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইলেও যেমন পূর্ব-বৃক্ষেব অপচয় হয় না, সেইরূপ ভূতগণের সৃষ্টি হইলেও পূর্বভূতগণের অপচয় হয় না । ৩২—৩৫। আকাশ ও কাল প্রভৃতি যেমন সন্নিধানহেতু বৃক্ষোৎপত্তির কারণ হয়, সেইরূপ ভগবান্ হরিণ্ড ও জগতের পরিণামের কারণ । ৩৬। হে মুনিসত্তম! ধানোর মধ্যে যেমন মূল, নাল, পত্র, অঙ্গুর, কোষ, পুষ্প, স্তবী, তণ্ডুল, ফল ও কণা সকল আছে এবং অকুরোৎপত্তির হেতু (ভূমি জলাদি) সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত হয়, সেইরূপ প্রাক্তন কর্মসকলে অবস্থিত দেবাদি সমুদয়, বিষ্ণুশক্তি প্রাপ্ত হইয়া অবির্ভূত হইলেন । ৩৭—৩৯। বাহা হইতে এই সমস্ত জগৎ

উৎপন্ন, তিনি জগৎস্বরূপ বাহাতে জগৎ অবস্থিত এবং বাহাতে লয়প্রাপ্ত হইবে সেই বিষ্ণুই পরম ব্রহ্ম । ৪০ । সেই স্রষ্টি প্রসিদ্ধ ব্রহ্মই বিষ্ণুর পরম ধাম, অর্থাৎ স্বরূপ ; যেহেতু তিনি সদসত্তের পরম পদ । বাহা হইতে সমস্ত এই চরাচর জগৎ অভিন্ন হইয়া জন্মিতেছে, এই বিষ্ণু আর ব্রহ্মের লক্ষণে ঐক্য হওয়ায় ব্রহ্মই বিষ্ণু । ৪১ । অতএব তিনি মূল-প্রকৃতি, তিনিই ব্যক্তরূপী ( ব্রহ্মাণ্ড ) এবং সমস্ত জগৎ তাঁহাতেই অবস্থিত ও তাঁহাতেই নীল হয় । ৪২ । তিনিই ক্রিয়া সকলের কর্তা, তিনিই স্বজরূপে অনুষ্ঠিত করেন, তিনিই সেই যজ্ঞের ফল এবং যজ্ঞের স্রষ্টা পদ্ধতি যে অশেষ সাধন, তাহাও তিনি ; হরি-বাহিরিক কিছুমাত্রও নাই ।

সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## অষ্টম অধ্যায় ।

পরশুরু কহিলেন,—হে সুব্রত ! তোমাকে এই ব্রহ্মাণ্ডের সংস্থান কহিলাম । তাহার পর যুগাদির সংস্থান ও প্রমাণ বলিতেছি, শ্রবণ কর । ১ । সুনিশ্চয় ! ভাস্করের রথ নবসহস্র যোজন এবং ইহার দৈর্ঘ্য-দণ্ড ( অক্ষ ও যুগের সন্ধানার্থ দণ্ড ) দ্বিগুণ ( অষ্টাদশ সহস্র যোজন ) \* । ২ । তাহার অক্ষ দেড় কোটি সপ্ত নিযুত যোজন অপেক্ষা কিছু অধিক । তাহাতে চক্রে প্রকল্পিত আছে ৩০ পূর্কারু, মধ্যারু ও অপরাহু, এই ত্রিভাতিবিশিষ্ট সংবৎসর (পরিবৎসরাদি পাঁচটি অর শলাকা) বিশিষ্ট, বসন্তাদি ঋতুরূপ ছয় নৈমি প্রান্ত-বর্ষবিশিষ্ট সেই অক্ষয় (সংবৎসঃময়) চক্রে সমুদায় কালচক্রে বা জ্যোতিষচক্রে প্রকল্পিত আছে । ৪ । হে মহামতে ! সূর্য্যের রথের দ্বিতীয় অক্ষ সার্বাপেক্ষ-চক্ষারিংশৎ সহস্র যোজন । ৫ । অক্ষের যাগ পরিমাণ, তাহাই সেই উভয় দিকে তুল্য-পরিমাণ-বিশিষ্ট যুগার্দ্ধপরিমাণ । ব্রহ্ম (পূর্বোক্ত-দ্বিতীয়) অক্ষ রথের যুগা-র্দ্ধের সহিত বায়ু রঞ্জতে বদ্ধ হইয়া ধ্রুবাধাররূপে বর্তমান আছে । দ্বিতীয় অক্ষ মানসাতলে, সেই চক্রে সংস্থিত । ৬ । সাতটি ছন্দ, সূর্য্যের অঙ্গ । তাহাদের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর । গায়ত্রী, বৃহতী, উষিক্, জগতী,

\* যুগ অর্থাৎ দৈবায় অগ্রভাগে অখ্যয়োজনার্থ বক্রভাবে স্থিত কাঠ । যে কাঠ দ্বারা এই উভয়ের যোগ হয় তাহার নাম দৈব দণ্ড ।

ত্রিষ্টূপ, অমৃষ্টূপ ও পংক্তি এই ছন্দগুলি রবির সপ্ত অর্থ বলিয়া কথিত। ৭। মানসোত্তর শৈলে পূর্বদিকে উল্লেব, দক্ষিণে যমের, পশ্চিমে বরুণের এবং উত্তরদিকে সোমের পুরী আছে। তাহাদের নাম বলিতেছি প্রবল কর। ৮। উল্লেব পুরী বসোকসারা, যমের পুরী সংযমনী, বরুণের পুরী সুধা এবং সোমের পুরী বিভাবরী। ৯। হে মৈত্রেয়! জ্যোতিষক্ৰ সংযুক্ত ভগবান্ ভানু সেই সকল পুরীতে দক্ষিণায়ণে প্রতিষ্ঠ হইয়া ক্ষিপ্তবাণের ভায় শীঘ্র গমন করেন। ১০। ভগবান্ রবি অহোরাত্র-ব্যবহার কারণ করেন এবং তিনিই, রাগানি ক্লেব সালেব সম্যক্ ক্ষয় হইলে ক্রমযুক্তি ভাগী যোগিগণের দেবদান নামক শ্রেষ্ঠ (পুনরাবৃত্তিরহিত) পথ হইয়া থাকেন। ১১। মৈত্রেয়! এই স্বীপের ভারতবর্ষে মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য্য যেমন লক্ষ যোজন উচ্চ আকাশে তীব্রাদি প্রকাশ শুরু করিণে বর্তমান থাকেন, উদয়ান্তময় সমস্ত স্বীপেই সেইরূপ। এবং যখন যে স্বীপ-বর্ষাদিতে মধ্যাহ্নে বর্তমান, থাকেন তখন তাহার সমানস্থিত স্বীপান্তরাদিতে যে নিশাঙ্কি অস্তে, তাহারও সমুখবর্তী হইবেন। ১২। যেখানে মধ্যাহ্ন হয়, তাহার পার্শ্বদ্বয়ে উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে। সেই উদয় ও অস্ত পরস্পর সমুখবর্তী অর্থাৎ সূর্য্যের সমস্থিত পাতে হয়। হে ব্রহ্মন্! দিক্ বিদিক্ সমুদয়েই এইরূপ। ১৩। বাহ্যায় যেখানে সূর্য্যকে নিশাবসানে দেখিতে পার, তাহাদের পক্ষে তাহা সূর্য্যোদয় এবং যেখানে সূর্য্য অদৃশ্য হইবেন, সেই স্থলেই তাহার অস্ত কথিত হয়। ১৪। সর্ব্বদা বর্তমান সূর্য্যের উদয় ও অস্ত নাই; ববির দর্শন ও অদর্শনই উদয় ও অস্ত নামে কথিত। ১৫। ইনি মধ্যাহ্নে ইন্দ্রাদির মধ্যে কাহারও পুরে থাকিয়া, সেই পুর তাহার সমুখবর্তী ছই পুর ও পার্শ্বস্থ ছই কোণকে স্পর্শ করেন অর্থাৎ স্বরাশি দ্বারা আলোকময় করেন; এবং মধ্যাহ্নকালে অগ্ন্যাদি কোনও কোণে থাকিয়া সেই কোণ, সমুখস্থ ছই কোণ ও তদ্রূপবর্তী ছই পুরকে স্পর্শ করেন \*। ১৬।। রাব

\* যখন ইন্দ্রপুরে মধ্যাহ্নে থাকেন, তখন চন্দ্রলোকহৃদিগের পক্ষে অস্তময়, ঈশানকোণহৃদিগের তৃতীয় প্রহর, অগ্নিকোণহৃদিগের প্রথম প্রহর, দক্ষিণহৃদিগের পক্ষে সূর্য্যের উদয়। এইরূপ যখন দক্ষিণদিকে মধ্যাহ্নে থাকেন, তখন ইন্দ্রপুরে অস্ত, অগ্নিকোণে তৃতীয় প্রহর, নৈঋতকোণে প্রথম প্রহর, পশ্চিমদিকে উদয়। যখন পশ্চিমে মধ্যাহ্ন হয় তখন দক্ষিণে

উদিত হইয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান এবং তাহার পর ক্ষীয়মাণ কিরণ দ্বারা তাপ বিস্তার করতঃ অস্ত গমন করেন । ১৭ । উদয় ও অস্ত দ্বারা ই পূর্ব ও পশ্চিম দিক্ নিরূপিত হয় । সূর্য্য, সমুদ্রে যতদূর পর্য্যন্ত কিরণ বিস্তার করেন, পশ্চাৎ এবং ছই পার্শ্বেও ততদূর বিস্তার করিয়া থাকেন । ১৮ । অমর গিরির (মুম্বের) উপরিভাগে ব্রহ্মসভা ব্যতীত সমস্তই আলোকময় করেন । সূর্য্যের যে সকল কিরণ ব্রহ্মসভায় যায়, তাহারা তাহার প্রভায় নিরস্ত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয় । ১৯ । সূর্য্য, সমস্ত দ্বীপ ও সমস্ত বর্ষের উত্তরদিকে এবং লোকালোক পক্ষত, সকলের দক্ষিণে অবস্থিত ; সেই জন্ত সূর্য্য উত্তরদিকে নিরস্তর রাত্রি ও দক্ষিণদিকে নিরস্তর দিন । ২০ । সূর্য্য অস্তগত হইলে রাত্রিকালে তাহার প্রভা আশ্রিতে অমুপ্রবেশ করে ; এই নিমিত্ত দূর হইতেও অগ্নি দৃষ্ট হয় । ২১ । হে বিজ ! এইরূপে, দিবসে অগ্নির চতুর্থাংশ সূর্য্যে অমুপ্রবিষ্ট হয় ; এই অগ্নি-সংযোগ-হেতু সূর্য্য অত্যন্ত প্রখররূপে প্রকাশ পান । ২২ । সূর্য্য ও অগ্নির প্রকাশ ও উষ্ণ স্বরূপ তেজ পরস্পর অমুপ্রবিষ্ট হইয়া দিবারাত্রি পরস্পরকে আপ্যায়িত অর্থাৎ পরস্পরের উৎকর্ষ বিধান করে । ২৩ । সূর্য্য, সূর্য্যের দক্ষিণ ভূম্যর্দ্রে গমন করিলে দিনে তমঃশীল রাত্রি এবং উত্তর ভূম্যর্দ্রে গমন করিলে রাত্রে প্রকাশশীল দিবা, জলে প্রবেশ করে । ২৪ । দিবার, জলে রাত্রি প্রবেশ করে বলিয়া জল সকল ঈষৎ তাম্রবর্ণ হয় এবং সূর্য্য অস্ত হইলে জলে দিন প্রবেশ করে, এজন্য রাত্রিকালে জল সকল গুরুবর্ণ হয় । ২৫ । এইরূপ দিবাকর যখন পুঙ্কর দ্বীপে পৃথিবীর ত্রিংশতমভাগে গমন করেন, তখন তাহার মোহুর্ভিকা (মূহূর্ত্তসংক্ষিনী) গতি হয় । ২৬ । হে ব্রহ্মন ! এই দিবাকর কুলালচক্রের প্রান্তস্থিত জন্তর দ্বায় ভ্রমণ করত পৃথিবীর ত্রিংশৎ ভাগ পারিত্যাগ পূর্ব্বক দিবা ও রাত্রি করিয়া থাকেন, অর্থাৎ এক এক মুহূর্ত্তে এক এক অংশ অতিক্রম করিতেছেন, এইরূপে ত্রিংশৎ ভাগ অতিক্রান্ত হইলে এক অহোরাত্র হয় । ২৭ । হে বিজ ! ভাস্কর উত্তরার-ণের প্রথমে মকররাশিতে গমন করেন, তদনন্তর কৃত্ত ও তৎপরে মীনরাশিতে অস্ত, নৈঋতকোণে তৃতীয় প্রহর, বায়ুকোণে প্রথম প্রহর, চন্দ্রলোকে উদয় । যখন চন্দ্রলোকে মধ্যাহ্ন, তখন পশ্চিমে অস্ত, বায়ুকোণে তৃতীয় প্রহর, ঈশানকোণে প্রথম প্রহর, ইন্দ্রলোকে উদয় । যখন অগ্নিকোণে মধ্যাহ্ন, তখন ঈশানে অস্ত, ইন্দ্রপু্রে তৃতীয় প্রহর, যমপু্রে প্রথম প্রহর এবং নৈঋতকোণে উদয় ইত্যাদি ।

গমন করেন। ১৮। এই তিন রাশি ভুক্ত হইলে পর সূর্য অহোরাত্র সমান করতঃ বৈশ্বভী গতি অবলম্বন করেন অর্থাৎ বিষুব রেখায় গমন করেন। তদনন্তর প্রত্যহ রাত্রি ক্ষয় ও দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ১৯। তদনন্তর (মেঘ বৃষ অতিক্রমের পর) মিতুন রাশির অন্তে উত্তরায়ণের শেষ সীমায় উপস্থিত হইলেন। পরে ককট রাশিতে গমন করিয়া দক্ষিণায়ন করিতে থাকেন। ২০। কুলাল চক্রের প্রান্তবর্তী জন্ত যেমন শীঘ্র গমন করে, সূর্য দক্ষিণায়নে সেইরূপ শীঘ্র গমন করেন। ২১। বায়ু-বেগবলে অতিক্রম গমন করত অল্পকালে এক স্থান হইতে অল্প প্রকৃষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। ২২। হে বিজ্ঞ! দক্ষিণায়নে সূর্য দিবসে শীঘ্রগামী হইয়া দ্বাদশ মুহূর্ত্তে জ্যোতিষচক্রের এবং রাত্রিকালে মুহূর্ত্তগামী হইয়া অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে অপর্যকি গমন করেন। ২৩। কুলালচক্রের মধ্যস্থ জন্ত যেমন মন্দ মন্দ গমন করে, সূর্য উত্তরায়ণে দিবসে সেইরূপ মন্দগামী হইয়া গমন করেন। ২৪। একজন্ত দীর্ঘকালে অল্পমাত্র স্থান গমন করেন। উত্তরায়ণের শেষ দিনে জ্যোতিষচক্রের অর্ধবৃত্ত গমন করিতে মন্দগামী সূর্যের যে অষ্টাদশ মুহূর্ত্ত গত হয়, তাহাই দীর্ঘ দিবস হইয়া থাকে। ২৫। দ্বিবিদ্যে অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে যেমন অর্ধ বৃত্ত অর্থাৎ সাক্ষিভ্রমোদশ নক্ষত্র গমন করেন, রাত্রিকালে দ্বাদশ মুহূর্ত্তে সেইরূপ অপর অর্ধ বৃত্ত অর্থাৎ অবশিষ্ট সাক্ষিভ্রমোদশ নক্ষত্র গমন করেন। ২৬। অনন্তর, কুলালচক্রের নাতি এবং নাতিস্থিত মৃত্যুপুণ্ড যেমন মন্দতর বেগে ভ্রমণ করে, জ্যোতিষচক্রের নাতি এবং তদ্রূপে ভ্রমণ সেইরূপ মন্দ মন্দ ভ্রমণ করিতে থাকে। ২৭। হে মৈত্রেয়! কুলালচক্রের নাতি এবং নাতিস্থ মৃত্যুপুণ্ড যেমন স্থান পরিভ্রমণ না করিয়া সেই স্থানেই পরিভ্রমণ করে, তদ্রূপে সেইরূপ স্থান পরিভ্রমণ করে না,—নেই স্থানেই পরিভ্রমণ করিতে থাকে। ২৮। উভয় অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণাদিকে মণ্ডলদগ্ধ ভ্রমণ করিতে করিতে সমরাস্ত্রসারে সূর্যের, দিবা এবং রাত্রিতে গতি শীঘ্র এবং মন্দ হইয়া থাকে। ২৯। যে অরুনে দিবসে সূর্যের মন্দগতি হয়, তাহাতে রাত্রিকালে শীঘ্রগতি হয়; এবং যখন নিশাকালে শীঘ্রগতি হয়, তখন ইহার দিবসে মন্দগতি হয়। ৩০। এই দিবাকর, এক-প্রমাণ অর্থাৎ দিবা এবং রাত্রিতে তুল্য-পরিমাণ পথ অতিক্রম করেন; হে বিজ্ঞ! তিনি অহোরাত্র সমস্ত রাশি-ভ্রমণ

করিয়া থাকেন । ৪১। রাত্রিকালে ছয় রাশি এবং দিবসে অপর ছয় রাশি ভোগ করেন ( সূত্রঃ দ্বাদশরাশিময় পথের অর্ধ অর্ধ করিয়া দিব্য-গন্তব্য ও রাত্রি-গন্তব্য পথ তুলা হইল ) ; দিবসের হ্রাসবৃদ্ধি রাশিসমূহের প্রমাণানুসারে হইয়া থাকে এবং রাত্রির ও হ্রাসবৃদ্ধি রাশি-প্রমাণানুসারে হয় । ৪২ । (যেহেতু) রাশি-ভোগবশতই দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি হয় । উত্তরায়ণে রাত্রিকালে সূর্যের শীত-গতি এবং দিবসে মন্দগতি হয় এবং দক্ষিণায়নে তাহার বিপরীত অর্থাৎ দিবসে শীতগতি এবং রাত্রিতে মন্দগতি হয় ( তাহার কারণ, উত্তরায়ণে রাত্রি ভোগ্য রাশির পরিমাণ হ্রাস ও দিনভোগ্য রাশির পরিমাণ অধিক ; এবং দক্ষিণায়নে বিপরীত ) । ৪৩ । উষাকাল, রাত্রি বলিয়া নিদ্রিষ্ট ও ব্যুষ্টি অর্থাৎ প্রভাত, দিন বলিয়া উক্ত হয় ; এবং বাহা উক্ত উষা ও ব্যুষ্টির অন্তর্ভুক্ত কাল, তাহা সন্ধ্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । ৪৪। (সন্ধ্যা উপাসনা না করিলে সূর্য-হত্যা দোষ হয় ; অতএব দ্বিজগণের সন্ধ্যোপাসনা কর্তব্য, ইহা বুঝাইবার জন্য কএকটি শ্লোক উক্ত হইতেছে ; ) যথা—পরম দারুণ রোদ্রমূর্ত্তাস্বক সন্ধ্যা-কাল প্রাপ্ত হইলে মন্দেহ নামে ভয়ানক রাক্ষসগণ সূর্যকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে । ৪৫ । হে মৈত্রেয় ! সেই সকল রাক্ষসের শরীরের অক্ষয়তা এবং প্রত্যহ মরণ হইবে, প্রজাপতিদত্ত এই শাপ আছে । ৪৬ । অনন্তর তাহাদিগের সহিত সূর্যের অতি দারুণ যুদ্ধ হয় ! হে মহামুনে ! তৎপরে দ্বিজোত্তমগণ ব্রহ্মরূপী ঙ্কার ও গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত যে জল নিষ্ক্ষেপ করেন, সেই বজ্ররূপী বারি দ্বারা সেই সকল পাপাচারী রাক্ষসগণ দগ্ধ হইয়া যায় । ৪৭। ৪৮ । অগ্নি-হোত্র-কালে “সূর্যো জ্যোতিঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত যে প্রথম আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহা দ্বারা সহস্র-কিরণ, প্রভাকর, ওষারূপী, ষ্ণুবজ্রঃ-সাম-তেজাঃ, বেদাধিপতি ভগবান্ বিষ্ণুস্বরূপ সূর্য, দীপ্তিমান্ হয়েন ; এবং সেই আহুতি-বজ্র উচ্চারণমাত্রে সেই সকল রাক্ষস বিনষ্ট হয় । ৪৯। ৫০ । সূর্য, বৈকব-অংশ । ষান নির্বিকার উৎকৃষ্ট ও অন্তর্জ্যোতিঃ অর্থাৎ পরমাত্ম স্বরূপ, পরম ঙ্কার তাহার বাচক এবং রাক্ষসবধে তাহাকে প্রবর্তিত করেন । ৫১ । সেই ঙ্কার প্রবর্তিত প্রদীপ্ত জ্যোতিঃ, মন্দেহ নামক সেই সমস্ত রাক্ষসকে দগ্ধ করেন । ৫২ । অতএব সন্ধ্যাকালীন উপাসনাকার্য্যের লক্ষ্যন করা উচিত নহে । যে, সন্ধ্যাকালে উপাসনা না করে, সে সূর্যহত্যা করে । ৫৩ । অন-

স্তর জগৎপালনে উদ্যুক্ত ভগবান সূর্য্য, বালধিল্যাদি ব্রাহ্মণসমূহ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া গমন করেন। ৫৪। পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠাকে এক কলা বলিয়া গণনা করিবে। ত্রিংশৎকলাতে এক মুহূর্ত্ত হইবে; এবং ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে সম্পূর্ণ অহোরাত্র। ৫৫। দিবসাংশ অর্থাৎ প্রাতঃকাল মধ্যাহ্ন-কাল ইত্যাদি এবং সম্পূর্ণ দিবসের (এইরূপ রাত্রির) হ্রাসবৃদ্ধি আছে। কিন্তু সন্ধ্যা (সকল সময়েই) মুহূর্ত্তাশ্বিক।; দিবারাত্রের হ্রাস ও বৃদ্ধিতেও তুল্য অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধি-শূন্য বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। ৫৬। আদিত্য (লেখ অর্থাৎ) অরুণোদয় হইতে তিন মুহূর্ত্ত গমন করিলে, ঐ গমন কাল, অর্থাৎ তিন মুহূর্ত্ত, প্রাতঃকাল বলিয়া নির্দিষ্ট হয়; \* ইহা সম্পূর্ণ দিনের পঞ্চম ভাগ অর্থাৎ পাঁচ ভাগের এক ভাগ। ৫৭। সেই প্রাতঃকালের পর তিন মুহূর্ত্ত “সঙ্গব” এবং সেই সঙ্গবকালের পর তিন মুহূর্ত্ত মধ্যাহ্ন। ৫৮। সেই মধ্যাহ্নকালের পর তিন মুহূর্ত্ত “অপরাহ্ন” বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। অপরাহ্ন অতীত হইলে সায়াক্ষ কাল। ৫৯। পঞ্চদশ মুহূর্ত্তাশ্বিক অর্থাৎ ত্রিংশৎশ্বিক দিবসে এই সকল মুহূর্ত্ত অনুমানহিরিক-ভাবে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়; কিন্তু অত্র সময়ে তিন মুহূর্ত্ত হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। বৈষ্বত দিন (অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে ১০ চৈত্র ও ১০ আশ্বিন) পঞ্চদশ মুহূর্ত্তাশ্বিক। ৬০। উত্তরায়ণে দিবসের বৃদ্ধি এবং দক্ষিণায়নে হ্রাস হয়, এই উভয় অয়নে যথাক্রমে দিন, রাত্রিকে গােস কবে এবং রাত্রি, দিবসকে গােস করে ৬১। শরৎ ও বসন্ত ঋতুর মধ্যে ভাদ্র, তুলা বা মেঘশি গত হইলে যথাক্রমে তুলাখ্য ও মেঘাখ্য “বিষুব” হয়; তাহা সমরাত্রিদিব অর্থাৎ তৎকালে (অয়নাংশবিশেষে পূর্বাপর ৫৪ দিনের মধ্যে এক এক দিন) রাত্রি ও দিবসের পরিমাণ সমান হইয়া থাকে। ৬২। সূর্য্য, কক্কট রাশিতে অবস্থিত হইলে, দক্ষিণায়ন উক্ত হয় এবং মকরস্থ হইলে উত্তরায়ণ হয়। (সূর্য্যের কক্কট হইতে ধনুঃ পর্য্যন্ত রাশি-স্থিতিকাল দক্ষিণায়ন এবং মকর হইতে মিথুন রাশি-স্থিতিকাল

---

\* উপরে যে অর্থ লিখিত হইল তাহা সামান্যতঃ। অত্রবিধ অর্থ যথা—লেখশব্দে দ্বিমুহূর্ত্তাশ্বিক অরুণোদয় কালের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত। ঐ সময় হইতে সূর্য্য তিন মুহূর্ত্ত গমন করিলে তদনন্তর প্রাতঃকাল। তাহা দিবসের পাঁচ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ত্রিমুহূর্ত্তাশ্বিক।



কাল উত্তরায়ণ, ঠেঠা ভাবার্থ)। ৬৩। হে ব্রহ্মন্ ! ত্রিংশৎ-মুহূর্ত্তায়ক যে অহোরাত্র ইতিপূর্বে বলিয়াছি, সেই পঞ্চদশ অহোরাত্র পক্ষ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয়। ৬৪। দুই পক্ষে এক মাস উক্ত হইয়াছে; দুই সৌর মাসে এক ঋতু; তিন ঋতুতে এক অয়ন এবং দুই অয়নের সংজ্ঞা “বৎসর”। ৬৫। চতুর্বিধ অর্থাৎ সৌর, সাবন, চান্দ্র ও নাক্ষত্র মাসানুসারে বিবিধরূপে কল্পিত সংবৎ-সরাদিপঞ্চক, সকল কালের অর্থাৎ মলমাসাদির নির্ণয়ের কারণ; এবং তাহা যুগ নামে উক্ত হইয়াছে। ৬৬। প্রথম—সংবৎসর, দ্বিতীয়—পরিবৎসর, তৃতীয়—ঈষৎসর, চতুর্থ—অমৃতবৎসর, পঞ্চম—সৎসর, এই কাল “যুগ” নামে খ্যাত। ৬৭। দ্বৈত বর্ষের উজ্জ্বল-দেশবর্তী “শুক্রবান” নামে যে পুরুষ আছে তাহার তিনটী শুল্ক আছে; এই সকল শুল্কের অস্তিত্বে এই পুরুষ “শুক্রবান” নামে খ্যাত হইয়াছে। ৬৮। একটি শুল্ক দক্ষিণ, একটি শুল্ক উত্তর এবং অপরটী মধ্য; এই মধ্য শুল্কটী “বৈবৃষত।” সূর্য্য, শরৎ এবং বসন্ত কালের মধ্যে সেই বৈবৃষত শুল্কে গমন করেন। ৬৯। হে মৈত্রেয়! তিমিরাপহ অর্থাৎ সূর্য্য মেঘের প্রথম দিনে এবং তুলাব প্রথম দিনে (প্রথম দিন থাকের তাৎ-পর্য্য—অরুণাংশ-ভেদে তত্তদ্যাসীর পূর্ক ২৭ দিন ও উত্তর ২৭ দিন এই ৫৪ দিনের মধ্যে কোন এক দিন) বিবৃষ নামক শুল্কে অবস্থিত হইয়া তৎকালে অহোরাত্র সমপরিমাণ করিয়া থাকেন। সেই সময় এই উত্তর অর্থাৎ দিবা ও রাত্র প্রত্যেক পঞ্চদশ-মুহূর্ত্ত স্মৃত হইয়াছে। ৭০। হে মুন! সূর্য্য বৎকালে কৃত্তিকার প্রথম ভাগে অর্থাৎ মেঘান্ত্রে অবস্থিত; তখন চন্দ্র বিশাখার চতুর্থ ভাগে বৃশ্চিকায়ান্ত্র নিশ্চয়ই অবস্থান করেন। ৭১। এবং সূর্য্য বধন বিশাখার তৃতীয় অংশ অর্থাৎ তুলার অন্তর্ভাগ ভোগ করেন, তখন চন্দ্রকে কৃত্তিকার প্রথম পাদে অর্থাৎ মেঘান্ত্রভাগে স্থিত বলিয়া জানিবে। ৭২। তখনই পবিত্র বিবৃষ-নামা কাল অভিহিত হইয়াছে, সেই কালে পবিত্রাত্মা ব্যক্তিগণ দেব

• পক্ষ, মাস ও বর্ষ, সৌর সাবন চান্দ্র ইত্যাদি নানাবিধ আছে; কিন্তু ঋতু এবং অয়ন কেবল সৌরই হইয়া থাকে এবং সৌর (দুই) মাস হইলেই যে ঋতু হইবে, তাহা নহে; কিন্তু নির্দ্ধারিত দুই সৌর মাসে এক ঋতু; বর্ষা,—অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত ঋতু ইত্যাদি।

গণের উদ্দেশে প্রযত-শ্রমভাবে দান করা কর্তব্য ॥ ৭০ ॥ ও পিতৃগণ এবং ব্রাহ্মণগণকে দান করা উচিত । এইকালে দেবাদের মুখ, দান-গ্রহণের জন্য বিবৃত হয় । এই বিষয় কালে দান করিলে মনুষ্য কৃতকৃত্য হয় ॥ ৭১ ॥ যাগাদিকালের নিয়মার্থে অহোরাত্র অধিমাণ, কণ, কাষ্ঠ ও কণাদির বিষয় উত্তমরূপে জানা আবশ্যক । পৌৰ্ণমাসী দুই প্রকার—রাক্ষা ও অমুমতি, \* এইরূপ অমাবস্যারও দুই নাম,—সিনীবালী ও কুহ † ॥ ৭২ ॥ মাঘ ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় এই ছয় মাসে উত্তরায়ণ ও ইহা ভিন্ন আর ছয় মাসে দক্ষিণায়ন হয় ॥ ৭৩ ॥ পূর্বে তোমার নিকট যে লোকালোক পর্বতের বিষয় বলিয়াছি, সেই লোকালোক পর্বতে চারি জন সূত্রত, লোকপাল বাস করেন ॥ ৭৪ ॥ হে দ্বিজ ! ইহাদের নাম সুধামা, কৰ্দ্দমাস্ত্রজ শঙ্খপাং, গিরণা রোমা, ও কেতুম্ন ॥ ৭৫ ॥ ইহারা চারি জন লোকালোক পর্বতের চারিদিকে অবস্থিতি করেন, ইহাদের সুখ দুঃখ জ্ঞান, অভিমান অধীনতা বা আসক্তি কিছুই নাই ॥ ৭৬ ॥ অগস্ত্যের উত্তর, ও অজবীণির দক্ষিণে, বৈখানর পথ ভিন্ন মৃগবোধি নামে যে পথ আছে, সেই পথে পিতৃগণ গমন করিয়া থাকেন ॥ ৭৭ ॥ সেই পিতৃপথে যে সকল অগ্নিহোত্রী ঋষি অছেন, তাঁহারা প্রবৃত্তিমার্গানুসারী বেদের স্তুতি করেন এবং কালান্তরে যজ্ঞ-বিচ্ছেদ হইলে, যজ্ঞামুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া কৰ্ম সকল করিয়া থাকেন ॥ ৭৮ ॥ যাহারা আরম্ভকর্তা রূপে দক্ষিণপথে অবস্থিতি করেন, তাঁহারা যুগে যুগে বেদের সম্প্রদায় বিনষ্ট হইলে, পুত্রাদি ঐশে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করত বংশ-প্রবর্তন, বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থা, শাস্ত্রপ্রবর্তন প্রভৃতি উপায় দ্বারা বৈদিকসম্প্রদায়ের পুনঃপ্রবর্তন করেন ॥ ৭৯—৮০ ॥ পূর্ব-পূর্ব সম্প্রদায়-প্রবর্তকগণের নিধনে, পুৰোক্ত প্রকারেই আবার উত্তর-কালীন সম্প্রদায়-প্রবর্তকগণ জন্ম গ্রহণ করেন । এবং প্রকারে, যতদিন চন্দ্র-তারা প্রভৃতি থাকিবে, ততদিন পুণোক্ত, সূর্য্যোৎপাদি দক্ষিণমার্গে স্থিত নিয়ত-

\* যে তিথিতে পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান তাহাকে রাক্ষা কহে ; আর বাহাতে চন্দ্র এককলা হীন, তাহাকে অমুমতি কহে ।

† দৃষ্টচন্দ্রা অমাবস্যার নাম সিনীবালী ও নষ্টচন্দ্রা অমাবস্যার নাম কুহ ।

ব্রত মহর্ষিগণ, বার-বার প্রত্যাৰ্জুন করিতেছেন এবং বেদের বিনষ্ট সম্ভ-  
দায়ক পুনরুদ্ধার করিতেছেন ॥ ৮৪ ॥ নাগবীথির উত্তরে ও সপ্তর্ষিগণের  
দক্ষিণে স্বর্ঘ্যের উত্তরবর্তী, যে পথ আছে, তাহাকে দেবযান কহে ॥ ৮৫ ॥  
সেই পথে প্রসিদ্ধ নির্মূলত্বাব, ও ভিত্তিস্থির যে সকল সিদ্ধ-ব্রহ্মচারিগণ  
বাস করেন, তাঁহারা সন্তান-কামনা করেন না, এবং মৃত্যুকে ভয় করিয়া-  
ছেন ॥ ৮৬ ॥ স্বর্ঘ্যের উত্তরমার্গে, প্রলয়কাল পর্য্যন্ত, উর্দ্ধরেতা অষ্টাশীতি  
সহস্র সংখ্যক মুনিগণ বাস করেন ॥ ৮৭ ॥ তাঁহারা লোভের অসংযোগ,  
মৈথুন বর্জন, ইচ্ছা ও ঘেবে অপ্রবৃত্তি, কণ্ঠে অমুঠান ত্যাগ, যোগ হইতে  
অঙ্কননহেতু এবং শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ে দোষ-দর্শন-প্রযুক্ত, তমো মোহ হইতে  
শুদ্ধিলাভ করিয়া অমৃতত্ব (প্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্থিতি) লাভ করিয়াছেন ॥ ৮৮-৮৯  
ব্রহ্মার একদিন পর্য্যন্ত অবস্থানকে অমৃতত্ব বলে, এবং ত্রৈলোক্যের স্থিতি  
পর্য্যন্ত কালকে অপুনর্ভার (পুনর্মূর্ত্ত্যুরহিত) কহে ॥ ৯০ ॥ ব্রহ্মহত্যা বা অশ্রমেধ  
যজ্ঞ করিলে, যে পাপ বা পুণ্য হয়, প্রলয় পর্য্যন্ত তাহার ফল ভোগ হয় ॥ ৯১ ॥  
হে মৈত্রেয়! বেপ্রদেশ মাত্রে ধ্রুব অবস্থিতি করিতেছেন, ভূমি হইতে সেই  
প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রলয়কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ॥ ৯২ ॥ দেবযানের উর্দ্ধ ও  
উত্তরে এবং ঋষিদিগের উত্তরভাগে যে স্থলে ধ্রুব অবস্থিত, সেই দীপ্তি-  
মৎ স্থানকে ভূমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তৃতীয় বিষ্ণুপদ বলে ॥ ৯৩ ॥ পুণ্য ও  
পাপ উভয়েই পরিক্ষীণ হইলে, দোষরূপ-পঙ্কলেপ-শূন্য সংবতাস্ত্রা যতিগণ  
সেই বিষ্ণু পরমপদে অবস্থিতি করিতে পারেন ॥ ৯৪ ॥ পাপ ও পুণ্য ও  
অশেষবিধ পীড়ার কারণ নিবৃত্ত হইলে, প্রাণিগণ যেখানে গমন করিয়া  
আর শোক করেন না, তাহাই বিষ্ণু পরমপদ ॥ ৯৫ ॥ ধ্রুব প্রভৃতি লোক-  
সাক্ষিগণ, ইন্দ্রিয়বশীকারাদি লব্ধ যোগবলে দীপ্তিমান হইয়া যেস্থলে  
ধর্ম্মাচরণ করেন, তাহাই বিষ্ণু পরমপদ ॥ ৯৬ ॥ এই বর্ত্তমান, অতীত  
ও ভবিষ্যৎ সচরাচর জগৎ যেখানে ওতপ্রোত রহিয়াছে, তাহাই বিষ্ণু  
পরমপদ ॥ ৯৭ ॥ বাহা আকাশে প্রকাশমান স্বরূপ চন্দ্র ন্যায় সর্ব্বভাসক,  
তন্ময়ত্বা যোগিগণ বিবেকজ্ঞান-বলে বাহা অপরিচ্ছিন্নরূপে পরিস্ফুট,  
তাহাই বিষ্ণু পরমপদ ॥ ৯৮ ॥ ধ্রুব নক্ষত্রে সকল নক্ষত্র আকৃষ্ট; নক্ষত্রগণে  
মেঘগণ আকৃষ্ট; মেঘ সমূহ হইতে নিবিড় বর্ষণ; বর্ষণ হইতে জলসমূহ; সেই

বৃষ্টিদ্বারা লোক সকল পুষ্ট ও তৃপ্ত হয়, এবং দেবপ্রভৃতিও তৃপ্ত হন। কারণ সে জলপান দ্বারা ক্রোড়িত, পবাদির কৃষ্ণোৎপন্ন ঘৃত দ্বারা তাঁহারা পরিপুষ্ট, সুতরাং তাঁহারা এই ভূতাদির স্থিতির নিমিত্ত বৃষ্টির হেতুভূত হন। এবম্প্রকারে সর্ব-প্রকার নক্ষত্রাদির আকর্ষক, পরস্পরায় বৃষ্টির কারণ ক্রবনক্ষত্র ও দীপ্তিমান ভাস্কর যাচাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তাহাই অমলাশ্বক, সকলের আধারভূত, লোকত্রয়ের বুদ্ধিকারণ, বিষ্ণুর পরমপদ ॥ ১১—১০২ ॥ হে ব্রহ্মন ! সেই বিষ্ণুপদ হইতেই স্বর্গ-নারীগণের অঙ্গরাগ সম্পর্কে পিয়ঙ্গবর্ণা সর্বপাপ-হরা মন্দাকিনী প্রকাশ পান ॥ ১০৩ ॥ সেই গঙ্গা, বিষ্ণুর বামপাদ-পদ্মের অন্তর্ভুক্ত-নখ হইতে স্রোতঃস্বরূপে নির্গত ও ক্রব দিব্যরাত্র তাঁহাকে ভক্তিভাবে মস্তকে ধারণ করিতেছেন ॥ ১০৪ ॥ হে মৈত্রেয় ! প্রাণায়ামপরায়ণ সপ্তবিগণ তরঙ্গমালা-বিচলিত-জটীভার হইয়া, যে গঙ্গার জলে, অশ্বমর্ষণ মন্থজপ করেন ॥ ১০৫ ॥ যাহার নিবিড়-বারি-প্রবাহে প্রাবিত চন্দ্রমণ্ডল, কলাহীন হইলে, পুনরায় অধিকতম শোভা বহন করে ॥ ১০৬ ॥ যিনি শশিমণ্ডল হইতে নিজস্ব হইয়া, মেরুপৃষ্ঠে পতিত হন ও জগতের পবিত্রতার জন্য চতুর্দিকে প্রস্রাব করেন ॥ ১০৭ ॥ যিনি এক হইয়াও চারিদিক-ভেদে গতির নিমিত্ত, সীতা, অলকনন্দা, চক্ষুঃ, ভদ্রা, এই চারি নামে লক্ষিত হইয়া স্থিতি করেন ॥ ১০৮ ॥ যাহার দক্ষিণদিক-গত, অলক-নন্দাখ্য সমুদ্র প্রবাহ, ৭৩ বর্ষেরও অধিককাল, ভগবান শঙ্কু, অতিপ্রীতির সহিত মস্তকে ধারণ করেন ॥ ১০৯ ॥ যিনি শঙ্কুর জটা-কলাপ-নিজস্ব হইয়া পাপপূর্ণ সগর-তনয়গণের অস্থিচূর্ণ সমূহকে প্রাবিত করত, তাহাদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করেন ॥ ১১০ ॥ হে মৈত্রেয় ! যাহার সলিলে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ সকল পাপ নষ্ট হয় ও অপূর্ণ পুণ্য লাভ হয় ॥ ১১১ ॥ প্রজ্ঞা-সমবিত্ত পুত্রগণ, স্বর্গীয় পিতৃগণের উদ্দেশে যাহার প্রবাহে একদিনও জলতর্পণ করিলে পিতৃগণ তিন বৎসর পরিতৃপ্ত থাকেন ॥ ১১২ ॥ ব্রাহ্মণগণ যাহার তীরে পুরুষোত্তম যজ্ঞ-ধরকে মহাযজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞ করিয়া ইহকাল ও পরকালে অতুল সমৃদ্ধি ভোগ করিয়াছেন ॥ ১১৩ ॥ ষড়িগণ যাহার জলে স্নানান্তে বিনষ্টপাপ হইয়া কেশবে যন অর্পণ পূর্বক সর্বোত্তম মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১১৪ ॥ প্রতিদিন, যাহার নাম শ্রবণে, দর্শনাভিলাষে, দর্শনে, স্পর্শনে, পানে, অবগাহনে, বা কীর্তনে,

প্রাণিগণ পবিত্র হয় ॥ ১১৫ ॥ প্রাণিগণ শতযোজন দূরে থাকিয়া গঙ্গা, গঙ্গা, বাঁহার - এই নাম উচ্চারণ করিলে জন্মময়ার্জিত পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ১১৬ ॥ সেই গঙ্গা, বাহা হইতে, ত্রিলোক পাবনের জন্য উৎপত্তিলাভ করিয়াছেন, তাহাই, ভগবান্ বিষ্ণুর পরম তৃতীয় পদ। ॥ ১১৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## নবম অধ্যায়।

পরাম্বর কহিলেন, আকাশে শিশুমারাকৃতি, \* তারা-পুঞ্জময় প্রভু ভগবান্ বিষ্ণুর বেক্রপ দেখা যায়, তাহার পূচ্ছাগ্রভাগে, ঐব অবস্থিত ॥ ১ ॥ সেই ঐব নিজে ভ্রমণ করত চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণকে পরিভ্রমণ করাইতেছে। নক্ষত্রগণও সেই ভ্রমণশীল ঐবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ২ ॥ সেই সকল ভ্রমণশীল সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রগণ ও অন্যান্য গ্রহগণ, বাত-সমূহরূপ-বন্ধন-রজ্জুদ্বারা ঐবে আবদ্ধ রহিয়াছে ॥ ৩ ॥ নক্ষত্রাদি ও সূর্য্যাদিগ্রহের অন্তরালে যে শিশুমার সূর্য্য আকারের কথা বলি লাম, সেই শিশুমারাকৃতি গ্রহগণের আশ্রয়স্থানকে ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং জপয়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ॥ ৪ ॥ উত্তানপাদ নামে রাজার পুত্র ঐব, প্রজাপতি নারায়ণের আরাধনা করিয়া তারাময় সেই শিশুমারের পুচ্ছে অবস্থিত করিতেছেন ॥ ৫ ॥ সর্বাধ্যক্ষ জনার্দনই শিশুমাররূপে, সকল গ্রহ-গণের ও ঐবের আধার; এই ঐবে সূর্য্য অবস্থিত করেন ॥ ৬ ॥ এই দেবাসুর-মাহু-পরিবৃত জগতের সূর্য্যই একমাত্র আধার। কেন তাঁহাকে এপ্রকার আধার বলে, তাহা বলিতেছি অনন্তচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥ সূর্য্য স্বকীয় কিরণ সমূহদ্বারা আটমাস ক্রমাগত ষড়্রসদ্বাক জল গ্রহণ কবিয়া, পুনর্বার চারি মাসে তাহা বর্ধন করেন। সেই জল-বৃষ্টি দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয় এবং অন্নের দ্বারা এই জগৎ রক্ষিত হয় ॥ ৮ ॥ সূর্য্য প্রথর কিরণদ্বারা জগতের জল

\* শিশুমার জলজন্ত বিশেষ।

## নবম অধ্যায় ।

সকল গ্রহণ করিয়া চন্দ্রকে পোষণ করেন; চন্দ্রও অন্তরীক্ষে বায়ুনাড়ীময়-  
নাল দ্বারা, সেই সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত জলসমূহ মেঘে নিক্ষেপ করেন। এই  
মেঘ, ধূম-অগ্নি ও বায়ুময়। ওই চন্দ্রনিক্ষিপ্ত জলসমূহ তৎকালে মেঘ হইতে  
ব্রষ্ট হইয়া পড়েনা বলিয়া মেঘের নাম অত্র, ॥ ৯—১০ ॥ হে মৈত্রেয়!  
সেই সকল মেঘস্থিত জল কালবশে সংস্কার প্রাপ্ত ও নির্ম্মল হয়। তখন,  
সেইজল বায়ুবেগে উন্নীত হইয়া ভূমিতে পতিত হয় ॥ ১১ ॥ হে মুনৈ!  
সূর্য্য সমুদ্র ভূমি ও প্রাণিগণের দেহ হইতে চারি প্রকার জল, ভগবান্ সূর্য্য  
গ্রহণ করেন ॥ ১২ ॥ সূর্য্য, সেই প্রসিক্ত আকাশ-গঙ্গার অমেঘ-সমুদ্র জল,  
কিরণ দ্বারা গ্রহণ করিয়া সদা নিক্ষেপ করেন ॥ ১৩ ॥ হে বিজ্ঞোত্তম! সেই  
জলের সংস্পর্শে মনুষ্য পাপপঙ্ক হইতে মুক্ত হয় এবং নরকে গমন করে না;  
কারণ তাহা দিব্য-স্নান বলিয়া গণিত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥ সূর্য্য প্রকাশ থাকিলে,  
মেঘ ব্যতিরেকে আকাশ হইতে যে জল পতিত হয়, তাহাই আকাশ-  
গঙ্গার সলিল। ঐ জল, সূর্য্যকিরণ-প্রক্ষিপ্ত ॥ ১৫ ॥ কৃত্তিকাদি নক্ষত্রগণ  
বিষম অবস্থায় থাকিলে, সূর্য্য প্রকাশ থাকিতে যে বারি আকাশ হইতে  
পতিত হয়, তাহা দিগ্গজ্ঞান-প্রক্ষিপ্ত আকাশ-গঙ্গার জল ॥ ১৬ ॥ রোহিণী  
আদি সমান নক্ষত্র স্থিতিকালে, সূর্য্য আকাশ হইতে যে জলক্ষেপ করেন,  
সেই জল, সূর্য্যকিরণ কর্তৃক গৃহীত হইয়া নিরস্ত হয় ॥ ১৭ ॥ হে দ্বিজ!  
হে মহামুনৈ! আকাশ-গঙ্গার জল ও দিব্য-স্নান এই উভয় অতিশয় পুণ্যজনক  
ও পার্ণাবনাশক ॥ ১৮ ॥ হে দ্বিজ! মেঘ সকল যে জল নিক্ষেপ করে, সেই  
জল প্রাণিগণের জীবনদায়ি এবং ওষধিগণের পোষণকারি ॥ ১৯ ॥

সেই মেঘ-সমুৎসৃষ্ট সলিলের দ্বারা ওষধিগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, ফল  
পরিমাণে প্রজাগণের ঐহিক ও পারলৌকিক শুভের কারণ হয় ॥ ২০ ॥ শাস্ত্র-  
চক্ষু মানবগণ তাহার দ্বারা যথা বহিত যজ্ঞ সকল অহরহ সম্পাদন করিয়া,  
দেবগণের তুষ্টিসাধন করেন ॥ ২১ ॥ এই প্রকারে যজ্ঞ বেদ, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ, সর্ব্ব  
প্রকার দেবমূর্ত্তি এবং পশুভূতাদি প্রাণিগণ - এই সকলই বৃষ্টিদ্বারা প্রতিপালিত,  
কারণ বৃষ্টিই অগ্নির নিষ্পাদক, আর সেই বৃষ্টিকে সূর্য্য নিষ্পন্ন করেন ॥ ২২-২৩ ॥  
হে মুনিবরোত্তম! আবার সেই সূর্য্যের আধার ধ্রুব, এবং ধ্রুবের আধার  
শিত্যার, আর সেই শিত্যারও নারায়ণের আশ্রিত, ॥ ২৪ ॥ সেই শিত্য-

মারের হৃদয়দেশে সৰ্বভূতের আদিভূত, সনাতন, নারায়ণ অবস্থিতি করিয়া  
সকল প্রাণিগণকে ভরণ করিতেছেন ॥ ২৫ ॥

নবম অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## দশম অধ্যায় ।

পরাম্বর কহিলেন, প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণদিকের মধ্যে, আরোহণ  
ও অবরোহণ বার, একশত অশীতি মণ্ডলব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ  
আছে, ॥ ১ ॥ তাহাতে যে রথ গমন করে, তাহাতে প্রতিমাসেই ভিন্ন ভিন্ন  
আদিত্য, দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধৰ্ব্ব, অশ্বর, বক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান  
করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥ এই সূর্য্যরথে, চৈত্রমাসে সাতজন মাসাধিকারি সৰ্ব্বদা  
বাস করেন; তাহাদিগের নাম, ধাতা, ক্রতুহলা, পুলস্ত্য, বাসুকি, রথকৃৎ নামক,  
গ্রামণী, বক্ষ, হেতি ও তুম্বুর ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ হে মৈত্রেয়! ইহার সপ্ত মাসের  
অধিকারী হইরা মধুসংক্র বা চৈত্রমাসে সূর্য্যের রথে সৰ্ব্বদা অবস্থিতি করেন ।  
বৈশাখমাসে রবিরথে বাহার বাস করেন, তাহাদের নাম অৰ্ঘমা, পুলহ, রথোজা  
পুঞ্জিকহলা, গ্রাহতি কঙ্গনৌর, ও নারদ । সূর্য্যরথে বাহার জৈষ্ঠ্যমাসে অধিষ্ঠান  
করেন, তাহাদের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর,—মিত্র, অত্রি, তক্ষক, পৌরুষের  
রাক্ষস, মেনকা, হাৰা, ও রথস্থন-বক্ষ ॥ ৫-৬ ॥ আষাঢ় মাসে বাহার বাস করেন,  
তাহাদের নাম, বরুণ, বসিষ্ঠ, রজ্জা, সহজন্যা, হুহু, বুধ ও রথচিত্র ॥ ৭ ॥  
ইন্দ্র, বিশ্বাবহু, জ্যোতঃ, এলাপন্ন, অঙ্গিরা প্রয়োগা ও সর্পাধ্যারাক্ষস,—ইহার  
শ্রাবণ মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন ॥ ৮ ॥ বিবস্বান্, উগ্রসেন, ভৃগু,  
আপূরণ, অহুয়োগা, শঙ্কপাল ও ব্যাত্রি,—ইহার ভাদ্র মাসে, সূর্য্যরথে বাস  
করেন ॥ ৯ ॥ পূবা, স্ককচি, ধাতা, গৌতম, ধনঞ্জয়, জুবেণ ও স্তুতাচী  
ইহার, আশ্বিন মাসে রবিরথে বাস করেন ॥ ১০ ॥ বিত্তাবহু, তরুণ, পর্জন্ত,  
ঐরাবত, বিশ্বাচী, সেনজিত্ ও চাপ,—ইহার কার্তিক মাসে  
সূর্য্যরথে বাস করেন ॥ ১১ ॥ অংগু (সূর্য্য), কাণ্ডপ, তাম্র্য (বক্ষ),  
মহাপন্ন (সর্প), উরুগী, চিত্রসেন (গন্ধৰ্ব্ব), বিদ্যাৎ (রাক্ষস), ইহার অগ্রহায়ণ

মাসে সূর্য্যরথে, বাস করেন ॥ ১২ ॥ ক্রতু (ঋষি), ভগ (সূর্য্য), উর্ণাযুঃ (গন্ধর্ক),  
ক্ষূর্য্য (রাক্ষস), কর্কোটক (নাগ), অরিষ্টনেমি (যক্ষ) ও পূর্নচিহ্নি নামে অঙ্গরা,  
হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ ! ইহারা সাতজন, লোক-প্রকাশের নিমিত্ত, পৌষ মাসে, ভাস্কর-  
মণ্ডলে বাস করেন । ১৩—১৪ । ষষ্ঠী (সূর্য্য), জমদগ্নি, কাম্বল (সর্প), তিলো-  
ত্তমা ব্রহ্মাপেত (রাক্ষস), ঋতজিত্ (যক্ষ), ও যুতরাষ্ট্র (গন্ধর্ক), ইহারা মাঘ  
মাসে, সূর্য্যরথে বাস করেন । ষাঁহারা কাক্তন মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন,  
তাহাদের নাম শ্রবণ কর,—হে মহামুনে ! বিষ্ণু (সূর্য্য), অবতর (সর্প), রত্না,  
সূর্য্যবর্চা (গন্ধর্ক), সত্যজিৎ (যক্ষ), বিশ্বামিত্র, যজ্ঞাপেত (রাক্ষস),—এই  
সাত জনেই বাস করেন ॥ ১৫—১৭ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! মাসে, মাসে, যথাক্রমে  
সাত জন করিয়া পূর্ব্বোক্ত আদিত্য প্রভৃতি, বিষ্ণুশক্তি দ্বারা বহ্নিততেজঃ  
হইয়া সূর্য্যরথে বাস করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥ এই রথাধিষ্ঠিত, মুনিগণ  
সূর্য্যের স্তব করেন, গন্ধর্কগণ পুরোভাগে গান করিতে থাকেন, অঙ্গরোগণ  
নৃত্য করিতে করিতে গমন করেন, ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাক্ষসগণ গমন  
করেন ॥ ১৯ ॥ পন্নগগণ, রথকে সজ্জিত করেন । যক্ষগণ অশ্বের অভীষু  
(অশ্বরজ্জু) ধারণ করেন, এবং নিত্যসেবক বালখিল্যগণ সূর্য্যদেবকে  
বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করেন ॥ ২০ ॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! এই সূর্য্যের সপ্ত-  
গণের বিবরণ এই ; সপ্তগণ, স্বসময়ে আগমন করিয়া যথাক্রমে, হিম, উষ্ণ,  
বারি বর্ষণের কারণ হন ॥ ২১ ॥

দশম অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## একাদশ অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন, আপনি রবিমণ্ডলে হিমতাপাদির কারণ যে, সপ্ত  
বিধগণের বিবরণ বলিলেন, তাহা আমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ করিলাম । ১ ।  
হে গুরো ! গন্ধর্ক, সর্প, রাক্ষস, ঋষি, বালখিল্য, অঙ্গরা ও যক্ষগণ বিষ্ণু-  
শক্তির প্রভাবে, সূর্য্যরথে যে যে কর্ম করিতেছেন, তাহাও বলিয়াছেন,  
কিছু হে মুনে ! আপনি সূর্য্যদেবের কোন কর্মই এখানে বলিলেন না । ২ । ৩ ।



যদি সপ্তগণই বারি, হিম, ও আতপ-বর্ষণ করিয়া থাকে, তবে, আপনি, "সূর্য্য হইতে বৃষ্টি"—এই কথা কেন কহিলেন ? ৪। যদি বলেন, সূর্য্য ও সপ্তগণের ইহা স'ধারণ কর্ম্ম, তাহা হইলে "সূর্য্য উদিত, হইলেন" "সূর্য্য গগন মধ্যবন্তী", "সূর্য্য অন্ত যাইলেন,"—কেবল মাত্র সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া মনুষ্যগণ এ প্রকার বাক্য প্রয়োগ কেন কবে ? ৫। পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয় ! তুমি যে প্রশ্ন করিলে, তাহার উত্তর শ্রবণ কর;—এই সপ্তগণের সকলের প্রাধান্য হইতেই ভগবান্ সূর্য্যেব প্রাধান্য অধিক, ৬। বিষ্ণুর ঋক্ যজুঃ সাম লক্ষণা ত্রয়ী রূপা যে সর্ব্বার্থ প্রকাশিকা শক্তি আছে,—সূর্য্য সেই শক্তি স্বরূপ; এই সূর্য্যই তাপ প্রদান করেন ও উপাসিত হইয়া জগতের পাপ বিনষ্ট করেন । ৭। এই শক্তিই বিষ্ণু; তিনি, জগতেব স্থিতি ও পালনের জন্ত ঋক্ যজুঃ-সামরূপে, সূর্য্যের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন । ৮। মাসে মাসে যিনি সূর্য্য হন, তাঁহাতেই সেই ত্রয়ী-ময়ী পরমা বিষ্ণুশক্তি অবস্থিতি করেন । ৯। ঋক্ সকল পূর্বাঙ্কে তাপ প্রদান করেন । বৃহদ্রথস্তরাদি যজুঃ সকল মধ্যাঙ্কে, ও সাম সকল মায়াঙ্কে তাপ প্রদান করেন । ১০। বিষ্ণুর ঋক্ যজুঃ-সাম-স্বরূপা এতী মূর্ত্তিই সূর্য্য রূপে অবস্থিত। সেই অচিন্তনীয় প্রভাবা বিষ্ণু-শক্তি সর্ব্বদাই সূর্য্যে অবস্থিতি করিতেছেন । ১১। সেই বৈষ্ণবী শক্তি কেবল সূর্য্য-মাত্রেরই যে অধিষ্ঠাত্রী তাহা নহে, কাবণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র তিনজনই সেই ত্রয়ীময়ী শক্তি-দ্বারা অধিষ্ঠিত । ১২। সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্মা ঋগ্ময়, স্থিতিকালে বিষ্ণু যজুর্ম্ময়, রুদ্র জগতের অন্তের জন্ত, বেদান্তের পাঠের প্রতিবন্ধকত্ব রূপ অশুচিময় সাম স্বরূপে অবস্থিত । ১৩। সেই ত্রয়ীময়ী সাংখ্যিক বিষ্ণুশক্তি, সপ্তগণে অ-স্থিতি হইয়া, সূর্য্যে অবস্থিতি করিতেছেন । ১৪। সেই বিষ্ণুশক্তির অধিষ্ঠানেই সূর্য্য অতিশয় প্রকাশ পান, ৭ সমস্ত জগতের অধিল অন্ধকার বিনাশ করেন । ১৫। মূনিগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন, গন্ধর্ব্বগণ পান করিতেছেন, অপরোগণ নৃত্য করিতে করিতে অগ্রে গমন করিতেছেন, এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিশাচরগণ গমন করিতেছে । ১৬। সর্পগণ রথসজ্জা করিতেছেন, ষক্গণ অশ্বরজ্জু গ্রহণ করিতেছেন, ও বাণ-ধিল্যগণ তাঁহাকে বেটন করিয়া রহিয়াছেন ॥ ১৭ ॥ শক্তিরূপধারী বিষ্ণু উদিত

হন না বা অন্তঃ গমন করেন না, কিন্তু তত্ত্বি আর আর সপ্তগণই যথাসময়ে উদয় বা অন্তঃ গমন করেন ॥ ১৮ ॥ স্তম্ভস্থিত অতিনির্মল দর্পণের নিকটে আসিলে, পদার্থ যে প্রকার আপনার ছায়া যোগ প্রাপ্ত হয়, সেই স্বর্ঘ্যরথে স্থিত দর্পণ-স্থানীয় বিম্বশক্তির সান্নিধ্যেই মাসে, মাসে, পৃথক্ পৃথক্ স্বর্ঘ্য স্ব স্ব শক্তিদ্বারা অধিষ্ঠিত হন ॥ ১৯—২০ ॥ সেই বিম্বশক্তিরই প্রভাবে স্বর্ঘ্য, অহোরাত্রের কারণরূপে, পিতৃদেব ও মহুঘ্য প্রভৃতির তৃপ্তি সাধন করতঃ পরিবর্তন করিতেছেন ॥ ১১ ॥ স্বর্ঘ্যরশ্মিই সুষুম্নাধারা শুক্রপ্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রকে পোষিত করে। আবার কৃষ্ণপক্ষে, অমরগণ সেই স্বেদাময় চন্দ্রের এক এক কলা পান করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥ দ্বিজ! এই প্রকারে দেবগণ কৃষ্ণচতুর্দশী পর্য্যন্ত চন্দ্রের এক এক কলা পান করিলে পর, অবশিষ্ট কলাটুকু অমাবস্তাতে পিতৃগণ পান করেন। এক প্রকারে স্বর্ঘ্য স্বরশ্মি-যোগে অমৃতী-কৃত চন্দ্রদ্বারা দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥ স্বর্ঘ্য, কিরণসমূহ দ্বারা পৃথিবীস্থিত যে রস গ্রহণ করেন, তাহাই আহার পরিভ্যাগ করেন; সেই রসের দ্বারা শস্তাদি উৎপন্ন হইয়া প্রাণিদিগকে পোষণ করে ॥ ২৪ ॥ এই প্রকারেই ভগবান স্বর্ঘ্য অশেষ প্রকার জীবের তৃপ্তি সাধন এবং পিতৃদেব মহুঘ্যাদিরও তর্পণ করিতেছেন ॥ ২৫ ॥ হে মৈত্রেয়! পূর্বদর্শিত রীতিক্রমে স্বর্ঘ্য দেবগণকে একপক্ষ, পিতৃগণকে মাসে একদিন এবং মর্ত্যদিগের প্রতিদিনই তৃপ্তি সাধন করিতেছেন ॥ ২৬ ॥

একাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## দ্বাদশ অধ্যায়।

পরশর কহিলেন, চন্দ্রের রথ ত্রিচক্র। তাহার বাম ও দক্ষিণ ভাগে কুল-পুলের জায় খেতবর্ণ দশ অশ্বযুক্ত থাকে। এই চন্দ্র, সেই বেগবান্ ঐবরূপ আধারের আকর্ষণে, নাগবীথ্যার আশ্রয় অশ্বিজাদি নক্ষত্রে বিচরণ করেন। স্বর্ঘ্যের কিরণ-সমূহের দ্বারা বৃদ্ধির যে প্রকার রীতি, চন্দ্রকিরণেরও সেই প্রকার ॥ ১।২ ॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠ! স্বর্ঘ্যের জায় চন্দ্রের অশ্বগণ জলগর্ভ-

সমুদ্ভব; এবং একবার যুক্ত হইয়া এককল্প পর্য্যন্ত বহন করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥  
 হে মৈত্রেয়! সুরগণ চন্দ্রের কলা সমূহ পান করিলে, তিনি যখন কলামাজে  
 পর্য্যবসিত হন, তখন দীপ্তিমান সূর্য্য তাঁহাকে একরশ্মি দ্বারা পুনর্বার  
 পোষিত করেন ॥ ৪ ॥ কুরুগ্রতিপদ আরম্ভ করিয়া সুরগণ, চন্দ্রকে যে পরিমাণ  
 ক্ৰীণ করেন, সূর্য্যও সেই পরিমাণে গুরুগ্রতিপদ হইতে চন্দ্রকে কিরণ-  
 পূহীত বারিদ্বারা আপূরিত করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥ এইরূপে অর্দ্ধ মাসে সঞ্চিত  
 চন্দ্রস্থ সুধা দেবগণ পান করেন। হে মৈত্রেয়! এ কারণ অমরগণ সুধামাত্রই  
 আহাৰ করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥ ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র, ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ  
 সংখ্যক দেবগণ চন্দ্রস্থিত সুধা পান করেন ॥ ৭ ॥ কলাদ্বয়াবশিষ্ট চন্দ্র যে  
 তিথিতে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া অমা-নামক সূর্য্যকিরণে বাস করেন, সেই  
 তিথির নাম অমাবস্তা ॥ ৮ ॥ সূর্য্য প্রবেশের পূর্বে, চন্দ্রমা অহোরাত্র জলে  
 বাস করিয়া পরে লতাসমূহে বাস করেন, তৎপরে সূর্য্যে গমন করেন ॥ ৯ ॥  
 যখন নিশাকর লতামধ্যে অবস্থান করেন, সেইকালে যে লতা ছেদকরে বা  
 তাহার একটিও পত্র পাতিত করে, সে ব্রহ্মহত্যা নামক পাতক প্রাপ্ত হয় ॥ ১০ ॥  
 কলামাক কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট জঘন্য চন্দ্রের শেষভাগ পিতৃগণ অপরাহ্নে পানের অঙ্গ  
 সেবন করেন ॥ ১১ ॥ পরে দিকলাবশিষ্ট চন্দ্রের পঞ্চদশী যে কলা, সেই অমৃত-  
 কলা পিতৃগণ পান করেন ॥ ১২ ॥ অমাবস্তার চন্দ্রকিরণ-নিঃসৃত সুধাপান  
 করিয়া সৌম্য, বর্হিষদ ও অগ্নিস্বস্তা নামক পিতৃগণ অতিশয় তৃপ্তিলাভ-করতঃ  
 একমাস নির্বৃত্ত থাকেন ॥ ১৩ ॥ এইরূপে চন্দ্রমা গুরুপক্ষে পিতৃগণের ও নীতল  
 জলীয় পরমাণু দ্বারা লতাসমূহের পোষণ করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥ নীতাংস্ত,—  
 বীক্লধ ও ওষধিগণকে নিম্পন্ন করিয়া এবং প্রকাশদ্বারা আহ্লাদ উৎপাদন  
 করত মনুষ্য-পশু-কীট প্রভৃতির তৃপ্তি সাধন করিতেছেন ॥ ১৫ ॥

বুধগ্রহের রথ,—বায়ু অগ্নি দ্বারা সম্পাদিত এবং তাহাতে বায়ুবেগশালি  
 পিষ্কবর্ণ আটটি অশ্বযুক্ত থাকে ॥ ১৬ ॥ গুরুগ্রহের রথ অতি প্রকাণ্ড, তাহাতে  
 বহু, \* অশ্বকর্ষ † উপাসন ‡ ও পতাকা আছে । এবং তাহাতে পৃথিবী সমুৎ-  
 পন্ন অশ্ব সকল যুক্ত রহিয়াছে ॥ ১৭ ॥ মঙ্গল গ্রহের রথ, প্রকাণ্ড অষ্টকোণ  
 কাঞ্চন নির্মিত এবং ত্রীমান; তাহাতে বহিসম্ভব পদ্মরাগের জ্বার অরুণবর্ণ অশ্ব

\* রথকর্ত্তি । † রথের নিয়ন্ত্রিত কর্ত্ত । ‡ রথের উপরিবিত্ত কর্ত্তবিশেষ ।

সকল যুক্ত রহিয়াছেন ॥ ১৮ ॥ আটটি পাণ্ডুরবর্ণশালী অশ্বযুক্ত কাঞ্চননির্মিত রথে, বর্ষান্তে প্রতিরাশিতে বৃহস্পতি অবস্থান করেন ॥ ১৯ ॥ আকাশসত্ত্ব বিচিত্রবর্ণ অশ্বসমূহ-যুক্ত রথে আরোহণ করিয়া মন্দগামী শনৈশ্চর ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন ॥ ২০ ॥ রাহুর রথ, ধূসরবর্ণ। তাহাতে ভ্রমরের ছায় কৃষ্ণবর্ণ আটটি অশ্বযুক্ত আছে। হে মৈত্রেয়! সেই সকল অশ্ব একবার মাত্র যোজিত হইয়া সর্বদা সেই রথকে বহন করিতেছে ॥ ২১ ॥ এই রাহুগ্রহ, চন্দ্রপর্বে সূর্য্য হইতে নিজক্রান্ত হইয়া চন্দ্রে গমন করিতেছে এবং সৌরপর্বে চন্দ্র হইতে নিজক্রান্ত হইয়া সূর্য্যে গমন করিতেছে ॥ ২২ ॥ পলাল হইতে উৎপন্ন ধূমের ছায় বর্ণবিশিষ্ট বায়ুবেগশালী আটটি অশ্ব, কেতুগ্রহের রথ, বহন করিতেছে। ইহাদের অঙ্গ কেবল ধূমবর্ণ নহে, পরন্তু মধ্যো মধ্যো লাক্ষারসের ছায় অরুণবর্ণও আছে ॥ ২৩ ॥ হে মহাভাগ! আমি নবগ্রহগণের এই নয়খানি রথের বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিলাম; এই নয়খানি রথই বায়ুরূপ রজ্জুদ্বারা ঐক্য নক্ষত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে ॥ ২৪ ॥

অনন্ত গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডল, ঐক্য নক্ষত্রে বায়ু-রজ্জু-দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে। হে মৈত্রেয়! তাহারা অতি বেগে পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ২৫ ॥ যত সংখ্যক তারা আছে, তত সংখ্যক বায়ু-রজ্জু আছে। এই বায়ু-রজ্জুদ্বারা নিবদ্ধ সকল গ্রহাদি ভ্রমণ করিতেছে এবং ঐক্যকে ভ্রমণ করাইতেছে ॥ ২৬ ॥ তৈল-কারীগণ যেমন আপনারা ঘুরিয়া তৈলচক্রে ঘুরাইয়া থাকে, তদ্রূপ সকল জ্যোতিষ্কগণ, আপনারা ঘুরিতেছে এবং ঐক্যকে ঘুরাইতেছে ॥ ২৭ ॥ যে পথ, বায়ু-চক্রের দ্বারা প্রেরিত অলাত-চক্রের ছায় ঘূর্ণমাণ জ্যোতিষ্ক-গণকে বহন করিতেছে, তাহার নাম প্রবহ ॥ ২৮ ॥ যাহাকে শিশুমার বলিয়া পূর্বে কীর্তন করিয়াছি এবং ঐক্য যেখানে অবস্থিতি করিতেছে, তাহার সন্নিবেশ প্রকার, তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥ এই শিশুমারকে রাত্রিকালে দর্শন করিলে, দিবাকৃত সমুদ্র পাপ নষ্ট হয়। এই শিশুমারে যতগুলি তারা দৃশ্য হয়, তাবৎ-সংখ্যক বর্ষ বা তাহার অধিক বর্ষ, দর্শনকারী পুণ্যলোকে জীবিত থাকে ॥ ৩০ ॥ উত্তানপাদ,—সেই শিশুমারের উত্তর হনুস্বরূপ; আর যজ্ঞ, তাহার নিম্ন হনু। ধর্ম্ম তাহার যতক স্থান অধিকার করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥ তাহার জ্বলে জ্বলং নারায়ণ

অবস্থিত, পূৰ্ণপাদদ্বয়ে অগ্নিনীকুমারদ্বয় অবস্থিত। বরুণ ও সূৰ্য্য তাহার পশ্চিম-উত্তরদ্বয়রূপে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৩২ ॥ সমুৎসর তাহার শিখ, ও মিত্র তাহার অপান স্থান অধিকার করিয়াছেন। অগ্নি, মহেন্দ্র, কণ্ডপ ও ক্রব,—ইহারা সেই শিশুমারের পুচ্ছদেশে ত্রুস্ত রহিয়াছেন, ইহারা কখনই অন্তর্গমন করেন না ॥ ৩৩ ॥ মৈত্রেয় ! তোমার নিকট এই পৃথিবী, জ্যোতি-  
 র্দ্ধ্বজল, দ্বীপগণ, সমুদ্রগণ, পৰ্ব্বতগণ, বর্ষগণ ও নদীগণের সম্মিলেখ কীর্তন করি-  
 লাম এবং ঐ সকল স্থানে যাহারা বাস করেন, তাঁহাদেরও স্বরূপবর্ণন করিলাম ;  
 এক্ষণে ইহার সংক্ষেপ বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩৫ ॥ হে বিপ্র ! বিষ্ণুর মূর্ত্তিস্বরূপ  
 যে জল, তাহা হইতেই এই পৰ্ব্বত-সমুদ্রাদিয়ুগ্ম পদ্বাকৃতি বহুধা উৎপন্ন  
 হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥ বিষ্ণুই সকল জ্যোতিষ্ক, বিষ্ণুই সকল ভূবন, বিষ্ণুই সকল  
 বন, বিষ্ণুই সকল পৰ্ব্বত ও সকল দিক্ ; বিষ্ণুই সমুদ্র ও নদী। হে  
 বিপ্রশ্রেষ্ঠ ! জগতে ভাব বা অভাবরূপ যত পদার্থ আছে, সকলই বিষ্ণু ॥ ৩৭ ॥  
 অনন্তমূর্ত্তি ভগবান বিষ্ণু জ্ঞানস্বরূপ ; তিনি জড় নহেন ; স্তুরাং জগতে  
 যতকিছু পৰ্ব্বত সমুদ্র পৃথিব্যাदि নানাধিকার পদার্থভেদ আছে, তাহা  
 কেবল জ্ঞান-বিজ্ঞান মাত্র, জানিবে ॥ ৩৮ ॥ কৰ্ম্ম সকলের ক্ষয় হইলে,  
 যখন, শেষ রহিত-সৰ্ব্বব্যাপক জ্ঞানময় বিষ্ণু নিজরূপে অবস্থিতি করেন,  
 তখন, সংকল্পরূপ বৃক্ষের ফলসমূহ-স্বরূপ নানা বস্তুসমূহে নানাভেদ লক্ষিত  
 হয় না। সকলই এক সনাতন বিষ্ণুতে একাকারে পরিণত হয় ॥ ৩৯ ॥ বাহ্য  
 পূৰ্বে ছিল না ও পরে থাকিবে না, - এক্ষণে মাত্র দেখা যাইতেছে, এইরূপ  
 বস্তু (ঘটাদি) কখনই বাস্তব নহে ; কারণ একটী পদার্থ একরূপই থাকে, -  
 বাস্তব পদার্থের রূপান্তর লক্ষিত হয় না। পুনর্বার এই ঘটাদি পদার্থ অস্তরূপে  
 পরিণত হইবে। তখন ইহার কোনটী বাস্তব-রূপ বলিব ? কি প্রকারেইবা  
 ইহাতে বাস্তব-রূপ থাকিতে পারে ? ॥ ৪০ ॥ দেখ, পৃথিবী ঘট বলিয়া প্রথিত  
 হইলে, তখন তাহাকে আর মহী বলা যায় না। সেই ঘট কপালিকাতে পর্য্য-  
 বসিত হইলে, কপালিকা চূর্ণরূপে পর্য্যবস্থিত হইলে এবং চূর্ণও অস্থরূপে পরি-  
 ণত হইলে, তাহাকে, কি বলিয়া নিশ্চয় করিব ?—তাহা মাটী ? অথবা ঘট ?  
 অথবা কপাল ? কিন্তু মনুষ্যাগণ স্বকৰ্ম্মবশে আত্মজ্ঞান হারাইয়া ঐ সকল বস্তুকে  
 কেমন ঘটাদিরূপ নির্দেশ করিতেছে। সুত্ৰ মনুষ্যাগণ কি বলিতে পারেন, এই

ঘটাদির যাণার্থ্য কোথায় পর্য্যবসিত ? ॥ ৪১ ॥ বস্তুগণের এই প্রকার অনিয়ন্ত-  
রূপ পরিণাম ও অযাণার্থ্য-প্রযুক্ত, জানা যাইতেছে, যে বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত  
জগতে আর কোন পদার্থ বিদ্যমান নাই, হয় নাই, বা হইবে না, সকলই জ্ঞান-  
বিজ্ঞপ্ত। এই বিজ্ঞানময় আত্মা,—অনাদি কৰ্ম্ম-বশে বিভিন্ন-চিন্ত-জনগণের  
দ্বারা নানাপ্রকারে অভ্যুপেত। কিন্তু বাস্তব-জ্ঞানময়-আত্মা এক, তাহার দ্বিতীয়  
নাই ॥ ৪২ ॥ বিশুদ্ধ, বিমল, বিশোক, প্রকৃতি-সংজ্ঞ-বিমুক্ত,-- সেই জ্ঞান, পরমপুরুষ  
সনাতন বাস্তবদেব হইতে ভিন্ন নহে। কারণ, বিষ্ণু ব্যতিরিক্ত আর কোন বস্তুই  
নাই ॥ ৪৩ ॥ এই আমি তোমার নিকট পরমার্থ বলিলাম ; জ্ঞানই সত্য, তদ্ব্যতিরেকে  
সকলই অসত্য। যে সকল ত্রিভুবনের বিষয় তোমার নিকট বলিলাম, ইহা  
ব্যবহার মাত্র। বাস্তবিক এসকলই সেই সনাতন একজ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের  
সংকল্প মাত্র রচিত, ইহাতে পরমার্থ সত্তা নাই ॥ ৪৪ ॥ ইহা কেবল জ্ঞানমার্গের  
কথা ; ইহা ছাড়া তোমার নিকট কৰ্ম্মমার্গানুসারে, যজ্ঞ পশু বহিঃ ঐদিক সোম,  
দেবগণ ও স্বৰ্গময় অস্তিলাষ,—এ সকল বিষয়ও বলিয়াছি। এই মার্গানুসারে  
কৰ্ম্ম করিলে, তাহার ফল ভূরাদি লোকের ভোগ হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥ এই  
তোমার নিকট ত্রিভুবনের যতপ্রকার স্থানের কথা বলিলাম ; জীবগণ কৰ্ম্মবশে  
নানা ঘোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই সকল লোকে পরিভ্রমণ করে,—ইহা  
হির জ্ঞানিয়া এমন কৰ্ম্ম করা কর্তব্য যাহার বলে, সেই সৰ্ব্বদা একরূপে-বর্ত্ত-  
মান, অচল বাস্তবদেবকে জ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায়।

ষাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে ভগবন্ ! আপনাকে গ্রহাদির সংস্থিতি ও পৃথিবী  
সমুদ্র ও নদী প্রভৃতির সংস্থান-বিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, আপনি  
তাহার সম্যক্ উত্তর প্রদান করিয়াছেন। ১। এই ত্রৈলোক্য বিষ্ণুর আশ্রয়েই  
অবস্থিতি করিতেছে, ইহাও বলিয়াছেন। এবং সেই প্রসঙ্গে পরমার্থভূত জ্ঞানই  
যে প্রধান, ইহাও সম্যক্ প্রকার বর্ণন করিয়াছেন। ২। পূর্বে আপনি  
বলিয়াছেন, যে, ভরত নামক নৃপতির চরিত আমি বলিব। এইক্ষেণে তাহা

আমার নিকটে বলিতে আরম্ভ করুন, ।৩। আমার শুনা আছে, সেই ভরত-  
 নাম্না নৃপতি, শালগ্রাম নামক প্রদেশে যোগযুক্ত হইয়া অনন্য মনে  
 ভগবান বাসুদেবের চিন্তা করত কাল যাপন করিতেন। ৪। কিন্তু পুন্যদেশে  
 বাস, অবিরত হরির ধ্যানেও তাঁহার মুক্তি না হইবার কি কারণ? এবং  
 তিনি পুনর্বার কেন ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন? ।৫। এবং সেই  
 জন্মলাভা ভরত, ব্রাহ্মণ হইয়া পুনর্বার যে সকল কৰ্ম্ম করেন, হে শ্রুতি-  
 শ্রেষ্ঠ! আপনি তাহাও আমার নিকট বলুন। ৬। পরাশর কহিলেন,  
 হে মৈত্রেয়! সেই ভরত নামক মহাভাগ ভূপতি, ভগবানে চিত্ত অর্পণ করিয়া  
 সেই শালগ্রামে বহুকাল বাস করেন। ৭। সেই গুণিশ্রেষ্ঠ রাজা অহিংসা  
 প্রভৃতি গুণে ও চিত্তের সংযমে পরম উৎকর্ষ লাভ করেন। ৮। তিনি  
 সর্বদাই কেবল, হে “বজ্জেশ! হে অচ্যুত! হে গোবিন্দ! হে মাধব!  
 হে অনন্ত! হে কেশব! হে কৃষ্ণ! হে বিষ্ণো!” এই কথাই বলিতেন। ৯।  
 হে মৈত্রেয়! তিনি স্বপ্নাবস্থায়ও ইহা ছাড়া কোনবাক্য ব্যবহার করিতেন  
 না। কেবল উক্ত বাক্য কখন, এবং তাহার অর্থ চিন্তা করিতেন, তাঁহার  
 অন্য চিন্তা ছিল না। ১০। সেই যোগতাপস রাজা, সঙ্গপরিভ্যাগ পূর্বক,  
 ভগবানের পূজাদি ক্রিয়ার জন্য, সমিধ পুষ্প, ও কুশ প্রভৃতির আহরণ  
 করিতেন, । এতদ্বিন্ন তাঁহার অন্য কৰ্ম্ম ছিল না। ১১। একদিবস, রাজা,  
 অভিবেকের নিমিত্ত মহানদীতে গমন পূর্বক, ‘অনান্তে অনন্তর-কর্তব্য  
 কৰ্ম্মাদি করিতেছিলেন, এমত সময়ে বনমধ্য হইতে একটী আসন্নপ্রসবা  
 হরিণী পিপাসাতুর হইয়া জলপানার্থে সেই স্থানে আগমন করিল। ১২।—১৩।  
 অনন্তর সেই হরিণীর জলপান, প্রায়-শেষ হইলে, সর্বপ্রাণির ভয়জনক  
 জ্বহান্ এক সিংহের নাদ শুনা গেল। ১৪। তখন সেই হরিণী, ত্রাসে  
 নদীতটে একটী লক্ষ্য প্রদান করিল। তট অতি উচ্চ থাকায় তাহাতে আরোহণ  
 করিবার কালে, হরিণীর নদীতে গর্ভপাত হইল। ১৫। তখন সেই গর্ভ হইতে  
 পতিত যুগপোত, তরঙ্গমালা-বেষ্টিত হইয়া বেগে ভাসিয়া যাইতেছে  
 দেখিয়া নৃপতি, তাহাকে ধারণ করিয়া তীরে উঠাইলেন। ১৬। হে মৈত্রেয়!  
 অনন্তর, গর্ভপাত-পাড়া ও অতি উচ্চতটে উল্লক্ষন-প্রযুক্ত, সেই হরিণী  
 পড়িয়া গেল, এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। ১৭। পরে নৃপতাপস ভরত,

সেই হরিণীকে মৃত্যু দেখিয়া, সেই মৃগশাবকে গ্রহণ পূর্বক, স্বকীয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । ১৮ । হে মনে ! অনন্তর রাজা, প্রতিদিন সেই মৃগপোতকে পোষণ করিতে লাগিলেন । মৃগপোত এই প্রকারে পুষ্টিমান হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । ১৯ । এই মৃগশাবক, প্রথমে আশ্রমের প্রান্তভাগেই বিচরণ করত, তৃণ সকল আহাৰ করিত ; আবার কখন কখন দূরে গিয়া ব্যাঘ্রভয়ে পুনর্বার আশ্রমে পলাইয়া আসিত । ২০ । কোন কোন দিন সেই মৃগ প্রাতঃকালে আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, পুনর্বার সায়াকালো প্রত্যাবর্তন করিত, কোন দিন বা ভরত রাজার আশ্রমস্থ পর্ণশালীর প্রান্তর্ভাগেই বিচরণ করিত । ২১ । হে দ্বিজ ! এবস্ত্রকারে কখনও দূরবর্তী, কখনও নিকটবর্তী সেই মৃগের উপর ভরতের চিন্ত সর্বদাই আসক্ত থাকিত ; তিনি অন্য সব চিন্তা ভুলিয়া যাইলেন ॥ ২২ ॥ ভরত, পূর্বে রাজ্য ত্যজ, ও অশেষ বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়াও অবশেষে সেই হরিণ-বালকের উপর অতিশয় মমতা করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥ সেই মৃগপোত নিষ্ক্রান্ত হইয়া যদি আসিতে বিলম্ব করিত, তাহা হইলে তিনি চিন্তা করিতেন,—আহা ! সেই মৃগপোতকে বুক বা ব্যাঘ্র ভক্ষণ করিল, অথবা সিংহ তাহার বিনাশ করিল ॥ ২৪ ॥ তিনি আবার চিন্তা করিতেন, আহা ! এই তাহার ক্ষুরাগ্রের আঘাতে পৃথিবী কণ্টর হইয়াছে । সেই হরিণ-বালক আমার প্রীতির জন্তই জন্মিয়াছিল । আহা ! সে এক্ষণে কোথায় ? কখন সে, বন হইতে কুশলে প্রত্যাবর্তনপূর্বক শূন্যের অগ্রভাগদ্বারা আমার বাহু কণ্ঠ স্পর্শ করিয়া আমাকে সুখী করিবে । আহো ! এই তাহার অচিরোপলব্ধি নস্ত সকল দ্বারা অগ্রভাগে ছিন্ন হইয়া কুশ ও কাশ সকল শিখাহীন সামাধ্যাত্মী দ্বিজবালকগণের জায় শোভা পাইতেছে ॥ ২৫-২৭ ॥ সেই মূনি, মৃগটী দূরগত হইলে, পূর্বোক্ত প্রকারে নানাবিধ চিন্তা করিতেন ; আবার সেই মৃগ নিকটে আসিলে তাঁহার বদন আশ্লাদে প্রসন্ন হইত ॥ ২৮ ॥ ভূপতি ভরত, রাজ্যভোগ ক্ষান্তি ও বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ করিলেও কেবল মাত্র সেই মৃগপোতের চিন্তায় অবিরত আসক্তি বশতঃ সমাধি হইতে বিচ্যূত হইলেন ॥ ২৯ ॥ সেই মৃগপোত চপল হইলে তাঁহার চিন্ত চঞ্চল হইত ; সেই মৃগ দূরে গমন করিলে তাঁহার চিন্ত সঙ্গ্রে সঙ্গ্রে যেন দূরে গমন করিত । এই প্রকার ভূপতির চিন্ত মৃগবালকেই একান্ত হ্রিঃভাবে আসক্ত হয় ॥ ৩০ ॥



অনন্তর, কাল অতিক্রান্ত হইলে সেই মহীপতি ভরত, পুত্রসদৃশ মৃগপোত  
 কর্তৃক অশ্রুপূর্ণ নয়নে বীক্ষিত হইতে হইতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন ।  
 হে মৈত্রেয় ! রাজা প্রাণত্যাগ কালেও সন্মোহে সেই মৃগকে নিরীক্ষণ করিয়া-  
 ছিলেন এবং তাহার চিন্তাতেই মগ্ন থাকিয়া অস্ত্র কোন চিন্তা করেন  
 নাই ॥ ৩১—৩২ ॥ তাহার পর, তিনি মৃত্যুকালে নিরবচ্ছিন্ন মৃগবিষয় চিন্তা  
 করেন বলিয়া, কালজর পরীতে জাতিস্বর মৃগরূপে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেন ।  
 ৩৩। পূর্বজন্মের সকল বিষয় তাঁহার জ্ঞান ছিল বলিয়া নিত্যস্ত উদ্বিগ্ন হইয়া মৃগ-  
 জন্মেও তিনি মাতাকে পরিত্যাগ করত পুনর্বার খালগ্রামে গমন করিলেন ॥ ৩৪ ॥  
 অনন্তর শুক্লপর্ণ ও শুক্লতৃণ মাত্র দ্বারা তিনি আত্মপোষণ করিয়া মৃগ-জন্ম লাভের  
 কারণ স্বকীয় কর্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন ॥ ৩৫ ॥ অনন্তর কালক্রমে সেই মৃগ-  
 দেহ ত্যাগ করিয়া, সদাচারবিশিষ্ট যোগীদিগের নির্মলকূলে জাতিস্বর ব্রাহ্মণ-  
 দেহে পরিগ্রহ করিলেন ॥ ৩৬ ॥ হে মৈত্রেয় ! এইজন্মে তিনি সর্বপ্রকার জ্ঞান-  
 বান্ হইলেন ; সকল শাস্ত্রের অর্থ তাঁহার জ্ঞাত ছিল । তিনি আত্মাকে প্রকৃতি  
 হইতে পর দেখিতেন ॥ ৩৭ ॥ হে মহামুনে ! সেই সম্প্রাপ্ত-চৈতন্য মহামতি  
 ব্রাহ্মণ, দেবাদি সকল ভূতকেই আপনা হইতে অভিন্নরূপে দর্শন করিতে  
 লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ উপনয়ন হইলেও তিনি গুরুকথিত বেদপাঠ করিতেন না ;  
 কোন কর্মও দর্শন করিতেন না ; ও কোন শাস্ত্রও গ্রহণ করিতেন না ॥ ৩৯ ॥  
 বহুবাক্য তাঁহাকে বলিলে, তিনি জড়ের ত্রায়, অস্পষ্ট অল্প বাক্য বলিতেন ।  
 সেই বাক্য, ব্যাকরণাদি ছষ্ট হইত, কখন বা গ্রাম্য বাক্যের সহিত যুক্ত  
 থাকিত ॥ ৪০ ॥ সর্বদা তাঁহার দেহমলিন, ও বস্ত্র অপরিষ্কার ও দস্ত সকল  
 অস্বাভিজিত থাকিত ; এইজন্ত নগরবাসিগণ সর্বদাই তাঁহার অপমান করিত ॥  
 ৪১ ॥ হে মৈত্রেয় ! সম্মাননাই যোগসম্পত্তির বিঘ্ন করিয়া থাকে । এই কারণে,  
 যোগীগণ অবনত হইয়াই যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন ॥ ৪২ ॥ “মহুযাগণ যে  
 প্রকারে অবমাননা করিয়া থাকে এবং সম্পর্ক ও সঙ্গতি করে না, সেই প্রকারেই  
 যোগী, সম্মার্গে বিচরণ করিবে” ;—হিরণ্যগর্ভের এই সারযুক্ত বাক্য শ্রবণ  
 করিয়া সেই ব্রাহ্মণ অনগণের নিকটে সর্বদাই আপনাকে জড় ও উন্মত্তের  
 জায় দেখাইতেন ॥ ৪৩ ॥ বাবক, ব্রৌহি শাক, বজ্রফল ও কণ প্রভৃতি যাহাই  
 সম্মুখে দেখিতে পাইতেন, তাহাই কোনরূপে কাল কাটাইতে পারিলে হয়,

এই প্রকার ভাবনার, ইচ্ছানুসারে আহার করিতেন ॥ ৪৪ ॥ অনন্তর তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে, ভাতা ভ্রাতৃপুত্র ও বান্ধবগণ তাঁহাকে কুৎসিত অন্নের দ্বারা পোষণ করতঃ কৃষিকর্মাদি করাইতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥ তিনি বুঝিলেন, শ্রম-শরীর ; ও কৰ্ম্মে জড়ের দ্বারা ব্যবহার করিতেন, সুতরাং লোকগণ, আহার-মাত্র দিয়া যখন যে কৰ্ম্ম পড়িত, তাহা তাঁহার দ্বারাই সাধন করিয়া লইত ॥ ৪৬ ॥ তাঁহাকে তাদৃশ অসংস্কৃত, অত্রাস্কণের ব্যবহারকারি অবলোকন করিয়া সৌবীর-রাজের সারথি, বিনামূল্যে কৰ্ম্মকরণের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিল ॥ ৪৭ ॥ একদিন সৌবীর-রাজ শিবিকায় আরোহণ করতঃ ইক্ষুমতী-তীরস্থ কপিল-ঋষির আশ্রমে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ৪৮ ॥ ছুঃখপূর্ণ সংসারে মনুষ্যগণের কি শ্রেয়ঃ,—ইহাই জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তিনি মোক্ষধৰ্ম্মজ্ঞ কপিলমুনির নিকট যাইতেছিলেন ॥ ৪৯ ॥ অনন্তর পূর্বোক্ত সারথির বাক্যানুসারে, বিনামূল্যে শিবিকা-বাহনকারী অশ্রান্ত অনেক ব্যক্তির সহিত, সেই ব্রাহ্মণরূপী ভরত সেই নৃপতির শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ সেই জাতিস্থর সৰ্ব্বজ্ঞানবান্ বিশ্র, এই প্রকারে বিনামূল্যে গৃহীত হইয়া, কেবল পূর্বজন্মকৃত পাপের ক্ষয়ের জন্যই শিবিকা বহন করিলেন ॥ ৫১ ॥ অনন্তর মতিমানদিগের শ্রেষ্ঠ সেই ব্রাহ্মণ যুগ্মপাত্র অবলোকন করতঃ জড়গতিতে গমন করিতে লাগিলেন । কিন্তু অশ্রান্ত শিবিকা-বাহকগণ, শীঘ্র শীঘ্র গমন করিতে লাগিল ॥ ৫২ ॥

সৌবীর-নৃপতি শিবিকার এই প্রকার বিষম-গতি অবলোকন করিয়া কহিলেন, “আঃ ইহা কি হইতেছে ? শিবিকা-বাহিগণ ! তোমরা সকলে সমান ভাবে গমন কর” ॥ ৫৩ ॥ নৃপতি, তথাপি শিবিকার সেই বিষম-গতি দেখিয়া কহিলেন, “তোমরা কি করিতেছ ? কেন এপ্রকার বিষম-ভাবে গমন করিতেছ ?” নৃপতির অনেকবার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্যান্য শিবিকাবাহীগণ সেই ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া বলিল, এই ব্যক্তিই ধীরে গমন করিতেছে, তাহাতেই শিবিকার এপ্রকার বিষম গতি হইতেছে ॥ ৫৪—৫৫ ॥

তখন রাজা কহিলেন,—অহে ! তুমি অজ্ঞ পথই আমার শিবিকা বহন করিয়াছ ; তবে কেন এপ্রকার শ্রান্ত হইলে ? তুমি কি আয়াস সহ্য করিতে পারনা ? তোমাকে ত বিলক্ষণ জটপুষ্ট দেখিতেছি ॥ ৫৬ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে মহীপতে ! আমি স্থল নহি, তোমার শিবিকাকেও বহন করিতেছি না, আমি শ্রান্ত হই নাই, আমার আত্মা সও সহনীয় নহে ॥ ৫৭ ॥

রাজা কহিলেন,—কি আশ্চর্য্য ! ঐতর্য্য তোমার স্থল দেখিতেছি। এখ ও শিবিকা তোমার স্বন্ধে রহিয়াছে ; আর দোহগণের ভারবহনে শ্রমও অবশ্যস্তাবী ; অথচ তুমি সকলই বিপর্য্যাত কেন বলিতেছ ? ॥ ৫৮ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্ ! ঐতর্য্য আমার যাহা দেখিলেন, তাহা অগ্রে বলুন, পরে বলাবাদি বিশেষণের কথা বলিবেন ॥ ৫৯ ॥ আপনি পূর্বে কহিলেন, যে, “তুমি শিবিকা বহন করিতেছ, ও শিবিকা তোমার উপর রহিয়াছে,”—এ কথাও মিথ্যা, শ্রবণ করুন ॥ ৬০ ॥ পাদদ্বয় ভূমিতে রহিয়াছে, পাদদ্বয়ের উপর জজ্বাঘর অবস্থিত, উরুদ্বয়ের উপর উদর অবস্থিত ॥ ৬১ ॥ ও উদরের উপর বধাক্রমে বন্ধঃস্থল, বাহুদ্বয় ও স্বন্ধ অবস্থিত করিতেছে ; সেই স্বন্ধের উপর শিবিকা রহিয়াছে ; তবে আপনি আমার উপর ভারোপন্যাস কেন করিতেছেন ? ॥ ৬২ ॥ এবং বহুপলঙ্কিত শরীর মাত্রই শিবিকাতে রহিয়াছে ; তবে আপনি কি প্রকারে বলিলেন, আমি শিবিকাতে রহিয়াছি, তুমি ভূমিতে রহিয়াছ ? ইহা কি মিথ্যা বলা হইল না ? ॥ ৬৩ ॥ রাজন্ ! তুমি আমি ও অন্য সকল জীবকেই পঞ্চভূতগণ বহন করিতেছে। ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতও,—স্ব-রজ-তমঃ স্বরূপ ত্রিগুণ প্রবাহে পতিত হইয়া কালসাগরে বহিয়া যাইতেছে ॥ ৬৪ ॥

হে পৃথিবীপতে ! এই সত্যাদি গুণত্রয়ও কর্ম্মের অধীন ; সেই কর্ম্ম, অবিন্যা-সঞ্চিত এবং সর্ব্বজীবেই বর্তমান ॥ ৬৫ ॥ রাজন্ ! আত্মা—এক, বিতৃদ্ধ, ক্ষয়রহিত, শাস্তিময়, গুণহীন এবং প্রকৃতি হইতে পর। তিনি অখিল জগতে একরূপে রহিয়াছেন, তাঁহার বুদ্ধি বা ক্ষম নাই। ॥ ৬৬ ॥ হে নৃপ ! আত্মার যদি ক্ষম ও বুদ্ধি না রহিল, তবে আপনি আমাকে কোন্ যুক্তিবলে স্থল কহিলেন ? ॥ ৬৭ ॥ বধাক্রমে ভূমি, পাদ, জজ্বা, উরু, কটি ও জঠরাদিতে অবস্থিত স্বন্ধের উপর শিবিকা থাকাতো, যদি আমার ভারবোধ হয়, তবে তোমার ভারবোধ কেন না হইল ? ॥ ৬৮ ॥ হে মহারাজ ! যে যুক্তি অস্থলারে আমার উপর শিবিকার ভারোপন্যাস করিলে, সেই যুক্তি-বলে, অন্য প্রাণিগণের উপর শুধু শিবিকাতার কেন,—পর্কত, বৃক্ষ, গৃহ অথবা

পৃথিবীর-ভার উপন্যাস কেন করিতেছেন ? ॥ ৬৯ ॥ হে মহারাজ ! প্রাকৃত ভার কারণ, বস্তুগণের সহিত যদি আত্মার সম্পূর্ণ পার্থক্য রহিল, তবে আমার সহনীয় আশ্রাস, ইহা কি প্রকারে সম্ভবে ? ॥ ৭০ ॥ হে নৃপ ! যে দ্রব্য হইতে শিবিকা উৎপন্ন হইয়াছে, সে দ্রব্য হইতেই এই দেহাদিও উৎপন্ন হইয়াছে ; সুতরাং যে যুক্তিবলে, ইহা তোমার জিনিষ বলা যায় ; সেই যুক্তিবলে, আমার অথবা সকল প্রাণির ইহার উপর মমতাজ্ঞান প্রকাশ পাইতে পারে ॥ ৭১ ॥

পরশর কহিলেন,—সেই শিবিকাবাহী ব্রাহ্মণ এই কথা বালয়া পুনর্বার মৌন হইলেন । তখন রাজাও শীঘ্র শিবিকা হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার পাদদ্বয় ধারণ করিলেন । ॥ ৭২ ॥

রাজা কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! আপনি শিবিকা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । এ প্রকার ছদ্মবেশধারী আপনি কে ? ॥ ৭৩ ॥ আপনি কে ? কেনই বা এবেশকার বেশ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ? এবং এাখনে আসিবারই বা কারণ কি ? হে বিধন্ ! এ সকল আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন ; আমার শ্রবণ করিতে অতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে ॥ ৭৪ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে নৃপ ! শ্রবণ কর । আমি কে, একথা বলা যায় না । তবে উপভোগের জন্য সর্বত্র আমার গমন-ক্ৰিয়া হইয়া থাকে ॥ ৭৫ ॥ ধর্ম এবং অধর্ম হইতে উৎপন্ন দেহাদির উপপাদক—সুখ ও দুঃখরূপ উপভোগকে ভোগ করিবার জন্য জীব, দেহাদি গ্রহণ করে ॥ ৭৬ ॥ হে ভূপাল ! ধর্ম ও অধর্ম—সকল জীবের সকল অবস্থার প্রতি কারণ ; তুমি ইহা ছাড়া অন্য কারণের কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ ? ॥ ৭৭ ॥ রাজা কহিলেন, ধর্ম ও অধর্ম সকল কার্যেরই কারণ ইহার সন্দেহ নাই । এবং উপভোগের জন্যই দেহের দেশান্তরে গমন ইহাও নিশ্চয় ॥ ৭৮ ॥ কিন্তু আপনি পূর্বে বলিলেন যে, “আমি কে” একথা বলিয়া উঠিতে পারা যায় না,—আমার তাহাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে ॥ ৭৯ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! যিনি নিত্য অবস্থিত,—“আমি সেই” এই প্রকার বাক্য বলিতে কিহেতু সমর্থ হইবেন না ? এবেশকার শব্দের দ্বারা তাহার বর্ণনা কেন করা যায় না ? হে বিজ্ঞ ! অহং এই শব্দ আত্মার উদ্দেশে প্রয়োগ করিলে কোন দোষ হয় না ॥ ৮০ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে নৃপ ! তুমি বলিলে যে অহং শব্দ আত্মাতে প্রয়োগ

করিলে ঘোষ নাই, তাহা সত্য বটে ; কিন্তু অহংশকে প্রায়ই আশ্রিত্তিরে আশ্র-  
 জ্ঞান হয়। এই অহংশের আশ্র-উদ্দেশে প্রয়োগ ভ্রান্তি-মূলকই হইয়া  
 থাকে ॥ ৮১ ॥ হে নৃপ ! জিহ্বা “অহং” এই বাক্য বলিয়া থাকে, এবং দন্ত-ওষ্ঠ-  
 ভালুও এই শব্দের যথাসম্ভব উচ্চারণ করে, কিন্তু মহারাজ ! এই জিহ্বা  
 প্রভৃতি অহংশের প্রতিপাদ্য নহে, কেবল তাহার। “অহং”—এই শব্দের  
 উচ্চারণের কারণ মাত্র ॥ ৮২ ॥ বাগিজিয় কি তবে উক্ত কারণ দ্বারা অহং শব্দ  
 উচ্চারণ করিতেছে ? ও তাহার প্রতিপাদ্য হইতেছে ?—একথাও বলা যায় না।  
 কারণ তাহা হইলে, “আমি বাক্য নহি” এপ্রকার প্রয়োগ হইতে পারে না  
 ॥ ৮৩ ॥ পানি ও পাদাদিশব্দরূপ দেহপিণ্ড, আত্মা হইতে ভিন্ন। হে রাজন !  
 তবে, এই অহং সংজ্ঞা কাহার উপর প্রযুক্ত হয় ? ॥ ৮৪ ॥ হে পার্শ্ববসন্তম !  
 আরও যদি আমি হইতে ভিন্ন, আর কোন সম্ভাব্য পুরুষ বিদ্যমান  
 থাকিত, তাহা হইলে নয় বলা যাইত,—এই আমি এবং ঐ ব্যক্তি আমি  
 হইতে ভিন্ন ॥ ৮৫ ॥ মহারাজ ! সেই এক পুরুষ যখন সকল দেহে একভাবে  
 অবস্থিতি করিতেছেন, তখন আপনি কে ? আমি কে ? এসকল বাক্য  
 বিকল ॥ ৮৬ ॥ তুমি রাজা, এই তোমার শিবিকা, এই অগ্রসর তোমার বাহক-  
 বুল, এই তোমার কৃত্যাদি, ইহারা কেহই, পরমার্থ সত্য নহে, ॥ ৮৭ ॥ হে  
 মহারাজ ! বৃক্ষ হইতে কাঠ, আর সেই কাঠ হইতে শিবিকা, তুমি ইহাতে  
 অবস্থিত ; বল দেখি, ইহাকে শিবিকা বলিব কি কাঠ বলিব ? ॥ ৮৮ ॥ জনগণ  
 তোমাকে, বৃক্ষাকার একথা বলিতেছে না ; কিম্বা শিবিকাস্থিত তোমাকে  
 কেহই কাঠস্থিত বলিতেছে না ॥ ৮৯ ॥ হে নৃপ ! শ্রেষ্ঠ-রচনা-বিশেষ সংস্থিত  
 দ্বার সমুদ্বীর্ণ শিবিকা ; যদি শিবিকা অন্য পদার্থ হয়, তবে ঐ কাঠগুলিকে  
 তেদ করিয়া শিবিকাখানি অন্বেষণ কর দেখি, পাও কি না ? ৯০ ॥ এই-  
 প্রকার তোমার ছত্রস্থিত শলাকাগুলি পৃথক করিয়া দেখ, ছত্র কোথায়  
 গিয়াছে। এই প্রকার তোমার বা আমার দেহে অন্বেষণ কর, দেখিবে, হস্ত বা  
 পদ, তুমি বা আমি নহি ॥ ৯১ ॥ এইরূপে কাষ্ঠাদিতে শিবিকা ব্যবহারের  
 ন্যায়—পুরুষ, স্ত্রী, গো, অজ, অশ্ব, হস্তী, হরি, হরি, বৃক্ষ প্রভৃতি ব্যবহার কর্তৃ-  
 হেতুক, দেহেতে হইয়া থাকে, ইহা জানিবে ॥ ৯২ ॥ রাজন ! আত্মা,—দেব  
 নহেন, মনুষ্য নহেন, পশু নহেন বা বৃক্ষাদিও নহেন ; কেবল মাত্র কর্তৃত্বদে

তাঁহার শরীরাদির ভেদ হইয়া থাকে । তিনি চিরকালই একরূপে অবস্থিত ॥২৩॥  
গোকে ধন, রাজা, রাজাব যোদ্ধা এবং অন্যান্য যাহা ব্যবহার করে, তাহা  
এই প্রকার সত্য নহে, কেবল কল্পনা মাত্র ॥২৪॥ মহারাজ ! যে পদার্থের  
কোনকালে সংজ্ঞাস্তর হয় না, তাহাই সত্য বস্তু, সেই আত্ম-পদার্থ কি  
প্রকার ?—তাহা তোমাকে কি প্রকারে বুঝাইব ? ॥২৫॥ হে মহারাজ ! তুমি  
সকল লোকের রাজা, আবার তুমি তোমার পিতার পুত্র, শত্রুর শত্রু,  
স্ত্রীর স্বামী এবং তোমার পুত্রের পিতা ;—এক্ধণে তোমাকে কি বলিয়া ডাকা  
যায় ? ॥২৬॥ আমার সম্মুখে তুমি অবস্থিত, অথবা তোমার মস্তক ও উদর  
অবস্থিত করিতেছে ; তুমি কি চরণ প্রভৃতি স্বরূপ ?—অথবা এই চরণাদি  
তোমার, হে মহীপতে ! এস্থলে কি বলা উচিত ? ॥২৭॥ রাজন্ ! তুমি সকল  
অবয়ব হইতে পৃথক্ভাবে অবস্থিত, তুমি এক্ধণে নৈপুণ্য সহকারে চিন্তা কর  
দেখি,—“আমি কে ?” ॥২৮॥ মহারাজ ! আত্মতত্ত্ব এই প্রকারে ব্যবস্থিত ;  
হুতরাং অন্য হইতে পৃথক্ করিয়া উচ্চাৰ্য্য “আমি এই” এই প্রকার শব্দ  
আমি কি প্রকারে বলিব ? ॥২৯॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## চতুর্দশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—রাজা সৌবীর, সেই ব্রাহ্মণের এই প্রকার পরমার্থ-  
সম্বন্ধিত বাক্য শ্রবণ-পূর্বক, বিনয়াবনত হইয়া, তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ  
করিলেন ॥১॥ রাজা কহিলেন, হে ভগবন্ ! আপনি যে পরমার্থময়  
বাক্য বলিলেন, তাহার শ্রবণ করিয়া আমার মনের বৃত্তি সকল ঘেন  
পরিদ্রবণ করিতেছে ॥২॥ অশেষ জুস্ততেই যে একপরম বিজ্ঞানময়  
আত্মা আছেন, তিনি নিরবচ্ছিন্ন, এবং প্রকৃতি হইতে পর,—ইহা আপনি  
বুঝাইয়াছেন ॥৩॥ আমি শিবিকা বহন করিতেছি না, এবং শিবিকাও  
আমার উপর নাই । এই শিবিকা যাহাতে রাখিয়াছে, তাহাও আমি হইতে  
ভিন্ন । গুণের (স্ব স্বরূপঃ তমঃ) প্রবৃত্তি দ্বারা জড়গণ প্রবর্তিত হইতেছে ।

আবার সেই ত্রিগুণও কৰ্ম্ম-প্রেরিত হইয়াই প্রবর্তিত হইতেছে। এই যে সকল কথা বলিলেন, ইহা কি? ৪—৫ ॥ হে পরমার্থজ্ঞ! এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পরমার্থ-জিজ্ঞাসু আমার মন, অতিশয় বিহ্বল হইতেছে ॥ ৬ ॥ আমি ইহার পূর্বে এই “সংসারে মনুষ্যগণের শ্রেয়ঃ কি”,—এই কথা কপিল মহর্ষির নিকট জিজ্ঞাসা করিবার জন্য গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম ॥ ৭ ॥ ইহার মধ্যে আপনি যে সকল বাক্য বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমার চিত্ত, পরমার্থ শ্রবণেচ্ছায়, আপনার নিকট প্রার্থি হইতেছে ॥ ৮ ॥ সর্বভূতময় ভগবান বিষ্ণুর অংশে কপিলমহর্ষি জগতের মোহ-বিনাশের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে বিজ্ঞ! আমি নিশ্চয়ই বিবেচনা করিতেছি, আপনি যে প্রকার বাক্য বলিতেছেন, তাহাতে সেই মহর্ষিই আমার মঙ্গলের জন্য, আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছেন; আপনি নিশ্চয় কপিল মহর্ষি ॥ ৯—১০ ॥ আমি শ্রোণাম করিতেছি। হে বিজ্ঞ! যাহা শ্রেয়ঃ তাহা আমাকে বলুন। আপনি সকল প্রকার জ্ঞান-তত্ত্বের আশ্রয় জলনিধি স্বরূপ ॥ ১১ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ভূপতে! তুমি শ্রেয় ও পরমার্থ কি,—তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ? কিন্তু শ্রেয়ঃ ও পরমার্থ অশেষবিধ ॥ ১২ ॥ হে মূপ! যে ব্যক্তি দেব-রাধনা করিয়া ধনসম্পদ পুত্র ও রাজ্য ইচ্ছা করে, তাহার নিকট পুত্রাদিই শ্রেয়ঃ ॥ ১৩ ॥ সংকল্প রহিত, যজ্ঞাদি কৰ্ম্মই মুখ্য শ্রেয়ঃ। আবার কেহ বা সংকল্প পূর্বক যজ্ঞাদি করিয়া তাহার ফল স্বর্গাদিকেই শ্রেয়ঃ কহে ॥ ১৪ ॥ কেহ বা যোগযুক্ত হইয়া আত্মার ধ্যান করে; তাহার পক্ষে আত্মধ্যানই শ্রেয়ঃ; কিন্তু সেই পরমাত্মার যে সংযোগ তাহাই পরম-শ্রেয়ঃ ॥ ১৫ ॥ এইরূপ অনেক, ঋত সহস্র প্রকার শ্রেয় বিদ্যমান রহিয়াছে। এক্ষণে পরমার্থ কি? তাহার তৎ আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ১৬ ॥ ধনই যদি পরমার্থ হয়, তবে লোকে কামপ্রাপ্তির উপলক্ষে সেই ধনের ব্যয় কিপ্রকারে করে? সুতরাং ধন, পরমার্থ নহে ॥ ১৭ ॥ পুত্রকে যদি পরমার্থ বল, তাহা হইলে তাহার পিতাও পরমার্থ, কেননা তাহার পিতার সে পুত্র; এইরূপ আবার তাহার পিতাও পরমার্থ হইয়া উঠে; কাৰে-কাৰে তাহা হইলে পরমার্থ, সাধারণ-বস্তু হইয়া উঠিল; অতএব পুত্রাদিও পরমার্থ নহে ॥ ১৮ ॥ এই চরাচর জগতে

এই প্রকার পুত্রাদিকে পরমার্থ বলা যায় না ; কারণ পুত্ররূপ-কার্য যদি তাহার কারণ পিতার পরমার্থ হয়, তবে জগতে, অনন্ত পুত্ররূপ-কার্য, অনন্ত পিতার পরমার্থরূপে বিদ্যমান ; সুতরাং পুত্র পরমার্থ নহে । ১৯ ॥ রাজ্যাদি প্রাপ্তিই পরমার্থ,—ইহা নানা স্থলে উক্ত হয় । এই বলিয়া যদি “রাজ্যই পরমার্থ হয়” ইহা বল ; তাহাও বলা যায় না, কারণ রাজ্যাদির উৎপত্তি, এবং বিনাশ রহিয়াছে, সুতরাং তাহাও পরমার্থ নহে ॥ ২০ ॥ ঋগ্ যজুঃ সামদ্বারা সম্পাদনীয় যজ্ঞাদি কর্মই যদি তোমার মতে পরমার্থ হয়, তবে তাহার বিষয়ে আমি বাহা বলি, শ্রবণ কর ॥ ২১ ॥ হে নৃপ ! প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায় মুক্তিকারূপ কারণ হইতে নিস্পন্ন—যে ঘটাদিকার্য, তাহা কারণভূগত বলিয়া মুক্তিকাময়ই হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥ এইরূপ, অনিত্য সমিদ্‌ঘত ও কুশ প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা নিস্পাদিত যে স্বর্গাদি কার্য, তাহা অনিত্য হইবে, তাহার সম্বন্ধ কি ? ২৩ ॥ সেই স্বর্গাদি ফল, বিনাশী কারণ ; তাহার কারণ-সকল বিনাশি দ্রব্য ! সুতরাং স্বর্গাদি পরমার্থ নহে, যেহেতু পণ্ডিতগণ অবিনাশী পদার্থকেই পরমার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, ২৪ ॥ যদি ফলহীন কর্মই তোমার মতে পরমার্থ বল, তাহাও অসম্ভব ; কারণ তাদৃশ কর্ম, মুক্তিরূপ ফলের সাধন, সুতরাং অফলদ কর্মই তাহা হইল না, এবং তাহা নিরপেক্ষও নহে ; সুতরাং তাহাও পরমার্থ নহে ২৫ ॥ হে ভূপ ! যদি বল, দেহাদি হইতে ভিন্ন-রূপে আত্মার বিচার করিয়া তাহার ধ্যানই পরমার্থ ; তাহাও হইতে পারে না ; কারণ এবশ্প্রকার ধ্যান, দেহ হইতে আত্মার ভেদকারি ; কিন্তু পরমার্থ ভেদবিশিষ্ট নহেন । কারণ শ্রুতি বলিতেছেন, এক মেবাবিভীতীমু (অর্থাৎ তিনি একই এবং সজাতীয় বিজাতীয় স্বগত ভেদ শূন্য) ॥ ২৬ ॥ উপাসনা দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদস্বরূপ যোগই পরমার্থ,—এই কথা যদি বল, তাহাও নয় । কারণ পূর্ববাক্যটী মিথ্যাভূত, অন্যবস্ত অপরবস্তুর সহিত মিলিত হইয়া এক হয় না ; এইহেতু জীবাত্মা যদি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন হয়, তবে উভয়ে একতা অসম্ভব ॥ ২৭ ॥ এই যে সকল বিষয় তোমার নিকট বলিলাম, ইহা আপেক্ষিক শ্রেয় হইতে পারে বটে, কিন্তু পরমার্থ নহে । হে ভূপাল ! এক্ষণে পরমার্থ কি, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২৮ ॥

আত্মা,—সর্বত্রই অবস্থিত, অদ্বিতীয়, সর্বকালেই একরূপ বিদ্যমান, নিঃশব্দ,



এবং প্রকৃতি হইতে পৃথক । তাঁহার জন্ম বা বৃদ্ধি নাই, তিনি অবিনাশী ॥ ২৯ ॥ তিনি পরম জ্ঞানস্বরূপ, এবং সর্বব্যাপক । অবিদ্যা প্রপঞ্চ নাম জাত্যাতির সহিত তাঁহার যোগ হয় নাই, হইবে না, ও হইতেছে না ॥ ৩০ ॥ তিনি, আত্মদেহে ও পরদেহে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যমান,—এই প্রকার যে বিশেষরূপে জ্ঞান, তাহাই পরমার্থ । মহারাজ ! যাহারা দ্বৈতবাদী, তাহারা ভ্রান্ত ॥ ৩১ ॥ অস্তিত্ব এবং ব্যাপক—একবায়ু যেরূপ বেগুগত রক্তাদিতে বড়জু ঋষভ গালাদি উপাধি প্রাপ্ত হইলেও, বস্তুত অভিন্ন—একই থাকে, সেইরূপ পরমাত্মাও ভিন্ন ভিন্ন দেহাদি উপাধি বিশিষ্ট হইলেও, এক এবং সর্বব্যাপক ভাবেই অবস্থিত ॥ ৩২ ॥ আত্মার যেরূপ ভেদ কল্পিত হয়, তাহা কেবল আত্মভিন্ন দেহাদির কৰ্ম্মপ্রবৃত্তি হইতেই উৎপন্ন । আবার দেহাদি ভেদ অপঞ্চদশ হইলে, সে বহুরূপত্ব থাকে না, কারণ তাহা মায়ার আবরণ-মাত্র অবস্থিত, তৎকালে মায়ার আবরণ থাকে না ॥ ৩৩ ॥

চতুর্দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## পঞ্চদশ অধ্যায় ।

পরশুর কহিলেন,—এই কথা বলার, মহীপতি মৌন্য হইয়া, চিন্তা করিতেছেন দেখিয়া, ব্রাহ্মণ পুনর্বার অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধিনী কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥ ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! পুরাকালে ঋতু মহাত্মা নিদাঘের জ্ঞান জন্মাইবার জন্য যে সকল কথা বলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২ ॥ পরমেশ্বরি ব্রহ্মার ঋতুনামে এক পুত্র হয় । হে ভূপতে ! ঐ ঋতু স্বভাবতই, সকল ভবের ষথার্থ জ্ঞান লাভ করেন ॥ ৩ ॥ পূর্বে পুলস্ত্যতনয় নিদাঘ তাঁহার শিষ্য হন । তিনিও অতিশয় জ্ঞানন্মের সহিত নিদাঘকে অশেষ-বিধ জ্ঞান প্রদান করেন ॥ ৪ ॥ হে নরেশ্বর ! নিদাঘ সকল বিষয়ে জ্ঞানবান হইলেও তাঁহার এখনও অদ্বৈত-বাসনা হয় নাই, ঋতু, ইহা জানিতে পারিলেন ॥ ৫ ॥ পুলস্ত্য-প্রতিষ্ঠিত, বীরনগর নামে এক পুর ছিল । ঐ পুর অতি মনোহর ও সমৃদ্ধিশালি, এবং দেবিকা নামে নদীতে অবস্থিত

ছিল ॥ ৬ ॥ সেই মনোহর উপবনযুক্ত বীর-নগরের প্রান্তভাগে বোগজ্ঞ, ঋতুশিষ্য নিদাঘ পূর্বে বাস করিতেন ॥ ৭ ॥ দিবা সন্ধ্যা বৎসর অতীত হইলে, একদিন সেই ঋতু,—শিষ্য-নিদাঘ কি ভাবে অবস্থান করিতেছেন, ইহা দেখিবার জন্য অতিশীঘ্রে বীরনগরে গমন করিলেন ॥ ৮ ॥ বৈশ্যদেব-কর্ম সমাপনান্তে, নিদাঘ দ্বাবদেশে অধিষ্ঠিত প্রত্যাশায়, অবলোকন করিতে গিয়া, তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন, এবং অর্ঘ্য-পদানপূর্ব্বক তাঁহাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইলেন ॥ ৯ ॥ ঋতু, হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন, দেখিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিদাঘ আদরের সহিত তাঁহাকে বলিলেন “আপনি আহ্নাত করুন” ॥ ১০ ॥

তখন ঋতু কহিলেন, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ ! আপনার গৃহে ভোক্তব্য যে অন্ন আছে তাহা বর্ণন কর ; কারণ কুংকিত অন্ন আমার কখনই প্রীতি হয় না ॥ ১১ ॥ নিদাঘ কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আমার গৃহে ভক্ষ্য, যাবক, (যবনির্ম্মিত খাদ্য বিশেষ কল্ল-কলমূলাদি) এবং অপূপাদি আছে ; ইহার মধ্যে আপনার যাহাতে রুচি হয়, আপনি তাহাই ভোজন করুন ॥ ১২ ॥ ঋতু কহিলেন, হে দ্বিজ ! তুমি যাহাব নাম কহিলে, ঐ সকল অন্ন কদম্ব, আছাব-যোগ্য নহে। তুমি আমাকে দিষ্ট অন্ন, সংঘাব পায়স, ঘন ভিন্ন দধি এবং ফণিত (গৌড়ী) পুত্ৰহিত দান কর ॥ ১৩ ॥ নিদাঘ তখন নিজ স্নাত্তে আহ্নাত করিয়া কহিলেন, হে শোভনে ! আমার যাহা কিছু অতিশোভন, মধুব, ভক্ষ্যোপসারন আছে, তাহা দ্বারা ইহার অন্ন প্রস্তুত করিয়া দাও ॥ ১৪ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে রাজন ! নিদাঘ, গৃহিণীকে এই কথা বলিলে, তাঁহার গৃহিণী ভঁরার বাক্যে গৌরবপয়ুক্ত সেই ব্রাহ্মণের যথোক্ত অন্নসমূহ প্রস্তুত করিয়া দিলেন ॥ ১৫ ॥ হে নৃপ ! অনন্তর মহামুনি স্বীয় ইচ্ছানুসারে সেই মঠ-অন্ন আচার করিয়া পর, নিদাঘ বিনয়ানত হইয়া তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, ॥ ১৬ ॥

নিদাঘ কহিলেন, হে দ্বিজ ! আহ্নাত করিয়া আপনার পরমতৃপ্তি হইয়াছে ত ? আপনি তুষ্ট হইয়াছেন ত ? অন্ন আপনার মন সুস্থ হইয়াছে ত ? ॥ ১৭ ॥ হে বিপ্র ! আপনার নিবাস কোথা ? আপনি কোথায় বা বাইতে উদ্যত

হইয়াছেন ? হে ষিষ ! এখানেই বা আপনি কিনিমিত্ত আগমন করিয়াছেন ? ॥১৮॥

ঋতু কহিগেন, হে ব্রাহ্মণ ! যাহার ক্ষুধা হয়, তাহারই আহার করিলে তৃপ্ত হইয়া থাকে। আমার ক্ষুধাও নাই, স্মরণ্য তন্নিবৃত্তি-জন্য তৃপ্তও হয় নাই। তবে কেন, এটি বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ ? ॥ ১৯ ॥ অগ্নি, পার্থিব-ধাতু ক্ষয় করিলে, ক্ষুধার উৎপত্তি হয়, এবং জল ক্ষয় হইলে, মনুষ্যদিগের তৃষ্ণা হইয়া থাকে ॥২০॥ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দোহরই ধর্ম্ম,—ইহা আমার নহে; স্মরণ্য ক্ষুধার সম্ভাবনা না থাকায় আমি সর্বদাই পরিতৃপ্ত \* আছি ॥ ২১ ॥ এই চিন্তধর্ম্ম স্মরণ্যতা এবং তুষ্টি, ইহারা মনে থাকে; স্মরণ্য যাতার ধর্ম্ম তাহাকে জিজ্ঞাসা কর; পুরুষের (আত্মার) সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই; আত্মা ইহাতে যুক্তও নহে ॥ ২২ ॥ তুমি যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে তোমার গৃহ কোথায় ? কোথায় যাইতেছ ? এবং কোথা হইতে বা এখানে আসিলে ?—এই তিন কথাই উত্তর আমার কাছে প্রবণ কর ॥ ২৩ ॥ পুরুষ অকালেশব নাশ যখন সকল স্থলই ব্যাপিয়া বহিয়াছেন, তখন তাহার উদ্দেশ্যে, কোথা হইতে আসিয়াছ, কোথা যাইবে, এই সকল প্রযুক্ত-বাক্যের কি কোন প্রকার অর্থ সম্ভব হয় ? ॥ ২৪ ॥ আমি কোন স্থলেই গমন, বা কোন স্থল হইতে আগমন, করি না,—একটিমান নির্দিষ্ট স্থলে আমার স্থিতি নহে। যাহাদের একদেশস্থ বলিয়া বিবেচনা কর, তাহারা বা তুমি বাস্তবিক তাদশ নহ। তুমি আমাকে যে প্রকার দেখিতেছ, বা আমি তোমাকে যে প্রকার দেখিতেছি, বাস্তবিক তুমি বা আমি সে প্রকার নহি ॥ ২৫ ॥ আমি বাস্তবিক তোমার নিকট মধুর অম্লের প্রার্থনা করি নাই; কেবল আমি মধুর প্রার্থনা করিলে, তুমি কি উত্তর দাও, তাহা শুনিবার জন্য ঐ প্রকার বলিয়াছিলাম ॥ ২৬ ॥ ভোজনকারীর স্বাদু বা অস্বাদু অম্ল কিছুর ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কিন্তু তোমাদের মধুর রসই অস্বাদু হয়,—ইহাই উদ্বেগের কারণ ॥ ২৭ ॥ আশ্চর্য্য দেখ, কালবশে, কুৎসিত অম্লই মধুর হয়; আবার কালক্রমে, মধুর অম্লের দ্বারাই মনুষ্যের উদ্বেগ জন্মে। বল দেখি,

\* এহেন, ক্ষুধাক্রান্ত দুঃখাভাব, পরিতৃপ্তি পদের লক্ষ্য কারণ; আত্মার তৃপ্তির কোন গুণ এই মতে বর্ণিত নহে।

এমন কোন অন্ন আছে, যাঁহা প্রথমে, মধো, ও শেষে কটিকারক ? ॥ ২৮ ॥  
মৃগায়গৃহে যেমন মৃত্তিকা-লেপ করিলে, ঐ গৃহ স্থিতিভাবে থাকে, সেইরূপ  
পার্শ্ববিশেষে পার্শ্ব-পরমাণু সমষ্টিদ্বারা আলিষ্ট হইয়া স্থির হয় ॥ ২৯ ॥  
যব, গোধূম, মুদগ, আদি, ঘৃত, তৈল, পয়ঃ, দধি, শুড় ও ফল প্রভৃতি টেহার  
সকলই পার্শ্ব পরমাণু সমষ্টি, স্তবরাং স্বাতন্ত্র্য, বা অস্বাতন্ত্র্য সকলেরই  
সমান ॥ ৩০ ॥ তুমিও এইসকল জ্ঞানিয়া মৃষ্টামৃষ্টই বিচারকারি মনকে, সমতাবলম্বি  
কর। কারণ সাম্য-জ্ঞানই মুক্তির কারণ ॥ ৩১ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে নৃপ ! মহাভাগ নিদাঘ, এই প্রকার পরমার্থ-  
যুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋতুকে প্রণামপুরঃসর বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩২ ॥  
নিদাঘ কহিলেন, হে দ্বিজ ! আপনি প্রসন্ন হউন, মঙ্গলের জন্য আপনি  
এখানে আসিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। আপনি কে ? আপনার এই  
সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার মোহ নষ্ট হইল ॥ ৩৩ ॥ ঋতু কহিলেন,—  
হে দ্বিজ ! আমার নাম ঋতু, আমি তোমার আচার্য্য। তোমার প্রজ্ঞা-দানের  
জন্য এখানে আসিয়াছি। এই তোমার নিকট পরমার্থও কহিলাম ॥ ৩৪ ॥  
এই নিখিল জগতকে, এক এবং বাসুদেবাত্মা পরমাত্মার স্বরূপ বলিয়া জ্ঞানিও ;  
ইহাতে ভেদ জ্ঞান করিওনা ॥ ৩৫ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—তখন নিদাঘ পরম ভক্তি সহকারে তাহাই করিব। এই  
কথা বলিয়া প্রণিপাতপূর্বক তাঁহার পূজা করিলে, সেই ঋতু ইচ্ছাক্রমে,  
সেখান হইতে গমন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## শৌড়য অধ্যায় ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে নরেশ্বর ! এক সহস্র বৎসর অতীত হইলে, ঋতু,  
নিদাঘ ক জ্ঞান-দানের জন্য, পুনর্বার সেই নগরে গমন করিলেন ॥ ১ ॥  
মুনি ঋতু দেখিলেন, যে তৎকালে মহতী-সেনা সমভিব্যাহারে নরপতি,  
নগরে প্রবেশ করিতেছেন ; কিন্তু নিদাঘ নগরের বহির্ভাগে অবস্থিতি করিতে-  
ছেন ॥ ২ ॥ আরও দেখিলেন, নিদাঘ, লোকসমূহের সংঘর্ষ পরিহারপূর্বক  
দূরে গিয়াছিলেন, কিন্তু সমিৎকুশাদি আহরণ পূর্বক, এক্ষণে স্তম্ভায় কৌশল

হইয়া আগমন করিতেছেন ॥ ৩ ॥ তখন ঋতু এই প্রকার অবলোকন করণঃ,  
নিদাঘের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্বক কহিলেন, হে দ্বিজ ! তুমি  
কেন এ দৃশ্যে (নির্জ্ঞান) অবশান করিতে ? ॥ ৪ ॥

নিদাঘ কহিলেন,—হে বিপ্র ! এই নৃপতি, নগরে প্রবেশ করিতে  
ইচ্ছা করিতেছেন, এই জন্য বজ্রলোকের সমর্পণ উপস্থিত, সেই কারণে  
আমি এখানে অবস্থিতি করিতেছি ॥ ৫ ॥ ঋতু কহিলেন ইহার মধ্যে  
রাজাই বা কে ? আর কোন্ ব্যক্তি বা ইতর ?—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! তুমি ইহার  
উত্তর দাও ; আমার বোধ হইতেছে তুমি সকল জান ॥ ৬ ॥ নিদাঘ  
কহিলেন এই উন্নতপর্বতশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত, গজজন্মেব উপর যিনি  
অধিরূঢ় তিনিই নরেন্দ্র ; আর-তার যাহারা রহিয়াছে, তাহারা রাজা নহ  
॥ ৭ ॥ ঋতু কহিলেন, গজ এবং রাজাকে, তুমি এককালে দর্শন করাইলে, কিন্তু  
এই ক্ষণের, বিশেষরূপে কোন পৃথক্টিছ দেখাইলে না ॥ ৮ ॥ হে মহা-  
ভাগ ! সেইজন্য এই ছন্দে মধ্যে বিশেষ করিয়া বল, ইহার মধ্যে, রাজাই  
বা কে ? হস্তীই বা কে ? ॥ ৯ ॥ নিদাঘ কহিলেন, হে ব্রহ্মণ ! যে নিম্নে রহিয়াছে  
উহা গজ, আর ঐ উপরে যিনি রহিয়াছেন,—তিনি ভূপতি । হে দ্বিজ ! এ বাছ  
এবং বাহকের সম্বন্ধ কে না জানে ? ॥ ১০ ॥ ঋতু কহিলেন, হে ব্রহ্মণ ! আমি  
যে প্রকারে জানিতে সক্ষম হই, সেইরূপেই আমাকে বুঝাইয়া দাও যে,  
অধঃশব্দে বা কি বুঝায়, আর উর্দ্ধ শব্দেই বা কি বুঝায় ? ॥ ১১ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—ঋতু এই কথা বলিলে, নিদাঘ সহসা তাঁহার উপর  
আবেশন করিয়া কহিলেন, আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাস্য করিলে, তাহার উত্তর  
শ্রবণ কর ॥ ১২ ॥ এই উপরে যেন আমি রাজা, আর অধোদেশে তুমি যেন  
হস্তী । হে ব্রহ্মণ ! তোমাকে বুঝাইবার জন্য আমি এই দৃষ্টান্ত দেখাই  
লাম ॥ ১৩ ॥ তখন ঋতু কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! তুমি যদি রাজার সদৃশই  
হইলে, আর আমি যদি গজের তুল্য হইলাম,—তবে আমার নিকট বল,  
তুমিই বা কে ? আর আমি বা কে ? ॥ ১৪ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—ঋতু এই কথা বলিলে, নিদাঘ, ক্ষয় অবতীর্ণ  
হইয়া তাঁহার চরণ-ধারণপূর্বক কহিলেন, আপনি নিশ্চয়ই আমার  
আচার্য্য ভববান্ ঋতু ॥ ১৫ ॥ আমার আচার্য্যের ঘন যেমন অশেষ-সংস্কারে

সংস্কৃত, এমন আর কাঁচাবও নহ; অতএব আমি বিবেচনা করিতেছি, আপনি আমার গুরুই উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ১৬ ॥

ঋতু কণিশেন, - হে নিদাঘ! পূর্বে তোমার সেবায় অত্যন্ত আদরযুক্ত ছিল'ম, এ নিমিত্ত তোমাকে উপদেশ দিবার জন্যই আসিয়াছি, আমি বাস্তবিকই তোমার গুরু ঋতু ॥ ১৭ ॥ হে মহামতে! এই সংক্ষেপে তোমার প্রতি উপদেশ, যে, “সকল বস্তুতেই পরমাঙ্গার অভেদ-জ্ঞানই পরমার্থ এবং সারভূত ॥” ১৮ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে রাদন! গুরু ঋতু, নিদাঘকে এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন, নিদাঘও সেই উপদেশ-বাল, অবৈতভাবে প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৯ ॥ যেমন ব্রাহ্মণর দ্বিত্ব নিদাঘ সকল ভূতকে, আত্মা হইতে অভিন্ন দেখিয়া পবন যোক্ষণর প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২০ ॥ হে অবনী-পতে! হে ধর্মজ্ঞ! তুমিও সেইরূপ আত্মা, বিপু ও বান্ধবাদিতে সমজ্ঞান করতঃ, সর্বগত-আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মুক্ত হও ॥ ২১ ॥ আকাশ যেমন এক হইলেও, কখন নীল কখন বা সিতরূপ দৃশ্যমান হয়, সেইরূপ ভ্রাতৃদর্শীগণও এক আত্মাকে উপাধি-ভেদে পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥ সেই অচ্যুতস্বরূপ আত্মা এক; জগতে বাহ্য কিছু আছে, তিনি তৎসকলেরই স্বরূপ; সেই আত্মা ব্যতিবেক আর কিছুই নাই। তুমি এবং আমি সেই আত্মস্বরূপ; বাহ্য কিছু পদার্থ আছে সকলই আত্মস্বরূপ; ভেদ-মোচ পরিত্যাগ কর ॥ ২৩ ॥

পরামর কহিলেন—সেই ব্রাহ্মণ, রাজপ্রার্থ দৌর্যবকে এই প্রকার জ্ঞানোপদেশ করিলে পর, রাজা পরমার্থ দর্শনপূর্বক ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিলেন। আর সেই ব্রাহ্মণও পুণ্ড্রজন্ম-স্বরূপে জ্ঞান-লাভ করিয়া সেই জন্মেই যোক্ষণভ করিলেন ॥ ২৪ ॥ এট ভরত নরপতির সার বৃত্তান্ত, যিনি ভক্তি সহকারে পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহার নতি প্রসন্ন হইবে, কখন আয়ুমোহ উপস্থিত হইবে না, এবং সেই ভক্তপ্রাধান ব্যক্তি, লোকের মরশীয়া হইবেন ॥ ২৫ ॥

দ্বিতীয় অংশ সম্পূর্ণ।



# বিষ্ণু পুরাণ ।

## তৃতীয় অংশ ।

### প্রথম অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন,—আপনি মনীয় গুরু-স্বরূপ ; আপনি আমার সকাশে পৃথিবী-সৃষ্টিাদির সংস্থিত, সূর্য্য-চন্দ্রাদির এবং জ্যোতির্মণ্ডলের সংস্থান বিস্তারিতরূপে বলিয়াছেন ॥ ১ ॥ দেব প্রভৃতির ও ঋষিগণের সৃষ্টি, চাতুর্বর্ণ্যের ও তিৰ্য্যক্-যোনিগত প্রাণিসমূহের উৎপত্তি ॥ ২ ॥ এবং ঋষ-প্রজ্ঞাদ্ভুত, আপনি বিস্তারিতরূপে বলিয়াছেন ॥ ৩ ॥ হে গুরুদেব ! ইচ্ছা করি যে, আপনি অশেষ মনস্তর, এবং শত্রুদেব প্রভৃতি সমুদায় মনস্তরাধিপের বিবরণ অল্পক্ৰমে বলেন, আমি শ্রবণ করি : ৪ ॥ পরাশর কহিলেন, যেসকল মনস্তর অতীত হইয়াছে ও যেসকল মনস্তর উপস্থিত হইবে, সেই সকল আমি তোমার নিকট যথাক্রমে বলিতেছি ॥ ৫ ॥ প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু, দ্বিতীয় স্বারোচিষ মনু, তৃতীয় ওত্মি মনু, চতুর্থ তামস মনু, পঞ্চম বৈবস্বত মনু এবং ষষ্ঠ চান্দ্রস মনু ॥ ৬ ॥ এই ছয় জন মনু অতীত হইয়াছেন । এক্ষণে সূর্য্য-তনয় বৈবস্বত নামে সপ্তম মনুব অধিকার ॥ ৭ ॥ কল্পের আদিতে স্বায়ম্ভুব-নামে যে প্রথম মনু হন, তাঁহার অধিকার এবং অধিকার-কালে যাহারা দেব ও ঋষি হন, তাহাও যথাক্রমে আমি বলিয়াছি ॥ ৮ ॥ অতঃপর স্বারোচিষ মনুর অন্তর এবং সেই সময়ের মনস্তরাধিপ-সমূহ দেব ও ঋষিগণ এবং তৎপুত্রাদির বিষয় বলিতেছি ॥ ৯ ॥ মৈত্রেয় ! স্বারোচিষ মনস্তরকালে, পারাবতগণ এবং তুষিতগণ দেবতা হয়েন ; এবং মহীশল বিপশিৎ দেবেন্দ্র হয়েন ॥ ১০ ॥ তৎকালে, উর্জ্জ, শুশ্রু, প্রাণ, দরোহি, ধৃষত, নিম্বর ও উর্ধ্বরীবান,—ইহারা সপ্তবি হয়েন ॥ ১১ ॥ স্বারোচিষের তনয়গণের নাম চৈত্র, কিস্পুক্য আদি । তোমার নিকট এই দ্বিতীয় মনস্তরের কথা কহিলাম ।



এখন ঐশ্বর্যময় তৃতীয় মন্বন্তরের কথা শুন ॥ ১২ ॥ হে ব্রহ্মণ! তৃতীয় মন্বন্তরে ঐশ্বর্যমি নামে মনু ছিলেন। মৈত্রেয়! তৎকালে সূর্যাস্তি নামে ইন্দ্র দেবগণের রাজা হয়েন ॥ ১৩ ॥ সে সময় সূর্য্যাম, সত্য, শিব, প্রতর্দন ও বশবর্ত্তি—এই ষাটশাস্ত্রক পঞ্চপ্রকার ছিলেন ॥ ১৪ ॥ এই মন্বন্তরে সপ্তজন বসিষ্ট-জনয় সপ্তর্ষি হয়েন। এই ঐশ্বর্যমি মনুর পুত্রদিগের নাম অজ, পরশু, দিব্য ইত্যাদি। তামস-নামক মন্বন্তরে সূর্য্যপগণ, হরিগণ, সত্যগণ, ও সূর্য্যগণ দেবতা হয়েন। ইহারা প্রত্যেকে সপ্তবিংশতি সংখ্যক ॥ ১৬ ॥ এই সময় শিবি রাজা, শত যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্র হয়েন। এই সময়ে ষাঁহার সপ্তর্ষি হয়েন, তাঁহাদের নাম বিত্তেজি, শ্রবণ কর ॥ ১৭ ॥ জ্যোতির্কামা, পৃথু, কংব্য, চৈত, অগ্নি, বনক ও পৌর; ইহারা তামস-মন্বন্তরে সপ্তর্ষি হন ॥ ১৮ ॥ নর, ঋগ্ভি, শাস্ত্রহয়, জাহ্নজ্ঞজ আদি তামস-মনুর স্মহাবল পুত্রেরা রাজা হয়েন ॥ ১৯ ॥

মৈত্রেয়! পঞ্চম মন্বন্তরে রৈবন্তনামে মনু হয়েন। তৎকালে বিভূ, ইন্দ্র হন; সে সময় ষাঁহার দেবতা হয়েন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর ॥ ২০ ॥ অমিতাভ, ভূতরজো, সূর্য্যপগণ, ইহারা দেবগণ ছিলেন। ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক-গণে চতুর্দশ করিয়া দেবতা ॥ ২১ ॥ হিংগাবোমা, দেবশ্রী, উর্দ্ধবাহু, বেদবাহু, সূর্য্যামা, পর্জন্তু এবং মহামুনি ॥ ২২ ॥ রৈবত মন্বন্তরে ইহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। রৈবত মনুর পুত্রগণের নাম বলবজু, সূর্য্যসম্ভাক এবং সত্যক প্রভৃতি ॥ ২৩ ॥ হে মুনিসত্তম! ইহারা স্মহাবলীর্বা রাজা হন ॥ ২৪ ॥ স্ববোচিষ, ঐশ্বর্যমি, তামস ও বৈবত,—এই চারিজন মনু প্রিয়ব্রতের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন ॥ রাজর্ষি প্রিয়ব্রত তপস্যা দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া স্বীয়বংশে এই মন্বন্তরে অধিপতিগণকে লাভ করেন ॥ ২৬ ॥ ষষ্ঠ মন্বন্তরকালে চাক্ষুষ নামে মনু হন। চাক্ষুষ মনুর অধিকারে মনোজব—ইন্দ্র হন; এবং ষাঁহারা দেবতা হন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর ॥ ২৭ ॥ আদ্য, প্রমুখ, ভব্য, পৃথুগ ও লেখগণ—এই মনোজব পঞ্চমগণ তখন দেবতা হন। ইহাদের প্রত্যেক ষাট ব্যক্তিতে এক এক গণ ॥ ২৮ ॥ সেই সময়ে সূর্য্যমা, বিরাজ, হবিষ্মান, উষ্ম, মধু, অতিনামা ও সঙ্কমু, ইহারা সপ্তর্ষি হন ॥ ২৯ ॥ উরু, পুরু, শতহয় প্রমুখ স্মহাবল, চাক্ষুষ-মনু পুত্রগণ রাজা হয়েন ॥ ৩০ ॥

হে বিপ্র ! এক্ষণে সপ্তম মন্বন্তর বিদ্যমান । এক্ষণে স্বর্ধের পুত্র দীপ্তিশালী ও বুদ্ধিমান শ্রীকৃষ্ণদেব মনু হইয়াছেন ॥ ৩১ ॥ হে মহামুনে ! এই বৈবস্বত মন্বন্তরকালে আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণ দেবতা আছেন । হে মৈত্রেয় ! সপ্তম মন্বন্তরে পুরন্দর দেবগণের অধিপতি ॥ ৩২ ॥ বসিষ্ঠ, কাশ্যপ, অজি, জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ—ইহারা সপ্তর্ষি ॥ ৩৩ ॥ ইক্ষাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্ঘাতি, বিধ্যাত নরিয়ন্ত, নাভ, ককুয, পৃথু ও লোকবিশ্রুত বনুমান—এই নয়টি বৈবস্বত মনুর পুত্র । ইহারা পরম ধার্মিক ॥ ৩৪-৩৫ ॥ এক্ষণে বিষ্ণুশক্তি, উপমারহিত ও সম্বোদিত । বিষ্ণুশক্তি হইতেই লোক সকল রক্ষিত হইতেছে এবং বিষ্ণুশক্তিই অশেষ মন্বন্তরে দেবরূপে অধিষ্ঠান করেন ॥ ৩৬ ॥ প্রথম স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরকালে আকুতির গর্ভে বিষ্ণুর অংশে মানসদেব যজ্ঞ উৎপন্ন হন ॥ ৩৭ ॥ স্বারোচিষ মন্বন্তর কালে উক্ত অজিত মানসদেব ভূষিতগণের সহিত ভূষিতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন ॥ ৩৮ ॥ পরে ঔত্তম-মন্বন্তরকালে ঐ ভূষিত, অরোত্তম সত্যগণের সহিত সত্যার গর্ভে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করত সত্য নামে বিধ্যাত হন ॥ ৩৯ ॥ পরে তামস-মন্বন্তর উপস্থিত হইলে, ঐ সত্য হরিগণের সহিত হরি নাম গ্রহণপূর্বক হর্যার গর্ভে উৎপন্ন হন ॥ ৪০ ॥ রৈবত-মন্বন্তর সময়ে রাজসগণের সহিত দেবতাশ্রেষ্ঠ হরি সত্ত্বতির গর্ভে জন্মগ্রহণ পূর্বক মানস নামে বিধ্যাত হন ॥ ৪১ ॥ চাক্ষুস-মন্বন্তরে পুরুষোত্তম, বৈকুণ্ঠনামক দেবগণের সহিত বিষ্ণু-গর্ভে বৈকুণ্ঠনাম ধারণপূর্বক জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৪২ ॥ হে দ্বিজ ! বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত হইলে, ঐ মহাত্মা বৈকুণ্ঠ বিষ্ণু, কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন ॥ ৪৩ ॥ ত্রিপদ দ্বারা ত্রিভুবন জয় করিয়া নিষ্কটক করতঃ দেবরাজকে তাহা প্রদান করেন ॥ ৪৪ ॥ হে বিপ্র ! সপ্ত মন্বন্তরে বিষ্ণুর এই সপ্তমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া প্রজা রক্ষণ করিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥ সেই মহাত্মা নারায়ণের শক্তি হইতে এই বিশ্ব-উৎপন্ন এবং সেই শক্তি সকল বিশেষেই প্রবিষ্ট,—এইজন্ত তিনি বিষ্ণু বলিয়া অভিহিত ; প্রবেশার্থক বিশদাত্ত হইতেই বিষ্ণু এই পদটী সাধিত ॥ ৪৬ ॥ সকল দেবতা, সমস্ত মনু, সমস্ত সপ্তর্ষি, সমুদায় মনুপুত্র, সমুদায় দেবরাজ ইন্দ্র,—ইহারা সকলেই বিষ্ণুর প্রসিদ্ধ বিভূতি ॥ ৪৭ ॥

## দ্বিতীয় অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে ! আপনি আমার নিকট অতীত সপ্ত-  
 ম্বস্তুরের বিষয় কহিলেন, এখন ভবিষ্য সপ্ত-ম্বস্তুরের আখ্যান কীর্তন  
 করুন ॥ ১ ॥ পরাশর কহিলেন,—বিশ্বকর্মার সংজ্ঞা নামে এক তনয়াকে,  
 সূর্য্য, পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। হে মুনে ! এই সংজ্ঞার গর্ভে, সূর্য্যের ঔরসে  
 মনু, যম ও যমী নামে তিনটি পুত্র উৎপন্ন হয় ॥ ২ ॥ কিছুদিন পরে সংজ্ঞা  
 তর্ভার ভেজ সহ্য করিতে না পারিয়া ছায়ানাম্নী একটি কন্যাকে স্বামি-  
 ভ্রাতৃস্বরূপে নিযুক্ত করতঃ স্বয়ং তপস্তার্ধ অরণ্যে গমন করিলেন ॥ ৩ ॥ ঐ ছায়া  
 সংজ্ঞার অমুরূপ ছিল। দিবাকর, ঐ ছায়ানাম্নী কন্যাকে সংজ্ঞা জ্ঞান  
 করিয়া, তাহার গর্ভে দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা উৎপাদন করিলেন।  
 প্রথম পুত্রটির নাম শনৈশ্চর, দ্বিতীয়টির নাম সাবর্ণি মনু। কন্যাটির নাম  
 তপতী ॥ ৪ ॥ অনন্তর একদা ছায়া কুপিতা হইয়া কোন কারণে যমকে  
 শাপ দিলেন। তখন যম ও সূর্য্য উভয়েই বুলিলেন যে, তিনি যমজননী  
 সংজ্ঞা নহেন, আর কোন নারী হইবেন ॥ ৫ ॥ তখন ছায়া, প্রকৃত ব্যাপার  
 প্রকাশ করিলে সূর্য্য সমাধি-দৃষ্টি দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, সংজ্ঞা  
 অমুরূপ ধারণ করিয়া অরণ্যে অবস্থান পূর্ব্বক তপস্তা করিতেছেন ॥ ৬ ॥  
 অনন্তর সূর্য্যও অমুরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই অমুরূপিণী সংজ্ঞাতে তিনটি পুত্র  
 উৎপাদন করিলেন। তন্মধ্যে দুইটি পুত্র দেব অশ্বিনীকুমার বলিয়া কীর্তিত  
 হইলেন ; তৃতীয় পুত্রটি রেতের অবসানকালে জন্মগ্রহণ করিতে রেবন্ত নামে  
 কীর্তিত ॥ ৭ ॥ তদবস্থানু রবি সংজ্ঞাকে পুনর্বার স্বস্থানে আনয়ন করিলেন।  
 তখন বিশ্বকর্মা সূর্য্যের তেজের প্রশমন করিলেন ॥ ৮ ॥ তিনি সূর্য্যকে  
 ভ্রমি-যজ্ঞে আরোপণ পূর্ব্বক তাহার তেজ চাঁচিয়া ফেলিলেন ; কিন্তু সূর্য্য-  
 তেজের অক্ষয় অষ্টমাংশ চাঁচিয়া ফেলিতে পারিলেন না ॥ ৯ ॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠ !  
 বিশ্বকর্মা সূর্য্য হইতে যে বৈষ্ণব-তেজ চাঁচিলেন, সেই জাজল্যমান তেজঃ  
 ভূতলে পতিত হইল ॥ ১০ ॥ তখন বিশ্বকর্মা, ভূপতিত সেই সূর্য্যতেজঃ  
 দ্বারা বিষ্ণুর চক্র, রুদ্রের ত্রিশূল, কুবেরের শিবিকা নামে অস্ত্র প্রস্তুত  
 করিলেন ॥ ১১ ॥ এবং তিনি ঐ তেজ দ্বারা কার্তিকেয়ের শক্তি ও অস্ত্রাধি

দেবতাগণের অস্ত্র নির্মাণ করিলেন ॥ ১২ ॥ ছায়ায় গর্ভে সূর্যের যে দ্বিতীয় পুত্র মনু বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তিনি জ্যোষ্ঠের সমান-বর্ণ-প্রযুক্ত সার্বর্বি নামে অভিহিত হন ॥ ১৩ ॥ সার্বর্বি মনুর অন্তরের নাম সার্বর্ক মনন্তর । মহাভাগ ! এক্ষণে সেই সার্বর্ক অষ্টম মনন্তরের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৪ ॥ হে মৈত্রেয় ! প্রথম মনন্তর শেষ হইলে সার্বর্বি নামে যে মনু হইবেন, তাঁহার অধিকার-কালে স্তুতপ, অমিতাভ ও মুখ্যগণ দেবতা হইবেন ॥ ১৫ ॥ ইহাঁদের প্রত্যেকগণে একবিংশতি করিয়া দেবতা থাকিবেন । হে মুনিসত্তম ! সেই সময় যাহারা সপ্তর্ষি হইবেন, তাঁহাদের নাম বলিতেছি, ॥ ১৬ ॥ দীপ্তিমান্ গালব, রাম, কৃপ, জোণপুত্র অশ্বখামা, মৎপুত্র ব্যাস, ঋষাশ্ব, পাতাল-মধ্যবাসী বিরোচন-তনয় পাপহীন বলি, বিষ্ণুর রূপায় তখন ইন্দ্র হইবেন ॥ ১৭-১৮ ॥ বিরজা আর্করীবান্ ও নির্মোহাদি সার্বর্ক মনুর পুত্রগণ রাজা হইবেন ॥ ১৯ ॥ হে মৈত্রেয় ! দক্ষ-সার্বর্ক নবম মনু হইবেন । পার, মরীচিগর্ভ ও সূর্য্য,—এই ত্রিবিধগণ তৎকালে দেবতা হইবেন । ইহাঁদের প্রত্যেকগণে দ্বাদশ দেবতা থাকিবেন । হে বিজ ! এই সময় মহাবীৰ্য্য অদ্ভুত নামা ইন্দ্র হইবেন ॥ ২০-২১ ॥ এই মনন্তরে সবল, দ্র্যতিমান্ ভব্য, বহু, মেধা, ধৃতি, জ্যোতিষ্মান্ ও সত্য,—ইহারা সপ্তর্ষি হইবেন ॥ ২২ ॥ দ্ব্যতকেতু, দীপ্তিকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময় ও পৃথুশ্রবা ইত্যাদি,—দক্ষ-সার্বর্কের পুত্রগণের নাম ॥ ২৩ ॥ হে মুন ! ব্রহ্মসার্বর্ক দশম মনু হইবেন । এই সময় সুধাম ও বিরুদ্ধগণ দেবতা হইবেন । ইহাঁদের প্রত্যেকগণে একশত করিয়া সংখ্যা ॥ ২৪ ॥ মহাবল শান্তি, দেবগণের ইন্দ্র হইবেন । এই সময় যাহারা সপ্তর্ষি হইবেন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর ॥ ২৫ ॥ হবিষ্মান্, সূরুতি, সত্য, পান্মৃষ্টি, নাভাগ, অপ্রতিমৌজা ও সত্যকেতু, সূক্রেত্র, উত্তমৌজা ও হরিসেন আদি কারয় ব্রহ্মসার্বর্কের দশ পুত্র পৃথিবী পালন করিবেন ॥ ২৬-২৭ ॥ ধর্ম্মসার্বর্ক একাদশ মনু হইবেন । তৎকালীন বিহঙ্গমগণ, কামগমগণ ও নির্মাণরতিগণ,—ইহারা দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন । এই সকল দেবগণের প্রত্যেকগণে ত্রিণব্বন করিয়া দেবতা । এই সময় বৃষ, ইন্দ্র হইবেন ॥ ২৮-২৯ ॥ এই মনন্তরে নিশ্চর, অগ্নিভেজা, বপুস্মান্, বিষ্ণু, আরুণি, হবিষ্মান্ ও অনব,—ইহারা সপ্তর্ষি

হইবেন ॥ ৩০ ॥ সর্ষপ সর্ষধর্ম্মা ও দেবানীক প্রভৃতি এই মম্বর সম্ভানগণ  
 রাজা হইবেন ॥ ৩১ ॥ অনন্তর রুদ্রপুত্র সাবর্ণ দ্বাদশ মম্বর হইবেন । সে  
 সময় ঋতধামা ইন্দ্র হইবেন । এইকালে বাঁহারা দেবতা, তাঁহাদের নাম শ্রবণ  
 কর ॥ ৩২ ॥ হে দ্বিজ ! হরিতগণ, লোহিতগণ, স্মনোগণ, সূকর্ম্মগণ, ও তারগণ  
 —এই পঞ্চগণ, দেবতা হইবেন । ইহাঁদের প্রতিগণেই দশ জন করিয়া  
 দেবতা ॥ ৩৩ ॥ তপস্বী, সূতপা, তপোমূর্ত্তি তপোরতি, তপোধৃতি, দ্যুতি ও  
 তপোধন—ইহাঁরা সপ্তর্ষি হইবেন ॥ ৩৪ ॥ দেববান্ উপদেব, ও দেবশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি  
 উক্ত মম্বর মহাবলশালী পুত্রেরা রাজা হইবেন ॥ ৩৫ ॥ হে মনে ! রৌব্য  
 ত্রয়োদশ মম্বর হইবেন । এই মম্বন্তরে সূত্রামগণ, সূকর্ম্মগণ ও সূধর্ম্মগণ দেবতা  
 হইবেন ॥ ৩৬ ॥ ইহাঁদের প্রত্যেক গণে তেত্রিশ জন করিয়া দেবতা । মহাবীৰ্য্য  
 দিবস্পতি ইহাঁদের ইন্দ্র হইবেন ॥ ৩৭ ॥ নির্গোহ, তদ্বদর্শী নিম্মকম্প  
 নিরুৎসুক, ধৃতিমান্, অব্যয় ও সূতপা,—ইহাঁরা সপ্তর্ষি হইবেন । এই  
 মম্বর পুত্রগণের নাম শ্রবণ কর ; চিত্রসেন ও বিচিত্র আদি ইহাঁরা সক-  
 লেই পৃথিবীপতি হইবেন ॥ ৩৮-৩৯ ॥ হে মৈত্রেয় ! যিনি চতুর্দশ মম্বর হইবেন  
 তাঁহার নাম ভৌতা । এই মম্বন্তরে গুচি,—ইন্দ্র হইবেন । এইসময় যে পঞ্চ-  
 গণ হইবেন, তাহাদিগের নাম শ্রবণ কর ॥ ৪০ ॥ চাক্ষুষগণ পবিত্রগণ,  
 কনিষ্ঠগণ, ভ্রাজিরগণ ও বচোবুদ্ধগণ,—ইহাঁরাই দেবতা হইবেন । এই মম্বন্তরে  
 বাঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন, তাঁহাদের নামও আমার নিকটে শ্রবণ  
 কর ॥ ৪১ ॥ অগ্নিবাহু গুচি গুক্র, মাগধ অগ্নিধ্রু, যুক্ত ও অজিত ;—হে মূনি-  
 শ্রেষ্ঠ ! এই মম্বন্তরীয় মম্বরপুত্রগণের নাম শ্রবণ কর ॥ ৪২ ॥ উরু, গভীর,  
 ব্রহ্ম ইত্যাদি ইহাঁরা সকলে পৃথিবীপাল হইবেন ॥ ৪৩ ॥ প্রত্যেক চতু-  
 ষ্ঠপাবসানে বেদবিপ্রব হয় ; অনন্তর সপ্তর্ষিগণ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া  
 পুনর্বার বেদ প্রবর্ত্তিত করেন ॥ ৪৪ ॥ হে বিপ্র ! মম্বর প্রত্যেক সত্যযুগে ধর্ম্ম-  
 শাস্ত্রের প্রণেতা করেন । এক মম্বন্তর-কাল পর্য্যন্ত দেবতার যজ্ঞভুক  
 করেন ॥ ৪৫ ॥ মম্বরপুত্র ও তদ্বংশীয়েরা এক মম্বন্তর-কাল পর্য্যন্ত পৃথিবী-  
 পালন করিয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥ মম্বর, সপ্তর্ষি, দেবরাজ, দেবগণ ও মম্বরপুত্র  
 কুণালগণ,—ইহাঁরা প্রতি মম্বন্তরে উৎপন্ন হন ॥ ৪৭ ॥ হে দ্বিজ ! এইরূপ  
 চতুর্দশ মম্বন্তরে সহস্র চতুর্যুগ অতীত হইলে এক কল্প কথিত হয় ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর ঐ কম পরিমিত রাত্রি হয়। হে সাধুশ্রেষ্ঠ ! সেই রাত্রিকালে ব্রহ্মরূপী হরি জলবিপ্লবে অনন্তশয্যায় শয়ন করেন ॥ ৪৯ ॥ হে বিপ্র ! ভগবান্ আদি-বিভূ সৰ্বভূতাদায় জনার্দন কল্পান্তে সকল ত্রৈলোক্য গ্রাস করিয়া আপনার মায়্যতে অবস্থিতি করেন ॥ ৫০ ॥ অনন্তর তাদৃশ নিশাবসানে প্রাতঃকালেই অব্যয়াস্ত্রাভগবান্ প্রবুদ্ধ হইয়া রম্যোপপাশ্রয়ে পূর্বের ন্যায় পুনর্বার সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ৫১ ॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! মনুগণ, মনুপুত্র ভূপালগণ, ইন্দ্রগণ দেবগণ ও সপ্তর্ষিগণ,—ইহারা সকলেই বিষ্ণুর ভুবন-স্থিতিকারক সাত্ত্বিক অংশ ॥ ৫২ ॥ হে মৈত্রেয় ! জগতের রক্ষার নিমিত্ত বিষ্ণু চারিযুগে যে প্রকার যুগান্তসারী ব্যবস্থা করেন, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৫৩ ॥ তিনি সত্যযুগে সৰ্বভূত-হিতার্থে মহর্ষি কপিলাদিক্রম অবলম্বন করিয়া সকল প্রাণীকে উৎকৃষ্ট সত্যজ্ঞান-প্রদান করেন ॥ ৫৪ ॥ ত্রেতাযুগে সেই প্রভু চক্রবর্তি-স্বরূপে দুষ্টিগণের নিগ্রহ করত ত্রিভুবন রক্ষা করেন ॥ ৫৫ ॥ তিনি দ্বাপরযুগে বেদব্যাস রূপ ধারণপূর্বক এক বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া, পশ্চাৎ শত শাখায় বহলীকৃত করেন এবং পুনর্বার উহা অনেক অংশে বিভক্ত করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥ সেই হরি এইপ্রকার বেদব্যাস-রূপে বেদ বিভাগ করিয়া, পশ্চাৎ কলির শেষে কঙ্কিরূপ গ্রহণ করত দুর্বৃত্তদিগকে সংপথে আনয়ন করিবেন ॥ ৫৭ ॥ অনন্তস্বরূপ বিষ্ণু এইরূপে নিখিল জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং অন্তকালে ধ্বংস করিয়া থাকেন, সেই বিষ্ণু ব্যতীত দ্বিতীয় আর কেহই নাই ॥ ৫৮ ॥ হে বিপ্র ! ইহলোকে বা পরলোকে, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, যত পদার্থ আছে, তাহা সকলই ভগবান্ মহাত্মা বিষ্ণু হইতেই উৎপন্ন ইহা তোমাকে বলিয়াছি। অশেষ মনস্তর ও মনস্তরাধিপতিগণের বৃজাস্ত, তোমায় বলিলাম এক্ষণে আর কি বলিব ?

দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## তৃতীয় অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন, এই জগৎ বিষ্ণুস্বরূপ ; বিষ্ণুতেই ইহা অবস্থিতি করিতেছে ; এবং সেই বিষ্ণু ব্যতিরিক্ত আর কোন পদার্থই নাই ; এবিষয়

পূর্বে আপনার নিকট জ্ঞাত হইয়াছি। মহাত্মা বিষ্ণু বেদব্যাসরূপে, যুগে যুগে যে প্রকারে বেদ বিভাগ করিয়াছেন এক্ষণে তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ১-২ ॥ পরন্তু হে ভগবন্ মহামুনে! কোন্ কোন্ যুগে কে কে বেদব্যাস হন এবং শাখা সকলের কয়প্রকার ভেদ, তাহা বলুন। পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! বেদরূপ বৃক্ষের সহস্র-প্রকার শাখা-ভেদপ্রযুক্ত সেই সমুদায় শাখার বিষয় বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিতে অসমর্থ, অতএব সংক্ষেপে তাহার বিষয় শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥

হে মহামুনে! ব্যাসরূপী বিষ্ণু, প্রতি দ্বাপরযুগেই জগতের মঙ্গলের জন্য এক বেদ বহুভাগে বিভাগ করেন ॥ ৫ ॥ তিনি মানবগণের বীৰ্য্য তেজ ও বলের অন্নতা দেখিয়া সর্বভূতের হিড়ের জন্য বেদ বিভাগ করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥ সেই প্রভু বিষ্ণু যে মূর্তি গ্রহণ করিয়া বেদ বিভাগ করেন, সেই মূর্তির নামই বেদব্যাস ॥ ৭ ॥ হে মুনে! যে যে মনুষ্যেরে যিনি যিনি বেদব্যাস হইয়া যে প্রকারে বেদের শাখাভেদ করেন, তাহা আমার নিকটে শ্রবণ কর ॥ ৮ ॥ এই বৈবস্বত মনুষ্যের সকল দ্বাপর যুগেই মহর্ষিগণ পুনঃপুনঃ অর্থাৎ অষ্টাবিংশতিবার বেদ বিভাগ করিয়াছেন ॥ ৯ ॥ হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ! প্রতিদ্বাপরযুগে বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া যে অষ্টাবিংশতিসম্ম্যক বেদব্যাস অতীত হইয়াছেন, তাহাদের সকলের পরিচয় বলিতেছি ॥ ১০ ॥ এই মনুষ্যের প্রথম দ্বাপরে ভগবান্ স্বয়ম্ভু স্বয়ং বেদ বিভাগ করেন। দ্বিতীয় দ্বাপরে প্রজাপতি মনু বেদব্যাস হন ॥ ১১ ॥ এই প্রকার তৃতীয় দ্বাপরে উশনাঃ, চতুর্থে বৃহস্পতি, পঞ্চমে সবিতা, ষষ্ঠে মৃত্যু, ॥ ১২ ॥ সপ্তমে ইন্দ্র, অষ্টমে বসিষ্ঠ, নবমে সারস্বত, দশমে ত্রিধামা ॥ ১৩ ॥ একাদশে জিব্বা, দ্বাদশে ভরদ্বাজ, ত্রয়োদশে অঙ্গরীক্ষ, চতুর্দশে বপ্তী ॥ ১৪ ॥ পঞ্চদশে ত্রয্যাক্ষ, ষোড়শে ধনঞ্জয়, সপ্তদশে কৃতঞ্জয়, অষ্টাদশে ঋণজ্য ॥ ১৫ ॥ ঊন-বিংশে ভরদ্বাজ, বিংশে গৌতম, একবিংশে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হর্য্যাস্মা ॥ ১৬ ॥ ষাণ্ণিংশে রাজশ্রবাস কুলজাত বেণ, ত্রয়োবিংশে সোমশুদ্রার গোত্রীয় তৃণবিন্দু ॥ ১৭ ॥ চতুর্বিংশে ভার্গবায়র ঋক্ষ—যিনি বান্দ্রীকি বলিয়া অভি-হিত হয়েন, পঞ্চবিংশে মংগিতা শক্তি, ষড়্-বিংশে আশ্বি ॥ ১৮ ॥ সপ্তবিংশে জাতুকর্ক, অষ্টাবিংশে কৃষ্ণদৈপায়ন। এই অষ্টাবিংশতি পুরাতন বেদব্যাস ॥ ১৯ ॥

ইহারাই প্রত্যেক দ্বাপর যুগের প্রথমে এক বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করেন। মৎপুত্র কৃষ্ণদৈপানখ্য বেদব্যাস মুনি অতীত হইলে, ভবিষ্য দ্বাপর যুগে দ্রোণপুত্র অশ্বখামা বেদব্যাস হইবেন ॥ ২০ ॥ ওঁ এই একাক্ষরই ব্রহ্মস্বরূপে ব্যবস্থিত ; এই ওঁকার, বেদের কারণ ও অপরিচ্ছিন্ন পুরাতন, এইজন্যই ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥ ভূলোক ভুবলোক ও স্বলোক, ইহার প্রণবরূপ ব্রহ্মতে নিয়ত অবস্থিত করিতেছে। ওঙ্কার— ঋক্ যজু সাম ও অথর্ব বেদস্বরূপ, এইহেতু ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ২২ ॥ যিনি জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের কারণ, যিনি মহৎ হইতে ও মহৎ ও পরম শুভ্য, সেই ওঙ্কারস্বরূপ পরম ব্রহ্মকে নমস্কার করি ॥ ২৩ ॥ তিনি আদ্যন্ত-শূন্য, তিনি অপার, তিনি জগতের সম্মোহন তমোগুণের আধার, তিনি সংপ্রকাশ (সত্ত্বগুণ) ও প্রবৃত্তি (রজোগুণ) দ্বারা পুরুষগণের ভোগ ও মোক্ষরূপ প্রয়োজন সাধিত করিতেছেন ॥ ২৪ ॥ তিনি সাদ্ভ্যাদর্শনজ্ঞ জনদিগের পরমনিষ্ঠা ; অন্তরিক্ষিয় ও বহিরিক্ষিয়, বাহাদের সংঘত, তিনি তাহাদিগের বিবেকজ্ঞানের হেতু। তিনি বহিরিক্ষিয়ের অপ্রাপ্য, তিনি বিনাশ-রহিত। তিনি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও পরিণামরহিত নিত্য ব্রহ্ম ॥ ২৫ ॥ তিনি বিশ্বের আশ্রয় ও কারণ ; তিনি আপনা হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ অস্ত্র কেহই তাঁহার উৎপত্তির কারণ নাই। তিনি অতি নিভৃত প্রদেশে বিদ্যমান ; তিনি বিভাগ রহিত ; তিনি দীপ্তিশালী, ক্ষয় শূন্য এবং বহুস্বরূপ ॥ ২৬ ॥ পরমাত্ম-স্বরূপ বাহুদেবের প্রতিকৃতি সেই পরমব্রহ্মকে নিত্য নমস্কার ॥ ২৭ ॥ এই ওঙ্কাররূপ ব্রহ্ম অভিন্ন হইয়াও গুণত্রয় বিভাগ দ্বারা তিন প্রকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। সেই প্রভু অভিন্ন ভাবে সর্বভূতে অবস্থিতি করিতেছেন, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হন ॥ ২৮ ॥ তিনি ঋক্বেদ সামবেদ ও যজুর্বেদ স্বরূপ ; তিনি ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের সার স্বরূপ ; তিনি শরীরিগণের আত্মাস্বরূপ ॥ ২৯ ॥ তিনি একমাত্র বেদস্বরূপ, অথচ শাখাদিভেদে নানাভাগে বিভক্ত হইয়া থাকেন। তিনিই বেদকে বহু শাখায় বিভক্ত করেন। তিনিই বেদের শাখা রচয়িতা, তিনিই সমস্ত শাখাস্বরূপ। তিনি জ্ঞানস্বরূপ ভগবান এবং অনন্ত ॥ ৩০ ॥



## চতুর্থ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন, ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত ঋক্ যজুঃ প্রভৃতি ভেদ-  
সম্বিত বেদ, লক্ষ শ্লোক পরিমিত। এই বেদ হইতেই সর্বপ্রকার  
অভিলাষ প্রদানকারী অগ্নিহোত্র প্রভৃতি দশ যজ্ঞ প্রবর্তিত হই-  
য়াছে ॥ ১ ॥ তৎপরে অষ্টাবিংশতিতম দ্বাপর যুগে সেই চতুশ্রাদ  
বেদকে, একীভূত দেখিয়া মৎপুত্র ধীমান্ ব্যাসদেব, পূর্বের দ্বার পুন-  
র্বার চারিভাগে বিভাগ করেন। এই প্রকার অত্যাশ্চর্য্য বেদব্যাসগণ, আমিও  
পূর্বে বিভাগ করিয়াছিলাম ॥ ২ ॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এইরূপেই সমস্ত চতুর্থ্যুগে  
বেদ সকলের শাখা ভেদ হইয়াছে, তুমি অবগত হও ॥ ৩ ॥ হে মৈত্রেয়।  
কৃকদৈপায়ন বেদব্যাসকে সাক্ষাৎ প্রভু নারায়ণ বলিয়া বিবেচনা করিবে ॥ ৪ ॥  
নারায়ণ ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি মহাভারত রচনা করিতে পারে ॥ ৫ ॥  
মৈত্রেয়! দ্বাপর যুগে আমার পুত্র মহাত্মা ব্যাস, যেরূপে বেদ বিভাগ  
করিয়াছেন, তাহা বথাবৎ আমার নিকটে শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মা বেদ-  
ব্যাসকে আজ্ঞা করিলে তিনি বেদ বিভাগ করিতে আরম্ভ করিয়া  
প্রথমতঃ বেদপারগ চারি জন শিষ্য গ্রহণ করিলেন ॥ ৭ ॥ সেই মহামুনি,—  
পৌল, বৈশম্পায়ন, ও জৈমিনিকে, যথাক্রমে, ঋক্ যজুঃ ও সামবেদের শ্রাবক  
রূপ গ্রহণ করেন। অথর্ববেদস্ত্র স্মৃক্তও সেই ধীমান্ বেদব্যাসের শিষ্য  
হইলেন ॥ ৮ ॥ অনন্তর তিনি স্মৃতজাতীয় মহাবুদ্ধি মহামুনি রোমহর্ষণকে  
ইতিহাস ও পুরাণপাঠের শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন ॥ ৯ ॥ পূর্বে যজুঃ-  
র্বেদ একপ্রকার ছিল। বেদব্যাস ঐ যজুঃপ্রধান বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত  
করিলেন। তাহাতে চাতুর্হোত্র হইল। তিনি তদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা  
করিলেন ॥ ১০ ॥ এই চাতুর্হোত্রের মধ্যে যজুর্বেদ দ্বারা অগ্ন্যযজ্ঞ, ঋক্বেদ  
দ্বারা হোত্র, সামবেদ দ্বারা ঔশ্বাহোত্র ও অথর্ববেদ দ্বারা যুনি বেদব্যাস  
ব্রহ্মসংস্থাপন করেন ॥ ১১ ॥ তৎপরে তিনি ঋক্বেদ সকল উদ্ধার  
করিয়া ঋক্বেদ সংহিতা, যজুঃ সমুদায় উদ্ধার করিয়া যজুর্বেদ সংহিতা, ও  
সাম সমুদায় উদ্ধার করিয়া সামবেদ সংহিতা রচনা করিলেন ॥ ১২ ॥ হে  
মৈত্রেয়! অথর্ববেদ রাজগণের বর্ষ সমুদয় ও যথারীতি ব্রহ্মসংস্থার ব্যবস্থা

করিলেন ॥ ১৪ ॥ বেদব্যাস, এইরূপে মহাবেদ-বৃক্ষকে বিভক্ত করিলে, এই বেদ সকল নানা বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়া কাননরূপে পরিগণিত হইল ॥ ১৫ ॥

হে বিপ্র ! অগ্রে টৈল নামক বেদব্যাস-শিষ্য ঋক্বেদরূপ বৃক্ষ ছইভাগে বিভক্ত করিয়া, ইন্দ্রপ্রমতি ও বাঙ্কল নামক শিষ্যদ্বয়কে ছই সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন ॥ ১৬ ॥ হে দ্বিজ ! মহামুনি বাঙ্কলিও ঋক্বেদ সংহিতার প্রথম শাখা চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া বৌধ্য আদি শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করাইলেন ॥ ১৭ ॥

বৌধ্য, আগ্নিমার্ঠর, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর নামক শিষ্য চতুষ্ঠয়ও উক্ত শাখার প্রতিশাখা অধ্যয়ন করিলেন ॥ ১৮ ॥ হে মৈত্রেয় ! ইন্দ্র প্রমতি বে সংহিতা অধ্যয়ন করেন, তিনি তাহার একাংশ স্বীয় তনয় মহাস্বা মাণ্ডুকেয়কে অধ্যয়ন করাইলেন ॥ ১৯ ॥

ইন্দ্র প্রমতির শিষ্য-প্রশিষ্য হইতে তাহাদিগেরও শিষ্য-পুত্রাদিতে ঐ শাখা ক্রমশ বিস্তারিত হইল। এইরূপে শিষ্য প্রশিষ্যে বেদমিত্রনামক সাকল্য ও উক্ত সংহিতা অধ্যয়ন করিলেন ॥ ২০ ॥

পরে তিনি ঐ শাখা ছইতে পাঁচখানি সংহিতা প্রণয়ন করিয়া পাঁচ জন শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইলেন। ঐ পঞ্চ শিষ্যের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর ;—মুদগল, গালব, বাৎস, শালীয় ও শিশির। এই পাঁচ জন মহামুনিই বেদমিত্রের শিষ্য ॥ ২১-২২ ॥

ইন্দ্রপ্রমতির দ্বিতীয় শিষ্য শাকপূর্ণি অধীত ঋককে বিভক্ত করিয়া তিনখানি সংহিতা করিলেন। পরে তিনি একখানি নিরুক্তও প্রণয়ন করেন ॥ ২৩ ॥

ক্রোঞ্চ বেতালিক ও মহামতি বলাক,—এই তিন মহর্ষি উক্ত তিন খানি পাঠ করিলেন। যিনি নিরুক্ত অধ্যয়ন করেন, তিনি নিরুক্তকৃত্য নামে প্রথিত হইলেন ॥ ২৪ ॥

হে দ্বিজ ! এই নিরুক্তকৃত্য, বেদ ও বেদান্ত সমূহে পারগ ছিলেন। এইরূপে বেদবৃক্ষের প্রতিশাখা হইতে অমুশাখা সকল উৎপন্ন হইল ॥ ২৫ ॥

হে দ্বিজ ! বাঙ্কলিও অপর তিনটী সংহিতা করিলেন ॥ ২৬ ॥ তিনি কালাম্বিনি, গার্গ্য ও কথাজব নামক তিন জন শিষ্যকে ঐ তিন সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন। এইরূপে অনেক মহর্ষি কর্তৃক বহুপ্রকারে বেদের সংহিতা সকল প্রবর্তিত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## পঞ্চম অধ্যায় ।

পরশর বলিলেন,—মহামতি ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন, যজুর্বৈদরূপ বৃক্ষের সপ্তবংশতি শাখা গ্রহণ করিলেন ॥ ১ ॥ তিনি সেই সমুদায় শাখা বহু শিষ্যকে দিলেন । শিষ্যগণও অমুক্তমে উহা গ্রহণ করিলেন । ব্রহ্মরাত-পুত্র পরম ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্য নামা শিষ্য সর্বদা গুরুসেবা-পরায়ণ ছিলেন ॥ ২ ॥

হে ব্রহ্মন্ ! পূর্বে ঋষিগণ একদা সকলে একত্র হইয়া নিয়ম করিলেন যে, আমাদের এই মহামেরুস্থিত সমাজে অদ্য যিনি আসিবেন না, সেই ঋষি সপ্ত-রাত্রির পর ব্রহ্মহত্যা-পাতকে লিপ্ত হইবেন ॥ ৩ ॥ সকল ঋষিই এই নিয়ম, পালন করেন ; কিন্তু একা বৈশম্পায়ন ইহার ব্যতিক্রম করেন ॥ ৪ ॥ পরে তিনি ঐ শাপক্রমে স্বকীয় ভাগিনেয় বালককে মাড়াইয়া বিনাশ করিলেন ॥ ৫ ॥ তখন তিনি শিষ্যগণকে ডাকিয়া কহিলেন,—হে শিষ্যগণ ! তোমরা সকলে আমার জন্য ব্রহ্মহত্যা-পাতক-বিনাশক ব্রত অমুষ্ঠান কর, বিচার করিও না ॥ ৬ ॥ এই কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, ভগবন্ ! এই সকল ব্রাহ্মণ অধিক তেজস্বী নহেন, অতএব ইহাদিগকে বৃথা ক্লেশ দিবার প্রয়োজন নাই । আমিই একাকী এই ব্রতচরণ করিব ॥ ৭ ॥ মহামতি গুরু বৈশম্পায়ন এই কথা শ্রবণ করিয়া, রোষ-পূর্বক যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিলেন, অরে বিপ্রগণের অবমাননাকারি ! তুমি আমার নিকটে বাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহা সমুদায় পরিত্যাগ কর ॥ ৮ ॥ যে শিষ্য তুমি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ-গণকে নিন্তেজ বলিতেছ সেই আমার-আজ্ঞা-লঙ্ঘনকারী তোমার ন্যায় শিষ্যে আমার প্রয়োজন নাই ॥ ৯ ॥ অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে দ্বিজ ! আপনাতে তত্ত্ব আছে বলিয়া আমি আপনাকে দৈদৃশ বাক্য কহিয়াছি । আমারও আপনকার মত গুরুতে প্রয়োজন নাই । আপনকার নিকট আমি বাহা অধ্যয়ন করিয়াছি, এই গ্রহণ করুন ॥ ১০ ॥

পরশর কহিলেন, অনন্তর মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই বলিয়া ঋধিরাক্ত সাকার যজুর্বৈদ উল্লীরণ করিয়া দিলেন ॥ ১১ ॥ তখন ব্রাহ্মণেরা তিস্তির পক্ষীরূপী হইয়া তাহা গ্রহণ করিলেন । এইজন্য উক্ত যজুর্বৈদ-শাখা তৈত্তিরীয় নামে

অভিহিত হয় ॥ ১২ ॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! যাঁহারা গুরুকর্তৃক আজ্ঞাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম-  
হত্যা পাপনাশক ব্রত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অবলম্বিত শাখা চরকাশ্লষ্য  
নামে বিখ্যাত হইল ॥ ১৩ ॥ হে মৈত্রেয় ! অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্বেদ পাইবার  
অভিলাষে প্রাণায়াম পরায়ণ হইয়া দিবাকরের স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥  
যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, মোক্ষের দ্বারস্বরূপ শুভদৌণ্ড্য সবিতাকে নমস্কার । বেদ  
যাঁহার তেজঃস্বরূপ, সেই ঋক্ যজুঃ ও সামময় সবিতাকে নমস্কার ॥ ১৫ ॥ যিনি  
অগ্নীধোমীষ যজ্ঞমুক্তি এবং জগতের কারণস্বরূপ, যিনি সুষুম্ননামক মহৎ তেজ  
ধারণ করেন, সেই ভাস্করকে নমস্কার ॥ ১৬ ॥ সেই কলাকাষ্ঠা নিমেষাদির  
জ্ঞান, কারণ, ধ্যেয়, বিষ্ণুস্বরূপ, পরমাক্ষররূপী দিবাকরকে নমস্কার ॥ ১৭ ॥  
যিনি নিজ কিরণ দ্বারা চন্দ্রকে পরিবর্দ্ধিত করতঃ সূধারূপ অমৃত দ্বারা পিতৃগণের  
পরিভূষ্টি করেন, সেই পরিতৃপ্তাত্মা সূর্য্যকে নমস্কার ॥ ১৮ ॥ যিনি যথাসময়ে  
হিম, বৃষ্টি ও গ্রীষ্ম বিতরণ করেন, ও সমুদায় সংহার করিয়া থাকেন, সেই  
ত্রিকালস্বরূপ বিধাতা প্রভু সূর্য্যকে নমস্কার ॥ ১৯ ॥ যিনি একাকী এই  
জগতের তিমিরসমূহ দূর করেন, যিনি সত্ত্বগুণের আধার ও জগতের অধিপতি,  
সেই দেব দিবাকরকে নমস্কার ॥ ২০ ॥ যিনি উদিত না হইলে জনসমূহ  
সংকর্মান্বিত করিতে পারে না, জলও শৌচের কারণ হয় না, সেই দেব  
দিবাকরকে নমস্কার ॥ ২১ ॥ মানবগণ যাঁহার অংশু দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া ক্রিয়ানু-  
ষ্ঠানের যোগ্য হয়, পবিত্রতার কারণ শুদ্ধ-স্বভাব, সেই দিবাকরকে নমস্কার ॥ ২২ ॥  
সবিতাকে নমস্কার, সূর্য্যকে নমস্কার, ভাস্করকে নমস্কার, বিবদ্বান্কে নমস্কার,  
দেবগণের আদিভূত আদিত্যকে নমস্কার ॥ ২৩ ॥ যাঁহার চক্ষুঃ সমুদায়  
ভুবন অবলোকন করিতেছে, যাঁহার রথ হিরণ্য, অমৃতাহারী বেদময় অশ্বগণ  
যাঁহাকে বহন করিতেছে, সেই সূর্য্যকে নমস্কার ॥ ২৪ ॥

পরশর কহিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্য, এই প্রকারে স্তব করিলে পর, সূর্য্য,  
অশ্বরূপ ধারণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিলেন,—“তোমার অভিলাষাহরূপ  
বর প্রার্থনা কর” ॥ ২৫ ॥ তখন যাজ্ঞবল্ক্য দিবাকরকে প্রণাম করিয়া কহি-  
লেন, আমার গুরুও যাঁহা জানেন না, ঈদৃশ যজুর্বেদ আমাকে দান  
করুন ॥ ২৬ ॥ পরশর কহিলেন;—যাজ্ঞবল্ক্য প্রার্থনা করিলে, ভগবান্  
সূর্য্য, বাহা যাজ্ঞবল্ক্য-গুরু বৈশম্পায়নও জানেন না, তাদৃশ অবাভ-

যাম নামক যজুর্বেদ তাঁহাকে দান করিলেন ॥ ২৭ ॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! যে সকল ব্রাহ্মণ কর্তৃক এই অম্বাত-যাম নামক যজুর্বেদ অধীত হয় তাঁহারা বাজিরূপ সূর্য্য-প্রোক্ত সংহিতাধ্যয়নকারী বলিয়া বাজিশব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন, কারণ এই বেদ দান কালে, ভগবান্ সূর্য্য স্বয়ং বাজিরূপ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥ মহাভাগ ! এই বাজি-প্রোক্ত যজুর্বেদের কাণ্ডপ্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চদশ শাখা আছে । মহর্ষি বাজবল্ক্যই ঐ শাখা সকলের প্রবর্তক ॥ ২৯ ॥

পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## ষষ্ঠ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—মৈত্রেয় ! ব্যাস-শিষ্য সেই জৈমিনি, যে প্রকারে সামবেদরূপ বৃক্কের শাখা সকলের বিভাগ করিয়াছেন, তাহা আমার নিকটে প্রবণ কর ॥ ১ ॥ জৈমিনির স্তম্ভ নামে এক পুত্র ও সূকর্ম্মা নামে এক পৌত্র ছিলেন । এই মহামুনি দ্বয় জৈমিনি সকাশে এক এক সামবেদ শাখা অধ্যয়ন করিলেন । স্তম্ভ ও তৎপুত্র সূকর্ম্মা ঐ শাখা দ্বয়কে সহস্র প্রকার সংহিতায় বিভাগ করিলেন হে দ্বিজোত্তম ! পরে স্তম্ভ পুত্র সূকর্ম্মার শিষ্যদ্বয়, মহামতি কোশল্য, হিরণ্যনাভ ও পৌঞ্জিলি, ঐ সহস্র প্রকার সংহিতা অধ্যয়ন করিলেন ॥ ২ ॥ হিরণ্যনাভের পঞ্চদশসংখ্য শিষ্য ছিলেন । এই পঞ্চদশ শিষ্য হইতে পঞ্চদশ সংহিতা হইয়াছে । ইহারা উদীচ্যসামগ নামে বিখ্যাত ॥ ২—৪ ॥ এইরূপ ঐ হিরণ্যনাভের আরও পঞ্চদশ শিষ্য ছিলেন । ঐ শিষ্যেরাও পঞ্চদশ সংহিতা অধ্যয়ন করেন । পণ্ডিতেরা এই পঞ্চদশ শিষ্যকে প্রোচ্য-সামগ বলিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥ লোকাক্ষি, কুথুমি, কুসীদি ও লাজলি, ইহারা শৌলিপিল্লির শিষ্য । ইহাদের হইতে ভিন্ন ভিন্ন অনেক সংহিতা হইয়াছে ॥ ৬ ॥ কৃতি নামে হিরণ্যনাভের এক জন মহাবুদ্ধিমান্ শিষ্য, চতুর্কিংশতি শিষ্যকে চতুর্কিংশতি সংহিতা অধ্যয়ন করান ॥ ৭ ॥ কৃতির এই সকল শিষ্যগণও সামবেদের অনেক শাখার বিস্তার করেন ॥ ৮ ॥ এক্ষণে অধর্ববেদের শাখা

সকল বলিতেছি ॥ ৯ ॥ অমিতহ্যতি মুনি স্মৃমন্ত, কবন্ধনামক শিষ্যকে অথর্ববেদ অধ্যয়ন করাইলেন । কবন্ধও অথর্ববেদকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, দেবদর্শ ও পথ্য নামক দুই জন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান ॥ ১০ ॥ মোক্ষা, ব্রহ্মবলি, শৌভায়নি ও পিপ্পলাদ, ইহারা দেবদর্শের শিষ্য ॥ ১১ ॥ পথ্যের তিন জন শিষ্য—জাজলি, কুষ্মদাদি ও শৌনক ॥ ১২ ॥ তন্মধ্যে শৌনক আপনার অধীত সংহিতা দুই ভাগ করিয়া, একটা শাখা বজ্রকে ও একটা শাখা সৈন্ধবায়নকে পাঠ করান ॥ ১৩ ॥ সৈন্ধব ও মুঞ্জকেশ স্ব স্ব সংহিতা দুই দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন । নক্ষত্রকল্প, বেদকল্প, সংহিতাকল্প, আঙ্গিরসকল্প ও শান্তিকল্প ; এই পাঁচ ভাগ সংহিতা, সকলের বিকল্পক ও অথর্ববেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ১৪—১৫ ॥ তৎপরে পুরাণার্থ-বিশারদ ভগবান্ বেদব্যাস, আধ্যান, উপাধ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধির সহিত, পুরাণ-সংহিতা রচনা করিলেন ॥ ১৬ ॥ বেদব্যাসের স্মৃতজাতীয় লোমহর্ষণ নামে বিখ্যাত অপর একজন শিষ্য ছিলেন । মহামুনি ব্যাস, তাঁহাকে পুরাণ-সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন ॥ ১৭ ॥ লোমহর্ষণের ছয় জন শিষ্য । তাঁহাদের নাম—সুমতি, অগ্নিবর্চা, মিত্রয়, শাংশপায়ন, অকুতব্রণ ও সার্বণি ॥ ১৮ ॥ কাশ্যপ-বংশীয় অকুতব্রণ, সার্বণি ও শাংশপায়ন, ইহারা লোমহর্ষণ হইতে অধীত মূল সংহিতা অবলম্বনে, প্রত্যেকে এক একখানি পুরাণসংহিতা রচনা করেন ॥ ১৯ ॥ হে মুনে ! ঐ চারি সংহিতার সার-গ্রহণ করিয়া আমি এই বিষ্ণুপুরাণসংহিতা রচনা করিয়াছি ॥ ২০ ॥

ব্রাহ্মপুরাণ, সমুদায় পুরাণের আদি বলিয়া কীর্তিত । পুরাণবিং ব্যক্তিরা বলেন, পুরাণ সকল অষ্টাদশ সংখ্যায় বিভক্ত ॥ ২১ ॥ তন্মধ্যে প্রথম ব্রাহ্মপুরাণ, দ্বিতীয় পদ্মপুরাণ, তৃতীয় বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ শিবপুরাণ, পঞ্চম ভাগবতপুরাণ, ষষ্ঠ নারদীয়পুরাণ, সপ্তম মার্কণ্ডেয়পুরাণ, অষ্টম অগ্নিপুরাণ, নবম ভবিষ্যপুরাণ ॥ ২২ ॥ দশম ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, একাদশ লিঙ্গপুরাণ, দ্বাদশ বরাহপুরাণ, ত্রয়োদশ কল্মষপুরাণ ॥ ২৩ ॥ চতুর্দশ বামন-পুরাণ, পঞ্চদশ কুর্মপুরাণ, ষোড়শ মৎস্যপুরাণ, সপ্তদশ গরুড়পুরাণ, অষ্টাদশ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ॥ ২৪ ॥ এই সকল পুরাণেই সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশাভ্যুত্থিত, এই পঞ্চ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২ ॥ হে মৈত্রেয় ! এই আমি

তোমার নিকট যে পুরাণ বলিতেছি, ইহার নাম বিষ্ণুপুরাণ । ইহা পদ্মপুরাণের শেষে রচিত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥ হে সন্তম ! এই বিষ্ণুপুরাণে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ ও মন্বন্তর প্রভৃতি সকল ভাগেই ভগবান্ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে ॥ ২৭ ॥ চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, মীমাংসা, শাস্ত্র, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র, এই চতুর্দশ প্রকার বিদ্যা ॥ ২৮ ॥ আয়ুর্বেদ, ধর্ম্মবেদ, পার্শ্বকর্ষবেদ অর্থাৎ সঙ্গীতবিদ্যা, অর্থশাস্ত্র অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র, এই বিদ্যা-চতুষ্টয় মিলাইয়া অষ্টাদশ বিদ্যা হয় ॥ ২৯ ॥ ঋষি-প্রধান তিন প্রকার ; প্রথম ব্রহ্মর্ষি, দ্বিতীয় দেবর্ষি, তৃতীয় রাজর্ষি ॥ ৩০ ॥

এই তোমার নিকট বেদের শাখা, সংখ্যা, শাখাভেদ, শাখাকর্তা ও শাখাভেদের কারণ বলিলাম ॥ ৩১ ॥ প্রত্যেক মন্বন্তরেই এইরূপে বেদের শাখাভেদ হয় । প্রোজাপত্য, ত্রুতি অর্থাৎ সৃষ্টির প্রাকালে, প্রোজাপতি ব্রহ্মা বাহ্য প্রকাশ করেন, তাহা নিত্য । এই সমুদায় শাখাদিভেদ তাহার বিকল্পমাত্র ॥ ৩২ ॥ হে মৈত্রেয় ! তুমি বেদসম্বন্ধে আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমুদায় বলিলাম, এক্ষণে তোমাকে আর কি বলিব ? ॥ ৩৩ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## সপ্তম অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে দ্বিজ ! আমি আপনকার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আপনি তাহা সকলই যথাযথরূপে বলিয়াছেন । এক্ষণে আমি একটা বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা বলুন ॥ ১ ॥ হে মহামুনে ! সপ্তর্ষীপ, পাতালবীধি সপ্তলোক প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সকল স্থানই স্বক্ষ, স্বক্ষতর, স্বক্ষাশ্বক্ষ, স্থূল ও স্থূলতর জীবগণ দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে ॥ ২।৩ ॥ মুনিশ্রেষ্ঠ ! এমন যবোদর প্রমাণ স্থানও দেখা যায় না, যেখানে স্বকীয় ভাগ্যের ফলভোগার্থ জীবগণ বিচরণ না করিতেছে ॥ ৪ ॥ ভগবন্ ! আয়ুঃশেষ হইলে সকল জীবগণই যমের বশ হয়, ও পরে যমের আদেশে নরকে অপেষ-বিধ বরণা ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥ অনন্তর, পাপভোগ শেষ হইলে তাহার দোষাদি শরীর গ্রহণ করে । শাস্ত্রের ইহাই মন্তব্য । মহাব্যাগ

যে, কিপ্রকার কর্ম করিলে আর যমের অধীন হয় না ; আমি সেই কর্ম জানিতে ইচ্ছুক, আপনি শীঘ্র বলুন ॥ ৭ ॥

পরশ্বর কহিলেন,—মুনে ! মহাত্মা নকুল, পিতামহ ভীষ্মের নিকট এই বিষয় প্রশ্ন করেন । তদন্তরে ভীষ্ম বাহা বলেন, তাহা আমার নিকটে প্রবণ কর ॥ ৮ ॥ ভীষ্ম কহিলেন,—বৎস ! কলিঙ্গ দেশোত্তর আমার সখা একজন ব্রাহ্মণ, একদিন আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, আমি কোন জাতিস্বয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিতে ॥ ৯ ॥ তিনি বলিলেন, ইহা বর্তমানে এইরূপ আছে, ভবিষ্যৎকালে এইরূপ হইবে । বৎস নকুল ! সেই জ্ঞানী ব্যক্তি বাহা বলিলেন, তাহাই হইল ॥ ১০ ॥ আমি প্রজ্ঞাযুক্ত অন্তঃকরণে পুনর্ব্বার সেই কলিঙ্গ দেশোত্তর ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি জাতীস্মরোক্ত যে সকল কথা আমাকে বলিলেন, তাহা সকলেই অব্যভিচারী ( অর্থাৎ সম্পূর্ণ সত্য ) ॥ ১১ ॥ এক্ষণে তুমি বাহা জিজ্ঞাসা করিলে, একদা আমি ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে সেই কলিঙ্গক ব্রাহ্মণ, জাতিস্বয় মুনির বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বলিলেন ॥ ১২ ॥ পূর্ব্বক যম ও যমকিঙ্করের পরস্পর যে অত্যন্ত গোপনীয় কথোপকথন হইয়াছিল, সেই বিষয় জাতিস্বয় ব্রাহ্মণ আমার কাছে বলেন । এক্ষণে আমি তাহা বলিতেছি ॥ ১৩ ॥ কলিঙ্গ কহিলেন, পাশহস্ত স্বীয় দূতকে দেখিয়া যম তাহার কর্মমূলে কহিলেন, মধুসূদনের শরণাগত ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ করিও যেহেতু আমি বৈষ্ণব ভিন্ন অন্য সকল জীবের প্রভু ॥ ১৪ ॥ দেবগণ কর্তৃক অর্চিত বিধাতা, লোকের পাপ-পুণ্য-বিচারের জন্য ‘যম’ এই নাম দিয়া আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন । আমি শুক স্বরূপ হরির অধীন কিন্তু স্বাধীন নহি, যেহেতু হরি আমারও দণ্ডবিধান করিতে সমর্থ ॥ ১৫ ॥ সুবর্ণ-যেমন একরূপ হইয়াও বলয় মুকুট কর্ণভূষণ প্রভৃতি অলঙ্কারভেদে নানারূপে নির্দিষ্ট হয়, সেই প্রকার একমাত্র হরি, দেব, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি নানাপ্রকার কাল্পনিক রূপভেদে বহুরূপে কীর্ণিত ॥ ১৬ ॥ বায়ুর স্বপ্রকৃতিতে যখন তিরোভাব হয়, সেই সময় যে প্রকার পার্থিব ও জলীয় পরমাণু সমষ্টি পৃথিবী মাত্রাদিতে মিশিয়া যায়, সেইরূপ গুণ ক্ষোভজনিত সুরাসুর মনুজাদিও প্রলয় কালে সেই সর্ব্বগুণ প্রভু সনাতন বিমুতেই বিলীন হয় ॥ ১৬ ॥ দেবগণ বাহার পাদপদ্ম পূজা



করিয়া থাকেন, সেই হরিকে যিনি সকল বস্তুর আত্মা ভাবিয়া নমস্কার করেন, সেই অপগত পাপ পুরুষকে, যুভাছতি দ্বারা প্রজ্জলিত অগ্নির ন্যায় স্পর্শ করিও না, দূর হইতে সরিয়া যাইও ॥ ১৮ ॥ পাশহস্ত ষমদূত ধর্ম্মরাজ যমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিল, বিভো! কিরূপে কোনপ্রকার ব্যক্তি হরির ভক্ত হন তাহা বলুন ॥ ১৯ ॥ যম কহিলেন,—যিনি নিজ বর্ণের ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হন, যিনি নিজ সুহৃদ্বর্ণে ও বিপক্ষপক্ষে সমভাবে দেখিয়া থাকেন; যিনি পরদ্রব্য অপহরণ করেন না, কোন জীব হিংসা করেন না, যাঁহার অন্তঃকরণ রাগাদি শূন্য ও অতি নির্মল, তাঁহাকেই বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিবে ॥ ২০ ॥ যাঁহার নির্মল অন্তঃকরণ কলিকলুষ দ্বারা সমল না হয়, যিনি মোহশূন্য হৃদয়ে সর্বদা জনার্দনকে চিন্তা করেন, তাঁহাকেই হরির পরম ভক্ত বলিয়া জানিবে ॥ ২১ ॥ যিনি নির্জনে পরম সুবর্ণ দেখিয়াও তৃণের ন্যায় বুঝিয়া উপেক্ষা করেন, যিনি অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভগবানের চিন্তা করেন, সেই পুরুষ প্রধানকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে ॥ ২২ ॥ ক্ষটিক গিরির ন্যায় নির্মল বিষ্ণু বা কোষায় ও মনুষ্যের মাংসখাদ্যাদি দোষ কলুষিত জ্বরয়ই বা কোষায়, এ উভয়ের অনেক অন্তর। চন্দ্র কিরণ-সমূহে কখনই ছত্যাশন দীপ্তি জাত উগ্রতা থাকেন। অর্থাৎ রাগবৈরাগ্যাদি-যুক্ত মনুষ্য কখনই হরিকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না, সুতরাং বিষ্ণুভক্তই হইতে পারে না ॥ ২৩ ॥ যে ব্যক্তি নির্মল-চিত্ত, মাংসখাদ্য-রহিত, প্রশান্ত, বিগুহ্ণচরিত, সকল জীবেরই মিত্র, প্রিয়বাদী ও হিতবাদী, এবং অভিমান ও মায়া রহিত, তাঁহার হৃদয়েই বাস্তুদেব বাস করেন ॥ ২৪ ॥ সেই সনাতন বিষ্ণু হৃদয়ে বাস করিলে, মনুষ্য সকল লোকেরই প্রিয়দর্শন হয়। রমণীয় নবীন বৃক্ষ দেখিলেই লোকে বুঝিয়া থাকে যে, ইহার অন্ত্যন্তরে রমণীয় পার্থিব রস আছে ॥ ২৫ ॥ হে দূত! যম ও নিয়ম দ্বারা যাঁহাদের পাপরাশি দূর হইয়াছে, যাঁহাদের হৃদয় সর্বদা অচ্যুতেই আসক্ত থাকে, যাঁহাদের অভিমান, অহঙ্কার ও মাংসখাদ্য নাই, এবম্বিধ মনুষ্যকে দেখিয়া দূর হইতেই পলায়ন করিও ॥ ২৬ ॥ শঙ্খধ্বজা পদাধারী অব্যাহত ভগবান্ হরি যদি হৃদয়ে বাস করেন, তাহা হইলে সকল পাপই পাপবিনাশী ভগবান্ দ্বারা নষ্ট হয়, কারণ সূর্য্য থাকিতে কখন

অন্ধকার থাকিতে পারে না ॥ ২৭ ॥ যিনি পরধন হরণ করেন, যিনি অন্য  
 গণের হিংসা করেন, যিনি মিথ্যা বাক্য ব্যবহার করেন, যিনি নিষ্ঠুর বাৎ-  
 প্রয়োগ করেন, যাঁহার মন নির্মল নহে, অমঙ্গল কার্যে যাঁহার হৃদয় আসক্ত  
 হইয়াছে,—ঐদৃশ ব্যক্তির হৃদয়ে ভগবান বাস করেন না ॥ ২৮ ॥ যিনি পরের  
 ঐশ্বর্য্য সহ্য করিতে পারেন না, যাঁহার মতি কলুষিত, যিনি সাধুদিগের  
 নিন্দা করেন, যে অসাধু, যিনি ষাগ করেন না, সাধুকে দান করেন না,—  
 ঐদৃশ অধম ব্যক্তির হৃদয়ে জনার্দীন বাস করেন না ॥ ২৯ ॥ যে  
 ব্যক্তি প্রিয়-স্বহৃদের নিকট, বন্ধুর নিকট, স্ত্রীর নিকট, পুত্র বা কন্যার নিকট,  
 পিতামাতার নিকট, ভৃত্য সকলের নিকট, শঠতা অবলম্বন করিয়া অর্থতৃষ্ণা  
 করে, সেই অধম স্বভাব ব্যক্তি, বিফুভক্ত নহে, জানিবে ॥ ৩০ ॥ যে ব্যক্তির  
 মন গর্হিত কার্যে প্রবৃত্ত থাকে, যে ব্যক্তি সর্বদা অসৎ কার্যে প্রবৃত্ত হয়, যে  
 ব্যক্তি দীর্ঘকাল অতি নীচসংসর্গে মস্ত থাকে, যে ব্যক্তি নিয়ত পাপরাশিতেই  
 লিপ্ত হইতে যত্ন করে,—সেই পুরুষ-পশু, বাহুদেবের ভক্ত নয় ॥ ৩১ ॥ ভগবান্  
 বাহুদেব পরমপুরুষ পরমেশ্বর এবং এক, অর্থাৎ তাঁহার সদৃশ আর কেহই নাই,  
 এই সকল জগৎ এবং আমিও, বাহুদেব ভিন্ন নহি । হৃদয়স্থিত সেই অনন্ত-  
 দেবের প্রতি যাঁহার এইরূপ অচলমতি হয়, ঐদৃশ জনকে দূর হইতেই পরি-  
 হার করিবে ॥ ৩২ ॥ হে কমলনয়ন ! হে বাহুদেব ! হে বিষ্ণো ! হে ধরনী-  
 ধর ! হে অচ্যুত ! হে শচ্যক্রপাণে ! আমার আশ্রয় হও ; যে সকল ব্যক্তি  
 এইরূপ বাক্য বলেন, সেই পাপ-রহিত ব্যক্তিগণের দূর হইতেই পলায়ন  
 করিও ॥ ৩৩ ॥ যে পুরুষশ্রেষ্ঠের অন্তঃকরণে সেই অব্যয় হরি বাস করেন,  
 সেই পুরুষ যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করিবেন, ততদূর পর্য্যন্ত বিফুচক্রে-  
 প্রভাবে তোমার ও আমার বলবীৰ্য্য বিনষ্ট হইবে, স্তত্রাং তুমি বা আমি  
 ঐদৃশ পুণ্যস্মার নিকটেও গমন করিতে পারি না, তিনি বৈকুণ্ঠধামে বাস  
 করিবার যোগ্য ॥ ৩৪ ॥

কালিজ কহিলেন,—হে কুরুবর ! দেব রবিতনয় ধর্ম্মরাজ, নিজ দূতকে  
 এইরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন । সেই জাতিশ্রম মুনি আমাকে ঐ কথা বলিয়া-  
 হেন । এক্ষণে আমি তোমার নিকট ইহা কহিলাম ॥ ৩৫ ॥ ভীষ্ম  
 কহিলেন,—হে নকুল ! পূর্বে কলিঙ্গদেশ হইতে অভ্যাগত স্তমহাশ্মা ব্রাহ্মণ

করিয়া থাকেন  
সেই ভাবে আমি আপনাকে এই বিষয় বলিয়াছেন ॥ ৩৬ ॥ বৎস ! অধুনা আমি  
এই বৃন্দান্ত বধারীতি তোমার নিকট কহিলাম । এই সংসার-সাগরে বিষ্ণু  
ব্যতীত আর পরিত্রাণ নাই ॥ ৩৭ ॥ যাঁহার হৃদয়, সকল সময়ই কেশব-প্রিয়  
রহিয়াছে, তাঁহার যম, যম-কিন্দর, যম-দণ্ড, যম-পাশ বা যম-যাতনার ভয়  
নাই ॥ ৩৮ ॥ পরাশর কহিলেন,—এই নকুল-প্রসঙ্গ-প্রসঙ্গে, ভীষ্মকীর্তিত,  
যমগীতা তোমার নিকট বলিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর ॥ ৩৯ ॥

সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## অষ্টম অধ্যায় ।

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে ভগবন্ ! যাঁহারা সংসারকে জয় করিতে বাসনা  
করেন, তাঁহারা কিরূপে ভগবান্ দেব জগন্নাথ বিষ্ণুর আরাধনা করেন ॥ ১ ॥  
এবং হে মহাশুনে ! ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া, মনুষ্যগণ কোন্ ফল  
লাভ করেন, তাহাও আপনকার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ২ ॥

পরশর কহিলেন,—তুমি যে কথা জিজ্ঞাসা করিলে, পূর্বে মহাত্মা সগর  
কর্তৃক এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া ঐর্ক্য যাহা প্রত্যুত্তর দেন, আমি বলি শ্রবণ  
কর ॥ ৩ ॥ হে মুনিসত্তম ! সগর ভৃগুবংশীয় ঐর্ক্যকে প্রণিপাতপূর্বক জিজ্ঞাসা  
করেন, যে কি উপায়ে বিষ্ণুর আরাধনা হইতে পারে ? ॥ ৪ ॥ এবং বিষ্ণুর  
আরাধনা করিলে মনুষ্যগণের কি ফল হয় ? হে মৈত্রেয় ! ঐর্ক্য এইরূপ জিজ্ঞা-  
সিত হইয়া যে উত্তর প্রদান করেন, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৫ ॥ ঐর্ক্য কহিলেন,  
বিষ্ণুর আরাধনা করিলে ভূমিসম্বন্ধি সমুদায় মনোরথ সফল হয়, স্বর্গ ও ব্রহ্ম-  
লোকাদি প্রাপ্তি হয় এবং সর্কশ্রেষ্ঠ নীকায়-মুক্তিও পাওয়া যায় ॥ ৬ ॥  
হে রাজেন্দ্র ! যে যে কল যে পরিমাণে ইচ্ছা করা যায়, তাহা অন্নই হউক, আর  
অধিকই হউক, অচ্যুতের আরাধনা করিলে নিশ্চয়ই পাওয়া যায় ॥ ৭ ॥  
তুপতে ! কিরূপে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে হয় ? এই কথা যে তুমি জিজ্ঞাসা  
করিয়াছ, সেই সম্বন্ধে আমি তোমাকে সকল বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৮ ॥  
স্বকীয় বর্ণোক্ত আচার সমূহের অনুষ্ঠানপর হইলেই, পুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা

করিতে সমর্থ হন, যেহেতু স্ব-বর্ণ-সম্মত, আচার-অমুষ্ঠান ভিন্ন অন্য কোন পথই বিষ্ণুর তোষজনক নহে ॥ ৯ ॥ হে নৃপ ! বিধি অনুসারে যজ্ঞ করিলেই বিষ্ণুর যজ্ঞ হই, বিধিপূর্বক জপ করিলেই বিষ্ণুরই জপ হয়, অন্য কোন প্রাণিও হিংসা করিলে বিষ্ণুর হিংসা করা হয়, কারণ সেই বিষ্ণু সর্বভূতময় ॥ ১০ ॥ অতএব সদাচারযুক্ত হইয়া স্ব স্ব বর্ণোচিত ধর্ম্মাশুষ্ঠান করিলেই, ভগবান্ জনাৰ্দ্দনের আরাধনা করা হয় ॥ ১১ ॥ হে ধরণীপতে ! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র ইহারা স্ব স্ব ধর্ম্মের ত থাকিলেই ইহাদের বিষ্ণুর আরাধনা করা হয়, ইহা নিশ্চয় ॥ ১২ ॥ যিনি সমক্ষে বা পরোক্ষে পরনিন্দা বা ষষ্ঠতাচরণ বা মিথ্যা কথা ব্যবহার করেন না, যিনি এমন কোন কার্য্যই না করেন যে, তদ্বারা কোন জীবের উদ্বেগ হইতে পারে, তাহার উপরই ভগবান্ বিষ্ণু সন্তুষ্ট হন ॥ ১৩ ॥ হে রাজন্ ! যিনি পরপত্নী-হরণে, পরজব্য-গ্রহণে বা পরহিংসা-করণে মতি না করেন, তিনিই ভগবান বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন ॥ ১৪ ॥ যিনি কোন জীবকে বা উদ্ভিদকে বিনষ্ট বা প্রহার না করেন, সেই পুরুষই ভগবান্ বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন ॥ ১৫ ॥ যিনি দেবতা ব্রাহ্মণ ও গুরুর সেবাতে সর্বদা উদ্যোগী থাকেন, হে নরেশ্বর ! তিনিই ভগবান বিষ্ণুর পরিতোষ করিতে পারেন ; তাহার প্রতিই ভগবান্ বিষ্ণু পরিতুষ্ট হন ॥ ১৬ ॥ যিনি সর্বভূতেরই স্বকীয় পুত্রের জায় মঙ্গল কামনা করেন, তিনি স্নেহে হরির সন্তোষ জন্মাইতে পারেন ॥ ১৭ ॥ হে রাজন্ ! যাহার মন হৃদয় রাগাদি দোষে দূষিত নহে, সেই বিশুদ্ধচিত্ত মনুষ্যের উপর বিষ্ণু সর্বদাই সন্তুষ্ট থাকেন ॥ ১৮ ॥ হে নৃপ ! শাস্ত্রে যে সমুদায় বর্ণাশ্রমের ধর্ম্ম উক্ত আছে, যে ব্যক্তি তাহাতে প্রবৃত্ত থাকেন, সেই ব্যক্তিই বিষ্ণুর আরাধনা করিতে পারেন, ইহা নিশ্চয় ॥ ১৯ ॥ সগর কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! এক্ষণে আমি আশ্রমধর্ম্ম ও বর্ণধর্ম্ম সকল শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, সেই সমুদায় বলুন ॥ ২০ ॥ ঔর্য্য কহিলেন,—আমি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রদিগের ধর্ম্ম যথাক্রমে বলিতেছি, তুমি একাগ্রমনা হইয়া শ্রবণ কর ॥ ২১ ॥ ব্রাহ্মণের কর্তব্য এই যে, দান করিবে, যজ্ঞদ্বারা দেবতার আরাধনা করিতে থাকিবে, বেদাদি অধ্যয়ন করিবে, নিত্য স্নান-কর্ষণাদি কৰ্ম্মে রত থাকিবে এবং অগ্নি পরিগ্রহ করিবে ॥ ২২ ॥ ব্রাহ্মণ

জীবিকার নিমিত্ত অন্য ব্রাহ্মণাদির বাঞ্ছন করিবে, ও অধ্যয়ন করাইবে, বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, বা গুরুদক্ষিণার সময় উপস্থিত হইলে জ্ঞানীহুসারে প্রতিগ্রহ করিবে ॥ ২৩ ॥ ব্রাহ্মণ সৰ্ব্বপ্রাণির হিতসাধন করিবে, কখন কাহারো অনিষ্ট করিবে না, কারণ সৰ্ব্বপ্রাণির প্রতি মৈত্রীই ব্রাহ্মণের উত্তম ধন ॥ ২৪ ॥ ব্রাহ্মণ পরকীয় বস্তুর প্রস্তুত তুল্য বিবেচনা করিবে ! ঋতুকালে পত্নীগমন করাও ব্রাহ্মণের প্রশস্ত কর্ম ॥ ২৫ ॥ ক্ষত্রিয় ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণকে দান করিবে, বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিবে এবং অধ্যয়ন করিবে ॥ ২৬ ॥ শত্রুধারণ করা ও পৃথিবী রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ জীবিকা । ইহার মধ্যে পৃথিবী-পালন করাই প্রথম কৰ্ম ॥ ২৭ ॥ ক্ষত্রিয় পৃথিবী-পালন দ্বারাই কৃতকৃত্য হন, যেহেতু পৃথিবীতে সম্পন্ন যজ্ঞাদি কর্মের অংশ ভূপতিগণ প্রাপ্ত হন ॥ ২৮ ॥ বর্গস্থিতি-সম্পাদক রাজা দুষ্টির দমন ও শিষ্টের পালন দ্বারা আপনার অভীষ্ট-লোক প্রাপ্ত হইবেন ॥ ২৯ ॥ হে মহমুখেশ্বর ! লোকপিতামহ ব্রহ্মা বৈশ্বজ্ঞাতির এইরূপ জীবিকা স্থির করিয়াছেন যে, তাহার পশুপালন করিবে, বাণিজ্য করিবে ও কৃষিকর্ম করিবে ॥ ৩০ ॥ অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, এই তিন প্রকারও বৈশ্যের প্রশস্ত ধর্ম । এতদ্ব্যতীত তাহার। অজ্ঞাত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপও করিবে ॥ ৩১ ॥ শূদ্রের কর্তব্য এই যে, দ্বিজগণের সেবা করিবে, দ্বিজগণের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কর্মচারণ করিবে, তদ্বারা আশ্রয়-পোষণ হইবে, যদি পূর্বোক্ত কর্মদ্বারা আশ্রয়পোষণ না হয়, তবে বাণিজ্য দ্বারা বা কালকরের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে ॥ ৩২ ॥ এতদ্ব্যতীত শূদ্রের। দ্বিজসেবাজিহ্নতদন দ্বারা বৈশ্বদেব নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, দানাদি সংকার্যে প্রবৃত্ত থাকিবে এবং পিতৃপ্রাজ্ঞাদি করিয়া নৈমিত্তিক ক্রিয়াসমূহ করিতে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ৩৩ ॥ ভৃত্যাদির ভরণের জন্য সকল বর্ণেরই অর্থোপার্জন করা এবং ঋতুকালে স্বস্ত্রীতে গমন করা কর্তব্য ॥ ৩৪ ॥ সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়া, ক্রেশসহিষ্ণুতা, অভিমানশূন্যতা, সত্য, বাহ্যশুদ্ধি ও অন্তঃশুদ্ধি পরিমিত পরিশ্রম মঙ্গল, প্রিয়বাদিতা মৈত্রী, অস্পৃহা অকারণ্য, অননুয়া, হে রাজন্ ! এই সমুদায় সমস্ত বর্ণেরই গুণ বলিয়া অভিহিত ও সাধারণ লক্ষণ ॥ ৩৫। ৩৬ ॥

অতঃপর ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চতুর্বর্ণের আপদ্ধর্ম অর্থাৎ স্ব স্ব বৃত্তিধারা জীবিকা না চলিলে, কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৩৭ ॥ যজ্ঞন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ না হইলে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের কর্ম শস্ত্র ধারণাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে । তদভাবে বৈশ্যকর্মে পশুপালন কৃষি-বাণিজ্যাদিতে রত হইবে । ক্ষত্রিয়ও আপৎকালে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবে, পরন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কখনও শূদ্রের বৃত্তি দাসত্বে রত হইবে না ॥ ৩৮ ॥ হে রাজন্ ! যদি কোন রূপে কোন উপায় থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়, শূদ্রের কর্ম অবলম্বন করিবে না ; কিন্তু বিপৎকালে উপায়ান্তর বিদ্যমান না থাকিলে কাযে কাযেই শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবে । বাহাতে চতুর্বর্ণের বৃত্তি পরস্পর মিশ্রিত না হয়, সেই বিষয়ে সকলেই প্রযত্নপর থাকিবে ॥ ৩৯ ॥ রাজন্ ! এই আমি তোমার নিকট বর্ষচতুষ্টয়ের ধর্ম সকল कहিলাম । এক্ষণে আশ্রম চতুষ্টয়ের ধর্ম বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৪০ ॥

অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## নবম অধ্যায় ।

ঔর্য কহিলেন,— হে নৃপতে ! বালক, উপনয়নান্তে বেদপাঠে তৎপর হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক, সমাহিতচিত্তে গুরুগৃহে বাস করিবে ॥ ১ ॥ সেখানে শৌচ ও আচারানুষ্ঠান করত গুরুশ্রদ্ধা করিবে, এবং ব্রতসমূহের আচরণ করত বুদ্ধি স্থির করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে ॥ ২ ॥ হে রাজন্ ! ছাই সন্ধ্যা সমাহিত হইয়া রবি ও অগ্নির উপাসনা করিবে, এবং উপাসনান্তর গুরুকে অভিবাদন করিবে, গুরু গমন করিলে গমন করিবে, গুরু উপবেশন করিলে উপবিষ্ট হইবে, কখনো প্রতিকূলচরণ করিবে না ॥ ৩ ॥ গুরু অনুজ্ঞা করিলে, তাঁহার সম্মুখে বসিয়া অনন্যচিত্তে বেদ অধ্যয়ন করিবে ; পরে গুরুর আজ্ঞা অনুসারে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিবে ॥ ৪ ॥ আচার্য্য অগ্রে অবগাহন করিলে, শিষ্য পশ্চাৎ অবগাহন করিবে এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে

কুশ জল ও পুষ্প গুরুর জন্য আহরণ করিবে ॥ ৬ ॥ শিষ্য এইরূপে, আপনার অধ্যয়নোচিত বেদপাঠ সমাপ্ত করত কৃতবিদ্যা হইয়া গুরুকে দক্ষিণা প্রদান-পূর্বক গুরুর অনুমতি অনুসারে গৃহস্থাত্মমে প্রবেশ করিবে ॥ ৭ ॥

রাজন্! গুরুগৃহে বাস সমাপ্ত হইলে, যথাবিধানে বিবাহ করিবে। পরে অধ্যাপনাদি দ্বারা ধনোপার্জন করিয়া যথাশক্তি অনুসারে সমুদায় গৃহস্থ-কার্য সম্পন্ন করিতে থাকিবে ॥ ৮ ॥ পিতৃদানাদি দ্বারা পিতৃগণের, বস্ত্রদ্বারা দেবগণের, অন্নদ্বারা অতিথিগণের, স্বাধ্যায়দ্বারা ঋষিগণের, অপত্য-জননদ্বারা প্রজাপতির বলিকর্ষদ্বারা ভূতগণের এবং সত্য বাক্যদ্বারা সমুদায় লোকের অর্চনাকারী গৃহস্থ, স্বকীয় সংকর্ষাঙ্কিত উত্তম স্বর্গাদিলোকে গমন করেন ॥ ৯-১০ ॥ যে সকল পরিত্রাজক বা ব্রহ্মচারী ভিক্ষাদ্বারা জীবন যাত্রা নির্বাহ করেন, গৃহস্থই তাঁহাদের আশ্রয়; সেইজন্য গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেষ্ঠ ॥ ১১ ॥ ব্রাহ্মণেরা বেদসংগ্রহের জন্য কিম্বা পৃথিবী-দর্শনের জন্য পৃথিবী বিচরণ করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥ ইহাদের মধ্যে অনেকেরই আহার-সংস্থান বা গৃহ প্রভৃতি নাই। তাঁহারা ভ্রমণক্রমে সায়াংকালে বেহলে উপস্থিত হন, তাহাই তাঁহাদের গৃহ। গৃহস্থ এই সকল ব্যক্তির আশ্রয়কারণ ॥ ১৩ ॥

রাজন্! এই সকল ব্যক্তি যখন গৃহে উপস্থিত হইবেন, তখন গৃহস্থ, কুশল জিজ্ঞাসা-পূর্বক মধুর-বাক্য কহিবে, এবং সামর্থ্যানুসারে আহার আসন ও শয্যা প্রদান করিবে ॥ ১৪ ॥ অতিথি হতাশ হইয়া, যাহার গৃহ হইতে ফিরিয়া যায়, সে ব্যক্তি অতিথির দুষ্টত গ্রহণ করে; এবং অতিথি, গৃহস্থের সন্ধিত পুণ্য লইয়া গমন করে ॥ ১৫ ॥ অতিথির প্রতি অবজ্ঞা, অহঙ্কার-প্রকাশ, দম্ভ, দান করিয়া পরিতাপ, প্রত্যাখ্যান ও নিষ্ঠুরতা, এই সমুদায় গৃহস্থের উচিত নহে ॥ ১৬ ॥ যে গৃহস্থ এই সমুদায় উত্তম বিধির অনুষ্ঠান করেন, তিনি সমুদায় সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরকালে উত্তম স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হন ॥ ১৭ ॥ রাজন্! গৃহস্থ এইরূপ গৃহস্থের কর্তব্যকর্ম নির্বাহ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তি হইলে পত্নীকে পুত্রের নিকট রাখিয়া অথবা পত্নীকে সঙ্গে লইয়া বনগমন করিবে ॥ ১৮ ॥ হে নৃপ! অনন্তর বনে বাস করিয়া, কেশ শ্রাজ্ঞ ও জটা ধারণ করত, ফল মূল ও বৃক্ষের পত্র আহার পূর্বক ভূমিতে শয়ন করিবে। এবং মূনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সকল প্রকার অতিথি-

পূজা করিবে ॥ ১৯ ॥ চৰ্ম, কাশ ও কুশ দ্বারা পরিধেয় ও উত্তরীর বস্ত্র  
নিৰ্মাণ করিবে হে নরেশ্বর ! এইরূপ ত্রিসঙ্খ্যা স্নানও বনবাসীর প্রাশস্ত  
কৰ্ম ॥ ২০ ॥ রাজন্ ! দেবতাপূজা, হোম, অভ্যাগত শ্রদ্ধা সকলের  
পূজা, ভিক্ষুককে ভিক্ষা দান, দেবতোদ্দেশে পূজোপহার প্রদানও বন-  
বাসীর কৰ্ত্তব্য কৰ্ম ॥ ২১ ॥ হে রাজেন্দ্র ! গাত্রে বন্য মেঘ মাখিবে,  
এবং শীত-গ্রীষ্ম সহ্য পূৰ্ব্বক তপস্যা করিবে ॥ ২২ ॥ যে ব্যক্তি সমাহিত-  
চিত্তে বানপ্রস্থাপ্রমে মুনি ব্যবহার করেন, তিনি হতাশনের ন্যায় আশ্র-  
দোষ সমুদায় দখল করত, অস্ত্রে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন ॥ ২৩ ॥ হে নৃপ !  
পশুতোরা যে চতুর্থ আশ্রমকে ভিক্ষুর আশ্রম বলেন, এক্ষণে সেই ভিক্ষুর  
আশ্রমের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২৪ ॥ হে নরাধিপ ! তৃতীয় আশ্রমাত্তে  
পুত্র কলত্র ও সমুদায় দ্রব্যে মেহশূন্য হইয়া মাংসখ্য পরিভ্যাগ করত চতুর্থ  
আশ্রমে প্রবেশ করিবে ॥ ২৫ ॥ হে অবনীপতে ! ভিক্ষু,—ধর্ম-অর্থ ও কামরূপ  
ত্রিবর্গসাধন সমুদায় যাগাদির অল্পষ্ঠান পরিভ্যাগ করিবেন, এবং শত্রু, মিত্র  
ও ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদায় প্রাণীরই সমান মিত্র হইবেন ॥ ২৬ ॥ বাক্য, মন  
বা কৰ্ম দ্বারা জরায়ুজ অণুজ প্রভৃতি কোন জীবেরই কখন অনিষ্টাচরণ  
করিবেন না । সর্বদা ধোগরত থাকিবেন এবং সকলের সহিত সঙ্গ পরিভ্যাগ  
করিবেন ॥ ২৭ ॥ গ্রামে এক রাত্রি ও নগরে পঞ্চ রাত্রি বাস করিবেন ;  
ইহার অধিককাল থাকিবেন না । ইহার মধ্যেও যেখানে প্রীতি জন্মে ও  
দেব না হয়, এরূপ স্থানে থাকিবেন ॥ ২৮ ॥ যে সময় গৃহস্থের পাকাদির  
অগ্নি নির্মাণ হইবে, যে সময় সকলেরই আহার নিষ্পন্ন হইয়া যাইবে, সেই  
সময়ে ভিক্ষার জন্য ব্রাহ্মণাদির গৃহে উপস্থিত হইবেন ॥ ২৯ ॥ পরিত্রাট জন,  
কামক্রোধলোভমোহ অহঙ্কার প্রভৃতি দোষ সকল পরিভ্যাগ করিয়া  
মমতাপূন্য হইবেন ॥ ৩০ ॥ যে মুনি সর্বজীবকে অভয় দান করিয়া বিচরণ  
করেন, সকল জীব হইতেও তাঁহার ভয় উৎপন্ন হয় না ॥ ৩১ ॥ যে ব্রাহ্মণ,  
চতুর্থ আশ্রমে শারীরিক অগ্নিকে অগ্নিহোত্ররূপে স্বশরীরে সংস্থাপন পূর্বক,  
ভিক্ষারূপ হবিঃসমূহ দ্বারা নিজ মুখে হোম করত চৈতন্য অগ্নি দ্বারা কৰ্ম  
সকল, দহন করেন তিনি উত্তম লোক (ব্রহ্মলোক—মুক্তি) প্রাপ্ত হন ॥ ৩২ ॥  
যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মভিন্ন সকল মিথ্যা, সমুদায় জগৎ ব্রহ্মেরই সংকল্প রচিত



এইরূপ জ্ঞান করিয়া যথোক্ত বিধানে পরম পবিত্র যোক্তের কারণ চতুর্থ আশ্রমের অনুষ্ঠান করিবেন, তিনি অনিষ্টকন জ্যোতিঃস্বরূপ এবং প্রশান্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবেন ॥ ৩০ ॥

নবম অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## দশম অধ্যায় ।

সগর কহিলেন, বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ ! আপনি চতুরাশ্রমের কৰ্ম ও চতুর্বর্ণের ক্রিয়া সকল বলিলেন, এক্ষণে আপনার নিকট মনুষ্যের জাতকৰ্ম আদি ক্রিয়া শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥ ভৃগুশ্রেষ্ঠ ! আমি জানি যে, আপনি সৰ্বজ্ঞ, অতএব আপনি মানবগণের নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কৰ্ম সমুদায় অশেষ প্রকারে বলুন ॥ ২ ॥ ঈর্ষ কহিলেন, নৃপ ! আপনি যে নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ বিষয়ক প্রশ্ন করিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, একমনা হইয়া শ্রবণ করুন ॥ ৩ ॥ পুত্র জন্মাইলে পিতা তাহার জাতকৰ্ম প্রভৃতি অশেষ ক্রিয়াকাণ্ড ও আত্ম্যদায়িক শ্রাদ্ধ করিবেন ॥ ৪ ॥ আত্ম্যদায়িক শ্রাদ্ধ সময়ে দুই জন ব্রাহ্মণকে পূৰ্বমুখে বসাইয়া স্বকীয় কুল-ব্যবহার ক্রমে দেবগন্ধের ও পিতৃগন্ধের শ্রাদ্ধকৰ্ম করিতে হইবে ॥ ৫ ॥ রাজন ! সন্ধ্যা চিত্তে দধি যব ও বদর মিশ্রিত পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া, দৈবতীর্থ দ্বারা ( অঙ্গুলির অগ্রভাগকে দৈবতীর্থ বলা যায়, ) নান্দীমুখ পিতৃগণকে প্রদান করিবে ॥ ৬ ॥ অথবা প্রজাপতিতীর্থ অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলি-মূল দ্বারাই সমুদায় উপচারদ্রব্য প্রদান করিবে । ভূপতে ! সমুদায় বুদ্ধিশ্রাদ্ধই প্রাদিক্ণ্য ক্রমে করা কর্তব্য ॥ ৭ ॥ অনন্তর পুস্তোৎপত্তি দিনাবধি দশম দিবস অতীত হইলে, পিতা পুত্রের নামকরণ করিবেন । পুরুষের নাম পুরুষ-বাচক হইবে । নামের প্রথম দেবতার নাম ও শেষে শর্মা বর্মা প্রভৃতির যোগ করিবে ॥ ৮ ॥ ব্রাহ্মণের নামের শেষে শর্মা, ক্ষত্রিয়ের নামের শেষে বর্মা ও বৈশ্য শূত্রের নামের শেষে গুপ্ত দাস প্রভৃতি যোগ করা উচিত ॥ ৯ ॥ অর্থহীন, অপ্রশস্ত অপশস্ত যুক্ত অমঙ্গল্য ও নিদিত নাম ব্যবহার করিবে না । নামের অক্ষরগুলি

সম হওয়া উচিত ॥১০॥ পিতা,—অনতিদীর্ঘ, অনতিহ্রস্ব, অনতি সংযুক্ত হইত  
বিশিষ্ট, সুখোচ্চাৰ্য, মধুর-অক্ষর নাম রক্ষা করিবেন ॥১১॥ অনন্তর বালক  
সংসারে সংস্কৃত হইয়া গুরুগৃহে গমনপূর্বক বধোক্ত বিধি অবলম্বন  
করত বিদ্যা পরিগ্রহে রত হইবে ॥১২॥ হে ভূপাল! পাঠ সমাপ্ত করিয়া  
গুরুদক্ষিণা প্রদান করত গৃহস্থ হইবার ইচ্ছায় দারপরিগ্রহ করিবে ॥১৩॥  
অথবা সংকল্পপূর্বক ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করত জীবন অতিবাহিত করিবে এবং গুরু  
বা গুরুপুত্রাদির শুক্রবা করিবে ॥১৪॥ কিংবা পূর্বে যে প্রকার সংকল্প  
থাকে, তদনুসারে বনবাসী হইবে; অথবা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া যথা ইচ্ছা  
ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে ॥১৫॥ যিনি গৃহস্থাত্মনে প্রবেশ করিবেন, তিনি  
বিবাহ্য কন্যার বয়ঃক্রম আপনার বয়ঃক্রমের তৃতীয়াংশ হওয়া উচিত জানিয়া  
এবং অতিকেশা বা অল্পকেশা, অতিকৃষ্ণবর্ণা বা অতিপিঙ্গলবর্ণা ॥১৫॥ স্বভাবতঃ  
বিকলাঙ্গী, অধিকালী, অবিভ্রা, রুম্মশরীরী, মন্দহুলোৎপন্ন ॥১৬॥ ছুটী, কটু-  
ভাবিনী, পিতামাতা অনুসারে বিকলাঙ্গী, শ্রাজ্জিহ্ব-বিশিষ্টা, পুষ্ণাকারী, ॥১৮॥  
বর্ষরশ্মরা, অতিক্ষীণবচনা, কাকশ্বরী, পক্ষশূন্য-নেত্রী, বৃন্তনয়না কন্যাকে বিবাহ  
করিবে না ॥১৯॥ যাহার জজ্ঞাদয় লোমশ, যাহার গুল্ক উন্নত, হাস্য  
করিবার কালে বাহার গণ্ডমে গর্ত হয়, তাহাকে বিবাহ করিবে না ॥২০॥  
যাহার আকার কোমল নহে, যাহার নথ পাণ্ডুবর্ণ; যাহার নয়ন অরুণ,  
এবম্বিধ কন্যাকে কার্যবিহারক প্রাক্ত ব্যক্তি বিবাহ করিবেন না ॥২১॥ যাহার  
হস্ত ও পদ ঐষৎ স্থল, ঐদৃশ কন্যা বিবাহের যোগ্য নহে; যাহার শরীর অতি  
ধর্ম বা অতি দীর্ঘ, যাহার জ্বলন্ত পল্লব মিলিত, পণ্ডিত ঐদৃশ কন্যা বিবাহ  
করিবেন না ॥২২॥ যাহার হস্তমধ্যে অধিক ছিদ্র আছে, যাহার মুখ ককাল,—  
ঐদৃশ কন্যাকে, এবং মাতৃপক্ষে পঞ্চমী ও পিতৃপক্ষে সপ্তমী কন্যাকেও বিবাহ  
করিবে না ॥২৩॥ হে রাজন্! গৃহস্থ ব্যক্তি যথাসম্ভব ন্যায়ানুগত বিধিঅনুসারে  
বিবাহ করিবে ॥২৪॥ ব্রাহ্ম, দৈব, আৰ্য, প্রাজাপত্য, আহর, গাক্কর, রাক্স ও  
সর্কাদয় পৈশাচ এই আট প্রকার বিবাহ আছে ॥২৫॥ এই সকল বিবাহের  
মধ্যে যে বর্ণের যে বিবাহ ধর্মসম্মত বলিয়া মহর্ষিরা কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, সেই  
বিবাহ-বিধি অবলম্বন পূর্বক দার পরিগ্রহ করিবে, কিন্তু পৈশাচ বিবাহ  
করা উচিত নহে ॥২৬॥ এইরূপে পার্হিয়া আশ্রমে প্রবেশ পূর্বক সহধর্ম

এইরূপী পত্নী পরিগ্রহ করিবে ; যথাশাস্ত্র বিবাহিতা পত্নী মহাকল প্রদান করে ॥ ২৭ ॥

দশম অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## একাদশ অধ্যায় ।

সগর কহিলেন, হে মুনৈ ! যে সদাচার অনুষ্ঠান করিলে গৃহস্থ ইহলোকে ও পরলোকে সুখহীন এবং ধর্মচ্যুত না হয়, তাদৃশ সদাচার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥ ঔর্য্য কহিলেন,—হে পৃথিবীপাল ! সদাচারের লক্ষণ শ্রবণ করুন । সদাচারপরায়ণ মনুষ্য ইহলোক ও পরলোক জয় করিতে পারেন ॥ ২ ॥ সংশয়ের অর্থ সাধু । বাঁহারা দোষশূন্য, তাঁহাদিগকেই সাধু বলা যায় । সাধুদিগের যে আচার, তাহারই নাম সদাচার ॥ ৩ ॥ হে মহীপতে ! সপ্তর্ষিগণ মনুষ্যগণ ও প্রজাপতিগণ, এই সদাচারের বক্তা ও কর্তা ॥ ৪ ॥ হে নৃপ ! ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে স্নান ও প্রোক্ষণ অন্তঃকরণ বুদ্ধিমান্ জাগরিত হইয়া ধর্মচিন্তা ও ধর্মাবিরোধী অর্থ চিন্তা করিবে ॥ ৫ ॥ ধর্ম ও অর্থ উভয়ের অবিরোধে কাম চিন্তাও করিবে । ধর্ম অর্থ ও কামের মধ্যে কাহার দৃষ্ট বা অদৃষ্টরূপে হানি না হয়, এই জ্ঞাত্ত্বিগণের প্রতিই সমদর্শন রাখা কর্তব্য ॥ ৬ ॥ হে নৃপ ! ধর্মবিরুদ্ধ অর্থ ও কাম পরিত্যাগ করিবে । যে ধর্ম অনুখকর বা সমাজবিরুদ্ধ, তাদৃশ ধর্মও অনুষ্ঠান করিবে না ; হে নরেশ্বর ! প্রত্যুষে গাত্রোথান করতঃ গ্রামের নৈর্বাতি কোণে বাগ বিক্ষেপের-সীমা অতিক্রম করিয়া বাসস্থান হইতে দূরদেশে মলমুক্ত ত্যাগ করিবে ; যে স্থলে পশুচিহ্ন থাকিবে তাদৃশ স্থানে বা গৃহপ্রাঙ্গণে মৃত্ত বা পুরীষ ত্যাগ করিবে না ; আস্রচ্ছায়ার উপর গৃহচ্ছায়ার উপর এবং গো ব্রাহ্মণ ও তরুচ্ছায়ার উপর, বায়ু বা অগ্নির সম্মুখে, অথবা সূর্য্যাস্তিমুখে, পণ্ডিত প্রজ্ঞাব করিবে নু না ॥ ৮-১০ ॥ পুরুষশ্রেষ্ঠ ! হলাদিষারা কৃষ্ণ-ভূমিতে, শস্তক্ষেত্র মধ্যে, গোষ্ঠ মধ্যে, জনসমাজে, পথিমধ্যে, নদ্যাতি তীরে, জলমধ্যে, তীরে অথবা শ্মশানে মৃত্ত ও পুরীষ পরিত্যাগ করিবে না ॥ ১১-১২ ॥ রাজন ! কোন ব্যাঘাত না থাকিলে পণ্ডিত, দিবাতাগে উত্তর-ঋতু ও রাত্রিকালে দক্ষিণমুখ হইয়া মলমুক্ত ত্যাগ করিবে ॥ ১৩ ॥ পুরীষোৎ-

সর্গকালে মৃত্তিকার উপর কতকগুলি তণ বিছাইবে; বস্ত্রদ্বারা মস্তক আবৃত্ত করিবে; সেখানে অধিক সময় বসিয়া থাকিবে না; কথা কহিবে না ॥ ১৪ ॥ অনন্তর, শৌচকালে বস্ত্রীক মুখিকমৃত্তিকা আর্দ্র মৃত্তিকা শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা ও গৃহলেপ মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে না ॥ ১৫ ॥ কীটযুক্ত মৃত্তিকা এবং হলোৎ-খ্যাত মৃত্তিকা পরিত্যাগ করিবে । এই সকল ভিন্ন আর আর সকল মৃত্তিকা দ্বারা শৌচনির্কীর্ষ হইতে পারে ॥ ১৬ ॥ লিঙ্গে একবার, শুভ্যদেশে তিনবার, বাম হস্তে দশবার, হস্তদ্বয়ে সাতবার, মৃত্তিকা লেপকরিলে শৌচ-নির্কীর্ষ হয় ॥ ১৭ ॥ অনন্তর গন্ধশূন্য কেনশূন্য নির্ম্মল জলে আচমন করিবে । আচমনের পূর্বে সমাহিত হইয়া পুনর্বার মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া, পাদ শৌচ করতঃ পাদপ্রক্ষালন করিবে । পরে তিনবার মুখমধ্যে জল গ্রহণ করিয়া দুই বার মুখমার্জন করিবে ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ তৎপরে মস্তক ইন্দ্রিয় সকল ব্রহ্মরন্ধ্র, বাহুদ্বয়, নাভি ও ছন্দ্র, এই সমুদয় স্থান ষথাক্রমে সজলহস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবে ॥ ২০ ॥ এইরূপে শৌচ সাধনপূর্ব্বক স্নানান্তে আচমন করিয়া কেশ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইবে, আদর্শ অঞ্জন দুর্কী প্রভৃতি মাস্তুলিক দ্রব্য সমূহের ষথারীতি ব্যবহার করিবে ॥ ২১ ॥ হে ভূপতে ! এই সমস্ত কার্য্য হইলে গৃহস্থ জীবিকা জন্ত জাতীয় ধর্ম্মানুসারে ধনোপার্জন করিবে, শ্রদ্ধা-সহকারে বাগানুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হইবে ॥ ২২ ॥ অগ্নিষ্টোমাদি সোমসংস্থা, অগ্ন্যাধেয়াদি হবিঃ সংস্থা, অষ্টকাদি পাকসংস্থা,—এই সমুদায় ধর্ম্ম্য কর্ম্ম ধন দ্বারাই সম্পন্ন হয় ; সুতরাং মনুষ্য ধনউপার্জন করিতে যত্ন করিবে ॥ ২৩ ॥ অনন্তর নিত্যক্রিয়ার জন্ত নদী নদ তড়াগ কিম্বা দেবধাত্রে কিম্বা গর্ভতপ্রস্রবণে স্নান করা উচিত ॥ ২৪ ॥ এই সকলের অভাবে কূপ হইতে জল তুলিয়া ভূমিতে অথবা কূপোদক গৃহে আনিয়া স্নান করিবে ॥ ২৫ ॥ এই সকল পদার্থের কোন কারণ সমাবেশ না ঘটিলে, শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করত শুচি হইয়া সমাহিতমানসে ভক্ততীর্থে দেব ঋষি ও পিতৃতর্পণ করিবে ॥ ২৬ ॥

দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত তিনবার, ঋষিগণের প্রীতির নিমিত্ত তিনবার, প্রজাপতির প্রীতির নিমিত্ত একবার জল প্রদান করিবে ॥ ২৭ ॥ পৃথিবীপতে ! এইরূপ পিতৃলোকের তৃপ্তির নিমিত্ত তিনবার জল প্রদান করিবে । পিতামহ প্রপিতামহ মাতামহ প্রমাতামহ বৃদ্ধপ্রমাতামহ ইহাদিগকে

শিষ্ণুতীর্থ দ্বারা জল প্রদান করিবে। পরে কাম্য তর্পণ বলিতেছি  
 প্রবণ করুন ॥ ২৮।২৯ ॥ এই জল মাতার, ইহা প্রমাতার, ইহা বৃদ্ধপ্রমাতার  
 ইহা গুরুগম্ভীর, ইহা গুরুর, ইহা মাতুলমিত্রগণের, ইহা রাজার  
 —এই রূপে মন্ত্র পাঠ করিয়া ইচ্ছাক্রমে অভিলষিত বহুগণকে জল প্রদান  
 করিবে। পরে সকল জীবগণের উপকারার্থ দেবাদি তর্পণ করিবে ॥ ৩০।৩১ ॥  
 তাহার মন্ত্র,—দেবগণ অনুরগণ নাগগণ গন্ধর্ব্বগণ রাক্ষসগণ পিশাচগণ ওহ্যক-  
 গণ সিদ্ধগণ কুম্ভাওগণ বৃক্ষগণ পক্ষিগণ জলজন্তগণ ভূতলহ কীটাদি-  
 গবনাশার্ত্তী প্রাণিগণ, ইহারা সকলে জল দ্বারা সীত্র পরিতৃপ্ত হউন ॥ ৩২।৩৩ ॥  
 যে সকল প্রাণী বিবিধ নরকে অশেষবিধ বাতনা দিতেছে,  
 তাহাদের তৃপ্তির নিমিত্ত আমি জল প্রদান করিতেছি ॥ ৩৪ ॥ যাহারা  
 আমার বান্ধব, যাহারা আমার বান্ধব নহেন, যাহারা অন্য জন্মে  
 আমার বান্ধব ছিলেন এবং যিনি যিনি আমার নিকট হইতে জল প্রার্থনা  
 করেন, তাঁহারা সকলেই মদন্ত জল দ্বারা তৃপ্তিলাভ করুন, ॥ ৩৫ ॥

হে নৃপ ! কাম্যজল প্রদানের পর আমি যে জল প্রদানের কথা বলিলাম,  
 ইহা প্রস্তুত হইলে অবিলম্বে প্রীত হন। হে অগাপ ! ইহার  
 প্রসাদাৎ জগতের তৃপ্তি-সম্পাদন অন্য পরম পুণ্য লাভ করেন ॥ ৩৭ ॥  
 পূর্বোক্ত ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশে কাম্যোদক প্রদানান্তর প্রদর্শিত হইয়া,  
 আচমন পূর্বক, স্বর্ধ্যকে সলিলাবলি প্রদান করিবে। তাহার এই মন্ত্র,—  
 ননো বিবধতে ইত্যাদি। অনন্তর জলাভিষেক, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নিবেদন  
 দ্বারা গৃহদেবতা ও স্বকীয় ইষ্ট দেবতার পূজা করিবে ॥ ৪০ ॥ পরে  
 প্রোক্ষণ-পূর্বক অগ্নিহোত্র নিকাহ করিয়া প্রথমতঃ ব্রহ্মাকে, পরে অজা-  
 পত্যিকে বস্ত্রের সহিত আহুতি প্রদান করিবে ॥ ৪১ ॥ তৎপরে ওহ  
 কল্পণ ও অন্নমৃতিকে বধাক্রমে জল প্রদান করিয়া তদবশিষ্টজল, জলাশয় নিকটে  
 জল ও মেঘকে উদ্দেশ করিয়া নিক্ষেপ করিবে ॥ ৪২ ॥ পুরুষজ্যেষ্ঠ ! দ্বারের দুই  
 পার্শ্বে দ্বাভা ও বিদ্বাতার উদ্দেশে ও মধ্যদেশে ব্রহ্মের উদ্দেশে জল প্রদান  
 করিবে। পরে দিক্‌পালদিগের পূজা বলিতেছি, প্রবণ করুন ॥ ৪৩ ॥  
 গৃহের পূর্বে ইন্দ্রকে, দক্ষিণে ধর্ম্মরাজকে, পশ্চিমে বরুণকে, উত্তরে চন্দ্রকে  
 হস্তদেব অরুণ বলি প্রদান করিবে। ॥ ৪৪ ॥ পূর্ব উত্তর দিকে ঋতুদি-

বলি ও বৈশ্বদেব-বলি প্রদান করিবে, তৎপরে কর্শ্ব নির্বাহ করিবে ॥ ৪৫ ॥  
 হে রাজন্ ! বায়ুকোণে বায়ুকে তৎপরে সমস্ত দিকে ব্রহ্ম অন্তরিক্ষ ও ভাহুকে  
 বলি প্রদান করিবে ॥ ৪৬ ॥ পরে বিশ্বদেবগণ, বিশ্বভূতগণ, ভূতপতিগণ,  
 পিতৃগণ ও যক্ষগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলি প্রদান করিবে ॥ ৪৭ ॥ অনন্তর  
 পণ্ডিত ব্যক্তি স্বেচ্ছামুসারে অন্য অন্ন লইয়া সমাহিত মানসে পবিত্র ভূমিতে  
 অশেষ প্রাণীকে প্রদান করিবেন ॥ ৪৮ ॥ তাহার মন্ত্র—“ দেবগণ, মনুষ্যগণ,  
 পশুগণ, পক্ষিগণ, সিদ্ধগণ, যক্ষগণ, উরগগণ, দৈত্যগণ, হৈতয়গণ, পিশাচগণ,  
 ভরগণ ও অন্যান্য যে সকল জীব মদন্ত অন্ন ইচ্ছা করে, তাহারা  
 এবং পিপীলিকা কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যাহারা কর্শ্ব-বন্ধনে আবদ্ধ ও বুদ্ধিক্রান্ত  
 আছে, আমি তাহাদের জন্য এই অন্ন প্রদান করিতেছি, ইহাতে সকলেই  
 পরিতৃপ্ত ও সুখী হউন ॥ ৪৯ । ৫০ ॥ যাহাদের মাতা নাই, পিতা নাই, বন্ধু  
 নাই, অন্ন প্রাপ্ত করিবার সাধ্য নাই এবং অন্নও নাই, আমি তাহাদের  
 তৃপ্তির জন্য পৃথিবীতে এই অন্ন প্রদান করিলাম; এক্ষণে তাহারা এই  
 অন্নে তৃপ্তি ও হর্ষ লাভ করুন ॥ ৫১ ॥ নিখিল জীব, এই অন্ন, এবং আমি,  
 সকলেই বিষ্ণুস্বরূপ; কারণ বিষ্ণু ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই। এই জন্য  
 সমুদায় ভূতসমূহ আনা হইতে ভিন্ন নহে; আমি সমুদায় জীব স্বরূপ; সুতরাং  
 আমি সমুদায় প্রাণিবর্গের তৃপ্তির জন্য অন্ন প্রদান করিলাম ॥ ৫২ ॥  
 চতুর্দশ প্রকার প্রাণীর অন্তর্গত সকল প্রাণিকেই তৃপ্তির জন্য আমি অন্ন  
 প্রদান করিলাম, এক্ষণে তাহারা সকলেই প্রমোদ লাভ করুন ॥ ৫৩ ॥  
 গৃহস্থ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রদ্বাসহকারে ভূতগণের উপকারের নিমিত্ত  
 পৃথিবীতে অন্ন প্রদান করিবে; বেহেতু গৃহস্থই সকলের আশ্রয় ॥ ৫৪ ॥  
 অনন্তর কুকুর, চাগাল, বিহঙ্গ এবং যে কোন পণ্ডিত ও অপাত্র মনুষ্য  
 আছে, তাহাদিগের তৃপ্তির নিমিত্ত ভূমিতে অন্ন প্রদান করিবে ॥ ৫৫ ॥  
 পরে অতিথির জন্য, নোদোহন কালমাত্র অপেক্ষা করিবে; অথবা ইচ্ছামুসারে  
 তাহা অপেক্ষা অধিক কাল গৃহের প্রাক্ষণে দণ্ডায়মান থাকিবে ॥ ৫৬ ॥  
 যদি অতিথি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে স্বাগত জিজ্ঞাসা, আসন প্রদান,  
 পান প্রকালন প্রভৃতির সহিত অন্ন দান, প্রিয় প্রসন্ন ও প্রিয় উত্তর দ্বারা  
 ও গম্বকালে অন্নগম্বন দ্বারা তাহার প্রীতি উৎপাদন করিবে ॥ ৫৭ । ৫৮ ॥

বাহার কুল ও নাম অজ্ঞাত অন্যদেশ হইতে যিনি সমাগত, ঐদৃশ অতিথির  
 পূজা করিবে, কিন্তু একগ্রামবাসী ব্যক্তিকে অধিতি বলিয়া পূজা করা  
 উচিত নহে ॥ ৫৯ ॥ যিনি অন্য দেশ হইতে সমাগত, বাহার সহিত কোন  
 সম্বন্ধ নাই, যিনি পাথেরাদি রহিত, ঐদৃশ ভোজনার্থী অতিথির পূজা না  
 করিয়া স্বয়ং গৃহস্থ যদি আহার করেন তাহা হইলে তিনি নরকগামী হন।  
 ॥ ৬০ ॥ গৃহস্থ ব্যক্তি অভ্যাগত ব্যক্তির গোত্র শাখা কুল বিদ্যা প্রভৃতির  
 বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়া হিরণ্যগর্ভ বিবেচনায় তাঁহার পূজা করিবে।  
 ॥ ৬১ ॥ নৃপ ! অনন্তর পিতৃলোকের তৃপ্তির উদ্দেশে, পঞ্চ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান-  
 কারী ও তদ্দেশীয় অন্য একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এই ব্রাহ্মণের  
 আচার ও কুল পরিজ্ঞাত থাকা উচিত ॥ ৬২ ॥ রাজন ! এই মন্ত্রদ্বারা  
 অতিমদ্রিত ও পৃথক্ স্থাপিত অন্নাদি উদ্ধৃত করিয়া শ্রেত্রিয় ব্রাহ্মণকে  
 প্রদান করিবে ॥ ৬৩ ॥ গৃহস্থ এইরূপে তিন প্রকার ভিক্ষা প্রদান করিয়া  
 যদি ঐশ্বর্য থাকে, তাহা হইলে ইচ্ছানুসারে পরিব্রাট্ ও ব্রহ্মচারীদিগকে  
 অব্যবহিত দান করিবে ॥ ৬৪ ॥ শেষোক্ত এই তিন প্রকার অতিথি ও  
 পূর্বোক্ত ভিক্ষুগণ, সমুদারে চারি প্রকার অতিথির অর্চনাকারী-গৃহস্থ, নৃযজ্ঞ-  
 রূপ গুণ হইতে মুক্ত হইতে পারেন ॥ ৬৫ ॥ বাহার গৃহ হইতে অতিথি  
 নিরাশ হইয়া গমন করেন, সেই গৃহস্থানী অতিথির পাপ সকল গ্রহণ করেন ;  
 আর অতিথি গৃহস্থানীর সঙ্কিত পুণ্য হরণ করিয়া গমন করেন। ॥ ৬৬ ॥  
 নরপতে ! ধাতা প্রজাপতি ইন্দ্র অগ্নি সূর্য্য ও বসুগণ, অতিথিশরীরে প্রবেশ  
 করিয়া অন্ন ভোজন করেন ॥ ৬৭ ॥ অতএব অতিথি-পূজা বিষয়ে  
 সকলেই যত্ন করিবে। যে ব্যক্তি অতিথির অপেক্ষা না করিয়া একাকী  
 ভোজন করে, সে কেবল পাপ ভোজন করে ॥ ৬৮ ॥ অতিথিসেবার পর  
 গৃহস্থ ব্যক্তি, আবাসিনী গর্ভিনী দুঃখার্ভ বালক ও বৃদ্ধদিগকে অসংস্কৃত অন্ন  
 ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ স্বয়ং ভোজন করিবে ॥ ৬৯ ॥ এই সকল ব্যক্তির  
 ভোজন না হইলে, সেই আহার তাঁহার দুষ্কৃতাহার বলিয়া গণ্য এবং পর-  
 কালে নরকে গমন করিয়া তিনি শ্লেষ্ম-ভুক্ হইবেন। যে ব্যক্তি নান না করিয়া  
 ভোজন করে, সে মল ভক্ষণ করে। যে ব্যক্তি জপ না করিয়া আহার করে, সে  
 ব্যক্তি রক্ত ও পুত্র পান করে। যে ব্যক্তি অসংস্কৃত অন্ন ভোজন করে, সে ব্রহ্ম

পান করে । যে ব্যক্তি বালক বৃদ্ধ ও ভূতির অগ্রে আহার করে সে বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৭১ ॥ রাজেন্দ্র ! যেরূপে গৃহস্থ ব্যক্তির ভোজন করা কর্তব্য ও যেরূপ ভোজনে পাণ না জন্মায় তাহা শ্রবণ কর ॥ ৭২ ॥ বন্য-মাণ বিধি অনুসারে আহার করিলে ইহলোকে সমধিক আরোগ্য, বলবৃদ্ধি, অনিষ্টশাস্তি, ও শত্রুপক্ষের অভিচার হয় ॥ ৭৩ ॥ গৃহস্থ ব্যক্তি নানানস্তর যথাবিধানে দেবঋষি ও পিতৃভূতর্পণ করিয়া হস্তে প্রশস্ত রত্নাসুরীয়ক ধারণ-পূর্বক প্রবত হইয়া আহার করিবে ॥ ৭৪ ॥ প্রথমতঃ বিমুক্ত বস্ত্র পরিধান পূর্বক জপ ও হোম করিয়া, অতিথি ব্রাহ্মণ গুরু ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে আহার করাইবে ॥ ৭৫ ॥ অনস্তর পবিত্র গন্ধদ্রব্য ও প্রশস্ত মাগ্য ধারণ-পূর্বক প্রীতিযুক্ত ও বিমুক্তবদন আর্জপাণি আর্জপদ হইয়া পূর্ব বা উত্তরদিকে মুখ করিয়া ভোজন করিবে ; ভোজনকালে একবস্ত্রধারী বিদিশ্রুথ বা অন্যমনা হওয়া উচিত নহে ॥ ৭৬ ॥ অন্ন প্রশস্ত পথ্য ও প্রোকণোদক-দ্বারা প্রোক্ষিত হইবে । কুৎসিত ব্যক্তি যে অন্ন আনিয়াছে, বাহা কর্ঘ্য বা অসংস্কৃত,—এতাদৃশ অন্ন আহার করিবে না ॥ ৭৮ ॥ অন্নের কিয়দংশ শিষ্য ও ক্ষুধিত ব্যক্তিদিগকে দান পূর্বক অকুপিত হইয়া প্রশস্ত ও বিমুক্ত পাত্রে আহার করিবে ॥ ৭৯ ॥ কাষ্ঠময় ত্রিপদাদির উপরিস্থিতপাত্রে অযোগ্য স্থানে, অতিসকোণ স্থানে বা অসময়ে ভোজন করিবে না । অন্নের অগ্রভাগ অগ্নিকে প্রদান না করিয়া ভোজন করা উচিত নহে ॥ ৮০ ॥ রাজন্ ! প্রশস্ত অন্ন মন্ত্রদ্বারা অভিষিক্ত করিবে । পর্যুষিত অন্ন ভোজন করিবে না । ফল মাংস ও শাক শুষ্ক হইলে অভোজ্য ॥ ৮১ ॥ বদরিকাবিকার এবং শুষ্কগন্ধ দ্রব্য শুষ্ক হইলে ভক্ষণ করিবে না । যাহার সার উদ্ধার করিয়া লওয়া হইয়াছে সৈদৃশ বস্ত্র ও কখন ভক্ষণ করিবে না ॥ ৮২ ॥ হে জগতীপতে ! বিবেকী ব্যক্তি, মধু অন্ন দধি ঘৃত ও শকু ভিন্ন আর কোন দ্রব্য নিঃশেষ করিয়া ভক্ষণ করিবে না ॥ ৮৩ ॥ তন্ননা হইয়া ভোজন করিবে, প্রথমতঃ মধুর, মধ্যে লবণ ও অন্ন, শেষে কটুভিঙ্গাদি রস আহার করিবে ॥ ৮৪ ॥ যে ব্যক্তি প্রথমতঃ দ্রবদ্রব্য, মধ্যে কঠিন, শেষে আবার দ্রবদ্রব্য ভোজন করে, তাহার বল ও আরোগ্য নষ্ট হয় না ॥ ৮৫ ॥ এই প্রকার রীতিতে অনিবিদ্ধ অন্ন আহার করিবে । প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর তৃপ্তির নিমিত্ত আহার



সময়ে বাগ্ধত হইয়া থাকিবে, এবং ভোজ্য অন্নের নিন্দা করিবে না । ভোজন-  
রন্ত সময়ে মহামোনী হকারাদিবর্জিত হইয়া পঞ্চ গ্রাস ভক্ষণ করিবে ॥ ৮৬ ॥  
আহারান্তে আচমন করিয়া পূৰ্ণ বা উত্তরমুখে বথাবিধানে মূলদেশ পর্য্যন্ত  
হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করত পুনর্বার আচমন করিবে ॥ ৮৭ ॥ অনন্তর আসন  
পরিগ্রহ পূৰ্ণক স্থঃ ও প্রশান্তচিত্ত হইয়া অতীষ্টদেবগণের স্মরণ করিবে ॥ ৮৮ ॥  
বায়ু কর্তৃক পরিবর্জিত অগ্নি, আকাশ কর্তৃক দত্তাবকাশ মদীর অন্নকে জীর্ণ  
করুন । পরে সেই জীর্ণ অন্ন হইতে আমার শরীরস্থিত পার্থিব ধাতু  
পরিপুষ্ট হউক, এবং আমার স্নেহ হউক ॥ ৮৯ ॥ অন্ন হইতে আমার শরীরস্থিত  
পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু, এ সমুদায়ের শক্তি বর্জিত হউক এবং অন্নই ঐ ধাতু-  
চতুষ্টয়রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হউক, আমার নিরবচ্ছিন্ন স্নেহ হউক ॥ ৯০ ॥ এই  
অন্ন গ্রাণ অগ্নি সমান উদান ব্যান, এই পঞ্চ প্রাণের পুষ্টিকর  
হউক, আমারও ব্যাঘাত-রহিত স্নেহলাভ হউক ॥ ৯১ ॥ আমি যে  
সমুদায় অন্ন ভোজন করিয়াছি তাহা, অগস্তি নামক অগ্নি ও  
বক্তবানল দ্বারা সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হউক এবং আমি অন্ন পরিপাক জন্য  
স্নেহও লাভ করি, আমার শরীরও রোগহীন হউক ॥ ৯২ ॥ একমাত্র  
ভগবান্ বিষ্ণুকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দেহ ও আত্মার শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি যে  
উপাসনা করি, সেই সত্য উপাসনার বলে এই মনুষ্য নানাবিধ অন্ন, আরোগ্য-  
প্রদ হইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হউক । আমার নিরবচ্ছিন্ন স্নেহ হউক ॥ ৯৩ ॥  
বিষ্ণু ভোক্তা ; অন্ন বিষ্ণুর পরিণাম,—এই প্রকার ভাবনাময় সত্য উপাসনা  
বলে আমার এই ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হউক ॥ ৯৪ ॥ গৃহস্থ ব্যক্তি এই সকল  
পূৰ্ণনিধিত মন্ত্র উচ্চারণ পূৰ্ণক উদর মার্জন করিয়া, আলস্য পরিত্যাগ  
করত অনারাস-সাধ্য কার্যে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ৯৫ ॥ সাধুসমাদৃত পণের  
অবিরোধী সংশাস্ত্রাদি পর্যালোচনার দ্বারা দিবসের শেবভাগ অভি-  
বাহিত করিবে । অনন্তর সায়ংকাল উপস্থিত হইলে সমাহিত মানসে  
সঙ্ক্যাবন্দনে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ৯৬ ॥ হে নৃপ ! নক্ষত্র থাকিতে প্রাতঃসঙ্ক্যা ও  
স্বৰ্য্য অর্দ্ধান্তমিত হইলে সায়ংসঙ্ক্যা আরম্ভ করিবে । সঙ্ক্যোপাসনা সময়ে  
বথাবিধি আচমন করিবে ॥ ৯৭ ॥ হে নৃপ ! স্তবকাশোচ, স্তবকাশোচ বিভ্রম,  
পীড়া, ভয়, এই কয়েকটা বাধা না থাকিলে প্রতিদিনই সঙ্ক্যোপাসনা করিতে

ক্রিয়া করিবে। নৃপ ! প্রতি বৎসর যত তিথিতে একোদ্বিষ্ট শ্রাদ্ধের রীতি ক্রমে স্ত্রী পুরুষ সকলেরই অস্তিম ক্রিয়া করা উচিত ॥ ৩৮ ॥ হে পার্শ্বব বাহাকে অস্তিম ক্রিয়া কহে, তাহা যে যে সময় যে যে বিধি অনুসারে করিবে, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ৩৯ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় সীম্পূর্ণ ।

## চতুর্দশ অধ্যায় ।

ঔর্ষ্য কহিলেন,—শ্রদ্ধাসহকারে শ্রাদ্ধ করিলে, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, অশ্বিনী-কুমার, সূর্য্য, অধি, বসু, মরুদ্, বিশ্বদেব, ঋষি, পক্ষি, মনুষ্য, পশু, সরীসৃপ ও পিতৃগণ এবং অন্যান্য সমুদায় ভূতগণ তৃপ্তিলাভ করেন ॥ ২ ॥ হে নৃপ ! প্রতি মাসে অমাবস্যা তিথিতে এবং অষ্টকাতে শ্রাদ্ধ করিবে। ইহা নিত্য শ্রাদ্ধকাল, শ্রাদ্ধের কাম্যকাল আমার নিকটে শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ যখন শ্রাদ্ধের যোগ্য দ্রব্য গৃহে উপস্থিত হইবে, অথবা যখন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইবে কিংবা যখন উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়নের শেষ হইবে, তখন কাম্য শ্রাদ্ধ করিবে ॥ ৪ ॥ বিষুব-সংক্রান্তিতে সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণকালে, প্রত্যেক সংক্রান্তি দিবসে গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি জ্ঞান্য পীড়া উপস্থিত হইলে, হৃৎস্বপ্ন দর্শন করিলে ও নূতন শস্য গৃহে আসিলে, কাম্য শ্রাদ্ধ বিধেয় ॥ ৬ ॥ যে অমাবস্যা তিথি, অনুরাধা বিশাখা বা স্বাতী নক্ষত্র যুক্ত হয়, সে অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিলে, পিতৃগণ আট বৎসর পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন ॥ ৭ ॥ যে অমাবস্যা তিথি পুষ্যা আর্দ্রা বা পুনর্বসু নক্ষত্র যুক্ত হয়, সেই অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন ॥ ৮ ॥ যিনি দেব-গণের ও পিতৃগণের তৃপ্তি করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে জ্যোষ্ঠা, পূর্বভাদ্র-পদ ও শতভিষা যুক্ত অমাবস্যা অতীব হৃৎকৃত, অর্থাৎ তাদৃশ অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিলে, পিতৃগণ ও দেবগণ অতিশয় তৃপ্তি লাভ করেন ॥ ৯ ॥ হে অবনী-পতে ! অমাবস্যা, পূর্বোক্ত নয়টি নক্ষত্রযুক্ত হইলে, তাহাতে কৃত শ্রাদ্ধ, পিতৃলোককে অতিশয় তৃপ্ত করিয়া থাকে, এতদ্বিধি অল্প যে দিনে শ্রাদ্ধ

করিলে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন, তাহা শ্রবণ কর ॥ ১০ ॥ . পিতৃভক্ত প্রদ্বাবনত মহাত্মা পুরুষবা সনৎকুমারের সমীপে এই বিষয় ত্রিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিয়াছিলেন যে বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া, কার্তিক শুক্লা নবমী, জ্যৈষ্ঠ মাসের ত্রয়োদশী এবং মাঘ মাসের অমাবস্যা ॥ ১১-১২ ॥ এই চারি মাসের চারিটী তিথির নাম যুগাদ্যা । পূৰ্ব্বতন পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, এই চারি দিবস শ্রাদ্ধাদি করিলে, অনন্ত ফল লাভ হয় ॥ ১৩ ॥ বৈশাখ মাসের অমাবস্যা, দিমক্ষয়যুক্ত বিষুব-সংক্রান্তিদিবস, মঘন্তরের আদ্য তিথি সকল ছায়াগত ঋতিপাতযোগ ॥ ১৪ ॥ . চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণ, অষ্টকাশ্রয়, উত্ত-রায়ণ ও দক্ষিণায়ন আরম্ভ সময়, এই সকল সময়ে যে ব্যক্তি শ্রবণ করিয়া, পিতৃগণকে সতিল জল প্রদান করে, তাহার সহস্র বৎসর শ্রাদ্ধ করণ জন্য ফল লাভ হয় । সকলের অবিদিত এই দিবস সকলের কথা পিতৃগণই বলিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥ যদি কদাচিত্ মাঘ মাসের অমাবস্যা তিথি, শততিথি নক্ষত্র যুক্ত হয়, তবে সেই তিথি পিতৃগণের উৎকৃষ্ট সময় । হে নৃপ ! অন্ন পুণ্যে মহুযাগণ এবস্থিৎ যোগ প্রাপ্ত হয় না ॥ ১৬ ॥ রাজন ! ঐ মাঘমাসের অমাবস্যা তিথিযুক্ত যদি ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের যোগ উপস্থিত হয়, তবে সেই দিবস সং-কুলোৎপন্ন মহুযোর পিতৃগণের উদ্দেশে অন্ন জল প্রদান করিলে, সেই পিতৃ-গণ দশসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন ॥ ১৭ ॥ মাঘ মাসের অমাবস্যা যদি পূৰ্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র যুক্ত হয়, তবে ঐ তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে, পিতৃগণ সম্পূর্ণ এক যুগ তৃপ্তির সহিত নিদ্রা যান ॥ ১৮ ॥ গঙ্গা, শতদ্রু, বিপাশা, সরস্বতী ও নৈমিষারণ্যস্থ গোমতী, এই সকল নদীতে অবগাহন করিয়া, আদরের সহিত পিতৃলোকের অর্চনা করিলে, সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয় ॥ ১৯ ॥ পিতৃগণ সর্বদাই এই গান করেন যে, বর্ষাকালের, মঘাতৃপ্তি ( অপর পক্ষীয় মঘাযুক্ত ত্রয়োদশীতে বিহিত-শ্রাদ্ধ-সম্পাদিত ) লাভ করিয়া, পুনর্বার মাঘ-মাসে অমাবস্যাতে পুত্রপৌত্রাদি প্রদত্ত মঙ্গলময় তীর্থজলদ্বারা তৃপ্তি লাভ করিব ॥ ২০ ॥ বিশুদ্ধ চিত্ত, বিশুদ্ধ মন, প্রশস্ত কাল, কথিত বিধি, যথোক্ত ও পরম ভক্তি, শ্রাদ্ধ সময়ে এই সকলের সমাবেশ হইলে, মহুযাগণ বাঞ্ছিত ফল লাভ করেন ॥ ২১ ॥ এ স্থলে কতকগুলি পিতৃগীতা শ্লোক আমার নিকটে শ্রবণ করুন ;—আপনি তাহা শ্রবণ করিয়া আদরের সহিত তদনুরূপ

ব্যবহার করিবেন ॥ ২২ ॥ যিনি বিত্তশীল্য পরিহার করতঃ আমাদিগকে পিশুদান করেন, এরূপ ধনা স্তোন মতিমান্ ব্যক্তি যদি আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ২৩ ॥ সেই সন্তানের যদি বিভব থাকে, তবে তিনি আমাদের উদ্দেশে ব্রাহ্মণ সকলকে রত্ন, বস্ত্র, ভূমি, যান, ধন ও সর্ব প্রকার ভোগ্যদ্রব্য দান করিবেন ॥ ২৪ ॥ তাদৃশ ঐশ্বর্য না থাকিলে, শ্রাদ্ধকালে ভক্তিনন্দবুদ্ধি হইয়া, স্বকীয় সামর্থ্যানুসারে অন্নদ্বারা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ গণকে ভোজন করাইবেন ॥ ২৫ ॥ যদি অন্নদানেও শক্তি না থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণকে স্বশক্তি অনুসারে আম-ধাতু অথবা ষৎকিঞ্চিদাত্ম দক্ষিণা প্রদান করিবেন ॥ ২৬ ॥ হে তূপ ! যদি কোন ব্যক্তি এ প্রকার করিতেও অশক্ত হয়, তাহা হইলে করাগ্রে কতকগুলি তিল লইয়া কোন দ্বিজশ্রেষ্ঠকে প্রণিপাত করতঃ অর্পণ করিবে ॥ ২৬ ॥ অথবা ভক্তিনন্দ হইয়া আমাদের উদ্দেশে ভূমিতে সাতটি আটটি তিলমিশ্রিত জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে ॥ ২৮ ॥ অথবা যদি ইহাতেও অসমর্থ হয় তাহা হইলে কোন স্থান হইতে গবাস্থিক (গাভীর একাহন্তক্ষ্য) তৃণ আহরণ করতঃ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমাদের প্রীতির জন্য গাভীকে প্রদান করিবে ॥ ২৯ ॥ যদি ইহার মধ্যে কোন দ্রব্য সংগ্রহ করিতে না পারে, তাহা হইলে, বনমধ্যে প্রবেশপূর্বক কঙ্কামূল প্রদর্শন করত সূর্য্যাদি লোকপালগণের সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে আমার বিত্ত নাই, ধন নাই, পিতৃশ্রাদ্ধোপযোগী আর কোন বস্তু নাই, এইজন্য আমি পিতৃগণকে প্রণাম করিতেছি। আমার ভক্তিদ্বারা পিতৃগণ তৃপ্ত লাভ করুন, আমি এই বাহুদ্বয় গগণে উত্থিত করিলাম ॥ ৩০।৩১ ॥

ঔরু কহিলেন। হে নৃপ ! ধন, ষাকুক বা না ষাকুক উভয় অবস্থাতে যে প্রকারে শ্রাদ্ধাদি করিতে হয় পিতৃগণ তাহা বলিয়াছেন সেই বিধি অনুসারে যিনি কার্য করেন তাঁহার যথাবিহিত শ্রাদ্ধই করা হয় ॥ ৩২ ॥

চতুর্দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## পঞ্চদশ অধ্যায় ।

ঔর্ক কহিলেন,—আদ্ধকালে যাদৃশ গুণশালী ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে, তাহা শ্রবণ কর । ত্রিণাটিকেত, ত্রিমধু, ত্রিসুপর্ণ, ষড়ঙ্গ-বেদাধ্যায়ী ॥১॥ বেদবিৎ, শ্রোত্রিয়, যোগী ও জ্যেষ্ঠসামগ্ৰ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে; ঋত্বিক, ভাগিনেয়, দোহিত্র, জামাতা, শ্বশুর, মাতুল, তপস্তা-পরায়ণ, পঞ্চাঙ্গি-নিরত, শিষ্য, সম্বন্ধী, মাতা পিতার সেবাপরায়ণ এই সমুদয় ব্রাহ্মণকে পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্ত শ্রাদ্ধে নিযুক্ত করিবে ॥ ২৩ ॥ আদ্ধ-কালে, পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণ না থাকিলে, যথাক্রমে তদনুকুল শ্রেয়োক্ত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে ॥ ৪ ॥ মিত্রজ্যেষ্ঠী, কুনখী, ক্লীব, শ্রাবদন্ত, কস্তাদুষক, অগ্নি ও বেদত্যাগী, সোমবিক্রয়ী, মহাপাতকী বলিয়া জনসমাজে প্রসিদ্ধ ॥ ৫ ॥ চোর, পিশুন, গ্রামযাজক, বেতন গ্রহণপূর্বক অধ্যাপন বা অধ্যয়নকর্তা, পরপূজাপতি, মাতাপিতার পরিত্যাগকারী, শূদ্রসন্তান প্রাপ্তিপালক, শূদ্রাণীর ভর্তা ও দেবল এই সকল ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে স্থান পহিতে পারেন না ॥ ৬৭ ॥

বিজ্ঞব্যক্তি শ্রাদ্ধের পূর্ব দিনে প্রশস্ত শ্রোত্রিয় প্রভৃতিকে, আপনি দেব পক্ষের ব্রাহ্মণ ও আপনি পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণ, ইহা নিমজ্জিত ব্যক্তিকে বলিয়া দিবে ॥ ৮ ॥ শ্রাদ্ধের দিবস শ্রাদ্ধকর্তা, ব্রাহ্মণগণের সহিত কলহাদি, ক্রোধ, স্ত্রীসংবাস এবং পরিশ্রম করিবে না, কারণ তাহা মহাদোষ ॥ ৯ ॥ পূর্বদিনে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিয়া বা নিমজ্জিত হইয়া, পর দিন শ্রাদ্ধে ভোজন করাইয়া বা ভোজন করিয়া মৈথুন করিলে, মৈথুনকর্তা নিজ পিতৃগণকে রৈতক্ষুণ্ডে নিমগ্ন করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥ এই কারণে শ্রাদ্ধের পূর্ব দিন প্রধান ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবে । অনিমজ্জিত যতিগণ গৃহে উপস্থিত হইলে, শ্রাদ্ধে তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবে ॥ ১১ ॥ ব্রাহ্মণ-গণ গৃহে আগমন করিলে, শৌচাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে পূজা করিবে । পরে সেই ব্রাহ্মণগণ আচমন করিলে, পবিত্রপাণি হইয়া তাঁহাদিগকে নির্দিষ্ট আসন সমূহে উপবেশন করাইবে ॥ ১২ ॥ সামর্থ্যানুসারে পিতৃপক্ষে অযুগ্ম ও দেবপক্ষে যুগ্ম ব্রাহ্মণ, নিযুক্ত করিবে ; নিত্যন্ত অসমর্থক্সে পিতৃপক্ষে

একটি ও দেবপক্ষে একটি ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিবে ॥ ১৩ ॥ এইরূপ ভক্তি-  
সহকারে বিশ্বদেব ব্রাহ্মণযুক্ত মাতামহ শ্রাদ্ধ করিবে । কিম্বা পিতৃপক্ষে  
ও মাতামহপক্ষে একটি বিশ্বদেব নিয়োগ করিবে ॥ ১৪ ॥ দেবপক্ষের  
ব্রাহ্মণগণকে পূর্বমুখে বসাইয়া ভোজন করাইবে । পিতৃপক্ষের ও মাতামহ-  
পক্ষের ব্রাহ্মণদিগকে উত্তরমুখে বসাইয়া ভোজন করাইবেন ॥ ১৫ ॥ হে নৃপ !  
কোন কোন মহর্ষিগণ বলেন যে, পিতামহবর্গের ও মাতামহবর্গের পৃথক্  
শ্রাদ্ধ করিতে হইবে । কাহারও বা মতে একত্র এক পাকেই উভয়বর্গের  
শ্রাদ্ধ করা যায় ॥ ১৬ ॥ বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণকে আসনের জন্য  
কুশ সমূহ প্রদান করিয়া, অর্ঘ্য বিধানানুসারে অর্চনা করত তাঁহাদের অনুমতি  
লইয়া দেবগণের আবাহন করিবে ॥ ১৭ ॥ পরে বিধানজ্ঞ ব্যক্তি যব-সহিত  
উদকদ্বারা যথাবিধানে দেবগণের অর্ঘ্য প্রদান করিবে ও মাল্য, গন্ধ, ধূপ, দীপ  
দান করিবে ॥ ১৮ ॥ অনন্তর বামভাগে পিতৃগণকেও অর্ঘ্যাদি প্রদান করিবে ।  
তৎপরে ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা গ্রহণ করতঃ ছইভাগে দর্ভ প্রদান করিবে ॥ ১৯  
পরে পণ্ডিত ব্যক্তি, পিতৃগণের আবাহন করিবে । রাজন ! পরে বামভাগে  
সতিলোদকদ্বারা অর্ঘ্যাদি প্রদান করিবে ॥ ২০ ॥ এই সময় অন্নলাভের  
ইচ্ছায় কোন পশিক অতিথি উপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি গ্রহণ-  
পূর্বক তাঁহার যথেষ্ট পূজা করিবে ॥ ২১ ॥ অবিজ্ঞাত স্বরূপ যোগীগণ লোকের  
উপকার করিবার জন্ত নানারূপ ধারণ করিয়া, এই পৃথিবীতে পরিভ্রমণ  
করেন ॥ ২২ ॥ হে নরেন্দ্র ! এই কারণে জ্ঞানী, শ্রাদ্ধকালে উপস্থিত অতিথির  
পূজা করিয়া থাকেন, অতিথি অপূজিত হইলে, শ্রাদ্ধফলকে বিনষ্ট  
করেন ॥ ২৩ ॥ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞা লইয়া, লবণ রহিত শাক  
প্রভৃতি ব্যঞ্জন ও অন্নদ্বারা তিনবার অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে ॥ ২৪ ॥  
রাজন ! তদ্বাচ্যে ‘অগ্নয়ে কব্যাবাহনায় স্বাহা’ এই মন্ত্র বলিয়া প্রথম আহুতি,  
‘সোমায় পিতৃমতে স্বাহা’ এই মন্ত্র বলিয়া, দ্বিতীয় আহুতি, ‘বৈবস্বতায় স্বাহা’  
এই মন্ত্র পাঠ করতঃ তৃতীয় আহুতি প্রদান করিবে ॥ ২৫ ॥ তৎপরে হতা-  
বশিষ্ট অন্ন লইয়া, অন্ন অন্ন পিতৃপাত্র সমুদায়ে নির্বপন করিবে । অনন্তর  
অত্যন্ত অভীষ্ট অতিসংস্কৃত মিষ্ট অন্ন ॥ ২৬ ॥ নিমজ্জিত দ্বিজগণকে দান  
করিয়া কোমল ভাবে বলিবে যে, আপনারা যথেষ্টরূপে ভোজন করুন ।

ব্রাহ্মণগণও তদগতচিত্ত হইয়া মৌনাবলম্বনে প্রসন্ন মুখে ভোজন করিবেন ॥ ২৭ ॥ শ্রাদ্ধকর্ত্তা ক্রোধ ও ঘরাহীন হইয়া, ভক্তিসহকারে ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করিবেন। অনন্তর রক্ষোদ্ব ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ ও ভূমিতে তিল ছড়াইয়া, সেই সকল দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে আপনার পিতৃলোকস্বরূপ চিন্তা করিবে ॥ ২৮ ॥ আমার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, ব্রাহ্মণশরীরে অধিষ্ঠান করতঃ তৃপ্তি লাভ করুন ॥ ২৯ ॥ আমার পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ, অগ্নিতে হোমদ্বারা আপ্যায়িত মূর্ত্তি হইয়া, পরিতৃপ্ত লাভ করুন ॥ ৩০ ॥ আমার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, ভূতলে মন্দস্ত পিণ্ডদ্বারা তৃপ্তিলাভ করুন ॥ ৩১ ॥ এই শ্রাদ্ধে আমি বাহা করিতে অসমর্থ হইলাম তাহাও পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, আমার ভক্তিদ্বারা সম্পন্ন জ্ঞানে পরিতৃপ্ত হউন ॥ ৩২ ॥ আমার মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহ এবং বিশ্বদেবগণ, পরিতৃপ্ত হউন, রাক্ষস সকল প্রনষ্ট হউক ॥ ৩৩ ॥ সমস্ত হব্য কব্য ভোক্তা অব্যায়াক্ষা যজ্ঞেশ্বর হরি এখানে রহিয়াছেন। তাঁহার সন্নিধানহেতু এইক্ষণেই সমুদায় রাক্ষস ও সমুদায় অসুর পলায়ন করুক, এই মন্ত্র কয়টি ভক্তিভাবে পাঠ করিতে হইবে ॥ ৩৪ ॥ পরে ব্রাহ্মণগণ পরিতৃপ্ত হইলে, কতক অন্ন ভূতলে ছড়াইয়া দিবে। পরে আচমনের জল ব্রাহ্মণগণকে, এক এক গণ্ডুষ জল প্রদান করিবে ॥ ৩৫ ॥ অনন্তর পরিতৃপ্ত ব্রাহ্মণগণ অমুক্তা প্রদান করিলে, সমাহিত মানসে তিল ও ব্যঞ্জনাদিসহিত উত্তম অন্নদ্বারা ভূমির উপর পিণ্ড দিবে ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর পিতৃতীর্থ দ্বারা তিলসহিত সলিলাঞ্জলি প্রদান করিবে। মাতামহদিগকেও পিতৃতীর্থদ্বারা পিণ্ড প্রদান করা উচিত ॥ ৩৭ ॥ এই সকল কার্যে যত্নপূর্ব্বক দক্ষিণা প্রদান করিবে। ইহার মধ্যে জলতীরে বা অন্য কোন উত্তম পরিস্কৃত স্থানে ॥ ৩৮ ॥ কিম্বা ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্টের নিকটে দক্ষিণাগ্র কুশ সকল বিস্তার করিয়া, প্রথমে পিতাকে পুষ্প, ধূপ, দীপাদি দ্বারা অর্জিত পিণ্ড প্রদান করিবে ॥ ৩৯ ॥ তৎপরে পিতামহকে একটি ও প্রপিতামহকে একটি পিণ্ড দিবে। অনন্তর হস্ত-লিপ্ত অন্ন বর্ষণপূর্ব্বক লেপভোগী পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিবে ॥ ৪০ ॥ অনন্তর গন্ধমালা প্রভৃতি সংযুক্ত পিণ্ড সকলদ্বারা মাতামহগণের পূজা করিয়া দ্বিজ সমূহকে আচমনীয় জল প্রদান করিবে ॥ ৪১ ॥ হে মনুষ্য ! অনন্তর

ভগ্নন হইয়া, ভক্তিপূর্বক “সুস্থধা” এই আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া, পিতৃসম্বন্ধী ব্রাহ্মণগণকে সামর্থ্যানুসারে দক্ষিণা প্রদান করিবে ॥ ৪২ ॥ অনন্তর দক্ষিণা-প্রদান করিয়া, বৈশ্বদেবিক ব্রাহ্মণগণের নিকট বলিবে যে, এই দক্ষিণা প্রদান দ্বারা বিশ্বদেবগণ প্রীত হউন। ঐ ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইবার উত্তর গ্রহণ করিবে ॥ ৪৩ ॥ হে মহামতে ! ব্রাহ্মণেরা “তথাস্তু” এই কথা বলিলে, তাঁহাদের নিকট হইতে আশীর্বাদ প্রার্থনা করিবে, প্রথমতঃ পিতৃ-সম্বন্ধী ব্রাহ্মণদিগকে, পশ্চাৎ দেবপক্ষের ব্রাহ্মণগণকে বিসর্জন করিবে ॥ ৪৪ ॥ দেবগণের সহিত মাতামহের শ্রাদ্ধ করিবার কালেও এইরূপ বিধান অব-লম্বনীয়। ভোজন, যথাশক্তি দান ও বিসর্জন পিতৃশ্রাদ্ধের ক্রমেই করিবে ॥ ৪৫ ॥ উভয় পক্ষের শ্রাদ্ধ স্থলেই অগ্রে দেবপক্ষীয় ব্রাহ্মণের পাদশৌচ প্রভৃতি কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে, পরন্তু পিতৃপক্ষীয় ও মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণের বিসর্জন অগ্রে করিতে হইবে ॥ ৪৬ ॥ অনন্তর প্রীতিবাক্য ও সম্মান পূর্বক পূজিত ব্রাহ্মণগণকে বিসর্জন করিবে। বিসর্জনকালে দ্বারপর্যন্ত পশ্চাৎ গমন করিয়া, তাঁহাদের অনুমতি অনুসারে প্রতিনিবৃত্ত হইবে ॥ ৪৭ ॥ তৎপরে বিজ্ঞ ব্যক্তি বৈশ্বদেব নামক নিত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। অনন্তর সংযতচিত্তে মান্ত ব্যক্তি, বন্ধু ও ভৃত্য প্রভৃতির সহিত একত্র ভোজন করিবে ॥ ৪৮ ॥ বিজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপে পিতৃশ্রাদ্ধ ও মাতামহশ্রাদ্ধ করিবেন, পিতামহগণ শ্রাদ্ধদ্বারা তৃপ্তিলাভ করিলে, সমুদায় কামনা পরিপূর্ণ করেন ॥ ৪৯ ॥ শ্রাদ্ধস্থলে দৌহিত্র, (ধেড়াপাত্র) কৃতপ ছাগলোম রচিত কঞ্চল তিল, রজত গ্রহণ, রজত দর্শন ও রজত কথা শ্রবণ, এতৎসমুদায় পবিত্রতাজনক ॥ ৫০ ॥ হে রাজেন্দ্র ! যিনি শ্রাদ্ধকর্ত্তা তাঁহার ক্রোধ, পথগমন ও কোন বিষয়ে ত্বরা পরিত্যাগ করা উচিত। যিনি শ্রাদ্ধে ভোজন করেন, তাহার পক্ষেও ঐ তিনটী কার্য্য কর্ত্তব্য নহে ॥ ৫১ ॥ মহারাজ ! সমুদায় শ্রাদ্ধকর্ত্তার প্রতি বিশ্বদেব পিতৃ মাতামহগণ ও তদ্বংশীয় সকলেই পরিভূপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫২ ॥ হে ভূপতে ! চন্দ্র পিতৃগণের আধার এবং চন্দ্র যোগাধার অতএব শ্রাদ্ধকালে শ্রেষ্ঠ যোগীকে নিয়োগ করা উচিত ॥ ৫৩ ॥ হে রাজন্ ! সহস্র শ্রাদ্ধভোজী ব্রাহ্মণের অগ্রে যদি একজন মাত্র যোগী অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে তিনি সমুদায় ভোক্তা এবং বজ্রমানকে উদ্ধার করেন ॥ ৫৪ ॥



## ষোড়শ অধ্যায় ।

ঔর্ষ্য করিলেন,—শ্রাদ্ধের দিনে ব্রাহ্মণদিগকে হবিষ্য করাইলে পিতৃগণ একমাস পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন, মৎস্য প্রদানে দুই মাস, শশকমাংস প্রদানে তিন মাস, পক্ষিমাংস প্রদানে চারি মাস, শূকর মাংস প্রদানে পাঁচ মাস, ছাগমাংস প্রদানে ছয় মাস, এণমাংস দিলে সাত মাস, কুরুমৃগমাংস প্রদান করিলে আট মাস, গবয়মাংস প্রদানে নয় মাস, মেঘমাংস প্রদানে দশ মাস, গোমাংস প্রদান করিলে এগার মাস পর্য্যন্ত পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন । পরন্তু যদি বাধীণসমাংস দেওয়া যায়, তাহা হইলে পিতৃলোক চিরদিন তৃপ্ত থাকেন ॥ ২ ॥ হে রাজন্ ! গণ্ডারের মাংস, কৃষ্ণশাক ও মধু, এই সমুদায় দ্রব্য শ্রাদ্ধকর্মে অত্যন্ত প্রশস্ত ও অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক ॥ ৩ ॥ পৃথিবীপতে ! যে ব্যক্তি পয়সাতে গমন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করে, তাহার জন্ম সফল হয় । তাহার পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন ॥ ৪ ॥ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! দেবধান্য, নীবারধান্য, বেত ও কৃষ্ণবর্ণ এই দুই প্রকার শ্যামাক ধান্য ও পশ্চাত্ত্বক প্রধান বন্যোষধি, এই সমুদায় দ্রব্য শ্রাদ্ধের উপযুক্ত ॥ ৫ ॥ যব, প্রিয়ঙ্গু, মুলা, গোধূম, ত্রীহি, তিল, শিথী, কোবিদার ও সর্বপ, এই সমুদায় ওষধি শ্রাদ্ধে প্রশংসনীয় ॥ ৬ ॥ হে নরেশ্বর ! অকুতাগ্রয়ণ ধান্য, রাজ মাস, সূক্ষ্ম শারী ধান্য ও ময়ূর-ধিহল ॥ ৭ ॥ অলাবু, গুঞ্জন, পলা, পিণ্ডাকৃতি মূলক, গান্ধার, করন্ত, উষর-ভূমিতে উৎপন্ন লবণ ॥ ৮ ॥ স্বভাবতঃ স্নেহং রক্তবর্ণ বৃক্ষনির্ধাস, প্রত্যক্ষ লবণ ও অপ্রশস্ত দ্রব্য শ্রাদ্ধকালে পরিত্যাগ করা কর্তব্য ॥ ৯ ॥ রাত্রিতে আনীত জল, অপ্রতিষ্ঠিত দীর্ঘিকাতির জল, গোসমূহে অতৃপ্তি কারক জল ভূর্গজ জল ও ফেনিল জল, শ্রাদ্ধযোগ্য নহে ॥ ১০ ॥ একশক জঙ্ঘর হৃৎ, উষ্ট্রহৃৎ, মৃগহৃৎ, মহিবহৃৎ, শ্রাদ্ধকর্মে পরিত্যাগ করিবে ॥ ১১ ॥ যণ্ড, অপ-বিদ্ধ, চাণ্ডাল, পাণ্ডু, উন্মত্ত, চিররোগী, কুল্লর, নগ্ন, বানর, গ্রামশূকর ॥ ১২ ॥ রজস্বলা নারী, জননাশৌচ ও মরণাশৌচবিশিষ্ট ও মৃতহারক, শ্রাদ্ধ দর্শন করিলে দেবগণ ও পিতৃগণ শ্রাদ্ধ ভোজন করেন না ॥ ১৩ ॥ অতএব সাব-ধানে সদাচার পরায়ণ লোকগণের সম্মুখে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রাদ্ধ করিবে ।

ভূমিতে তিল নিক্ষেপ করিয়া, নিশাচরগণকে দূর করিবে ॥ ১৪ ॥ হৃগন্ধি, কেশযুক্ত, কীটযুক্ত, কালিক-মিশ্রিত ও পয়্যাবিত অন্ন, শ্রাদ্ধে দেওয়া কর্তব্য নহে ॥ ১৫ ॥ ঞ্জাসহকারে নানগোত্র উল্লেখ করিয়া, পিতৃগণকে অন্ন দান করিলে, পিতৃগণ যদাহার যোগ্য হইয়া, অবস্থিতি করেন শ্রাদ্ধকর্তা তদাহার প্রাপ্ত হন । কলাপ নামক উপবনে পিতৃগণ মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুকে এই গীতা বলিয়াছিলেন যে, আমাদের বংশে সন্মার্গগামী এমন কোন সন্তান জন্মে যে, সে পুত্র গম্ভীর গিয়া সমাদরের সহিত আমাদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করে ॥ ১৭।১৮ ॥ আমাদের কুলে এমন কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে যে, সে আমাদের উদ্দেশে ভাদ্রমাসের মধ্যসংযুক্ত ত্রয়োদশী তিথিতে, ঘৃত-মধু-সংযুক্ত পায়স প্রদান করে ॥ ১৯ ॥ আমাদের বংশে এমন কোন পুত্র জন্মে, গৌরী কন্যা বিবাহ বা বৃষ উৎসর্গ করে, অথবা যথাবিধি দক্ষিণা দান করত অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয় ॥ ২০ ॥

ষোড়শ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## সপ্তদশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয় ! পূর্বকালে, সদাচার সমূহের বিষয়, মহাত্মা সগর জানিতে ইচ্ছা করিলে, ভগবান্ গুরু এই সকল কথা বলিয়া ছিলেন । আমি তোমার কাছে অশেষ প্রকারে সেই সদাচারের বিষয় বলিলাম । হে দ্বিজ ! সদাচার লক্ষন করিয়া কেহই মঙ্গল লাভ করিতে পারে না ॥ ১।২ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ভগবন্ ! ক্রীষ, অপবিদ্ধ ও উদকী কাহাকে বলে, তাহা আমার বিদিত আছে, কিন্তু নগ্ন কাহাকে, বলে তাহা আমি জানি না, এক্ষণে জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩ ॥ নগ্ন কে ? মনুষ্য কিরূপ আচরণ করিলে, নগ্ন সংজ্ঞা লাভ করে ? নগ্নের স্বরূপ বা কি ? এ সমুদায় আপনি যথাবিধি বলুন, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ৪ ॥ পরশর কহিলেন,—দ্বিজ ! বর্ণব্রতের আবরণ স্বরূপ ঋগ্ যজুঃ সাম সংজ্ঞক, ত্রয়ীকে যে ব্যক্তি মোহবশত পরিত্যাগ করে, সেই পাতকীর নাম নগ্ন ॥ ৫ ॥ হে ব্রহ্মন ! ত্রয়ীই সমস্ত

বর্ণের সংবরণ, অতএব এই ত্রয়ীরূপ সংবরণ পরিত্যাগ করিলে, নথ হয় ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৬ ॥ আমার ধর্মজ্ঞ পিতামহ বসিষ্ঠ, মহাত্মা তুমিকে এই বিষয়ে বাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥ হে মৈত্রেয়! তুমি যে আমার নিকট নথ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহা মহাত্মা মণিভারহাখন ভীষ্মের নিকট বলেন, তখন শুনিয়াছি ॥ ৮ ॥ হে দ্বিজ! পূর্বকালে কোন সময় দিব্য এক বৎসর ব্যাপিয়া দেবগণ ও অশুরগণের পরস্পর যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে হ্রাদ-প্রমুখ দৈত্যগণ দেবগণকে পরাজয় করেন ॥ ৯ ॥ অনন্তর দেবগণ কীর-সমুদ্রের উত্তর কূলে গমনপূর্বক বিষ্ণুর আরাধনার জন্য তপস্যা আরম্ভ করিলেন ও এই স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ দেবগণ কহিলেন, আমরা লোকপ্রভু বিষ্ণুর আরাধনার নিমিত্ত যে সকল বাক্য বলিব তদ্বারা সেই আদিভূত ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হউন ॥ ১১ ॥ যে মহাত্মা হইতে অনন্ত ভূতনিবহ উৎপন্ন হইয়াছে ও বাঁহাতে সকলেই বিলীন হইবে, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার স্তব করিতে সমর্থ হইবে ॥ ১২ ॥ হে প্রভো! তোমার স্তবোক্তির বিষয় যদিও আমাদের বাক্য ও মনের অগোচর, তথাপি আমরা শত্রুরূপ পরাজয় দ্বারা হীনবীর্য্য হইয়া, আপনাদের মঙ্গলার্থে তোমার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ॥ ১৩ ॥ তুমি পৃথিবী, তুমি সলিল, তুমি অগ্নি, তুমি বায়ু, তুমি আকাশ, তুমি সমুদায় অন্তঃকরণ, তুমি প্রকৃতি, তুমি প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র পুরুষ ॥ ১৪ ॥ হে ভূতানন্! তোমার একমাত্র মূর্ত ও অমূর্ত-ময় শরীর আত্মসত্ত্ব পর্য্যন্তও সমুদায় স্থান ও কালের বিভেদ করিতেছে ॥ ১৫ ॥ হে ঈশ্বর! সৃষ্টি করিবার জন্য তোমার নাভিকমল হইতে সমুৎপন্ন যে প্রথম মূর্তি, তিনিই ব্রহ্মা, তুমিই সেই ব্রহ্মা-স্বরূপ। আমরা ব্রহ্মরূপী তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১৬ ॥ আমরা ইন্দ্র, সূর্য্য, কুজ, বসু, অগ্নি, মরুৎ, সোম প্রভৃতি বিবিধ ভেদে বাঁহার স্বরূপ হইতেছি, সেই সমুদায় দেবতাস্বরূপ তোমাকে নমস্কার ॥ ১৭ ॥ হে গোবিন্দ! তোমার যে মূর্তি দত্তময় বিবেক শূন্য, কমা ও দাস্ত্যতা-বিবর্জিত, সেই দৈত্যরূপী তোমাকে নমস্কার ॥ ১৮ ॥ জগদ্রূপ নাড়ী সকল সমধিক জ্ঞানের আধার বলিয়া বাহাদের তেজ্য স্তিমিত, শব্দরূপ রস প্রভৃতি বিষয়ে বাহাদের আসক্তি, তাদৃশ বন্ধ-রূপী তোমাকে নমস্কার ॥ ১৯ ॥ হে পুরুষোত্তম! ক্রুরতা ও মায়ার অধিতীয়

আধার, যে মূর্তি ঘোর তমোময় বলিয়া খ্যাত তুমি সেই নিশাচর স্বরূপ তোমাকে নমস্কার ॥ ২০ ॥ হে জনাৰ্দ্দন ! দর্গস্থিত ধার্মিকগণের উত্তম ধর্মের কলস্বরূপ অদৃষ্ট, তোমারই রূপভেদ সেই অদৃষ্টরূপী তোমাকে নমস্কার ॥ ২১ ॥ বাহারা অগ্নি জল প্রভৃতি গমনীয় স্থানে গমন করেন, অথচ কিছুতেই লিপ্ত হন না, বাহারা সর্বদা প্রসন্নতাময়, তাদৃশ সিদ্ধগণ স্বরূপ তোমাকে নমস্কার ॥ ২২ ॥ হে হরে ! অক্ষমাই বাহাদের সর্বস্ব, বাহারা ক্রুর বাহাদের উপভোগে পরিতৃপ্তি হয় না, ঈদৃশ দ্বিজিহ্বগণরূপী তোমাকে নমস্কার ॥ ২৩ ॥ তোমার যে মূর্তি জ্ঞানময়, প্রশান্ত, দোষহীন ও পাপরহিত, সেই ঋষিরূপ তোমার মূর্তিকে নমস্কার ॥ ২৪ ॥ হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! তোমার যে মূর্তি, কল্যাণে অব্যবহৃত রূপে সমুদায় ভূতকে ভক্ষণ করে, সেই কালরূপী তোমাকে নমস্কার ॥ ২৫ ॥ তোমার যে মূর্তি দেব, মনুষ্য প্রভৃতি সমুদায় জীবসমূহকে নির্দেশ-রূপে ভক্ষণপূর্বক নৃত্য করে, তোমার সেই রক্তমূর্তিকে নমস্কার ॥ ২৬ ॥ হে জনাৰ্দ্দন ! বাহারা রজোগুণের পরিচালন কর্ষে প্রবৃত্ত হয়, তুমি সেই মনুষ্যস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার ॥ ২৭ ॥ হে সর্বাঙ্গ ! বাহারা অষ্টাবিংশতি প্রকার বধোপেত তমোময় ও উন্মার্গপ্রাপী, সেই পশুমূর্তি স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার ॥ ২৮ ॥ তোমার যে মূর্তি, জগতের সিদ্ধি সাধন বজ্রাক-স্বরূপ, বৃক্ষলতাদি ভেদে বিভিন্ন প্রকার, সেই উত্তিদাস্তক তোমাকে নমস্কার ॥ ২৯ ॥ তুমি সকলের আদি কারণ । ত্রিধাক্ষ, মানুষ্য, দেব, আকাশ, শল্য প্রভৃতি সকলই তোমার মূর্তি, অতএব সর্বস্বরূপী তোমাকে নমস্কার ॥ ৩০ ॥ হে পরমাত্মন ! তোমার যে মূর্তি প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অঙ্কুর প্রভৃতি প্রপঞ্চময় অশেষ জগৎ হইতে পৃথক্ সৃষ্ট, সকলের আদি, বাহার সদৃশ অন্য কোন রূপ নাই, সেই কারণ, কারণ মূর্তিস্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৩১ ॥ হে ভগবন্ ! তোমার যে মূর্তি, শুক্ল তম্বু প্রভৃতি রূপ রহিত, যে মূর্তির ব্রহ্মতা দীর্ঘতা প্রভৃতি পরিমাণ নাই যে মূর্তি বনাদি গুণশূন্য, বাহা সমুদায় বিশেষণের অগোচর, বাহা পবিত্র হইতেও পবিত্রতর, মহাবীরা যে মূর্তি দর্শন করিয়া থাকেন, সেই মূর্তিকে নমস্কার করিতেছি ॥ ৩২ ॥ যিনি আমাদের শরীরে অন্ত্যস্ত সমুদায় শরীরে ও সমুদায় পদার্থে অবস্থান করেন, যিনি জল ও অগ্নিরহিত, বাহা হইতে তির

আর কোন বস্তুই নাই, সেই ব্রহ্মরূপ, বিষ্ণুকে নমস্কার ॥ ৩৩ ॥ যিনি উৎপত্তিহীন এই সমুদায় প্রপঞ্চ যাহার রূপভেদ, পরমগদ ব্রহ্মই যাহার আত্মা, যিনি নিত্য অক্ষয় নির্মল প্রভু, যিনি নিখিল জগতের কারণীভূত, সেই বাসুদেবকে নমস্কার করি ॥ ৩৪ ॥ পরাশর বলিলেন,—স্তবের অবসান হইলে দেবগণ শঙ্খচক্রে-গদা-পাণি গরুড়াকূট পরমেশ্বর হরিকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৩৫ ॥ তখন সমুদায় দেবগণ তাঁহাকে নমস্কারপূর্বক কহিলেন, নাথ ! এসর ! হে আমরা শরণাগত, আমাদের দৈত্যগণ হইতে রক্ষা কর ॥ ৩৬ ॥ হে পরমেশ্বর ! হ্রাদ প্রভৃতি দৈত্যগণ ব্রহ্মার আদেশ লব্ধন করিয়া, আমাদের ত্রিলোক ও বজ্রভাগ হরণ করিয়াছে ॥ ৩৭ ॥ যদিও তুমি অশেষ জীবস্বরূপ ও আমরা তাহারা তোমার অংশ তথাপি আমরা অবিদ্যাভেদে জগত সমুদায় পরস্পর ভিন্ন দেখিতেছি ॥ ৩৮ ॥ আমাদের শত্রুগণ স্বস্ববর্ণধর্ম্মে প্রভু ও বেদমার্গাহুসারী ও তপঃসম্পন্ন, সুতরাং আমরা তাহাদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ৩৯ ॥ অমরোদ্ধানু ভগবন্ ! বাহাতে আমরা সেই সমুদায় অসুরকে নষ্ট করিতে পারি, তুমি আমাদের এক্ষণ কোন উপায় করিয়া দাও ॥ ৪০ ॥ পরাশর কহিলেন,—দেবগণ কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় শরীর হইতে মারামোহ উৎপাদন করিয়া সুরশ্রেষ্ঠগণকে প্রদানপূর্বক কহিলেন ॥ ৪১ ॥ শ্রীভগবান্ কহিলেন,—এই মারামোহ, সমুদায় দৈত্যকে মোহিত করিবে, পরে তাহারা বেদমার্গবিহীন হইলে, তোমরা অনায়াসে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে ॥ ৪২ ॥ হে দেবগণ ! হৃষ্টিরক্ষার জন্য ব্রহ্মা নিযুক্ত আছেন । যে সকল দৈত্য বা দেবতা ব্রহ্মার অধিকারের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারা আমরাই বধ্য ॥ ৪৩ ॥ হে দেবগণ ! এক্ষণে তোমরা গমন কর, ভয় করিও না ; এই মারামোহ অগ্রে অগ্রে তোমাদের উপকারের জন্য গমন করুক ॥ ৪৪ ॥ পরাশর কহিলেন,—বিষ্ণু এইরূপ কহিলে, দেবগণ তাঁহাকে প্রণামপূর্বক গৃহীত করিলেন । যেখানে অসুরগণ অবস্থিতি করিতেছে, মারামোহও তাঁহাদের সহিত সেই স্থানে গমন করিলেন ॥ ৪৫ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## অষ্টাদশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—মৈত্রেয় ! অনন্তর মায়ামোহ, সেই স্থান হইতে গমন করিয়া দেখিলেন সেই মহাসুরগণ নন্দদাতারে তপস্যা করিতেছে ॥ ১ ॥ হে দ্বিজ ! তখন মায়ামোহ দিগম্বর, মুণ্ডিতমস্তক ও বর্হিপত্রধারী হইয়া অসুরগণকে এইরূপ মধুর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ২ ॥ মায়ামোহ কহিল,—দৈত্য-পতিগণ ! তোমরা কেন তপস্যা করিতেছ তাহা বল । এই তপস্যাদ্বারা তোমরা ঐহিক না পারলৌকিক ফল ইচ্ছা কর ॥ ৩ ॥ অসুরগণ কহিল, মহা-মতে ! পারত্রিক-ফল লাভের জন্য আমরা তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছি এ বিষয়ে ভূমি কি বলিতে ইচ্ছা কর ॥ ৪ ॥ মায়ামোহ কহিল যদি তোমরা মুক্তির ইচ্ছা কর তাহা হইলে আমার বাক্যানুসারে কৰ্ম কর এবং মুক্তির অসংবৃত্ত দ্বার স্বরূপ মহাক্ত ধর্মের অনুষ্ঠান কর ॥ ৫ ॥ এই ধর্মই মুক্তির উপযোগী ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন ধর্ম নাই । এই ধর্মে অবস্থান করিলে স্বর্গ বা মুক্তি, বাহাতে অভিক্রটি তাহা পাইতে পারিবে । তোমরা সকলেই মহাবল । তোমরা এই ধর্ম গ্রহণ কর ॥ ৬ ॥ পরশর কহিলেন,— এইরূপে মায়ামোহ নানাপ্রকার মুক্তি প্রদর্শনদ্বারা পরিবর্তিত বাক্যসমূহদ্বারা দৈত্যগণকে বেদমার্গ হইতে অপাকৃত করিল ॥ ৭ ॥ ইহাতে ধর্ম হয়, ইহাতে অধর্ম হয় এইটী সং এইটী অসং ইহা মুক্তির কারণ, ইহাতে মুক্তিলাভ হয় না, ॥ ৮ ॥ ইহা অত্যন্ত পরমার্থ, এই কার্য পরমার্থ নহে, এইটী সংকার্য এইটী অকার্য এই বিষয় একরূপ নহে, ইহা স্পষ্ট এই প্রকার ইহা দিগম্বরদিগের ধর্ম, ইহা বহুবক্ত মনুষ্যের ধর্ম ॥ ৯ ॥ হে দ্বিজ ! এইরূপ অনেকপ্রকার সংশয় জনকবাক্য বলিয়া মায়ামোহ, দৈত্যগণকে স্বধর্ম পরিত্যাগ করাইল ॥ ১০ ॥ মায়ামোহ দৈত্যদিগকে বলিয়াছিল যে, তোমরা এই মহাধর্ম অর্হত মান্য কর । এই জন্য যাহারা এই ধর্ম গ্রহণ করে, তাহারা আইত নামে বিখ্যাত হয় ॥ ১১ ॥ মায়ামোহ, এইরূপে অসুরগণকে বেদধর্ম পরিত্যাগ করাইল অসুর সমূহও মায়ামোহ প্রভাবে মূঢ় হইয়া অন্যান্য জনকে ঐ ধর্ম গ্রহণ করাইতে লাগিল ॥ ১২ ॥ অসুর দীক্ষিত ব্যক্তিগণ

ও অন্য দৈত্যদিগকে, অন্য দৈত্যেরাও অপর দৈত্যদিগকে, তাহারা আবার আর আর ব্যক্তিকে, আর ব্যক্তিরাও অন্যান্য দৈত্যগণকে ঐ ধর্ম গ্রহণ করাইল ; অন্ন দিনের মধ্যেই বৈদিক-ধর্ম পরিত্যাগ করিল ॥ ১৩ ॥ অনন্তর মার্যামোহ রক্তাশ্বর পরিধানপূর্বক চক্ষুতে, অঞ্জন রাগ করিয়া অন্য অস্ত্রগণের নিকট গমনপূর্বক মৃদু মধুর বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ১৪ ॥

মার্যামোহ কহিল,—হে অস্ত্রগণ ! যদি নির্ঝণ যুক্তি বা স্বর্ণ তোমাদের কামনা থাকে, তাহা হইলে পশুহিংসাপ্রভৃতি ছষ্ট ধর্মে কোন কল হইবে না, জানিবে ॥ ১৫ ॥ এই সমুদায় জগৎ বিজ্ঞানময় বলিয়া অবগত হও । আমার বাক্য ভাল করিয়া বুঝ, এবিষয়ে পণ্ডিতগণ এইরূপ বলিয়াছেন যে ॥ এই জগৎ অনাধার । ইহা ভবসঙ্কটে নিয়ত পরিলম্ব করিতেছে । ইহা ভ্রম জ্ঞানগোচর অর্থাৎস্বপ্নে তৎপর ও রাগাদি দোষে সাত্ত্বিয় দূষিত ॥ ১৭।১৬ ॥

পরামর্শ কহিলেন,—মার্যামোহ, এইরূপ জ্ঞাত হও, এইরূপ বুঝিবে, এই রূপ বুঝিয়া রাখ, এই কথা বলিয়া দানবগণকে নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করাইল ॥ ১৮ ॥ মার্যামোহ, দৈত্যগণের নিকট এইরূপে নানাপ্রকার যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিল যে, তাহারা সেই বাক্যানুসারে স্ব স্ব ধর্ম পরিত্যাগ করিল ॥ ১৯ ॥ ধর্মত্যাগিগণ অন্যের নিকট কহিল । অন্যেও পরের নিকট প্রচার করিতে লাগিল । হে মৈত্রেয় ! দৈত্যেরা এইরূপে বেদোক্ত ও শ্রুতান্ত্র পুরম ধর্ম পরিত্যাগ করিল ॥ ২০ ॥ হে বিজ্ঞ ! অতিশয় মোহজনক মার্যামোহ, অস্ত্রান্ত বহুবিধ পাশুরূপ ধারণ করিয়া, অন্যান্য অস্ত্রগণকে মোহিত করিল ॥ ২১ ॥ এইরূপে মার্যামোহ মোহপ্রভাবে অস্ত্রগণ অল্প কালে বেদমার্গাপ্রিত সমুদায় কথা পরিত্যাগ করিল ॥ ২২ ॥ হে বিজ্ঞ ! তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বেদের নিন্দা করিল । কেহ কেহ বা দেবগণের নিন্দা আরম্ভ করিল, কেহ বা যজ্ঞাদি কর্মকলাপের, কেহ বা ব্রাহ্মণের নিন্দা করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥ যে কার্যে কোন প্রাণীর হিংসা হয়, ঐদৃশ কার্যে ধর্ম হয়, এই বাক্য কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে ! যত সবুহ অনলে দগ্ধ হইলে ফল প্রদান করে, ইহা বালকের-বোধ্য বাক্য ॥ ২৪ ॥ অনেক যজ্ঞদ্বারা দেবতা হইয়া, ইন্দ্রের সহিত যদি নদী প্রভৃতি কাঠ তোজন করিতে হয়, তবে দেবতা অপেক্ষা পশুও শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু পশু সর্বদা

ভক্ষণ করে ॥ ২৫ ॥ বজ্রহলে পণ্ডবধ করিলে, যদি সেই পণ্ড স্বর্ণ গমন করে, তবে বজ্রমান কেন আপনার পিতাকে বধ করেন না? ॥ ২৬ ॥ ভ্রাতৃকালে এক ব্যক্তি ভোজন করিলে যদি অন্য ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তাহা হইলে প্রবাস গমন কালে সঙ্গে খাদ্য দ্রব্য লইবার কি প্রয়োজন (পুত্রগণ প্রভার গৃহে আহ্বান করালেই প্রবাসীর তৃপ্তি হইতে পারে) ॥ ২৭ ॥ অতএব ইহা কেবল লোকের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিতেছে। তোমরা ইহা বিবেচনা করিয়া দেখ। ইহাতে উপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ হইতেছে আমি বাহা কহিলাম, তাহাতে তোমাদের ক্রটি হউক ॥ ২৮ ॥ অশ্বরগণ! আপু্যবাক্য কিছু আকাশ হইতে পতিত হয় না। তোমরা আমি বা অন্য ব্যক্তি, সকলেরই যুক্তিসঙ্গত বাক্য গ্রহণ করা উচিত ॥ ২৯ ॥ মায়ামোহ, এইরূপে বহুবিধ উপায় দ্বারা দৈত্যগণকে ঈদৃশ বিকৃতিভাবাগ্ন করিয়া দিল যে, তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিরই আর বেদে ক্রটি রহিল না ॥ ৩০ ॥

এইরূপে দৈত্যগণ কুপথগামী হইলে, দেবগণ পরম উদ্যোগ করিয়া তাহাদের নিকট যুদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন ॥ ৩১ ॥ হে দ্বিজ! অনন্তর পুনর্বার দেবাসুরের সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন দেবতারা সম্মার্গ বিক্ৰষ্ট অশ্বরগণকে বিনাশ করিলেন ॥ ৩২ ॥ পূর্বে অশ্বরগণের স্বধর্ম রূপ যে কবচ ছিল, তদ্বারাই তাহারা রক্ষিত ছিল, এক্ষণে সেই ধর্মরূপ কবচ নষ্ট হওয়াতে তাহারা বিনষ্ট হইল ॥ ৩৩ ॥

হে মৈত্রেয়! এই সময় অবধি যে সকল মনুষ্য মায়ামোহ-প্রবর্তিত ধর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারাই নয়। কারণ তাহারা বেদরূপ আবরণ পরিত্যাগ করিয়াছে ॥ ৩৪ ॥ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও পরিত্রাট, এই চতুর্বিধ আশ্রম আছে। পঞ্চম আশ্রম নাই ॥ ৩৫ ॥ হে মৈত্রেয়! যে ব্যক্তি গার্হস্থ আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, বানপ্রস্থ বা পরিত্রাট না হয়, সেই পাপাত্মা ও নথ বলিয়া গণ্য ॥ ৩৬ ॥ হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি সমর্থ হইয়া একদিনমাত্র বিধিবিহিত ক্রিয়া না করে, সে তদ্বিনেই পতিত হয়, তাহার পূর্বকৃত সমুদায় নিত্য কর্মও বিনষ্ট হয় ॥ ৩৭ ॥ হে মৈত্রেয়! বিপৎকাল ব্যতীত যে এক পক্ষ নিত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করে, সেই ব্যক্তি মহৎ প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধ হইতে পারে ॥ ৩৮ ॥ এক বৎসর কাল যে মনুষ্যের নিত্যক্রিয়া না হয়,



তাহাকে দর্শন করিলে সাধুদিগের সূর্য্য দর্শন করা কর্তব্য ॥৩০॥ হে মহামতে ! ঈদৃশ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে, বস্ত্রের সহিত স্নান করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় । কিন্তু সেই পাতকীর শুদ্ধি কিছুতেই হইতে পারে না ॥ ৪০ ॥ এই পৃথিবী মধ্যে যাহার গৃহে দেবগণ পিতৃগণ ও ভূতগণ, পূজা না পাইয়া নিখাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র প্রতিগমন করেন, তাহা হইতে আর পাণা-চারী নাই ॥ ৪১ ॥ যাহার শরীর ও গৃহ, দেবগণ, পিতৃগণ ও ভূতগণের নিখাসদ্বারা মলিন হয়, তাহার সহিত এক গৃহ, এক আসন বা এক পরিচ্ছদ দ্বারা সম্পর্ক করিবে না ॥ ৪২ ॥ যে ব্যক্তি উক্তপ্রকার পাতকীর সহিত একবৎসরকাল সন্তাষণ, কুশল প্রশ্ন বা একত্র উপবেশন করে সে তৎসদৃশ পাতকী হয় ॥ ৪৩ ॥ যে ব্যক্তি ঈদৃশ পাতকীর গৃহে ভোজন করে, বা তাহার সহিত একাসনে উপবেশন করে কিবা এক শয্যা শয়ন করে, সে তৎকণাৎ তৎসদৃশ হয় ॥ ৪৪ ॥

যে ব্যক্তি দেবগণের পিতৃগণের, ভূতগণের ও অতিথিগণের পূজা না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, সে পাতক ভোজন করে এবং তাহার নিকৃতি নাই ॥ ৪৫ ॥ ব্রাহ্মণ-প্রভৃতি বর্ণ চতুষ্ঠয় যদি স্ব স্ব ধর্ম্ম পরাভূত হয়, কিম্বা হীনবৃত্তি অবলম্বন করে, তাহা হইলে, নগ্ন-সংজ্ঞা লাভ করে ॥ ৪৬ ॥ হে মৈত্রেয় ! এক গৃহে যদি বর্ণচতুষ্ঠয় অভ্যন্ত সংসর্গ করে তাহা হইলে, সেই গৃহবাসে সাধু ব্যবহারের উপঘাত হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥ যে ব্যক্তি ঋষিগণকে, দেবগণকে, পিতৃগণকে, ভূতগণকে ও অতিথিকে পূজা না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, তাহার সহিত সংভাষণ করিলে লোকে নরকে গমন করে ॥ ৪৮ ॥ এই সকল কারণে বিজ্ঞ ব্যক্তি, বেদ পরিত্যাগ দূষিত এই সমস্ত নগ্ন ব্যক্তির সহিত কখন আলাপাদি বা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবেন না ॥ ৪৯ ॥ জ্ঞানবান্ লোকে, বধন বস্ত্রপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করেন, সেই সময় নগ্নগণ যদি অবলোকন করে তাহা হইলে শ্রাদ্ধকর্ত্তাদেশও সেইশ্রাদ্ধ পিতৃপিতামহগণের ভূপ্তি সাধন করিতে পারেন না ॥ ৫০ ॥

ঔনিরাজি, পূর্ব্বকালে ঋতধনু নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন । অতি ধর্ম্মপরায়ণা শৈব্যা নামী তাঁহার এক পত্নী ছিলেন ॥ ৫১ ॥ ঐ শৈব্যা পতিব্রতা মহাভাগ্যবতী সত্যনিষ্ঠা শৌচপরায়ণা দয়াপরভক্তা সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন।

ও বিনয়বিত্তা ছিলেন ॥ ৫২ ॥ সেই রাজা, শৈব্যার সহিত পরম সমাধি দ্বারা দেবদেব বিভূ জনাঙ্গিনের আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হন ॥ ৫৩ ॥ তিনি প্রতি দিন তন্মনা হইয়া, ভক্তি সহকারে হোম, জপ, দান, উপবাস ও পূজাদ্বারা আরাধনা করিতেন, অত্র বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন না ॥ ৫৪ ॥ একদা তাঁহার স্ত্রীপুরুষে কার্তিকী পূর্ণিমাতে উপবাস করিয়া, একত্রে তপস্বী-সলিলে স্নানপূর্বক উথান করিলেন ॥ ৫৫ ॥ এমন সময়ে সম্মুখে সমাগত এক পাবণ্ডকে অবলোকন করিলেন । হে দ্বিজ ! এই পাবণ্ড, মহাত্মা রাজার চাপাচার্য্যের সখা ॥ ৫৬ ॥ রাজা আচার্য্যগোরব স্মরণ করিয়া, সেই পাবণ্ডের সহিত আশাপ করিলেন, পরজ্ঞ তাঁহার পত্নী আরক্ততা দেবী শৈব্যা বাগ্ধতা হইয়া থাকিলেন ॥ ৫৭ ॥ তিনি উপোষিতা ছিলেন, বিবেচনা করিয়া সেই পাবণ্ডের দর্শন হওয়াতে সূর্য্য দর্শন করিলেন ॥ ৫৮ ॥

হে দ্বিজোত্তম ! অনন্তর সেই দম্পতী, যথারীতি আগমনপূর্বক বিধানানুসারে বিষ্ণুপূজা প্রভৃতি সমুদায় কৰ্ম্ম করিলেন ॥ ৫৯ ॥ কিছুকাল পরে শক্রজিৎ রাজা যত্নমুখে পতিত হইলেন । দেবী শৈব্যাও চিতাক্রম পতির অনুগমন করিলেন ॥ ৬০ ॥ রাজা উপোষিত হইয়া যে, পাবণ্ডের সহিত সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, সেই জন্য কুকুরঘোনিতে জনপরিগ্রহ করিলেন ॥ ৬১ ॥ তাঁহার পত্নীও কাশীরাজের হুহিতা রূপে জন্মিলেন । এবং সর্ষ-বিজ্ঞান-সম্পন্ন, সর্ষ-মূলকণ-সম্পন্ন, শোভনা ও জাতিস্মরা হইলেন ॥ ৬২ ॥ অনন্তর কাশীরাজ, কোন বরে কন্তা সম্ভাদান করিতে ইচ্ছা করিলে ঐ কন্যাই তাঁহাকে বিবাহের আরম্ভ হইতে নিবেদন করাতে রাজা বিব্রত হইলেন ॥ ৬৩ ॥ পরে কাশীপতি তনয়া শৈব্যা দিব্য চক্ষুদ্বারা দেখিলেন যে, তাঁহার পতি কুকুর হইয়া বিদিশা নগরীতে অবস্থান করিতেছেন । তখন তিনি সেই স্থানে গিয়া তদবস্থ ভর্তাকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৬৪ ॥ হে মহাভাগ ! ভর্তাকে তাদৃশ কুকুর হইতে দেখিয়া, কাশীরাজ-হুহিতা আদর পূর্বক তাঁহাকে উত্তম আহার প্রদান করিলেন ॥ ৬৫ ॥ তাঁহার ভর্তাও তৎপ্রদত্ত অভিলষিত অন্নাদিষ্ট অন্ন ভোজন করিতে করিতে খ-জাতি-যোগ্য চাটু প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥ স্বামীর চাটু দর্শনে বালা কাশীরাজ-হুহিতা অতীব লজ্জিতা হইলেন । তিনি কুঘোনিজাত ভর্তাকে প্রণামপূর্বক বলিতে আরম্ভ করি-

লেন ॥ ৬৭ ॥ পত্নী কহিলেন, মহারাজ ! আপনি শুক্ল সখা বোধে গৌরব প্রকাশপূর্বক যে প্রীতি-মধুর বাক্য ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার ফলে অন্য কুক্কর জন্ম গ্রহণ করিয়া এই প্রকার চাট করিতেছেন ; তাহা স্মরণ করুন ॥ ৬৮ ॥ প্রভো ! আপনি তীর্থস্থানের পর পাষাণ দর্শনে সন্তোষণ করিয়া এই কুৎসিত যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, ইহা কেন স্মরণ করিতেছেন না ? ॥ ৬৯ ॥

পরাশর কহিলেন,—কাশীরাজহুঁহিতা এইরূপ স্মরণ করিয়া দিল, কুক্কর পূর্ব জন্মের জন্য অনেকক্ষণ চিন্তা করিল ও পরে অতিদুর্লভ নির্বেদ প্রাপ্ত হইল ॥ ৭০ ॥ অনন্তর সেই কুক্কর নির্বিকল-হৃদয় হইয়া সেই নগণী হইতে নির্গমনপূর্বক পর্বতশৃঙ্গ হইতে মরুভূমিতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করতঃ শৃগাল যোনিতে জন্মগ্রহণ করিল ॥ ৭১ ॥ পবে দ্বিতীয় বৎসর সেই শৈব্যা দিব্য চক্ষুদ্বারা পতি শৃগাল যোনিতে উৎপন্ন হইয়াছেন দেখিয়া, তাহাকে দেখিবার জন্য কোলাহল পর্বতে পমন করিলেন ॥ ৭২ ॥ রমণীয়াকৃতি রাজকুমারী সেখানে শৃগাল যানি প্রাপ্ত ভর্তাকে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৭৩ ॥

পত্নী ক'হলেন,—রাজেন্দ্র ! কুক্কর যোনিতে অবস্থানকালে পূর্বে, পাষাণের দহিত আলাপ বিষয়ক যে পূর্বজন্ম-বৃত্তান্ত আপনাকে বলিয়াছিলাম, তাহা কি স্মরণ করেন ? ॥ ৭৪ ॥

পরাশর কহিলেন,—পরম সত্যনিষ্ঠ রাজা শতধনু, পত্নীর নিকট তাদৃশ বাক্য শ্রবণপূর্বক সমুদায় বৃত্তিতে পরিণেন এবং অনাগারে সেই কানন মধ্যেই শৃগাল দেহ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৭৫ ॥ অনন্তর তিনি বৃক হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, অনন্তর কাশীরাজতনয়া নির্জন্ম অরণ্যে প্রবেশপূর্বক বৃকরূপী ভর্তাকে পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিলেন ॥ ৭৬ ॥ মহাভাগ ! আপনি বৃক নহেন। আপনি শতধনু নামক রাজা। আপনি পুঙ্খ কুক্কর, পরে শৃগাল হইয় জন্মান ; এক্ষণে বৃক হইয়া জন্মিয়াছেন ॥ ৭৭ ॥ কাশীরাজহুঁহিতা এই কথা স্মরণ করাইয়া দিলে রাজা বৃকদেহ পরিত্যাগপূর্বক গৃধ্র হইয়া গিয়লেন। রাজকুমারী পুনর্বার গৃধ্রের নিকট গিয়া সমুদায় পূর্ববৃত্তান্ত ব্যাখ্যা বলিলেন ॥ ৭৮ ॥ কহিলেন, রাজন ! আপনি গৃধ্রের ন্যায় চেষ্ঠা করিবেন না, আপনি কে ? তাহা স্মরণ করিয়া দেখুন। পাষাণালাপ-জনিত

দোষে আপনি গৃহ হইয়াছেন ॥ ৭৯ ॥ পরে রাজা গৃহ-শরীর পরিত্যাগ করিয়া কাক হইলেন । তম্বী কাশীবাজ হুহিতা যোগবলে কাকরূপী ভর্তাকে জ্ঞানিয়া কহিলেন ॥ ৮০ ॥ প্রভো ! পূর্বের অশেষ ভূপ বশীভূত হইয়া যাহাকে বলি প্রদান করিত, এখনে সেই আপনি কাক হইয়া বলিভুক হইলেন ॥ ৮১ ॥

পরাক্ষর কহিলেন,—কাক জন্মেও রাজা এই প্রকার পূরুষজন্ম বৃত্তান্ত স্মারিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন ও পরে ময়ূর হইয়া জন্মিলেন ॥ ৮২ ॥ তখন কাশীবাজতনয়া ভর্তাকে ময়ূর হইয়া জন্মিতে দেখিয়া প্রতিক্ষণে ময়ূর-জাতির ভক্ষ্য পরম রমণীয় বিবিধ দ্রব্য প্রদান দ্বারা তৃপ্তি সম্পাদনপূর্ব্ব হুহিতাকে অনুগত করিতে লাগিলেন ॥ ৮৩ ॥

অনন্তর জনক রাজা অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, সেই যজ্ঞে সেই ময়ূরটিকে স্নান করাইলেন ॥ ৮৪ ॥ কাশীবাজনন্দিনী স্নান করিয়া রাজা ক্রুরাপ কুরুর শৃগাল পভূতিব ঘোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন ॥ ৮৫ ॥ ময়ূরকপী রাজাও ক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলেন । সেই মহাত্মা জনক রাজাদেই পুত্ররূপে উৎপন্ন হইলেন ॥ ৮৬ ॥

অনন্তর তম্বী কাশীবাজ-কন্যা পিতাকে শিবার আয়োজন করিতে বলিলেন । কাশীবাজও কন্যার নিমিত্ত স্বয়ম্বর সভা করিলেন ॥ ৮৭ ॥ যখন স্বয়ম্বর সভা হইল, তখন, রাজকন্যা, স্বীয় ভর্তাকে সমাপ্ত দেখিয়া পুনরবার ভর্তৃভাবে বরণ করিলেন ॥ ৮৮ ॥ জনক রাজার পুত্রও কাশীবাজ-তনয়ার সহিত বিবিধ ভোগ করিতে লাগিলেন । পরে জনক রাজার মৃত্যুর পর তিনি বিদগ্ধ দেশে রাজ্য করিতে লাগিলেন ॥ ৮৯ ॥ তিনি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন ও যাচকগণকে বহুসম্রাট দান দান করিতে লাগিলেন । কালক্রমে তাঁহার বহু পুত্র জন্মিল ; তিনি শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিলেন ॥ ৯০ ॥ তিনি ন্যায়ানুসারে রাজ্য ভোগ ও পৃথিবী পালন করিয়া, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রিয় জীবন পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৯১ ॥ সুশোচনা সতী রাজকন্যা, আনন্দের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় পুনরবার যথাবিধানানুসারে চিতাশায়ী মৃতপতির অনুগমন করিলেন ॥ ৯২ ॥ অনন্তর রাজা সেই রাজকন্যার সহিত, ইন্দ্রলোক ভ্রমণ-পূর্ব্বক বিবিধ কামপ্রদ অক্ষয় লোক গমন করিলেন ॥ ৯৩ ॥ হে দ্বিজোত্তম !

তিনি পরিত্যক্ত হইয়া অতুলনীয় অক্ষয় স্বৰ্গ চূর্ণভ দাম্পত্যসুখ ও পূৰ্ণার্জিত সমুদায় পুণ্যের ফল ভোগ করেন ॥ ১৪ ॥

হে বিজ্ঞ ! এই আমি তোমার সমীপে পাষণ্ডের সহিত সম্ভাষণের দোষ ও অশ্রমেধ যজ্ঞে নানের মাহাত্ম্য বলিলাম ॥ ১৫ ॥ অতএব পাষণ্ড পাপাত্মারো-  
দিগের সহিত আলাপ বা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না, বিশেষতঃ কে'ন  
নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া ও যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার সময় তাহাদের সংসর্গ  
পরিভ্রাণ করা অতীব কৰ্ত্তব্য ॥ ১৬ ॥ যাহার গৃহে এক মাস কাল নিত্য  
ক্রিয়ার অমুষ্ঠান না হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাদৃশ ব্যক্তির দর্শনে শুদ্ধির জন্য  
স্বর্ঘ্য দর্শন করিবেন ॥ ১৭ ॥ বিশেষতঃ পরাম্ভোজী বেদবিবোধী যে সকল  
পাপাত্মা, বেদ পরিভ্রাণ করিয়াছে, তাহাদিগকে দর্শন করিলে স্বর্ঘ্য দর্শন  
করা অতীব কৰ্ত্তব্য ॥ ১৮ ॥ পাষণ্ড, বিকর্ষস্থ, বিভালব্রতী, শঠ, হৈতুতা ও বহু-  
বৃদ্ধি, এই সকল যজ্ঞ্যকে বাক্যমাত্র দ্বারাও অর্চনা করিবেন না ॥ ১৯ ॥  
সম্পর্কের কথা দূরে থাকুক, একত্রে পাপীদিগের সহিত অবস্থানেও দোষ স্পর্শ,  
এই জন্ত তাদৃশ ব্যক্তিগণের সঙ্গ যতপূর্বক পরিহার করিবে ॥ ১০০ ॥

নথ কাহাকে কহে তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিলাম; ইহারা শ্রাদ্ধ  
দর্শন করিলে শ্রাদ্ধ বিনষ্ট হয়। ইহাদের সহিত সম্ভাষণ করিলে এক দিনের  
পুণ্য প্রনষ্ট হয় ॥ ১০১ ॥ এই পাপাত্মাদিগের নাম পাষণ্ড। পণ্ডিত ব্যক্তি  
ইহাদের সহিত আলাপ করিবেন না। ইহাদের সহিত সম্ভাষণ করিলে  
সেই দিনের উপার্জিত পুণ্য ক্ষয় হয় ॥ ১০২ ॥ নিরর্থকরূপধারী, বিনাকারণে  
হুণ্ডিতমুণ্ড, দেবাতিথি পূজা ব্যতিরেকে আহারকারী, সর্বপ্রকার শোচনীয়,  
তর্পণ কিম্বা পিতৃনিগদানে পরাস্থ; এই সকল ব্যক্তির সম্ভাষণমাত্র করিলেও  
বহুব্যগণ নরকে গমন করে ॥ ১০৩ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

তৃতীয় অংশ সমাপ্ত।

# বিক্রপুৰাণ ।

## চতুর্থ অংশ ।

### প্রথমাধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ভগবন্ ঋষদেব ! সমাগামুদারী মনুষ্যগণের, নিত্য ও নৈমিত্তিক যে সকল কৰ্ম্ম করা কর্তব্য, আপনি তাহা আমাকে বলিয়াছেন ॥ ১ ॥ হে ঋষো ! আপনি আশ্রম-সমূহর ও বর্ণচতুষ্টয়ে ধৰ্ম্মও বলিয়াছেন । এক্ষণে আমি বংশ সকলের বিবরণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর । আপনি তাহা বলুন ॥ ২ ॥

পরাম্বর কহিলেন,—মৈত্রেয় ! এক্ষণে মনু বংশ শ্রবণ কর ; নানা ব্রজ-কর্তা বীর শূর ভূপালগণ উৎপন্ন হইয়া এই বংশকে, অলঙ্কৃত করিয়াছেন । এই ভূপালগণের আদি পুরুষ ব্রহ্মা । এই প্রকার উক্ত আছে যে “যে ব্যক্তি আদিপুরুষ ব্রহ্মা হইতে সমগ্র মনুবংশ প্রতিদান স্মরণ করে, কখনও তাহার বংশ সমুচ্ছেদ হয় না” ॥ ৩ ॥ হে মৈত্রেয় ! পূর্বোক্ত কারণে অশেষবিধ পাপ প্রকাশনের জন্য এই মনু বংশ যথামুক্রমে শ্রবণ কর । সেই বংশের বিবরণ এই প্রকার ;—পূর্বে সৃষ্টির প্রাকালে, ভগবদ্বিমুখ পরমব্রহ্মের মূর্তি স্বরূপ অনাদি, সকল জগতের আদিভূত ঋগ্-যজুঃ-সামময় হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা ব্রহ্মাও হইতে আবির্ভূত হন ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ প্রজাপতি জন্ম গ্রহণ করেন । দক্ষের অদিতিনামী কন্যা, অদিতির পুত্র স্বৰ্ঘা, স্বৰ্ঘোর পুত্র মনু । মনুর যে কয়জন পুত্র হয়, তাঁহাদের নাম ইক্ষ্বাকু, নৃগ, ধৃষ্ট, শৰ্য্যাপতি, নরিস্যন্ত, প্রাণ্ড, নাভাগ, নেদিষ্ঠ, কল্লব, পৃথু \* ॥ ৫ ॥ মনু, পুত্রোৎপত্তির পূর্বে

\* কেহ কেহ অৰ্ধ করেন ইক্ষ্বাকু পুত্র নৃগ, নৃগ পুত্র ধৃষ্ট ইত্যাদি ।

পুত্র কামনায়া মিত্রাবরুণ নামক দেবদ্বয়ের প্রীতির জন্য যজ্ঞ করেন ॥ ৬ ॥  
 মনুপত্নীর প্রার্থনানুসারে হোতা কন্যা, লাভের সংকল্প করিতে, ঐ বৈকল্পিক  
 যজ্ঞে ইলানাম্নী কন্যা উৎপন্ন হইল ॥ ৭ ॥ হে মৈত্রেয় ! মিত্রাবরুণদেবের  
 অনুগ্রহে সেই ইলানাম্নী মনুর কন্যাই সূহায়নামক হইল । পুনর্বার  
 ঈশ্বরকোপে ঐ সূহায় কন্যা হইয়া, চন্দ্রপুত্র বুধের আশ্রম সমীপে ভ্রমণ  
 করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥ বুধ সেই কন্যাতে অহুরক্ত হইয়া তাহাতে পুরুষবা-  
 নামক পুত্রকে উৎপাদন করিলেন ॥ ৯ ॥ পুরুষবা জন্মগ্রহণ করিলে পর, অমিত  
 তেজা পরমর্ষিগণ সূহায়ের পুস্ত্র অভিলাষে ঋতুময়, যজুর্ময়, সামময়, অধর্ক-  
 ময়, সর্গময় ও মনোময় কিন্তু পরমার্থতঃ অকিকিন্ময়, ভগবান্ যজ্ঞপুরুষ-  
 রূপী শিবের আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ ভগবানের প্রসাদে ইলা  
 পুনর্বার পুরুষ, সূহায় হইলেন ॥ ১১ ॥

সেই সূহায়ের তিন পুত্র হয় ; তাঁহাদের নাম উৎকল, গয় ও বিনত ।  
 সূহায় পূর্বে স্ত্রী ছিলেন বলিয়া রাজ্যভাগ প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ১২ ॥ সূহায়ের  
 পিতা বসিষ্ঠ বাক্যানুসারে সূহায়কে প্রতিষ্ঠান নামক নগর প্রদান করেন ।  
 সূহায়ও ঐ নগর, পুরুষবাকে দান করিলেন । পৃথক পৃথক গোবধ করিয়া-  
 ছিলেন বলিধা শূদ্রস্ব প্রাপ্ত হন ॥ ১৩ ॥ করুষ হইতে কারুষ নামে মহাবল  
 ক্ষত্রিয়গণ উৎপন্ন হন ॥ ১৪ ॥ নেদিষ্ঠপুত্র নাভাগ, বৈশ্যতা প্রাপ্ত হন ॥ ১৫ ॥  
 নাভাগের বৈশ্যত্ব প্রাপ্তির পূর্বে ভলন্দন নামে পুত্র হয় । তাঁহার পুত্র  
 উদার, কীর্ত্তি বৎসপ্রি । বৎসপ্রির পুত্র প্রাংগু । প্রাংগুর প্রজানি নামে এক  
 পুত্র হয় । তৎপুত্র খনিত্র, তৎপুত্র ক্ষুপ । ক্ষুপের অবিবংশ নামা এক মহা-  
 বল পরাক্রান্ত পুত্র হয় । তাঁহার পুত্র বিবিশং, তৎপুত্র খনীনেত্র । তৎপুত্র  
 অতিবিকৃতি । তৎপুত্র ভূরিবল পরাক্রান্ত করঙ্কম । তৎপুত্র অবিষ্কি ।  
 অবিষ্কিরও অতি বলশালী মরুস্ত নামে পুত্র হয় ॥ ১৬ ॥ আজ পর্যন্ত, মরুস্ত-  
 সম্বন্ধে এই শ্লোকদ্বয় গীত হইয়া থাকে । যথা “মরুস্ত রাজার যে প্রকার  
 যজ্ঞ হয়, ভুবনে তাদৃশ যজ্ঞ আর কোথায় হইয়াছে ? সেই যজ্ঞে সর্বপ্রকার  
 যজ্ঞীয় বস্তুই সুবর্ণময় ছিল । সেই যজ্ঞে, সোমশানে ইন্দ্র হুষ্ঠ হন ও দক্ষিণা  
 দ্বারা ব্রাহ্মণগণ সন্তোষ লাভ করেন । এই যজ্ঞে ষ্বেদগণ অগ্নাদি পরিবেশন  
 করেন ও সদস্য হন ॥ ১৭ ॥ চক্রবর্তীরাজা মরুস্ত নরিয়ান্ত নামে পুত্র লাভ

করেন। তৎপুত্র দম, দমেরও রাজ্য বর্দ্ধন নামে এক পুত্র জন্মে। রাজ্য-বর্দ্ধনের স্মৃতি নামা পুত্র হয়। তৎপুত্র নর। তৎপুত্র কেবল। তৎপুত্র বন্ধু-মান্। তৎপুত্র বেগবান্। তৎপুত্র বুধ। বুধপুত্র তৃণবিন্দু, তৃণবিন্দুর প্রথমে ইলিবিলা নামে এক কন্যা জন্মে, পরে অলম্বুষা নামী অপ্সরা সেই তৃণবিন্দুকে তজ্জন্য করেন। তাঁহার গর্ভে তৃণবিন্দুর বিশাল নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়, ঐ বিশাল, বৈশালী নামে এক পুরী নির্মাণ করেন। বিশালের হেমচন্দ্র নামে পুত্র জন্মে। হেমচন্দ্রের পুত্র সূচন্দ্র, তাহার পুত্র ধূম্রাশ্ব। তৎপুত্র সৃষ্ণয়। তৎপুত্র সহদেব। সহদেবের কুশাশ্ব নামা পুত্র হয়। তৎপুত্র সোমদত্ত। এই সোমদত্ত দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। সোমদত্তের পুত্র জনমেজয়। তৎপুত্র সূমতি। এই বিশালবংশীয় নরপতিগণ ॥ ১৮ ॥ ইহাদের সম্বন্ধে এক শ্লোকও গীত হয়, “তৃণবিন্দুর প্রসাদে সকল বিশালবংশীয় নৃপতিগণ, দীর্ঘায়ু মহাত্মা, বীৰ্য্যবান্ ও অতর্ধাশ্রিক ছিলেন ॥ ১৯ ॥

শর্য্যাতির স্ককন্যানাম্নী এক কন্যা হয়। তাহাকে চ্যবন বিবাহ করেন। শর্য্যাতির আনর্ত্ত নাম এক পরমধার্মিক পুত্র জন্মে। আনর্ত্তেরও রেবত নামে এক পুত্র হয়। সেই রেবত রাজ্য আনর্ত্তের বিষয় ভোগ করেন ও কুশস্তম্বীনাম্নী পুত্রীতে বাস করেন। রেবতের ও রৈবত ককুদ্রীনাম্নী অতিপর্ণাশ্বা এক পুত্র ছিলেন, এবং তিনি একশত রেবতপুত্রের মধ্যে সর্ক-জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার রেবতী নামে এক কন্যা হয়। রৈবতককুদ্রী, “এই কন্যা, কাহার উপযুক্তা” এই কথা ভগবান্ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ব্রহ্মলোকে গমন করেন, সেই সময় ব্রহ্মলোকে, হাহা ও হুহ নামে গন্ধর্ব্বদ্বয় অতিতানযোগে গান করিতেছিলেন ॥ ২০ ॥ তখন যড়জ্জ মধ্যম, গান্ধারাদি স্বর পরিবর্ত্তনে, অতি মনোহর সেই গান শ্রবণ করিতে কবিত্তে রাজা। অনেক যুগের পরিবর্ত্তন পর্যন্ত অবস্থান করিয়াও বোধ কবিলেন, যেন এক মুহূর্ত্তকাল তিনি গান শ্রবণ করিতেছেন ॥ ২১ ॥ পরে গীত সমাপ্ত হইলে, রৈবতকরাজ, ভগবান্ ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া কন্যার উপযুক্তবরের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন, “যে তোমার কোন্ বর অভিযত, তাহা বল।” তখন রৈবতক রাজা পুনর্বার ভগবান্ অজ্ঞযোনিকে প্রণাম করিয়া আপনার অভিযত বর



সকলের নাম করতঃ কহিলেন, ইহাদের মধ্যে কোন বর আপনার অভিমত, কাহাকে আমি এই কন্যা প্রদান করিব। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা মস্তক দ্বৈধঃ অবনত কবিত্বা হাস্যপূৰ্ণক কহিলেন ॥ ২২ ॥ যে সকল তোমার অভিমত বরের কথা বলিলে, অবনীতলে, এক্ষণে ইহাদের পুত্র পৌত্রাদির পুত্রাদিও বৰ্ত্তমান নাই, কারণ তোমার এই স্থলে গীত শ্রবণের মধ্যে বহু যুগ সকল অতীত হইয়াছে। এক্ষণে ভূতলে অষ্টাংশিতম, মহুর অধিকারের চতুর্যুগ গত প্রায় এবং চতুর্থ কলিযুগও আসন্ন, এক্ষণে তুমি একাকী অন্ত কোন বরকে কস্তারত্ব প্রদান কর। এইকালের মধ্যে তোমাব মস্তি, মিত্র, ভৃত্য, কলত্র, বন্ধু, সৈন্য ও কোষাদি অত্যন্ত অতীত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥ তখন বৈবতক ভর সহকারে ভগবান্কে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান্ এইরূপ অবস্থায় আমার কথা কাহাকে প্রদান করা যায় ? অনন্তর ভগবান্ সপ্তলোকগুরু পদ্মযোনি ব্রহ্মা অবনতকন্দর-কৃতাজলি রাজাকে কহিলেন ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, জন্মরহিত যে ভগবানের আদি, মধ্য বা অন্ত, আমরা কিছুই জানি না, যিনি সর্বগত ও ধাতা। যে পরমেশ্বরের স্বরূপ পর, স্বভাব বা বলের বিষয়ও আমরা জানি না ॥ ২৬ ॥ কলামুহূর্ত্তময় কালও বাঁহার বিভূতির পরিণামে কারণ নহ, \* বাঁহার জন্ম বা নশ নই, যিনি সনাতন ও সর্বস্বরূপ ও বাঁহাকে নামদ্বারা নির্দেশ করিতে পারা যায় না ॥ ২৭ ॥ বাঁহার অমুগ্রহে আমি প্রজাগণের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াছি, বাঁহার ক্রোধনয় ক্রুদ্ধ জগতের অন্তকর্ত্তা ও স্থিতকালে পুরুষ† স্বরূপ যে পরম হইতে উৎপন্ন হইয়া জগতের স্থিতি কর্ত্তা ॥ ২৮ ॥

যিনি জন্মহীন হইয়াও মৎস্বরূপ গ্রহণ করতঃ সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি দ্বিতি কালে স্বয়ং পুরুষবিষ্ণুরূপী, যিনি ক্রুদ্ধস্বরূপে এই জগতের প্রলয় করেন, এবং যিনি অনন্ত শবীর পরণ কবিত্ব। এই সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া বহি-

\* ইহার ভাব এট,—পদ্যার্থঃ। বিভূতি কালক্রমে কুণ্ঠিতা যাব কারণ, তাহা অতি। কিন্তু ভগবানের বিভূতি মিথ্য, তিরকালই তাহা সমভাবেই রহিয়াছে; বাগ তাহার পরিমাণ করিতে দাৰ্ঘ্য হয় না।

† তোমার সদৃশ অন্ত কোন পুরুষ এক্ষণে বর্ত্তমান নাই; সুতরাং তুমি একাকী (সম্ভ্রান্তীয় স্থত)।

ছেন, ॥২৯॥ যিনি ইন্দ্রাদিরূপে বিশ্বের পরিপালন করেন, যিনি সূর্য্য  
শ্রেণীরূপে অন্ধকার বিনষ্ট করেন, পৃথিবীস্বরূপী যে ভগবান্ পাকেব জন্ত  
অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া সকল লোকের পোষণ করিতেছেন ও যিনি  
অব্যয়ান্ধা ॥৩০॥ যিনি ঋস্বরূপে জীবগণের চেষ্টা করিতেছেন, যিনি জগদ্রূপে  
লোক সমূহের তৃপ্তি করিতেছেন। বিশ্বের স্থিতির জন্ত যিনি আকাশরূপে  
অবস্থিতি করতঃ সকলের অবকাশ প্রদান করিতেছেন ॥৩১॥ যিনি সৃষ্টি-  
কর্ত্ত্বরূপে আপনাকেই আপনি সৃজন করিতেছেন, যিনি আপনাদ্বারা  
পালিত, অখচ স্বয়ং প্রতিপালক, যিনি বিশ্বসংসারের অধিকারী হইয়া ও স্বয়ং  
সংগৃহীত হইতেছেন, বাঁহা হইতে পৃথক পদার্থ আর কিছুই নাই ও যিনি  
অব্যয়ান্ধা ॥৩২॥ যাঁহাতে জগৎ অবস্থিত, যিনি এই জগৎ স্বরূপ, আবার  
এই জগতেই যিনি আশ্রিত, অখচ যিনি স্বয়ম্ভূ। হে নৃপতে ! যিনি সৃষ্ণের  
কারণ, যিনি স্বকীয় অংশে এই পৃথিবীতে অবগীর্ণ হইয়াছেন ॥৩৩॥ হে ভূপ !  
পূর্ব্বকালে তোমার যে অমরাবতীতুল্য রমণীয় কুশল্গা নানে পুরী ছিল, সেই  
পুরী এক্ষণে দ্বারকা নাম্নী পুরী হইয়াছে, সেই পুরীতে সেই ভগবান্  
বিষ্ণু স্বকীয় অংশে বলদেব নাম গ্রহণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন ॥৩৪॥  
হে নরেন্দ্র ! সেই নাম্নামুজ ভগবান্ বলদেবকে, তোমার এই কথাকে পত্নী-  
রূপে প্রবান কর। এই বলদেব, জগতে শ্লাঘ্যতম, তোমার এই তনয়াও স্ত্রীরত্ন-  
ভূতা ; অতএব ইহীদের পরস্পর যোগ সদৃশ তাহার সন্দেহ নাই ॥৩৫॥

পরশরু কহিলেন,—ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা বলিলে পর রাজা বৈরতক,  
পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সকল পুরুষই হুস, অন্নাতভাঃ, অন্নগীর্ষ্য  
ও হীনবিবেক হইয়াছে ॥৩৬॥ তখন অতুলধী নরেন্দ্র আপনার পুরী কুশল-  
লীকে অস্ত্র প্রকার দেখিলেন, অনন্তর সেখানে বলদেবকে স্বকীয় কস্তা প্রদান  
করিলেন। ভগবান্ বলদেবের বক্ষঃস্থল ক্ষুটক পর্কতের স্মার উভ বর্ষ  
ছিল ॥৩৭॥ ভগবান্ বলদেব, সেই রেবতীকে আত দীর্ঘায়ব দেখিয়া স্বকীয়  
লাঙ্গলাগ্রদ্বারা তাঁহাকে নন্দ্রাকার করিলেন ; তখন বেবতীও তৎকালীন অস্ত্র  
বনিতার স্মার ধর্কাকার হইলেন ॥৩৮॥ বলদেব, সেই বৈবতীকেও রেব-  
তীকে যথা বিধানে বিবাহ করিলেন, অনন্তর ধীরশ্রব বৈবতক রাজাও তত্তা  
প্রদানান্তে তপস্তা করিবার জন্ত হিমালয়ে গমন করিলেন ॥৩৯॥

## দ্বিতীয় অধ্যায় ।

পরামর্শ কহিলেন,—যে কালের মধ্যে কক্কদ্বী রৈবত, ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন, তাহার মধ্যে পুণ্যজন-নামধেয় রাক্ষসগণ তাঁহার সেই কুশংহলীনারী পুরী ধ্বংস করে ॥ ১ ॥ সেই সময় রৈবত রাজার একশত ভ্রাতা পুণ্যজন-সংজ্ঞক রাক্ষসগণের ভয়ে দিগ্বিদিকে পলায়ন করিল। সেই ভ্রাতৃশতের বংশে উৎপন্ন ক্ষত্রিয়গণ, সকল দিকেই অবস্থিতি করেন। ধৃষ্টের বংশীয়েরা ধাট্টুক নামে অভিহিত হন। নভাগের পুত্র নাভাগ, তৎপুত্র অম্বরীষ, অম্বরীষের বিকূপ নামে পুত্র হয়। বিকূপের পুত্র পৃষদশ্ব, তাঁহার পুত্র রথীতর। সেই রথীতরের সম্বন্ধে একটি শ্লোক গীত হয় যে, “এই রথীতরের বংশীয়েরা ক্ষত্রিয়, অথচ আশ্বিরস বলিয়া তাঁহাদিগকে ক্ষত্রো-পেত রাক্ষস বলা যায় ॥ ২ ॥ হাঁচিবার সময় মন্থর ভ্রাণ ইন্দ্রির হইতে ইক্ষ্বাকু নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহার একশত পুত্রের মধ্যে বিকৃক্ষি, নিমি ও দণ্ড-নামে তিন পুত্র শ্রেষ্ঠ। শকুনিগ্রমুখ তাঁহার পঞ্চাশৎ পুত্র উত্তরাপথে রাজা হন, অপর আটচল্লিশ জন পুত্র দক্ষিণাপথে রাজা হন ॥ ৩ ॥ সেই রাজা ইক্ষ্বাকু বিকৃক্ষিকে উৎপাদন করিয়া এক দিবস অষ্টকা শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহাকে আজ্ঞা করিলেন, “তুমি শ্রাদ্ধোচিত মাংস আনয়ন কর” ॥ ৫ ॥ বিকৃক্ষি, “যে আজ্ঞা” এই বলিয়া, বন গমনপূর্বক অনেক মুগ্ধ হননান্তে, অতিশয় শ্রান্ত ও ক্ষুধাপীড়িত হইলেন। তখন তিনি, সেই সমাল্লত মৃত-পশুগণের মধ্য হইতে একটি শশক ভক্ষণ করিলেন ও ভক্ষণান্তে অপর মাংস সকল আনয়ন করতঃ পিতাকে প্রদান করিলেন। অনন্তর রাজা ইক্ষ্বাকু, ইক্ষ্বাকুকুল প্রবেশিত বসিষ্ঠকে সেই মাংস সকল বুইতে বলিলেন। তখন বসিষ্ঠ কহিলেন, এই অপবিত্র মাংসে কি প্রয়োজন? তোমার এই ছরান্না পুত্র মাংস সকল নষ্ট করিয়াছে; কারণ, এই পুত্র ইহার মধ্য হইতে একটি শশক ভক্ষণ করিয়াছে। গুরু এই কথা বলিলে, বিকৃক্ষি তখন শব্দ নামে বিধাত হইলেন ও তাঁহার পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। পরে ইক্ষ্বাকু মৃত হইলে, শব্দ এই অখিল পৃথিবীকে ধর্ম্মাহুসারে শাসন করিতে লাগিলেন। শব্দের পরজর নামে পুত্র হয় ॥ ৬ ॥ আর ঠেহাও শুনা যায় যে, পূর্ব-

কালে ত্রেতাযুগে দেবতা অসুরগণের পরস্পর অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। পরে অতি বল অসুরগণ দেবগণকে পরাজয় করিলে, দেবগণ ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর অনাদি-নিধন সৰুল জগতের গতি ভগবান্ নারায়ণ দেবগণের উপর প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, তোমরা যাহা অভিলাষ করি-  
য়াছ তাহা আমি জানিয়াছি; এক্ষণে তোমাদের অভিলাষ কিসে নিষ্পন্ন হইবে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৮ ॥ শশাদ নামক রাজর্ষির পুত্ররাজ্য নামে এক ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ পুত্র আছে। আমি তাহার শবীরে স্ত্রী অংশে অবতীর্ণ হইয়া সকল অসুরগণকে বিনষ্ট করিব। এই কারণে তোমরা অসুর বধের জন্য পরজয়কে কার্য্যোদ্যোগী কর। দেবগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া, ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করতঃ পরজয় নিকটে আগমন করিলেন ॥ ৯ ॥

দেবগণ আগমন করিয়া পরজয়কে কহিলেন, হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! আমরা তোমার নিকট অভ্যর্থনা করিতেছি যে, আমরা অরাতিবধে প্রবৃত্ত, তুমি আমাদের সহায়তা করিও ॥ ১০ ॥ এই কারণ আমরা তোমার নিকটে আশি-  
য়াছি, তুমি আমাদের প্রণয় উদ্ধ করিও না। দেবগণ এই কথা বলিলে, পরজয় কহিলেন, এই সকল ব্রৈলোক্যের অধিপতি শতক্রতু, যিনি তোমাদের ইন্দ্র, ইহার স্বন্ধে আরোহণপূর্ব্বক আমি যদি শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পাই, তাহা হইলে আমি তোমাদের সহায়, নচেৎ নহি। এই কথা শ্রবণ করিয়া সকল দেবগণ ও ইন্দ্র “আচ্ছা তাহাই হইবে” ইহা স্বীকার করিলেন ॥ ১১ ॥  
অনন্তর দেবাসুর সংগ্রামে বুধভরুপধারি ইন্দ্রের ককুৎ (স্কন্ধ) প্রদেশে অব-  
স্থিত, হর্ষমগ্নিত, রাজা পরজয়, চরাচরগুরু ভগবান্ অচূতের তেজঃপ্রভাবে পরিপুষ্ট হইয়া সমস্ত অসুরগণকে হনন করিলেন। যে কারণে রাজা বুধভরুপী ইন্দ্রের ককুৎপ্রদেশে অবস্থিত হইয়া অসুরবলকে দগিত করেন, সে কারণে তাঁহার নাম ককুৎস্থ হইল ॥ ১২ ॥

ককুৎস্থের অনেনা নামে পুত্র হয়, তৎপুত্র পৃথু। তৎপুত্র বিশ্বগম্ব। তাহার পুত্র আজ্র। আজ্রের পুত্র সুবনাথ, সুবনাথের পুত্র শ্রাবস্ত। এই শ্রাবস্ত, শ্রাবস্তী নামে পুরী স্থাপনা করেন। শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদথ, তাঁহার পুত্র কুবলয়াথ। এই কুবলয়াথ, একবিংশতিসহস্র পুত্রে পরিব্রত হইয়া বৈষ্ণব তেজঃ-  
প্রভাবে পরিপুষ্টতা লাভ করতঃ উত্তক নামক মহর্ষির অপকারী দুহু নামক অসু-

রকে বিনাশ করেন, এই অন্য ইনি ধুকুমার সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হন। এই কুবলয়াশ্বের সকল পুত্রই ধুকু নামক অশ্বের যুথনিখান সমুদ্র অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয় ॥ ১২ ॥ কেবল তাহার মধ্যে দৃঢ়াশ্ব, চন্দ্রাশ্ব ও কপিলার নামে তিন পুত্র অবশিষ্ট থাকে। দৃঢ়াশ্বের পুত্র বার্ষাশ্ব, তৎপুত্র নিকুম্ভ, নিকুম্ভের পুত্র সংহাশ্ব, তৎপুত্র কৃশাশ্ব, তৎপুত্র প্রসেনজিৎ, তৎপুত্র যুবনাশ্ব। যুবনাশ্ব অপুত্রহনবন্ধন অতি নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া মুনিগণের আশ্রম বাস করিতেন, কালক্রমে মুনিগণ কৃপা-পরবশ হইয়া যুবনাশ্বের পুত্রোৎপাদনের জন্ত যজ্ঞ করিলেন। সেই যজ্ঞ মধ্যরাত্রে নিবৃত্ত হইলে, মুনিগণ, মন্ত্রপুত্র জনকলস, বেদি মধ্যে রাখিয়া শয়ন করেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর ঋষিগণ নিদ্রিত হইলে, রাজা যুবনাশ্ব, অতিশয় তৃষ্ণায়ুক্ত হইয়া সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু মুনিগণকে আব উঠাইলেন না ॥ ১৪ ॥ রাজা সেই অপরিমেদ নাহাঙ্ঘ্র্য মন্ত্রপুত্র বারি পান করিলেন। অনন্তর ঋষিগণ জাগ্রিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “কে এই মন্ত্রপুত্র বারি পান করিল ?” এই জল পান করিলে যুবনাশ্ব পত্নী মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিবেন, এই জল তাঁহার অন্য ছিল। রাজা এই কথা শুনিয়া বলিলেন “না জানিরা আমি এই জল পান করিয়াছি” ॥ ১৫ ॥ তখন যুবনাশ্বেরই গর্ভ হইল, ও কালক্রমে গর্ভবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনন্তর যথাসময়ে, নৃশত্রির দক্ষিণ ক্রাণ্ড ভেদ করিয়া বালক নিজ্জাত হইল ; কিন্তু রাজা মরিলেন না ॥ ১৬ ॥ তখন মুনিগণ বলিলেন, এই জাত বালক, কাহার স্তন্যাদি পান করিয়া জীবিত থাকিবে ॥ ১৭ ॥ অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র আংগর্মন-পূর্বক কাহিলেন, এই বালক আমাকে ধারণ করিবে (অর্থাৎ আমার সাহায্যে জীবিত থাকিবে) এই কারণে এই কুমারের মাক্ষাতা নাম হইল। অনন্তর দেবরাজইন্দ্র ঐ বাগকের মুখে প্রাদেশিনী অঙ্গুলি বিস্তার করিলেন। বালক ঐ অঙ্গুলিই চুষতে লাগিল। সেই অমৃত প্রাণিনী অঙ্গুলি প্রাপ্ত হইয়া বালক একদিনেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, এই বালক মাক্ষাতা, কালে চক্রবর্তী ভূপাল হইয়া সমুদ্রাপা পৃথিবী ভোগ করেন। এই মাক্ষাতা সম্বন্ধে শ্লোক আছে যে, “সূর্য্য যেখান হইতে উদিত ও যেখানে অস্ত যান, তাহার অন্তর্গত সমুদ্রায় ক্ষেত্রই যুবনাশ্ববংশীয় রাজা মাক্ষাতার বলিয়া কীর্তিত” ॥ ১৮ ॥

মাকাতা শশবিন্দু কন্যা বিন্দুমতীকে বিবাহ করেন ও তাঁহার গর্ভে পুরুকুংস, অম্বরীষ ও যুচুকুন্দ নামে তিন অপত্য উৎপাদন করেন। মাকাতার পঞ্চাশৎ কন্যা হয়। এই কালে বজ্রগুব্বতা সৌভরি-নামক ঋষি জল-মধ্যে দ্বাদশ বৎসর কাল ব্যাপিয়া বাস করেন ॥ ১৯ ॥ সেই জলমধ্যে সংমদ-নামা বহু-সন্তানশালী অতি দীর্ঘাকার এক মৎস্যানিপতি বাস করিত। সেই মৎস্যের পুত্র পৌত্র দৌহিত্রগণ সর্বকালেই তাহার পার্শ্বে, পৃষ্ঠদেশে ও অগ্রভাগে, এবং বক্ষঃ পৃচ্ছা ও মস্তকের উপর ভ্রমণ করতঃ ঐ মৎস্যের সহিত দিবারাত্রই অতি সুস্থাবধায় ক্রীড়া করিত। অবলোকনকারী মহর্ষির অগ্রভাগে সেই সংমদ নামক মৎস্যও সন্তানাদির স্পর্শজনিত হর্ষভরে সেই পুত্রপৌত্রদৌহিত্রাদির সহিত প্রতিদিনই বহুপ্রকার ক্রীড়া করিত। অনন্তর জলমধ্যস্থিত সৌভরিও একাগ্রতা সমাধি-পরিত্যাগ-পূর্বক প্রতিদিন সেই মৎস্যের পুত্রপৌত্রদৌহিত্রাদির সহিত মনোহর ক্রীড়া অবলোকন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেন ॥ ২০ ॥ তিনি ভাবিতেন, আহা! এই মৎস্যই ধন্য! কারণ এই মৎস্য ঈদৃশ অপকৃষ্ট জন্মগ্রহণ করিয়াও এই সকল পুত্রপৌত্রাদির সহিত ক্রীড়া করতঃ আমার অতিশয় স্পৃহা উৎপাদন করিতেছে, আমিও এই মৎস্যের ন্যায় পুত্রপৌত্রদির সহিত ক্রীড়া করিব। এই প্রকার বিবেচনা করিয়া, সৌভরি সেই জলমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সংসারপ্রাণ প্রবিষ্ট হইবার অভিলাষে কন্যাগাতের জন্য মাকাতার নিকট গমন করিলেন ॥ ২১ ॥ সৌভরির আগমন বৃদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা মাকাতা পুত্রোৎপাদন কঃতঃ অর্থাদি দ্বারা সম্যক্ প্রকারে আগত সৌভরির পূজা করিলে পর সৌভরি আসন পরিগ্রহ করিয়া কহিলেন,—হে নরেন্দ্র! আমি বিবাহ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, আমাকে তোমার কন্যা প্রদান কর, আমার প্রার্থিত প্রদানে পরাশ্রুততা অবলম্বন করিয়া প্রণয়ভঙ্গ করিও না। ককুৎস্থকুলে, কখনও রাতকণণ আগমন পূর্বক-পরাস্থ হইয়া প্রত্যা-বর্তন করে না ॥ ২২ ॥

হে ভূপতে! পৃথিবীতে এমন অনেক ভূপতি আছেন, বাঁচাদের অনেক স্তনয়া আছে, কিন্তু তোমার এই কুলই স্নান্য; কারণ সংকল্পই এই কুলের ব্রত-বন্ধন ॥ ২৩ ॥ হে ভূপতে! তোমার পঞ্চাশৎ কন্যা আছে, তাহার মধ্যে

একটি কন্যা আমাকে প্রদান কর। হে ভূপতে ! প্রার্থনা-ভঙ্গের আশঙ্কা সমুৎপন্ন হুঃখ হইতে আমি ভীত হইতেছি ॥ ২৪ ॥ পরাশর কহিলেন, ঋষি এই বাক্য শ্রবণান্তে রাজা, সেই ঋষিকে জয়া-জর্জরিত-গাত্র দেখিয়া প্রত্যাখ্যান-কাতর ও সেই ভগবান্ সৌভরির শাপ ভয়ে ভীত হইয়া, কিঞ্চিৎ অধোমুখে অবস্থান করতঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঋষি কহিলেন,—হে নরেন্দ্র ! তুমি চিন্তা করিতেছ কেন ? এই স্থলে আমি অসাধ্য কিছুই বলি নাই। তোমার যে কন্যা অবশ্য প্রদেয়া, তাহা দ্বারা যদি আমার কৃতার্থতা হয়, তবে আমার কি না লব্ধ হইল ॥ ২৫ ॥ পরাশর কহিলেন, অনন্তর রাজা, সৌভরির শাপ ভয়ে ভীত হইয়া অতি বিনয় সহকারে বলিলেন। রাজা কহিলেন,—হে ভগবন্ ! আমাদের কুলের এই প্রকার নিয়ম যে, কন্যা সংকুলোৎপন্ন যে বরকে মনোনীত করে তাহাকেই কন্যা প্রদান করা যায়। আপনারও প্রার্থনা কেন আমাদের মনোরথের অগোচরে বর্তমান হইল ? এই প্রকার স্থলে আমার কি করা উচিত তাহা বুঝিতে পারিতেছি না বলিয়া চিন্তা করিতেছি। রাজা এই কথা বলিলে মুনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। অহো ! এই আর এক আমার প্রত্যাখ্যানো-পায়। “এই ব্যক্তি বৃদ্ধ প্রৌঢ়াদিগেরও অনভিমত কন্যাগণের ত কথাই নাই” নিশ্চয় এই প্রকার চিন্তা করিয়াই রাজা এই কথা বলিয়াছেন ॥ ২৬ ॥ তখন সৌভরি এই প্রকার চিন্তা করিয়া মাহাত্মাকে কহিলেন, মহারাজ ! এই প্রকার তোমার কুলান্বিতি থাকুক ; আমি তাহাই করিতেছি ॥ ২৭ ॥ যদি ইচ্ছাই স্থির হয়, তবে আমাকে কন্যাস্তম্ভপু্রে প্রবেশ করাইবার জন্য কন্যাস্তম্ভপুর্ন-রক্ষক বর্ষবরকে অদেশ কর ॥ ২৮ ॥ যদি কোন কন্যাই আমাকে অভিলষ করে, তবেই আমি দার পরিগ্রহ করিব, যদি অন্যথা হয় তবে আমার এ বৃদ্ধ বয়সে কৃপা উদ্যোগে কি প্রয়োজন ? এই কথা বলিয়া ঋষি বিরত হইলেন। অনন্তর মাহাত্মা মুনি শাপাশঙ্কার কন্যাস্তম্ভপুর রক্ষক বর্ষবরদিগকে প্রবেশ করাইতে আজ্ঞা করিলেন। অনন্তর ভগবান্ সৌভরি কন্যাস্তম্ভপু্রে প্রবেশ কালেই অধিল সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-মহুবাগণ অপেক্ষা অতিশয় মনোহর রূপ ধারণ করিলেন। পরে সেই ঋষিকে স্তম্ভপু্রে প্রবেশ করাইয়া স্তম্ভপুর-রক্ষক হ্রীবে সেই কন্যাগণকে কহিল, আপনাদের পিতা আজ্ঞা করিলেন,

এই ব্রাহ্মণি কন্যার্বী হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছেন আমিও ইহাঁর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে “ যদি আমার কোন কন্যা আপনাকে বরণ করে, তাহা হইলে আমি সেই কন্যার ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণ, কখনই কারব না।” এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই কন্যাগণ সকলেই, হস্তিনীগণ যেরূপ বৃধপতিকে বরণ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করে, সেই প্রকার ‘আমি অগ্রে’ ‘আমি অগ্রে’ এই প্রকার বলিতে বলিতে অনুরাগ ও অভিলাষের সহিত সেই ঋষিকে বরণ করিল। এবং পরস্পর বলিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥ ‘ভগ্নিনীগণ ! তোমরা বৃথা চেষ্টা করিতেছ, আমি ইহাঁকে বরণ করিলাম। আমি বরণ করিয়াছি, ইনি তোমার অনুরূপ নহেন। বিধি ইহাঁকে আমারই ভর্তা করিয়া সৃজন করিয়াছেন, আমাকেও ইহাঁর পত্নীরূপে সৃজন করিয়াছেন; তোমরা শাস্ত হও’ ॥ ৩০ ॥ কেহ বা বলিতে লাগিল, আহা ‘ইনি যখন গৃহে প্রবেশ করেন, তৎকালে প্রথমেই আমি ইহাঁকে বরণ করিয়াছি, তুমি কেন বৃথা বিনষ্ট হইতেছ’ তখন ‘আমি বরণ করিয়াছি’ ‘আমি বরণ করিয়াছি’ এই কথা লইয়া নরপতি-কন্যাগণের অতিশয় বিবাদ আরম্ভ হইল। যখন অতিশয় অনুরাগ-সহকারে কন্যাগণ সেই অনিন্দ্য-কীর্তি ঋষিকে বরণ করিল, তখন কন্যাস্তম্ভুর রক্ষক বিন্দ্র-মূর্তি হইয়া রাজাকে সকল কথা বলিল ॥ ৩১—৩২ ॥ ইহা অবগত হইয়া রাজা, ‘ইহা কি বল,’ ‘আমি কি করিব ?’ ‘আমি কি বলিয়াছি,’ এই প্রকার বাক্য বলিতে লাগিলেন; অবশেষে অভ্যস্ত আকুলচিত্ত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও অতি কষ্টে তিনি পূর্বান্বিত-কার পালন করিলেন। মহর্ষি, অনুরূপ বিবাহ সমাপ্ত হইলে, সেই সকল রাজকন্যাকেই নিজ আশ্রমে লইয়া গেলেন। অনন্তর সেই উপোদন মধ্যেই মহর্ষি, অশেষ-শিক্ষা শিদ্ধি প্রণেতা দ্বিতীয় বিধাতার সদৃশ বিশ্বকর্মা-কে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন, যে এই সকল কন্যাগণের প্রত্যেকের জন্যই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বহু প্রাসাদ নির্মাণ কর; এই প্রাসাদে যে জলাশয় থাকিবে, তাহা উৎকৃষ্ট পুরুষ, ও কৃজনশীল কলহংস কারওব প্রভৃতি জল পার্শ্বগণ দ্বারা রমণীয় হইবে। তাহাতে বিচিত্র উপবন থাকিবে, বহু স্থান থাকিবে ও রমণীয় শয্যা আসন ও পরিচ্ছদে প্রাসাদ সকল পরিপূর্ণ থাকিবে ॥ ৩৩ ॥ অশেষ শিক্ষা বিশেষচার্য্য বিশ্বকর্মাও তাহার আজ্ঞানুরূপ সকলই অনুষ্ঠিত



হইয়াছে ইহা তাঁহাকে দেখাইলেন ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর সেই ঋষির আজ্ঞামুসারে  
 অনপারানন্দ নামে এক মহানিষি সেই গৃহ সমূহে অবস্থান করিতে  
 লাগিল ॥ ৩৫ ॥ অনন্তর ক্রিতিপতি কন্যাগণ নানাপ্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য  
 লেহাদি উপভোগ দ্বারা সমাগত অতিথি প্রভৃতি অমুগত কুটুম্বাবি ও ভৃত্য-  
 বর্গকে সেই গৃহ সমূহে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥ এক দিবস,  
 কত্নাস্নেহে আকৃষ্ট-হৃদয় রাজা “আমার সেই কন্যাগণ হুঃখে আছে বা সুখে  
 আছে” এই প্রকার চিন্তা পূর্বক সেই মহর্ষির আশ্রমে আগমন করতঃ  
 দীপ্যমান তেজোবিশিষ্ট ক্ষুটিকময় সেই প্রাসাদমালা, ও তাহাতে অতি  
 মনোহর উপবন জলাশয় প্রভৃতি অবলোকন করিলেন ॥ ৩৭ ॥ অনন্তর  
 তাহার মধ্যে একটি প্রাসাদে প্রবেশ পূর্বক কন্যাকে স্নেহালিন্নন করতঃ  
 আসন পরিগ্রহ করিলেন, ও উপচীরমান-স্নেহাশ্রুপূর্ণ-নয়ন হইয়া বলিলেন ॥ ৩৮ ॥  
 বৎসে এখানে তোমার স্ত্রুথ, অথবা কোন অশ্রুথ আছে? মহর্ষি কি  
 তোমাকে অমুরাগ করেন? তুমি কি আমার গৃহবাস স্মরণ করিয়া থাক?  
 রাজা এই কথা বলিলে সেই কন্যা পিতাকে কহিল,—তাত! এই খানে,  
 অতিশয় রমণীয় প্রাসাদ অতি মনোহর উপবন, অতি বলভাবী বিহঙ্গ শব্দে  
 রমণীয় প্রফুল্ল পদ্ম পূর্ণ জলাশয়, মনোমুগ্ধকর ভোজ্য ভক্ষ্য অমুল্যপন ভূষণ  
 বস্ত্রাদি ভোগোপভোগ ও অতি কোমল শয্যা, এই গার্হস্থ্য সর্বসম্পদই  
 আছে, তথাপি জন্মভূমি কে বিষ্মরণ হয়? পিতঃ আপনার প্রসাদে এখানে  
 সকলই সুন্দর ॥ ৩৯ ॥ কিন্তু আমার ইহাই এক হুঃখ-কারণ যে, আমা-  
 দিগের পতি আমার গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন না। কেবল অতি প্রণয়-  
 সহকারে আমার নিকটেই রহিয়াছেন, আমার ভগিনীদিগের মধ্যে অপর  
 কাহারও নিকটে যান না, এই জন্য আমার ভগিনীগণ বড়ই হুঃখিত আছেন।  
 ইহাই আমার হুঃখ কারণ। রাজা এই প্রকারে এক কন্যার গৃহে উক্ত হইয়া  
 আর এক কন্যার গৃহে প্রবেশ পূর্বক পূর্বোক্তপ্রকারে স্নেহ সহকারে বিজ্ঞাসা  
 করিলেন। সেই কন্যাও সেই প্রকার সর্ববিধ প্রাসাদাদির উপভোগ স্ত্রুথ বর্ণন  
 করিল। আর পূর্বোক্ত কন্যার ন্যায়ই কহিল আমার পতি আমার পার্শ্ববর্তী  
 থাকেন, অন্য কোন ভগিনীর নিকটে যান না, ইহাই কেবল হুঃখের কারণ  
 এই প্রকার শ্রবণ করিয়া রাজা একে একে সকল প্রাসাদেই প্রবেশ পূর্বক

সকল কন্যাকেই পূৰ্ণোক্ত প্রকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, সকল কন্যাও পূৰ্ণোক্তরূপ স্বথের কথা নৃপতির নিকট কীর্তন করিল। তখন রাজা আনন্দ ও বিস্ময়-নির্ভরে অবশ-হৃদয় হইয়া নির্জনে অবস্থিত ভগবান্ সৌভরির নিকট গমনপূৰ্ব্বক তাঁহার পূজা করতঃ কহিলেন,—হে ভগবন্ ! আপনার এই অমহান্ সিদ্ধি-প্রভাব অবলোকন করিলাম, আমরা অপর কোন ব্যক্তির এ প্রকার বিভূতি-বিলাস অবলোকন করি নাই। আমার বিশ্বাস, ভগবানের তপস্যার ফল ইহা হইতেও অনেকগুণ, ইহা ত কিঞ্চিদ্মাত্র। অনন্তর রাজা, এই প্রকারে সেই ঋষির পূজা করিলেন ও সেই স্থানেই সেই ঋষিপ্রেষ্টের সহিত কিছুকাল অভিলাষরূপ উপভোগ করিয়া, নিজপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥৪১॥

কালক্রমে, সেই সকল রাজতনয়ার গর্ভে সৌভরির এক শত পঞ্চাশৎ পুত্র জন্মিল। অনন্তর সৌভরির প্রতিদিন সেই সকল পুত্রাদির প্রতি স্নেহ বাড়িতে লাগিল ; তখন তিনি অতিশয় মমতাক্লষ্ট-হৃদয় হইয়া উঠিলেন ॥ ৪২ ॥ তিনি সৰ্ব্বদাই ভাবিতেন, আহা ! এই মধুরভাষী আমার পুত্রগণ কি হাঁটিতে শিখিবে ? ইহারা কি যুবা হইবে ? আহা ! আমি কি ইহাদিগকে কৃতদার দেখিব ? ইহাদের কি পুত্র হইবে ? আহা ! আমার পৌত্রগণকে কি পুত্র-সম্বিত দেখিতে পারিব ? এইরূপে যেমন এক একটি ভাবনার পর এক একটি করিয়া মনোরথ পূর্ণ হইতে লাগিল, অমনি আর একটি অভিলাষ উপস্থিত হইতে লাগিল। এই প্রকার কালারূপ মনোরথের আবৃত্তি জানিয়া, সৌভরি একদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন যে ॥ ৪৩ ॥ অহো ! আমার মোহের কি বিস্তার ! অযুত অথবা লক্ষ লক্ষ বৎসরেও মনোরথের সমাপ্তি হয় না, কতকগুলি মনোরথ পূর্ণ হইলে, আবার নূতন মনোরথ সকল উৎপন্ন হয়। আমার পুত্রগণ চলিতে শিখিল, যুবা হইল, বিবাহ করিল ও সন্তানোৎপাদন করিল, ইহা ত দেখিলাম ; এক্ষণে আমার অন্তরাজ্য আবার সেই পৌত্রগণের পুত্র-জন্ম দেখিতে অভিলাষী ! আবার যদি তাহাদেরও সন্তান দেখিতে পারি, তখন নিশ্চয় আমার অন্য মনোরথ উপস্থিত হইবে, আবার সেই মনোরথ পূর্ণ হইলে অপর মনোরথের জন্ম কে নিবারণ করিবে ? ॥৪৪—৪৬ মরণ পর্য্যন্ত মনোরথ সমূহের অন্ত নাই, ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি।

বাহার চিত্ত মনোরথ-সমূহে আসক্ত, তাহার অন্তঃকরণ কখনই পরমাত্ম-সক্তি হইতে পারে না ॥ ৪৭ ॥ আহা ! জলবাস-সহচর মৎস্য-সঙ্গে আমার সেই সমাধি সহসা বিনষ্ট হইল । আমার এই দার-পরিগ্রহ, আসক্তি জন্য, তাহার সন্দেহ কি ? আর পরিগ্রহ দ্বারা এই মহতী কার্যোচ্ছা হইয়াছে ॥ ৪৮ ॥ শরীর-গ্রহণই এক হুঃখ, আমার সেই হুঃখ নরপতি-তনয়গণের পরিগ্রহে একশত পঞ্চাশটিতে পরিণত এবং বহু স্তূতরূপে তাহা এক্ষণে আরও বহুলীকৃত হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥ পুত্রের পুত্র সমূহ, আবার তাহাদেরও পুত্র সমূহ, আবার তাহাদেরও পরিগ্রহ দ্বারা, আমার এই মমতা-নিধান হুঃখ-হেতু পরিগ্রহ আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িবে ॥ ৫০ ॥

আমি জলবাস করিয়া যে তপশ্চর্যা করিলাম, তাহার প্রসাদে এই সকল সম্পৎ । আহা ! মৎস্য-সঙ্গে তপস্যার বিষয়রূপ আমার যে পুত্রাদির অহু-রাগ উৎপন্ন হইল, তাহাতেই আমি বঞ্চিত হইলাম ! ॥ ৫১ ॥ নিঃসঙ্গতাই বতিগণের মুক্তির কারণ ; সঙ্গ হইতে অশেষবিধ দোষ উৎপন্ন হয় । বাহার যোগ পূর্ণ হইয়াছে, সে ব্যক্তিও সঙ্গদোষে অধঃপাতে যায়, বাহার সিদ্ধি অজ, তাহার ত কথাই নাই ॥ ৫২ ॥ পরিগ্রহরূপ গ্রাহে আমার বুদ্ধি আক্রান্ত হইয়াছে ; এক্ষণে আমি পরিহীন-দোষ হইয়া যেপ্রকারে পুনর্কায় পরিজনের হুঃখে আর হুঃখী না হই, সে প্রকারে আত্মোদ্ধারের আচরণ করিব ॥ ৫৩ ॥ যিনি সকলেরই বিধাতা, বাঁহার স্বরূপ অচিন্তনীয়, যিনি অণু হইতেও অণু, অথচ যিনি সর্কোপেক্ষা বৃহৎ, যিনি সত্ত্ব ও তমঃস্বরূপ এবং যিনি ঈশ্বর-গণেরও ঈশ্বর, সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে আমি তপস্যা দ্বারা আরাধনা করিব ॥ ৫৪ ॥ সেই অনন্ত, জ্যোতির্শ্বর, সর্বস্বরূপী, অব্যক্ত ও বিস্পষ্ট শরীর, ও অনন্তরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি আমার চিত্ত দোষহীন হইয়া সর্বদা মোক্ষের জন্ত অচল ভাবে পুনর্কায় আসক্ত হউক ॥ ৫৫ ॥ যিনি সমস্ত ভূতস্বরূপ, অমল ও অনন্ত, যিনি সর্কোপেক্ষ ; বাঁহার আদি বা মধ্য নাই, বাঁহা ব্যতিরেকে আর কিছুই সত্য নাই । সেই গুরুগণেরও পরম গুরু ভগবান্ বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৫৬ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## তৃতীয় অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—সৌভরি এই প্রকার মনে মনে চিন্তা করিয়া পুত্র, গৃহ, আসন, পরিচ্ছদ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করতঃ সকল-ভাৰ্য্যা-সম্ভি-  
ব্যাহারে বনে প্রবেশ করিলেন ; ও প্রতি দিবস সেইবনে বৈধানসকর্তব্য  
অশেষবিধ ক্রিয়া সম্পাদন করিতে লাগিলেন । পরে পাপ সকল ক্ষণ হইলে,  
রাগাদি-পরিহীন-চেতা হইয়া বৈবাহিক অগ্নিকে সঙ্গে করতঃ যতি হইলেন ॥ ১ ॥  
অনন্তর সৌভরি, ভগবান্ বিষ্ণুতে সকল কৰ্ম্ম বিন্যাস করিয়া অচ্যুত  
পদ ( মুক্তি ) প্রাপ্ত হইলেন । এই অচ্যুত পদ, উৎপত্তি-রহিত, বিকার-হীন,  
মরণাদি-ধৰ্ম্ম-শূন্য ও ইন্দ্রিয়াদিরও পরমাত্তর ॥ ২ ॥ মাক্ষাতার তনয়া-  
দিগের কথাশ্রবণে এই সৌভরিচরিত কীর্তন করিলাম ॥ ৩ ॥ যে ব্যক্তি,  
এই সৌভরিচরিত শ্রবণ, পাঠ বা শ্রবণ করিয়া অবধারণ করিবে, তাহার  
আট জন্য পর্য্যন্ত দুৰ্ম্মতি, অধৰ্ম্ম ও মনেতে অসংমার্গে অনুধাবন হইবে না  
এবং অশেষবিধ হেয় (সংসারে) সমূহে তাহার মমত্ব জন্মিবে না । ইহার  
পর মাক্ষাতার পুত্রপৌত্রাদির বিবরণ বলিতেছি ॥ ৪ ॥ মাক্ষাতৃ-পুত্র অশ্বরীষের  
যুবনাথ নামে পুত্র হয় । তাহার পুত্র হরিত, এই হরিত হইতে হারিত  
আদ্রিরস নামে ক্ষত্রিয় কুল প্রবর্তিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

পূৰ্বে রসাতলে ষট্‌কোটি-সংখ্যক মৌনৈয়-নামক গন্ধৰ্ব্বগণ বাস করিত,  
তাহারা নাগকুলের প্রধান রত্নসমূহ ও আধিপত্য হরণ করে ॥ ৬ ॥ তখন  
গন্ধৰ্ব্ববীৰ্য্য বিমানিত নাগগণ, নিজাশানে প্রবুদ্ধ ‘অনন্ত’দেবেজ্জ’ প্রভৃতি  
স্তব শ্রবণে উদ্দীলিত-পুণ্ডরীকনেত্র জলশায়ী ভগবানের নিকটে গমন  
করিয়া প্রণামপূৰ্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্ ! এই গন্ধৰ্ব্বগণ হইতে উৎপন্ন  
আমাদের ভয় কি বিনষ্ট হইবে ? তখন অনাদিপুরুষ পুরুষোত্তম ভগবান্  
কহিলেন, যৌবনাথ মাক্ষাতার পুরুকুৎসনামা এক পুত্র আছে, আমি  
তাহার শরীরে প্রবেশ করিয়া অশেষ দৃষ্ট গন্ধৰ্ব্বকুলের বিনাশ সাধন  
করিব ॥ ৭ ॥ ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া নাগপতিগণ তাঁহাকে প্রণাম-  
পূৰ্ব্বক পুনৰ্বার রসাতলে আগমন করতঃ পুরুকুৎসের আনয়নের জন্য  
নৰ্মদাকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৮ ॥ অনন্তর নৰ্মদা পুরুকুৎসকে রসাতলে লইয়া

গেলেন। রাজা পুরুকুৎস রসাতলে গমন-পূর্বক ভগবানের ডেজঃপ্রভাবে বর্জিত-বীৰ্য্য হইয়া সকল গন্ধর্ভগণকে বিনাশ করিলেন ও পরে স্বভবনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখন সকল পন্নপতিগণ প্রসন্ন হইয়া নর্যদাকে বর প্রদান করিলেন যে ‘যে ব্যক্তি (বক্ষ্যমাণ) শ্লোক সমবেত তোমার নাম গ্রহণ করিবে, তাহার সর্পভয় থাকিবে না’ ॥ ৯ ॥

সেই শ্লোকটী এই,—প্রাতঃকালে নর্যদাকে নমস্কার, রাত্রিকালে নর্যদাকে নমস্কার। হে নর্যদে তোমাকে নমস্কার, আমাকে সর্ববিষ হইতে রক্ষা করিও। এই কথা উচ্চারণ করিয়া দিবসে বা রাত্রিতে অন্ধকারে প্রবেশ করিলেও সর্পে দংশন করিবে না ॥ ১০ ॥ যে ব্যক্তি নর্যদার অনুশ্রবণ করিয়া বিষপান করে, তাহার উদরস্থ বিষও তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১১ ॥ উরগপতিগণ পুরুকুৎসকেও, ‘তোমার কখনই বংশচ্ছেদ হইবে না’ এই বর দিলেন ॥ ১২ ॥ পুরুকুৎস নর্যদার গর্ভে ত্রসদস্য নামে এক পুত্রোৎপাদন করেন। ত্রসদস্যর পুত্র ‘সমুত’। তৎপুত্র অনরণ্য, দিগ্বিজয় কালে রাবণ এই অনরণ্যকে হনন করে। অনরণ্যের পুত্র পৃষদশ্ব, তৎপুত্র হর্যশ্ব, তৎপুত্র স্তমনাঃ তৎপুত্র ত্রিধন্য, ত্রিধন্যর পুত্র ত্রযাক্ষণ ॥ ১৩ ॥ ত্রযাক্ষণের পুত্র সত্যব্রত, ইনিই ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হন ও চণ্ডালতা\* প্রাপ্ত হন। এই সময় দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া অনাবৃষ্টি হয়; সেই সময় রাজা ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের পরিবারের পোষণ জন্যে ও নিজের চণ্ডালতা পরিহারের নিমিত্ত জাহ্নবীতীরস্থ ন্যগোধ বৃক্ষে প্রতিদিন মুগমাংস বন্ধন করিয়া রাখিতেন ॥ ১৪ ॥ অনন্তর বিশ্বামিত্র পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করান। ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র, তৎপুত্র রোহিতাশ্ব, তৎপুত্র হরিত, তৎপুত্র চকু, চকুর দুই পুত্র, বিজয় ও বহুদেব; বিজয়ের পুত্র রুদ্রক, তৎপুত্র বৃক, তৎপুত্র বাহু। হৈহয় তালজজ্ঞ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ এই বাহুকে পরাজয় করাতে তিনি মহিষার সহিত বনে প্রবেশ করেন ॥ ১৫ ॥ পরে বনে মহিষার গর্ভ হইলে, তাঁহার সপত্নী গর্ভস্থভ্রুর

\* পরিণীতমানা ব্রাহ্মণ কন্যাকে হরণ করা প্রযুক্ত ইহার পিতা ইহাকে ‘চণ্ডাল হও’ বলিয়া শাপ প্রদান করেন।

জ্ঞান বিষ প্রদান করে। সেই বিষপ্রভাবে মহিবীর গর্ভস্থজীব সাত বৎসর পর্য্যন্ত জঠরেই অবস্থান করে। রাজা বাহুও বার্কিক্য অবস্থায় নীত হইয়া অবশেষ ঔর্ক নামক ঋষির আশ্রম নিকটে কালগ্রাসে পতিত হন ॥ ১৬ ॥ রাজমহিবীও চিতা রচনা করিয়া তাহাতে মৃত মহারাজকে আরোপণ-পূর্বক সহমরণে কৃতনিশ্চয়া হইলেন। অনন্তর অতীত, অনাগত ও বর্তমানকাল-বৃত্তান্ত-বেত্তা ভগবান্ ঔর্ক স্বকীয় আশ্রম হইতে নির্গমন করিয়া কহিলেন, হে সাধি ! আপনি এই অসদারম্ভ কেন করিতেছেন ? আপনার উদরে অখিল ভূমণ্ডলপতি, চক্রবর্তী, অতিবীৰ্য্য-পরাক্রমশালী, অনেক-যজ্ঞ-কর্তা, শত্রুপক্ষ-ক্ষয়কারী বালক অবস্থিতি করিতেছেন। আপনি এ প্রকার সাহস ও অধ্যবসায় করিবেন না—করিবেন না। ঋষি এই কথা বলিলে রাজমহিবী সেই সহমরণ ব্যাপার হইতে নিবৃত্তা হইলেন ॥ ১৭ ॥ ভগবান্ ঔর্ক তৎপরে তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে লইয়া গেলেন। কতিপয় দিনের মধ্যেই সেই বিষের সহিত অতিভেজস্বী বালক জন্মগ্রহণ করিল। ঔর্ক সেই বালকের জাতকর্মাদি ক্রিয়া সম্পাদন-পূর্বক তাহার ‘সগর’ এই নাম রাখিলেন ; পরে সেই বালকের উপনয়ন হইলে, ঔর্ক তাঁহাকে বেদ, অখিল শাস্ত্র ও ভার্গবাখ্য আদ্যেয় অস্ত্র শিক্ষা দিলেন। বালক পরিপক্ব-বুদ্ধি হইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতঃ ! আমরা কেন এই তপোবনে রহিয়াছি, আমার পিতাই বা কোথায় ? আর আমার পিতাই বা কে ? বালক এই প্রকার নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে জননী তাঁহার নিকটে সকল অতীত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। অনন্তর সগর পিতার রাজ্যাপহরণে ক্রুদ্ধ হইয়া হৈহয় তালজজ্বাদির বধার্থে প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর প্রায় সকল হৈহয় নৃপতিগণকে বিনষ্ট করিলেন। পরে শক,যবন,কাম্বোজ,পারদ ও গল্লাব-গণ তৎকর্তৃক আহত হইয়া তাঁহার কুলগুরু বসিষ্ঠের শরণাপন্ন হইল ॥ ১৮ ॥ অনন্তর বসিষ্ঠ ইহাদিগকে জীবমৃত প্রায় করিয়া সগরকে কহিলেন, বৎস ! এই জীবমৃতগণের অমুসরণ করিয়া কি ফল হইবে ? ॥ ১৯ ॥ এই দেখ, আমি ইহাদিগকে তোমার প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য স্বকীয় ধর্ম ও ব্রাহ্মণ-সংসর্গ পরিত্যাগ করাইয়াছি ; সুতরাং ইহারা জীবমৃত তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ॥ ২০ ॥ রাজা সগর, ‘যে আজ্ঞা’ এই বলিয়া গুরুবাক্যের

অভিনন্দন পূর্বক তাহাদের বিভিন্ন প্রকার বেশ করিয়া দিলেন। তিনি যবনগণের মস্তক মুণ্ডিত করিলেন, শকগণকে অর্দ্ধমুণ্ডিত করিলেন, পারদ-গণকে প্রলম্বমান-কেশ-যুক্ত করিলেন, পল্লবগণকে শ্মশ্রুধারী করিলেন এবং ইহাদিগকে ও অন্যান্য তাদৃশ কজ্জিরগণকে স্বাধ্যায় ও বযট্কার বিহীন করিয়া দিলেন। তাহারা নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করিল বলিয়া ব্রাহ্মণ-গণও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন। সুতরাং তাহারা স্বেচ্ছা প্রাপ্ত হইল। অনন্তর সগর রাজাও স্বপ্নে আগমন করতঃ অপ্রতিহত সৈন্যগণে বেষ্টিত হইয়া সপ্তদ্বীপবতী এই পৃথিবীকে শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

তৃতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## চতুর্থ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—কশ্যপ-হৃহিতা স্মৃতি ও বিদর্ভ-রাজ-তনয়া কেশিনী, সগরের এই দুইটা পত্নী ॥ ১ ॥ এই পত্নীদ্বয় পুত্র লাভের জন্য পরম সমাধি দ্বারা ঐর্ষ্য মহর্ষির আরাধনা করিলে, তিনি বর প্রদান করেন যে, তোমাদের মধ্যে একজন বংশধর একপুত্র প্রসব করিবে; আর একজন ষষ্টিসহস্র পুত্র প্রসব করিবে, এই দুই বরের মধ্যে যাহার যাহাতে অভিরুচি হয়, তিনি সেই বর প্রার্থনা করুন। ঐর্ষ্য এই কথা বলিলে, কেশিনী একপুত্র প্রার্থনা করিলেন এবং স্মৃতি ষষ্টিসহস্র পুত্র প্রার্থনা করিলেন। “তাহাই হইবে” ঋষি এই কথা বলিলে পরে অল্পদিনের মধ্যেই কেশিনী অসমঞ্জ নামে এক বংশধর পুত্র প্রসব করিলেন। বিনতা-তনয়া স্মৃতিরও কালক্রমে ষষ্টিসহস্র পুত্র জন্মিল। কেশিনী-তনয় অসমঞ্জার অংশুমান্ নামে এক পুত্র হয়। ॥ ২ ॥ সেই অসমঞ্জা বালাকাল হইতে বড় দুর্বৃত্ত ছিলেন; তাহার পিতা চিন্তা করিতেন,—অসমঞ্জা যৌবনকালে বুদ্ধিমান্ হইবেন। অনন্তর যৌবন অতীত হইলে তিনি সেই প্রকার অসচ্চরিত্র রহিলেন দেখিয়া, সগর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৪ ॥ সগর রাজার অপর ষষ্টিসহস্র পুত্রও অসমঞ্জার চরিত্রের অনুকরণ করিল ॥ ৫ ॥ সুতরাং, অসমঞ্জার চরিত্রানুকারী সগরতনয়গণ জগতে যজ্ঞাদি সম্মার্গ বিনষ্ট করিতেছে দেখিয়া দেবগণ, সকল-বিদ্যাময় অশেষ-

দোষে নিলি'ষ্ট ভগবান্ পুরুষোত্তম-অংশভূত কপিল ঋষিকে প্রণাম করিয়া সেই বিষয়ের জন্য বলিলেন ॥ ৬ ॥ হে ভগবন্! এই সকল সগরতনয়গণ' অসমঞ্জার চরিত্রের অঙ্গুগমন করিতেছে, এই সকল অমমার্গাহুসারী সগর-তনয়গণ থাকিলে অগতের কি দশা হইবে? হে ভগবন্! আর্ন্তজনগণের পরিত্রাণের জন্যই আপনার শরীর ধারণ হইয়াছে । ভগবান্ কপিল এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, অল্প দিনের মধ্যেই ইহারা বিনষ্ট হইবে ॥ ৭ ॥ সেই সময়ে সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞের আরম্ভ করেন । সেই যজ্ঞে সগরপুত্রগণ যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষক ছিল । একদিন সেই যজ্ঞীয় অশ্বকে, কোনও এক ব্যক্তি অপহরণ করিয়া ভূমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৮ ॥ সগর, তনয়গণকে অশ্বাঘেযণের জন্য নিযুক্ত করিলেন । পরে অশ্বাঘেযণে নিযুক্ত সগর-তনয়গণ অতিনির্বন্ধ সহকারে অশ্বখুর-চিহ্নিত পথের অনুসরণ করিতে করিতে এক এক জনে, এক এক যোজন বহুধাপৃষ্ঠ খনন-পূর্বক সকলেই পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৯ ॥ সেই সগরপুত্রগণ, পাতালে সেই অশ্ব পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা দেখিতে পাইল । আরও দেখিল যে, অশ্বের অনতি দূরে কপিল বিরাজমান ; ভগবান্ কপিল ঋষি, শরৎকালের নির্মল আকাশস্থিত সূর্য্যের ত্রায় অবিরত স্বতেজোনিকর দ্বারা উজ্জ্বল, অধঃ ও অষ্ট দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া বসিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ অনন্তর সগরতনয়গণ, আশুধ উদ্যত করিয়া “এই ছরাত্মা আমাদের অপকারী, এই ব্যক্তিই যজ্ঞ বিবাতের জন্য অশ্ব চুরি করিয়াছে, ইহাকে হনন কর—হনন কর” এই প্রকার বলিতে বলিতে, সেই কপিলমুন্নির দিকে অস্ত্রধাবিত হইল । তখন, সেই ভগবান্ মহর্ষি কপিল, নয়ন ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া তাঁহাদিগকে দেখিলেন । দর্শনকালে তাঁহার শরীর-সমুদ্ভূত বহ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া সগরতনয়গণ বিনষ্ট হইল ॥ ১১ ॥ সগররাজা, সেই অশ্বাহুগমনকারী পুত্রগণ পরমর্ষি কপিল-তেজে দগ্ধ হইয়াছে, ইহা জানিয়া অসমঞ্জার পুত্র অংশুমান্কে অশ্বানয়নের জন্য প্রেরণ করিলেন ॥ ১২ ॥ তখন, অংশুমান্ সেই সগরতনয়গণ-কৃত পথের দ্বারা, মহর্ষি কপিলের নিকট গমনপূর্বক, ভক্তিনব্রভাবে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন । সেই স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান্ মহর্ষি কপিল কহিলেন; বৎস! গমন কর, পিতামহকে এই, অশ্ব প্রদান কর; হে পুত্র! বর প্রার্থনা!



কর, তোমার পৌত্র স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে আনয়ন করিবে ॥ ১৩ ॥ অনন্তর অংশুমানুও বর প্রার্থনা করিলেন যে, ব্রহ্মদণ্ডহত অতএব স্বর্গযোগ্য আমার এই পিতৃব্যপণের স্বর্গপ্রাপ্তিকর বর, ভগবান্ প্রদান করুন ॥ ১৪ ॥ তখন ভগবান্ কপিল তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! আমি ইহা পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, তোমার পৌত্র স্বর্গ হইতে গঙ্গা আনয়ন করিবে। সেই গঙ্গাজল দ্বারা ইহাদের অস্থি সকল স্পৃষ্ট হইলে ইহারা স্বর্গারোহণ করিবে। ভগবান্ বিষ্ণুর পাশাস্ত-বিনির্গত জলের ইহাই মাহাত্ম্য যে, কেবল কামনাপূর্ব্বক তাহাতে স্নানাদি করিলেই যে উপকার হয়, তাহা নহে; অকালেও ও বিগত-প্রাণের ভূপতিত, পরিত্যক্ত-শরীরজ-অস্থি-চৰ্ম্ম-স্নাত্ত্বকেশাদিও ইহাতে পতিত হইলে; ইহা শরীরকে স্বর্গারোহণ করাইয়া থাকে, ঋষি এই কথা বলিলে পর, অংশুমান্ ভগবান্ কপিলকে প্রণাম করিয়া অম্ব গ্রহণপূর্ব্বক, পিতামহ যজ্ঞে আগমন করিলেন ॥ ১৫ ॥ সগররাজাও অংশুমানের নিকট হইতে অম্ব গ্রহণ করিয়া সেই যজ্ঞ সমাপন করিলেন ও আত্মজ-প্ৰীতি প্রযুক্ত অংশুমান্কেই পুত্রস্বৈ কল্পনা করিলেন ॥ ১৬ ॥ অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ, ইনিই স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে আনয়ন করেন বলিয়া গঙ্গার নাম ভাগীরথী হয় ॥ ১৭ ॥ ভগীরথের পুত্র ঋত, তৎপুত্র নাভাগ, তৎপুত্র অম্বরীষ, তৎপুত্র সিদ্ধদ্বীপ, তাঁহার পুত্র অযুতথ, তৎপুত্র ঋতুপর্ণ; ইনি নলের সহায় ও অক্ষকীড়ায় পারদর্শী ছিলেন ॥ ১৮ ॥ ঋতুপর্ণের পুত্র সর্ষকাম, তৎপুত্র সুদাস, তৎপুত্রের নাম সৌদাস মিত্রসহ ॥ ১৯ ॥ এই মিত্রসহ একদিন যুগয়ায় গিয়া বনমধ্যে ব্যাঘ্রদ্বয় অবলোকন করেন ॥ ২০ ॥ ঐ ব্যাঘ্রদ্বয় বনের সকল যুগই ভক্ষণ করিয়াছিল ॥ ২১ ॥ রাজা মিত্রসহ সেই ব্যাঘ্রদ্বয়ের একটিকে বাণদ্বারা নিহত করিলেন ॥ ২২ ॥ মরণকালে, ঐ ব্যাঘ্র অতি-ভীষণাকৃতি করালবদন রাক্ষসরূপ ধারণ করিল ॥ ২৩ ॥ “দ্বিতীয় ব্যাঘ্র, “তোমার প্রতিক্রিয়া করিব” এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইল ॥ ২৪ ॥ কিছুকাল পরে ঐ সৌদাস রাজা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। অনন্তর আচার্য্য বসিষ্ঠ যজ্ঞ সমাপন করিয়া নিজান্ত হইলে, সেই রাক্ষস বসিষ্ঠরূপ গ্রহণপূর্ব্বক, “বজ্রাবসানে! আমাকে মাংসের সহিত ভোজন করান কর্তব্য, সেই জন্য অন্নাদির সংস্থার কর, আমি ক্ষণকাল মধ্যেই আগমন করিতেছি” রাজাকে এই

কথা বলিয়া পুনর্বার নিজ্রান্ত হইল ॥ ২৫ ॥ পরে রন্ধনকারীর বেশ ধারণ করিয়া রাজাজ্ঞাগ্রহণপূর্বক মনুষ্য-মাংস রন্ধন করতঃ রাজাকে নিবেদন করিল । রাজা সৌদীপ্ত, সেই মাংস স্তবর্ণপাত্রে রাখিয়া বসিষ্ঠাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ অনন্তর বসিষ্ঠ আগমন করিলে, রাজা তাঁহাকে ঐ মাংস নিবেদন করিলেন । তখন বসিষ্ঠ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—অহো ! এই রাজার কি দুঃশীলতা ! জানিয়াও এই মাংস প্রদান করিল । পরে এই সকল জ্ঞব্য কি ? ইহা জানিবার জন্য তিনি ধ্যানপর হইলেন, ও ধ্যান-যোগে জানিতে পারিলেন যে, তাহা মনুষ্য-মাংস । অনন্তর তিনি ক্রোধবশে কলুষীকৃত-চিত্ত হইয়া রাজার প্রতি শাপ দিলেন যে, আপনি জানিতে পারিয়াও যে কারণ আমাদের ন্যায় তপস্বীগণের অভোজ্য এই অন্ন আমাকে প্রদান করিতেছেন, সেইজন্য আপনার বুদ্ধি নরমাংস-লোলুপ হইবে, অর্থাৎ আপনি রাক্ষস হইবেন ॥ ২৭ ॥ অনন্তর রাজা কহিলেন,—হে ভগবন্ ! আপনিই আমাকে এই প্রকার করিতে বলিয়াছেন । এই কথা শ্রবণান্তে বসিষ্ঠ,—কি কি ?—আমি বলিয়াছি,—এই বলিয়া পুনর্বার ধ্যানপর হইলেন ॥ ২৮ ॥ অনন্তর বসিষ্ঠ সমাধিবলে সকল বিষয় জানিতে পারিয়া, রাজার প্রতি অমুগ্রহ করিলেন ও কহিলেন, বহুদিনের জন্য আপনার নরমাংস ভোজন করিতে হইবে না, দ্বাদশ বৎসর মাত্র আপনার নরমাংস ভোজন করিতে হইবে ॥ ২৯ ॥ তখন রাজাও অঞ্জলি পুরিয়া জলগ্রহণপূর্বক বসিষ্ঠকেও শাপ প্রদানে উদ্যত হইলেন । সেই সময় তাঁহার পত্নী, মদয়ন্তী—“কি করেন, ভগবান্ বসিষ্ঠ আমাদিগের গুরু ; এই প্রকারে কুলদেবতাস্বরূপ আচার্য্যকে শাপপ্রদান করা কর্তব্য নহে—” এই বলিয়া তাঁহাকে প্রসাদিত করিলেন । তখন, অঞ্জলিস্থিত সেই শাপ-জল, পৃথিবীতে বা আকাশে নিক্ষেপ করিলে শস্য ও মেঘ নষ্ট হইবে, এই বিবেচনায় রাজা, সেই জল স্বকীয় চরণদ্বয়ে সেচন করিলেন ॥ ৩০ ॥ সেই ক্রোধান্বিত পুণ্ড্র জল সংস্পর্শে তাঁহার পাদদ্বয় বিনষ্টকান্তি হইয়া কন্যাযবর্ণ ( কৃষ্ণপাণ্ডুবর্ণ ) ধারণ করিল ॥ ৩১ ॥ এই কারণে তাঁহার নাম কন্যাযপাদ হইল । পরে, বসিষ্ঠ শাপবশে রাজা তৃতীয়দিবসে রাক্ষসরূপী হইয়া বনে পর্ধ্যটন করতঃ অনেক মানুষ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ ঐ রাক্ষসরূপী রাজা একদিন ঋতুকালে দয়িতা-সঙ্গত এক ব্রাহ্মণ দর্শন করিলেন ॥ ৩৩ ॥ তখন অতিভীষণ

রাক্ষস দেখিয়া অতিজ্ঞাসে পলায়ন-পরায়ণ সেই দম্পতির মধ্যে তিনি ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৪ ॥ তখন ব্রাহ্মণী তাঁহার নিকট অনেক বাচ্চা করিতে লাগিল যে,—হে মহারাজ ! এসময় হও, তুমি ইক্ষাকু-কুলের তিলক-স্বরূপ মহারাজ মিত্রসহ, রাক্ষস নহ। তুমি জীর্ধর্শস্বখে অভিজ্ঞ ; আমাতে অপূর্ণ-মনোরথ আমার এই ভর্তাকে ভক্ষণ করা তোমার উচিত নহে। এই প্রকারে ব্রাহ্মণী বহুবিলাপ করিলেও রাজা তাহা শ্রবণ না করিয়া, ব্যাঘ্র যে প্রকার পণ্ডকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ সেই ব্রাহ্মণকে ভোজন করিলেন ॥ ৩৫ ॥ তখন অতি কোপসমধিতা ব্রাহ্মণী রাজাকে শাপপ্রদান করিল ;—“যে আমার তৃপ্তি হইতে না হইতেই তুমি আমার পতিকে ভক্ষণ করিলে, এই কারণে তুমি জী সন্তোষে প্রবৃত্ত হইলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।” ব্রাহ্মণী এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া অগ্নি প্রবেশ করিল ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর দ্বাদশবৎসর অতীত হইলে রাজা বিমুক্তশাপ হইয়া জীসন্তোষে অভিলাষী হইলে, তাঁহার জী মদয়ন্তী তাঁহাকে ব্রাহ্মণীশাপের কথা শ্রবণ করাইয়া দিলেন ॥ ৩৭ ॥ সেই অবধি রাজা জীসন্তোষে পরিত্যাগ করিলেন। পরে অগ্নিরাজার প্রার্থনামুসারে, বসিষ্ঠ মদয়ন্তীর গর্ভাধান করিলেন। পরে সপ্তমবর্ষ অতীত হইল, তথাপি গর্ভস্থ বালক ভূমিষ্ঠ হইল না দেখিয়া, দেবী মদয়ন্তী প্রসূত দ্বারা গর্ভে আঘাত করিলেন। তখন পুত্র জন্মিল। সেই পুত্রের নাম অশ্বক হইল। অশ্বকের মূলক নামে পুত্র হইল। এই সময় পরশুরাম, পৃথিবীকে নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বিবস্ত্র জ্রীগণ মূলককে পরিবেষ্টন করিয়া রক্ষা করেন, সেই জন্য তাঁহাকে নারীকবচ বলিয়া থাকে। মূলকের পুত্র দশরথ। তৎপুত্র ইলিবিলা, তৎপুত্র বিশ্বসহ, তৎপুত্র খট্টাঙ্গদিলীপ। এই খট্টাঙ্গদিলীপ দেবাসুর-সংগ্রামে দেবগণ কর্তৃক অভিযুক্ত হইয়া অসুরগণকে বিনাশ করেন। তখন স্বর্গস্থ দেবগণ, প্রিয়কারী বলিয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে, তিনি বলিলেন;—যদি আমাকে নিতান্তই বরগ্রহণ করিতে হয়, তবে এই আমার বর যে, “আগনারা বলুন আমি কতকাল বাঁচিব ? অনন্তর দেবগণ কহিলেন, আগনার ঐকমুহূর্ত্ত-প্রমাপ আয়ুঃ অবশিষ্ট আছে। দেবগণ এই কথা বলিলে খট্টাঙ্গদিলীপ অশ্বলিতগতি দেবরথে আরোহণপূর্ব্বক অতি শীঘ্রগতিতে মর্ত্যলোকে আগমন করিয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন যে,

“যেমন ব্রাহ্মণগণ চাইতে আমার আত্মাও প্রিয়ত্তর নহে, যেমন আমি কখনই স্বধর্মোপলব্ধন করি নাই, যেপ্রকার আমার দৃষ্টি দেব-মাতৃষ-পুত্র-বৃক্ষ প্রভৃতিতেও অচ্যুতভেদ উপলব্ধি করে নাই, সেই প্রকারে আমি অন্য অশ্লিষ্ট-জ্ঞানে সেই মুনি-জ্ঞানাত্ম্য দেব ভগবান বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হই;” এইরূপ বলিতে বলিতে রাজা খট্টাঙ্গদিলীপ, সেই অশেষগুরু, অনির্দেশ্য-শরীর সত্ত্বাত্ম-স্বরূপ পরমাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে, আত্মার যোগ করিলেন ও ভগবান্ বাসুদেবেই বিলীন হইয়া গেলেন ॥ ৩৮ ॥ সপ্তর্ষিগণ পুরাকালে, এই খট্টাঙ্গদিলীপ সম্বন্ধে এক শ্লোক গান করিয়াছেন। সে শ্লোক এই যে, “পৃথিবীতে খট্টাঙ্গ সদৃশ অপর কেহই জন্মিবে না। এই খট্টাঙ্গ মুহূর্ত্তকাল মাত্র আয়ুঃ জানিতে পারিয়া, স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আগমনপূর্ব্বক জ্ঞানরূপ অর্পণ দ্বারা ত্রিলোকই বাসুদেবে প্রবিলাপিত করেন” ॥ ৩৯ ॥ খট্টাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু নামা, তৎপুত্র রঘু, তৎপুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ, এই দশরথের ঔরসে ভগবান্ পদ্মনাভ রাম লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্নরূপ চারিভাগে স্বীয় অংশে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪০ ॥

রামচন্দ্র বাল্যাবস্থাতেই বিশ্বামিত্র-যজ্ঞ রক্ষণের জন্য গমন করিতে করিতে পথেই তাড়কা নামে রাক্ষসীকে বিনাশ করেন ॥ ৪১ ॥ তিনি বিশ্বামিত্রযজ্ঞে মারীচকে বাণপাতে আহত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন। সুবাহু-শ্রেমুখ রাক্ষস গর্গকে বিনাশ করেন ও অহল্যাকে দর্শনমাত্রেই অপাপা করেন। অনন্তর জনক-গৃহে অনায়াসেই মতেশ্বরের ধর্ম্মভজ্ঞ করিলেন ও অযোনিজা জনকরাজ-তনয়া সীতাকে, বীর্ষ্যের গুরুস্বরূপ, পত্নীত্বে গ্রহণ করিল ॥ ৪২ ॥ রামচন্দ্র বিবাহানন্তর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে, পথে সকল ক্ষত্রিয় ক্ষয়কারী অশেষ হৈহয়-কুলের কেতুস্বরূপ পরশুরামের, বীর্ঘ্য ও বলজনিত গর্গকে খর্ব্ব করিলেন ॥ ৪৩ ॥ এবং পিতৃবাক্যে রাজ্যাত্তিলাষকে গণনা না করিয়া ভ্রাতা ও ভ্রাতৃত্ব সহিত বনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৪ ॥ অনন্তর বনে বিবাহ খর ভূষণাদি রাক্ষসগণ কবন্ধ ও বালিকে হনন করিলেন। পরে সমুদ্র বন্ধনপূর্ব্বক অশেষ রাক্ষসকুল ক্ষয় করিয়া দশাননাপহতা, দশানন বধ দ্বীতৃতকলকা, অথচ অগ্নি প্রবেশ শুদ্ধা, অশেষদেবেশ সংস্কৃত্যমানা জনক রাজতনয়া সীতাকে, অযোধ্যায় আনয়ন করেন ॥ ৪৫ ॥ ভরতও গন্ধর্ব্বরাজ্য লাভ করিবার জন্য তিন

কোটিসংখ্যক গন্ধর্ব্বকে হনন করেন। শক্রয়ও, অমিতবলপরাক্রম মধুপুত্র লবণ নামক রাক্ষসেশ্বরকে হননপূর্ব্বক মধুরা নামে একটি পুত্রী স্থাপনা করেন। এইরূপ নানাপ্রকার অতুলনীয় বলপরাক্রম বিক্রম সমূহদ্বারা অশেষ দুরাশ্রা-দিগকে হনন করিয়া, এই সকল জগতে স্থিতি সম্পাদনপূর্ব্বক, রাম লক্ষ্মণ ভরত ও শক্রয় পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন করিলেন। সেই সময় অযোধ্যাবাসী যে মহুযা-গণ সেই ভগবদংশ চতুষ্ঠয়ে অমুরাগী ছিলেন, তাঁহারাও রামচন্দ্রে মনঃ অর্পণ করিয়া তাঁহার সালোকা প্রাপ্ত হন ॥ ৪৬ ॥ রামের পুত্র, কুশ ও লব, লক্ষ্মণের পুত্র, অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু, ভরতের পুত্র তক্ষ ও পুষ্কর, এবং শক্রয়ের পুত্র সুবাহ ও শূরসেন ॥ ৪৭ ॥ কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির নিষধ নামে পুত্র হয়, নিষধের পুত্র নল, তৎপুত্র নল্লঃ, নল্লের পুত্র পুণ্ডরীক, তৎপুত্র ক্ষেমধ্বা, তৎপুত্র দেবানীক। তৎপুত্র অহীনগু। তৎপুত্র রূপ। তৎপুত্র রুরু। তৎপুত্র পারিপাত্র, তৎপুত্র দল, তৎপুত্র ছল, তৎপুত্র উক্ণ। তৎপুত্র বজ্রনাভ, তৎপুত্র শম্ভানাভ, তৎপুত্র ব্যুধিতাশ্ব, তৎপুত্র বিশ্বসহ, তৎপুত্র মহাযোগীশ্বর জৈমিনি শিষ্য হিরণ্যনাভ, এই হিরণ্যনাভের নিকট যাজ্ঞবল্ক্য যোগ শিক্ষা করেন। হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্য, তৎপুত্র জুবসন্ধি, তৎপুত্র সুদর্শন, তৎপুত্র অগ্নিবর্ণ। তৎপুত্র শীঘ্র, শীঘ্রের মরু নামে পুত্র হয়। এই মরু যোগে অবস্থান করতঃ অদ্যাপি কলাপ গ্রাম আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। এবং ইনিই আগামী যুগে সূর্য্য বংশীয় ক্ষত্রিয়গণের প্রবর্ত্তয়িতা হইবেন। মরুর পুত্র প্রমুশ্রত, তৎপুত্র সুগন্ধি, তৎপুত্র অমর্ষ, তৎপুত্র মহেশ্বান, তৎপুত্র বিশ্রুতবান্ তৎপুত্র বৃহদল, ভারতবৃদ্ধে অভিমত্যা এই বৃহদলকে বিনাশ করিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥ এই সকল প্রধান প্রধান ঋক্কুল-নৃপতিগণের বিষয় আমি বলিলাম। ইহাদের চরিত্র শ্রবণ করিলে, মহুযা সর্কপাণ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৪৯ ॥

চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## পঞ্চম অধ্যায় ।

পরশুর কহিলেন, ইক্ষাকুর নিমি নামে যে পুত্র ছিলেন, তিনি কোন সময়ে সশস্ত্র সংবসর-ব্যাপি যজ্ঞ আরম্ভ করেন। এবং সেই যজ্ঞে বসিষ্ঠকে

হোত্বে বরণ করেন ॥ ১ ॥ বরণ কালে বসিষ্ঠ কহিলেন, ইন্দ্র, পঞ্চদশবর্ষ-  
ব্যাপি বজ্রে আমাকে বরণ করিয়াছেন ; সুতরাং তাৎকাল আপনি প্রতীক্ষা  
করুন ; ইন্দ্রের বজ্র সমাপনান্তে আমি, আগমন করিয়া আপনার ঋদ্ধিকৃ  
হইব। বসিষ্ঠ এই কথা বলিলে পর, রাজা নিমি তাঁহাকে আর কিছুই  
বলিলেন না ॥ ২ ॥ তখন বসিষ্ঠ, আমার কথা রাজা স্বীকার করিলেন, ইহা  
ভাবিয়া সুরপতির বজ্র আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥ রাজা নিমিও সেই কালে  
অস্ত্র গৌতমাদির দ্বারা বজ্র আরম্ভ করিয়া দিলেন। এদিকে ইন্দ্রের বজ্র  
সমাপ্ত হইলে “নিমি-রাজার বজ্র করিতে হইবে” এই ভাবিয়া বসিষ্ঠ, ত্বর  
সহকারে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি, গৌতম সকল  
বজ্র-কর্ণের কর্তৃত্ব করিতেছেন দেখিয়া নিজাগত রাজা নিমিকে শাপ  
প্রদান করিলেন যে,—রাজা নিমি যেমন আমাকে অবজ্ঞা করিয়া গৌতমের  
প্রতি এই সকল কর্ণের ভার প্রদান করিয়াছেন, সে কারণে তিনি দেহহীন  
হইবেন ॥ ৪ ॥ অনন্তর রাজা প্রবুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “যে কারণে এই চুট  
“শুক্র বসিষ্ঠ, আমাকে সম্ভাষণ না করিয়া, শয়ান এবং এই সকল বিবয়ের  
অজ্ঞাতা আমাকে শাপ প্রদান করিলেন, সেই অস্ত্র তাঁহারও দেহ পতিত  
হইবে।” রাজা এইপ্রকার প্রতিশাপ প্রদানান্তে দেহ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৫ ॥  
সেই শাপের প্রভাবে মিত্রাবরণের ভেজে বসিষ্ঠের ভেজঃ প্রবিষ্ট হইল।  
অনন্তর উর্দ্ধদীর্ঘদর্শনে ঐ মিত্রাবরণের রেতঃ ঋণিত হইলে সেই বীৰ্য্য  
হইতে বসিষ্ঠ অশরদেহ লাভ করিলেন ॥ ৬ ॥ নিমি রাজারও সেই মৃতদেহ  
অতি মনোহর তৈল ও গন্ধাদিযারা লিপ্ত থাকাতো ক্রোদাদিদোষে দূষিত  
হইল না, বরং সদ্যো-মৃতের ন্যায় অবিকৃতই রহিল ॥ ৭ ॥ বজ্র সমাপ্তি  
হইলে ভাগগ্রহণার্থে আগত, দেবগকে, ঋদ্ধিকৃগণ কহিলেন, আপনারা বজ্র-  
মানকে বর প্রদান করুন। অনন্তর দেবগণ বরগ্রহণার্থে আজ্ঞা করিলে নিমি  
কহিলেন ॥ ৮ ॥ “হে ঋদ্ধিকৃ-সংসারের হুঃখচ্ছেদকারি ভগবদগণ! আমার  
ইহা অপেক্ষা অধিক হুঃখ আর কিছুই নাই যে, শরীর ও আত্মার পরস্পর  
বিয়োগ হয়। এই কারণে আমি আর শরীর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না।  
কিছু সকল লোকেরই নয়নসমূহে বাস করিতে ইচ্ছা করি।” রাজা  
নিমি এই কথা বলিলে পর দেবগণ তাঁহাকে সকলের নেত্রে অবস্থিতি

করাইলেন ॥ ৯ ॥ সেই কারণেই ভূতগণ উন্মেষ ও নিমেষ করিয়া থাকে। রাজার কোন পুত্র না থাকাতে মূনিগণ, অরাজকভাৱে ভীত হইয়া অরণীতে \* মগ্ন করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ তাহাতে পুত্র উৎপন্ন হইল। মৃতদেহ হইতে, জন্ম হয় বলিয়া ঐ পুত্রের নাম জনক হয় ॥ ১১ ॥ ঐ পুত্রের পিতা বিদেহ ছন বলিয়া তাঁহার নাম বিদেহ হয় এবং মগ্ননদীয়া, তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া তাঁহার আর একটা নাম “মিথি” হয়। তাঁহার পুত্র নন্দিবর্দ্ধন, তৎপুত্র স্বকৈতু, তৎপুত্র দেবরাত, তৎপুত্র বৃহদ্রথ। তৎপুত্র মহাবীৰ্য্য, তৎপুত্র সত্যধৃতি, তৎপুত্র ধৃষ্টকৈতু, তৎপুত্র হর্ষাশ্ব, তৎপুত্র মরু, তৎপুত্র প্রতিবন্ধক, তৎপুত্র কৃতরথ, তৎপুত্র কৃতি, তৎপুত্র বিবুধ, তৎপুত্র মহাধৃতি, তৎপুত্র কৃতিরাত, তৎপুত্র মহারোমা, তৎপুত্র স্রবণরোমা, তৎপুত্র হ্রস্বরোমা, তৎপুত্র সৌরধ্বজ। সেই সৌরধ্বজ, পুত্রনাভের জন্য যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন। এই সময় লাললের অগ্রভাগে সীতা নামে ছহিতা সমুৎপন্ন হন। সৌরধ্বজের ভ্রাতার নাম কুশধ্বজ, ইনি সাংকান্তনগরের অধিপতি। সৌরধ্বজের পুত্র ভাস্করান ॥ ১২ ॥

ভাস্করানের পুত্র শতদ্রুম, তৎপুত্র শুচি, শুচির উর্জ্জবহ নামে পুত্র জন্মায়। তৎপুত্র সত্যধ্বজ, তৎপুত্র কুনি, তৎপুত্র অঞ্জন, তৎপুত্র ঋতুজিৎ তৎপুত্র অরিষ্টনেমি, তৎপুত্র ভ্রতায়ুঃ। তৎপুত্র সূর্য্যশ্ব, তৎপুত্র সঞ্জয়, তৎপুত্র কেমারি, তৎপুত্র অনেনাঃ, তৎপুত্র মীনরথ, তৎপুত্র সত্যরথ। তৎপুত্র সত্যরথি, তৎপুত্র উপশু, তৎপুত্র শ্রুত, তৎপুত্র শাশ্বত, তৎপুত্র সুধ্বা তৎপুত্র সুভাস, তৎপুত্র সুশ্রুত, তৎপুত্র জয়, তৎপুত্র বিজয়, তৎপুত্র ঋত, তৎপুত্র সুনয়, তৎপুত্র বীতহব্য, তৎপুত্র সঞ্জয়, (তৎপুত্র ইক্ষেমাশ্ব,) তৎপুত্র ধৃতি, ধৃতির পুত্র কহলাশ্ব, তৎপুত্র কৃতি। এই কৃতিতেই জনকবংশের অবসান হয় ॥ ১৩ ॥ এই মৈথিল ভূপালগণ। ইঁহাদের মধ্যে প্রায়শই সকল ভূপতিগণ আশ্রিতবে পণ্ডিত হইবেন ॥ ১৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## ষষ্ঠ অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ভগবন্ ! আপনি আমার নিকট সূর্য্যের বংশ কীর্ত্তন করিলেন । এক্ষণে আমি চন্দ্রের বংশে সমুৎপন্ন নৃপতিগণের বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! যে চন্দ্রবংশীয় স্থিরকীর্ত্তি নৃপতিগণের সন্ততি অদ্যাপি জগতে কীর্ত্তিত হয়, আপনি প্রসাদ-স্বমুখ হইয়া সেই নৃপতিগণের বিষয় আমার নিকটে বলুন ॥ ২ ॥

পরশর কহিলেন,—হে মুনিশার্দূল মৈত্রেয় ! প্রথিতভেজা সোমের যে বংশে প্রথিতযশা ভূপালগণ জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশ-অনুক্রমে শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ অতিবলপরাক্রমশালী,—কাস্তিমান্-সংস্কার ও দানাদি ক্রিয়াদ্বিত,—ও অতিগুণবান্—নহব-যযাতি কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন-প্রভৃতি ভূপালগণ এই চন্দ্রবংশকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ এই বংশের বিষয় আমি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর । অধিলজগৎপ্রষ্টা ভগবান্ নারায়ণের নাতি-সরোজিনী হইতে সমুৎপন্ন অক্ৰোধোনি ব্রহ্মার পুত্র অত্রি । অত্রির পুত্র চন্দ্র, ভগবান্ ব্রহ্মা, চন্দ্রকে অশেষ নক্ষত্র ও বধি ও বিজগণের আধিপত্যে অভিষেক করেন ॥ ৫ ॥ চন্দ্র, রাজহর বজ্র করিয়াছিলেন, পরে সেই রাজহর বজ্র প্রভাবে এবং সর্কোৎকৃষ্ট আধিপত্যের অধিষ্ঠাতৃত্ব নিবন্ধন তাঁহার অহংকার উপস্থিত হয় ॥ ৬ ॥ সেই মদদোষপ্রযুক্ত চন্দ্র, সকল-দেবগুরু বৃহস্পতির তারানাম্নী পত্নীকে হরণ করিলেন ॥ ৭ ॥ অনন্তর বৃহস্পতির প্রার্থনায় ভগবান্ ব্রহ্মা, চন্দ্রকে বহবার অমরোধ করিলেও এবং সকল দেবর্ষিগণ, যাচ্-ঞা করিলেও চন্দ্র তাঁরাকে পরিত্যাগ করিলেন না । বৃহস্পতির প্রতি ঘেব নিবন্ধন গুত্রও তাঁহার সহায় হইলেন ॥ ৮ ॥ এদিকে, অস্ত্রির নিকট হইতে বিদ্যালাভ করিয়া ভগবান্ রুদ্রও বৃহস্পতির সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৯ ॥ গুত্র, চন্দ্রের পক্ষে ছিলেন বলিয়া জন্ত কুজন্ত প্রভৃতি দানবগণ, তাঁহার সাহায্যার্থ মহান্ উদ্যোগ করিল ; এদিকে সকল-দেবসৈন্ত-সহায় ইন্দ্র, বৃহস্পতির সাহায্য করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ তখন উত্তরপক্ষে অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইল, এই সংগ্রাম তারার নিমিত্ত হইল বলিয়া ইহার নাম তারকাময় । অনন্তর, রুদ্রপ্রমুখ দেবগণ ও দানবগণ পরস্পর শত্রুসমূহ



নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ১১। পরে এই প্রকারে দেবাসুর-যুদ্ধে স্তম্ভ-  
হনন—অশেষ অগ্নি ব্রহ্মার শরণ লইল। ১২। তখন ভগবান ব্রহ্মা,—ভূক,  
শবর, অশুর ও দেবগণকে নিবারণ করিয়া বৃহস্পতিকে তারা প্রদান করি-  
লেন। অনন্তর বৃহস্পতি, তারাকে পতিবী দেখিয়া কহিলেন ॥ ১৩ ॥ “আমার  
ক্ষেত্রে অস্ত্র ব্যক্তির ঔরসজাত পুত্র, তোমার ধারণ করা উচিত নহে,  
তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর।” বৃহস্পতি এই কথা বলিলে, পতিব্রতা  
তারা পতিবাক্যে সেই গর্ভ ঐষিকা শুশ্রূষা পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১৪ ॥  
নিক্ষেপমাত্রে সমুৎপন্ন পুত্র, স্বকীয় কান্তি দ্বারা দেবগণেরও তেজের  
অভিভব করিয়া বিরাগ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ তখন সেই কুমা-  
রের প্রতি বৃহস্পতি ও চন্দ্র,—এই উভয়কেই সাভিলাষে অবলোকন করিতে-  
ছেন দেখিয়া, দেবগণ সন্দিহান-ভাবে তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে  
অতিশুদ্ধগে! তুমি সত্য করিয়া বল, এই সন্তান কাহার? চন্দ্রের অথবা  
বৃহস্পতির?” দেবগণ এই কথা বলিলে, তারা লজ্জায় কিছু বলিতে পারি-  
লেন না ॥ ১৬ ॥ অনেকবার জিজ্ঞাসা করিলেও যখন তারা দেবগণের  
নিকট কিছুই বলিলেন না, তখন সেই কুমার তাঁহাকে শাপ প্রদান  
করিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন;—“অগ্নি দৃষ্টবভাবে জননি! কেন আমার  
পিতার নাম করিতেছ না? অলীক লজ্জাবতি! তোমার শাস্তি আমি এই  
প্রকারে প্রদান করিতেছি যে, আর কেহও তোমার স্তায় এইরূপ মহন-  
ভাবিনী হইতে পারিবে না।” অনন্তর ভগবান পিতামহ, সেই কুমারকে  
নিবারণ করিয়া তারাকে কহিলেন,—“বৎসে! বল এই পুত্র কাহার?  
চন্দ্রের অথবা বৃহস্পতির?” এইরূপে উক্ত হইয়া তারা, লজ্জাজড়িতভাবে  
কহিলেন, “চন্দ্রের।” ॥ ১৮ ॥ অনন্তর ভগবান চন্দ্র সেই কুমারকে আলিঙ্গন  
করিয়া কহিলেন “হে বৎস! সাধু সাধু, তুমি প্রোক্ত বটে, এই কারণে তোমার  
নাম বৃদ্ধ রহিল।” আলিঙ্গন কালে চন্দ্রের কপোলকান্তি, উচ্ছসিত ও দীপ্য-  
মান হইয়াছিল ॥ ১৯ ॥ সেই বৃদ্ধ, ইলার গর্ভে, যে প্রকারে পুরুষবাক্যে  
উৎপাদন করেন, ইহা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। এই পুরুষবা অতি দানশীল  
বহু বজ্রকারী ও অতি তেজস্বী ছিলেন। অনন্তর কোন সময়ে “মিত্রা-

বন্ধনের শাপ-প্রভাবে আমাকে মনুষ্যলোকে বাস করিতে হইবে।” ইহা বিবেচনা করিয়া উর্কশী মনুষ্যলোকে আগমন করতঃ সেই সত্যবাদী অতি রূপবান্ রাজা পুরুষবাকে দর্শন করিলেন ॥ ২০ ॥ তাঁহাকে দেখি-  
মাত্র উর্কশী অশেষ মান ও স্বর্গ সুখাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার  
নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ২১ ॥ অনন্তর রাজা পুরুষবাৎ সেই অতিশয় উ-  
স্কল-সৌন্দর্য্য-সৌকুমার্য্য-সাবণ্য অতিবিলাস-হাসাদিগুণময়ী উর্কশীকে  
দেখিয়া তদধীন-মনোবৃত্তি হইলেন ॥ ২২ ॥ তৎকালে, রাজা ও উর্কশী  
উভয়েই পরস্পরাসক্তচিত্ত, অনন্তদৃষ্টি ও পরিত্যক্ত-সকল-প্রয়োজন  
হইলেন ॥ ২৩ ॥ তখন রাজা অসঙ্কোচে কহিলেন ॥ ২৪ ॥ হে মুকু! আমি  
তোমার প্রতি অভিলাষী হইয়াছি,—তুমি প্রসন্ন হও, আমার প্রতি অমুরাগ  
বহন কর” রাজা এই প্রকার বলিলে, উর্কশী সজ্জাশিখিল-ভাবে কহিলেন ॥ ২৫ ॥  
আমার প্রতিজ্ঞা যদি আপনি পালন করেন, তাহা হইলে এই প্রকারই  
হইবে ॥ ২৬ ॥ “তোমার কি পণ” এই কথা রাজা জিজ্ঞাসা করিলে উর্কশী  
পুনর্বার কহিলেন ॥ ২৭ ॥ আমার পুত্রদ্বয়-স্বরূপ এই মেঘবরকে আপনি  
কখনই আমার শয্যার নিকট হইতে দূরে রাখিতে পারিবেন না ॥ ২৮ ॥  
আপনি আমার নিকট উলঙ্গ হইবেন না এবং দ্বুত মাত্রই আমার আহার, এই  
তিনটী আমার পণ ॥ তখন রাজা কহিলেন, আচ্ছা তাহাই হইবে ॥ অনন্তর,  
রাজা উর্কশীর সহিত কখন অলকার চৈত্ররথাদি বনে, কখনবা অতিরমণীয়  
অমল-গন্ধ-সমুচ্চ-শোভিত মানসাদি সরোবরে ক্রীড়া করতঃ প্রতিদিনই  
নানা প্রকার প্রমোদ বৃদ্ধি সহকারে, যষ্টিসহস্র বৎসর যাপন করিলেন ॥  
উর্কশীও রাজার সহিত উপভোগ সুখে প্রতিদিনই প্রবক্তমানাহরণ হইয়া  
অমর-লোক-বাসেও স্মৃহা পরিত্যাগ করিলেন ॥ তখন উর্কশী ব্যাভিরেকে  
অঙ্গরা, সিদ্ধ ও গন্ধর্ভগণের স্তবলোক আর রমণীয় বোধ হইল না ॥ ২৯ ॥  
অনন্তর পণবেত্তা বিশ্বাবসু, গন্ধর্ভগণ সমবেত হইয়া রাজে উর্কশী ও  
পুরুষবার শয্যার সমীপ হইতে একটি মেঘ হরণ করিলেন ॥ ৩০ ॥ আকাশ-  
মার্গে অপক্লিয়মাণ মেঘের শব্দ শ্রবণকরিয়া উর্কশী কহিলেন,—“আমি অনাথা,  
কোন ব্যক্তি আমার পুত্রহরণ করিতেছে, আমি কাহার শরণ লইব।” এই কথা  
শ্রবণ করিয়া রাজা নিজের উল্কাবহা প্রমুখ এই অবস্থা পাহে উর্কশী দেখিতে

পন্ন' এই ভরে মেঘের উদ্ধার করিতে গমন করিলেন না। অনন্তর গন্ধর্বগণ আর একটি মেঘ গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন সেই অগ্নিহরিশ্রমণ মেঘের শব্দ পুনর্বার শ্রবণ করিয়া উর্ধ্বশী আর্তস্বরে কহিলেন,—  
 আমি অনাথা, ভর্তৃহীনা ও কুপুরুষাশ্রয়া, কে আমার সন্তানকে রক্ষা করিবে ?  
 তখন রাজা ক্রোধবশে, 'একণে অন্ধকার, আমার উল্কাবহা উর্ধ্বশী  
 দেখিতে পাইবেন না' এই ভাবিয়া খড়া-গ্রহণ-পূর্বক, 'অরে ছুট! ছুট! হত  
 হইনি' এই বলিতে বলিতে ধাবিত হইলেন। সেই সময় গন্ধর্বগণ অতি  
 উজ্জল বিদ্যুৎ করিলেন; সেই বিদ্যুৎপ্রভায় উর্ধ্বশী, রাজাকে বিগত-বস্ত্র  
 দেখিতে পাইয়া 'পণভঙ্গ হইয়াছে' এই বোধে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩১ ॥  
 তখন গন্ধর্বগণ মেঘদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। পরে  
 রাজা সেই মেঘদ্বয়কে গ্রহণ করিয়া ছুটমনে নিজ শয্যায় আগমন করিলেন  
 কিন্তু উর্ধ্বশীকে দেখিতে পাইলেন না ॥ ৩২ ॥ অনন্তর উর্ধ্বশীর অদর্শনে  
 রাজা বিগত-বস্ত্র হইয়া উন্মত্তভাবে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর  
 এক দিবস, কুরুক্ষেত্রে অশ্বোজ সন্ধ্যাবে রাজা, অন্যান্য চারিজন অপ্সরার  
 সহিত বর্তমান। উর্ধ্বশীকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইবামাত্র উন্মত্ত-  
 প্রায় রাজা, উর্ধ্বশীকে কহিলেন,—'হে নির্দয়ে! জায়ে! এস, আমার হৃদয়ে  
 অধিষ্ঠান কর, আমার কথা শুন।' এইরূপ স্তব্ধ বাক্য শ্রবণে উর্ধ্বশী  
 কহিলেন,—মহারাজ! অবিবেকের ন্যায় চেষ্ঠা করিয়া কোন ফল নাই, একণে  
 আমি গর্ভবতী, এক বৎসর পরে আপনি এখানে আসিবেন, ঐ সময় আপ-  
 নার একটা পুত্র হইবে, এবং একরাজি আমি আপনার সহবাস করিব।  
 উর্ধ্বশী এই কথা বলিলে পর রাজা প্রহুট হইয়া দ্বপুরে আগমন করিলেন।  
 তখন উর্ধ্বশী অপর অপ্সরোগণকে কহিলেন "ইনিই সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরুষবা,  
 ইহার সহিতই অহরাগাক্ষ-হৃদয়ে এতকাল সহবাস করিয়াছি ॥ ৩৩—৩৪ ॥  
 এইরূপ উক্ত হইয়া অপ্সরোগণ কহিলেন,—ইহার রূপ, সাধু! সাধু! আমা-  
 রেরই ইহার সহিত সর্বকালে অভিরমণে স্পৃহা হয় ॥ ৩৫ ॥ অনন্তর এক-  
 বৎসর পূর্ণ হইলে রাজা পুনর্বার সেই স্থানে আগমন করিলেন, তখন উর্ধ্বশী  
 তাঁহাকে আনন্দময়, একটি পুত্র প্রদান করিলেন, এবং এক নিশা রাজার সহ-  
 বাস করিয়া পুনর্বার ঐচলী পুত্রজাৎপতির নিমিত্ত গর্ভ দ্বারক করিলেন ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর উর্কশী রাজাকে কহিলেন,—“আমার প্রতি প্রীতি-নিবন্ধন স্বৰ্ণ গন্ধৰ্বগণ মহারাজকেও বর প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, সেই কারণে আপনি তাঁহাদের নিকটে বর প্রার্থনা করুন ॥ ৩৭ ॥ তখন রাজা কহিলেন,—আমার শত্রুগণ পরাজিত, ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য অবিরত, বর্জমান ও পরিমিত সৈন্য, এবং কোষ পরিপূর্ণই আছে ; কেবল উর্কশী-সহবাস এক্ষণে আমার অপ্রাপ্য, এই কারণে আমি উর্কশীর সহিত কাল বাপন করিতে ইচ্ছা করি” ॥ ৩৮ ॥ রাজা এই প্রকার বর প্রার্থনা করিলে, গন্ধৰ্বগণ তাঁহাকে অগ্নিহালী প্রদান করিলেন ॥ ৩৯ ॥ ও কহিলেন,—বেদাহুসারী হইয়া উর্কশী-সহবাস-কামনাপূৰ্ব্বক এতদিন তিন ভাগ করতঃ এই অগ্নির বজ্র করিবেন, তাহা হইলে আপনার অভিলষিত প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৪০ ॥ এইরূপে উক্ত হইয়া রাজা অগ্নিহালী গ্রহণ করতঃ স্বপ্নে আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন, আগমনকালে পথে বনমধ্যে চিন্তা করিলেন “অহো আমার কি মৃত্যু ! বেহেতু অগ্নিহালী আনয়ন করিলাম কিন্তু উর্কশীকে আনয়ন করিলাম না ! এই প্রকার চিন্তা করিয়া রাজা বন মধ্যে সেই অগ্নিহালী পরিত্যাগ-পূৰ্ব্বক স্বপ্নে আগমন করিলেন ॥ ৪১ ॥ অনন্তর অর্ড্রারাত্র অতীত হইলে বিনিজ রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, “উর্কশী-সহবাস-লাভের নিমিত্ত গন্ধৰ্বগণ আমাকে অগ্নিহালী প্রদান করিয়াছিলেন, আমি সেই অগ্নিহালী বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আমি সেই অগ্নিহালী আনয়ন করিবার জন্য সেই স্থলে গমন করিব।” এই প্রকার চিন্তাপূৰ্ব্বক রাজা সেই বনে গমন করিলেন, কিন্তু অগ্নিহালী দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর পূর্বে যেখানে অগ্নিহালী নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেইখানে শব্দ-গর্ভস্থ একটি অশ্বখ দেখিতে পাইয়া চিন্তা করিলেন “এই স্থানেই আমি অগ্নিহালী নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, সেই স্থানীই শব্দগর্ভস্থ অশ্বখরূপে পরিণত হইয়াছে, সেই জন্ত আমি এই অশ্বখকে অগ্নিরূপে গ্রহণ করিয়া নিজপুত্রে গমন করতঃ এই অশ্বখকে অরণী করিয়া তদুৎপন্ন অগ্নির উপাসনা করিব ॥ ৪২ ॥ এইরূপ বিবেচনা করিয়া রাজা সেই অশ্বখকে গ্রহণ করতঃ নিজপুত্রে আগমন করিলেন। এবং তাহা দ্বারা অরণী করিলেন ॥ ৪৩ ॥ পরে সেই কাষ্ঠকে অঙ্গুলী-প্রমাণ করিয়া গারত্রী পাঠ করিলেন। অনন্তর গারত্রীর অক্ষর-

সংস্কারস্বারে অঙ্গুলি-প্রমাণ অরণি উৎপন্ন হইল ॥ ৪৪ ॥ অনন্তর রাজা অরণী বর্ষণ করিয়া অগ্নিতর উৎপাদন করতঃ, বেদাহসারে তাহাতে হোম করিতে লাগিলেন । এবং ইহলোকে উর্কশীর সহবাসরূপ কল কামনা করিলেন । অনন্তর সেই অগ্নি বিধি দ্বারা বহুবিধ যজ্ঞ করিয়া তৎপ্রসাদে পরকরলোক প্রাপ্ত হইলেন, এবং আর তাঁহার উর্কশী বিরোগ হইল না ॥ ৪৫ ॥ পূর্বে এক অগ্নিই ছিল, কিন্তু এই মন্বন্তরে ইলাপুত্র পুরুষবা ত্রিবিধ অগ্নি প্রবর্তিত করিলেন ॥ ৪৬ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## সপ্তম অধ্যায় ।

পরাম্বর কহিলেন,—পুরুষবাগও আয়ুঃ, ধীমান্, অমাবন্ত, বিশ্বাস্ত, শত্রাঘ্নঃ ও ঋতায়ুঃ (অমৃতায়ুঃ) নামে ছয়টি পুত্র হয় ॥ ১ ॥ অমাবন্তরও ভীম নামে পুত্র হইল । ভীমের পুত্র কাঞ্চন, তৎপুত্র সুহোত্র, তৎপুত্র জহুঃ ; এই জহুঃ, অখিল স্বীয় যজ্ঞবাটীকে গঙ্গাজলে প্রাণিত দেখিয়া ক্রোধ-সংরক্ত-নয়নে পরম-সমাধিবলে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষকে স্বীয় আত্মাতে সমারোপণ-পূর্বক সমুদয় গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ সেই সময় দেবদ্বিগণ ইঁহাকে প্রসন্ন করতঃ গঙ্গাকে ইঁহার হৃদিতা স্বরূপে স্বীকার করান । তখন জহুঃ, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন । জহুঃ সুজহুনামে পুত্র হয়, তৎপুত্র অজক, তৎপুত্র বলাকাশ, তৎপুত্র কুশ ; কুশের কুশাশ, কুশনাভ, অমূর্ত্তরয় ও অমাবন্ত নামে চারিজন পুত্র হয় ॥ ৩ ॥ তাঁহাদের মধ্যে কুশাশ, ‘আমার ইন্দ্রতুলা পুত্র জন্মিবে’ এই সঙ্কল্প করিয়া ভগবাত্য আরাধ্য করিলেন । অনন্তর, তিনি উগ্রতপস্তা করিতেছেন দেখিয়া ইন্দ্র, ‘অপর কেহ মৎসদৃশ পরাক্রম-শালী না হউক,’ এই ভাবিয়া স্বয়ংই তাঁহার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন ॥ ৪ ॥ এই ইন্দ্রই কৌশিক, গাধি-নামা । গাধির সত্যবতী নামী কস্তা হয় । এই সত্যবতীকে ভার্গব ঋচীক, প্রার্থনা করিলেন । গাধিও অতি-কৃচ্ছ্রস্বভাব অতি-বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কস্তাদান করিতে অনিচ্ছুক হইয়া, এক সংলপ্ত ভ্রামকর্ণ, চন্দ্রের ভায় বেতকাতি,

ও বায়ু-সহৃদয় বৈশ্বানর অথ, কস্তার মূল্যবস্তুরূপে বাচক্ষ্য করিলেন । ৫৩ ॥ সেই ঋষিও বরুণদেবের নিকট হইতে, অশ্বতীর্থোৎসব তাদৃশ অশ্বসহস্র, লাভ করিয়া রাজাকে প্রদান করিলেন । ৫৪ ॥ অনন্তর ঋচীক, সেই কস্তাকে বিবাহ করিলেন । অনন্তর কোন সময়ে ঋচীক, সত্যবতীর সন্তান কামনার চক্র (যজ্ঞীয় পায়স) করিলেন । তখন সত্যবতী তাঁহাকে প্রসন্ন করতঃ স্বকীয় জননীৰও ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ পুত্রোৎপত্তির জন্ত প্রার্থনা করিলে, তিনি আর এক চক্র প্রস্তুত করিলেন । ৫৫ ॥ চক্র প্রস্তুত হইলে মহর্ষি ঋচীক, স্বীয় পত্নী সত্যবতীকে ‘এই চক্র তোমার এবং এই অপরটী তোমার মাতার উপযোগী’ এই বলিয়া বনে গমন করিলেন । ৫৬ ॥

অনন্তর চক্র সেবনকালে সত্যবতীর জননী সত্যবতীকে কহিলেন,— “সকলেই নিজের জন্য অতিগুণবান পুত্রের অভিলাষ করিয়া থাকে, কিন্তু কেহই আশ্রয়পত্নীর ভাতৃগুণে তাদৃশ আদর করে না, (এই জন্য বোধ হয় ঋষি আমার চক্র অপেক্ষা তোমার চক্রই তাদৃশ উত্তম করিয়াছেন) অতএব তুমি তোমার চক্রটী আমাকে দাও, ও আমার চক্রটী তুমি ভক্ষণ কর” ॥ ৫৭ ॥ আরও কহিলেন “আমার পুত্রের সকল ভ্রমওল পালন করিতে হইবে” ॥ ৫৮ ॥ আর ব্রাহ্মণের বলবীৰ্য্য সম্পত্তিতে কি প্রয়োজন সাধিত হইবে।” জননী এই কথা বলিলে পর, সত্যবতী স্বকীয় চক্র, মাতাকে প্রদান-পূর্বক মাড়চক্র নিজে ভক্ষণ করিলেন ॥ ৫৯ ॥ অনন্তর ঋষি বন হইতে আগমন করিয়া সত্যবতীকে দেখিলেন, ও কহিলেন,—হে অতি পাপে ! তুমি এ কি অকার্য্য করিয়াছ ? তোমার শরীর অতি রৌদ্র দেখাইতেছে ; আমি বিবেচনা করিতেছি যে, তুমি তোমার মাতার চক্র ভক্ষণ করিয়াছ, সত্যবতি ! তোমার এ কৰ্ম্ম উচিত হয় নাই ॥ ৬০ ॥ কারণ তোমার মাতার চক্রেতে আমি সকল বীৰ্য্য সম্পদের সমাবেশ করিয়াছিলাম, এবং তোমার চক্রেতে অধিল শান্তি জ্ঞান মতি তিত্তিকা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ সম্পদের সমাবেশ করিয়াছিলাম । তুমি ইহার বিপরীত করিয়াছ, এই কারণে তোমার পুত্র যৌজাস্ত্র ধারণ ও মারণাদি নিষ্ঠ ক্ষত্রিয়াচার লইবে । এবং তোমার মাতার পুত্র শান্তির অভিলাষী ব্রাহ্মণাচার লইবে ॥ ৬১ ॥ ঋষি এই কথা বলিলে সত্যবতী, ঋষির পাদদ্বয় গ্রহণপূর্বক প্রণিপাত করিয়া, কহিলেন,—“ভগবন্ !

আমি অজ্ঞানবশতঃ এইরূপ করিয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমার যেন এতাদৃশ পুত্র না হয়, পরন্তু এতাদৃশ পৌত্র হউক,” সত্যবতী এইরূপ প্রার্থনা করিলে ঋষি কহিলেন, “তুমি যাঁহা প্রার্থনা করিলে তাঁহাই হইবে” ॥ ১৫ ॥ অনন্তর যথা সময়ে সত্যবতী জমদগ্নিকে প্রসব করিলেন, এবং তন্মাতা বিশ্বামিত্রকে প্রসব করিলেন। পরে সত্যবতী কৌশিকী নামে নদী হইলেন। জমদগ্নি ইক্ষাকু বংশোদ্ভব রেণু নামক রাজার কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করিলেন। এবং সেই রেণুকার গর্ভে, অশেষ-কজ্জি-বংশের উচ্ছেদকারী সকল-লোক-গুরু নারায়ণের অংশভূত পরশুরাম নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ১৬ ॥ দেবগণ, ভৃগুবংশীয় শুনঃশেককে বিশ্বামিত্রের পুত্ররূপে প্রদান করেন। তৎপরে বিশ্বামিত্রের অন্যান্য যে সকল পুত্র জন্মিল, তাহাদের নাম মধুচ্ছন্দ, জয়, কৃতদেব, দেবাষ্টক, কচ্ছপ ও হারীকত ॥ ১৭ ॥ সেই সকল অপত্যাদি কৌশিক পৌত্র এবং তাঁহাদের ঋষ্যস্তর বংশে বিবাহ হয়, কিন্তু সমান-প্রবরে নহে ॥ ১৮ ॥

সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## অষ্টম অধ্যায় ।

পরশুর কহিলেন,—পুরুষবার জ্যেষ্ঠ পুত্র, বাঁহার নাম আয়ুঃ, তিনি বাহুর কন্যাকে বিবাহ করিলেন। এবং তাঁহার গর্ভে পাঁচটী পুত্র উৎপাদন করিলেন। সেই পুত্রগণের নাম যথা,—নহষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রত্ন, রজি ও অনেনাঃ। ক্ষত্রবৃদ্ধের স্নহোত্রনায়া পুত্র হয়, এই স্নহোত্রের তিন পুত্র, কাশ, লেশ ও গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র শৌনক, এই শৌনকই চাতুর্ধর্য্য প্রবর্তায়িতা হন ॥ ১ ॥ কাশের পুত্র কাশিরাজ; কাশিরাজের দৌর্ধতমা নামে পুত্র হয়, দৌর্ধতমার পুত্র ধনস্তরি, এই ধনস্তরির দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে মর্ত্যধর্ম্ম ছিল না, এবং ইনি সকল জন্মেই অশেষ-শাস্ত্রজ্ঞ ॥ ২ ॥ পূর্বজন্মে ভগবান্ নারায়ণ ইহাঁকে বর প্রদান করেন যে “তুমি কাশিরাজ-গোত্রে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত আবুর্বেদকে আট ভাগে বিভক্ত করিবে এবং তুমি বজ্রভাক্ত হইবে” ॥ ৩—৪ ॥ সেই ধনস্তরির পুত্র কেতুমান্, ভৎপুত্র

দিবোদাস, তৎপুত্র প্রতর্দন। প্রতর্দন মনঃশ্রেণ্য বংশের উচ্ছেদ করিয়া অশেষ শত্রুগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার ‘শত্রুজিৎ’ নাম হয় ॥ ৫ ॥ ইহার পিতা দিবোদাস, ইহাকে অতি প্রীতির সহিত বৎস! বৎস! বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, সেই কারণে ইহার অপর নাম বৎস ॥ ৬ ॥ এবং ইনি অতিশয় সত্যব্রত ছিলেন বলিয়া ইহার আর একটা নাম হয় ঋতধ্বজ। পুনশ্চ ইনি কুবলয়নামক অশ্বের প্রাপ্তি-নিবন্ধন পরে কুবলয়াশ্ব নামে এই পৃথিবীতে প্রথিত হন ॥ ৭ ॥

বৎসের অলর্কনামা পুত্র হয় ; এই অলর্ক সম্বন্ধে অদ্যাবধি একটি শ্লোক গীত হয় যথা “পূর্বকালে অলর্ক ব্যতিরেকে অপর কোন ভূপতিই যুবাবস্থায় বাট হাজার ও বাট শত বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবীর ভোগ করিতে পারেন নাই” ॥ ৮ ॥ সেই অলর্কের সন্নতিনামা পুত্র হয়। তৎপুত্র সুনীধ, তৎপুত্র মুকেতু, তৎপুত্র ধর্ম্মকেতু, তৎপুত্র সত্যকেতু, তৎপুত্র বিভু, তৎপুত্র সুবিভু, তৎপুত্র সুকুমার, তৎপুত্র ধৃষ্টকেতু, তৎপুত্র বৈনহোত্র, তৎপুত্র ভার্গ, তৎপুত্র ভার্গভূমি। এই ভার্গভূমি হইতে চাতুর্কর্গ্য প্রবর্তিত হয়। এই কাশ্মণ্ডপালগণের বিষয় তোমাকে कहিলাম। এক্ষণে রজির বংশাবলি শ্রবণ কর ॥ ৯ ॥

অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## নবম অধ্যায় ।

পরশর कहিলেন,—রজির অতুল-পরাক্রম-সার পঞ্চম পুত্র ছিল। কোন কালে দেবাসুর-সংগ্রামে, পরস্পর বধেচ্ছু দেব ও অসুরগণ ব্রহ্মাকে লিঙ্কাসা করিলেন যে ॥ ১ ॥ হে ভগবন্! আমাদের এই বিরোধে কোন পক্ষ জয়ী হইবে? অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা कहিলেন, যাঁহাদিগের জন্ত রজিরাজা অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিবেন, তাঁহারাই জয়ী হইবেন। অনন্তর দৈত্য-গণ আসিয়া সাহায্য-লাভার্থ রজির নিকট প্রার্থনা করাতো, রজি कहিলেন, “যদি আপনাদিগের সুরগণকে জয় করিয়া আমাকে ইন্দ্রভূ প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি আপনাদের জন্ত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি”। এই কথা



শ্রবণ করিয়া অসুরগণ কহিল “আমরা একপ্রকার বলিয়া অন্যপ্রকার আচরণ করিব না। প্রহ্লাদ আমাদের ইন্দ্র, তাঁহার জন্যই আমাদের এই উদ্বেগ, অতএব আপনার অঙ্গীকারে বদ্ধ হইতে পারিব না।” এইরূপ বলিয়া দৈত্যগণ প্রস্থান করিলে পরে, দেবগণ আগমন করিয়া পূর্বের স্তায় প্রার্থনা করিলে, রাজাও পূর্বে যে প্রকার অসুরগণের নিকট বলিয়া ছিলেন দেবগণের নিকটও তাহাই বলিলেন। তখন দেবগণও স্বীকার করিলেন,—“আপনিই আমাদের ইন্দ্র হইবেন” ॥ ২ ॥ অনন্তর রজি, দেব-দৈত্য-সভায় হইয়া অনেক মহান্ত্র দ্বারা সেই অসুরগণকে বিনাশ করিলেন। যখন শক্রপক্ষ সকল বিনষ্ট হইল, তখন ইন্দ্র রজির পদতল, স্বীয় মস্তক দ্বারা নিপীড়ন করিয়া কহিলেন, “আপনি তত্ত্ব হইতে রক্ষা করিয়াছেন, বলিয়া, আমাদের পিতা, আপনি এক্ষণে লোকসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হইলেন; কারণ, ত্রিলোকেশ্বরে আমি আপনার পুত্র” ॥ ৩ ॥ তখন রাজা রজিও হাস্য-পূর্বক কহিলেন “আচ্ছা তাহাই হউক, বৈরিপক্ষেরও অনেকবিধ-চাটু-বাক্য-গর্ভা প্রণতি অতিক্রম করা উচিত নহে—স্বপক্ষের ত কথাই নাই” এইবলিয়া রাজা স্বপ্নে আগমন করিলেন ॥ ৪ ॥ ওদিকে শতক্রতুই ইন্দ্রকে করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা রজি স্বর্গে গমন করিলে পর, রজি-পুত্রেরা নারদ ঋষি প্রেরণায় স্বকীয় পিতার স্বীকৃত পুত্র ইন্দ্রের নিকট আচারাহুসারে রাজ্য প্রার্থনা করিলেন ॥ ৫ ॥ তৎপরে ইন্দ্রের রাজ্য প্রদান না করাতে অতি বলশালী রজিপুত্রগণ ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া আপনারাই ইন্দ্রত্ব করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে অপহৃত ত্রৈলোক্য-বস্তুভাণ ইন্দ্র, নির্জনে বৃহস্পতিকে দর্শন করিয়া কহিলেন ॥ ৬ ॥ “বদরৌফল প্রমাণ স্বত প্রদান করিয়া কি আমার তৃপ্তি করিতে পারিবেন?” ইন্দ্র নির্বির-ভাবে এই কথা বলিলে, বৃহস্পতি কহিলেন “বদি তুমি পূর্বেই আমার নিকট প্রার্থনা করিতে, তাহা হইলে তোমার জন্য কোন কৰ্ম আমার অকরণীয় হইত ?” ॥ ৭ ॥ এক্ষণে অন্নদিনের মধ্যেই তোমাকে নিজগণে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি” এই বলিয়া বৃহস্পতি, রজিপুত্রগণের বুদ্ধিমোহের জন্য প্রতি-দিন অভিচারাদিক্রিয়া করিতে লাগিলেন ও ইন্দ্রের তেজোরুদ্ধির জন্য হোম করিতে লাগিলেন। অনন্তর রজিপুত্রগণ সেই বুদ্ধি-মোহ-প্রযুক্ত অতিকৃত

হইয়া, ব্রহ্মদেবী ধর্মভ্যাগী ও বেদবার-পরান্ধ হইলেন । তখন ইন্দ্র অনার্যাসে  
অপেত-ধর্মীচারণেই ব্রহ্মপুত্রগণকে হনন করিলেন । এবং পুরোহিত  
ব্রহ্মস্বতীর অঙ্গুগ্রহে বর্জিত-তেজা হইয়া স্বর্গ আক্রমণ-পূর্বক অধিকার  
করিলেন ।

ইন্দের এই পদভ্রংশ ও পুনঃপ্রাপ্তি ভ্রবণ করিলে পুরুষ, স্বপদভ্রংশ কিংবা  
দৌরাশ্য প্রাপ্ত হয় না । রক্ত অনপত্য ছিলেন । ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র প্রতিকৃত্ত,  
তৎপুত্র সঞ্জয়, তৎপুত্র জয়, তৎপুত্র বিজয়, তৎপুত্র যজ্ঞকৃত্য, তৎপুত্র হর্ববর্দ্ধন,  
হর্ববর্দ্ধনের পুত্র সহদেব, তৎপুত্র অদীন, তৎপুত্র জয়সেন, তৎপুত্র সংহতি,  
তৎপুত্র ক্ষত্রধর্মী ; এই সকল ক্ষত্রবৃদ্ধবংশীয় ভূপালগণের বিষয় কথিত হইল ।  
অতঃপর নহবংশ বলিব ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## দশম অধ্যায় ।

পরাক্ষর কহিলেন,—যতি, যযাতি, সংযাতি, বিযতি ও কৃতি নামে  
নহবের ছয়টা পুত্র হয় । ইহারা সকলেই পরাক্রান্ত ছিলেন । ইহাদের মধ্যে  
যতি রাজ্য-ইচ্ছা করেন নাই ; যযাতিই রাজা হইলেন । তিনি শুক্রের দ্বিহিতা  
দেবযানী ও বৃষপর্ষের দ্বিহিতা শর্শ্বিষ্ঠাকে বিবাহ করিলেন । এই স্থলে যযাতি-  
পুত্রগণের সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে ; যথা,—‘দেবযানী,—যহ ও তুর্কস্বকে  
প্রসব করেন এবং বৃষপর্ষদ্বিহিতা শর্শ্বিষ্ঠা, দ্রুত্যা অণু ও পুরুকে প্রসব  
করেন ॥ ১২ ॥ যযাতি, শুক্রের শাপে অকালেই জরা প্রাপ্ত হইলেন’ ॥ ৩ ॥  
অনন্তর শুক্র প্রসন্ন হইলে বচনানুসারে যযাতি স্বীয় জরা সংক্রামিত করিবার  
জন্ত জেষ্ঠ পুত্র যজ্ঞকে কহিলেন, “হে পুত্র ! তোমার মাতামহ-শাপ-  
প্রভাবে অকালেই আমার জরা উপস্থিত হইয়াছে । এক্ষণে তাঁহার অঙ্গুগ্রহেই  
আমি সেই জরা ভোমাতে এক সহস্র বৎসরের জন্ত সংক্রামিত করিতে ইচ্ছা  
করি । আমি এখনও বিষয়-ভোগে তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই, সুতরাং  
আমি বিষয়-ভোগ করিতে ইচ্ছা করি । এই বিষয়ে তুমি আমাকে প্রত্যা-  
খ্যান করিওনা ।” রাজা এই কথা বলিলে যহ, জরাগ্রহণ করিতে ইচ্ছা

করিলেন না। তখন যযাতি তাঁহাকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, “তোমার বংশে কেহই রাজ্যার্থ হইবে না” ॥ ৩৫ ॥ অনন্তর রাজা ক্রমে ক্রমে ক্ষত্র্য, তুর্কশ ও অগুর নিকটে গমন করিয়া তাঁহাদের যৌবন-গ্রহণ-পূর্বক নিজের জরা তাঁহাদিগকে সংক্রমণ করিতে প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু, একে একে তাঁহারা সকলেই যযাতিকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। রাজাও তাঁহাদিগকে পূর্বোক্ত প্রকারে শাপ প্রদান করিলেন। অনন্তর রাজা, সর্ব-কনিষ্ঠ শর্শিষ্ঠাপুত্র পুরু নিকট গমন করিয়া পূর্বোক্ত বিষয় কহিলেন। তখন অতিপ্রবল-মতি পুরু পিতাকে প্রণাম-পূর্বক বহমানের সহিত, “আমার উপর ইহা আপনার মহান অমুগ্রহ” এইরূপ উদার বাক্য বলিয়া পিতার জরা গ্রহণ করিলেন ও পিতাকে স্বকীয় যৌবন প্রদান করিলেন। অনন্তর, রাজা যযাতিও নবীনযৌবন লাভ হইয়া ধর্মের অবিরোধে অভিলাষ-মুরূপ যথাকালে উপপন্ন ও নিয়মিত উৎসাহে বিষয়ভোগ ও সম্যকরূপে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ রাজা যযাতি বিখ্যাতীর সহিত নানাপ্রকার উপভোগ করতঃ প্রতিদিনই ‘কামসমুৎসব’ এই প্রকার বিবেচনায় নিতান্ত উন্মনস্ক হইলেন ॥ ৭ ॥ প্রতিদিনই তিনি এই প্রকারে উপভোগে রত হইয়া বিষয় সকলকে অতি রমণীয় বিবেচনা করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ অনন্তর রাজা যযাতি একদিন বলিতে লাগিলেন,—বিষয়গণের অভিলাষ কখনই উপভোগ দ্বারা শাস্ত হয় না; বরঞ্চ ঘৃতাভি ঘায়া অগ্নির জ্বায় ক্রমশই বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে ॥ ৯ ॥ পৃথিবীতে ধান্য, যব, হিরণ্য, পদ্ম ও স্ত্রী প্রভৃতি বস্তু বিষয় আছে, তাহাতে এক ব্যক্তিরও অভিলাষ পূর্ণ হয় না; ইহা বিবেচনা করিয়া অতিতৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য ॥ ১০ ॥ পুরুষ যখন সর্বভূতে সমান দৃষ্টি করতঃ সকল ভূতেই পাপময় ভাব না করেন, তখন তাঁহার পক্ষে সকল দিকই সুখময় ॥ ১১ ॥ হৃদয়ভিগণ যাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, যাহা শরীর জীর্ণ হইলেও জীর্ণ হয় না, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেই তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিলে অনন্ত স্থখে অভিপূরিত হইতে পারেন ॥ ১২ ॥ জরাগ্রস্তব্যক্তির বেশ-সমূহ জীর্ণ হয় এবং দন্ত সকলও জীর্ণ হয়; কিন্তু তাহার ধনাশা ও জীবনাশা কখনও জীর্ণ হয় না; নিত্য নূতন ভাবেই বাড়িয়া থাকে ॥ ১৩ ॥ এক সপ্তাহবর্ষ পূর্ণ হইল, আমার মন বিষয়ে সম্পূর্ণ ভাবে

আসক্ত রহিয়াছে ; কিন্তু তথাপি প্রতিদিন এই সকল বিষয়ে আমার তৃষ্ণা বাড়িতেছে ॥ ১৪ ॥ এই সকল কারণে আমি এই তৃষ্ণা পরিত্যাগ পূর্বক ব্রহ্মে মন অর্পণ করতঃ হৃন্দহীন ও নির্ম্মম হইয়া যুগ সমূহের সহিত বনে বিচরণ করিব ॥ ১৫ ॥

পরশর কহিলেন, অনন্তর রাজা যযাতি, পুত্রর নিকট হইতে জরা গ্রহণ করতঃ তাঁহাকে যৌবন অর্পণপূর্বক রাজ্যে অভিষেক করিয়া তপস্যা করিবার জন্ত, বনে গমন করিলেন ॥ ১৬ ॥ রাজা যযাতি, দক্ষিণপূর্বদিকে তুর্ব্বাহকে, পশ্চিমদিকে জ্যেষ্ঠকে, দক্ষিণাপথে যহ এবং উত্তরদিকে অহুকে ধণ্ড ধণ্ড ভাগে রাজ্য প্রদান করতঃ পুরুকে সর্ব্বপৃথী-পতিত্বে অভিষেক করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন ॥ ১৭-১৮ ॥

দশম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## একাদশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—অতঃপর আমি যযাতির প্রথম পুত্র যহুর বংশ কীর্ত্তন করিতেছি । অশেষলোক-নিবাসী মনুষ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বক্ষ, রাক্ষস, গুহক, কিন্নর, অঙ্গর, উরগ, বিহগ, দৈত্য, দানব, দেবর্ষি ও দ্বিজর্ষিগণ—কেহ বা মোক্ষের প্রত্যাশায়, কেহ বা ধর্ম্ম ও অর্থের প্রত্যাশায় যীহাকে সর্ব্বদা স্তব করেন, সেই অনাদিনিধন ভগবান্ বিষ্ণু, এই যহবংশে, অপরিচ্ছেদ্য-মাহাত্ম্য দ্বীয় অংশে অবতীর্ণ হন ॥ ১ ॥ এই যহবংশ সম্বন্ধে একটা শ্লোক আছে, যথা,—  
“যে যহবংশে নিরাকার বিষ্ণু-সজ্জক-পরব্রহ্ম অবতীর্ণ হন, সেই বংশের বিবরণ শ্রবণ করিলে, মনুষ্য সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়” ॥ ২ ॥ যহুর চারিটা পুত্র হয় । তাঁহাদের নাম, সহস্রজিৎ, ক্রোষ্ট্র, নল ও রঘু । সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ ; শতজিতের হৈহয়, বেণু এ হয় নামে তিন পুত্র হয় । হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্মনেত্র, তৎপুত্র কুন্তি, কুন্তির পুত্র সাহজি, তৎপুত্র মহিয়ান্, তৎপুত্র ভজ্রপ্রোণ্য, তৎপুত্র হৃদম, তৎপুত্র ধনক, ধনকের কৃতবীর্ষ্য, কৃতোধি, কৃতবন্দী, ও কৃতোজাঃ নামে চারিজন পুত্র হয়, তন্মধ্যে কৃতবীর্ষ্যের অর্জুন নামে পুত্র হয়, এই অর্জুন সহস্র বাহনালী ও সপ্তদ্বীপ-পতি হন । এই অর্জুন তপ-

বাঁদেবের অংশ অগ্নিকুল-সমুৎপন্ন দত্তাত্রেয় কে আরাধনা করিয়া “সহস্র বীহি, অধর্মসেবা নিবারণ, ধর্ম দ্বারা পৃথিবী-জয় ও ধর্ম দ্বারাই তাহার প্রতিপালন, নিকট অপরাধর, এবং অখিল-ভুবন-পরিচিতি পুরুষের হস্তে মন্ত্রণ” —এই কয়টি বর প্রার্থনা করেন। দত্তাত্রেয়ও তাঁহাকে পূর্বোক্ত বর কয়টি প্রদান করেন। অর্জুন এই সন্তোষোপবতী বহুমতীকে সম্যক্ প্রকারে প্রতিপালন করেন ও দশসহস্র বজ্র করেন। তাঁহার সম্বন্ধে একটা শ্লোক অদ্যাপি গীত হইয়া থাকে ; যথা,—“বহুতর বজ্র, বহুতর দান, অনন্ত অপমায়, বিনয় বা দানের দ্বারা অন্য কোন ভূপতিই নিশ্চয়ই কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনের সমকক্ষ হইতে পারিবেন না ॥৩—৪॥ তাঁহার রাজ্যে কোন দ্রব্যই নষ্ট হইত না” ॥ ৫ ॥ রাজা অর্জুন এই প্রকারে অব্যাহত আরোগ্য, শ্রী, বল ও পরাক্রম সহকারে পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া রাজ্য করিয়াছিলেন। একদিবস তিনি নর্মদা-জলাবগাহন-ক্রীড়া করিয়া অতিশয়-মদ্যপান-জনিত-মত্ততায় আকুল ছিলেন, এমন সময় অশেষ-দেবদৈত্য ও গন্ধর্ব্বেশ্বরগণের জয়-সভূত গর্বে রাবণ, তাঁহার পুত্র আক্রমণ করেন ; তখন তিনি অনায়াসেই রাবণকে পত্তন ন্যায় বন্ধন করিয়া স্বীয় নগরের এক নির্জন স্থানে রাখিয়া দেন ॥৬॥ এই অর্জুন পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর অভীত হইলে পর ভগবান্ নারায়ণের অংশ পরশুরামওর্ষক নিহত হইলেন। অর্জুনের একশত পুত্র, তন্মধ্যে পাঁচ জন পুত্রই প্রধান ; তাঁহাদের নাম যথা,—শূর, শূরসেন, বৃষণ, মধুধ্বজ ও মধুধ্বজ ; তন্মধ্যে জয়ধ্বজের তাপজজ্ঞ নামে এক পুত্র হয়। এই তাপজজ্ঞের এক শত পুত্র ; তাহাদের মধ্যে বীড়িহোত্র ও ভরতই জ্যেষ্ঠ। ভরতের পুত্র বৃষ ও স্নজাত, বৃষের মধু নামে এক পুত্র হয়, এই মধুরও বৃক্ষপ্রমুখ এক শত পুত্র হয়। এই কার্ষণেই বহুকুল বৃক্ষ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। এবং এই কুলের মধু সজ্ঞার কারণ মধুই হন। এবঞ্চ যহ্ নামোপলক্ষণ-প্রযুক্ত ইঁ হারা বাদব নামে বিখ্যাত ॥ ৭ ॥

একাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## দ্বাদশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—যদুপুত্র ক্রোষ্ঠুর বৃজ্জনীবান্ নামে এক পুত্র হয় ।  
 তৎপুত্র স্বাহি, তৎপুত্র কৃষক্সর, কৃষক্সর পুত্র চিত্ররথ, তৎপুত্র শশবিন্দু ।  
 এই শশবিন্দুর নিকট চতুর্দশ মহারত্ন ছিল, এবং ইনি চক্রবর্তী রাজা  
 হন ॥ ১ ॥ শশবিন্দুর শতসহস্র পত্নী ও দশলক্ষ সংখ্যক পুত্র হয় । তাহা-  
 দিগের মধ্যে ছয়টি পুত্রই শ্রেষ্ঠ ; তাহাদিগের নাম,—পৃথুষা পৃথুকর্মা, পৃথুজয়  
 পৃথুদান, পৃথুকীর্তি ও পৃথুশ্রবাঃ । পৃথুশ্রবার পুত্র তমঃ, তৎপুত্র উশনা ।  
 এই উশনা একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন ; ইঁহার শিষ্যে নামে এক পুত্র হয় ।  
 তৎপুত্র রুক্ষকবচ, তৎপুত্র পরাবৃত্ত । পরাবৃত্তের পাঁচটি পুত্র হয় ; তাহাদিগের  
 নাম, রুক্ষেশু, পৃথুরুক্ষ, জ্যামঘ, পালিত, ও হরিত । ইঁহাদের মধ্যে জ্যামঘ  
 সম্বন্ধে শ্লোক গীত হইয়া থাকে ; যথা । ২ । “জগতে স্ত্রীর বশীভূত, (যাহারা  
 মৃত হইয়াছে আ উৎপন্ন হইবে,) তাহাদিগের মধ্যে শৈব্যাপতি রাজা জ্যামঘই  
 শ্রেষ্ঠ । তাঁহার পত্নী শৈব্যা অপুত্রা হন, অপত্যকাম হইলেও রাজা  
 তাঁহার ভয়ে অস্ত্র ভাৰ্যা গ্রহণ করিতে পারেন নাই । সেই রাজা জ্যামঘ,  
 একদিবস, অনন্ত অশ্বগজ প্রভৃতির সংমর্দন-জনিত অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রামে বৃদ্ধ  
 করিতে করিতে সকল শত্রু-সৈন্যই পরাজয় করিলেন । অনন্তর পরাজিত  
 শত্রু-সমূহ, পুত্র, কলত্র, বহু ও কোবাদি পরিত্যাগপূর্বক এবং স্বীয়  
 নগর ছাড়িয়া দিগ্বিদিকে পলায়ন করিল ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ শত্রুসমূহ পলায়ন করিলে,  
 রাজা, ‘হে ভাত ! হে ভাতঃ ! আমাকে রক্ষা কর’ এইরূপে বিলাপ-শ্রবৃত্ত  
 এক রাজকন্তার দ্বারা দেখিতে পাইলেন । অতিদ্রাস বশতঃ ঐ কন্তার আশ্রিত  
 নরনন্দর চঞ্চল হওয়াতে তাহার সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল ॥ ৪ ॥ ঐ  
 কন্যার দর্শনে তাহার প্রতি অহুরাগাকূষ্টচেতা রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন  
 ॥ ৫ ॥ ‘আমি অপত্য-হীন ও বন্ধ্যাত্তরী, সম্ভ্রান্তি বিধাতা আমার অপত্যলাভের  
 জন্যই এই কন্যা রত্ন প্রদান করিলেন, আমি এই কন্যাকে বিবাহ করিব । অত-  
 এব ইহাকে এইক্ষণে নিজ নগরে লইয়া যাই ॥ ৬ ॥ অনন্তর সেইখানে দেবী  
 শৈব্যার অমুজার ইহাকে বিবাহ করা যাইবে ।’ এইপ্রকারে চিন্তা করিয়া

রাজা সেই কন্যাকে রথে আরোহণ করাইয়া নিজ নগরে গমন করিলেন ॥ ৭ ॥ অনন্তর দেবী শৈব্যা, অনেক পরিজন, পৌর, ভৃত্য ও অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে, বিজয়ী রাজাকে দেখিবার জ্ঞাত নগরদ্বারে উপস্থিত হইলেন ॥ ৮ ॥ পরে তিনি রাজার বাম-পার্শ্ববর্তিনী কন্যাকে অবলোকন করতঃ, তৎকাল-সমুৎপন্ন কোপে অধরপন্নব স্রবৎ ক্ষুরিত করিয়া রাজাকে কহিলেন, ‘হে অতিচপল-চিত্ত ! এই রথে কাহাকে আরোহণ করাইয়াছে ?’ তখন রাজা, অতিভয়-প্রযুক্ত প্রত্যুত্তর বাক্যের আলোচনা না করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, “এই কন্যাটী আমার পুত্রবধূ” ॥ ৯ ॥ অনন্তর শৈব্যা রাজাকে কহিলেন, “আমার ত পুত্র হয় নাই, তোমারও অন্য পত্নী নাই ; তবে তোমার কি প্রকার পুত্রের সম্বন্ধে ইহাকে পুত্রবধূ বলিতেছ ?” ॥ ১০ ॥

পরাক্ষর কহিলেন,—এই প্রকার নিজের প্রতি শৈব্যার কোপ-কলুষিত বাক্যে বিবেক-নাশ-শ্রেয়স্ত কথিত অসম্বন্ধ বাক্যের পরিহারার্থে রাজা কহিলেন ॥ ১১ ॥ “তোমার যে পুত্র জন্মিবে, ভবিষ্যৎকালে ইনি তাঁহারই ভার্য্যাক্রমে নিরুপিত হইয়াছেন” ॥ এই কথা শ্রবণে শৈব্যা স্রবৎ-হাস্য-পূৰ্ব্বক কহিলেন “আচ্ছা তাহাই হইবে” ॥ অনন্তর রাজার সহিত শৈব্যা নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১২ ॥

অনন্তর, রাজা ও শৈব্যার যে পুত্র-জন্মবিষয়ক আলাপ হয়, তাহা বিস্তৃত লগ্নছোরাংশক অবয়বাদিতে \* (অন্ত এই উক্তি সহকারে) নিশ্পন্ন হয় ; এই কারণে শৈব্যা সন্তান প্রসবোচিত বয়ঃক্রম অতিক্রম করিলেও অল্পদিনের মধ্যেই গর্ভবতী হইলেন ॥ ১৩ ॥ কালক্রমে শৈব্যা পুত্র প্রসব করিলেন। পিতা জ্যাম্বন্ত, পুত্রের বিদর্ভ এই নাম রাখিলেন। অনন্তর, কালে এই বিদর্ভ, সেই পূর্বোক্ত রাজকন্যাকে বিবাহ করিলেন ॥ ১৪ ॥ বিদর্ভ সেই রাজকন্যার গর্ভে ক্রধ ও কৌশিক নামক দুই পুত্রোৎপাদন করিলেন। পরে পুনর্বার রোমপাদনামক আর এক পুত্রোৎপাদন করিলেন। রোমপাদের পুত্র বজ্র, বজ্রের পুত্র ধৃতি। কৌশিকেরও চেন্দ্র নামে পুত্র হইল। এই চেন্দ্রের সন্ততিতে চৈদ্য ভূপালগণ জন্মগ্রহণ করেন। জ্যাম্বন্তের পুত্রবধূর পুত্র ক্রধেরও কুন্তি নামে পুত্র হইল ॥ ১৫ ॥

---

\* জ্যোতিষ-শাস্ত্রোক্ত প্রসঙ্গ সময় বিশেষই ইহার ভাষ্যার্থ।

কুস্তির পুত্র বৃষ্ণি, বৃষ্ণির পুত্র নির্কৃতি, নির্কৃতির পুত্র দশার্হ, তৎপুত্র  
যোমা, তৎপুত্র জীমূত, তৎপুত্র বংশকৃতি, তৎপুত্র ভীমরথ, তৎপুত্র নবরথ,  
তৎপুত্র দশরথ. তৎপুত্র শকুনি, তৎপুত্র করন্তি ; করন্তির দেবরাত নামে  
পুত্র হয়। দেবরাতের পুত্র দেবক্ষেত্র, তৎপুত্র মধু। মধুর পুত্র অনবরথ,  
অনবরথের পুত্র কুরুবৎস, তৎপুত্র অম্বরথ, এবং অম্বরথ হইতে পুরুহোত্রের  
জন্ম হয়। পুরুহোত্রের পুত্র অংশ, তৎপুত্র সত্তত, সেই সত্তত হইতে  
এই সাত্তত বংশ প্রবর্তিত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥ এই জ্যামঘ বংশাবলি, যিনি  
ব্রহ্মা সহকারে শ্রবণ করিবেন, তিনি সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হইবেন ॥ ১৭ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

পরাম্বর কহিলেন,—সত্ত্বতের যে কয় জনপুত্র হয়, তাঁহাদের নাম যথা,—  
ভজিন, ভজমান, দিব্য, অন্ধক, দেবাবৃধ, মহাভোজ ও বৃষ্ণি ॥ ১ ॥ ভজমানের  
পুত্র নিমি, বৃকণ ও বৃষ্ণি. এই তিনজনের বৈমাত্রের, শতাজিত সহস্রাজিৎ  
ও অমৃতাজিৎ ॥ ২ ॥ দেবাবৃধের বক্র নামক এক পুত্র হয়। সেই বক্র  
সম্বন্ধে এই শ্লোক গীত হয় ; যথা,—‘আমরা দূরে থাকিয়াও যেমন শুনিয়া  
ধাকি, নিকটে থাকিয়াও তাদৃশই দেখিতে পাই। বক্র মহাব্যাগণের ত্রেষ্ঠ  
এবং দেবাবৃধও দেবগণের তুল্য ॥ ৩।৪ ॥ এই বক্র ও দেবাবৃধের প্রবর্তিত  
পথে গমন করিয়া ক্রমান্বয়ে ছয় জন ষাট জন ও ছয় এবং আট সহস্র জন,  
মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৫ ॥ মহাভোজ অতি ধর্ম্মাত্মা ছিলেন ; তাঁহার  
বংশে ভোজ ও মার্ত্তিকবতসংজ্ঞক ভূপালগণ জন্ম গ্রহণ করেন ॥ ৬ ॥ বৃষ্ণির  
হুমিত্র ও যুধাজিৎ নামে দুই পুত্র হয়। হুমিত্রের পুত্র অনমিত্র ও শিনি।  
অনমিত্রের পুত্র নিম্ব, নিম্বের পুত্র প্রসেন ও সত্রাজিত। ভগবান্ আদিত্য  
সত্রাজিতের সখা হন ॥ ৮ ॥ সত্রাজিত একদিবস সমুদ্রের তীরে অবস্থান  
করিয়া স্বর্ঘ্যের স্তব করিতে লাগিলেন। সত্রাজিতকর্তৃক তদগত-চিন্তে  
সংস্কৃত্যমান হইয়া দিবাকর তাঁহার সম্বন্ধে উপস্থিত হইলেন, অনন্তর  
স্বর্ঘ্যকে অম্পষ্ট-মুষ্টি-ধর অবলোকন করিয়া সত্রাজিত কহিলেন। “আপ-



নাচে আকাশে যেমন উল্লবহি-পিণ্ডের ন্যায় দেখিয়াছি, আপনি আমার সম্মুখে আসিয়াছেন, কিন্তু আপনার প্রসাদে কই তাহা হইতে কিছুই ত বিশেষ দেখিতে পাইতেছি না” ॥ ৯ ॥ সত্রাজিত, এইরূপ বলিলে পর ( ভগবান্ ) সূর্য্য নিজ কণ্ঠদেশ হইতে স্যামন্তকনামক মণি খুলিয়া একস্থানে রাখিয়া দিলেন। অনন্তর সত্রাজিত, সূর্য্যকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার নয়ন ঈষৎ আপিক্লমবর্ণ, তাঁহার বগুঃ ঈষৎ তাম্রবর্ণ, উজ্জল, অথচ হ্রস্ব। অনন্তর, সত্রাজিত পুনর্বার প্রণামপূর্ব্বক স্তুবাদি করিলে ভগবান্ সূর্য্য তাঁহাকে কহিলেন, তুমি তোমার অভিমত বর আমার নিকটে প্রার্থনা কর। তখন সত্রাজিত, সূর্য্যের নিকট সেই স্যামন্তক মণিটী প্রার্থনা করিলেন। সূর্য্যও সত্রাজিতকে ঐ মণিরূপ প্রদান করিয়া নিজ স্থানে আরোহণ করিলেন ॥ ১০ ॥

অনন্তর সত্রাজিত, কণ্ঠদেশে সেই অমল মণিরূপ থাকিতে সূর্য্যসদৃশ দেদীপ্যমান হইয়া অশেষ-ভেজঃ-সমূহদ্বারা দিগন্তর সকল উদ্ভাসিত করতঃ দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন ॥ ১১ ॥ দ্বারকায় সত্রাজিতকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দ্বারকাবাসি-জনগণ, অবনী-ভারাবতারণার্থ স্থায় অংশে অবতীর্ণ নান্দ্যবলী অনাদিপুরুষ পুরুষোত্তমকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, “ভগবন্! নিশ্চয়ই ভগবান্ সূর্য্য ভগবৎস্বরূপ আপনাকে দেখিতে আসিতেছেন।” এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ হস্তপূর্ব্বক কহিলেন, এই ব্যক্তি আদিত্য নহেন; ইনি সত্রাজিত, আদিত্য-প্রদত্ত স্রমন্তকাখ্য মণি ধারণ করিয়া এখানে আসিতেছেন। তোমরা বিশ্রুতভাবে ইহাকে দর্শন কর।” ভগবান্ এই কথা বলিলে তাহার স্তম্ভ স্থানে গমন করিল ॥ ১২ ॥

অনন্তর, সত্রাজিত সেই মণি আপনার গৃহে রাখিয়া দিলেন ॥ ১৩ ॥ প্রতিদিন সেই সর্বোত্তম মণিরূপ আট ভার করিয়া স্তব্ধ প্রসব করিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥ এবং সেই মণির প্রভাবে সকল রাষ্ট্রেরই উপদর্গ, অনাবৃষ্টি, হিংস্র জন্তু; অগ্নি ও চৌরাদি হইতে ভয় দূর হইল ॥ ১৫ ॥ ভগবান্ অচ্যুতও ‘রাজা উগ্রসেনেরই এবংবিধরূপ ধারণ করা উচিত’ এই বিবেচনায় সেই রত্নের প্রতি সংস্পৃহ হইলেন; কিন্তু পৌত্র-ভেদ-ভয়ে হয়ণ করিলেন না ॥ ১৬ ॥ সত্রাজিতও, কৃষ্ণের সেই

রয়ে লোভ হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া; ‘পাছে হরি আমার নিকট এই রত্ন বাচুণ্য করেন,’—এই ভয়ে স্বকীয় ভাতা প্রসেনকে ঐ রত্ন প্রদান করিলেন ॥ ১৭ ॥ এই রত্নের ইহাই গুণ ছিল যে, ইহা শুদ্ধাবস্থায় হৃত হইলে অশেষ নুৰ্ব্বাদি প্রসব করিত; কিন্তু অণুটি অবস্থায় ইহাকে ধারণ করিলে, ইহা ধারণ-কর্তার প্রাণ বধ করিত। এই প্রসেন একদিন স্যামন্তক মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া অস্বাধোহণপূর্বক মৃগয়ায় অন্য বনে গমন করিলেন। সেই স্থলে এক সিংহ তাঁহাকে বধ করিল। অশ্বের সহিত প্রসেনকে বধ করিয়া সিংহ, সেই অমল মণি-রত্ন গ্রহণপূর্বক গমন করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময়, ভল্লকাদিপতি জাম্ববানু তাহাকে দেখিতে পাইয়া বিনাশ করিলেন। অনন্তর, জাম্ববানু সেই অমল রত্ন গ্রহণপূর্বক নিজগর্ভে প্রবেশ করিয়া মণিটী সেই নিজেয় স্কুমারনামক বালককে ক্রীড়ার্থে প্রদান করিলেন ॥ ১৮ ॥

অনন্তর সেই প্রসেন আগমন করিতেছেন না দেখিয়া, বহুকূলে সকলে কানাকানি করিতে লাগিলেন যে “কৃষ্ণ এই মণির প্রতি অভিলাষী ছিলেন; কিন্তু ঐ মণি তিনি পান নাই, নিশ্চয়ই ইহা কৃষ্ণের কৰ্ম্ম; প্রসেনকে আর কেহই বধ করে নাই” ॥ ১৯ ॥ অনন্তর, ভগবানু তাদৃশ লোকাপবাদ-বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া বহুসৈন্ত-সমভিব্যাহারে প্রসেনের অশ্ব-পদবীর অনুসরণ করতঃ দেখিলেন অশ্বসমেত প্রসেন সিংহকর্তৃক নিহত হইয়াছেন। তখন সিংহপদদর্শনে অধিল জনপদই বিশ্বাস করিল যে, সিংহই প্রসেনকে নিহত করিয়াছে; কৃষ্ণ করেন নাই। ভগবানুও তখন বিগত হইয়া সিংহ-পদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥ অগৃস্তর অল্প দূরেই গিয়া দেখিলেন সিংহ, ভল্লক-নিহত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তখন তিনিই সে ঋক্ষের পদবীর অনুসরণ করিলেন। অনন্তর তিনি গিরি-তটে সকল সৈন্ত সন্নিবেশিত করিয়া, ঋক্ষ-পদানুসরণ করতঃ সেই ঋক্ষ-বিলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি অর্দ্ধপ্রবিষ্ট হইয়াই, একটী স্নানর বালকের প্রলোভনার্থে কোন ধাত্রী-মুখাচ্ছন্নিত বক্ষ্যমাণ বাক্য শ্রবণ করিলেন ॥ ২১ ॥ যথা,— “সিংহ প্রসেনকে বধ করিয়াছে, জাম্ববানুও সেই সিংহকে হনন করিয়াছেন। হে স্কুমার! তুমি রোদন করিও না; এই স্যামন্তক মণি তোমারই” ॥ ২২ ॥

এই কথা শ্রবণে ভগবান্ স্যামন্তক মণির বার্তা জানিতে পারিয়া গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ঐ কুমারের জীড়নার্থে ধাত্রী-হস্তে স্যামন্তক মণি স্বকায় ভেঙ্গে অতিশয় দীপ্তি পাইতেছে। ২৩। তখন ধাত্রী, স্যামন্তকাতিলাষে নিহিত-দৃষ্টি, সেই পুরুষকে আগত দেখিয়া ত্রাহি ত্রাহি রবে চীৎকার করিয়া উঠিল ॥ ২৪ ॥

অনন্তর, ধাত্রীর আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া জাম্ববান্ ক্রোধপূর্ণ-হৃদয়ে সেই স্থানে আগমন করিলেন। তখন চইজনে যুদ্ধ আরম্ভ হইল; পরে উভয়ের পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে একবিংশতি দিন অতীত হইয়া গেল। এদিকে, যজু-সৈনিকগণ গর্ভ হইতে কুমোর নির্গমনাশায় সাত আট দিন প্রতীক্ষা করিয়া যখন দেখিল যে, ভগবান্ নিজ্জান্ত হইলেন না, তখন তাহারা বিবেচনা করিল, তিনি এই গর্ভের মধ্যে নিশ্চয়ই বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহা না হইলে, এতদিন তাঁহার শত্রুজয়ে বিলম্ব হইবে কেন? তখন তাহারা এই প্রকার স্থির করিয়া দারকায় আগমন করিয়া প্রকাশ করিল যে, “কৃক হত হইয়াছেন” ॥ ২৫ ॥ অনন্তর কৃকের বান্ধবগণ তৎকালোচিত প্রেতক্রিয়া (শ্রাদ্ধাদি) সকল সম্পন্ন করিলেন ॥ ২৬ ॥ এদিকে সেই সকল বান্ধবগণ কর্তৃক অতি শ্রদ্ধাসহকারে প্রদত্ত অন্ন-ভুলাদি দ্বারা যুদ্ধকালে ভগবানের বল ও প্রাণের পুষ্টি হইল ॥ ২৭ ॥ কিন্তু অতিগুরু পুরুষ-ভিদ্যমান ও অতি-নিষ্ঠুর-প্রহার-পীড়িত জাম্ববানের আহার-অভাবে বলহানি হইতে লাগিল। এই কারণে ভগবান্ জাম্ববান্কে পরাজিত করিলেন। তখন জাম্ববান্ প্রণামপূর্বক কহিলেন, “অম্বর, সুর, বন্ধ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসাদি সকলে মিলিত হইয়াও ভগবান্কে জয় করিতে পারে না; আমাদের ন্যায় অবনী-তল-বিহারী মহুষ্যদের ক্রীড়া-সাধন, অঙ্গবীৰ্য্য তিৰ্য্যগ্জন্মানুসারিগণের ত কথাই নাই। আপনি নিশ্চয়ই আমাদের স্বামী, সকল জগতের পতি; নারায়ণের অংশ তাহার সন্দেহ নাই” ॥ ২৮ ॥ জাম্ববান্ এই কথা বলিলে, ভগবান্ তাঁহাকে অধিল-অবনীভার-হরণের জন্য স্বকীয় অবতারের বিষয় বলিলেন ॥ ২৯ ॥ এবং প্রীতির সহিত তদীয় অঙ্গে কর-স্পর্শ করিয়া তাঁহার যুদ্ধ খেদের অপনয়ন করিলেন ॥ ৩০ ॥ অনন্তর, জাম্ববান্ ভগবান্কে পুনর্বার প্রণামপূর্বক প্রসন্ন করিয়া গৃহাগমনের অর্ধ্যস্বরূপ দ্বীয় কন্যা

জাম্ববতীকে তাঁহার পত্নীরূপে গ্রহণ করাইলেন ॥ ৩১ ॥ এবং পুনর্ব্বার প্রথম পূর্ব্বক তাঁহাকে স্যমন্তক মণি প্রদান করিলেন । তখন ভগবান্ অচ্যুতও অতিপ্রণত জাম্ববানের নিকট হইতে সেই মণিরদ্ব অগ্রাহ হইলেও, আশ্ব-শোধনের জন্ত গ্রহণ করিলেন ॥ ৩২ ॥ তৎপরে কৃষ্ণ জাম্ববতীর সহিত দ্বারকায় আগমন করিলেন । কৃষ্ণাবলোকনের পরক্ষণেই দ্বারকাবাসিগণ ভগবদাগমনোদ্ধৃত হর্ষভরে, যেন বৃদ্ধাবস্থা ছাড়িয়া নূতন যৌবন প্রাপ্ত হইল । তখন যাদবগণ ও ক্রীসকলে মিলিয়া বসুদেবকে, “বড়ই মঙ্গল মঙ্গল” এই প্রকার বাক্যে সম্মান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ অনন্তর ভগবান্ যাহা যাহা ঘটয়াছিল, যাদব-সমাজে তাহা সমস্ত বাললেন এবং সত্রাজিতকে স্যমন্তক মণি প্রদানপূর্ব্বক মিথ্যাপবাদ-দোষ হইতে বিমুক্তি লাভ করিলেন । এবং জাম্ববতীকে অন্তপুরে নিবেশিত করিলেন । সত্রাজিতও ‘আমি কৃষ্ণের নামে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপিত করিয়াছি’—এই ভাবিয়া ভীত হইয়া নিজ কন্যা সত্যভামাকে ভগবানের ভার্ঘ্যাস্বরূপে প্রদান করিলেন ॥ ৩৪ ॥

কিন্তু পূর্বে অক্রুর, কৃতবর্মা ও শতধ্বা প্রভৃতি যাদবগণ সেই কথাকে (সত্যভামাকে) প্রার্থনা করিয়াছিলেন । এক্ষণে সত্রাজিত, ভগবানকে ঐ কথায় অর্পণ করিলে, ‘সত্রাজিত, আমাদিগকে অবজ্ঞা করিল’ এই ভাবিয়া তাঁহার সত্রাজিতের প্রতি শত্রুতারস্ত করিলেন । অক্রুর কৃতবর্মা প্রভৃতি যাদবগণ শতধ্বাকে কহিলেন, “এই সত্রাজিত অতি দুঃস্বা ; কারণ, আমরা ইহার নিকট প্রার্থনা করিলেও, এই দুই আমাদিগকে এবং আপনাকে গণনা না করিয়া, কৃষ্ণকে স্বীয় তনয়া প্রদান করিয়াছে । অতএব ইহার জীবনে কি প্রয়োজন, আপনি ইহাকে বিনাশ করিয়া এই মহারত্ব কেন লইতেছেন না ? যদি কৃষ্ণ আপনার সহিত ইহার জন্ত শত্রুতা করেন, তাহা হইলে আমরা সকলেই আপনার সাহায্য করিব” ॥ ৩৫ ॥ তাঁহার এই কথা বলিলে শতধ্বা কহিলেন, “আচ্ছা, তাহাই করিব ।” এদিকে ভগবান্ কৃষ্ণ, জতুগৃহ-দাহানন্তর পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াও, দ্রুপ্যোধনের যত্নে শিখিলতা-সম্পাদনরূপ কুলোচিত-কর্ম্মার্থে বারণাবতে গমন করিলেন ॥ ৩৬ ॥ কৃষ্ণ বারণাবতে গমন করিলে পর শতধ্বা, স্তম্ভ সত্রাজিতকে বধ করিয়া স্যমন্তক মণিরট্টা গ্রহণ করিলেন । অনন্তর, পিতৃ-বধ অশ্ব-ক্রোধ-পূর্ণ-

হৃদয়া সত্যভামা শীঘ্র রথারোহণপূর্বক বারণাবতে গমন করিয়া ভগবান্কে কহিলেন, “পিতা আমাকে আপনায় হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, এইজন্ত শতধৰ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া আমার পিতাকে হনন করিয়াছে এবং সেই স্তম্ভকনামক মণিরত্নও অপহরণ করিয়াছে। এইব্যক্তি এইরূপে অবমান করিয়াছে; ইহা আলোচনা করিয়া বাহা উচিত বোধ হয় তাহা করুন” ৷৩৭। সত্যভামা এই কথা বলিলে ভগবান্ মনে মনে পরিতুষ্ট হইয়াও প্রকাশে ক্রোধ-তান্রনয়নে সত্যভামাকে কহিলেন, “সত্য, শতধৰ্ম্ম এই অবমাননা আমারই করিয়াছে; আমি তাহার এই অবমাননা কখনই সহ্য করিব না। প্রকাণ্ড বৃক্ষ উল্লঙ্ঘন না করিয়া কখনই তরুপরি-কৃত-নীড়স্থ পক্ষিগণকে হনন করা যায় না। ৩৯। আমার কাছে এ প্রকার শোকসমুৎপ্রেরিত বাক্য আর কেন বলিতেছ? শোক পরিত্যাগ কর! আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি। ভগবান্ এই কথা বলিয়া দ্বারকায় আগমন করতঃ নির্জনে বলদেবকে কহিলেন, বনমধ্যে মৃগয়া-গত-প্রসেনকে সিংহ হনন করিয়াছে, এই সত্রাজিতকে সম্প্রতি শতধৰ্মা নিধন করিয়াছে; স্ততরাং অধিকারী না থাকিতে ঐ মণিরত্ন এক্ষণে আমাদের হৃজনেরই সম্পত্তি হইবে ৷ ৪০ ॥ অতএব উত্থান করুন, রথে আরোহণ করুন; এবং শতধর্ম্মর নিধনের জন্য উদ্যোগ করুন। ভগবান্ এই কথা বলিলে, বলদেবও তাহা স্বীকার করিলেন। অনন্তর শতধৰ্মা বাহুদেব ও বলদেবকে কৃতোদ্যোগ জানিতে পারিয়া কৃতবর্দ্ধার নিকটে গমন করতঃ তাঁহাকে সাহায্য লাভের প্রত্যাশায় প্রার্থনা করিলেন। তখন কৃতবর্দ্ধা তাঁহাকে কহিলেন, আমি বাহুদেব ও বলভ্রজের সহিত বিরোধে সমর্থ নহি। এই কথা শ্রবণে শতধৰ্মা অক্রুরকে প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর অক্রুর ও কহিলেন,—

“জগতে এমন কেহই নাই যে, বাহার পাদ-প্রহারে ত্রিভুগৎ কল্পিত হয় এবং যিনি অহর-শ্রেষ্ঠগণের বনিতা-সমূহের বৈধব্যকারী, প্রবল রিপু-মণ্ডলে অপ্রতিহত-চক্র, সেই চক্রীর সহিত,—অথবা মদমুদিত-নয়নাবলোকন-দ্বারা অরিবলের দমন কারী, এবং অতি বলশালী শত্রুরূপ হস্তিগণের আকর্ষণার্থে আবিষ্কৃত-মহিমা সেই প্রকাণ্ড-হলধারী হলধরের সহিত, যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়; আমার ত সাধ্যই নাট। এই কারণে আপনি অন্তত শরণ প্রার্থনা

করুন ॥ ৪১ ॥ অক্রুর এই প্রকার বলিলে শতধনু : কহিলেন, যদি আপনি আপনাকে আমার পরিত্যাগে অসমর্থ বিবেচনা করেন, তবে, আমার এই মণিটী গ্রহণপূর্বক রক্ষা করুন। শতধনু এই প্রকার কহিলে অক্রুর কহিলেন, আমি ইহাকে তবেই রাখিতে পারি, যদি আপনি মরণ কালেও এই মণির সন্ধান কাহাকেও না বলেন। অনন্তর শতধনু: “তাঁহাই হইবে” এই কথা বলিলে পর, অক্রুর ঐ মণি গ্রহণ করিলেন ॥ ৪২ ॥ অনন্তর শতধনু,—অতুল, বেগবতী শতযোজন-বাহিনী এক বড়বাতে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন। তৎপর শৈব, সূগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামে অশ্বচতুষ্টয়-যুক্ত রথে আরোহণ করিয়া বলদেব ও বাহুদেব তাঁহার অনুগমন করিলেন ॥ ৪৩ ॥ সেই বড়বা শতযোজন-প্রমাণ পথ অতিক্রম করিয়াও পুনর্বার বহনার্থে প্রযুক্ত হওয়ায় মিথিলার বন-সমীপে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তখন শতধনু: তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজেই পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥ অনন্তর কৃষ্ণও বলভদ্রকে কহিলেন, আমি পদব্রজেই সেই পদাতি অধমাচারের অনুসরণ করিয়া হনন করতঃ যতক্ষণ না প্রত্যাবর্তন করি, আপনি ততক্ষণ এই রথে অবস্থান করুন। অশ্বগণ এই ভূমিভাগে বড়বারমৃতশরী-, রাদি দেখিয়াছে, সুতরাং ইহাদিগকে এই ভূমি উল্লঙ্ঘন করিয়া লইয়া যাওয়া আপনার উচিত নহে ॥ ৪৫ ॥ “তাঁহাই হউক” এই বলিয়া বলভদ্র রথোপরি অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণও দুইক্রোশমাত্র ভূমিভাগ অনুসরণ করতঃ দূরস্থ শতধনুকে দেখিতে পাইয়া চক্রক্ষেপে তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন। অনন্তর তাঁহার শরীর ও বস্ত্রাদিতে বহুপ্রকার অনুসন্ধান করিয়া ঐ মণি পাইলেন না। তখন বলভদ্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, বুধাই আমরা শতধনুকে বিনাশ করিলাম; কিন্তু অখিল সংসারের সারভূত সেই মণিরস্বটী পাইলাম না। এই কথা শ্রবণ করিয়া বলভদ্র কোপ সহকারে বাহুদেবকে কহিলেন “তোমাকে ধিক্ ! তুমি অর্থলিপ্সু, তুমি ভ্রাতা বলিয়া আমি তোমার এই অপরাধ ক্ষমা করিলাম। এই পথ; তুমি স্বেচ্ছায় চলিয়া যাও; তোমাতে বা বন্ধুবর্গে আমার কোন কার্য নাই। কেন তুমি আমার সম্মুখে অলৌক শপথ করিতেছ? বলভদ্র, এই প্রকারে উগবানুকে তিরস্কার করতঃ, তৎকর্তৃক নানাপ্রকারে প্রসাদ্যমান হইয়াও

সেখানে অবস্থিতি করিলেন না; তিনি বিদেহপুরীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৬ ॥

বিদেহরাজ জনক তাঁহাকে অর্ঘ্যপ্রদানপূর্বক নিজগৃহে প্রবেশ করাইলেন। বলভদ্রও সেইখানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে বাসুদেবও দ্বারকায় আগমন করিলেন। ষে সময় বলভদ্র জনকরাজগৃহে অবস্থান করেন, সেই সময়ে ত্র্যযোধন তাঁহার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়া ছিলেন ॥ ৪৭ ॥ অনন্তর তিন বৎসরের পর বক্র উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণ, ‘কৃষ্ণ সেই রত্ন অপহরণ করেন নাই’ ইহা জানিয়া বিদেহপুরীতে গমনপূর্বক শপথাদি দ্বারা বলভদ্রের বিশ্বাস উৎপাদন করতঃ, তাঁহাকে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন ॥ ৪৮ ॥ এখানে অক্রুরও সেই উত্তমমণি-সমুদৃত সুবর্ণসমূহ দ্বারা কোন্ কৰ্ম্ম করা উচিত, তাহা বিবেচনা করিয়া অনেক যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪৯ ॥ যজ্ঞে দীক্ষিত ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে হনন করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়, সুতরাং যজ্ঞ-দীক্ষিত অবস্থায়, কৃষ্ণ তাঁহাকে হনন করিয়া কখনই মণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না, এই রূপচিন্তা করিয়া অক্রুর দীক্ষারূপবর্ণ ধারণ করতঃ দ্বিষাষ্ট বৎসর পর্য্যন্ত যজ্ঞ করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ এই প্রকার সেই মণিরত্নের প্রভাবে দ্বারকায় আর উপসর্গ; হর্ভক্ষ বা মরকাদি হইতে পারিত না ॥ ৫১ ॥ অনন্তর অক্রুরপক্ষীয় ভোজগণ সাত্বতের প্রপৌত্র শক্রয়কে বিনাশ করিলে পর, সেই ভোজগণের সহিত অক্রুরও দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন ॥ ৫২ ॥ অক্রুরের পলায়ন দিন হইতেই দ্বারকায় উপসর্গ, হিংস্রজন্তুর ভয়, অনাবৃষ্টি ও মরকাদি উপদ্রব উপস্থিত হইল, তখন ভগবান্ গরুড়কাজ, যাদব, বলভদ্র ও উগ্রসেন প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া কহিলেন, “এক দিবসেই এবিধ প্রচুর উপদ্রব কেন উপস্থিত হইল? ইহার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত” ॥ ৫৩ ॥ ভগবান্ এই কথা বলিলে অন্ধকনামা এক জন যত্নবদ্ধ কহিলেন, “এই অক্রুরের পিতা শ্বক্ক, যেখানে যেখানে বাস করিতেন, সেইখানে সেইখানেই মরক ও অনাবৃষ্টি হইত না ॥ ৫৪ ॥ কোন সময়, কাশিরাজের রাজ্যে অত্যন্ত অনাবৃষ্টি হয়, সেই সময় সেইখানে শ্বক্ককে লইয়া যাওয়া হয়। শ্বক্ক সেখানে গমন করিবামাত্রই দেবরাজ, বৃষ্টি করিলেন। এই সময় কাশিরাজের

পত্নী গর্ভবতী ছিলেন, ঐ গর্ভে একটা কন্যা ছিল ॥ ৫৫ ॥ প্রসবকাল উপস্থিত হইলেও সেই কন্যা গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল না। এই প্রকারে দ্বাদশ বৎসর গত হইল, তথাপি কন্যা ভূমিষ্ঠ হইল না। অনন্তর কাশিরাজ একদিন গর্ত্তস্থ তনয়াকে সম্বোধন করিয়া “কহিলেন, হে পুত্রি! তুমি কেন জন্মগ্রহণ করিতেছ না—কেন তুমি নিষ্ক্রান্ত হইতেছ না? আমি তোমার সুখ দেখিতে ইচ্ছা করি, এত দীর্ঘকাল ধরিয়া কেন তোমার মাতাকে ক্লেশ দিতেছ?” রাজা এই প্রকার বলিলে, সেই গর্ভস্থ কন্যা বলিতে আরম্ভ করিল, “যদি প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণকে একএকটা করিয়া গাভী প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে আর তিন বৎসর পরে আমি গর্ত্ত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইব।” কন্যার এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা, প্রতিদিনই ব্রাহ্মণকে একটা করিয়া গাভী প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিন বৎসর অতীত হইলে, সেই কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। অনন্তর কাশিরাজ ঐ কন্যার নাম, ‘গান্ধিনী’ রাখিলেন। অনন্তর গ্রহাগত উপকারী ঋক্ককে অর্থায়ত্ত্বপে ঐ কন্যা প্রদান করিলেন। সেই গান্ধিনীও যাবজ্জীবন প্রতিদিনই ব্রাহ্মণকে একটা করিয়া গাভী দান করিতেন। সেই ঋক্ক, গান্ধিনীতে এই অক্লৃকে উৎপাদন করেন। এই প্রকার গুণ বিশিষ্ট যিথুন হইতেই অক্লৃ-রের জন্ম ॥ ৫৬ ॥ সুতরাং সেই অক্লৃর চলিয়া গেলে, কেনই বা মরক হুর্ভিক্ষাদি উপদ্রব হইবে না? এই কারণে এক্ষণে অক্লৃকে আনয়ন করুন; অতি গুণবান্ সেই অক্লৃরের অপরাধ অধেষণে কোন প্রয়োজন নাই” ॥ ৫৭ ॥

বহুব্রহ্ম অক্লৃকের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, কেশব উগ্রসেন বলভদ্র প্রমুখ যাদবগণ কৃতাপরাধ-সহনরূপ অভয় প্রদান করিয়া ঋক্কপুত্র অক্লৃরকে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন। অক্লৃর আগমন করিবামাত্রই সেই সামন্তক মণির অশ্রুভাবে অনারুণি মরক হুর্ভিক্ষ হিংস্রকজন্তু প্রভৃতির উপদ্রব শান্ত হইল। তখন ক্রম, চিন্তা করিতে লাগিলেন, ‘অক্লৃর গান্ধিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা অজমাত্র কারণ; এবংবিধ মরক হুর্ভিক্ষাদি উপদ্রবের প্রশমনকারীর হেতু, নিশ্চয়ই ইহা অপেক্ষা গুরুতর হইবে ॥ ৫৮ ॥ সেই কারণে নিশ্চয়ই ইহার নিকটে সেই সাম্যমুখাধ্য মহামণি আছে; কারণ সেট মণির এই প্রকার প্রভাব সকল স্তনা



দ্বিগাহে । আর এবাক্তিও এক যজ্ঞের পর আর এক যজ্ঞ, আবার তাহা সমাপ্ত হইলে আর এক যজ্ঞ আরম্ভ করে ; কিন্তু ইহার তাদৃশ ধনাদিও দেখা যায় না, সুতরাং সেই শ্রেষ্ঠমণি নিশ্চয়ই ইহার কাছে আছে । ভগবান্ এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া কোন প্রয়োজন উদ্দেশে নিজগৃহে সকল যাদবগণের এক সভা করিলেন । অনন্তর সকল যাদবগণ উপবেশন করিলে পূৰ্ব্ব-প্রয়োজন, সকলের নিকট উপন্যাসপূৰ্ব্বক সমাপ্ত করিয়া জনাৰ্দ্দিন, অক্রুরের সহিত প্রসঙ্গাধীন পরিহাস করতঃ তাঁহাকে কহিলেন যে, হে দানপতে ! আমরা সকলেই ইহা জানি যে শতধরা অখিল জগতের সারভূত সেই স্যামন্তক রত্ন আপনার নিকট অর্পণ করিয়াছে, এইক্ষণে সেই রাজ্যোপকারক রত্ন আপনার নিকটে রহিয়াছে ; থাকুক ; তাহাতে কি ক্ষতি ? বরঞ্চ আমরা সকলেই সেই রত্নের প্রসাদ ভোগ করিতেছি । কিন্তু বলভদ্র আশঙ্কা করিয়াছেন যে, ঐ রত্ন আমার নিকটে আছে, এ কারণে আপনি, আমাদের প্রীতির জন্য একবার তাঁহাকে সেই রত্নটী দেখান । ভগবান্ এই কথা বলিলে পর, নিজের কাছে সেইখানেই রত্ন থাকা প্রযুক্ত অক্রুর চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এস্থলে কি করা কর্তব্য ! যদি আমি মিথ্যে কথা বলি, তাহা হইলে ইহার অবেষণপূৰ্ব্বক, কেবল বজ্র দ্বারা আবৃত এই রত্নকে দেখিতে পাইবে । অতএব, অবেষণ কখনই মঙ্গলের জন্য হইবে না । অক্রুর এই প্রকার চিন্তা করিয়া সেই সকল জগতের কারণভূত নারায়ণকে কহিলেন । হে ভগবন্ ! এই সেই স্যামন্তক মণি, শতধরুঃ ইহা আমাকে অর্পণ করিয়াছেন ॥১১।৬০॥ সেই শত-ধরার মৃত্যুর পর ‘অদ্য বা কল্য আপনি আমার নিকট হইতে চাহিয়া লইবেন’ এই ভাবিয়া অনেক কষ্টে এককাল ইহাকে ধারণ করিয়াছিলাম । ইহার ধারণ-জনিত ক্লেশপ্রযুক্ত আমার মানস এককাল উপভোগ সমূহে অসঙ্গী ছিল, এককাল আমি অংশমাত্রও স্নেহ অনুভব করিতে পারি নাই ॥৬১॥ ‘পাছে ভগবান্ মনে করেন যে, এই ব্যক্তি, রাজ্যের অশেষ উপকারী অথচ স্বভক্তার এ পদার্থটীও ধারণ করিতে সামর্থ্য হইল না’ এই ভাবিয়া আমি নিজে বলি নাই ॥ ৬২ ॥ এক্ষণে এই স্যামন্তক রত্ন আপনি গ্রহণ করুন এবং বাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই ইহা প্রদান করুন । অক্রুর এই কথা

বলিয়া স্বকীয় অধরবস্ত্রের দ্বারা সঙ্কোপিত অতি লঘু একটা সুবর্ণকোটা বাহির করিলেন ॥ ৬৩ ॥

অনন্তর অক্রুর, কোটা হইতে সেই স্যামন্তকমণি বাহির করিয়া যত্ন সমাজের সম্মুখে পরিত্যাগ করিলেন, সেই মণি প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র স্বকীয় কান্তিধারা অধিল সভাকে উদ্যোতিত করিল ॥ ৬৪ ॥ অনন্তর অক্রুর কহিলেন, “যে স্যামন্তক মণি শতধরা আমাকে দিয়াছিল, এই সেই স্যামন্তক মণি ; এই মণিতে বাহার অধিকার আছে, তিনি গ্রহণ করুন।” তখন সেই মণি রত্ন অবলোকন করিয়া বিস্মিত-মানস সকল যাদবগণের মুখেই “সাধু সাধু” এই বাক্য শুনা যাইল । সেই মণি অবলোকন করিয়া বাসুদেব, ‘ইহা আমার’ এই বলিয়া ইচ্ছা-প্রকাশ করিলেন দেখিয়া বলভদ্রও তাহাতে সম্পূর্ণ হইলেন ॥ ৬৫ ॥ ইহা ‘আমারই পিতৃধন’ এই ভাবিয়া সত্যভামাও তাহার প্রতি স্পৃহাবর্তী হইলেন । বলভদ্র ও সত্যভামার আনন অবলোকন করিয়া কৃষ্ণ আপনার প্রতি সংশয়িত হইলেন ॥ ৬৫ ॥ অনন্তর ভগবান্, সকল যাদবগণের সমক্ষে অক্রুরকে কহিলেন, “আমার অপবাদ ক্লান্সনদ্বারা আগ্নেয়গ্নি প্রকাশ করিবার জন্য এই রত্ন, সকল যাদবগণের সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই রত্নে বলভদ্র ও আমার সমান অধিকার, আর ইহা সত্যভামার পিতৃধন ; অন্য কাহারও ইহাতে অধিকার নাই। আমি ষোড়শ সহস্র স্ত্রী পরিগ্রহ করিয়াছি, সুতরাং ইহাকে ধারণ করিতে সমর্থ্য নহি। কারণ, সর্বকালেই শুচি ও ব্রহ্মচর্যাশ্রম অবলম্বন করিয়া ইহাকে ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলেই রাজ্যের উপকার হয়। কিন্তু অশুচি হইয়া ইহাকে ধারণ করিলে ইহা ধারণকর্তাকে বিনাশ করে ॥ ৬৬—৬৯ ॥ এই কারণে সত্যভামাই বা ইহাকে কেমন করিয়া গ্রহণ করিবেন। আর্ঘ্য বলভদ্রই বা কি প্রকারে মদিরা-পানাদি উপভোগ পরিত্যাগ করিবেন। এই জন্ত হে দানপতে ! অক্রুর ! এই সকল যাদবগণ, বলভদ্র, সত্যভামা ও আমি, এই সকলে মিলিয়া আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনিই ইহাকে ধারণ করিতে সমর্থ। এই অধিল রাজ্যের উপকারক রত্নটী আপনাই ধন। অতএব আপনিই সকল রাজ্যের উপকারার্থে ইহাকে ধারণ করুন ; আপনি ইহাতে অস্তথা বলিবেন না” । ভগবান্ এই বলিলে পর, দানপতি অক্রুর, “তাহাই

হটেবে” এই বলিয়া ঐ মণিটী গ্রহণ করিলেন । তদবধি অক্রুর স্বীয় কণ্ঠে সংস্থিত সেই জাজ্ঞামান মণির জ্যোতির্দ্বারা সূর্যের ন্যায় প্রভাশালী হইয়া সকল সমক্ষেই বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭০ ॥ এই ভগবানে মিথ্যাপবাদ কালনবৃত্তান্ত যে ব্যক্তি শ্রবণ করিবে, তাহার কোন কালে অল্পমাত্রও মিথ্যাপবাদ হইবে না । তাহার ইন্দ্রিয় অব্যাহত থাকিবে, এবং সে, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে ॥ ৭১ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## চতুর্দশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—অনমিত্রের শিনি নামে এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন । শিনির পুত্র সত্যক, সত্যক-পুত্র সাত্যকি (যুযধান), তৎপুত্র অঙ্গ, তৎপুত্র তুপি, তৎপুত্র যুগন্ধর ; এই ইহীরাই শৈনেয় বলিয়া খ্যাত ॥ ১ ॥ অনমিত্রের বংশে পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন ; তাহার পুত্র স্বকন্ত । এই স্বকন্তের প্রভাব পূর্বে বলিয়াছি । চিত্রকনামা, স্বকন্তের এক কনিষ্ঠভ্রাতা ছিলেন । স্বকন্তের ঐরসে গান্ধিনীর গর্ভে অক্রুর জন্মগ্রহণ করেন । এবং স্বকন্তের সুতারানারী এক কন্যা হয় ও আরও কয়টি পুত্র হয় । তাহাদিগের নাম যথা—উপমঙ্গ, মৃদর, বিশারি, মেজর, গিরিকর, উপকর, শক্রয়, বিমর্দন, ধর্মধ্বজ, দৃষ্টশর্ম, পক্ষমোক্ষ, অবাহ ও প্রতিবাহ । অক্রুরের দুই পুত্র, দেববান ও উপদেব । চিত্রকের ও পৃথু-বিপৃথুপমুখ বহুপুত্র হইয়াছিল ॥ ২ ॥ অঙ্গকের চারিটি পুত্র ; তাহাদের নাম—কুরু, ভজমান, শুচিকম্বল ও বর্হিব ॥ ৩ ॥ কুরুরের পুত্র দ্বিট, তৎপুত্র কপোতরোমা, তৎপুত্র বিলোমা, তৎপুত্র ভবনামক, ইনি তুষ্ণু-সখা ; ইহীর আর এক নাম চন্দ্রনোদকছন্দুতি । ভবের পুত্র অভিজিৎ, তৎপুত্র পুনর্জয় ; পুনর্জয়ের আত্ম নামে এক পুত্র ও আত্মকীনারী এক কন্যা হয় ॥ ৪ ॥ দেবক ও উগ্রসেন নামে আত্মকের দুই পুত্র ; দেবকের চারি পুত্র—দেববান, উপদেব, সুদেব ও দেবরক্ষিত নামা । এই চারিপুত্রের সাতটি ভগিনী ; তাহাদের নাম—বৃকদেবা, উপদেবা, দেবরক্ষিতা, শ্রীদেবা, শান্তিদেবা, সহদেবা ও দেবকী । বহুদেব এই সাতটি কন্যাকেই বিবাহ করেন । উগ্র-

সেনের পুত্রপুত্রের নাম—কংস, ন্যাগ্রোধ, হুনায, কঙ্ক, শঙ্কু, স্বভূমি, রাষ্ট্রপাল, বৃদ্ধযুষ্টি ও তুষ্টিমান্ । কন্যাগণের নাম—কংসা, কংসবতী, হুতহু, রাষ্ট্রপালী ও কঙ্কী ॥ ৫ ॥ ভজমানের বিদূষ নামে এক পুত্র হয় । তৎপুত্র শূ, তৎপুত্র শমী, তৎপুত্র প্রতিক্ষত্র, তৎপুত্র স্বয়ন্তোজ, তৎপুত্র ষদিক ॥ ৬ ॥ তৎপুত্র কৃতবর্ষী, তৎপুত্র শতধনুঃ ও দেবমাতৃষাণি ॥ ৭ ॥ দেবমাতৃষের শূর-নামা এক পুত্র হয় । এই শূরের মারিয়ানামা এক পত্নী ছিলেন । শূর, সেই পত্নীর গর্ভে বহুদেব আদি করিয়া নশ পুত্র উৎপাদন করেন । বহুদেব জন্মিবামাত্র, অব্যাহত দৃষ্টিদ্বারা ভাবমাদ্রুষ্ঠা দেগণ “ইহার গৃহে ভগবৎশ অবতীর্ণ হইবেন” এই বলিয়া আনক ও হুন্ডু ভাষ্য করিয়াছিলেন ॥ ৮—৯ ॥ এই কারণে সেই সময়েই তাঁহার আনকহুন্ডু নাম হইল । বহুদেবের নয় জন ভ্রাতা ও পাঁচটা ভগিনী ছিলেন । তাঁহাদের নাম—দেবভাগ, দেবজ্ঞবাঃ, অনাদ্রুট, কুরুক্ক, বৎসবালক, স্বজয়, শ্যাম, শয়োক ও গও, ব (এই নয় জন ভ্রাতা); পৃথা, ঐতদেবা, ঐতকীর্তি ঐতজ্ঞবা ও রাজাধিদেবী । বহুদেবের পিতা শূরের, কুন্তিভোজ নামে এক সখা ছিলেন । এই কুন্তিভোজ অপুত্র, এই জন্ম শূর তাঁহাকে বিধানামুসারে স্বীয় কন্যা পৃথা সমর্পণ করেন । এই পৃথাকে পাণ্ডু বিবাহ করেন । এবং এই পৃথার গর্ভে ধর্ম্ম, বায়ু ও ইন্দ্র, যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন নামে তিন পুত্র উৎপাদন করেন এবং বিবাহের পূর্বেই ভগবান্ শূর্য, পৃথার গর্ভে কর্ণনামক এক কানীন \* পুত্র উৎপাদন করেন ॥ ১০ ॥ পৃথার মাজীনামী এক সপত্নী ছিলেন । তাঁহার গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও দুই পুত্র উৎপাদন করেন ; তাঁহাদের নাম, নকুল ও সহদেব । কাক্ষয়ব্রহ্মশর্মা, ঐতদেবাকে বিবাহ করেন, তাঁহারই গর্ভে দত্তবক্রনামা মহানুর জন্ম গ্রহণ করে । কৈকেয়রাজ ঐতকীর্তিকে বিবাহ করেন ; ঐতকীর্তির গর্ভে সপ্তর্দন প্রভৃতি পাঁচজন কৈকেয়্যা পুত্র হয় । অবন্তিরাজ রাজাধিদেবাকে বিবাহ করেন ; তাঁহার গর্ভে দুই সন্তান হয়, তাঁহাদের নাম যথা—বিন্দ ও অহুবিন্দ ॥ ১১ ॥ চৌদীরাজ দমঘোষ ঐতজ্ঞবাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার গর্ভে শিশুপালনামক এক পুত্র উৎপাদন

করেন। সেই শিশুপালই পূর্কজন্মে অনাচার-বিক্রম-সম্পন্ন দৈত্যাদিপুরুষ হিরণ্যকশিপু ছিল ॥ ১২ ॥ এই হিরণ্যকশিপু, সকললোক-গুরু ভগবান্ বিষ্ণু কর্তৃক ষাতিত হয় এবং পরে পুনর্বার অনিবারিত-বোধ্য-শৌর্য্য-সম্পন্ন সকল-ঐজলোকেশ্বর-প্রতাপের আক্রমণকারী দশাননরূপে জন্মগ্রহণ করে ॥ ১৩ ॥ অনন্তর, বহুকাল পর্য্যন্ত ঐ রাবণ নানাপ্রকার উপভোগ করিল এবং ভগবানের হস্তেই নিধনরূপ পুণ্যের বলে পুনর্বার রামরূপী ভগবান্ কর্তৃক ষাতিত হইল; এবং মরণান্তে দমঘোষপুত্র শিশুপালরূপে জন্মগ্রহণ করিল ॥ ১৪ ॥ এই শিশুপাল-জন্মেও ভূমিভারহরণের জন্য অংশরূপে অবতীর্ণ ভগবান্ পুণ্ডরীক-নয়নের দেষাহুবদ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর ভগবান্ তাহাকে নিধন করিলে সে, সেই পরমাত্মভূত 'ভগবানের প্রতি মনোব একাগ্রতা-প্রযুক্ত সাযুজ্য (মুক্তি) প্রাপ্ত হইল ॥ ১৫ ॥ ভগবান্ প্রসন্ন হইলে যেমন অভিলষিত বস্তু দান করেন, সেইরূপ অশ্রম হইয়া বিনাশ কবিলেও দিব্য ও অমুপম স্থান প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

চতুর্দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## পঞ্চদশ অধ্যায়।

মৈত্রেয় কহিলেন,—আপনি সকল ধর্ম্মজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ, আমি কৌতুহল-পরবশ হইয়া একটি বিষয় শুনিবার জন্য আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তাহা আমার নিকট বলুন। সেই বিষয়টি এই যে, এই শিশুপাল পূর্কে, হিরণ্যকশিপু ও রাবণজন্মে ভগবান্ কর্তৃক নিহত হইয়া নানাপ্রকার অমরহর্গত ভোগসমূহ লাভ করিয়াছিল; কিন্তু ভগবান্ কর্তৃক নিহত হইয়া সেই সেই জন্মেই বা কি কারণে সেই ভগবানে লয় প্রাপ্ত হয় নাই; আর শিশুপালজন্মেই বা তৎকর্তৃক নিহত হইয়া, কেনই বা সেই সনাতন ভগবানে লয় (সায়ুজ্য মুক্তি) প্রাপ্ত হইল? ॥ ১ ॥

পরশর কহিলেন,—পূর্ককালে দৈত্যেশ্বরের বধের জন্য অখিল লোকের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশকারী ভগবান্ পূর্কভূত-গ্রহণকালে নৃসিংহরূপে প্রকটিত করেন। সেই সময় 'এই নৃসিংহই বিষ্ণু' এই প্রকার চিন্তা হিরণ্য-

কশিপুর ছদয়ে উদ্ভিত হয় নাই ॥ ২ ॥ ‘কিন্তু ইহা নিরতিশয়-পুণ্য-সমূহ-সম্বৃত প্রাণী’ এই প্রকার রজোত্তম প্রেরণায় একাগ্রমতি হইয়া মরণকালে তাদৃশ ভাবনা করিয়াছিল বলিয়া, ভগবান্ হইতে মরণ-লাভ-জনিত, অখিল-ত্রৈলোক্য-মধ্যে আধিক্যধারিণী অতিশয় ভোগ-সম্পত্তি রাবণজন্মে প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩ ॥ এই কারণেই হিরণ্যকশিপুর সেই আদি ও অন্তরহিত পরব্রহ্মভূত ভগবানে মন লীন হয় নাই ॥ ৪ ॥ অনন্তর দশাননজন্মেও চিন্তের কামপরাধীনত্ব প্রযুক্ত জানকীর প্রতি আসক্তচিত্ত রাবণের দাশরথি-রূপধারী ভগবানের দর্শন মাত্রই হইয়াছিল ; কিন্তু সেই রামচন্দ্রই যে স্বয়ং অচ্যুত, একথা মনে উদ্ভিত হয় নাই । সুতরাং বিপন্ন অন্তঃকরণে কেবল তাঁহার প্রতি মাহুষ বুদ্ধিই হইয়াছিল ॥ ৫ ॥ পরে পুনর্ব্বার নারায়ণের হস্তে নিধনের ফলস্বরূপ অখিল ভূমণ্ডলে শ্লাঘ্য চৌদিরাজকুলে শিশুপালরূপে জন্মগ্রহণ করতঃ অব্যাহত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইল ॥ ৬ ॥ এই শিশুপাল-জন্মে এমন বহুতর কারণ ছিল, যাহাতে প্রায়ই ভগবানের নাম স্মরণ করিতে হইত । অনেক জন্ম হইতেই ভগবানের প্রতি চিন্তের দোষানুবন্ধিত্ব প্রযুক্ত সম্ভাড়াবাদিতে নিন্দাচ্ছলে শিশুপাল, অচ্যুতের অনেক নামের প্রায়ই উচ্চারণ করিত ॥ ৭ ॥ তখন বহুকালের শত্রুতানিবন্ধন শিশুপালের চিত্ত হইতে ভ্রমণ, ভোজন, দান, আসন ও শয়নাদি অবস্থা সমূহেও ভগবানের রূপ অপসৃত হইত না । সে রূপ, প্রফুল্লপদ্মদল-সদৃশ অমলনেত্রধারী, অতুল্যলগ্নীতবস্ত্রধারী, অমল কেশুর কিরীট ও কটকের দ্বারা উপশোভিত, উদার পাবর চতুর্দ্বার দ্বারা শঙ্খ, চক্র, গদা ও অসি-ধর ॥ ৮ ॥ অনন্তর শিশুপাল, আক্ষেপকালেও ভগবানের নাম উচ্চারণ করতঃ তাঁহারই চিন্তা করিতে লাগিল । এবং সকল সময়েই দেখিতে লাগিল যেন, স্বীয় বধের জন্য ভগবান্ চক্র ক্ষেপণ করিয়াছেন এবং সেই চক্রের তেজোরাশিতে উজ্জ্বল পরমব্রহ্ম-স্বরূপ অগণত-রাগদেবাদি-দোষ ভগবান্ অক্ষয়-তেজঃস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৯ ॥

শিশুপালের এই প্রকার মানসিক ভাবের সময় ভগবান্ চক্রক্ষেপ করিয়া তাহাকে বিনাশ করিলেন । এই কারণে ভগবান্ কর্তৃক নিহত শিশুপাল, অখিল পাপ হইতে নির্মুক্ত হইয়া সেই ভগবানেই লয় প্রাপ্ত হইল । এই

আমি তোমার নিকট সকল বিষয় বলিলাম । কেষের সহিত যদি ভগবানের নাম-স্মরণাদি করা যায়, তাহা হইলেও তিনি অখণ্ড-ব্রহ্মাদি-হীনত্ব কল প্রদান করেন; ভক্তি সহিত স্মরণাদি করিলেও কথার নাই ॥ ১০ ॥

অনকহুন্সুতি বহুদেবের পৌরবী, রোহিণী, মাদরা, ভদ্রা ও দেবকী আদি বহু পত্নী ছিল ॥ ১১ ॥ আনকহুন্সুতি, রোহিণীর গর্ভে বলভদ্র, শারণ, ঋষ্ঠ ও হুর্মদ প্রভৃতি বহু সন্তান উৎপাদন করেন । বলভদ্রও রেবতীর গর্ভে নিশঠ ও উখুক নামে পুত্রদ্বয় উৎপাদন করেন । মাষ্টি, মার্শিমাং, শিশি, শিশু, ও সত্যব্রতি-প্রমুখ, শারণের বহুসন্তান হয় । ভদ্রাষ, ভদ্রবাহু, হুর্মদ ও ভূত-প্রমুখগণ রোহিণীর সন্তান ॥ ১২ ॥ ঋদ, উপনন্দ ও কৃতক প্রভৃতি মদিরার পুত্র । উপানদি ও গদ প্রভৃতি ভদ্রার পুত্র । আনকহুন্সুতি, বৈশালীর গর্ভে কৌশিক নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন । দেবকীর গর্ভেও কীর্ত্তমান, সুধেগ, উদাপি, ভদ্রসেন, অজুদাস ও ভদ্রদেহ নামে ছয়টি পুত্র হয় ॥ ১৩ ॥ ঐ ছয় জন পুত্রকেই কংস বিনাশ করিয়াছিল । অনন্তর, সম্ভববার গর্ভ হইলে, অর্জুনাগ্রে ভগবৎপ্রসিদ্ধা যোগিনী দেবকীর গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর গর্ভে সন্তান লইয়া যান ॥ ১৪ ॥ বলভদ্র গর্ভাবস্থান কালে আকৃষ্ট হন বলিয়া তাঁহার সাক্ষর্য্য নাম হয় ॥ ১৫ ॥ অনন্তর নিখিল-জগৎ-স্বরূপ মহাবৃক্ষের মূলভূত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের সকল সুরাসুর ও মুনিগণের মনেরও অগোচর, আদি ও মধ্য রহিত ভগবান্ বাহুদেব, অবনিভার-হরণার্থে ত্রক্ষা ও অনলপ্রমুখ দেবগণদ্বর্জক প্রণাম সহকারে প্রসাদিও হইয়া দেবকীর গর্ভে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ১৬ ॥ ভগবানের অল্পগ্রহে বাদ্ধতমান-মহিমা যোগনিজ্ঞাও নন্দগোপপত্নী যশোদার গর্ভে অধিষ্ঠান করেন ॥ ১৭ ॥ পুণ্ডরীকনয়ন ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিলে এই রূপতের অনর্থ নষ্ট হইল । আদিত্য ও চন্দ্রাদি গ্রহ সুরাসুর হইল, ঋষি হইল প্রভৃতির ভয় দূরে গেল ও অশিষ লোভ হইল-মানস হইল ॥ ১৮ ॥ ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিয়া কংস জগৎকে সংপথে প্রবর্ত্তিত করিলেন । এই মধ্যলোকে অবতীর্ণ ভগবানের যোশন সহস্র ও একশত পত্নী হয় । তাঁহাদের মধ্যে রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী ও জাগহাসিনী প্রভৃতি অষ্টটি স্ত্রী প্রধান । আর সমস্ত-রাজ্য অখিল-কর্ত্তি ভগবান্, সেই সকল পত্নীর গর্ভে

আট অযুত ও আট লক্ষ পুত্র উৎপাদন করেন ॥ ১৯ ॥ সেই সকল পুত্রগণের মধ্যে প্রজাম, চাকরদেয় ও সার্ব আদি ত্রয়োদশ পুত্রই প্রধান । প্রজাম, রক্ষীর কক্ষদত্তী নামে এক কন্যাকে বিবাহ করেন । তাঁহার গর্ভে অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন । অনিরুদ্ধও রক্ষীর পৌত্র স্তম্ভদ্রাক্ষে বিবাহ করেন । তাঁহার গর্ভে অনিরুদ্ধের বজ্র নামে এক পুত্র হয় । বজ্রের পুত্র প্রতিবাহু । তৎপুত্র স্তচাক । এই প্রকারে অনেক-শত-সহস্র-পুরুষ-সমূহ-শোভিত যজ্ঞকুলের পুরুষ-সংখ্যা একশত বর্ষেও জ্ঞাত হইতে পারে যায় না । এই শ্লোকদ্বয়ই এখানে যথেষ্ট ॥ ২০ ॥ যথা—“যজ্ঞকুমারগণের চাপলিকা প্রদান করিবার জন্য তিন শোড়ী অষ্টাশীতি শত সহস্র সংখ্যক গৃহাচার্য্যগণ সর্বদা রত থাকিতেন ॥ ২১ ॥ মহাত্মা যাদবগণের এবস্ত্রকারে গণনা করিতে কে সক্ষম হইবে ? এই যাদবগণের সংখ্যা লক্ষ অযুত ও শতাধিক অযুত হইবে” ॥ ২২ ॥ যে সকল মহাবল দৈত্যগণ দেবাসুর-সংগ্রামে নিহত হন, তাঁহারাই জনসমূহের উপদ্রব করণার্থে মনুষ্যালোকে যজ্ঞংশে উৎপন্ন হন ॥ ২৩ ॥ হে দ্বিজ ! তাঁহাদেরই উৎসাদন করিবার জন্য ভগবান্ দেব বাহুবদেব যজ্ঞকূলে অবতীর্ণ হন । এই যজ্ঞ হইতে একাধিক শত কুল উৎপন্ন হয় । সেই যাদবগণের কার্য্যাকর্গ্য-নিয়ম ও পালনে বিস্ময়ী হইত ছিলেন । সকল যাদবগণই তাঁহার নির্দেশ অনুস্থিতি করিতেন ॥ ২৪—২৫ ॥ যে মনুষ্য, বৃষ্ণি-বীরগণের বংশের কথা সন্দেহ প্রবণ করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করতঃ বিকূলোক প্রাপ্ত হন ॥ ২৬ ॥

ষোড়শ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## ষোড়শ অধ্যায় ।

পরশুর কহিলেন,—এই যজ্ঞবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তোমার নিকট বলি-  
লাম । এক্ষণে তুর্কসুর বংশ শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ তুর্কসুর পুত্র বহ্নি । তৎপুত্র  
গোভাহু, তৎপুত্র ত্রৈশাস্ব, তৎপুত্র কবন্ধম, তৎপুত্র মরুত ; এই মরুত অন-  
পত্য হন, এই কারণে তিনি পুরুবংশীয় দ্বন্দ্বভুক্ত পুত্ররূপে কল্পিত করেন,



এই প্রকারে যযাতি-শাপপ্রভাবে তুর্লভ্য বংশ পৌরবংশকে আশ্রয় করিয়াছিল ॥ ২ ॥

ষোড়শ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## সপ্তদশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—ঋতুর পুত্র বজ্র ॥ ১ ॥ বজ্রর পুত্র সেতু, সেতুর পুত্র আরদ্বানু, তৎপুত্র গাঙ্কার, তৎপুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্মের পুত্র ধৃত, ধৃতের পুত্র তর্গম তৎপুত্র প্রচেতাঃ, প্রচেতার একশত পুত্র উদীচ্যাদি স্নেচ্ছগণের আধিপত্য করিতে প্রবৃত্ত হয় ॥ ২ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## অষ্টাদশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—যযাতির চতুর্থ পুত্র অহর তিনটি পুত্র হয় । তাঁহাদের নাম—সভানর, চাক্ষুষ ও পরমেসু । সভানরের পুত্র কালানর, কালানরের পুত্র স্বঞ্জয়, স্বঞ্জয়ের পুত্র পুরঞ্জয়, তৎপুত্র জনমেজয়, তৎপুত্র মহামনি, তৎপুত্র মহামনাঃ । মহামনার উশীনর ও তিতিসু নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়, উশীনরেরও পাঁচটি পুত্র হয় । তাঁহাদের নাম—শিবি, নৃগ, নর, কুমি ও ধর্ম্ম । শিবির চারিজন পুত্র হয় । তাঁহাদের নাম—বৃষদর্ভ, স্রবীর, কৈকেয় ও মডক । তিতিসুর পুত্র উষদ্রথ, তৎপুত্র হেম, হেমের পুত্র স্তুতপাঃ, তৎপুত্র বলি ; এই বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা নামক ঋষি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, স্রঙ্গ ও পুণ্ড্র নামে পাঁচ জন বালের ক্ষত্রিয় উৎপন্ন করেন ॥ ১ ॥ এই বলির সন্ততিগণের নামানুসারে পাঁচটি দেশের নামও অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি হইয়াছে ॥ ২ ॥ অঙ্গের পুত্র পার, তৎপুত্র দিবিরথ, তৎপুত্র ধর্ম্মরথ, তৎপুত্র চিত্ররথ ; এই চিত্ররথের পুত্র দশরথ, এই দশরথের আর একটা নাম রোমপাদ । এই রোমপাদের

প্রদান করেন ॥ ৩ ॥ ঝোমপাদের পুত্র তুরঙ্গ, তৎপুত্র পৃথুলাঙ্গ, তৎপুত্র চম্প; ইনি চম্পানাম্নী নগরী প্রতিষ্ঠা করেন ॥ ৪ ॥ চম্পের পুত্র হর্যাক, তৎপুত্র ভদ্ররথ, বৃহদ্রথ ও বৃহৎকর্মা। বৃহৎকর্মার পুত্র বৃহত্তারু, তৎপুত্র বৃহদ্রনাঃ, তৎপুত্র জয়দ্রথ। জয়দ্রথ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সঙ্কর হইতে উৎপন্ন পত্নীর গর্ভে বিজয় নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন ॥ ৫ ॥ বিজয়, ধৃতি নামে এক পুত্র লাভ করেন। ধৃতির পুত্র ধৃতব্রত, ধৃতব্রতের পুত্র সত্যকর্মা, সত্যকর্মার পুত্র অধিরথ। এই অধিরথই পৃথার পরিভ্যক্ত কর্ণ নামে পুত্রকে কাষ্ঠপিঞ্জর মধ্যে প্রাপ্ত করেন ॥ ৬ ॥ কর্ণের পুত্র ব্রহ্মসেন। ইহারাই অঙ্গ বলিষ্ঠা কীর্ত্তিত ॥ ৭ ॥ অনন্তর পুরুষ বংশ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৮ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## উনবিংশ অধ্যায় ।

পরামীর কহিলেন,—পুরুষ পুত্র জনমেজয়, তৎপুত্র প্রচিবানু, তৎপুত্র প্রবীর, তৎপুত্র মনস্তু। মনস্যুর পুত্র অভয়দ, তৎপুত্র সুহ্যায়, তৎপুত্র বহুগব, তৎপুত্র সম্পাতি, তৎপুত্র অহম্পাতি, তৎপুত্র রৌজাশ্ব। রৌজাশ্বের দশজন পুত্র, তাঁহাদের নাম—ঋতেয়ু, কৃতেয়ু, কক্ষেয়ু, হুত্তিলেয়ু, ধৃতেয়ু, জলেয়ু, স্থলেয়ু, সন্ততেয়ু, ধনেয়ু ও বনেয়ু ॥ ১ ॥

ঋতেয়ুর রন্তিনার নামে এক পুত্র হয়। রন্তিনার, তৎপুত্র অপ্রতিরথ ও ঋব নামে তিনটি পুত্র লাভ করেন। অপ্রতিরথের পুত্র কণ, তৎপুত্র মেধাতিথি; এই মেধাতিথি হইতেই কাণায়ণ নামে দ্বিজগণ উৎপন্ন হন। তৎপুত্র পুত্র ঐনিল, ঐনিলের দুয়ন্ত প্রভৃতি চারিজন পুত্র হয়। দুয়ন্তের পুত্র ভরত চক্রবর্তী রাজা হন। ইঁহার ভরত নাম হইবার কারণস্বরূপ একটা শ্লোক দেবগণ গান করিয়া থাকেন; যথা—“মাতা কেবল চর্ম্মময় পাত্রে তুল্য, পুত্রের প্রতি পিতারই অধিকার; পুত্র যাহার ঔরস-জাত, তাহারই স্বরূপ। হে দুয়ন্ত! তুমি পুত্রের ভরণ কর; শকুন্তলার অবমান করিও না। হে নরদেব! ঔরস-জাত পুত্র, পিতাকে বসগৃহ হইতে উদ্ধার করে। তুমিই এই পুত্রের আধাতা, শকুন্তলা একথা সত্যই বলিয়াছেন” ॥ ২। ৩ ॥ ভরতের পত্নীগণের গর্ভে বে

নয়টি পুত্র হয়, “ইহারা আমার অমররূপ নহে” ভরত এই কথা বলায় ঐ পুত্রের জননীগণ, ‘পাছে রাজা আমাদের পরিত্যাগ করেন’ এই ভয়ে সেই পুত্রগণকে বিনাশ করেন ॥ ৪ ॥ অনন্তর ভরতের পুত্র-জন্মের বৈফল্য হইলে পর, তিনি ‘মরুৎস্তোম’ নামে যজ্ঞ আরম্ভ করেন । সেই সময়ে মরুদগণ তাঁহাকে ভরদ্বাজ নামে এক পুত্র প্রদান করিলেন । এই ভরদ্বাজ, দীর্ঘতমার পদতল-প্রহারকিপ্ত বৃহস্পতি-বীৰ্য্যে উত্থাপন্য মমতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । ৫ ॥ এই ভরদ্বাজেরও নামকারণ একটি শ্লোক পঠিত হয় । ৬ ॥ যথা—“এই ভরদ্বাজের জন্মের পর বৃহস্পতি মমতাকে কহিলেন, হে মুঢ়ে ! মমতে ! এই পুত্র আমাদের দুইজন হইতেই উৎপন্ন, তুমি ইহাকে ভরণ কর । তখন মমতা কহিলেন, হে বৃহস্পতে ! এই পুত্র আমাদের দুইজন হইতে উৎপন্ন, অতএব তুমি ইহাকে ভরণ কর । পরস্পর এইরূপ বলিয়া পিতা ও মাতা প্রস্থান করেন বলিয়া এই পুত্রের নাম ভরদ্বাজ হইল” ॥ ৭ ॥ ভরতের পুত্রজন্ম বিতথ (ব্যর্থ) হওয়া প্রযুক্ত মরুদগণ এই ভরদ্বাজকে পুত্ররূপে প্রদান করিয়া এই ভরদ্বাজের একটি নাম হইল, “বিতথ” ॥ ৮ ॥ বিতথের ভবন্যহ্ম নামে একপুত্র হয়, ভবন্যহ্মার বৃহৎকজ্র, মহাবীৰ্য্য, নর ও গর্গাদি অনেক পুত্র হয় । নরের পুত্র সংকৃতি । সংকৃতির দুই পুত্র ; কচিরধী ও রভিদেব । গর্গের পুত্র শিনি, এই শিনি হইতেই গার্গ্য ও শৈত্ত নামে কীর্তিত ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

মহাবীৰ্য্যের উরুকর নামে এক পুত্র হয় । এই উরুকরের ত্রয্যাক্ষণ, পুঙ্ক-রিণ্য ও কপিল নামে তিনজন পুত্র হন ; এবং এই তিন পুত্রই পরে ব্রাহ্মণও প্রাপ্ত হন । বৃহৎকজ্রের পুত্র স্নহোজ, স্নহোজের পুত্র হস্তী । এই হস্তীই, হস্তিনা নামে পুরী নিৰ্ম্মাণ করেন । হস্তীর তিন পুত্র ; অজমীঢ়, বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় । অজমীঢ়ের পুত্র কণ, কণের পুত্র মেধাতিথি ; এই মেধাতিথি হইতেই কাণ্যায়ন বিজয়গণ উৎপন্ন হন ॥ ১০ ॥ অজমীঢ়ের আর এক পুত্রের নাম বৃহদিশ্ব ; বৃহদিশ্বর পুত্র বৃহদহ্ম, তৎপুত্র বৃহৎকর্মা, তৎপুত্র জয়দ্রথ ; তৎপুত্র বিশ্বাজিৎ, তৎপুত্র সেনজিৎ । কচিরাম, কাশ্য, কৃৎধমু : ও বৎসহমু নামে সেনজিৎের চারি জন পুত্র হয় । কচিরামের পুত্র পৃথুসেন, তৎপুত্র পার, পারের পুত্র নীপ । নীপের একশত পুত্র ; তাহাদের মধ্যে কাম্পি-

ল্যাধিপতি সমরই শ্রেষ্ঠ । ১১। সময়ের তিন পুত্র ; পার, সম্পার ও সদখ । পারের পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র স্কন্ধতি, স্কন্ধতির পুত্র বিভাজ, তৎপুত্র অম্বহ ; এই অম্বহ শুককড়া কীর্ষিকে বিবাহ করেন । ১২। অম্বহের পুত্র ব্রহ্মদত্ত, তৎপুত্র বিষক্সেন, তৎপুত্র উদক্সেন, তৎপুত্র ভল্লাট, তৎপুত্র দ্বিমৌচ, দ্বিমৌচের পুত্র স্ববীনর, তৎপুত্র ধৃতিমান, তৎপুত্র সত্যধৃতি, তৎপুত্র দৃঢ়নেমি, তৎপুত্র সুপার্ব, তৎপুত্র স্তমতি, তৎপুত্র সন্নতিমান, সন্নতিমানের পুত্র কৃত । এই কৃতকে হিরণ্যনাভ, যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করান । এবং এই কৃত, প্রোচ্য সামগগণের চতুর্কিংশতি সংহিতা প্রণয়ন করেন । ১৩ কৃতের পুত্র উগ্রায়ুধ ; এই উগ্রায়ুধ অনেক নৃপবংশীয় ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করেন ॥ ১৪ ॥ উগ্রায়ুধের পুত্র ক্ষেমা, তৎপুত্র সুবীর, তৎপুত্র নৃপঞ্জয়, তৎপুত্র বহুরথ । এই ইহঁরাই পুরুবংশীয় নৃপতি । অজমীচের নীলিনী নামে এক পত্নী ছিলেন । তাঁহার গর্ভে নীলনামা এক পুত্র জন্মে । নীলের পুত্র শান্তি, শান্তির পুত্র সুশান্তি, সুশান্তির পুত্র পুরুজাহ্ন, তৎপুত্র চক্ষু, তৎপুত্র হর্য্যাক্ষ ; হর্য্যাক্ষের পাঁচ জন পুত্র—মুদগল, শৃঙ্গর, বৃহদিশ্ব, প্রবীর ও কাম্পিল্য । পিতা ঐ পুত্রগণের উদ্দেশে ‘এই আমার পুত্রগণই আমার অধীন পাঁচটা দেশ রক্ষা করিতে সমর্থ’ এই কথা বলায় উহাদের নাম ‘পাঞ্চাল’ হয় ॥ ১৫ ॥ মুদগল হইতেই জাত ক্ষত্রিয়গণ কোন কারণে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতঃ বৌদগল্য নামে অভিহিত হন । মুদগলের পুত্র বৃদ্ধশ্ব, বৃদ্ধশ্বের দিবোদাস নামে পুত্র ও অহল্যা নামে এক কন্যা হয় । অহল্যার গর্ভে গৌতমের ঔলসে শতানন্দ নামে এক পুত্র হয় । শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি ; এই সত্যধৃতি ধর্ম্মর্ষীদের পারদর্শী ছিলেন । একদিবস, অক্ষরঃ-শ্রেষ্ঠা উর্কশীকে দেখিয়া সত্যধৃতির রেতঃ স্ফলিত হইয়া শরওক্ষে পতিত হইল ॥ ১৬ ॥ অনন্তর ঐ রেতঃ হই ভাগে বিভক্ত হইয়া একটি পুত্র ও একটি কন্যাতে পরিণত হইল । এই সময় বাজা শান্তনু যুগ্মার্থে আগমন করেন । তিনি সেই পুত্র ও কন্যাকে দেখিয়া কৃপাপূর্ব্বক ঐ দুইটিকে গ্রহণ করিলেন ॥ ১৭ ॥ অনন্তর সেই কুমারের নাম হইল কৃপ, আর ঐ কন্যার নাম কৃপী । এই কৃপী ক. শ্রদ্ধাশ্রম হইলেন এবং ব্রাহ্মণপত্নী । দিবোদাসের পুত্র নিরুদ্র, নিরুদ্রের পুত্র রাজা চ্যবন, চ্যবনের পুত্র অম্বাল, অম্বালের

পুত্র সহদেব, তৎপুত্র সোমক, সোমকের একশত পুত্রের মধ্যে জন্ত সর্ষজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং এই এক শত পুত্রের মধ্যে সর্ষ কনিষ্ঠ পুত্র পৃষত। পৃষতের পুত্র ক্রপদ, তৎপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, তৎপুত্র ধৃষ্টকেতু। অঙ্গমীঢ়ের ঋক্ষ নামে আর একটি পুত্র ছিল। ঋক্ষের পুত্র সংবরণ, সংবরণের পুত্র কুরু; এই কুরুই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র স্থাপন করেন ॥ ১৮ ॥ সুধনুঃ, জহু ও পরিক্ষিৎপ্রমুখ কুরুর অনেক পুত্র হয়। সুধনুর পুত্র সুহোত্র, তৎপুত্র চ্যবন, চ্যবনের পুত্র কৃতক; তৎপুত্র উপরিচর বহু, বহুর সাত জন পুত্র হয়; তন্মধ্যে বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্র, কুশাম্ব, মাবেল্ল ও মংস্যই শ্রেষ্ঠ। বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র, তৎপুত্র ঋষভ, তৎপুত্র পুশ্বান, তৎপুত্র সত্যব্রত, তৎপুত্র সুধন্বা, তৎপুত্র জন্ত। বৃহদ্রথের আর একটি পুত্র হয়। এপুত্র জন্মকালে দুই খণ্ডে বিভক্ত থাকে। পরে জরা নামে এক রাক্ষসী ঐ দুই খণ্ডকে একত্রিত করায় ঐ পুত্রের নাম জরাসন্ধ হয়। তৎপুত্র সহদেব, তৎপুত্র সোমাপি, তৎপুত্র ঋতশ্রবাঃ। ইহাঁরাই মাগধ নরপতি। ১৯।

উনবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## বিংশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—পরিক্ষিতের চারি পুত্র; জয়েজয়, ঋতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন। ১। জহুর সুরথ নামে এক পুত্র হয়। ২। তৎপুত্র বিদ্রথ, বিদ্রথের পুত্র সার্ষভোম, সার্ষভোমের পুত্র জয়সেন, তৎপুত্র আরাবী, তৎপুত্র অযুতায়ু, অযুতায়ুর পুত্র অক্রোধন, তৎপুত্র দেবাতিথি, তৎপুত্র ঋক্ষ। এই ঋক্ষ, অঙ্গমীঢ়ের পুত্র ঋক্ষ হইতে স্বতন্ত্র। ৩। ঋক্ষের পুত্র ভীমসেন, তৎপুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র প্রতীপ। প্রতীপের তিন পুত্র; দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক। দেবাপি বাল্যকালেই অরণ্যে প্রবেশ করেন। ৪। শান্তনু রাজা হন। পৃথিবীতে এই শান্তনুসম্বন্ধে একটি শ্লোক গীত হয়; যথা—“রাজা শান্তনু, স্বীয় হস্তদ্বয় দ্বারা বৃক্ষকে স্পর্শ করিলে বৃক্ষও যৌবন লাভ করিত এবং তাঁহার স্পর্শে জীবগণ অত্যাশ্রয় শান্তি লাভ করিত; এই অস্ত্রই ইঁহার নাম শান্তনু হয়”। ৫। সেই শান্তনুর রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর বৃষ্টি হয় নাই। ৬। অনন্তর, রাজা শান্তনু অশ্বেরাষ্ট্রের

বিনাশ হইতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, “হে দ্বিজগণ ! আমার রাজ্যে বৃষ্টি হইতেছে না কেন ? আমি কি অপরাধ করিয়াছি ?” তখন ব্রাহ্মগণ কহিলেন, “এই পৃথিবী আপনার অগ্রজের, অথচ আপনি ইহার ভোগ করিতেছেন ; সুতরাং আপনি পরিবেষ্টা, এই দোষেই অনাবৃষ্টি হইয়াছে।” অনন্তর, “আমার কি কর্তব্য” পুনর্বার এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মগণ কহিলেন, “আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবাগ্নি ষত দিন পর্যন্ত পাতিভ্য-জনক কোন দোষাচরণ না করেন, তত দিন এই রাজ্য তাঁহারই প্রাপ্য ; সুতরাং তাঁহার প্রাপ্য রাজ্য তাঁহাকে প্রদান করুন। ইহাতে আপ-  
নার প্রয়োজন কি ? ব্রাহ্মগণ এই কথা বলিলে পর শাস্ত্রের মন্ত্রী অশ্বাসারী, বনমধ্যে স্থিত দেবাগ্নির নিকট বেদবাদ-বিরোধ-বক্তৃগণকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৭ ॥ সেই বেদবাদবিরুদ্ধবক্তৃগণও অতি সরলমতি রাজ-  
পুত্র দেবাগ্নির বুদ্ধিকে বেদবিরুদ্ধমার্গানুসারিণী করিল ॥ ৮ ॥ এদিকে রাজা শাস্ত্র ব্রাহ্মগণের বাক্যে অতিশয় পরিবেদন-শোকাবিত হইয়া ব্রাহ্মগণকে অগ্রসর করতঃ অগ্রজকে রাজ্য প্রদান করিবার জন্ত বনে গমন করিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মগণ, বনে রাজপুত্র দেবাগ্নির নিকট উপস্থিত হইয়া “অগ্রজেরই রাজ্য করা কর্তব্য” এইপ্রকার নানাবিধ বেদবাদ-সম্মত অর্থযুক্ত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দেবাগ্নিও যুক্তিচ্যুত ও বেদবাদবিরুদ্ধ অনেকপ্রকার বাক্য বলিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মগণ রাজা শাস্ত্রকে কহিলেন, “হে রাজন্ ! এই বিষয়ে অতিনির্বন্ধে প্রয়োজন নাই, আপনি আগমন করুন। এই ব্যক্তি অনাদিকালপূজিত বেদ-  
বাক্যের বিরোধী বাক্য উচ্চারণ করাতে পতিত হইয়াছেন ; সুতরাং অগ্রজ পতিত হইলে কনিষ্ঠ আর পরিবেষ্টা হয় না”। এইরূপে উক্ত হইয়া রাজা শাস্ত্র, নিজ পুরে আগমন করতঃ পুনর্বার রাজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবাগ্নি বেদবাদবিরুদ্ধবাক্যোচ্চারণ করিয়া দ্বিত হইলে পর অধিলশতনিপ্পত্তির জন্ত দেবতা বৃষ্টি করিলেন। বাহ্লীকের পুত্র সোমদত্ত ॥ ৯ ॥ সোমদত্তের তিন পুত্র ; ভূরি, ভূরিপ্রবাঃ ও শল। শাস্ত্রেরও অমরনদী গঙ্গার গভে উদার-কীৰ্ত্তি ও অশেষ-শাত্তার্থবিৎ ভীষ্ম নামে এক পুত্র হয়। সত্যবতীনারী আর এক পত্নীর গভে শাস্ত্র, বিচিত্র-

বীৰ্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামে আরও দুইটী পুত্র উৎপাদন করেন। চিত্রাঙ্গদ বাল্যকালে চিত্রাঙ্গদনামক এক গন্ধর্ব্ব কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হন। বিচিত্র-বীৰ্য্য কাশিরাজের কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিবাহ করেন। কিন্তু ঐ কন্যাঘরের অতিশয় উপভোগ বশতঃ ধিগ্ন হইয়াই অকালে যক্ষা রোগে প্রাণপরিত্যাগ করেন। অনন্তর, সত্যবতীর নিয়োগানুসারে মৎপুত্র কৃষ্ণ-দৈবায়ন, “মাতার বাক্য অনতিক্রমণীয়” এই বলিয়া বিচিত্রবীৰ্য্যের ক্ষেত্রে গুতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুকে উৎপাদন করেন এবং বিচিত্রবীৰ্য্যের পত্নী-প্রেরিত দাসীর গর্ভে বিহরকে উৎপাদন করেন ॥ ১০ ॥ গুতরাষ্ট্র (পাক্কারীর গর্ভে) হৃষ্যোদন-ছঃশাসনাদি-প্রধান এক শত পুত্র উৎপাদন করেন। পাণ্ডু অরণ্যে যুগশাপ-প্রভাবে জনন-সামর্থ্যহীন হন, এই কারণে তাঁহার পত্নী কুন্তীর গর্ভে ধন্ব, বায়ু ও ইন্দ্র, যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন নামে তিন পুত্র উৎপাদন করেন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও তৎপত্নী মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেবকে উৎপাদন করেন। এই যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডুপুত্রগণের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভে পাঁচটী পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রাতিবিদ্যা, ভীমসেনের পুত্র সূতসোম, অর্জুনের পুত্র শ্রুতকীর্তি, নকুলের পুত্র শতানীক ও সহদেবের পুত্র শ্রুতকর্ম্ম। পাণ্ডবগণের আরও অনেক পুত্র ছিল; যথা—যৌধেয়ী যুধিষ্ঠিরের ঔরসে দেবক নামে পুত্র লাভ করেন। ভীমসেনের ঔরসে হিড়িম্বা ষটোৎকচ নামে পুত্র এবং কাশী সর্ব্বভূগ নামে পুত্র লাভ করেন। বিজয়া সহদেবের ঔরসে সুহোত্র নামে এক পুত্র লাভ করেন। নকুল করেণুমতীর গর্ভে নিরমিত্রনামক এক পুত্র উৎপাদন করিয়া ছিলেন। অর্জুনেরও নাগকন্যা উলূপীর গর্ভে ইরাবান্ নামে এক পুত্র হয়। এবং পুত্রিকা-ধর্ম্মানুসারে অর্জুন মণিপুরাধিপতির কন্যাতে বক্রবাহন-নামক আর এক পুত্র উৎপাদন করেন। যিনি বালক হইয়াও অতি-বলপরাক্রমশালী শত্রুপক্ষসকলেরও বিজয়কারী, সেই অভিমত্যা অর্জুনের ঔরসে ও সুভদ্রার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুরুকুল পরিক্রম হইলে অশ্বখামা স্বপ্রযুক্ত ব্রহ্মাশ্বদ্বারা অভিমত্যা-সহুত উত্তরার গর্ভকে ভ্রম্যভূত করেন; কিন্তু পরে সকল-সুরাসুর-বন্দিত-চরণযুগল এবং আশ্বেচ্ছা-প্রযুক্তই মারামহব্যবহারী ভগবান্ ঐক্যের প্রভাবে সেই গর্ভেই পনজীবন লাভ

করিয়া পরিক্রিৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥১১।১২॥ এই পরিক্রিৎ পরবর্তী কালেও শুভময় এই অধিল ভূমণ্ডল সম্প্রতি ধর্মের সহিত শাসন করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

বিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## একবিংশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—ইহার পরে আমি ভবিষ্য ভূপালগণের বিষয় বলিব, শ্রবণ কর । যিনি এইক্ষণে রাজা, তাঁহার চারি জন পুত্র হইবে ; জনমেজয়, জ্ঞতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন ॥ ১ ॥ জনমেজয়ের শতানীক নামে এক পুত্র হইবে । ঐ শতানীক, যাজ্ঞবল্ক্য সকাশে বেদ অধ্যয়ন ও ক্রূপের নিকট শস্ত্রবিদ্যা লাভ করিয়া পরে বিষয়সমূহে বিরক্তচেতাঃ হইবেন এবং পরে শৌনকের উপদেশে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া পরম নির্বীণযুক্তি লাভ করিবেন ॥ ২ ॥ শতানীকের অশ্বমেধদত্ত নামে এক পুত্র হইবে । তৎপুত্র অধিসীমকৃষ্ণ, অধিসীমকৃষ্ণের নিচক্ষু নামে এক পুত্র হইবে । এই নিচক্ষুই গন্ধাকর্ষক হস্তিনাপুর অপজ্ঞত হইলে কৌশাস্বীতে আসিয়া বাস করিবেন । তাঁহার উষ্ণ নামে এক পুত্র হইবে । উষ্ণের পুত্র চিত্রবধ, তৎপুত্র শুচিবধ, তৎপুত্র বৃক্ষিমান, তৎপুত্র সুশেণ, তৎপুত্র সুনীধ, সুনীথের পুত্র ঋচ, তৎপুত্র নৃচক্ষু, তৎপুত্র সুধাবল, তৎপুত্র পরিপ্লব, তৎপুত্র সুনয়, তৎপুত্র মেধাবী, মেধাবীর পুত্র নৃপঞ্জয়, তৎপুত্র মুহু, তৎপুত্র তিগ্ন, তিগ্নের পুত্র বৃহজ্জধ, তৎপুত্র বসুদান, তৎপুত্র শতানীক ; সুতরাং এই শতানীক জনমেজয়-পুত্র শতানীক হইতে স্বতন্ত্র ॥ ৩ ॥

তৎপুত্র উদয়ন, উদয়নের পুত্র অহীনর, তৎপুত্র ধণ্ডপাণি, তৎপুত্র নিরমিত, নিরমিতের ক্ষেমক নামে এক পুত্র হইবেন । এই ক্ষেমকসম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে ; যথা—“ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের উৎপত্তির কারণস্বরূপ যে বংশকে অনেক রাজর্ষিগণ জন্মগ্রহণ দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছেন, সেই বংশ কলিযুগে ক্ষেমক-নামক রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া সমাপ্তি লাভ করিবে” ॥৪॥

একবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।



## দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—অতঃপর ইক্ষাকু-বংশীয় ভবিষ্য ভূপালগণের বিষয় বলিব। বৃহৎসলের বৃহৎক্ষণ নামে এক পুত্র হইবে ॥ ১ ॥ তৎপুত্র গুরুক্ষেপ, তৎপুত্র বৎস, বৎসের পুত্র বৎসবাহ, তৎপুত্র প্রতিবোম, তৎপুত্র দিবাকর, তৎপুত্র সহদেব ॥ ২ ॥ তৎপুত্র বৃহদধ, তৎপুত্র ভানুরথ, তৎপুত্র সুপ্রতীক, তৎপুত্র মরুদেব, মরুদেবের পুত্র সুনক্ষত্র, তৎপুত্র কিন্নর, কিন্নরের পুত্র অন্তরিক্ষ, তৎপুত্র সুবর্ণ, তৎপুত্র অমিত্রজিৎ, তৎপুত্র বৃহদ্রাজ, তৎপুত্র ধর্ম্মা, ধর্ম্মার পুত্র কৃতঞ্জয়, কৃতঞ্জয়ের পুত্র রণঞ্জয়, রণঞ্জয়ের পুত্র সঞ্জয়, তৎপুত্র শাক্য, শাক্যের পুত্র কৃচ্ছোদন, তৎপুত্র রাতুল, তৎপুত্র প্রসেনজিৎ, তৎপুত্র ক্ষুদ্রক, তৎপুত্র কুণ্ডক, তৎপুত্র হুরথ, তৎপুত্র অন্য সুমিত্র ; এই ইহঁরাই ইক্ষাকুবংশীয় বৃহৎসলের সন্ততি ভূপতিগণ হইবেন। এই বংশ সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে ; যথা—“এই প্রসিদ্ধ ইক্ষাকুবংশ সুমিত্র পর্য্যন্তই ; কারণ ইক্ষাকুবংশ সুমিত্র-নামক রাজাকে পাইয়া কলিযুগে সমাপ্তি লাভ করিবে” ॥ ৩ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—ভবিষ্য মাগধ বারহদ্রথ নৃপতিগণের অমুক্রম বলি তেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ এই বংশে জরাসন্ধ প্রভৃতি নৃপতিগণই প্রধান ছিলেন ॥ ২ ॥ জরাসন্ধ পুত্র সহদেবের সোমাপি নামে এক পুত্র হইবে। তৎপুত্র ঞ্জতবান্, তৎপুত্র অযুতায়ুঃ, তৎপুত্র নিরমিত্র, তৎপুত্র সুক্ষত্র, তৎপুত্র বৃহৎকর্ম্মা, তৎপুত্র সেনজিৎ, তৎপুত্র ঞ্জতঞ্জয়, তৎপুত্র বিপ্র, বিপ্রের শুচিনামা এক পুত্র হইবে। শুচির পুত্র ক্ষেম্য, তৎপুত্র সুব্রত, তৎপুত্র ধর্ম্ম, তৎপুত্র সূত্রম, তৎপুত্র দৃঢ়সেন, তৎপুত্র সুমতি, তৎপুত্র সুবল, সুবলের সুনীত নামে এক পুত্র হইবে। তৎপুত্র সত্যজিৎ, সত্যজিতের পুত্র বিশ্বজিৎ, তৎপুত্র রিপুঞ্জয়। এই বারহদ্রথ ভূপতিগণ এক সহস্র-বৎসর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবেন ॥ ৩ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—বাহুদ্রথবংশীয় যে রিপুঞ্জয় নামে শেষ রাজা, তাঁহার সুনিক নামে এক অমাত্য হইবে ॥ ১ ॥ ঐ অমাত্য স্বামী রিপুঞ্জয়কে হত্যা করিয়া প্রদ্যোতনামা স্বকীয় পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে । প্রদ্যোতের পালকনামা এক পুত্র হইবে । তৎপুত্র বিশাখমূপ, তৎপুত্র জনক, তৎপুত্র নন্দিবর্দ্ধন, প্রদ্যোতবংশীয় এই পাঁচ জন নৃপতি একশত অষ্টত্রিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত পৃথিবী ভোগ করিবে ॥ ২ ॥

নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র শিশুনাগ, শিশুনাগের কাকবর্ণ নামে এক পুত্র হইবে । তৎপুত্র ক্ষেমধর্ম্মা, তৎপুত্র ক্ষত্রোজাঃ, তৎপুত্র বিদ্রিসার, তৎপুত্র অজ্ঞাতশত্রু, তৎপুত্র দর্ভক, দর্ভকের পুত্র উদয়াশ্ব, তৎপুত্র নন্দিবর্দ্ধন, তৎপুত্র মহানন্দী । এই শিশুনাগবংশীয় দশ জন ভূমিপাল তিন শত বাষটি বৎসর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে । ৩ । মহানন্দীর শূদ্রাগর্ভজাত অতিলোভী মহাপদ্মা-নন্দনামা এক পুত্র হইবে । এই ব্যক্তি দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় অশ্বিল ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশ করিবে ॥ ৪ ॥ সেই কাল হইতে শূদ্রগণ ভূমিশাল হইবে । সেই মহাপদ্ম, অনুজ্জিত-শাসনে একচ্ছত্রা পৃথিবীর ভোগ করিবে ॥ ৫ ॥

মহাপদ্মের সূমাত্য প্রভৃতি আট জন পুত্র হইবে । এবং তাহারা মহাপদ্মের মরণান্তে পৃথিবী ভোগ করিবে । মহাপদ্ম ও তৎপুত্রগণের রাজ্য-ভোগ-কাল এক শত বৎসর । কোটিল্যপ্রধান এক জন ব্রাহ্মণ (চাণক্য) এই নয় জন নন্দবংশীয়কেই উচ্ছেদ করিবেন । ৬ । নন্দবংশীয়গণের উচ্ছেদের পর, মৌর্য্য শূদ্র রাজগণ পৃথিবী ভোগ করিবে । কোটিল্যই মৌর্য্য-বংশীয় চন্দ্র-গুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন । ৭ । চন্দ্রগুপ্তের বিম্বসার নামে এক পুত্র হইবে । তৎপুত্র অশোকবর্দ্ধন, তৎপুত্র সুবশাঃ, তৎপুত্র দশরথ, তৎপুত্র সঙ্গত, তৎপুত্র শালিগুপ্ত, তৎপুত্র সোমশর্ম্মা, তৎপুত্র শতধন্বা, শতধন্বার বৃহদ্রথনামা পুত্র, এই দশ জন মৌর্য্য-বংশীয় ভূপতি হইবে, বথাসম্ভব এক শত সায়ত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিবে । তৎপরে শুক্লবংশীয় রাজগণ পৃথিবী

ভোগ করিবে । ৮ । অনন্তর, সেনাপতি পুষ্পমিত্র স্বামীকে হত্যা করিয়া রাজত্ব করিবে । ৯ । এই পুষ্পমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র, তৎপুত্র সূর্য্যোষ্ঠ, তৎপুত্র বসুমিত্র, তৎপুত্র আদ্রক, তৎপুত্র পুলিন্দক, তৎপুত্র ঘোষবসু, তৎপুত্র বজ্রমিত্র, তৎপুত্র ভাগবত । ১০ । তৎপুত্র দেবভূতি । এই শুদ্ধবংশীয় দশ জন ভূপতি এক শত বার বৎসর যথাসম্ভব রাজ্য ভোগ করিবেন । অনন্তর এই পৃথিবী কণ্ণবংশীয় নৃপতিগণকে আশ্রয় করিবে । ১১ । দেবভূতিনামা কণ্ণবংশীয় এক জন শুদ্ধরাজবংশের অসমাত্য, ব্যসনাসক্ত শুদ্ধবংশীয় রাজাকে হনন করিয়া নিজেই পৃথিবী ভোগ করিবে । দেবভূতির পুত্র ভূমিমিত্র, তৎপুত্র নারায়ণ, নারায়ণের পুত্র সূর্য্য । কণ্ণবংশীয় এই চারি জন ভূপতি পঁয়তাল্লিশ বৎসর কাল যথাসম্ভব রাজত্ব করিবে । অন্ধ্রজাতীয় শিশ্রুকনামা এক জন ভৃত্য, কণ্ণবংশীয় সূর্য্যাকে নিহত করিয়া রাজা হইবে । তাহার পর শিশ্রুকের ভ্রাতা কৃষ্ণনামক এক জন রাজা হইবে । কৃষ্ণের পুত্র শ্রীশান্তকর্ণি, তৎপুত্র পূর্ণোৎসঙ্গ, তৎপুত্র শাতকর্ণি, তৎপুত্র লম্বোদর, তৎপুত্র দ্বিবিলাক, তৎপুত্র মেঘস্বাতি, তৎপুত্র পটুমান, তৎপুত্র অরিষ্টকর্ণা, তৎপুত্র হাল, হালের পুত্র পত্তগক, তৎপুত্র প্রবিল্লসেন, তৎপুত্র সুল্লর শাতকর্ণী, তৎপুত্র চকোরশাতকর্ণী । ১২ । তৎপুত্র শিবস্বাতি, তৎপুত্র গোমভীপুত্র, তৎপুত্র পুলিমান, তৎপুত্র শাতকর্ণী শিবশ্রী, তৎপুত্র শিববৃদ্ধ, তৎপুত্র যজ্ঞশ্রী, তৎপুত্র বিজয়, তৎপুত্র চন্দ্রশ্রী, তৎপুত্র পুলোমাচি, এই অন্ধ্রজাতীয়-ভৃত্য-বংশীয় ত্রিশ জন ভূপতি, যথাসম্ভব চারিশত ছাপ্পার বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবী ভোগ করিবে । তৎপরে সাত জন আভীর ও দশ জন গর্দভিল রাজা হইবে । ১৩ । অনন্তর ষোল জন শকবংশীয় রাজা হইবে । তৎপরে আট জন যবন রাজা হইবে । তৎপরে চতুর্দশ তুখার, তৎপরে ত্রয়োদশ সুও ও একাদশ মৌনগণ যথাক্রমে এক হাজার তিন শত নিরনব্বই বৎসর কাল রাজত্ব করিবে । ১৪ । অনন্তর, গৌরবংশীয় এগার জন ভূপতি তিন শত বৎসর কাল রাজত্ব করিবে । ১৫ । পরে তাহারা বিনষ্ট হইলে কৈলকিল নামে যবনগণ রাজা হইবে । বিদ্যুৎশক্তি তাহাদের মুখা রাজা । ১৬ । বিদ্যুৎশক্তির পুত্র পুরঞ্জয়, তৎপুত্র রাষচন্দ্র, তৎপুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে বরাজ, কৃতনন্দন, সুবিনন্দি, নন্দিশশাঃ ও শিশকপ্রবারী, উৎপন্ন হইবে । ইহারা

যথাসম্ভব এক খণ্ড ছয় বৎসর কাল রাজত্ব করিবে। অনন্তর, ইহাদের ত্রয়োদশ জন পুত্র, পরে বাহুল্য বংশীয় তিন জন, অনন্তর পুণ্ড্রমিত্র, পটুমিত্র ও সূমিত্র (পদ্মমিত্র) আদি ত্রয়োদশ জন ও মেকল দেশজ সাত জন ও নয় জন কোশলাপুত্রী বধাক্রমে রাজা হইবে। পরে নিষধ দেশীয় নয় জন রাজা হইবে। ১৭। অনন্তর মাগধাপুত্রীতে বিশ্বক্ষটিক নামা এক জন, অস্ত্র বর্ণ প্রবর্তিত করিবে এবং কৈবর্ত, কটু, পুলিন্দ ও যৎসাদি সংকীর্ণ ক্ষত্রিয় জাতিকে রাজ্যে স্থাপিত করিবে। পদ্মাবতীপুত্রীতে নাগবংশীয় নয় জন এবং গজা ও প্রয়াগের নিকটস্থিত কাস্তিপুত্রী ও মথুরার মাগধগণ ও শুগুগণ রাজা হইয়া পৃথিবী ভোগ করিবে। দেবরক্ষিত নামে এক ব্যক্তি কোশলীদ্রু ও তাম্র-লিপ্ত জনপদ সমূহ ও সমুদ্র-তটস্থ পুরীসকলকে রক্ষা করিবে। কলিঙ্গ, মাহিবীক, মাহেন্দ্র ও ভীমগণ গুহাপুত্রীকে ভোগ করিবে। মণিধার-বংশীয়গণ নৈষাধ, নৈনিষিক ও কালতোয় প্রভৃতি জনপদ ভোগ করিবে। কনকবংশীয়গণ জৌরাজ্য ও মুষিক নামে জনপদসমূহ ভোগ করিবে। পতিত ব্রাহ্মণ, আভীর ও শূদ্র আদি করিয়া নৌচগণ সৌরাষ্ট্র, অবন্তি, শূদ্র, অর্জুদ ও মক্ভূমি প্রভৃতি বিষয়সমূহ ভোগ করিবে। সিন্ধুতট, দাক্ষী, কোবী, চল্লভাগা ও কাশ্মীর প্রভৃতি দেশ সকলকে শ্লেচ্ছ ও ব্রাত্য শূদ্রগণ ভোগ করিবে। ইহারা সকলেই সমান কাল পৃথিবীতে রাজ্য করিবে। এবং এই সকল নৃপতিগণ সর্বদাই অগ্রসর, অতিকোপশালী, সর্বকালেই মিথ্যা ও অধর্ম্যে স্বেচ্ছানু, স্ত্রী বালক ও গোবধকারী, পঞ্চদশব্রহ্মণ প্রয়াসী, অন্নসার এবং উদয় ও অন্তের ভায় সন্ধ্যায় হইবে। ইহাদের ইচ্ছা মহতী হইবে, কিন্তু ধর্ম্য কার্য অতি অল্পই নিষ্পন্ন হইবে ॥ ১৮ ॥ ইহাদের দ্বারা জনপদ সকল পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যাইবে। এবং রাজ-স্বভাবানুকায়ী ও রাজার আশ্রয় লাভে বলবান্ অর্থ্য ও শ্লেচ্ছগণ বিপরীত বৃত্তি স্রবলম্বন করিয়া এই সকল রাজার অধিকার কালে প্রজা ক্ষয় করিবে ॥ ১৯ ॥ অনন্তর প্রতিদিন ধর্ম্মের অজ্ঞ অন্ন ভ্রাস ও অর্থের উচ্ছেদ-নিবন্ধন অগতে ধর্ম্ম ও অর্থ সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে ॥ ২০ ॥ তৎপরে অর্থই কুলের কারণ হইবে, ধনই অশেষ ধর্ম্মের প্রতি কারণ হইবে, অভিকচিমাত্রই দাম্পত্য সম্বন্ধের হেতু হইবে, বিচারে মিথ্যারই জয় হইবে, স্ত্রীই উপ-ভোগের কারণ হইবে (অর্থাৎ জাত্যাতি বিচার থাকিবে না), ব্রত ও তাম্র,

যাহার যত থাকিবে, সেই তাবৎ পরিমাণে পৃথিবী ভোগ করিবে। যজ্ঞোপ-  
বীতই বিপ্রের হেতু হইবে, চিহ্নধারণমাত্রই আশ্রমের হেতু হইবে এবং  
অজ্ঞায়ই জীবিকানির্ব্বাহের কারণ হইবে ॥ ২১।২২ ॥ দুর্ব্বলতা অবৃত্তির  
হেতু ও ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক চীৎকারই পাণ্ডিত্যের কারণ হইবে ॥ ২৩ ॥ দানই  
ধর্ম্মের কারণ ও আঢ্যতাই সাধুতার কারণ হইবে ॥ ২৪ ॥ সেই সময় স্নানই  
বেশের কারণ হইবে, স্বীকারমাত্রই বিবাহের কারণ হইবে, যিনি সন্দেশধারী,  
তিনিই সংপাত্র হইবেন এবং দূরবর্ত্তী আরতন বা উদক তীর্থরূপে  
পরিগণিত হইবে। এই প্রকার বহুদোষময় ভূমণ্ডলে যে যে বলবান হইবে,  
সেই সেই ব্যক্তিই পৃথিবীপতি হইবে এবং প্রজা সকল অতিলুপ্ত রাজ্যের  
কর্ত্তার সহন করিতে না পারিয়া পর্ব্বতের মধ্যে দ্রোণা সকল আশ্রয়  
করিবে ও মধু শাক ফল-মূলাদি আহার করিবে। তখন প্রজাগণ তরুবন্ধন  
ও চীর পরিধান করিবে এবং শীত বাতাদি আতপ ও বর্ষা সহ্য করিবে।  
কোন ব্যক্তিই ত্রয়োবিংশতি বৎসরও জীবিত থাকিবে না। কলিযুগ এই  
প্রকারে ষতই অষ্টম দশায় উপনীত হইবে, ততই অখিললোকও অনবরত  
ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। ২৫। 'এইরূপে কীর্ণপ্রায় শ্রোত ও স্মৃতি ধর্ম্ম  
অত্যন্ত বিপ্রব প্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্মা যাহার কলাবশেষমাত্র, যিনি চরাচরের গুরু  
ও আদিভূত, যিনি সর্ব্বময়, ব্রহ্মময় ও পরমাত্মস্বরূপ, সেই ভগবান্ বাহুদেবের  
অংশ, সম্ভলগ্রামের প্রধান ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশার গৃহে অষ্টৈশ্বর্য্য সম্পন্ন কন্দি-  
রূপে অবতীর্ণ হইয়া সকল স্নেহ, দহ্য ও ছুরাশ্মাগণের ক্ষয় করিবেন। ঐ  
কন্দিরূপী ভগবানের মাহাত্ম্য ও শক্তি সর্ব্বত্র অব্যাহত হইবে ॥ ২৬ ॥ ভগবান্  
কন্দিরূপ ধারণ করিয়া অখিল জগৎকে পুনর্বার স্ব স্ব ধর্ম্মসমূহে স্থাপন করি-  
বেন। অনন্তর, কলির অবসানে সেই সকল জনপদবাসী মনুষ্যগণ পুনর্বার  
প্রবুদ্ধ হইবে এবং তাহাদিগের মতি ক্ষটিকের ত্রায় বিভক্ত হইবে ॥ ২৭ ॥  
সেই সকল তৎকাল-জাত বীজভূত মনুষ্যগণ পরিণত হইলেও তাহাদের  
অপত্য প্রসূত হইতে থাকিবে ॥ ২৮ ॥ সেই সকল অপত্যগণই তৎকালে  
সত্যযুগোচিত ধর্ম্মমার্গে প্রবর্ত্তিত হইবে ॥ ২৯ ॥ এই বিষয়ে কথিত হয় যে,  
“যে কালে চন্দ্র, সূর্য্য এবং বৃহস্পতি একরাশিতে পুণ্য নক্ষত্রে আগমন করি-  
বেন, সেই সময় সত্যযুগ উপস্থিত হইবে” ॥ ৩০ ॥ হে মুনীশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমার

নিকট এই সকল বংশসমূহে অতীত, বর্তমান ও অনাগত নৃপতিগণের বিষয় বর্ণন করিলাম। ৩১। পরিস্কিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত কালের পরিমাণ পঞ্চদশ সহস্র বৎসর, ইহা জানিবে। ৩২। আকাশে সপ্তর্ষি-গণের মধ্যে প্রথমোদিত যে নক্ষত্রদ্বয় আছে, সেই নক্ষত্রদ্বয়ের ও তৎপূর্ববর্তী নক্ষত্রদ্বয়ের মধ্যে সমদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট যে একটা করিয়া নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, ঐ একএকটা নক্ষত্রের সহিত যুক্ত হইয়া সপ্তর্ষিগণ এক শত বৎসর কাল অবস্থান করেন। ৩৩। হে দ্বিজোত্তম! সপ্তর্ষিগণ পরিস্কিতের রাজ্যকালে মধ্যবর্তী মধ্য-নক্ষত্রযুক্ত ছিলেন। সেই সময় কলি, দ্বাদশ শত বৎসর পরিমিত কাল প্রবৃত্ত হয়। ৩৪। যে সময় ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ বাসুদেব স্বর্গে গমন করেন, সেই সময়ই কলি আগমন করিয়াছে। ৩৫। ভগবান্ বাসুদেব যত দিন পাদপদ্ম দ্বারা এই পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, ততদিন কলি পৃথিবীকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই। ৩৬। অনন্তর তৎকালে সনাতন, বিষ্ণুর অংশ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলে পর ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অহুজগণের সহিত রাজ্য পরিত্যাগ করেন। ৩৭। কৃষ্ণ স্বর্গে গমন করার পর রাজা যুধিষ্ঠির অমঙ্গল-সূচক লক্ষণ সকল দর্শন করিয়া পরিস্কিতকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছিলেন। ৩৮। এই মহর্ষিগণ, যৎকালে পূর্বোক্ত প্রকারে পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে গমন করিবেন, সেই সময় নন্দের রাজ্যকাল হইতেই কলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ৩৯। কৃষ্ণ যে দিন স্বর্গে গমন করেন, সেই দিনেই কলি উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে কলির সংখ্যা আমার নিকট শ্রবণ কর। ৪০। মনুষ্য-সংখ্যানুসারে তিনলক্ষ বাটি হাজার বৎসর কলি বর্তমান থাকিবে। ৪১। অনন্তর কলির অবসানে দিব্য-সংখ্যানুসারে দ্বাদশ শত বৎসর সত্য যুগ বর্তমান থাকিবে। ৪২। হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ! যুগে যুগে অসংখ্য মহাত্মা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ অতীত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদের বহুঅনিবন্ধন ও প্রত্যেক কুলের পুনরুত্ত ও বহুত্ব জন্মে ঐ পরিসংখ্যা নির্দেশ করিলাম না। ৪৩। ৪৪। মহাযোগ-বলশালী পুরু-বংশীয় রাজা দেবাশি ও ইন্দ্রাক্ষবংশীয় রাজা মরু, ইঁহারা দুই জনে সত্যযুগে পুনর্বার আগমনপূর্বক কলাপগ্রাম আশ্রয় করিয়া ক্ষত্রবংশ প্রবর্তিত করিবেন। ইঁহারা ভবিষ্যৎ মনুবংশের বীজরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। ৪৫। ৪৬। এই প্রকার ক্রমযোগেই মনুপুত্রগণ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর, এই তিন যুগেই পৃথিবী

ভোগ করিয়া থাকেন । ৪৭ । যে প্রকার এক্ষণে দেবাপ ও মরু বীজরূপে অবস্থিতি করিতেছেন এইরূপ কোন কোন মহাত্মা কলিযুগে বীজরূপে ভূতলে অবস্থান করিয়া থাকেন । ৪৮ । আমি তোমার সংক্ষেপে এই নৃপতিগণের বংশ কীর্তন করিলাম, সকল বংশের বিবরণ বাহ্য্যরূপে শত জন্মেও কীর্তন করিয়া উঠা যায় না । ৪৯ । অনিত্য-শরীর এই সকল ভূপতিগণ ও অন্যান্য নরপতিবর্গ মোহাক্র হইয়া এই কলান্তস্থায়ী ভূমণ্ডলের উপর মমতা করিয়া গিয়াছেন । ৫০ । এই পৃথ্বী কি প্রকারে অটলা হইয়া আমার অথবা মৎপুত্রের অথবা মনীয় বংশের অধীন হইয়া থাকিবে, এই প্রকার ভাবনা করিতে করিতে এই সকল মহীপতিগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন । এই সকল মহীপালগণের পূর্ব পূর্বতর নৃপতিগণও এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এবং ভবিষ্যৎ নৃপতিগণও এই প্রকার চিন্তা করতঃ বিলয় প্রাপ্ত হইবেন । ৫১।৫২ । হে মৈত্রেয় । প্রতি বৎসরই এই সকল নৃপতিগণকে আত্ম-জয়োদযোগ যাত্রায় ব্যগ্র দেখিয়া এই বসুন্ধরা শরৎকালে প্রক্ষুটিত-প্প-সমূহ-শোভিতা হইয়া যেন হাস্ত করিয়া থাকেন । ৫৩ । হে মৈত্রেয় ! এই বিষয়ে পৃথিবীকর্তৃক গীত কতকগুলি শ্লোক আছে, তাহা তুমি শ্রবণ কর । পূর্বে অসিত মুনি, ধর্ম্মধ্বজী জনকের নিকট এই শ্লোক কয়টি বলিয়াছিলেন । ৫৪ ।

পৃথিবী কহিয়াছিলেন যে, “এই নরেন্দ্রগণ বুদ্ধিমান হইলেও ইহীদের এবশ্রকার মোহ কেন উপস্থিত হয় ? আহা ! ইহারা কেনের ত্যায় অল্পকাল-স্থায়ী হইয়া কি প্রকারে আপনার স্থিরত্ববিষয়ে বিশ্বস্তচেতা হন । ৫৫ । এই নরপতিগণ পূর্বে ইন্দ্রিয় জয় করিয়া মন্ত্রিগণকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন । অনন্তর, ক্রমাগত ভূত্যা, পৌর ও রিপুগণকে জয় করিতে অভিলাষী হন । ৫৬ । তাঁহারা, ‘ক্রমে আমি সসাগরা পৃথিবীকে জয় করিতে পারিব’ এই প্রকার চিন্তায় আসক্ত হইয়া নিকটস্থিত মৃত্যুকে দেখিতে পান না । ৫৭ । সমুদ্রাবরণ ধরণিমণ্ডলের বশুতা আত্মজয়ের নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ । কারণ মোক্ষই আত্মজয়ের ফল । ৫৮ । পিতা ও শিতামহ প্রভৃতি যে পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কেহই লইয়া যাইতে পারেন নাই ; আহা ! নরপতিগণ মৃত হইয়া কি প্রকারে সেই পৃথিবীকে আমার বলিয়া জয় করিতে ইচ্ছা করেন । ৫৯ । আমার (পৃথিবীর) প্রতি মমতাসক্ত হইয়া

নরপতিগণ অত্যন্ত মোহে পিতা, পুত্র ও ভ্রাতার সহিত পরস্পর যুক্ত করিয়া থাকেন। ৬০। এই পৃথিবীতে যিনি যিনি অতীত রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই এই প্রকার কুবুদ্ধি হইয়াছিল যে, তাঁহারা সকলেই ভাবিতেন “এই সকল পৃথিবীই আমার এবং এই পৃথিবী আমার বংশীয়গণের নিত্য অধিকারে থাকিবে”। ৬১। মমতাদৃত-চিত্ত এক জনকে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে দেখিয়া তদ্বংশীয়গণ পুনর্বার হৃদয়ে কি প্রকারে আমার প্রতি মমতাকে স্থান দান করে?। ৬২। “ইহা আমার পৃথিবী; অতএব তুমি ইহাকে সত্ত্বর পরিত্যাগ কর,” যাহারা দূতমুখ দ্বারা শত্রুগণকে এই প্রকার বাক্য বলিয়া থাকে, সেই সকল নৃপতিগণকে লক্ষ্য করিয়া আমার হস্ত উপস্থিত হয়, আবার মৃত বলিয়া দয়াও হইয়া থাকে”। ৬৩।

পরশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! ধরণীকর্তৃক গীত এই শ্লোক-সমূহ যাহারা শ্রবণ করে, তাপ হস্ত হিমের স্রাব তাহাদের মমতা নষ্ট হইয়া যায়। ৬৪। এই মনুর বংশ আমি তোমার নিকট সম্যকপ্রকারে কীর্তন করিলাম। এই মনুবংশে স্থিতি-প্রবৃত্ত ভগবান্ বিষ্ণুর অঙ্গ অঙ্গ অংশে নৃপতিগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৬৫। যে ব্যক্তি এই মনুবংশ অন্তর্গত ভক্তি-সহকারে শ্রবণ করিবে, তাহার বুদ্ধি নির্মল হইবে ও অশেষ পাপ নষ্ট হইবে। ৬৬। চন্দ্র ও সূর্য্যের এই মঙ্গলময় অধিল বংশ শ্রবণ করিলে মনুষ্য অব্যাহতেজিহ্ন হইয়া অতুলনীয় ধন-ধাত্ত ও ঋদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ৬৭। পরম-নিষ্ঠাবান্ ইক্ষাকু, জহ্নু, মাক্ষাতা, সগর, অর্বাক্ষিত ও রঘুবংশীয় এবং যযাতি নহষ প্রভৃতি মহাবল ও বীর্য্যশালী, অনন্তধনাধিকারী, বলবান্ কালের প্রভাবে ইদানীং কথামাত্রাশেষ নরপতিগণের চরিত্র শ্রবণপূর্ব্বক অবধান করিলে মনুষ্য কৃতপ্রজ হয় এবং পুত্র দারাদি ও গৃহক্ষেত্রাদি জন্মে তাহার আর মমতা থাকে না। ৬৮। ৬৯। যে সকল পুরুষপ্রবীরগণ উর্দ্ধবাহু হইয়া অনেকবর্ষ-সমূহব্যাপী তপস্তা ও যজ্ঞ সমূহ করিয়াছেন, সেই সকল বল-বীর্য্যশালী মনুষ্যগণকেও কাল, কথামাত্রাবশেষ করিয়াছে। ৭০। যে পৃথু রাজা সর্বত্র অব্যাহতপ্রভাবে লোকসমূহে বিচরণ করিতেন, যাহার সৈন্ত শত্রুগণকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিত, সেই পৃথুরাজও কালরূপ বায়ুকর্তৃক অভিহত হইয়া অগ্নিরাশি-প্রক্ষিপ্ত শাল্লি বৃক্ষের তুলার স্রাব বিনষ্ট হইয়া-



হেন। ৭১। যে কার্তবীৰ্য্য, আক্রমণান্তর রিপুগণকে বিনাশ করিয়া সকল দ্বীপ ভোগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার নাম করিলে মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, তিনি ছিলেন কি না? ৭২। দিব্যগুলের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক দশানন, অবিক্রান্ত ও রামচন্দ্র প্রভৃতির ঐশ্বর্য্য অন্তকের ভ্রভঙ্গপাতে ক্ষণকাল মধ্যে ভস্ম হয় নাই বা কিরূপে? (অর্থাৎ ভস্মই হইয়াছে।) অতএব ঐশ্বর্য্যকে ধিক্। ৭৩। মাক্কাত্নামা চক্রবর্তী ভূপাল যখন কথাবশেষ হইয়াছেন, তখন ইহা শুনিয়াও কোন্ মন্দচেতাঃ শরীরে মমত্ব করিতে পারে? (পৃথিবীর প্রতি মমত্ব দূরে থাক)। ৭৪। ভগীরথাদি এবং সগর, ককুৎস্থ, দশানন, রাঘব, লক্ষ্মণ ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি রাজগণ ছিলেন, ইহা সত্য, মিথ্যা নহে; কিন্তু তাঁহারা এক্ষণে কোথায়, তাহা জানি না। ৭৫। হে বিপ্র-বর! বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উগ্রবীৰ্য্যশালী যে সকল নৃপতিগণের কথা বলিয়াছি এবং তদ্ব্যতীত আরও যে সকল ভূপতি হইবেন, তাঁহারা সকলেই পূৰ্ব্ববর্তী নৃপগণের ত্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন; কেহই চিরস্থায়ী নহেন। ৭৬। পণ্ডিত ব্যক্তি এই সকল জানিয়া আপনার শরীরের প্রতিও মায়া করিবেন না; শরীর ভিন্ন যে সকল কত্তা পুত্র ও ক্লেত্রাদি আছে, তাহারা দূরেই থাকুক। ৭৭।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুর্থ অংশ সমাপ্ত।

# বিষ্ণু পুরাণ ।

## পঞ্চম অংশ ।

### প্রথম অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন,—আপনি রাজাগণের সমস্ত বংশ-বিস্তার ও বংশানুচরিত যথাযথ বর্ণন করিলেন ॥ ১ ॥ হে ব্রহ্মর্ষে ! যত্নকূলে উৎপন্ন এই বিষ্ণুর অংশাবতার, ইহার বিষয় আমি বিস্তাররূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ২ ॥ হে মুনে ! ভগবান্ পুরুষোত্তম অংশ রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যে সকল কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা বলুন ॥ ৩ ॥

পরশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয় ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই জগতের হিতকর বিষ্ণুর অংশাংশের উৎপত্তি ও চরিত এই শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ হে মহামুনে ! পূর্বকালে বসুদেব দেবকের কন্যা দেবতোপমা মহাভাগা দেবকীকে বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ বসুদেব এবং দেবকীর বিবাহে ভোজবর্দ্ধন কংস, সারথি হইয়া দম্পতীর রথ চালনা করিয়াছিল ॥ ৬ ॥ সেই সময় আকাশে সাদরে মেঘ-গন্তীর শব্দে কংসকে সম্বোধন করিয়া দৈববাণী হইয়াছিল যে, হে মূঢ় ! পতির সহিত যাহাকে তুমি রথে করিয়া লইয়া বাহিতেছ, ইহার অষ্টম গর্ভে যিনি জন্ম গ্রহণ করিবেন, তিনি তোমার প্রাণ হরণ করিবেন ॥ ৭।৮ ॥

পরশর কহিলেন,—মহাবল কংস ইহা শ্রবণ করিয়া খড়্গ-গ্রহণপূর্বক দেবকীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। তখন বসুদেব বলিলেন, হে মহাবাহো ! দেবকীকে আপনি বধ করিবেন না, ইহার গর্ভে যাহারা উৎপন্ন হইবে, তাহাদের সকলকেই আমি আপনাকে সমর্পণ করিব ॥ ৯।১০ ॥

পরশর কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! কংস, বহুদেবের বাক্যে ‘তাহাই হইবে’ বলিয়া দেবকীকে হত্যা করিল না ॥ ১১ ॥ এই সময়ে পৃথিবী বহুতর ভাবে নিপীড়িতা হইয়া ‘স্বমেরু-পর্বতে’ দেবগণের নিকট গমন করেন ॥ ১২ ॥ পৃথিবী, ব্রহ্মা প্রভৃতি সমস্ত দেবগণকে প্রণাম করিয়া দুঃখিতা হইয়া করুণভাষায় সমস্ত বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

পৃথিবী কহিলেন—অগ্নি যেমন স্ববর্ণের এবং সূর্য যেমন গোশয্মের পরম গুরু, তদ্রূপ আমার ও লোক সমূহের নারায়ণ পরম গুরু ॥ ১৪ ॥ তিনি প্রজাপতিরও পতি, প্রাচীনগণেরও প্রাচীন, কলা-কাষ্ঠা নিমেষান্না কাল স্বরূপ এবং অব্যক্ত-মূর্তিমান্ ॥ ১৫ ॥ হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা সকলেই তাঁহার অংশ সমুদ্ভূত! এবং ‘আদিত্য, মরুৎ, সাধ্য, রুদ্র, বহু, অশ্বী, বহ্নি ও পিতৃগণ এবং অত্রি প্রভৃতি ঋষিকর্তৃগণ, সেই অগ্রমের মহাত্মা বিষ্ণুরই রূপ ॥ ১৬ । ১৭ ॥ যক্ষ, রাক্ষস, দৈত্য, পিশাচ, সর্প, দানব, গন্ধর্ব্ব ও অঙ্গরোগণ, মহাত্মা বিষ্ণুরই রূপ ॥ ১৮ ॥ গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকাবিচিত্র গগন, অগ্নি, জল, অনিল এবং আমি ও বিষয়-সমূহ এই সমস্ত জগৎই বিষ্ণুময় ॥ ১৯ ॥ ভূখণি বহুরূপ সেই বিষ্ণুর রূপসমূহ সমুদ্রে তরঙ্গের ন্যায় দিকারাত্র বাধ্য-বাধকভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥ সম্প্রতি কালনেমি প্রভৃতি দৈত্যগণ মর্ত্যলোক আক্রমণ করিয়া অহর্নিশ প্রজা সমূহকে ক্রোশ প্রদান করিতেছে ॥ ২১ ॥ এই কালনেমি পূর্বে প্রভাব-শীল বিষ্ণু কর্তৃক হত হইয়াছিল। সে এক্ষণে উগ্রসেনের পুত্র কংস রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ॥ ২২ ॥ এবং অরিশট, ধেনুক, কেশী, প্রলম্ব, নরক, সূন্দ এবং বলির পুত্র অত্যাগ্র বাণাসুর ও অন্যান্য মহাবীৰ্য্য দুরাস্রাণগ নৃপতিগণের ভবনে উৎপন্ন হইয়াছে। আমি তাহাদের সংখ্যা করিতে সমর্থ্য নাই ॥ ২৩ । ২৪ ॥ হে সুরগণ! এই সময় মহাবল দর্পিত ও দিব্য মূর্তিধর দৈত্যোত্তরগণের বহুতর অকোহিণী আমার উপর বিরাজ করিতেছে ॥ ২৫ ॥ হে সুরেশ্বরগণ! তাহাদের প্রভূত ভাবে আমি নিপীড়িতা হইয়া আপনাদিগকে জানাইতেছি যে, আমি আর আত্মাকে ভরণ করিতে পারিতেছি না ॥ ২৬ ॥ অতএব হে মহাভাগগণ! আপনারা আমার ভারবতারণ করুন; আমি যেন অত্যন্ত বিব্রল হইয়া রসাতলে গমন না করি ॥ ২৭ ॥

পরশর কহিলেন,—পৃথিবীর এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পৃথিবীর ভাববতারের জন্ত দেবগণকর্তৃক প্রচোদিত হইয়া ব্রহ্মা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দেবগণ ! পৃথিবী যাহা বলিলেন, সমস্তই সত্য, আমি বা মহাদেব এবং আপনারা সকলেই নারায়ণাত্মক ॥ ২৯ ॥ তাঁহারই যে সমস্ত বিভূতি, তাহারা ন্যূনাধিক্যভাবে পরস্পর বাধ্য-বাধকরূপে অবস্থান করিতেছে ॥ ৩০ ॥ অতএব আত্মন, আমরা ক্ষীর-সমুদ্রের উত্তর তটে গমন করি এবং তথায় হরিকে আরাধনা করিয়া তাঁহাকে সমস্ত নিবেদন করি ॥ ৩১ ॥ কারণ সৰ্ব্বদাই সৰ্ব্বাত্মা সেই জগন্ময়ই জগতের জন্য স্বল্পাংশা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্মের রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

পরশর কহিলেন,—হে বিপ্র ! এই বলিয়া ব্রহ্মা দেবগণের সহিত ক্ষীর-সমুদ্র-তটে গমন করিলেন এবং সমাহিত চিত্তে এইরূপে গুরুভূষণের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে ঐশো ! অনায়ায় ! ( অর্থাৎ বেদের অবিসয় ) পরা এবং অপরা, এই দ্বিবিধ বিদ্যাই তোমার মূর্ত ও অমূর্তাত্মক রূপ ॥ ৩৪ ॥ হে হৃদয় ! হে অতিস্থলান্ন ! হে সর্ব ! হে সর্ববিৎ ! শব্দ এবং পরম ভেদে দ্বিবিধ ব্রহ্মই তোমার রূপ ॥ ৩৫ ॥ তুমি ঋগ্বেদ, তুমি যজুর্বেদ, তুমি সাম-বেদ, তুমিই অথর্ববেদ এবং তুমিই শিক্ষা, কল্ম, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ ॥ ৩৬ ॥ হে অধোজ্ঞ ! তুমিই ইতিহাস ও পুরাণ, তুমিই ব্যাকরণ, গীমাংসা, জায়, তত্ত্ব এবং ধর্মশাস্ত্র ॥ ৩৭ ॥ হে আদিপতে ! জীবাত্মা, পরমাত্মা, স্থল ও সূক্ষ্মদেহ এবং তাহার অব্যক্ত কারণ, এই সকল বিচারযুক্ত এবং অধ্যাত্ম ও আত্মার স্বরূপ-বিশিষ্ট যে বাক্য, তাহা তোমা হইতে অতিরিক্ত নয় ॥ ৩৮ ॥ তুমি অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অনির্দেশ্য, অনাম, অবর্ণ, অপাণি, অপাদ, অরূপ, শুদ্ধ, নিত্য এবং পরাংপর ॥ ৩৯ ॥ তুমি কর্ণহীন হইয়াও শ্রবণ কর, চক্ষু হীন হইয়াও দর্শন কর, এক হইয়াও বহুরূপে বিরাজ কর, পাদহীন হইয়াও গমন কর, হস্তহীন হইয়াও গ্রহণ কর, তুমি সনস্তই জান, অথচ তুমি সকলের বেদ্য নহ ॥ ৪০ ॥ হে পরায়ন ! যে ধীর ব্যক্তির বুদ্ধি তোমার শ্রেষ্ঠ রূপ তিন আর কিছুই গ্রহণ করে না, অণু হইতেও অণুতর ও অসংস্বরূপ তোমাকে দর্শন-

শীল সেই ব্যক্তির মূল অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় ॥ ৪১ ॥ তুমি সমস্ত বিশ্বের আশ্রয় ও নিধি। ভুবনের রক্ষা কর্তা, সমস্ত ভূতগণ তোমাতেই অবস্থান করিতেছে। যেহেতু ভূত ও ভব্য তোমা হইতেই হইয়াছে ও হইবে, অতএব তুমিই অণু হইতে অণুতর এবং প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র এক মাত্র পুরুষ ॥ ৪২ ॥ তুমিই চতুর্বিধ অগ্নিরূপে জগতের তেজ ও সম্পদ প্রদান করিতেছ। হে অনন্তমূর্ত্তে! চতুর্দিকেই তোমার চক্ষু বিরাজমান রহিয়াছে। হে বিধাতা! তুমিই ত্রিপাদ দ্বারা তিন লোক ব্যাপিয়া রহিয়াছ ॥ ৪৩ ॥ যেমন অবিকাররূপ এক মাত্র অগ্নি বিকার-ভেদে বহু প্রকারে প্রজ্জলিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ তুমি সর্বব্যাপি-একরূপ হইয়াও অনন্ত রূপ ধারণ করিয়া থাক ॥ ৪৪ ॥ বাহা শ্রেষ্ঠ পরম পদ, তাহা একমাত্র তুমিই; বিজ্ঞব্যক্তিগণ, তোমাকে জানদৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন। তোমা ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই। হে পরমাত্মন! এ জগতে বাহা কিছু অতীত অথবা ভাবী পদার্থ, সে সমস্ত তোমাতেই ॥ ৪৫ ॥ তুমি ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপ, তুমিই সমষ্টি ও ব্যষ্টি রূপ, তুমিই সর্বজ্ঞ ও সকলের দ্রষ্টা এবং তুমিই সমস্ত শক্তি, জ্ঞান, বল ও ঐশ্বর্য সম্পন্ন ॥ ৪৬ ॥ তোমার ন্যূনতা বা বৃদ্ধি নাই, তুমি স্বাধীন, অনাদি ও জিতেন্দ্রিয় এবং শ্রম, আলস্য, ভয়, ক্রোধ ও কামাদির সহিত অসংযুক্ত ॥ ৪৭ ॥ তুমি নির্মল, পরোপকারী, পরের প্রতিকূলতাশূন্য ও অক্ষর ক্রম। হে পরাধার সর্বেশ্বর! তুমিই তেজঃ সমূহের অক্ষয় প্রকাশক ॥ ৪৮ ॥ হে সমস্ত আবরণ হইতে অতীত! হে নিরালম্বন! হে ভাবন! হে মহাবিভূতির আশ্রয়! হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার ॥ ৪৯ ॥ অকারণ বা কোন কারণ নিবন্ধন কিংবা কারণাকারণ নিবন্ধন তোমার শরীর পরিগ্রহ নহে, কেবল ধর্মকে রক্ষা করিবার জন্ত তুমি শরীর ধারণ করিয়া থাক ॥ ৫০ ॥

পরশর কহিলেন,—বিষ্ণুরূপধর ভগবান্ হরি, এই প্রকার স্তব শ্রবণে প্রীত হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন ॥ ৫১ ॥ হে ব্রহ্মন! এই সকল দেবগণ ও তুমি আমার নিকটে বাহা অভিলাষ করিতেছ, তাহা বল এবং তাহা অশেষ-প্রকারে সিদ্ধ হইয়াছে, ইহাও নিশ্চয় কর ॥ ৫২ ॥

পরশর কহিলেন,—তৎপরে ভগবানের সেই ব্রহ্মরূপ দর্শন করিয়া দেবগণ ভয়ে অবনতশরীর হইলে ব্রহ্মা পুনরায় স্তব করিতে আনিলেন ॥ ৫৩ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে সহস্রমূর্ত্তে ! হে সহস্রবাহো ! হে বহুবক্ত ও বহুপাদ ! আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার । হে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ-কর ! হে অগ্রেমেয় ! আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার ॥৫৪॥ হে সূক্ষ্ম হইতেও অতিসূক্ষ্ম ! হে অতিবৃহৎপ্রমাণ ! হে পৌরব-শালিগণেরও অতি পৌরবযুক্ত ! হে প্রধান বুদ্ধি ও অহঙ্কারের মূল পুরুষ হইতেও পরাঙ্গন ! হে ভগবন্ ! তুমি প্রসন্ন হও ॥ ৫৫ ॥ হে দেব ! এই পৃথিবী, পৃথিবীতে সমুৎপন্ন কতকগুলি মহাসুর কর্তৃক অতি শ্লথ-শৈলবদ্ধনা হইয়া ভয়াবতারণের নিমিত্ত অপার-সার এবং জগতের এক মাত্র গতি তোমার নিকট আগমন করিয়াছে ॥ ৫৬ ॥ হে সুরনাথ ! এই ইন্দ্র, এই অশ্বিনীকুমারদ্বয়, এই বরুণ, এই যম, এই রুদ্রগণ, এই সূর্য্যের সহিত বসুগণ এবং বায়ু অগ্নি প্রভৃতি আমরা ও এই অজ্ঞাত দেবগণ, ইহাদের এবং আমার যাহা কর্তব্য, তৎসমস্ত তুমি আজ্ঞা কর । হে ঈশ ! তোমারই আজ্ঞা প্রতিপালনে আমরা সর্বদা নির্দোষ হইয়া অবস্থান করিতেছি ॥ ৫৭ ॥ ৫৮ ॥

পরশর কহিলেন,—হে মহামুনে ! ভগবান্ পরমেশ্বর এই প্রকারে স্তুত হইয়া আপনার শ্বেত ও কৃষ্ণ চই গাছি কেশ উৎপাটন করিলেন ॥ ৫৯ ॥ এবং সুরগণকে কহিলেন, আমার এই কেশদ্বয় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভারজন্য ক্লেশ অপনয়ন করিবে ॥ ৬০ ॥ এবং দেবগণ আপন আপন অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পূর্কোৎপন্ন ও উন্নত মহাসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকুন ॥ ৬১ ॥ তাহাতে পৃথিবীতে সেই অশেষ দৈত্যসমূহ আমার দৃষ্টিপাত মাত্রে বিচূর্ণিত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, ইহার সন্দেহহীনাই ॥ ৬২ ॥ হে সুরগণ ! বসুদেবের দেবতাসদৃশী দেবকী নামে যে পত্নী আছেন, তাঁহার অষ্টম গর্ভে আমার এই কেশ জন্মগ্রহণ করিবে ॥ ৬৩ ॥ এবং ইহা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া কংসরূপে সমুৎপন্ন কালনেমি অসুরকে বিনাশ করিবে, ইহা বলিয়া হরি অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৬৪ ॥ তৎপরে দেবগণও দর্শন পথের অতীত সেই মহাস্বাক্ষকে প্রণাম করিয়া স্নেহের পর্বতে গমন করিলেন এবং ক্রমশঃ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥ ভগবান্ নারদমুনি কংসকে বলিলেন যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভে অনন্তদেব জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ৬৬ ॥ কংস মারদের

নিকট তাহা শ্রবণ করতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া দেবকী ও বহুদেবকে ঐশ্র্যভাবে গৃহ-  
 মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিল ॥ ৬৭ ॥ হে বিজ ! বহুদেব স্বকৃত পূৰ্ণ প্রভিজ্ঞা-  
 মুসারে এক একটা পুত্র উৎপন্ন হইবামাত্র তাহাদিগকে কংসের নিকট  
 সমর্পণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৮ ॥ হিরণ্যকশিপু হইয়া পুত্র বিখ্যাত  
 ছিল, বিষ্ণুকর্তৃক প্রেরিত হইয়া নিজা তাহাদিগকে ক্রমশঃ দেবকীর গর্ভে  
 স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ৬৯ ॥ যাহার দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত হইয়া  
 রহিয়াছে সেই অবিদ্যাস্বরূপিণী যোগনিদ্রা বিষ্ণুর মহামায়া, তদ্বদানু-  
 হরি তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, হে নিদ্রে ! তুমি আমার  
 আদেশে পাতালস্থিত ছয়টা গর্ভ এক এক করিয়া যথাক্রমে দেবকীর  
 জঠরে স্থাপন কর ॥ ৭০-৭১ ॥ সেই গর্ভগুলি কংস কর্তৃক হত হইলে,  
 শেবনামক আমার অংশ অংশাংশভাবে দেবকীর জঠরে সপ্তমগর্ভরূপে  
 সমুৎপন্ন হইবে ॥ ৭২ ॥ গোকুলে রোহিণী নামে বহুদেবের আর এক পত্নী  
 আছেন। দেবকীর সপ্তম গর্ভ, ভোজরাজ কংসের ভয়ে কারাগার হইতে  
 তুমি সেই রোহিণীর উদরে স্থাপন করিও ॥ ৭৩ ॥ লোকে বলিবে দেবকীর  
 গর্ভ পতিত হইয়াছে। এই গর্ভসঙ্কর্ষণনিবন্ধন বেতগর্ভতশিখর-সদৃশ  
 সেই বীর জগতে সঙ্কর্ষণ নামে খ্যাত হইবে ॥ ৭৪ ॥ তৎপরে আমি দেব-  
 কীর শুভ জঠরে প্রবেশ করিব; তুমিও কালবিগম্ব না করিয়া বশোদার  
 গর্ভে গমন করিও ॥ ৭৫ ॥ বর্ষাকালে শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে  
 নিশীথ সময়ে আমি জন্মগ্রহণ করিব এবং তুমিও নবমীতে জন্মগ্রহণ  
 করিবে ॥ ৭৬ ॥ বহুদেব আমার শক্তিতে প্রেরিত হইয়া আমাকে  
 বশোদার শয়নগৃহে এবং তোমাকে দেবকীর শয়ান [আনয়ন করিকেন ॥ ৭৭ ॥  
 হে দেবি ! কংসও তোমাকে গ্রহণ করিয়া প্রস্তরখণ্ডের উপর নিক্ষেপ করিবে,  
 তুমি তাহাতে নিক্ষিপ্ত না হইয়াই আকাশমার্গে অবস্থান করিবে ॥ ৭৮ ॥  
 তখন সহস্রলোচন ইন্দ্র আমার মর্যাদায় তোমাকে প্রণাম করিয়া অবনত-  
 মস্তকে তোমাকে ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করিবে ॥ ৭৯ ॥ তৎপরে তুমি  
 শুভ নিশ্চিন্ত প্রভৃতি বহুতর দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া, বিদ্যুৎ জালকর  
 প্রভৃতি বহুবিধ স্থান সমূহ দ্বারা পৃথিবীকে ভূষিত করিবে ॥ ৮০ ॥ তুমিই  
 বিদ্যুতি, তুমিই সন্নতি, তুমিই কীৰ্ত্তি, তুমিই কান্তি, তুমিই স্বর্গ, তুমিই পৃথিবী,

তুমিই ঋতি, তুমিই লজ্জা, তুমিই পুষ্টি, তুমিই উষা এবং বাহা কিছু অন্য আছে তাহা সমস্তই তুমি ॥ ৮১ ॥ বাহারা প্রাণঃ এবং সায়ংকালে ভক্তি পূর্বক আৰ্য্যা, হুর্গা, বেদগর্তা, অম্বিকা, ভজা, ভজকালী, কেম্যা অথবা কেমকরী বলিয়া তোমাটুকু স্তব করিবে, আমার প্রসাদে তাহাদের সমস্ত অভিলাষ সিদ্ধ হইবে ॥ ৮২ ॥ ৮৩ ॥ সুরা, মাংস, ভক্ষ্য ও ভোজ্যের দ্বারা পূজায় তুমি প্রসন্ন হইয়া মনুষ্যাগণের অশেষ প্রার্থিত বিষয় প্রদান করিবে ॥ ৮৪ ॥ হে ভজ্ঞে ! তোমাকর্তৃক প্রদত্ত সেই কামনিচয় আমার প্রসাদে নিশ্চয়ই পরিপূর্ণ হইবে । হে দেবি ! তুমি যথোদিত স্থানে গমন কর ॥ ৮৫ ॥

প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ১ ॥

## দ্বিতীয় অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—তখন অগতের ধাত্রী সেই যোগনিদ্রা, দেবদেব বিষ্ণু যেমন কহিয়াছিলেন, তদনুসারে ছয়টা গর্ভকে দেবকীর গর্ভে বিভ্রাস ও সপ্তম গর্ভের কর্ণক করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥ সপ্তম গর্ভ রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ লাভ করিলে পরে ভগবান্ হরি লোক-জন্মের উপকারের জন্য দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন ॥ ২ ॥ যোগনিদ্রাও তৎপর দিবস সেই সময়ে পরমেশ্বরের আদেশানুসারে যশোদার গর্ভে সঞ্চারিত হইলেন ॥ ৩ ॥ হে দ্বিজ ! বিষ্ণুর অংশ পৃথিবীতে আগমন করিলে আকাশে গ্রহগণ সম্যক্রূপে বিচরণ করিতে লাগিল এবং ঋতু সকল মঙ্গল রূপ ধারণ করিল ॥ ৪ ॥ অত্যন্ত তেজে আজল্য-মানা দেবকীকে দর্শন করিতে কেহই সমর্থ হইল না এবং তাঁহাকে দেখিয়া বিপদগণের মন ক্ষুব্ধ হইতে লাগিল ॥ ৫ ॥ দেবগণ তদ্রূপ স্ত্রী ও পুরুষ-গণের অদৃশ্য হইয়া দিবারাত্র বিষ্ণুর গর্ভধারিণী সেই দেবকীকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

হে শোভনে ! পূর্বে তুমি ব্রহ্মপ্রতিবিশ্বধারিণী হৃদয় প্রকৃতি ছিলে, তুমিই তৎপরে বাণীস্বরূপা হইয়া অগতের বিধাতার বেদগর্তা হইয়াছ ॥ ৭ ॥ হে সনাতনে ! তুমিই সূর্য্যাক্ষগর্ভা হইয়া সৃষ্টিরূপে বিরাজ করিতেছ এবং



সকলের বীজভূতা, তুমিই বেদময়ী যজ্ঞগর্ভা ॥ ৮ ॥ তুমিই কলগর্ভা যজ্ঞ-  
 স্বরূপিণী এবং তুমিই বহ্নিগর্ভা অরুণি, তুমিই দেবগর্ভা অদ্বিতি এবং তুমিই  
 দৈত্যগর্ভা দিতি ॥ ৯ ॥ তুমিই বাসরগর্ভা জ্যোতিঃস্বরূপিণী, তুমিই  
 জ্ঞানগর্ভা সন্নতি, তুমিই নয়গর্ভা নীতি এবং তুমিই আশ্রয়োদহা লজ্জা-  
 স্বরূপিণী ॥ ১০ ॥ তুমিই কামগর্ভা ইচ্ছাস্বরূপিণী, তুমিই সন্তোষগর্ভা  
 তুষ্টিস্বরূপা, তুমিই বোধগর্ভা মেধা, তুমিই ধৈর্যগর্ভা ধৃতি, তুমিই গ্রহনক্ষত্র,  
 তারকাগর্ভা অখিলের হেতুভূতা আকাশস্বরূপিণী ॥ ১১ ॥ হে দেবি  
 জগদ্ধাত্রি ! এই সমস্ত এবং অন্যান্য বহুবিধ অসংখ্য বিভূতি, সম্প্রতি তোমার  
 জঠরে বিরাজ করিতেছে ॥ ১২ ॥ হে শুভে ! সমুদ্র, পর্বত, নদী, ঘাঁপ,  
 বন ও গৃহ বিভূষিত এবং গ্রাম, ধর্মট \* ও খেট † যুক্ত সমস্ত পৃথিবী,  
 সর্বপ্রকার অনল, জলসমূহ, সমস্ত সমীরণ, গ্রহ-নক্ষত্র-তারকাচিহ্নিত,  
 বিমানশত-সঙ্খুল এবং সকলের অবকাশ দাতা আকাশ, ভূলোক, ভুব-  
 লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, অনলোক, তপোলোক, ব্রহ্মলোক এবং অখিল  
 ব্রহ্মাণ্ড ও তদন্তর্বর্তী দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, চারণ, মহোরগ, যক্ষ, রাক্ষস  
 প্রেত, গুহক, মহুযা, পশু ও অস্ত্রান্ত যে সমস্ত জীব আছে, হে বশবিনি !  
 অন্তঃস্থিত সেই সমস্ত জীবগণের সহিত সর্কেশ, সর্কভাবন এবং প্রমাণ-  
 নিষ্ঠর বাহার তত্ত্ব, লীলা ও মূর্তি নির্ধারণ করিতে অসমর্থ, সেই ভগবান্  
 বিষ্ণু তোমার গর্ভে অবস্থান করিতেছেন। তুমি স্বাস্থ্য, তুমি স্বধা, তুমি  
 বিদ্যা, তুমি স্ত্রী, তুমি জ্যোতিঃ এবং তুমিই অম্বরস্বরূপিণী, লোকসমূ-  
 হের রক্ষার জন্যই তুমি মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছ। হে দেবি ! তুমি প্রসন্ন  
 হও, হে শুভে ! সমস্ত জগতের কল্যাণ কর ; যিনি সমস্ত জগৎকে ধারণ  
 করিয়া রহিয়াছেন প্রাণতির সহিত তুমি সেই ঈশ্বরকে ধারণ কর ॥ ১৩—২০ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ২ ॥

\* পর্বতপ্রান্তবর্তী গ্রাম ।

† কৃষকদিগের গ্রাম ।

## তৃতীয় অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—দেবগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া দেবকী, পুণ্ডরীক-লোচন ও জগতের ত্রাণ-কারণ সেই দেবকে গর্ভে ধারণ করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ তৎপরে অখিল-জগৎরূপ পদ্মের শিকারের জন্ত দেবকীরূপ পূর্বদক্ষ্যাত্তে মহাত্মা বিষ্ণুরূপ সূর্য্য আবির্ভূত হইলেন ॥ ২ ॥ চন্দ্রের জ্যোৎস্না যেমন সমস্ত লোকের আশ্লাদকর হয়, তদ্রূপ ভগবানের জন্মদিন লোকনিবহের অতিশয় আশ্লাদজনক হইয়াছিল এবং সেই দিবস দিব্যগুণ অত্যন্ত নিখল হইয়াছিল ॥ ৩ ॥ জনার্দনের জন্মগ্রহণ-কালে সাধুগণ অতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, প্রচণ্ড বায়ু শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং নদীসকল প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৪ ॥ সিংহসকল নিজস্ব মনোহর বাদ্য করিয়াছিল, গন্ধর্ব্বগণ গান এবং অঙ্গরোগণ নৃত্য করিয়াছিল ॥ ৫ ॥ দেবগণ অন্তরীক্ষ হইতে পৃথিবীতে পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিলেন এবং অগ্নিসমূহ শান্তভাবে প্রজ্জলিত হইয়াছিল ॥ ৬ ॥ হে দ্বিজ ! মধ্যরাত্রিতে অবিলাসার বিষ্ণুর উৎপত্তিসময়ে মেঘসকল পুষ্পবর্ষণপূর্ব্বক মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিয়াছিল ॥ ৭ ॥ বহুদেব, প্রফুল্ল-ইন্দীবর-দল-প্রভ, চতুর্দাহ ও বক্ষঃস্থলে ত্রীবৎসচিহ্নাক্রিত সেই বিষ্ণুকে উৎপন্ন দর্শন করিয়া স্তব করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! মহামতি বহুদেব বিত্ত্বজ্বাক্য-সমূহ দ্বারা জগৎ-পতির স্তব করিয়া কংসের ভয়ে ভীত হইয়া সেই সময় নিবেদন করিলেন ॥ ৯ ॥

বহুদেব বলিলেন,—হে দেবদেবেশ ! হে শঙ্খচক্রগদাধর ! আপনাকে আমি জানিতে পারিয়াছি । হে দেব ! আপন প্রসন্ন হইয়া এই দিব্যরূপ উপসংহার করুন ॥ ১০ ॥ আমার এই মন্দিরে আপনাকে অবতীর্ণ জানিলে কংস অদ্যই আমার সর্ব্বনাশ করিবে ॥ ১১ ॥

দেবকী কহিলেন,—যিনি অনন্ত এবং অখিল-বিষ্ণুরূপ, নিজদেহে লোক সমূহকে ধারণ করিতেছেন, সেই এই দেবদেব নিজ মায়ায় বালরূপে বিরাজ করতঃ আমাদের উপর প্রসন্ন হউন ॥ ১২ ॥ হে সর্বাঙ্গন ! আপনি

এই চতুর্ভুজ রূপ উপসংহার করুন, নৈত্যাকুলের অধম কংস যেন আপনাকে অবতার বলিয়া জানিতে না পারে ॥ ১৩ ॥

ঐতগবান্ বলিলেন,—হে দেবি! তুমি পূর্বে পুত্রার্থিনী হইয়া আমার স্তব করিয়াছিলে, তাহা অন্য তোমার সফল হইল; যেহেতু, তোমার উদর হইতে আমি উৎপন্ন হইলাম ॥ ১৪ ॥

পরশর কহিলেন,—হে মুনিসত্তম, এই কথা বলিয়া ঐতগবান্ তুষ্ণীস্তাব ধারণ করিলেন এবং বহুদেবও সেই রাত্রিতে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া বাহিরে গমন করিলেন ॥ ১৫ ॥ বহুদেবের গমনকালীন তত্রস্থ রক্ষিগণ এবং মথুরার দ্বার-পালগণ যোগনিদ্রা কর্তৃক মোহিত হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥ সেই রাত্রিতে অনন্ত-দেব, বর্ষণশীল মেঘসমূহের ভয়ঙ্কর বারিরাশি, ফণার দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বহুদেবের অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ বহুদেব বিষ্ণুকে বহন করতঃ অতিশয় গভীর ও নানা-আবর্ত-শঙ্কুল যমুনা নদী জালপরিমিত জলেই পার হইলেন ॥ ১৮ ॥ এবং কংসের নিমিত্ত কর লইয়া যমুনা-তটে সমাগত নন্দ প্রভৃতি গোপবৃন্দকে দর্শন করিলেন ॥ ১৯ ॥ হে মৈত্রেয়! সেই সময়েই যোগনিদ্রা কর্তৃক জনসমূহ মোহাচ্ছন্ন হইলে বিমোহিতা যশোদাও সেই কন্ডাকে প্রসব করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥ অমিতবুদ্ধি বহুদেবও যশোদার শয্যায় বালককে রাখিয়া কন্যা গ্রহণ করতঃ শীঘ্র প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ২১ ॥ তৎপরে যশোদা জাগরিত হইয়া নীলপদ্ম-পত্রের ন্যায় শ্রামবর্ণ আশ্রয় উৎপন্ন হইয়াছে দেখিয়া অতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২২ ॥ বহুদেবও সেই কন্ডাকে নিজগৃহে আনয়ন করিয়া দেবকীর শয্যায় রাপিয়া পূর্ষবৎ অবস্থিত হইলেন ॥ ২৩ ॥ হে দ্বিজ! তৎপরে রক্ষিগণ সহসা বালকের ধ্বনি শ্রবণে উত্তিত হইয়া কংসের নিকট দেবকীর প্রসববার্তা নিবেদন করিল ॥ ২৪ ॥ তৎপরে কংস শীঘ্র আগমন করিয়া, দেবকী কর্তৃক গদগদ কণ্ঠে “ত্যাগ করুন, ত্যাগ করুন” এইরূপে নিবারণিত হইয়াও সেই কন্যাকে গ্রহণ করতঃ শিলা পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল। সেই কন্যা, কংসকর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া আকাশেই রহিলেন এবং আয়ুধের সহিত অষ্টমহাভূজাবিশিষ্ট মহৎ রূপ ধারণ করিলেন ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ এবং উচ্চ হাস্য করতঃ রুষ্টা হইয়া কংসকে বলিলেন, “হে মূঢ়! আমাকে

নিষ্কোপ করিলে তোমার কি হইবে? যিনি তোমাকে বধ করিবেন, দেবগণের সর্বস্বত্বত সেট পরম পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনিই পূর্জন্মেও তোমার মৃত্যুরূপ হইয়াছিলেন। ইহা বিবেচনা করিয়া শীঘ্র আপনার হিতের উপায় কর” ॥ ২৭। ২৮ ॥ ভোজরাজের সমক্ষে এই কথা বলিয়া দিব্য মালা ও চন্দনে ভূষিতা সেই দেবী সিদ্ধগণকর্তৃক সংস্কৃত হইয়া আকাশমার্গে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ২৯ ॥

তৃতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## চতুর্থ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—তৎপরে কংস উদ্বিগ্নচিত্তে প্রলম্ব, কেশী প্রভৃতি সমস্ত অসুরপ্রধানগণকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল ॥ ১ ॥ হে মহাবাহো প্রলম্ব! হে কেশিন! হে ধেনুক! হে পুতনে! অরিষ্ট প্রভৃতি অন্যান্য অসুরগণের সহিত আপনারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥ আমার বীর্য্যের দ্বারা তাপিত হইয়া দুরাশ্রা দেবগণ, আমাকে মারিবার জন্য যত্ন করিয়াছে; কিন্তু আমি ইহাদিগের মধ্যে কাহাকেও গণ্য করি না ॥ ৩ ॥ অঙ্গ-বীর্ধ্য ইন্দ্র, তাপস মহাদেব এবং ছলক্রমে অসুরগণের বিনাশকারী বিষ্ণুরই বা কি সাধ্য ॥ ৪ ॥ এবং বসুগণের সহিত অঙ্গবীর্ধ্য আদিত্য-সমুহের, বা অগ্নির, কিংবা আমার বাহুবল-পরাজিত সমস্ত দেবগণেরই বা কি সাধ্য ॥ ৫ ॥ আপনারা কি দেখেন নাই যে, অমর-পতি আমার সহিত যুদ্ধে পৃষ্ঠের দ্বারাই বাণসমূহ বহন করতঃ পলায়ন করিয়াছে ॥ ৬ ॥ ইন্দ্র যখন আমার রাজ্যে অনাবৃষ্টি করিয়াছিল, তখন আমার বাণ দ্বারা বিভিন্ন মেষ-সমূহ হইতে কি বর্ণোপ্ত বারিমোচন হয় নাই? ॥ ৭ ॥ গুরু জরাসন্ধ ব্যতিরেকে পৃথিবীতে আমার বাহুবলে ভীত হইয়া সমস্ত রাজগণ কি আমার নিকট নত হয় নাই? ॥ ৮ ॥ হে দৈত্যশ্রেষ্ঠগণ! দেবগণের উপরও আমার অবজ্ঞা হইতেছে। হে বীরগণ! তাহাদিগকে আমার মৃত্যুতে বহুপর দেখিয়া আমার হাস্যও আসিতেছে ॥ ৯ ॥ হে দৈত্যশ্রেষ্ঠগণ তথাপি

সেই দৃষ্ট এবং হ্রাসাগণের অপকারের জন্য আমার বিশেষরূপে যত্ন করা কর্তব্য ॥ ১০ ॥ অতএব পৃথিবীতে যে কেহ যশস্বী এবং বাগশীল আছে, দেবগণের অপকারের জন্য সর্বথা তাহাদের প্রত্যেককে বধ করিতে হইবে ॥ ১১ ॥ আমার ভূতপূর্ব সেই মৃত্যু পুনরায় উৎপন্ন হইয়াছে, দেবকী-গর্ভ সম্ভূতা বালিকা এই কথা বলিয়াছে ॥ ১২ ॥ অতএব পৃথিবীতে বালকগণের উপরেই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে বালককে বলের আধিক্য দেখা যাইবে, তাহাকেই যত্নপূর্বক বধ করিতে হইবে ॥ ১৩ ॥

পরশর কহিলেন,—কংস অমুরগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া আপনার গৃহে প্রবেশপূর্বক বসুদেব এবং দেবকীকে কারাগৃহ হইতে মুক্ত করিল ॥ ১৪ ॥ এবং কহিল, “আমি ব্যর্থই আপনাদের এই গর্ভসমূহ বিনাশ করি-  
য়াছি; আমার নাশের জন্য অন্য কোন বালক উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১৫ ॥ ইহাতে আপনারা কোন অহুতাপ করিবেন না। কারণ, আপনাদের বালক-  
গণের অদৃষ্টে সেই রূপই মৃত্যু নির্দিষ্ট ছিল। দেখুন, আয়ুঃকালপূর্ণ হইলে কে না বিনষ্ট হয়?” ॥ ১৬ ॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কংস, বসুদেব ও দেবকীকে এইরূপ আশ্বাস বাক্য প্রয়োগপূর্বক কারাবৃত্ত করিয়া ভীতচিত্তে পুন-  
রায় আপন গৃহে প্রবেশ করিল ॥ ১৭ ॥

চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## পঞ্চম অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—বসুদেব বিমুক্তি লাভ করিয়া নন্দের শকট মোচন স্থানে গমন করিলেন এবং নন্দকে পুত্রজন্ম জন্ত আনন্দিত দর্শন করি-  
লেন ॥ ১ ॥ বসুদেবও সাদরে তাঁহাকে বলিলেন যে, এষ্ট বৃদ্ধ বয়সে  
আপনার এই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অতি ভাগ্যের কথা ॥ ২ ॥ আপ-  
নারা রাজ্যার বার্ষিক সমস্ত করই প্রদান করিয়াছেন, তথাপি হে মহাধনগণ!  
আপনারা এই রাজ্যর অধীনে বাস করিবেন না। আমি এই কথা আপনা-  
দিগকে বলিতে আসিয়াছি ॥ ৩ ॥ আমি যে জন্ত আসিয়াছি, আপনারা  
তাঁহা নিষ্পন্ন করুন; কেন বলিয়া রহিয়াছেন? হে নন্দ! আপনারা শীঘ্র

নিজ গোকুলে গমন করুন ॥ ৪ ॥ রোহিণীর গর্ভজাত আমার যে বালক  
তথায় আছে, আপনি নিজের এই বালকের মত তাহারও রক্ষা করিবেন ॥ ৫ ॥

পরশর কহিলেন,—বসুদেব কর্তৃক এইপ্রকার অভিহিত হইয়া নন্দ প্রভৃতি  
বহাবল গোপগণ, বাজার প্রাপ্য কর প্রদান করতঃ শকটের উপর ভাণ্ড  
সমূহ রাখিয়া গোকুলে গমন করিলেন ॥ ৬ ॥ তাঁহাদের গোকুলে বাস-  
কালীন কোন রজনীতে বালঘাতিনী পুতনা নিদ্রাগত কৃষ্ণকে ক্রোড়ে  
করিয়া স্তন্য প্রদান করিয়াছিল ॥ ৭ ॥ রাত্রিকালে পুতনা যাহাকে যাহাকে স্তন্য  
প্রদান করে, অতি অল্প ক্ষণের মধ্যেই সেই সেই বালকের অঙ্গ সমূহ উপহত  
হইয়া যায় ॥ ৮ ॥ কৃষ্ণ কোপাধিত হইয়া কর দ্বারা অবপৌড়িত ও  
গাঢ় স্তন্য গ্রহণ করিয়া পুতনার প্রাণের সহিত পান করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ তখন  
অতিশয় ভীষণা পুতনা স্রিয়মাণা হইয়া বিকট শব্দ করিয়াছিল এবং স্নায়ু-  
বন্ধনসমূহ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ভূমে নিপতিত হইল ॥ ১০ ॥ সেই শব্দ শ্রবণে  
ভীত সেই ব্রজবাসীগণ জাগবিত হইয়া দেখিলেন যে, পুতনার ক্রোড়ে  
কৃষ্ণ রহিয়াছেন এবং পুতনা মরিয়া রহিয়াছে ॥ ১১ ॥ হে দ্বিজোত্তম !  
তখন যশোদা ত্রস্তভাবে কৃষ্ণকে গ্রহণ করিয়া হস্তের দ্বারা গোকুর লাজুল  
ভ্রমণ করাইয়া বালদোষ অপাকরণ করিলেন ॥ ১২ ॥ এবং নন্দগোপও  
গোময়চূর্ণ গ্রহণ করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে বলিতে রক্ষা বিধান  
পূর্বক কৃষ্ণের মস্তকে প্রদান করিলেন ॥ ১৩ ॥

নন্দগোপ কহিলেন,—যাঁহার নাভি-সমুদ্ভূত কমল হইতে সমস্ত জগৎ  
প্রকাশিত হইয়াছে, অধিল ভূতের উৎপত্তিবীজ সেই হরি তোমাকে  
রক্ষা করুন ॥ ১৪ ॥ যাঁহার দণ্ডের অগ্রভাগে বিদ্যুত হইয়া ধরণী জগৎকে  
ধারণ করিয়াছেন, বরাহরূপধারী সেই দেব কেশব তোমাকে রক্ষা করুন  
॥ ১৫ ॥ নখের দ্বারা যিনি শক্রর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন, সেই সর্ব-  
ব্যাপী নৃসিংহরূপী কেশব সর্বদা তোমাকে রক্ষা করুন ॥ ১৬ ॥ যিনি  
ক্ষণমধ্যে পাদ-বিন্যাস দ্বারা ত্রৈলোক্য আক্রান্ত করিয়া আয়ুধের সহিত  
বিরাজিত ত্রিবিক্রমরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই বামন দেব সর্বদা তোমাকে  
রক্ষা করুন ॥ ১৭ ॥ পৌবিন্দ তোমার মস্তক রক্ষা করুন, কেশব তোমার  
কণ্ঠ রক্ষা করুন, বিষ্ণু তোমার ওহ এবং জঠর রক্ষা করুন, জনাৰ্দ্দন

তোমার জন্ম এবং পদ রক্ষা করুন ॥ ১৮ ॥ অব্যয় এবং অব্যাহতৈবধ্বা  
নারায়ণ তোমার মুখ, বাহু, প্রবাহ, মন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় রক্ষা করুন  
॥ ১৯ ॥ প্রেত, কুশাণ্ড ও রাক্ষসসমূহ বাহারা তোমার শত্রু, তাহারা  
শাঙ্গ, চক্র, গদা, খড়্গ এবং শঙ্খধ্বনির দ্বারা হত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত  
হউক ॥ ২০ ॥ বৈকুণ্ঠ তোমাকে দিক্‌সমূহে রক্ষা করুন ; মধুসূদন বিনিক্  
সমূহে, লবাকেশ আকাশে, এবং মহীধর ভূমিতে তোমাকে রক্ষা করুন  
॥ ২১ ॥ বালক, নন্দগোপ কর্তৃক এইরূপে কৃত-স্বস্ত্যয়ন হইয়া শকটের  
নিম্নে দোলার উপর স্থায়িত হইল ॥ ২২ ॥ এবং সেই গোপগণ, মৃত পুতনার  
বুহং কলেবর দর্শন করিয়া অত্যন্ত ভয় ও বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ২৩ ॥

পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## ষষ্ঠ অধ্যায় ।

পরশরু কহিলেন,—কোন সময়ে শকটের নীচে শয়ান মধুসূদন স্তন্যার্থী  
হইয়া চরণদ্বয় উর্দ্ধে নিষ্ক্রেপ এবং রোদন করিতেছিলেন ॥ ১ ॥ তাঁহার  
পাদ-প্রহারে শকট উল্টাইয়া পড়িল এবং শকটস্থিত কুন্ত ও ভাণ্ড  
সমূহ ভগ্ন হইয়া গেল ॥ ২ ॥ হে দ্বিজ ! তখন সমস্ত গোপ ও গোপীজন  
হাহাকার করিতে করিতে আসিয়া দেখিল যে, বালক উত্তানভাবে শয়ন  
করিয়া রহিয়াছে ॥ ৩ ॥ তখন তাহারা, কে শকট উল্টাইল, ইহা বারংবার  
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাহাতে বালকগণ উত্তর করিল যে, এই বালক  
শকট উল্টাইয়া ফেলিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, এ রোদন করিতে  
করিতে পা ছুড়িতেছিল, তাহাতেই শকট উলটিয়া পড়িয়াছে ; ইহা আর  
কেহ করে নাই ॥ ৪। ৫ ॥ তখন গোপসমূহ আরও অধিক বিস্মিত হইল  
এবং নন্দগোপ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বালককে কোলে লইলেন ॥ ৬ ॥ যশোদা,  
দধি পুষ্প কল ও অক্ষতের দ্বারা শকটস্থিত ভগ্ন ভাণ্ডের কপালিকা ও শকট  
পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

সেই গোকুলে বহুদেব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া গর্গমুনি গোপগণের  
অজ্ঞাতসারে সেই বালকদ্বয়ের সংস্কার সমূহ নিম্পন্ন করিলেন ॥ ৮ ॥

মতিমৎশ্রেষ্ঠ মহামতি গর্গ নামকরণের সময় জ্যেষ্ঠের রাম এবং কনিষ্ঠের  
 কৃষ্ণ নাম রক্ষা করিলেন ॥৯॥ অতি অল্পকালেই ব্রজমধ্যে সেই উভয় বালকই  
 জাহ্ন ও কর সংঘর্ষণে ( হীমাশু'ড়ি দিয়া ) ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন  
 ॥ ১০ ॥ যখন তাঁহারা গোময় ও ভস্মদ্বারা সর্কাদ্ধ লিপ্ত করিয়া ইতস্ততঃ  
 ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তখন যশোদা বা রোহিণী, কেহই তাঁহাদিগকে নিবা-  
 রণ করিতে সমর্থ্য হইতেন না ॥ ১১ ॥ বালকদ্বয় কখন গোগৃহে, কখন বা  
 গোবৎসের গৃহে সদ্যোজাত গোবৎসের পুচ্ছ আকর্ষন করতঃ ক্রীড়া  
 করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ যখন যশোদা একত্র-বিহারী ও ক্রীড়াশীল  
 অতিচঞ্চল ঐ বালকদ্বয়কে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন রোষ  
 ভরে যষ্টি গ্রহণপূর্বক কমললোচন কৃষ্ণের অনুগমন করতঃ তাঁহাকে ভৎসনা-  
 পূর্বক রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া উদুখলে বাঁধিয়া রাখিলেন এবং অক্লিষ্টকর্ম্ম  
 কৃষ্ণকে অমর্ষভাবে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩—১৫ ॥ “হে অতিচঞ্চল !  
 যদি তোমার সামর্থ্য থাকে, গমন কর ।” যশোদা এই কথা বলিয়া নিজ গৃহ-  
 কর্ণে ব্যাপ্তা হইলেন ॥ ১৬ ॥ যশোদা গৃহকর্ণে ব্যাঘা হইলে কমলেক্ষণ  
 কৃষ্ণ, উদুখল টানিয়া লইয়া যমজ অর্জুন কৃষ্ণের মধ্যদিয়া গমন করিতে  
 লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ কৃষ্ণদ্বয়ের মধ্যদিয়া বক্রভাবে উদুখল আকর্ষণ করাতে  
 উর্দ্ধশাখ সেই অর্জুনকৃষ্ণদ্বয় ভাঙ্গিয়া পড়িল ॥ ১৮ ॥ ব্রজবাসী, সেই ভীষণ  
 শব্দ শ্রবণ করতঃ কাতরভাবে আগমন করিল, এবং ভগ্নস্থক ও ভগ্নশাখ  
 সেই কৃষ্ণদ্বয়কে ভূমিতে পতিত এবং নবোদগত ক্ষুদ্র দন্তের কিরণে সিত  
 হাস্ত বিশিষ্ট, সেই কৃষ্ণদ্বয়ের মধ্যগত ও উদরে রজ্জু দ্বারা গাঢ় আবদ্ধ সেই  
 বালকে দর্শন করিল । তদবধি দামের (রজ্জু) দ্বারা বন্ধন-নিবন্ধন সেই বালকের  
 দামোদর নাম হইল ॥ ১৯—২১ ॥ তদনন্তর মহোৎপাতভীত নন্দগোপ প্রভৃতি  
 গোপবৃদ্ধগণ উদ্বিগ্ন হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥ “এখানে আমা-  
 দেব বাসের প্রয়োজন নাই, আমরা অন্য মহাবনে গমন করি । কারণ এখানে  
 নাশের হেতুস্বরূপ পুতনার বিনাশ, শকটের বিপর্যায় এবং বিনা বায়ুতে  
 কৃষ্ণদ্বয়ের পতন রূপ বর্জ্যবধ উৎপাত দেখা বাইতেছে ॥ ২৩। ২৪ ॥ অতএব  
 যে পর্য্যন্ত কোন ভোম মহোৎপাত ব্রজকে বিনাশ না করে, তাহার মধ্যেই  
 আমরা এস্থান হইতে বৃন্দাবনে গমন করি ; বিলম্বের প্রয়োজন নাই



॥ ২৫ ॥ ব্রজবাসিগণ এইরূপে স্থির মতি হইয়া আপন আপন পরিবারবর্গকে বলিল, 'শীঘ্র গমন কর, বিলম্ব করিও না' ॥ ২৬ ॥

তদনন্তর ব্রজবাসিগণ ক্ষণমধ্যে শকট ও গোধনেন্ন সহিত দলে দলে গোবৎস ও বালকগণকে চালন করতঃ গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ হে দিঘ ! তখন ব্রজসমূহের অবশিষ্টাংশে সমাকীর্ণ সেই ব্রজভূমি কাক ও কাকীগণের দ্বারা ব্যাপ্ত হইল ॥ ২৮ ॥ তখন অরুণেকর্মা ভগবান্ কৃষ্ণ, গোসমূহের বৃদ্ধির ইচ্ছায় বিগত মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ হে বিজ্ঞাতম ! তাহাতে সেই স্থানে চতুর্দিকে অত্যন্ত রূক্ষ গ্রীষ্মকালেও বর্ষাকালের স্রাব নূতন শস্তসমূহ উৎপন্ন হইল ॥ ৩০ ॥ তখন সেই ব্রজ বাসিগণ বৃন্দাবনে শকটীবাট পর্য্যন্ত অর্কচন্দ্রাকারে সংস্থিত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥ রাম এবং দামোদর বৎসসমূহের পালক হই- একত্র বাল্যলীলা করতঃ গেষ্টমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ; মহাবল রাম ও কৃষ্ণ মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ ও কর্ণে বন্য কুন্তম ধারণ করতঃ শোণোচিত বেণুদ্বারা মুদলাদির বাদ্য সম্পাদন এবং পত্রময় বাদ্যযন্ত্র দ্বারা নানাবিধ বাদ্য করিয়া কাকপক্ষ ধারণপূর্ব্বক পারিকুমারদ্বয়ের ন্যায় সহাস্ত-বদনে ক্রীড়া করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ । ৩৪ ॥ কখনও উভয়ে হস্তপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে করিতে অন্যান্য শোণবালকের সহিত গোল চরাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ কাল ক্রমে সপ্তমবর্ষ বয়সে সমস্ত জগতের পালক সেই বালকদ্বয়, বৎসগণের পালক হইয়া উঠিলেন ॥ ৩৬ ॥ তদনন্তর মেঘসমূহ দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত এবং বারি-ধারার দ্বারা দিক্‌সমূহকে একাকার করিয়া বর্ষাকাল উপস্থিত হইল ॥ ৩৭ ॥ নূতন শস্যো পরিপূর্ণ ও শক্রগোপ-কৌট-সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া পৃথিবী তখন পদ্মরাগ-মণি-ভূষিতা মরকতময়ী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥ নূতন ধনপ্রাপ্ত দুর্ধ্বিনীত ব্যক্তিগণের মনের স্রাব নদীর জল-রাশি উন্মার্গ-বাহী হইয়া গমন করিতে লাগিল ॥ ৩৯ ॥ মূর্খগণের প্রগল-ভোক্তির সহিত সদ্ধাক্যবাদ যেমন শোভা পায় না, তদ্রূপ নির্মূল চন্দ্র কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আবৃত হইয়া শোভাহীন হইলেন ॥ ৪০ ॥ বিবেকহীন রাজার সভায় নিগুণ পুরুষ যেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তদ্রূপ গগনমণ্ডলে

গুণহীন ইন্দ্রধনুঃ, পদ লাভ করিল ॥ ৪১ ॥ হুবুৰ্ত্ত জনে কুলীন ব্যক্তির  
শোভন নিকপট চেষ্টার ন্যায় মেঘপৃষ্ঠে বিমল বলাকাশ্রেণী বিরাজিত হইল ॥ ৪২ ॥  
সচ্চরিত্র পুরুষে হুর্জ্ঞানকৃত মিত্রতার দ্বায় অত্যন্ত চঞ্চল বিদ্যায়, গগণে স্থিরতা  
লাভ করিতে পারিল না ॥ ৪৩ ॥ মূৰ্খজনের অর্থান্তরসমাকুল উজিসমু-  
ছেয় ন্যায় পথ সকল নূতন শস্ত্রচক্রে আবৃত হইয়া অস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান  
হইল ॥ ৪৪ ॥ সেই সময়ে উন্মত্ত ময়ূর ও ভ্রমরগণ-পরিশোভিত মহাবন-  
মধ্যে রাম ও কৃষ্ণ, গোপালগণের সহিত আনন্দে বিচরণ করিতে লাগি-  
লেন ॥ ৪৫ ॥ কোন সময় গোপগণের সহিত রমণীয় গীত ও নৃত্যে রত  
হইয়া, কখন বা বকুল-বৃন্দতল আশ্রয় করিয়া উভয়ে বিচরণ করিতে লাগি-  
লেন ॥ ৪৬ ॥ কখন কদম্বমালা, কখন মগ্ধপুঙ্খ ও বিবিধ পার্শ্বতীর  
ধাতুরাগে বিভূষিত হইয়া বিচিত্রবেশে উভয়ে বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥  
৪৭ ॥ কখন নিদ্রান্তিলাষে পৰ্ণশয্যায় শয়ন করিলেন, কখন মেঘের  
গর্জনে দুই জনেই হাহাকার রব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥ কখন বা  
কোন গোপ গান করিতেছে, উভয়ে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন,  
কখন বা ময়ূরের কেকা স্বরের অনুকরণ করতঃ গোপবেণু বাদন  
করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥ ইত্যাদি নানাপ্রকার ভাবে পরমপ্রীতি-সহ-  
কারে উভয়ে ক্রীড়াসক্ত হইয়া প্রসন্নমনে সেই বনে বিচরণ করিতে  
লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ সন্ধ্যাকাল হইলে গো ও গোপগণ সমভিব্যাহারে গোপ-  
বেশধারী রাম ও কৃষ্ণ, ব্রজে আগমন করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥ যথাকালে  
ব্রজে আগমন করতঃ সমবয়স্ক গোপগণের সহিত মিলিত হইয়া মহাকল রাম  
ও কৃষ্ণ, অমরদ্বয়ের ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## সপ্তম অধ্যায় ।

পরাম্ভ করিলেন,—প্রকৃদা রাম ব্যতিরেকে কৃষ্ণ, বৃন্দাবনে গমন করিলেন  
এবং বন-কুলের মালায় বিভূষিত হইয়া গোপগণের সহিত বিচরণ করিতে  
লাগিলেন ॥ ১ ॥ এক সময়ে কৃষ্ণ, লোলকল্লোলশালিনী যমুনায় গমন

করিলেন এবং দেখিলেন,—তীরসংলগ্ন ফেনপুঞ্জের দ্বারা যমুনা যেন চারিদিকে হাস্য করিতেছেন ॥ ২ ॥ এবং সেই যমুনা মধ্যে বিষাণি দ্বারা সন্তপ্ত বারি কালির নাগের অতি জীষণ হ্রদ দর্শন করিলেন ॥ ৩ ॥ সেই হ্রদোদ্গত বিষাণির দ্বারা তীরস্থিত বৃহৎ বৃক্ষ সমূহদগ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং বায়ুর দ্বারা বিক্ষিপ্ত সেই হ্রদের জল স্পর্শে বিহঙ্গমগণ দগ্ধ হইয়া রহিয়াছে ॥ ৪ ॥ দ্বিতীয় মৃত্তা-মুখ তুল্য সেই ভয়ঙ্কর হ্রদ দর্শন করিয়া ভগবান্ মধুসূদন চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥ যে হুষ্ট, আমার বিভূতি গুরুত্ব কর্তৃক নিহৃত হইয়া পন্নোনিধি ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, সেই হুষ্টা দ্বা বিষামুখ কালিয় ইহাতে বান করিতেছে ॥ ৬ ॥ ইহার দ্বারা সাগর-পানিনী এই যমুনা দূষিতা হইয়াছে, গো অথবা গোপগণ ত্যক্ত হইলেও ইহার জল পান করিতে পায় না ॥ ৭ ॥ অতএব আমি এই নাগরাজের নিগ্রহ করিব; যাহাতে ব্রহ্মজম নির্ভয়ে ইহাকে সুখে ব্যবহার করিতে পারে ॥ ৮ ॥ উৎপথ পানী এই সমস্ত হ্রাস্তাদিনকে শান্তি প্রদান করাই আমার মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য ॥ ৯ ॥ অতএব নিকটস্থ এই কদম্ব বৃক্ষের উর্দ্ধতন শাখায় আরোহণ করিয়া আমি এই নাগরাজের হ্রদে পতিত হই ॥ ১০ ॥

পরামর্শ করিলেন,—এইরূপ চিন্তা করিয়া কৃষ্ণ দৃঢ়রূপে বস্ত্রাদি বন্ধন করতঃ বেগসহকারে সর্পরাজের সেই হ্রদমধ্যে নিপতিত হইলেন ॥ ১১ ॥ কৃষ্ণ তাহাতে পতিত হইলে সেই মহাহ্রদ ক্ষোভিত হইয়া দ্রব্ধিত মহীকুহগণকে সম্যকরূপে সিঞ্চন করিল ॥ ১২ ॥ হুষ্ট বিষজালায় সন্তপ্তজলবাহী পবনের দ্বারা সন্তাড়িত হইয়া সেই পাদপ সমূহ তেজে দিগন্তর ব্যাপ্ত করতঃ তৎক্ষণাৎ জ্বলিতে লাগিল। তখন কৃষ্ণ, নাগের হ্রদমধ্যে বাহু আক্ষেপিত করিতে লাগিলেন। সেই শব্দ শ্রবণে চক্ষুঃ রক্তবর্ণ করতঃ অন্যান্য মহাবিশ সর্পসমূহে পরিবৃত্ত হইয়া হুষ্ট-বিষজালাকুল-ক্ষণাবিশিষ্ট নাগরাজও শীঘ্র আগমন করিল ॥ ১৩—১৪ ॥

তাহার সহিত মনোহর হার এবং প্রকম্পিত শরীরের উৎকণ্ঠপণে চঞ্চল কুণ্ডল দ্বারা বিশোভিত শত শত নাগ-পত্নীও আগমন করিল ॥ ১৫ ॥ তখন সকলে কুণ্ডলীকৃতদেহে কৃষ্ণকে বেষ্টন করিল এবং বিষজালা-পরিপূর্ণ

মুখ দ্বারা তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥ গোপগণ হৃদমধ্যে কৃষ্ণকে নিপতিত ও বিষজ্ঞানায় নিপীড়িত দেখিয়া ব্রজে আগমন করতঃ শোকে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল যে, “কৃষ্ণ কালিয় হৃদে মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে ও সর্পকর্তৃক ভক্ষিত হইতেছে ; তোমরা আগমন কর ও দেখ” ॥ ১৭। ১৮ ॥ গোপ ও যশোদাপ্রমুখ গোপীগণ বজ্রপাত-সদৃশ সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শীঘ্র তথায় গমন করিল ॥ ১৯ ॥ যশোদার সহিত গোপীজন সম্ভ্রান্তভাবে “হা হা কোথায় কৃষ্ণ !” এই বলিয়া অতিশয় বিহ্বল হইয়া স্থলিতগদে দ্রুত গতিতে তথায় গমন করিল এবং নন্দগোপ, অন্যান্য গোপগণ ও অদ্ভুতবিক্রম রাম ও কৃষ্ণদর্শনাভিলাষে শীঘ্র যমুনার গমন করিলেন ॥ ২০। ২১ ॥ তথায় তাঁহারা সর্পরাজের বশপ্রাপ্ত ও সর্পকণায় আবৃত অথচ নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিত কৃষ্ণকে দর্শন করিলেন ॥ ২২ ॥ হে মুনিসত্তম ! নন্দগোপ ও মহাভাগা যশোদা কৃষ্ণের মুখে নয়নান্বর্ণ করতঃ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন ॥ ২৩ ॥ অন্যান্য গোপীগণ শোকে কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিল এবং প্রীতিসহকারে কৃষ্ণকে দর্শন করতঃ উয় ও কাতরতায় প্রলাদন্যরে বলিতে লাগিল যে, আমরা সকলে যশোদার সহিত নাগরাজের এই মহাহৃদে প্রবেশ করি ; আমাদের ব্রজে বাণীরা উচিত নহে ॥ ২৪। ২৫ ॥ সূর্য্য বিনা দিবস কি ? চন্দ্র বিনা রাত্রি কি ? বৃষ ব্যতিরেকে গোক কি ? এবং কৃষ্ণ ব্যতিরেকে ব্রজই বা কি ? ॥ ২৬ ॥ যেমন বারিহীন সরোবর সেব্য নহে, তদ্রূপ কৃষ্ণবিরহিত হইয়া আমরা গোকুলে প্রবেশ করিব না ও অরণ্যেও বাস করিব না ॥ ২৭ ॥ যেখানে ইন্দীবরদল-কান্তি হরি নাই, সে মাতৃগৃহেও যে রতি আছে, ইহা অতি বিষ্ময়ের কথা ॥ ২৮ ॥ প্রক্লপদ্বকান্তিলোচন হরিকে না দেখিয়া তোমরা কি প্রকারে গোষ্ঠে থাকিবে ॥ ২৯ ॥ অত্যন্ত মধুর আলাপের দ্বারা যিনি সকলের মনোদন হরণ করিয়াছেন, সেই পুণ্ডরীকাক্ষ ব্যতিরেকে আমরা গোকুলে গমন করিব না ॥ ৩০ ॥ দেখ সর্পরাজের কণার দ্বারা আবৃত, তথাপি কৃষ্ণের স্মিতশোভা মুখ প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৩১ ॥

পরশর কহিলেন,—তুমিলোচন মহাবল! যৌহিণেয়, গোপীগণের অব্যবহৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং গোপগণকে উন্নীতকর, নন্দকে অতিশয়

দীন ও কৃষ্ণের মুখে ন্যস্ত-দৃষ্টি এবং যশোদাকে মুচ্ছিত দর্শন করিয়া স্বীয় সঙ্কেতে কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩২। ৩৩ ॥ হে দেবদেবেশ ! তুমি কি আপনাকে অনন্ত বলিয়া জানিতেছ না ? নিরর্থক কেন এই মামুষ-ভাবে প্রকাশ করিতেছ ? রথনাভি যেমন আরাশ্রয়, তদ্রূপ তুমি এই জগতের আশ্রয় এবং বার্তা, অপহর্তা ও পালনকর্তা এবং ত্রৈলোক্যমধ্যে তুমিই ত্রয়ীময় । হে অচিন্ত্যরূপিন্ ! ইন্দ্র, ক্রতু, অশ্বী, বসু, আদিত্য, মরুৎ, অগ্নি এবং সমস্ত যোগিগণ কর্তৃক তুমিই চিন্তিত হইতেছ । হে জগদ্রাধ ! পৃথিবীর জন্য ভাববতরণেচ্ছায় তুমি মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছ এবং তোমারই অংশ আমি, তোমার অগ্রজরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি । হে ভগবন্ ! তুমি মনুষ্যলীলা শুভ্রনা করিতেছ ; এই সমস্ত সুরগণ তোমার লীলার অমুকারী হইয়া গোপবেশে অবতীর্ণ হইয়াছে । তুমি লীলার জন্য গোকুলে সুরাঙ্গনাসমূহকে গোপীরাপে অবতীর্ণ করাইয়া স্বয়ং নিত্য হইয়াও পশ্চাৎ জন্ম গ্রহণ করিয়াছ । হে কৃষ্ণ ! গোকুলে অবতীর্ণ গোপ ও গোপীগণই তোমার বান্ধব ; কি হেতু তুমি বিষয় বান্ধবগণকে উপেক্ষা করিতেছ ? হে কৃষ্ণ ! আর কেন, মানুষ্য ভাব দর্শন করাইয়াছ, বালচাপল্যও দেখান হইয়াছে, এক্ষণে দশনায়ুধ এই ছুরাত্মাকে দমন কর ॥ ৩৪—৪১ ॥

পরাম্বব কহিলেন,—রাম কর্তৃক এইরূপে স্মারিত হইয়া হস্তবদনে কৃষ্ণ আফোটনপূর্বক ভোগবন্ধন হইতে আপনাদেহ মুক্ত করিলেন ॥ ৪২ ॥ এবং উভয় হস্ত-দ্বারা নাগরাজের মধ্যম কণা নোয়াইয়া, সেই আভূষ-মস্তক সর্পের উপর আরোহণ করতঃ প্রচণ্ডবিক্রমে নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥ কৃষ্ণের পাদপ্রহারে তাহার কণায় ত্রণসমূহ উৎপন্ন হইল, এবং যেদিকে মস্তক উঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, সেই দিকেই মস্তক নত হইয়া বাইতে লাগিল ॥ ৪৪ ॥ নাগরাজ, কৃষ্ণের দণ্ডপাতসদৃশ রৈচকাথ্য প্রতিবেশ ঘারা মুচ্ছিত হইল এবং বহুতর রক্ত বমন করিল ॥ ৪৫ ॥ নাগরাজের মস্তক ও গ্রীবা ভগ্ন হওয়ায় আস্য হইতে নিরন্তর রক্তস্রাব হইতেছে দেখিয়া তাহার পত্নীগণ মধুসূদনের শরণাগত হইল ॥ ৪৬ ॥

নাগপত্নীগণ বলিল—হে দেবদেব ! আমরা তোমাকে জামিতে পারিরাছি;

তুমি সকলের দীপ্ত এবং অনন্তম ; যিনি অচিন্ত্য পরম জ্যোতিঃ, তুমি তাঁহার অংশ এবং পরমেশ্বর ॥ ৪৭ ॥ দেবগণ, যে অনন্তত্ব প্রভুকে স্তব করিতে সমর্থ হন না, জ্ঞীলোকে কি প্রকারে তাঁহার স্বরূপ বর্ণন করিবে? ॥ ৪৮ ॥ পৃথিবী, আকাশ, জল, অগ্নি ও পবনায়ক অখিল ব্রহ্মাণ্ড বাঁহার অল্লাংশেরও অংশ-স্বরূপ, আমরা কি প্রকারে তাঁহাকে স্তব করিব? ॥ ৪৯ ॥ অব্যোগী ব্যক্তিগণ নিরন্তর যত্নশীল হইয়াও বাঁহার স্বরূপ জানিতে পারে না, যুদ্ধ হইতে যুদ্ধ এবং স্থূল হইতেও স্থূল সেই পারমার্থস্বরূপকে আমরা প্রণাম করি ॥ ৫০ ॥ বিধাতা, বাঁহার জন্মের নিমিত্ত নহেন ও অনন্তও বাঁহার নাশের নিমিত্ত নহেন এবং অন্য কেহও বাঁহার স্থিতিকর্তা নাই, আমরা সর্বদা তাঁহাকে প্রণাম করি ॥ ৫১ ॥ এই নাগরাজের দমনে তোমার কিছুমাত্র কোধ নাই, কেবল ক্ষতিপালনই ইহার প্রয়োজন ; অতএব শ্রবণ কর ॥ ৫২ ॥ বেহেতু জ্ঞী, মুঢ়, দীন, জন্তুগণের উপর সাধুগণের কৃপা বান্ধিত হয়, তন্নিবন্ধন হে ক্ষমিশ্রেষ্ঠ ! এই দীনকে আপনি ক্ষমা করুন ॥ ৫৩ ॥ আপনি সমস্ত জগতের আধার, আর এই সৰ্প অতি অল্পবল ; আপনাদ্বারা পীড়িত হইলে এ মুহূর্ত্তার মধ্যেই জীবন ত্যাগ করিবে ॥ ৫৪ ॥ কোথায় এই অল্পবীৰ্য্য সৰ্প, আর কোথায় ভুবনো আশ্রয় আপনি —হে অব্যয় ! সমানে প্রীতি এবং উৎকৃষ্টে দ্রব্য লাক্ষিত হইয়া থাকে । অতএব হে জগৎস্বামিন্ ! এই অবসর দীন জনের প্রতি প্রসন্ন হউন, আর বিলম্ব করিবেন না, নাগরাজ প্রাণত্যাগ করিতেছেন ; আনাদিগকে পতি ভিক্ষা প্রদান করুন ॥ ৫৫ । ৫৬ ॥

পরশুর কহিলেন,—নাগপত্নীগণ এইরূপ বলিলে নাগরাজ ক্লান্ত দেহেও আশ্বস্ত হইয়া, “হে দেবদেব ! আপনি প্রসন্ন হউন” বারংবার এই কথা বলিতে লাগিল । আরও বলিল,—হে নাথ ! নিরতিশয় অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য বাঁহার স্বাভাবিক বল, আমি কি প্রকারে তাঁহার স্তব করিব ? তুমি পর (সর্বোৎকৃষ্ট), তুমি পরেরও আদি, হে পরাম্বক ! প্রকৃতি তোমা হইতেই পরিচালিত ; যিনি পর হইতেও পরম, আমি কি প্রকারে তাঁহার স্তব করিব ? বাঁহা হইতে ব্রহ্মা, রুদ্র, চন্দ্র, ইন্দ্র, সুর্য্য, অশ্বী এবং আদিত্যগণের সহিত বসুগণ উৎপন্ন হইয়া থাকেন, আমি কিরূপে তাঁহার স্তব করিব ? এই সমস্ত জগৎ বাঁহার একটি অবরোধের স্ফীত, আমি কখন করিয়া তাঁহার কি স্তব করিব ? ব্রহ্মাদি

দেবগণ, সদসংস্বরূপ যাঁহার পরমার্থ জ্ঞানেন না, আমি কি প্রকারে তাঁহার স্তব করিব ? যিনি নন্দনকানন-সমুদ্ভূত দিব্য পুষ্প এবং অমুলেপন দ্বারা ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক পূজিত হন, আমি কিরূপে তাঁহার পূজা করিব ? ইন্দ্র যাঁহার পরম তত্ত্ব না জানিয়া অবতারসমূহকে অর্চনা করেন, আমি কিরূপে তাঁহার অর্চনা করিব ? যোগীগণ বিষয় হইতে ইঞ্জিয়সমূহকে সমাজ্ঞত করিয়া ধ্যান দ্বারা যাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন, আমি কিরূপে তাঁহার পূজা করিব ? হে নাথ ! যোগীগণ ধ্যানের দ্বারা হৃদয়ে যাঁহার রূপ কল্পনা করিয়া ভাবরূপ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন, আমি কিরূপে তাঁহার পূজা করিব ? হে দেবদেবেশ ! আমি তোমার অর্চনা বা স্তুতি করিতে অসমর্থ, কেবলমাত্র রূপাপূর্বক আমার উপর প্রসন্ন হউন। হে কেশব ! আমি যে জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, সেই সর্প জাতি অতিশয় ক্রুর, তাহা-দিগের স্বভাবই এইরূপ ; হে অচ্যুত ! আমার কোন অপরাধ নাই। আপ-নার দ্বারাই সমস্ত জগৎ সৃষ্ট হইতেছে এবং আপনিই সমস্ত সংহার করি-তেছেন ; জগতের জাতি, রূপ, স্বভাব, সমস্ত আপনারই সৃষ্ট। হে ঈশ্বর ! আপনি আমাকে যে জাতিতে বেরূপে স্বজন করিয়াছেন এবং বেরূপে স্বভা-বের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন, আমি সেইরূপই আচরণ করিতেছি। হে দেবদেব ! যদি আমি অন্যথাচরণ করিবা থাকি, তাহা হইলে তোমারই বাক্যানুসারে আমার উপর দণ্ডনিপাত অবশ্য কর্তব্য। হে অংগংহামিন্ ! তথাপি আপনি যে আমাকে দণ্ড দিলেন, অন্যের নিকট হইতে বর গ্রহণ অপেক্ষা সেই দণ্ড আমি শ্রেয়ঃ বোধ করি ॥ হে অচ্যুত ! আপনার দ্বারা দমিত হইরা আমি হতবীর্য এবং হতবিষ হইয়াছি, একমাত্র আমার জীবন-ভিক্ষা দান করুন ; আজ্ঞা করুন, আমি কি করিব ? ॥ ৫৭—৭৩ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে সর্প ! তুমি কখনই এই যমুনা জলে থাকিও না ; তৃত্য এবং পরিবার বর্গের সহিত সমুদ্রজলিলে গমন কর ॥ ৭৪ ॥ হে সর্প ! সমুদ্রে তোমার মস্তকে আমার পদ চিহ্ন দর্শন করিয়া সর্পশত্রু পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে ক্রেশ প্রদান করিবে না ॥ ৭৫ ॥

পরশুর কহিলেন,—ভগবান্ হরি এই কথা বলিয়া সর্পরাজকে মোচন করিলেন । নারায়ণও রূপকে প্রণয় করতঃ ভূত, অপভূত, বান্ধব এবং সমস্ত

পত্নীগণের সহিত সর্বভূতসমক্ষে স্বকীয় হৃদ পরিত্যাগ পূর্বক সমুদ্রে গমন করিল ॥ ৭৬। ৭৭ ॥ তদনন্তর সমস্ত গোপজন, পুনরাগত মৃতের ন্যায় কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করতঃ নৈত্রজলের দ্বারা মস্তকে সেচন করিয়াছিল ॥ ৭৮ ॥ অন্যান্য গোপগণ নদীর জল বিস্তৃত দর্শন করতঃ হর্ষিত হইয়া বিস্মিতচিত্তে অক্লিষ্টকর্মা কৃষ্ণকে স্তুব করিয়াছিল ॥ ৭৯ ॥ চাকুচেষ্টিত কৃষ্ণ স্বীয় চরিতো-  
ল্লক্ষে গোপীগণ কর্তৃক গীতমান ও গোপগণ কর্তৃক স্তুতমান হইয়া ব্রহ্মধামে আগমন করিলেন ॥ ৮০ ॥

সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## অষ্টম অধ্যায় ।

পরাম্বল কহিলেন,—কোন দময়ে গোপালনে রত বলরাম এবং কেশব সেই বনে ভ্রমণ করিতে করিতে রমণীয় তালবনে উপস্থিত হইলেন। গর্দভাকৃতি ধেনুক নামে দৈত্য, মৃগ-মাংস আহার করতঃ সেই দিব্য তালবনে সর্বদা অবস্থান করিত ॥ ১। ২ ॥ পঙ্ক-ফল-সম্পত্তি-সম্বিত সেই তালবন দর্শন করতঃ ফলগ্রহণে লুপ্ত হইয়া গোপগণ বলিল, হে রাম! হে কৃষ্ণ! এই ভূমি প্রদেশ ধেনুকনামক দৈত্যের দ্বারা সর্বদা রক্ষিত বলিয়া ঐ পঙ্ক তাল ফলসমূহ রহিয়াছে। দেখ, ইহার গন্ধে দিক্‌সমূহ আমোদিত হইয়াছে, আমরা এই ফল খাইতে ইচ্ছা করিতেছি, যদি ইচ্ছা হয়, তবে পাড়িয়া দেও। গোপবালকগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম ও কৃষ্ণ তালফলসমূহকে ধরায় পাতিত করিলেন। পতনশীল ফলসকলের শব্দ শ্রবণ করতঃ সেই হ্রাস্ত্রা দৈত্যগর্দভ ক্রোধভরে আগমন করিল এবং পশ্চাতের পদদ্বয়ের দ্বারা সবলে বলভক্তের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে লাগিল। বলভক্ত তাহার সেই পাদদ্বয় ধারণ করতঃ ঘুরাইতে লাগিলেন; তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ অশ্রুপথে প্রাণত্যাগ করিল, তখন তাহাকে তাল বৃক্ষের উপর বেগে নিক্ষেপ করিলেন, তৎপরে সেই গর্দভ, তাল বৃক্ষের অগ্র দেশ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইবার কালে মহাবায়ু কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত হইয়া বহুতর তাল ফল পতিত হইল। এই বার্তা



অবগত হইয়া সমাগত ইহার অজ্ঞান দৈত্যগর্দভ জ্ঞাতিগণকে কৃষ্ণ ও বলরাম, অনারাসে তাগ বৃক্ষের অগ্রদেশে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫—১১ ॥

হে মৈত্রেয় ! অজ্ঞ সময়ের মধ্যেই বহুতর পর তাল ফল দ্বারা পৃথিবী যেরূপ অলঙ্কৃত হইল, সেইরূপ দৈত্যগর্দভগণের দেহসমূহ দ্বারাও অধিকতর শোভিত হইল ॥ ১২ ॥ হে দ্বিজ ! তদনন্তর সেই তালবনে গোসমূহ, পূর্বে যাহা কোন দিন আহার করে নাই, এমন নূতন শস্যসমূহের উপর সুখ-সচ্ছন্দে নির্বিঘ্নে বিহার করিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## নবম অধ্যায় ।

পরাম্ভর কহিলেন,—অনুচরগণের সহিত সেই রাসভাসুর নিহত হইলে পর গাভী, গোপ ও গোপীগণের স্বচ্ছন্দবিচরণে সেই মনোহর তালবন অতিশয় শোভা পাইয়াছিল ॥ ১ ॥ অনন্তর সজ্জাতর্হর্ষ বসুদেবমুত রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে ধেনুকাশুরকে বিনাশ করিয়া ভাগীরনামক বট বৃক্ষের নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২ ॥ সেই খানে তাঁহারা নানা প্রকার ক্রীড়া করিতে করিতে কখনও বা গান করিতে লাগিলেন, কখনও বা বৃক্ষ হইতে পুষ্পচয়ন করিতে লাগিলেন, কখনও বা নাম ধরিয়া দূরস্থিত গাভীসমূহকে আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥ তাঁহাদের স্বল্পদেশে গোগণের বন্ধনরজ্জু লম্বিত ছিল এবং তাঁহারা উভয়েই বনমালা-বিভূষিত ছিলেন । তাহাতে নবীনশ্লোকামকালে বালবৃষভগণ যে প্রকার শোভা-শালী হয়, ঐ মহাত্মারয়ও তৎকালে তাদৃশ শোভা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ সূবর্ণ ও অঞ্জন বর্ণ দ্বারা তাঁহাদের বসন রঞ্জিত ছিল, স্তভরাং তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন ব্লাবনগগনে ইন্দ্রা-বৃধসংযুক্ত দুই খানি খেত ও কৃষ্ণবর্ণের মেঘ উদ্ভিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥ সমস্ত লোকনাথগণের নাথভূত হইয়াও তাঁহারা ভূতলে গমন পূর্বক পরস্পর লোকসিদ্ধ নানাপ্রকার ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ তাঁহারা মনুষ্যধর্ম-

ভিন্নত হইয়া মনুষ্যতার সম্মানপূর্ব্বক মনুষ্য-জাতির গুণযুক্ত নানাপ্রকার ক্রীড়া করতঃ বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ সেই মহাবলব্রহ্ম কখন স্যান্দোলিকা (দোলনা) দ্বারা, কখন বাহ্যযুদ্ধ দ্বারা, কখনও বা ক্ষেপণীয় প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা নানাপ্রকার ব্যায়াম করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

উভয়ে এই প্রকার ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময়ে প্রলম্বনামা এক জন অম্বর তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্ত, প্রচ্ছন্ন গোপবেশ ধারণ করিয়া সেট-স্থানে উপস্থিত হইল ॥ ৯ ॥ সেই দানবশ্রেষ্ঠ প্রলম্ব, মনুষ্যাকারে নিঃশঙ্কভাবে সেই রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি ক্রীড়নশীল বালকগণের মধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ১০ ॥ উভয়ের ছিজাস্তরাভিলাষী সেই অম্বর, কৃষ্ণকে নিতান্ত দুর্ধ্ব বোধ করিল, অনন্তর সে কোন ছলে রামকে বধ করিতে অভিলাষী হইল ॥ ১১ ॥ অনন্তর গোপবালকগণ সকলে মিলিয়া হরিণাক্রীড়ননামে \* এক প্রকার বালক্রীড়া আরম্ভ করিয়া প্লুতগতিতে পরস্পর ছই ছই জনে মিলিয়া লক্ষ্যস্থানে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ১২ ॥ অনন্তর গৌবিন্দ শ্রীদামের সহিত, বলভদ্র প্রলম্বের সহিত, তস্তিন্ন গোপবালকগণও অন্যান্য গোপবালকের সহিত প্লুতগতিতে দৌড়িতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর কৃষ্ণ শ্রীদামকে, রৌহিণীস্থত প্রলম্বকে এবং কৃষ্ণপক্ষীয় গোপগণ অন্য গোপবালকগণকে পরাজিত করিলেন ॥ ১৪ ॥ সেই পরাজিত বালকগণ, জেতা বালকগণকে স্বন্ধে করিয়া ভাণ্ডীর বৃক্ষের নিকট লইয়া গিয়া, পুনর্ব্বার নিবৃত্ত হইল ॥ ১৫ ॥ কিন্তু সেই দানব, বলদেবকে স্বন্ধে বহন করিয়া সচল জলধরের ত্রায় শীঘ্র গমন করিতে লাগিল ; আর প্রতি নিবৃত্ত হইল না ॥ ১৬ ॥ দানবশ্রেষ্ঠ রৌহিণেয় বলদেবের ভারসহন করিতে না পারিয়া প্রাবৃট্‌কালের মেঘের ত্রায় অতি মহাকায় হইয়া বুদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ১৭ ॥ অনন্তর দগ্ধশৈলোপমাকৃতি, মালা ও আভরণধারী, মুকুটশোভিত মস্তক, ভয়ঙ্কর শকটচক্রেরত্রায় গোলা-

\* ছইজন করিয়া বালক একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যভিমুখে এক স্থান হইতে প্লুত গতিতে গমন করিবে, পরে তাহাদের উভয়ের যে অগ্রে লক্ষ্যস্থানে যাইতে পারিবে, সেই জয়ী হইবে। পরাজিত বালক বিজয়ীকে স্বন্ধে করিয়া সেই স্থান হইতে পূর্ব্ব স্থানে লইয়া আসিবে এবং ঐ নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে পুনরায় সেইরূপ তাহাকে স্বন্ধে করিয়া লইয়া যাইবে। এইরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া যে ক্রীড়া করিয়াছিল, তাহার নাম হরিণাক্রীড়ন।

কার-চক্ষুঃ ও পাদক্ষেপে বহুধা কম্পনকারী সেই অমুরকে দেখিয়া, হ্রিয়মাণ বলভদ্র কৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ১৮ । ১৯ ॥ হে কৃষ্ণ ! হে কৃষ্ণ ! এই ছদ্ম-গোপাল-রূপী, পূর্বতের ন্যায় উন্নতশরীর কোন দৈত্য, আমাকে হরণ করিতেছে ; তুমি দেখ ॥ ২০ ॥ হে মধুনিস্কন্দন ! এক্ষণে আমায় বাহা করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দাও ; এই ছুরাস্ত্রা দানবধম চলিয়া যাইতেছে ॥ ২১ ॥

পরাশর কহিলেন,—তখন বলভদ্রের বলবীৰ্য্যপ্রমাণবেত্তা মহাত্মা কৃষ্ণ জীবৎ হাস্য কবতঃ রামকে কহিলেন ॥ ২২ ॥ হে সর্ক্সান্ন ! আপনি সর্সপ্রকার গুহ্যপদার্থ অপেক্ষা গুহ্যত্বা হইয়াও এ প্রকার স্পষ্ট মাহুযতাব অবলম্বন করিতেছেন কেন ? ॥ ২৩ ॥ আপনি স্বকীয় আত্মাকে স্মরণ করুন, আপনি অশেষ জগতের বোজেরও কারণ এবং কারণেরও পূর্ববর্তী এবং প্রলয়কালে এক মাত্র আপনিই অবস্থিতি করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥ আপনি কি জানেন না যে, আমি ও আপনি উভয়েই জগৎকারণ এবং ভূমিভার হরণ করিবার জন্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি ॥ ২৫ ॥ আকাশ আপনার মন্তক, আপনার মূর্ত্তি জলময়ী, হে অনন্ত ! ক্ষিতিই আপনার পদব্বর, বহিই আপনার মুখ, চন্দ্রমা আপনার মন, বায়ু আপনার নিশ্বাস । হে অব্যয় ! চারিটী দিকই আপনার বাহুচতুষ্টয় ॥ ২৬ ॥ হে ভগবন্ ! আপনার সহস্র বক্ত, আপনার হস্ত, অস্ত্র, শরীর, সকলই সহস্র প্রকার, আপনি সহস্র ব্রহ্মার কারণ, মুনিগণ সহস্ররূপেই আপনার স্তব করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥ অস্ত্র কোনব্যক্তিই আপনার দিব্য রূপকে জানে না । অধিল দেবগণ সকলে আপনার অবতাররূপের অর্চনা করিয়া থাকেন । আপনি কি জানেন না যে, অস্ত্রকালে আপনাতেই বিশ্ব লীন হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥ হে অনন্তমূর্ত্তে ! আপনি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন বলিয়া এই ধরণী চরাচরকে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে ; হে অজ ! আপনি নিমেষাদি কালরূপী, আপনিই সত্য ত্রেতাদি যুগভেদে এই জগৎকে গ্রাস করিতেছেন ॥ ২৯ ॥ বড়বানল কর্তৃক পীত জল, যে প্রকার মনোহর হিমস্বরূপ ধারণ করিয়া, হিমালয়ে সূর্য্যাকিরণসম্পর্কে পুনর্বার সেই জলরূপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রলয়কালে আপনাতেই লীন এই বিশ্ব, আপনি সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলে পুনর্বার আপনার জগৎরূপ লাভ করিয়া থাকে ।

হে ঈশ্বর ! প্রতিকল্পেই আপনি এই প্রকার জগতের প্রলয়াস্তে পুনর্বার সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ৩০। ৩১ ॥ হে বিশ্বাস্বনু ! আপনি এবং আমি এই উভয়েই জগতের একীভূত কারণ হইয়াও জগতের মঙ্গলের জন্য, ভিন্ন-রূপেই অবস্থান করিতেছি ॥ ৩২ ॥ হে অমেয়াস্বনু ! সেই হেতু আপনি স্বকীয় আত্মাকে স্মরণ করুন এবং বন্ধুগণের মঙ্গলার্থে মনুষ্যভাবেই এই দানব-নিধন করুন ॥ ৩৩ ॥

পরাক্ষর কহিলেন,—হে বিপ্র ! সুমহাশ্বা কৃষ্ণ, এই প্রকারে বলদেবকে প্রকৃত অবস্থা স্মরণ করাইয়া দিলেন । তখন বলবান্ বলদেব, হাস্য করতঃ প্রলম্ব অস্ত্রকে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর কোপভরে আরক্ত-লোচন বলভদ্র, মুষ্টিদ্বারা তাহার মস্তকে প্রহার করিলেন, সেই প্রহারে ঐ অস্ত্রের নয়নদ্বয় বহির্গত হইয়া পড়িল ॥ ৩৫ ॥ অনন্তর তাহার মস্তক নিক্ষেপিত হইয়া পড়াতে, সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ, মুখদ্বারা শোণিত-বমন করিতে করিতে মহীপৃষ্ঠে পতিত হইয়া পঞ্চহ প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর অদ্বৈত-কর্মা বলদেবকর্তৃক, প্রলম্বাস্ত্রকে নিহত হইতে দেখিয়া, প্রহৃষ্ট গোপ-বালাকগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিল ও ‘সাধু সাধু’ এই বাক্য বলিতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥ অনন্তর ঐ প্রলম্বনামা দৈত্য নিপাতিত হইলে পর, গোপ-গণকর্তৃক সংস্তুতমান বলদেব, কৃষ্ণের সহিত পুনর্বার গোকুলে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ৩৮ ॥

নবম অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## দশম অধ্যায় ।

পরাক্ষর কহিলেন,—ব্রজে, রাম ও কেশব এই প্রকারে বিহারে আসক্ত ছিলেন, এমন অবস্থায় বর্ষাকাল অতীত হইল এবং শরৎকাল উপস্থিত হইল ; পদ্মসমূহও বিকসিত হইল ॥ ১ ॥ পল্ললজ্জলে মৎস্যগণ, পুত্র পত্নী প্রভৃতির আসক্তজনিত মমতায় গৃহী ব্যক্তির ন্যায় অতিশয় তাপগ্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ২ ॥ সংসারের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সন্তোষাহকার-যোগিগণের ন্যায় ময়ূরগণও বনে মদপরিভ্যাগপূর্ব্বক মৌনী হইয়া

অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৩ ॥ জ্ঞানী জন যে প্রকার সৰ্ব্বপ্রকার মমতাপরিত্যাগান্তে গৃহ পরিত্যাগ করতঃ বনে গমন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শুভ্রবর্ণ মেঘগণ জলরূপ সৰ্ব্বস্ব পরিত্যাগপূৰ্ব্বক নিৰ্ম্মল হইয়া আকাশ পরিত্যাগ করিল ॥ ৪ ॥ বহুজনের প্রতি অর্পিত মমতায় দেহিগণের হৃদয়ের ন্যায় শরৎকালীন রবিকিরণতপ্ত সরোবরসমূহ শোষণপ্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ৫ ॥ অমলস্বভাব ব্যক্তিগণের মনঃসমূহ যে প্রকার জ্ঞানের সঞ্চরপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শরৎকালীন জলরাশি কুমুদের সহিত সম্পর্ক-যোগ্যতা প্রাপ্ত হইল ॥ ৬ ॥ তারকা-বিমল নভোমণ্ডলে, অধঃমণ্ডলচন্দ্রমা, সংকুলোৎপন্ন চরমদেহাস্মা, যোগীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৭ ॥ পণ্ডিতগণ যে প্রকারে পুত্রাদির উপর রুচুমমতাকে ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ জলাশয় সকল ক্রমে ক্রমে তীর-পরিত্যাগ করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥ যেপ্রকার কুযোগিগণ বিঘ্নাভিভূত হইয়া পুনর্বার অশেষবিধ ক্রেশযুক্ত হয়, তদ্রূপ পূর্বপরিত্যক্ত সরোবরজলসমূহের সহিত হংসগণ পুনর্বার যোগপ্রাপ্ত হইল ॥ ৯ ॥ ক্রমে ক্রমে মহাযোগের লাভকর্তী নিশ্চলাশ্রয়তির ন্যায় নিশ্চলাশ্রয় সমুদ্র, অতিশয় নির্বিকার ভাবপ্রাপ্ত হইল ॥ ১০ ॥ সৰ্ব্বত্রগ ভগবান্ বিষ্ণুকে জানিতে পারিলে মনঃ যে প্রকার হয়, তদ্রূপ সেই সময় জলসমূহ অতীব প্রসন্ন হইয়াছিল ॥ ১১ ॥ শরৎকালাগমে মেঘ সকল বিনষ্ট হওয়াতে আকাশ, যোগাগ্নিদগ্নক্রেম যোগিগণের চিত্তের ন্যায় নিৰ্ম্মল হইল ॥ ১২ ॥ সুমহান্ বিবেক, যে প্রকার অহঙ্কারসমুত ছঃখকে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ চন্দ্রমাও সূর্য্যকিরণজনিত সম্ভ্রাপকে শাস্ত করিয়াছিল ॥ ১৩ ॥ ইন্দ্রিয়ার্থ সমূহ হইতে প্রত্যাহার, যে প্রকারে ইন্দ্রিয়গণকে হরণ করে, সেরূপ শরৎকালও আকাশের মেঘসমূহ, পৃথিবীর কদম্ব সমূহ এবং জলের মালিন্য হরণ করিয়াছিল ॥ ১৪ ॥ রেচক ও কুস্তকা-দির দ্বারা প্রতিদিন অভ্যাসশীল ব্যক্তির যেপ্রকার প্রাণায়াম হয়, তদ্রূপ সরোবরের পরিপূর্তিকারক জলসমূহ দ্বারা লোকনিবহের প্রাণের দৈর্ঘ্য সম্পাদিত হইয়াছিল ॥ ১৫ ॥

এবম্প্রকার আকাশ ও নক্ষত্রের নৈৰ্ম্মল্যাধারী শরৎকালে কোনদিন ভগবান্ ব্রজে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সকল ব্রজবাসিগণ ইন্দ্রের

মহারাজে (যজ্ঞে) উদ্যত হইয়াছেন ॥ ১৬ ॥ মহামতি কৃষ্ণ উৎসবলালস-  
বুদ্ধগোপগণকে অবলোকন করিয়া, কোতূহল সহকারে তাঁহাদিগকে এই বাক্য  
বলিলেন যে, এ কোন্ ইন্দ্র-যজ্ঞ, যাহার জন্ত আপনারা এত হর্ষ-  
প্রকাশ করিতেছেন ? তখন নন্দগোপ, জিজ্ঞাসাকারী কৃষ্ণকে অতি আদরের  
সহিত কহিলেন,—যে দেবরাজ ইন্দ্র, মেঘ ও জননিকরের কর্তা, তিনিই  
মেঘগণকে প্রেরণ করেন, তাহাতেই মেঘগণ বারিবর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ১৭—  
১৯ ॥ অস্ত্রাস্ত্র দেহীগণ ও আমরা সকলেই সেই বৃষ্টিজনিত শস্যের  
লাভে প্রাণধারণ করিয়া থাকি এবং দেবতাগণেরও তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকি  
॥ ২০ ॥ এই সকল বৎসবতী পাতিগণ, সেই বৃষ্টি জন্ত সংবর্দ্ধিত-শস্য-  
নিকর দ্বারা হুঁষ্ট ও পুষ্ট হইয়া হৃদ্ধধারণ করিয়া থাকে, এবং নিবৃত্ত হয় ॥ ২১ ॥  
যেখানে মেঘ সকল বারি বর্ষণ করিয়া থাকেন, সেই স্থানের ভূমি, শস্যরহিতা  
বা তৃণরহিতা দৃষ্ট হয় না এবং তথাকার কোন জনকে ক্ষুধাপীড়িত দেখা যায়  
না ॥ ২২ ॥ বারিপ্রদ ইন্দ্র, সূর্য্যরশ্মি দ্বারা পীত ভূমিরসকে সর্বলোকের  
উপকারের জন্য পৃথিবীতে বর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥ সেই কারণে আমরা  
অন্যান্য মনুষ্যাগণ ও রাজগণ সকলেই হর্ষ সহকারে, বর্ষাকালে, সেই সুরেশ্বর  
ইন্দ্রকে যজ্ঞ দ্বারা অর্চনা করিয়া থাকি ॥ ২৪ ॥

পরাম্বল কহিলেন,—শত্ৰুপূজাবিষয়ে নন্দগোপের এবস্ত্রকার বাক্য শ্রবণ  
করিয়া দামোদর, দেবেজের ক্রোধ করাইবার জন্যই কহিলেন ॥ ২৫ ॥  
হে পিতা ! আমরা কৃষিকর্তা বা বাণিজ্যজীবী নই, আমরা বনচর ; গাভীগণই  
আমাদের দেবতা ॥ ২৬ ॥ আত্মক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি এই চারি  
প্রকার বিদ্যা, ইহার মধ্যে বার্তা কাহাকে বলে, আমার মিকট তাহা শ্রবণ  
করুন ॥ ২৭ ॥ হে মহাভাগ ! বার্তা তিন রকম—বৃত্তিভেদে । ত্রিবিধ,  
যথা—কৃষি; বাণিজ্য, ও পশুপালন ॥ ২৮ ॥ ইহার মধ্যে কৃষি নামে যে বৃত্তি,  
তাহা কৃষকের অবলম্বন, বিপণিজীবিগণের অবলম্বনীয় বাণিজ্য এবং আমা-  
দের গাভীই মুখ্য অবলম্বন । এই তিনপ্রকার বার্তাভেদে তিন প্রকার বৃত্তি  
যথাক্রমে যাহার অবলম্বনীয় তাহা বলিলাম ॥ ২৯ ॥ যে, যে বিদ্যা দ্বারা  
প্রতিপালিত, সেই তাহার মহতী দেবতা ; তাহারই পূজা করা উচিত । কারণ  
সেই তাহার মহোপকারজনিকা ॥ ৩০ ॥ যে ব্যক্তি, এক ব্যক্তির দ্বারা কল

লাভ করিয়া, অস্ত্রের পূজা করিয়া থাকে, হে পিতঃ ! ইহকালে বা পরকালে তাহার মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই ॥ ৩১ ॥ যেখানে কৃষি হয়, তাহার নাম ক্ষেত্র, সাধারণ প্রচারার্থ ভূমিই তাহার সীমা, সাধারণ প্রচার ভূমিরও সীমা বন, সেই বনের সীমা স্বরূপে পৰ্ব্বতসমূহ অবস্থিতি করিতেছে, সেই পৰ্ব্বত সমূহই আমাদের গতি ॥ ৩২ ॥ যে সকল মনুষ্য দ্বার বন্ধ প্রভৃতি দ্বারা আবৃত হইয়া অবস্থান করে এবং বাহারা গৃহ ও ক্ষেত্র প্রভৃতি নির্দিষ্ট সীমায় বিচরণ করিয়া থাকে, তাহাদের অপেক্ষা সচ্ছন্দচারিগণ অনেক সুখী ॥ ৩৩ ॥

এইরূপ শুনা গিয়া থাকে যে, এই সকল গিরিগণ কামরূপী এবং ইহারা সেই সেই রূপ ধারণ করিয়া, এই বনে নিজ নিজ সান্নিদেশে বিহার করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥ যে সকল কাননবাসিগণ, যখন এই সকল গিরিদেবতার নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকে, তখনই এই গিরিদেবগণও সিংহাদি রূপধারণ করিয়া, সেই অপরাধিগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥ সেই কারণে এই ইন্দ্রযজ্ঞকে অদ্য হইতে গিরিযজ্ঞ রূপে প্রবর্তিত করুন। মহেশ্বরের পুজায় আমাদের কি লাভ হইবে? গাভী ও শৈলগণই আমাদের দেবতা ॥ ৩৬ ॥ বিশ্রগণ মন্ত্রযজ্ঞ নিরত, কৃষকগণ সীতায়জ্ঞপর, আর অগ্নিবনাপ্রিত মাদৃশ গোপগণ গিরি ও গো-যজ্ঞশীল হইবে; ইহাতে আর সংশয় কি? ॥ ৩৭ ॥ সেই কারণে আপনারা বিবিধ উপহার লইয়া গোবর্দ্ধন শৈলের পূজা করুন এবং যথাবিধানে পবিত্র পশু হনন করিয়া তাহার পূজা করুন ॥ ৩৮ ॥ সকল ব্রহ্মেরই ছদ্মাদি সংগ্রহ করুন, কোন বিচার করিবেন না। এবং সেই ছদ্মাদি দ্বারা বিশ্র ও যাচকগণকে উত্তমরূপে ভোজন করুন ॥ ৩৯ ॥ গোবর্দ্ধনের পূজা ও হোম কৃত হইলে এবং ব্রাহ্মণ ভোজনের পর গোপগণ শরৎকালীন পুষ্পের দ্বারা সজ্জিত হইয়া যথেষ্ট বিচরণ করুক ॥ ৪০ ॥ হে গোপগণ! এই আমার মত, যদি আপনারা সকলে সম্প্রতি আদর করেন, তাহা হইলে, গোবর্দ্ধন পৰ্ব্বতের গাভীগণের এবং আমার বড়ই প্রীতি হয় ॥ ৪১ ॥

হে বিশ্র! নন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ তাঁহার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রীত্যংকুলমুখে, 'সাপু সাধু' এই বাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥ নন্দগোপ প্রভৃতি বলিলেন, হে বৎস! ভূমি যাহা বলিলে তাহা অতি শোভন, আমরা তাহাই করিব; গিরিযজ্ঞ, প্রবর্তিত হউক ॥ ৪৩ ॥

পরাম্বর কহিলেন,—অনন্তর ব্রজবাসিগণ সকলে কৃষ্ণের কথাহুসারে গিরিয়জ্ঞ আরম্ভ করিলেন এবং দধি, পায়স ও মাংসাদির দ্বারা শৈলবলি প্রদান করিলেন ॥ ৪৪ ॥ এবং কৃষ্ণ যে প্রকার বলিয়াছিলেন, তদনুসারে, তাঁহারা শত সহস্র ব্রাহ্মণ ও অন্ত্যাত্ম অভ্যাগতগণকে যথেষ্ট ভোজন করাইলেন ॥ ৪৫ ॥ অনন্তর অর্চিত গাভিগণ এবং সজল জলধরের দ্বারা গর্জনকারি বৃষভগণও সেই শৈলকে প্রদক্ষিণ করিল ॥ ৪৬ ॥ হে দ্বিজ ! গিরির শিখরদেশেও কৃষ্ণ, “আমিই শৈল” এই বলিয়া এক বিচিত্রমূর্তি ধারণ করিয়া, গোপশ্রেষ্ঠগণের প্রদত্ত অন্নভোজন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ কৃষ্ণ, অন্তরূপ বিশিষ্ট স্বকীয় সেই দ্বিতীয় তরুকে, গোপগণের সহিত শিখরে আরোহণ করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥ অনন্তর গোপগণ বর লাভ করিলে পর সেই গিরিদেব অন্তর্হিত হইলেন । তৎপরে গোপগণও গিরি-মহোৎসব সমাপন করিয়া পুনর্বার গোষ্ঠে প্রত্যাগত হইলেন ॥ ৪৯ ॥

দশম অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## একাদশ অধ্যায় ।

পরাম্বর কহিলেন । হে মৈত্রেয় ! অনন্তর এই প্রকার স্বকীয় মহোৎসব প্রতিষ্ঠিত হইলে ইন্দ্র অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া সংবর্জক নামক মেঘগণকে বলিতে লাগিলেন যে ভো ভো মেঘগণ ! আমি আদেশ করিতেছি, আমার বাক্যশ্রবণ কর । আমি যাহা বলিব, তাহা আমার আজ্ঞার পরে বিচার না করিয়াই সম্পাদন কর ॥ ১১২ ॥ সুদুর্ভরুদ্ভি পাপাত্মা নন্দগোপ, কৃষ্ণা-শ্রয়রূপ বলে গর্জিত হইয়া, অন্যান্য গোপগণের সহিত মিলিয়া, আমার উৎসব-ভঙ্গ করিয়াছে ॥ ৩ ॥ যাহা সেই নন্দগোপাদির জীবিকা এবং যাহা তাহাদের গোপত্বেরই কারণ, আমার বচনানুসারে সেই গাভিগণকে বৃষ্টি ও বায়ু দ্বারা পীড়িত কর ॥ ৪ ॥ আমি পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় ঐরাবতে আরোহণ করিয়া, বারি পরিত্যাগ কালে ভোমাদের সাহায্য করিব ॥ ৫ ॥

হে দ্বিজ ! ইন্দ্রকর্ক এইরূপে আজ্ঞাপ্তমেঘগণ গো-গণের বিনাশের জন্য



অতিভয়ানক বায়ু ও বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৬ ॥ হে মহামুনে ! অনন্তর ক্ষণকালের মধ্যেই সেই মেঘনির্ম্মুক্ত ধায়ামহাসারবর্ষণে ধরণী, গগন ও দিক্ সকল একাকার হইয়া গেল ॥ ৭ ॥ মেঘসমূহ বিচ্যুতভাঙ্গন কক্ষাঘাত দ্বারা যেন ত্রস্ত হইয়া গর্জ্জন দ্বারা দিক্‌সমূহকে আপুরিত করিয়া নিবিড়ধারাসারবর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥ নিরন্তর বর্ষণশীল মেঘ সমূহের দ্বারা লোক অন্ধকারময় হইল এবং উর্দ্ধ, অধঃ ও তির্ধ্যক্ সমস্তদিকেই জগৎ জলময় হইয়া উঠিল ॥ ৯ ॥ গো-গণ বেগে পতিত সেই বর্ষণবাতের দ্বারা কটি, উরু এবং গ্রীবা অবসন্ন হওয়ার ক্షিপিত কলেবরে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল ॥ ১০ ॥ হে মুনে ! কতকগুলি গোকৃৎ বৎস-গণকে ক্রোড়ে আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল এবং অপরাগণি বারিসঙ্কয়ের দ্বারা বিবৎসা হইল ॥ ১১ ॥ দীনবদন বৎসগণের গ্রীবা, বায়ুতে কাঁপিতে লাগিল আর তাহারা যেন কাতর হইয়া কৃষ্ণকে 'ত্রাহি ত্রাহি' এই কথা বলিতে লাগিল ॥ ১২ ॥

হে মৈত্রেয় ! তখন গো, গোপী ও গোপ পরিবৃত সেই গোকুলকে অতি-শয় ব্যথিত দর্শন করিয়া হরি চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ বজ্রভঙ্গ-নিবন্ধন শত্রুভাবে ইন্দ্রই একাধা করিতেছে, যাহা হউক, এক্ষণে এই সমস্ত গোষ্ঠকে আমার রক্ষা করিতে হইতেছে ॥ ১৪ ॥ আমি ধৈর্য্য সহ-কারে এই শিলাময় পর্ব্বতকে উৎপাটন করিয়া গোষ্ঠের উপরে বৃহৎ ছত্রের আশ্রয় ধারণ করি ॥ ১৫ ॥

পরশর ক্রহিলেন,—এইরূপ কল্পনা করিয়া কৃষ্ণ, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে উৎপাটন করতঃ এক হস্তের দ্বারাই অবলীলাক্রমে ধারণ করিলেন ॥ ১৬ ॥ এবং পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া জগন্নাথ, গোপগণকে বলিলেন, তোমরা নীচ্র গিরিমূলগর্ভে প্রবেশ কর, আমি বর্ষা নিবারণ করিতেছি ॥ ১৭ ॥ তোমরা নির্ভয়ে এখানে নির্ক্ষান্তপ্রদেশে প্রবেশ করিয়া, নিস্তরুভাবে অবস্থান কর, পর্ব্বত পড়িবার ভয় করিও না ॥ ১৮ ॥ কৃষ্ণ এই কথা বলিলে, বারিধারা-পীড়িত গোপ ও গোপীগণ শকটারোপিত ভাণ্ড ও গোদন সমভিব্যাহারে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ১৯ ॥ কৃষ্ণও ব্রজবাসিগণকর্তৃক হর্ষবিশ্মিত-নেত্রে নিরীক্ষিত হইয়া, নিশ্চলভাবে সেই পর্ব্বত ধারণ করিয়া রহিলেন ॥ ২০ ॥

জুই ও প্রীতিবিস্তারিতনেত্রে গোপ ও গোপীজন কর্তৃক সংস্কারমান-চরিত কৃষ্ণ শৈলধারণ করিয়া রহিলেন ॥ ২১ ॥

হে বিপ্র! গোপগণের বিনাশকরণে সমর্থ মহামেঘসমূহ, ইন্দ্রকর্তৃক প্রেরিত হইয়া, সপ্তরাত্রি নন্দগোকুলে বর্ষণ করিয়াছিল ॥ ২২ ॥ কৃষ্ণ শৈলধারণ করিয়া গোকুল রক্ষা করিলে, মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ-ইন্দ্র, সেই মেঘসমূহকে নিবারণ করিলেন ॥ ২৩ ॥ আকাশ মেঘরহিত হওয়ার ইন্দ্রের বাক্য মিথ্যা হইলে সমস্ত গোকুলবাসী তথা হইতে নিজ্জানিত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যগমন করিল ॥ ২৪ ॥ কৃষ্ণও বিন্মিতমুখে সেই ব্রজবাসীগণকর্তৃক দৃষ্ট হইয়া, গোবর্দ্ধনপর্কতকে তখন যথা স্থানে স্থাপন করিলেন ॥ ২৫ ॥

একাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## দ্বাদশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন শৈলধারণ করিয়া গোকুলকে রক্ষা করিলেন দেখিয়া, ইন্দ্র তাঁহার দর্শনে অভিলাষী হইলেন ॥ ১ ॥ শত্রুগণের জয়কারী ত্রিদশেশ্বর ইন্দ্র, মহাগজে আরোহণপূর্বক গোবর্দ্ধন পর্কতে আগমন করিয়া কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২ ॥ ইন্দ্র দেখিলেন, যিনি জগতের রক্ষাকর্তা, সেই কৃষ্ণই গোপবপুঃ ধারণপূর্বক গোপকুমারগণে বেষ্টিত হইয়া মহাপ্রভাবে গাভী সকলকে বিচরণ করাইতেছেন ॥ ৩ ॥ হে ষিঙ্গ! তিনি আরও দেখিলেন যে, পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড় অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিয়া পক্ষদ্বারা ভগবান্ হরির মন্তকে ছায়া প্রদান করিতেছেন ॥ ৪ ॥ তখন দেবরাজ, হস্তিশ্রেষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া নিজ্জন্মে মধু সূদনকে প্রীতিবিস্তারিতনেত্রে ঈষৎ হাস্যপূর্বক কহিলেন ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! আমি যে কারণে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। হে মহাভাগ! এ বিষয়ে আপনি অন্যথা চিন্তা করিবেন না ॥ ৬ ॥ হে পরমেশ্বর! অধিলাধারণরূপ আপনি এই পৃথিবীর ভারহরণের জন্য পৃথিবীভূলে অবতীর্ণ হইয়াছেন; ইহার সন্দেহ

নাই ॥ ৭ ॥ আমি বজ্রভঙ্গপ্রযুক্ত বিরোধের বশবর্তী হইয়াই, যে সকল মেঘকে গো-কুলনাশার্থে আদেশ করিয়াছিলাম, তাহারাই ঐপ্রকার ক্রোধপ্রদান করিয়াছে ॥ ৮ ॥ হে তাত! আপনি গোবর্জন পর্ত্ত উৎপাটন করিয়া গো সকলকে রক্ষা করিয়াছেন, আপনায় এই অদ্ভুত কৰ্ম্মে আমি পরিতোষলাভ করিয়াছি ॥ ৯ ॥ হে কৃষ্ণ! আমি বোধকরি, আপনি যে হস্তে এই অদ্বিজেষ্টধারণ করিয়াছেন, ইহা দ্বারাও দেবগণের প্রয়োজনই সাধন করিয়াছেন ॥ ১০ ॥ হে কৃষ্ণ! আমি গোগণের বাক্যানুসারে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি । আপনি এই গোগণকেই গোবর্জন ধারণপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছেন ॥ ১১ ॥ এক্ষণে আমি গোগণেরই প্রেরণায় আপনাকে উপেক্ষাযে বরণ করিব । আপনি গোগণের ইন্দ্র, স্তবরাং আপনার “গোবিন্দ” এই নাম রছিল ॥ ১২ ॥ অনন্তর ইন্দ্র, স্বীয় বাহন ঐরাবত হইতে ঘণ্টা লইয়া তাহাতে পবিত্রজল পূরণ করতঃ তদ্বারা কৃষ্ণের অভিষেক করিলেন ॥ ১৩ ॥ কৃষ্ণের অভিষেক কালে গাভী সকল স্তনকরিতহস্তের দ্বারা বসুন্ধরাকে আর্দ্র করিয়া ফেলিল ॥ ১৪ ॥ গোগণের বাক্যানুসারে ইন্দ্র কৃষ্ণকে অভিষেক করিয়া পুনর্বার প্রীতি ও বিনয়ের সহিত কৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন যে, “হে মহাতাগ! গোগণের বাক্য পূর্ণ করিলাম, এক্ষণে আরও কিছু বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন । হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! পৃথিবীর ভারহরণের জন্য আমার অংশ, পৃথার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার নাম অর্জুন; তাহাকে আপনি সর্জনা রক্ষা করিবেন । হে মধুসূদন! আপনার ভূভারহরণরূপকার্য্যে অর্জুন সাহায্য করিবে, অতএব আপনি তাহাকে একৌষ শরীরের ন্যায় রক্ষা করিবেন ॥ ১৫ - ১৮ ॥

অনন্তর ভগবান্ কহিলেন,—ভারতবংশে আপনার পুত্র অর্জুন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, একথা আমি অবগত আছি । আমি যতদিন পৃথিবীতে অবস্থান করিব, ততদিন তাঁহাকে পালন করিব ॥ ১৯ ॥ হে অরিন্দম শত্রু! আমি যত দিন পৃথিবীতে থাকিব, তত দিন পৃথিবীতে অর্জুনকে কেহই জয় করিতে পারিবে না ॥ ২০ ॥ হেদেবেজ্র! কংস অরিষ্ট কুবলয়াপীড় কেশী নরক প্রভৃতি অন্যান্য মহাবাহু অসুরগণ নিহত হইলে পর, একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, সেই যুদ্ধেই আমি ভূভার অবতারণ করিব, ইহা আপনি

জাহ্নন ॥ ২১।২২ ॥ আপনি গমন করুন, পুত্রের অকুশল চিন্তা করিয়া আপনি সম্ভাপ করিবেন না। আমি থাকিতে কোন ব্যক্তিই অর্জুনের শত্রুতা করিয়া সিদ্ধকাম হইতে পারিবে না ॥ ২৩ ॥ আমি অর্জুনেরই অহুরোধে ভারতযুদ্ধ নিবৃত্ত হইয়া গেলে, যুধিষ্ঠির ঐভূতি সকল পাণ্ডবকেই অক্ষত শরীরে কুস্তির নিকট অর্পণ করিব ॥ ২৪ ॥

পরাম্বর কহিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর, দেবরাজ জনার্দনকে আলিঙ্গন করিয়া, ঐরাবত হস্তিতে আরোহণপূর্বক পুনর্বীর স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ২৫ ॥ অনন্তর কৃষ্ণও গোপীগণের দৃষ্টিপাতে পবিত্রপথ আশ্রয় করিয়া গোপাল ও গাভীগণের সহিত পুনর্বীর ব্রজে আগমন করিলেন ॥ ২৬ ॥

ষোড়শ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

পরাম্বর কহিলেন,—ইন্দ্র গমন করিলে পর, গোপালগণ কৃষ্ণকে বিনা ক্লেশে গোবর্দ্ধন পর্বত ধারণ করিতে দেখিয়া, তাঁহাকে প্রীতি সহকারে কহিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ হে মহাবাহো! অদ্য আপনি আমাদেরকে ও গোপগণকে এই পর্বত ধারণ করিয়া, মহাভয় হইতে রক্ষা করিলেন ॥ ২ ॥ আপনার এই অতুলনীয় বালক্ৰীড়া, অথচ নিমিত্ত গোকুলে জন্ম, আবার এইপ্রকার দিব্য কৰ্ম্ম এ সকল কি? হে তাত! তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন ॥ ৩ ॥ আপনি কালিয়কে দমন করিয়াছেন ও প্রলম্বাসুরকেও বিনাশ করিয়াছেন, আবার অদ্য এই গোবর্দ্ধন পর্বত ধারণ করিলেন। আপনার এই সকল বিচিত্র কৰ্ম্ম অবলোকন করিয়া আমাদের অন্তঃকরণ শঙ্কিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ হে অমিতবিক্রম! আমরা হরিপাদ উদ্দেশে সভ্য সভ্যই শপথপূর্বক বলিতেছি যে, আমরা আপনার এপ্রকার বীর্য অবলোকন করিয়া, আপনাকে মনুষ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিতেছি না ॥ ৫ ॥ হে কেশব! এই ব্রহ্মের কি স্ত্রী, কি কুমার, সকলেই আপনার উপর প্রীত হইয়াছে। আপনি যে কৰ্ম্ম করিয়াছেন, সমুদায় দেবগণও একত্রিত হইলে একক

করিতে পারেন না ॥ ৬ ॥ হে আমোদস্বপ্ন কৃষ্ণ ! আপনার এই প্রকার বাগ্ধে, এই অতিবীৰ্য্য ও আমাদের ন্যায় নীচগণের কূলে জন্ম, এসকল বিষয় যতই চিন্তা করিতেছি, ততই আমরা শঙ্কান্বিত হইতেছি ॥ ৭ ॥ আপনি দেবই হউন বা মানব হউন কিংবা যক্ষ অথবা গন্ধৰ্ব্বই হউন, আমাদেরি তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন কি ? আপনি আমাদের বান্ধব আমরা আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

পরশর কহিলেন,—হে মহামুনে ! সেই সকল গোপগণ এই প্রকার বলিলে পর, কৃষ্ণও অণকাল নীরব থাকিয়া, পরে প্রণয়কোপ সহকারে ক্রুদ্ধ বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে গোপগণ ! আমার সহিত এবশ্প্রকার সম্বন্ধে যদি তোমরা লজ্জিত না হও এবং আমার প্রতি যদি তোমরা শ্লাঘা করিয়া থাক, তবে তোমাদের এ বিচারে কি প্রয়োজন ? ॥ ১০ ॥ আমার প্রতি যদি তোমাদের প্রীতি থাকে এবং আমি যদি তোমাদের শ্লাঘ্য হই, তবে তোমরা আমার প্রতি আশ্রয়কর ন্যায় বুদ্ধি কর ; কোন প্রকার অন্যথা ভাবিও না ॥ ১১ ॥ আমি দেব, গন্ধৰ্ব্ব, যক্ষ বা দানব নহি, আমি তোমাদের বান্ধবরূপেই জন্মিয়াছি ; তোমরা অন্যপ্রকার চিন্তা করিও না ॥ ১২ ॥

পরশর কহিলেন,—হে মহাত্মা ! ভগবান্ প্রণয়কোপ-সহকারে এই প্রকার বাক্য বলিলে পর, সেই গোপগণ মৌনাবলম্বন পূর্বক বনে গমন করিলেন ॥ ১৩ ॥

অনন্তর কৃষ্ণ, নির্মল আকাশ, শরচ্ছত্রের চন্দ্রিকা, মৌরন্ততরে দিহু-সমূহের আমোদবর্দ্ধিনী ফুল কুমুদিনী ও মধুকর-গুঞ্জিত মনোরম বনরাজি অবলোকন করিয়া, গোপীগণের সহিত রত্নির নিমিত্ত অভিলাষী হইলেন ॥ ১৪ । ১৫ ॥ তখন কৃষ্ণ, বলভদ্রের সহিত অতি অব্যক্ত অথচ মধুর পদবিন্যাস করতঃ গান করিতে আরম্ভ করিলেন । ঐ গীত অতীব মধুর ও বনিতাপ্রিয় এবং ঐ গানে নানা তন্ত্রীধরের সুন্দর সংমিশ্রণ হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥ অনন্তর সেই মনোহর গীতধ্বনি শ্রবণ করিয়া, গোপীগণ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যেখানে মধুসূদন বিরাজমান, সেই স্থানে আগমন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১৭ ॥ কোন গোপী, সেই পানের লয়াসুন্দারে শটনঃ

শনৈঃ গান করিতে লাগিল। কেহ বা তাহাতেই অবধান করতঃ মনে মনে কৃষ্ণকেই স্মরণ করিতে লাগিল ॥ ১৮ ॥ কোন গোপী, বারংবার কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! এই বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে লজ্জিতা হইল। আবার কোন প্রেমী গোপী, লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের পার্শ্বে উপস্থিত হইল ॥ ১৯ ॥ কোন গোপী, বহির্ভাগে অবস্থিত গুরুজনকে দেখিয়া গৃহের মধ্যেই অবস্থান করতঃ নিমীলিতলোচনে তন্ময়ভাবে গোবিন্দকে চিন্তা করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥ অন্য কোন গোপকন্যা নিরুচ্ছ্বাসভাবে পরব্রহ্মরূপী জগৎকারণ কৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে মোক্ষপ্রাপ্ত হইল, তাহার মোক্ষের প্রতি দুইটী কারণ উপস্থিত হইয়াছিল ; এক—ভগবানের চিন্তাজনিত বিপুল আনন্দভোগে তাহার অশেষ পুণ্য ক্ষীণ হয়, দ্বিতীয়—ভগবানের অপ্রাপ্তি নিবন্ধন মহা দুঃখ ভোগে তাহার সকল পাপ ক্ষীণ হয় \* ॥ ২১।২২ ॥ অনন্তর রাসক্রীড়ার স্ত্রে উৎসুক কৃষ্ণ, গোপীগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া সেই শরচ্চন্দ্রমনোহরা রজনীকে বহুমানিত্ত করিলেন ॥ ২৩ ॥ অনন্তর ভগবান্ স্থানান্তরে গমন করিলে গোপীগণও কৃষ্ণচেষ্টারই অধীনশরীর হইয়া বৃন্দাবনের মধ্যেই বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥ তখন তাহারা কৃষ্ণের প্রতি ঘোর আসক্তচিত্ত হইয়া পরস্পর বলিতে আরম্ভ করিল। কোন গোপী বলিল, “আমিই কৃষ্ণ, আমার মনোহর গতি তোমরা অবলোন কর”। অল্প আর এক গোপী কহিতে লাগিল, “আমিই কৃষ্ণ” আমার মনোহর গীতি তোমরা শ্রবণ কর ॥ ২৫ ॥ কোন গোপী তন্ময়ভাবে বাহু আক্ষেপিত করতঃ “আমি কৃষ্ণ ! অরে দুষ্ট কালিয় ! তুই স্থির হ” এই প্রকার বলিয়া কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥ অপরা কোন গোপী বলিতে লাগিল যে, “অহে গোপগণ ! তোমরা শঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান কর , তোমাদের বৃষ্টিভয় আর থাকিতেছে না, আমি এই গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছি” ॥ ২৭ ॥ কৃষ্ণ-

\* ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে, পাপ ও পুণ্য উভয়ই নষ্ট না হইলে মোক্ষ হয় না, অথচ এই উভয়ের ভোগ না হইলে বিনাশ হয় না। সুখভোগ হইলে তৎকারণ পুণ্যক্ষীণ হয়, আর দুঃখভোগ হইলে দুঃখকারণ পাপ নষ্ট হয়। এই গোপীরও কৃষ্ণচিন্তারূপ অনন্ত সুখ ভোগ হওয়াতে তৎকারণ পুণ্য ক্ষীণ হয় ও ভগবানের অপ্রাপ্তি নিবন্ধন দারুণ দুঃখ ভোগে পূর্বসঞ্চিত অত্যাশ্রিত পাপও নষ্ট হয়, সুতরাং সংসারস্থিতির কারণ পাপ ও পুণ্য বিনাশ প্রাপ্ত হইল বলিয়া গোপী মোক্ষ ( সুখদুঃখসাহিত্য ) প্রাপ্ত হইল।

লীলাসুকারিণী অস্ত্র কোন গোপী বলিতে লাগিল যে, “হে বহুগুণ ! তোমরা যথেষ্টদূর বিচরণ কর, আমি এই ধেনুকাসুরকে নিধন করিয়াছি ॥ ২৮ ॥ এই প্রকার নানারূপ কৃষ্ণচেষ্টাতে ব্যগ্র গোপীগণ সকলে মিলিত হইয়া রম্য বৃন্দাবন মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥ কোন গোপবরাদনা পুলকাক্ষিত-সর্ষাদ্রী হইয়া, নরনোৎপল বিকাশ করতঃ ভূমির দিকে অবলোকনপূর্বক বলিতে লাগিল যে, “হে সখি ! এই দেখ, লীলাগঙ্ঘতগামী কৃষ্ণের ধ্বজবজ্রকুশাক্ষিত এই সকল পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ আরও দেখ, কৃষ্ণের সহিত কোন পুণ্যবতী রমণী মদালসভাবে গমন করিয়াছে, তাহার এই সকল নিবিড় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে ॥ ৩২ ॥ সখি ! এই স্থানে মহাত্মা দামোদর উচ্চ হইয়া পুষ্প চয়ন করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই ! কারণ এই সকল স্থানে তাহার পদের অগ্রভাগই চিহ্নিত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥ পূর্বজন্মে যে ভাগ্যবতী, পুষ্পের দ্বারা সর্ষাদ্রী ভগবান্ বিষ্ণুর অভ্যর্থনা করিয়াছিল, ভগবান্ কৃষ্ণ এখানে সুবসিরা তাহাকে পুষ্পের দ্বারা সাজাইয়াছেন ; এই তাহার চিহ্ন দেখ ॥ ৩৪ ॥ এই দেখ, এই পথ অবলম্বন করিয়া, নন্দগোপসুত সেই পুষ্পবন্ধনরূপ সন্ধান লাভে মানময়ী রমণীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥ সখি ! এই স্থানে কৃষ্ণপদচিহ্নের পাছে আর এক জন নারীর পদচিহ্ন ? দেখিয়া বোধ হইতেছে, এই নারী নিতম্বভারে মস্তুরগমনা, সূতরাং অমুগমনে অসমর্থ ! হইলেও গন্তব্য স্থানে ক্রতগমন করিয়াছে ; কারণ ইহার পদের অগ্রভাগের স্থিতিচিহ্ন নিম্ন বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ৩৬ ॥ সখি ! এই স্থান দিয়া কৃষ্ণ, তাহার অগ্রহস্ত নিজ হস্তে ধারণপূর্বক লইয়া গিয়াছেন, কারণ উক্ত রমণীর পদবিন্যাস অনায়াস ভাবেই হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে ॥ ৩৭ ॥ আহা এখানে কোন রমণী ধূর্তের কর-স্পর্শ মাত্রেই পরিত্যক্তা হইয়াছে ; কারণ নিরাশায় মন্দগামিনী সেই রমণীর পদচিহ্ন এইস্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥ এইস্থলে কৃষ্ণ কোন গোপীকে, ‘তুমি এখানে অবস্থিতি কর, এই স্থানে এক জন অসুর বাস করে, আমি তাহাকে হনন করিয়া সত্ত্বর তোমার নিকট আগমন করিতেছি ? এই প্রকার কোন বাক্য বলিয়া প্রস্থান করিয়াছেন, কৃষ্ণের শীঘ্রও নির্গ

পদপংক্তি দেখিয়া এই প্রকার বোধ হইতেছে ॥ ৩৯ ॥ কৃষ্ণ, এই স্থান হইতেই গহন বনে প্রবেশ করিয়াছেন ; তাঁহার পদচিহ্ন ত আর লক্ষিত হইতেছেন, তোমরা নিবৃত্ত হও, এখানে আর চক্ষুরিণ প্রবেশ করিতেছেন না” ॥ ৪০ ॥ তখন এই প্রকারে গোপী, কৃষ্ণ দর্শনে নিরাশ হইয়া যমুনাতীরে আগমনপূর্ব্বক কৃষ্ণচরিত্র গান করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪১ ॥ অনন্তর গোপীগণ ত্রৈলোক্যের রক্ষা কর্তা অক্লিষ্টকর্ম্মা বিকশিত-মুখপঙ্কজ কৃষ্ণকে আগমন করিতে দেখিল ॥ ৪২ ॥ তখন কোন গোপী, তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া, অতিশয় হর্ষযুক্ত মানসে কেবল কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! এই প্রকারই বলিতে লাগিল ; তাহার মুখ হইতে অন্য কোন বাক্য উচ্চারিত হইল না ॥ ৪৩ ॥ কোন গোপী, কৃষ্ণকে অবলোকন করতঃ ললাটললক ক্রান্তমূর করিয়া নেত্ররূপ মধুরদ্বয় দ্বারা কৃষ্ণের মুখপঙ্কজে মধু-পান করিতে লাগিল ॥ ৪৪ ॥ কোন গোপী গোবিন্দকে বিলোকন করিয়া, পরে নিম্নলিখিতলোচনে কৃষ্ণরূপ ধ্যান করতঃ যোগিনীর ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥ অনন্তর মাধব, কোন গোপীকে মধুরালাপ দ্বারা, কাহীকেও ক্রান্তমূর দ্বারা, কাহাকেও বা কল্পস্পর্শ দ্বারা অমুগম করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥ তখন সেই সকল প্রসন্নচিত্ত গোপীগণের সহিত উদার-চরিত কৃষ্ণ, সাদরে রাসগোষ্ঠী নির্মাণ করতঃ ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪৭ ॥ কিন্তু তখন সকল গোপীই কৃষ্ণ-পার্শ্ব পরিত্যাগ না করিয়া সেই কৃষ্ণের নিকটেই এক স্থানে স্থির ভাবে, অবস্থান করাতে রাসোচিত মণ্ডলবদ্ধ হইয়া উঠিল না ॥ ৪৮ ॥ তখন হরি, নিজকল্পস্পর্শে নিম্নলিখিত-নয়না এক একটী গোপীকে হস্তধারণ করিয়া রাসমণ্ডলী রচনা করিলেন ॥ ৪৯ ॥ অনন্তর রাসক্রীড়া আরম্ভ হইল। এই রাসে গোপীগণের চঞ্চলবলয়শব্দ অতি মধুরভাবে শ্রুত হইল এবং গোপীগণ অল্পক্ৰমে শরদ্বর্নরূপ কাব্যগীতি গান করিতে লাগিল ॥ ৫০ ॥ তখন কৃষ্ণ, শরচ্ছত্র, কোমুদী ও কুমুদসরোবর লক্ষ্য করিয়া গান করিতে লাগিলেন ; কিন্তু গোপীগণ এক কৃষ্ণনামই বার বার গান করিতে লাগিল ॥ ৫১ ॥ অনন্তর কোন গোপী, পরিবর্তন জাত-শ্রেমে চঞ্চলবলয় শব্দশালিনী স্বীয় বাহুল্যতা মধুসূদনের স্বন্ধে অর্পণ করিল ॥ ৫২ ॥ গীতস্তুতিচ্ছলে নিপুণ কোন গোপী বাহু প্রসারণ করতঃ আলিঙ্গন



পূর্বক মধুসূদনকে চুম্বন করিল ॥ ৫২ ॥ হরির ভূজহস্ত, কোন গোপী-  
কপোল-সংসর্গপ্রাপ্ত হইয়া পূলকোদগমরূপ শস্যোৎপত্তির কারণ  
স্বৈদরূপ কুটির জনক মেঘরূপতা প্রাপ্ত হইল, অর্থাৎ ভগবানের হস্তদ্বয়ে  
স্বৈদোদগম হইল এবং গোপীরও কপোল দেশ প্লবিত হইল, ইহাতে  
উভয়ের অমুরাশাতিশয় বিবৃত হইল ॥ ৫৩ ॥ কৃষ্ণ, অতি উচ্চস্বরে যখন  
রাসযোগ্য গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন গোপীগণও তদ্রূপে দ্বিগুণ-  
স্বরে 'সাধু' সাধু কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! এই গানই করিতে লাগিল ॥ ৫৪ ॥ কৃষ্ণ গমন  
করিলে, গোপীগণ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল, তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইলে  
তাহারা সম্মুখে আগমন করিতে লাগিল। এইরূপে গোপাস্ত্রনাগণ অমূল্য  
ও প্রতিলোম গতি দ্বারা হরিকে ভজনা করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫৫ ॥  
মধুসূদন, গোপীগণের সহিত এমনি ভাবে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার  
কণমাঞ্জ বিরহকে তাহার কোটি বৎসরের জ্ঞায় বিবেচনা করিতে লাগিল ॥ ৫৬ ॥  
পিতা, ভ্রাতা ও পতিগণ কর্তৃক নিবারিত হইয়াও রাজ্যে রতিপ্রিয় গোপীগণ  
কৃষ্ণের সহিত রমণ করিতে লাগিল ॥ ৫৭ ॥ সেই অশুভবিনাশী অমে-  
য়াসী মধুসূদনও স্বকীয় কৈশোরক বয়ঃক্রমকে সম্মানিত করতঃ সেই  
সকল রজনীতে তাহাদিগের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮ ॥  
ভগবান্ কৃষ্ণ সেই সকল গোপীর ভর্তৃসমূহে, গোপীগণে এবং সর্বভূতেই  
আত্মস্বরূপ বায়ুর ন্যায় ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিলেন এবং আছেন; তিনি  
ঈশ্বর ॥ ৬০ ॥ যেমন সর্বভূতসমূহে আকাশ, অগ্নি, পৃথিবী, জল ও বায়ু  
ব্যাপকভাবে অবস্থান করিতেছে, তিনিও সেই প্রকার সকল পদার্থকেই  
ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৬১ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## চতুর্দশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—একদিবস সম্ভাবসান সময়ে, জনার্দন রাসকীড়ায় আসক্ত আছেন, এমন অবস্থায় অরিষ্টনামে এক বৃষভাকৃতি অশুর মত্ত হইয়া গোষ্ঠের জাস উৎপাদন করতঃ উপস্থিত হইল ॥ ১ ॥ ঐ অরিষ্টের কান্তি সজল-জলধরের জায় নিবিড়-কৃষ্ণবর্ণ; তাহার শৃঙ্গ ভীক্ৰ ও লোচন সূর্যের জায় দেদীপ্যমান। ঐ অশুর সুরাধ-ক্ষেপদ্বারা বসুধাতলকে অতিশয় বিদারিত করিতেছিল ॥ ২ ॥ অরিষ্টাশুর জিহ্বার দ্বারা স্বকীয় গুষ্ঠদ্বয় সনিপেষে লেহন করিতেছিল; কোপে তাহার লাজুল উন্নত ছিল এবং তাহার পাত্ৰবন্ধন অতিশয় কঠিনবদ্ধ ছিল ॥ ৩ ॥ তাহার ককুদ উন্নত ও মাংসল; এবং সে, একরূপ উচ্চ, যে তাহাকে অতিক্রম করা যায় না; গো সকলের উৎসেপ-কারী সেই অশুরের পৃষ্ঠদেশ বিষ্ঠা ও মূত্রে লিপ্ত ছিল ॥ ৪ ॥ সেই বৃষভরূপ-ধারী দৈত্য, গাভীগণের গর্ভগাত করতঃ এবং তাপসগণকে বিনষ্ট করিয়া সর্বদাই বনমধ্যে বিচরণ করিত ॥ ৫ ॥ অনন্তর অতিযোরাশ সেই অশুরকে অবলোকনপূর্বক গোপ ও গোপত্নীগণ অতি ভয়ানকভাবে ‘কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!’ এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥ অনন্তর কৃষ্ণ, সিংহনাদপূর্বক হস্ততালি প্রদান করিলেন; অরিষ্টাশুরও সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া গোবিন্দের অভিমুখে উপস্থিত হইল ॥ ৭ ॥

অনন্তর ঐ ছটীয়া বৃষভরূপা দানব; শূঙ্গের অগ্রভাগ সম্মুখে করিয়া, কৃষ্ণের কুক্ৰিবেশ লক্ষ্য করতঃ তাহার প্রতি ধাবিত হইল ॥ ৮ ॥ মহাবলশালী কৃষ্ণ, বৃষভরূপী দৈত্যকে নিকটে আসিতে দেখিয়া, সেই স্থান হইতে চলিত হইলেন না, বরং অবজ্ঞার সহিত ঐষংহাস্য করিলেন ॥ ৯ ॥ অন-ন্তর মধুসূদন, নিকটাগত অশুরকে মকরাদি, যেমন অন্য কোন দুর্বল জীবকে ধারণ করে, সেইরূপ গ্রহণ করিলেন। তখন শৃঙ্গধারণপ্রযুক্ত অচল হইলে কৃষ্ণ স্বীয় জাহ্নুদ্বারা দুই অশুরের কুক্ৰিপ্রদেশে আঘাত করিলেন ॥ ১০ ॥ কৃষ্ণ, শৃঙ্গদ্বয় ধারণ করিয়া ঐ অশুরের দর্পসার বলকে বিনষ্ট করতঃ ক্লিন্ন বস্ত্রের ন্যায় তাহার কণ্ঠদেশ পাড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥ এবং তাহার একটি শৃঙ্গ উৎপাটন করত, তাহা দ্বারাই সেই অশুরকে তড়ি-না

করিতে লাগিলেন । তখন সেই মহাদৈত্য মুখ হইতে শোণিত বমন করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল ॥ ১২ ॥ জম্বিনামক অশুর হত হইলে য়েবগণ যে প্রকার ইচ্ছাকে স্তব করিয়াছিলেন, অরিষ্ট হত হইলে গোপগণও সেইরূপে জনাদিনের স্তব করিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## পঞ্চদশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—বৃষভাকার অরিষ্টাশুর ধেমুক ও প্রলম্বাশুর বধ, গোবর্ধন পর্বত ধারণ, কালিয়-নাগ দমন, উন্নত তরুদ্বয় ভঙ্গ, পুতনার বিনাশ ও যশোদা এবং দেবকীর পরস্পর সন্ততি পরিবর্তন,—এই সকল বৃত্তান্ত, নারদ, কংসের নিকট অমুক্রমে বর্ণন করিলেন ॥ ১—৩ ॥ সুহৃদ্রমতি কংসও এই সকল বাণ্য, দেবদর্শন-নারদের নিকট শ্রবণ করিয়া বসুদেবের প্রতি কুণিত হইল ॥ ৪ ॥ অনন্তর কংস যাদবগণের সন্তায় বসুদেবকে তিরস্কার করিয়া নিন্দা করিল এবং এক্ষণে কি করা কর্তব্য, তাহা চিন্তা করিতে লাগিল ॥ ৫ ॥ কংস চিন্তা করিতে লাগিল যে, এই স্রবালক রাম ও কৃষ্ণ, যতদিন পর্য্যন্ত না উত্তমরূপ বলশালী হইতে পারে, তাহার মধ্যে ইহাদিগকে বধ করা কর্তব্য ? কারণ দৃঢ়যৌবন উপস্থিত হইলে, ইহাদিগকে বিনাশ করিতে পারা যাইবে না ॥ ৬ ॥ এইখানে চানুর ও মৃষ্টিক নামে দুইজন মদীয় অশুর মহাবল পরাক্রান্ত ; আমি এই দুইজনের সহিত মল্লযুদ্ধ করাইয়া সেই রাম ও কৃষ্ণকে বধ করাইব ॥ ৭ ॥ ধনুর্ধ্বজনাংক এক মহাধৈর্যের হলে, সেই বালকদ্বয়কে ব্রজ হইতে আনয়ন করিয়া আমি সেইরূপ চেষ্টা করিব,—যাহাতে এই বালকদ্বয় মৃত্যুমুখে পতিত হয় ॥ ৮ ॥ আমি যদুপুত্রব শক্কেতনয় অকুরকে তাহাদের আনয়নের জন্য, গোকুলে প্রেরণ করিব ॥ ৯ ॥ এবং বৃন্দাবনচর কেশিনামক অশুরকে আদেশ করিব যে, সেই থানেই ঐ ব্যক্তি তাহাদিগকে বিনাশ করিবে । ঐ কেশীও মহাবলশালী ॥ ১০ ॥ অথবা কুবলয়াপাডনামক যে গজ আছে, ঐ গজই

আমার আদেশানুসারে এইখানেই ব্রজ হইতে সমাগত ঐ গোপবংশধারী বহুদেবসুতদ্বয়কে হনন করিবে । ১১ ॥

পঞ্চশর কহিলেন,—দৃষ্টান্তা বীর কংস, রাম ও অনার্দনকে বিনাশ করিতে কৃতমতি হইয়া, এই প্রকার আলোচনা করতঃ অক্রুরকে এই কথা বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ১২ ॥

কংস কহিল,—হে দানবপতে ! আমার প্রীতির জন্য আপনি এই বাক্যটি প্রতিপালন করুন। আপনি রথারোহণপূর্ব্বক এস্থান হইতে নন্দ গোকুলে গমন করুন ॥ ১৩ ॥ সেই নন্দগোকুলে আমাকে বিনাশ করিবার জন্য, বিষ্ণুর অংশে সমুৎপন্ন দুষ্ট বহুদেব-সুতদ্বয় বৃদ্ধি পাইতেছে ॥ ১৪ ॥ আমার এখানে আপনি চতুর্দশী তিথিতে ধর্ম্মযজ্ঞ হইবে, এই কারণে আপনি গোকুলে গমন করিয়া মল্লযুদ্ধের নিমিত্ত তাহাদিগকে আনয়ন করিবেন ॥ ১৫ ॥ মল্লযুদ্ধ-কুশল চানুর ও মুষ্টিক নামে আমার যে মল্লদ্বয় আছে, সেই মল্লদ্বয়ের সহিত ঐ বালকদ্বয়ের যুদ্ধ, সকল লোকে দেখিবে ॥ ১৬ ॥ কিংবা কুবলয়পীড় নামে, আমার যে এক মহাগজ আছে, সেই মহাগজই বহুদেবসুত পাণ্ডিত্য ঐ শিশুদ্বয়কে বিনাশ করিবে ॥ ১৭ ॥ এই বালকদ্বয়কে হনন করিয়া, পরে দ্রুম্যতি বহুদেব ও নন্দগোপকে হনন করিব এবং পশ্চাৎ এই দ্রুম্যতি পিতা উগ্র-সেনকেও বধ করিব ॥ ১৮ ॥ পরে আমার বধাভিলাষী দুষ্ট গোপগণের অধিলগোধান ও সমস্ত বিত্তহরণ করিব ॥ ১৯ ॥ হে দানবপতে ! আপনি ছাড়া আর যত বাদবগণ আছে, ইহারা সকলেই আমার প্রতি দোষদর্শী, সুতরাং পশ্চাৎ অহুক্রমে ইহাদেরও বধের জন্য আমি যত্ন করিব ॥ ২০ ॥ অনন্তর এই আমাদের নিজন্তক রাজ্য সকল, আপনার সহিত মিলিত হইয়া শাসন করিব। অতএব হে বীর ! আপনি আমার প্রীতির জন্য গমন করুন ॥ ২১ ॥ আপনি গোকুল গমন করিয়া গোপগণকে এই প্রকার বাক্যই বলিবেন, বাহাতে তাহারা মহিষ, যুত ও দধি প্রভৃতি উপহার্য্য বস্তু সমস্ত এখানে আনয়ন করে ॥ ২২ ॥

পরাশর কহিলেন,—হে দ্বিজ ! মহাভাগবত অক্রুর কংসের নিকট এই প্রকার আজ্ঞা লাভপূর্ব্বক কল্য কৃষ্ণকে দেখিতে পাইব, এই ভাবিয়া বড়ই আনন্দিত ও ত্বরান্বিত হইলেন ॥ ২৩ ॥ অনন্তর রাজাকে তাহাই হইবে

এই কথা বলিয়া সুন্দর রথে আরোহণ করতঃ মধুপ্রিয় অকুয় সেই মথুরাপুরী  
হইতে নিক্রান্ত হইলেন ॥ ২৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## ষোড়শ অধ্যায় ।

পরামর কহিলেন,—কৃষ্ণের নিধনাকাজ্ঞী বলশালী ও উদ্ধত কেশী নামক  
বীর বৃন্দাবনে উপস্থিত হইল ॥ ১ ॥ সেই কেশী বুরূক্ষেপ দ্বারা ভূপৃষ্ঠ খনন  
করিয়া কেশর-ক্ষেপে জলদজালকে কম্পিত করিয়া এবং গতি দ্বারা চন্দ্র  
ও সূর্য্যের পথকে আক্রমণ করিয়া, গোপগণের প্রতি উপদ্রব আরম্ভ  
করিল ॥ ২ ॥

অধরূপধারী সেই দৈত্যের হ্রেষিত শব্দে ভয়োদ্বিগ্ন গোপাল ও গোপী-  
গণ কৃষ্ণের শরণ লইল ॥ ৩ ॥ তখন তাহাদিগের ত্রাহি ত্রাহি এই বাক্য  
শ্রবণ করিয়া, গোবিন্দ, সকল জলধর গর্জ্জনের দ্বারা গভীর তাবে এই বাক্য  
বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে গোপালগণ ! তোমরা কেশির ভয় করিতেছ  
কেন ? তোমরা গোপজাতীয় হইয়াও অদ্য এবস্ত্রকার ভয়াতুরভাবে  
বীরবীর্য্যের বিলোপ করিতেছ কেন ? ॥ ৫ ॥ এই অন্ন-সার হ্রেষিত শব্দমাত্রেই  
গর্ভিতভাবে প্রকাশক, চঞ্চল হৃষ্ট অথ, কি করিতে পারিবে ? কারণ ইহাকে  
দৈত্যগণও সবলে আক্রমণপূর্ব্বক বহনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥  
অরে হৃষ্ট ! অধরূপধারিদৈত্য ! আগমন কর ! মহাদেব যেপ্রকার সূর্য্যের দন্ত  
উৎপাটন করিয়াছিলেন, এই আমি কৃষ্ণও তোর মুখ হইতে সেই প্রকারে  
সকল দন্ত উৎপাটন করিব ॥ ৭ ॥ গোবিন্দ এই কথা বলিয়া বাহুদ্বয়  
আক্ষেপিত করতঃ কেশির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ! তখন সেই দৈত্যও  
মুখব্যাদান করিয়া কৃষ্ণের প্রতি লক্ষ্য করতঃ অগ্রসর হইল ॥ ৮ ॥ তখন  
জনার্দন-স্বকীয় বাহু প্রসারণ করত সেই হৃষ্ট অশ্বের মুখে প্রবেশ করাইয়া  
দিলেন ॥ ৯ ॥ অনন্তর কেশির বদনমধ্যে প্রবিষ্ট, সেই কৃষ্ণবাহু কর্তৃক  
আহত, ভ্রম্র মেঘবৎসর দ্বারা, কেশির দন্ত সকল বদন হইতে পতিত হইতে

লাগিল ॥ ১০ ॥ হে বিজ ! উপত্তি সময়ে উপেক্ষিত ব্যাধি যেমন, বিনা-  
শের নিমিত্ত বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণের বাহুও কেশির দেহপ্রাপ্ত  
হইয়া বুদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ১১ ॥ অনন্তর ওষ্ঠদ্বয় বিপাতিত হইলে, সে  
কৃষ্ণের বমন করিতে লাগিল এবং তাহার শিথিল বন্ধন নয়নদ্বয়, স্বস্থান হইতে  
নিঃসৃত ও বিবৃত হইয়া পড়িল ॥ ১২ ॥ অনন্তর ঐ অস্থ পদদ্বারা ধরণীতে  
আঘাত করিতে লাগিল এবং একবার মূত্রত্যাগ করতঃ স্বৈর্দার্দ-শরীর হইয়া  
একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল ॥ ১৩ ॥ কৃষ্ণ-বাহুদ্বারা দ্বিধাতুত সেই  
মহাভয়ঙ্কর অস্ত্র, মুখব্যাদান করতঃ বজ্রপ্রহারে দ্বিধও বৃষ্ণের ন্যায় ভূমিতে  
পতিত হইল ॥ ১৪ ॥ কেশির সেই শরীর দ্বিধও হইয়া বিরাজিত হইল,  
তাহার এক এক খণ্ডে দুইটী চরণ পৃষ্ঠ ও পুচ্ছের অর্দ্ধভাগ এক এক কর্ণ  
নাসিকা ও নয়ন ছিল ॥ ১৫ ॥ কৃষ্ণ কেশীকে হনন করতঃ মুদিত গোপাল-  
গণে বেষ্টিত হইয়া পুনর্বার অকুটিল শরীর ধারণ পূর্বক হান্য করিতে  
করিতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ অনন্তর কেশী নিহত হইলে,  
বিস্মিত গোপ ও গোপীগণ, অমুরাগ-মনোহর ভাবে পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণকে  
স্তব করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥ কেশী নিহত হইয়াছে অবলোকন করিয়া,  
হর্ষনির্ভর-মানস নারদ, জলমধ্যে অন্তরিত ভাবে অবস্থান করতঃ বলিতে  
লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ হে জগন্নাথ ! হে অচ্যুত ! আপনার বিক্রম সাধু,  
অতি সাধু ! কারণ আপনি দেবতাগণের ক্রেশকর এই অস্ত্র কেশীকে অব-  
লীলা ক্রমে বিনাশ করিলেন ॥ ১৯ ॥ আমি মনুষ্য ও অশ্বের এই অন্যত্র  
অভূতপূর্ব মহাবুদ্ধ অবলোকন করিবার জন্য, যুদ্ধোৎসুকভাবে স্বর্গ হইতে  
এখানে আগমন করিয়াছি ॥ ২০ ॥ হে মধুসূদন ! আপনি এই অবতারে  
যে সকল সূন্দর কর্ম সম্পাদন করিয়াছেন, সেই সকল কর্মদ্বারা আমার  
এই বিস্মিত চিত্ত অতিশয় সন্তোষপ্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ২১ ॥ এই অস্থ যখন  
কেশর সমূহ কল্পিত করিয়া, হ্রেষারব করতঃ আকাশের দিকে অবলোকন  
করিত, তাহা দেখিয়া দেবগণ ও স্বয়ং ইন্দ্রও ভয় পাইতেন ॥ ২২ ॥ হে জনার্দন !  
আপনি এই দুষ্টাশ্বা কেশী নামক অস্ত্রকে বিনাশ করিলেন বলিয়া, অদ্য  
হইতে লোকে আপনি কেশব নামে বিখ্যাত হইবেন ॥ ২৩ ॥ হে কেশিনিসূদন !  
আপনার স্বস্তি হউক, আমি এইক্ষণে গমন করিতেছি, পরশ্ব দিবস কংসের

সহিত আপনার যুদ্ধ সময়ে, আমি পুনরায় আপনার সহিত মিলিত হইব ॥২৪॥  
 হে পৃথিবীধর ! উগ্রসেনস্বত সাহুচর কংস বিনিপাতিত হইলে, আপনি  
 পৃথিবীর ভায়াবতরণ করিবেন ॥ ২৫ ॥ হে জনাৰ্দ্দন ! সেই ভায়াবতার মঙ্গল  
 আপনার ইচ্ছায় সম্পন্ন, পৃথিবীপতিগণের নানাপ্রকার ও অশেষযুদ্ধ আমি  
 দর্শন করিব ॥ ২৬ ॥ গোবিন্দ ! সেই আমি এইক্ষেপে গমন করিতেছি, আপনি  
 দৈবগণের মহৎ কার্য্যসম্পাদন করিয়াছেন এবং এই কৰ্ম্মের দ্বারা দেবগণ  
 আপনা কর্তৃক সংকৃত হইয়াছেন ? আপনার মঙ্গল হউক, আমি গমন করি ॥২৭॥

পরাক্ষর কহিলেন, নারদ গমন করিলে পর, গোপীগণের নয়নের এক  
 মাত্র দৃশ্য কৃষ্ণ, গোপ ও গোপীগণের সহিত অবিস্মিত ভাবে গোকূলে প্রবেশ  
 করিলেন ॥ ২৮ ॥

ষোড়শ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## সপ্তদশ অধ্যায় ।

পরাক্ষর কহিলেন,—অক্রুরও কৃষ্ণ-সন্দর্শনাশায় একাকী, মথুরা হইতে নির্গত  
 হইয়া, শীঘ্রগামি স্যন্দনারোহণে নন্দের গোকূলে গমন করিলেন ॥ ১ ॥ পথে  
 যাইতে যাইতে অক্রুর চিন্তা করিলেন যে, আমার ন্যায় কোন ব্যক্তি ধন্যতর  
 নহে । যে হেতুক আমি অংশরূপে অবতীর্ণ চক্রীর মুখদর্শন করিব ॥ ২ ॥ অদ্য  
 আমার জন্ম সফল হইবে, আমার সম্বন্ধে রজনী অদ্য সুপ্রভাতা, কারণ আমি  
 অদ্য বিকসিত পদ্মপত্রের সদৃশ নয়নশালি-ভগবানের মুখ দেখিতে পাইব  
 ॥ ৩ ॥ আমার নেত্র ও বাক্য সকল সফল হইবে, কারণ বিষ্ণুকে দর্শন করিব  
 এবং তাহাতে ও আমাতে পরস্পর বাক্যালাপ হইবে ॥ ৪ ॥ কল্পনা-রচিত যে মুখ  
 স্বত হইয়া, মনুষ্যগণের পাপবিনাশ করিয়া থাকে, আমি অদ্য সেই পদ্মসদৃশ  
 নয়নদ্বয় শোভিত বিষ্ণুর মুখ অবলোকন করিব ॥ ৫ ॥ বাহা হইতে চারিবেদ  
 ও অখিল বেদাঙ্গ নির্গত হইয়াছে এবং যেমুখ তেজোময় স্বৰ্ঘ্যাদির  
 আশ্রয়স্বরূপ ; অদ্য আমি ভগবানের সেই জ্যোতির্ময় মুখ দেখিতে  
 পাইব ॥ ৬ ॥ যিনি অখিলাধার, যিনি পুরুষোত্তম এবং সকল যজ্ঞেই  
 পুরুষগণ বাহ্যর যজ্ঞম করিয়া থাকেন ( অহো কি আনন্দের বিষয় )

আমি অদ্য সেই জগৎপতিকে দর্শন করিব ॥ ৭ ॥ একশত যজ্ঞের  
 দ্বারা বাঁহার যজ্ঞ করিয়া, ইন্দ্র দেবরাজতা প্রাপ্ত হইয়াছেন । বাঁহার আদি বা  
 অন্ত নাই, অদ্য আমি সেই কেশবকে দর্শন করিব ॥ ৮ ॥ ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্রগণ  
 অশ্বিনীকুমার, বসুগণ ও মরুতগণও বাঁহার স্বরূপ জানেন না, অহো সেই হরি  
 অদ্য আমার অঙ্গস্পর্শ করিবেন ॥ ৯ ॥ যিনি সকলেরই আশ্রয়, যিনি সকলই  
 জানেন অথচ যিনি সকলেরই স্বরূপ ও অব্যয় এবং ব্যাপকরূপে যিনি সর্ব-  
 ভূতেই আবরকভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই ভগবান্ বিষ্ণু, অদ্য আমায়  
 সহিত আলাপ করিবেন ॥ ১০ ॥ অহো যিনি মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, হৃষীকীর্ষ  
 ও নৃসিংহাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া, এই জগতের স্থিতি করিয়া থাকেন ও যিনি  
 জন্মরহিত ; তিনি অদ্য আমার সহিত আলাপ করিবেন ॥ ১১ ॥ যিনি জগতের  
 স্রষ্টা হইয়াও আপনার মনঃস্থিত কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য, মনুষ্যতা প্রাপ্ত  
 হইয়াছেন, যিনি অব্যয় অথচ স্বকীয় ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করেন এবং যিনি  
 অনন্তরূপে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং এই পৃথিবী যে অনন্তরূপী  
 ভগবানের শেখরদেশে অবস্থিত এবং জগতের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ সেই  
 ভগবান্ বিষ্ণু অদ্য আমাকে অকুর ! এই বলিয়া সম্বোধন করিবেন ॥ ১২ ॥  
 ১৩ ॥ পিতা, মাতা, পুত্র, স্ত্রী, মাতা ও বন্ধু ইত্যাদি বুদ্ধিরূপিনী মদীয়  
 মায়ায় কেহই ত্যাগ করিতে সমর্থ নহে ; সেই ভগবান্কে নমস্কার নমস্কার  
 ॥ ১৪ ॥ যিনি হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে যোগী, বিত্তত অবিদ্যারূপিনী  
 মায়া হইতে উত্তীর্ণ হন, সেই অমের্য্য বিদ্যাস্বা ভগবান্কে নমস্কার ॥ ১৫ ॥  
 যজ্ঞকর্তৃগণ বাঁহাকে যজ্ঞপুরুষ, সাত্বতগণ বাঁহাকে বাসুদেব ও বেদবিদগণ  
 বাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়া নির্দেশ করেন ; আমি তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ১৬ ॥  
 যে প্রকার এই সদসংরূপী জগত সেই ধাতা ও আশ্রয়রূপ ভগবানে  
 প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ? সেই সত্যরূপেই সেই ভগবান্ বিষ্ণু আমার প্রতি  
 প্রসন্ন হউন ॥ ১৭ ॥ বাঁহাকে স্মরণ করিলে মনুষ্য, সকল প্রকার কল্যাণের  
 ভাজন হয়, আমি সেই জন্মরহিত নিত্য হরির শরণ লইতেছি ॥ ১৮ ॥

পরশর কহিলেন,—ভক্তিনব্রহ্মানস অকুর এই প্রকার বিষ্ণুচিন্তা  
 করিতে করিতে সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্বেই গোকুলে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৯ ॥  
 অনন্তর গাভীগণের দোহন স্থানে গিয়া, অকুর বৎসগণের মধ্যস্থিত,



প্রফুল্ল নীলোৎপলদলচ্ছবি কক্ষকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২০ ॥ অক্ষর, আরও দেখিলেন যে, সেই মুকুলিত পদ্মপত্র সদৃশ নয়ন শোভিত, শ্রীবৎসাক্ষিত বক্ষঃস্থল, লম্বমান বাহু, আয়ত ও দীর্ঘ উরঃস্থলশালী, উন্নত নাসা শোভিত, বিলাসপূর্ণ শ্রিতাধার, মুখপঙ্কজধারী, উন্নত ও রক্তবর্ণ নখশালী ভূমিতে স্তম্ভাভিষ্ঠিত, পীতবর্ণ বস্ত্রধরধারী বন্যপুষ্প শোভিত, শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে, নীলান্বরধর, আভ্রনীল লতাযুক্ত ধ্বজপত্র নির্মিত অবতঃসধারী উন্নতশরীর উন্নত বাহু ও অংসদেশ শোভিত, বিকশিত মুখ পঙ্কজ, মেঘমালা পরিবৃত্ত দ্বিতীয় কৈলাস পর্বতের ন্যায় অবস্থিত বলভদ্র বিরাজমান ॥ ২১—২৫ ॥ হে মনে ! সেই কক্ষ ও বলভদ্রকে দেখিয়া, অক্ষরের মুখপদ্ম বিকসিত হইল এবং তাঁহার সর্বাঙ্গ পুলকিত হইল ॥ ২৬ ॥

তখন অক্ষর চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, “এই সেই পরমধাম ও সেই পরমপদ, ভগবান্ বাহুদেবের অংশ হইভাগে অবস্থিত করিতেছেন ॥ ২৭ ॥ এই ভগবতের ধাতাকে দৃষ্টি করিয়া আমার এ অক্ষিভয় এইকণে সফলতা লাভ করিল। কিন্তু ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া, অঙ্গসঙ্গ প্রদান করতঃ আমার এই অঙ্গ কি সফল করিবেন ? ॥ ২৮ ॥ এই শ্রীমান্ অনন্তমুর্তি ভগবান্ কি আমার পৃষ্ঠদেশে স্বকীয় হস্তপদ্ম অর্পণ করিবেন ?। বাঁহার অঙ্গুলি স্পর্শে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া জীবগণ, নাশদোষ-বিরহিত সিদ্ধি (কৈবল্য) প্রাপ্ত হন ॥ ২৯ ॥ বিদ্যাৎ অগ্নি ও রবির রশ্মিমালার ন্যায়, করালদর্শন চক্ৰক্ষেপ করিয়া, যে ভগবান্ দৈত্যপতির সৈন্য সমূহ বিনাশ করতঃ দৈত্যাক্রনা দিগের নরনাশন সমূহ হরণ করিয়াছেন। (অর্থাৎ স্ব স্ব পতি-বিনাশ দর্শনে অবিরল ধারে প্রবাহিত নয়ন জলে দৈত্য স্ত্রীগণের যে নয়ন অঞ্জন বিধৌত হইয়াছিল, তাহার হেতু ভগবান্) ॥ ৩০ ॥ বলি রাজা বাঁহাকে অল-বিশ্ব প্রদান করিয়া বহুধাতলেও মনোজ্ঞ ভোগসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মন্বন্তরকাল ব্যাপিয়া দেবত্বলাভপূর্বক শত্রু বিরহিত হইয়া ত্রিদশাধিপত্য করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥ সেই ভগবান্ বিষ্ণু, আমি দোষরহিত হইলেও কংসপরিগ্রহ প্রযুক্ত, আমাকে দোষী বিবেচনা করিয়া কি অবজ্ঞা দ্বারা আমাকে মর্শ্বাহত করিবেন ? যে জন্ম সাধুগণের বহিস্কৃত, আমার তাদৃশ জন্মকে ধিক্ থাঙ্ক ॥ ৩২ ॥ অথবা যিনি জ্ঞানস্বরূপ ও নির্মল সত্ত্বাশি-

ময়, যাঁহার অবিদ্যা দোষ নাই এবং যিনি সর্বদা প্রকাশমান, সেই সকলেরই হৃদয়স্থিত, ভগবান্ সকল পুরুষের হৃদয়ান্তর্গত কোন্ ভাবটী পরিচ্ছন্ন নহেন ? ৩৩ ॥ সেই কারণে আমি ভক্তিবিন্দুচিহ্নে সেই দৈবগণেরও দৈব আদি-মধ্য, ও অন্তবিরহিত পুরুষোত্তম বিষ্ণুর অংশাবতার এই শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করি, ইনি কখনই আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবেন না ॥ ৩৪ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## অষ্টাদশ অধ্যায় ।

পরাম্বর কহিলেন,—অনন্তর যদুবংশীয় অক্রূর পুরোক্ত প্রকারে চিন্তা করিতে করিতে গোবিন্দের নিকটে গমনপূর্বক “আমি অক্রূর” এই বলিয়া হরির শ্রীচরণদ্বয়ে অবনত-মস্তকে প্রণাম করিলেন ॥ ১ ॥ তখন সেই ভগবান্ও স্বয়ং-পদচিহ্নিত হস্তের দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া, শ্রীতির সহিত আকর্ষণ করতঃ পাচ আলিঙ্গন করিলেন ॥ ২ ॥ অনন্তর অক্রূর, যথারীতি রাম ও কৃষ্ণকে সম্বাদনাদি করিলে পর, প্রকৃষ্ট কৃষ্ণ ও বলদেব, অক্রূরকে লইয়া নিজ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩ ॥ তাহার পর, তাঁহাদের সহিত মিথিলাপূর্বক আহারাদি সমাপন করিয়া অক্রূর, তাঁহাদের দুইজনের নিকটে যথাবৃত্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪ ॥ ছায়া দানব কংস যে প্রকারে বহুদেব ও দেবকীকে ভৎসনা করে ॥ ৫ ॥ উগ্রসেনের প্রতি স্তূহরাদ্বা কংস যেপ্রকার ব্যবহার করিতেছে এবং যে প্রয়োজন উদ্দেশে অক্রূরকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়াছে ॥ ৬ ॥ ভগবান্ কেশিন্দ্রন সেই সকল বৃত্তান্ত অক্রূরের নিকট সবিস্তারে শ্রবণ করিয়া অক্রূরকে কহিলেন, হে দানপতে ! আমি এসকল বিষয়ই অবগত আছি ॥ ৭ ॥ শ্রীকৃষ্ণ আরও কহিলেন যে, এই স্থলে যে উপায় দ্বারা কার্যসিদ্ধি হইবে, আমি তাহাই অবলম্বন করিব। তুমি অন্যথা চিন্তা করিও না। তুমি স্ত্রীদিও যে, কংসকে আমি বিনাশই করিয়াছি। কল্য আমি ও রাম এই দুই জনেই তোমার সহিত মথুরায় গমন করিব। এবং আমাদের সহিত

গোপবিন্দুগণও বহন করিয়া গমন করিবে। হে বীর! তুমি চিন্তা করিও না ;  
কক্ষকে এই দ্ব্যস্তি বাগন কর, আমি জিরাঙ্কের মধ্যেই সাহচর্য কংসকে  
ধিনাথ করিব । ৮—১০ ।

পরামর্শ করিলেন,—অনন্তর অক্রুরও সমস্ত গোপগণকে কংসের আদেশ  
জ্ঞাত করাইয়া নন্দগোপগৃহে মাধব ও বলভদ্রের সহিত স্নুখে নিজা  
বাইলেন । ১১ । অনন্তর বিমলপ্রভাতে, মহামতি কৃষ্ণ ও বলরাম, অক্রুরের  
সহিত মথুরায় গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ১২ । তখন কৃষ্ণ মথুরায়  
গমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া, গোপীজন অতি হৃৎখার্ত হইয়া,  
অক্রুপূর্ণ নয়নে নিখাস পরিত্যাগ করতঃ পরস্পর বলিতে আরম্ভ করিল ;  
এই সময়ে তাহাদের হস্তবলয় সকল শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল । ১৩ ।  
জাহারা বলিতে লাগিল যে, “ গোবিন্দ মথুরায় গমন করিয়া আর কেন  
শোকগুণে কিরিয়া আসিবেন ? কারণ তিনি মথুরায় কর্ণ ভরিয়া নাগর জীর  
বধুর অথচ অক্ষুট আলাপরূপ মধুপান করিয়াই পরিতৃপ্তি লাভ করি-  
বেন । ১৪ । নাগরীপণের বিলাসপূর্ণ বাক্যগানে আসক্ত হইয়া, গোবিন্দের  
কন্য কেনই বা পুনর্বার প্রাচ্য-গোপীপণের প্রতি অমুরাগী হইবেন ? । ১৫ ।

সুখা-বিরহিত ছুরাস্তা বিধি, অদ্য হরিকে হরণ করিয়া সমস্ত গোপরমণীর  
প্রতি নির্দয়ভাবে প্রহার করিল । ১৬ । ভাবগর্ভস্থিতপূর্ণবাক্য, বিলাস-মনোহর  
কথন ও স্কটাক-নিরীকণ,—ইহা নগরজীবনের সর্বদাই আছে । ১৭ ।  
সুভরা ভাহাদিগের বিলাসনিগড়ে বদ্ধ হইয়া, এই গ্রাম্যহরি বল দেখি  
কোন বৃদ্ধি অমুরারে তোমাদের নিকট পুনর্বার প্রত্যাবর্তন করিবেন ? । ১৮ ।  
অহো! জুরহন-নিরাশ অক্রুর কর্তৃক প্রতারিত হইয়া এই এই কেশব  
মথুরায় বাইতেছেন ! । ১৯ । নৃশংস অক্রুর কি অমুরক জনের হৃদয়-  
ভাব জানেন না ? যে আমাদের নয়নদ্বয়ের আল্লাদপুরুষ এই হরিকে  
অন্ততঃই চলিল ? । ২০ । এই অত্যন্ত নিম্নগোবিন্দ, রামের সহিত  
রথারোহণ করতঃ গমন করিতেছেন, তোমরা ইহাকে নিবারণ করিতে বধ-  
বতী হও । ২১ । সখি ! তুমি কি বলিতেছ ? গুরুজনের সম্মুখে আমাদের  
এই প্রকার ব্যবহার উচিত নহে । বল দেখি, বিরহ-অগ্নিতে বাহারা দগ্ধ,  
গুরুজন তাহাদের কি করিবেন ? । ২২ । কি ছুখের বিষয় ! এই নন্দগোপ-

প্রমুখ গোপগণও মথুরায় বাইতেই উদ্যত হইরাছেন, কিন্তু কেহই গোবিন্দের মথুরাগমন নিবারণ বিষয়ে উদ্যোগ করিতেছেন না ॥ ২৩ ॥

আহা! বাহাদের নয়নরূপ জমরপংক্তিসমূহ অচ্যুতের বদনাজ মধুপান করিবে, অদ্য সেই মথুরাবাসিনী রমণীদিগের রজনী স্তম্ভভাতা হইয়াছে! ॥ ২৪ ॥ অদ্য তাহারাই ধন্য! বাহারা পথে অনিবারিত ভাবে কৃষ্ণকে দর্শন ও পুলকাঙ্কিতদেহে তৎপশ্চাৎ গমন করিতে পারিবে! ॥ ২৫ ॥

অন্য গোবিন্দের অবয়ব দর্শনকারী মথুরানগরী নিবাসিগণের নয়ন সমূহের অতীব মহোৎসব উপস্থিত হইবে ॥ ২৬ ॥ স্তম্ভাগা মথুরাপূর্ববাসিনীগণ (না জানি) কি সুস্বপ্ন দেখিয়াছে যে, তাহার কলে অদ্য তাহার স্তম্ভ নয়ন বিস্তারিত করিয়া গোবিন্দকে অনিবারিত ভাবে দর্শন করিবে! ॥ ২৭ ॥

অহো! অকারণ-সভাব-বিধাতা মহান্থিতি দেখাইয়াই এই গোপীজননের নয়ন সকল উজ্জ্বল করিল! ॥ ২৮ ॥ আমাদের প্রতি হরির অমুরাগ, শিখিলতা প্রাপ্ত হইল দেখিয়া, সেই সন্দেশেই কি আমাদের করের বলয় সকলও শিখিলতা প্রাপ্ত হইতেছে? ॥ ২৯ ॥

আহা! ক্রুরহৃদয় অতুর শীতলীজল রথের ঘোটক সমূহকে চালাইয়াছে, এই প্রকার আর্জুন-স্রীপতির অবস্থা দেখিয়া কাহার এপ্রকার দুর্কর্মে স্রগা হয় না? ॥ ৩০ ॥ হা হা! ঐ দৈব কৃষ্ণ-রথের চক্রেরেণু সমূহ উড়িতেছে। অহো! ঐ রেণুজালই কৃষ্ণকে দেখিতে দিতেছে না। অহো! দেখ সে রেণুও আর দেখা বাইতেছে না” ॥ ৩১ ॥

এই প্রকার অতিশয় অমুরাগ সহকারে গোপীজন কর্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া কেশব, রামের সহিত ব্রজভূত্যাগ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৩২ ॥

অতি বেগবান্ অশ্বসমূহযুক্ত রথারোহণে গমন করিতে করিতে অক্রুর বলদেব ও জনাৰ্দ্দন সধারুসময়ে যমুনাতটে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৩ ॥

অনন্তর অক্রুর কৃষ্ণকে কহিলেন, আমি যোগব্যস্ত যমুনাজলে আক্লিক ক্রিয়া-নাশন না করি, আপনারা তাবৎকাল এই রথের উপরই অকহাৎ করুন ॥ ৩৪ ॥

হে বিপ্র! অনন্তর তগবন্ “তাহাই হউক” এই কথা বলিলে পর মহামতি অক্রুর, যমুনাজলে এবৈশপূরুষ নাম করতঃ স্নান করিয়া পরমব্রহ্মের চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

সেই সময় অক্রুর দেখিতে পাইলেন যে “সহস্রকণামণ্ডলে শোভিত কুন্দমালার ন্যায়

তত্র অল্পশোভিত, উন্নিতপদ্মপত্রাঙ্ক, বায়ুকি রত্নাদি মহাসম্পদেণ বেষ্টিত, গন্ধর্ব্বগণ কর্তৃক সংতুষ্টমান, কৃষ্ণবস্ত্রধর পরিধান, মনোহর পদ্মনির্ম্মিত-অবতংস শোভিত এবং মনোজ্ঞ কুণ্ডলধারী বলভজ যমুনার জলমধ্যে অবস্থিত করিতেছেন এবং তাঁহার উৎসঙ্গদেশে, মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ তাত্র ও আরভলোচনশালী, চতুর্ভূজ, চক্রাদি অস্ত্র উপশোভিত, উদারাক, পীতবর্ণ বসনধরধারী, শ্রীবৎসাবিভক্তবক্ষঃস্থল, মনোহর কেশ্বর ও মুকুটধারী উজ্জ্বলাদ, বিকসিতপদ্মনির্ম্মিত কর্ণভূষণশোভিত ভগবান্ কৃষ্ণ, ইন্দ্রধনু ও তড়িদ্মালা শোভিত জলধের ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ৩৬—৪১ ॥ অক্রুর আরও দেখিলেন যে, সেই জলমধ্যেই সিদ্ধবেগ, নিম্পাপ, নাগাশ্রয়ভলোচন, সনন্দনাদি মুনিগণ, কৃষ্ণের সেই মূর্ত্তি চিন্তা করিতেছেন ॥ ৪২ ॥

তখন অক্রুর বলভজ ও কৃষ্ণকে তদবস্থ জানিতে পরিয়া বিস্মিত অন্তঃকরণে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে “ইহারা রথ ছাড়িয়া এখানে কি প্রকারে আগমন করিলেন” ॥ ৪৩ ॥ এই ভাবিয়া অক্রুর কিছু বলিতে ইচ্ছুক হইলেন, তখন অনার্দ্রন তাঁহার বাক্য শুভ্রন করিলেন। অনন্তর অক্রুর সলিল হইতে নির্গত হইয়া পুনর্বার তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৪ ॥ এবং উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে “রাম ও কৃষ্ণ উভয়েই পূর্ব্বের জায় মহাশয় শরীরে রথের উপরে অধিষ্ঠান করিতেছেন” ॥ ৪৫ ॥ অনন্তর অক্রুর পুনর্বার জলে নিমগ্ন হইয়াও দেখিলেন, যে “রাম ও কৃষ্ণ, (পূর্ব্বের যেমন দেখিয়াছিলেন এক্ষণেও সেইরূপ) মুনি গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও উরগগণ কর্তৃক সংতুষ্ট-মান হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন” ॥ ৪৬ ॥ তখন দানবগতি-অক্রুর পরমার্থ অবগত হইয়া সর্ব্ববিজ্ঞানময় ঈশ্বর আচ্যুতকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

অক্রুর কহিলেন,—সমাত্ররূপী অচিন্ত্য মহিমাব্যাপক অনেক অখণ্ড একরূপী সেই পরমাত্মাকে নমস্কার ॥ ৪৮ ॥ হে অচিন্ত্য! সত্ত্বস্বরূপী তোমাকে নমস্কার, হবিঃ স্বরূপী তোমাকে নমস্কার। হে প্রভো! তুমি প্রকৃতি হইতে পর ও অবিক্তেররূপ তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৪৯ ॥ তুমি ভূতস্বরূপ; ইন্দ্রিয়স্বরূপ ও প্রধান (প্রকৃতি) স্বরূপ, তুমি আত্মা, তুমিই পরমাত্মা। হে প্রভো! তুমি এক হইয়াও পাঁচ প্রকারে অবস্থিতি করিতেছ ॥ ৫০ ॥ হে সর্ব্ব! হে সর্ব্বাঙ্গন! হে ক্রান্তরসম! হে ঈশ্বর! তুমি এসম হও।

হে ভগবন্ ! ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবাদিরূপ করনা করিয়া তোমার স্তব করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও ॥ ৫১ ॥ হে অনাখ্যেয় স্বরূপান্ন ! হে অবস্তব্য প্রয়োজন ! হে পরমেশ্বর ! তোমার নাম, ও-বাক্যের দ্বারা নির্দেশ করা যায় না, হে প্রভো ! তোমাকে নমস্কার ॥ ৫২ ॥ হে নাথ ! হে অজ ! বাহ্যতে নাম জ্ঞাপ্তি প্রভৃতির করনা নাই, তুমি সেই অবিকারী পরমব্রহ্ম ॥ ৫৩ ॥ হে প্রভো ! করনা ব্যতিরেকে সকল পদার্থেরই জ্ঞান হয় না বলিয়াই, তোমাকে কৃষ্ণ বিষ্ণু অচ্যুত প্রভৃতি নাম নির্দেশ করতঃ উপাসনা করিয়া থাকি ॥ ৫৪ ॥ হে অজ ! তুমিই সকল পদার্থ স্বরূপ এবং তুমিই বিকল্পনাময় এই দেবাদি অখিল জগৎ স্বরূপ । হে বিশ্বাত্মন ! তুমি বিকারভাবহীনরূপে সকল পদার্থেই অবস্থিত, তোমা ব্যতিরিক্ত অত্র কোন পদার্থই সত্য নহে ॥ ৫৫ ॥ তুমি ব্রহ্ম, তুমি পশুপতি, তুমি সূর্য্য, তুমি বিধাতা, তুমি ধাতা, তুমি ত্রিদশনাথ, তুমি সমীরণ, তুমি অগ্নি, তুমি বরুণ ও তুমিই কুবের ও যম, হে ভগবন্ ! এক হইয়াও তুমি এই সকল শক্তিভেদে বিভিন্নরূপ ধারণ করতঃ জগৎকে প্রভিপালন করিতেছ ॥ ৫৬ ॥ হে ভগবন্ ! তুমি সূর্য্যাকিরণরূপে বিশ্বজ্ঞান করিতেছ । হে অজ ! এই বিশ্ব তোমারই গুণময় প্রপঞ্চস্বরূপ । যে অক্ষয় পরম ব্রহ্মরূপ ও তোমার বাচক, সেই ওঁকাররূপী জ্ঞানময় ও সঙ্গসংরূপী তোমাকে নমস্কার ॥ ৫৭ ॥ বাসুদেবকে নমস্কার, সঙ্কর্ষণরূপী তোমাকে নমস্কার, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ স্বরূপী তোমাকে নমস্কার ॥ ৫৮ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## উনবিংশ অধ্যায় ।

পরশম্বর কহিলেন,—যাদব অক্লুর পুরোক্ত প্রকারে জলমধ্যে বিষ্ণুর স্তব করিয়া, পরে মনোরম পুষ্প ও বৃণ দ্বারা সর্কেশ্বরের অর্চনা করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ অক্লুর অন্য বিষয় চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমাত্মাতে মনোনিবেশ করতঃ বহুক্ষণ ব্রহ্মরূপে মগ্ন হইয়া অবস্থান করিলেন ; পরে বহুক্ষণ অতীত হইলে সমাধি হইতে বিয়ত তহিলেন ॥ ২ ॥ অনন্তর মহামতি অক্লুর, আত্মাকে কৃতার্থের ন্যায় বিবেচনা করিয়া, বক্ষা জল

হইতে নির্গমন করতঃ পুনর্বার রথের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ৩ ॥  
 রথ-সমীপে আগমন করতঃ অক্রুর, রাম ও কৃষ্ণকে পূর্বের ন্যায় অবস্থিত  
 দেখিলেন, বিশ্বয়োগ্যুজ্জনেজে দণ্ডায়মান দেখিয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে কহিলেন  
 যে “হে অক্রুর ! নিশ্চয়ই তুমি যমুনাজলে কিছু আশ্চর্য্য দেখিয়াছ, যেহেতু  
 তোমার নয়নদ্বয় বিশ্বয় সমাগমে উজ্জ্বল দেখিতেছি ॥ ৪ । ৫ ॥

তখন অক্রুর কহিলেন, হে অচ্যুত ! জলমধ্যে আমি যে আশ্চর্য্য অব-  
 লোকন করিয়াছি এখানেও অগ্রভাগে তাহাই মূর্ত্তিমৎ দেখিতেছি ॥ ৬ ॥  
 হে কৃষ্ণ ! এই মহাশচর্য্যজগৎ যে মহাত্মার রূপ, সেই আশ্চর্য্য-শ্রেষ্ঠের সহিত  
 আমি সমাগত হইয়াছি ॥ ৭ ॥ হে মধুসূদন ! এ সকল আশ্চর্য্য বিষয়  
 লইয়া আন্দোলন করিয়া কোন ফল নাই ; চলুন মথুরায় গমন করি ; কংসকে  
 আমি ভয় করিয়া থাকি, পরনিণ্ডোপজীবিসিদিগের জন্মকেই ধিক্ থাকুক  
 ॥ ৮ ॥ এই কথা বলিয়া অক্রুর বায়ুবেগবান্ অশ্বগণকে শীঘ্র চালাইতে  
 লাগিলেন, পরে সায়াক্ষকালে মথুরা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৯ ॥ যাদব অক্রুর  
 মথুরায় প্রতি অবলোকন করিয়া, কৃষ্ণ ও বলরামকে কহিলেন যে, আপনারা  
 মহাবলশালী, পদব্রজেই গমন করুন । আমি একাকী রথারোহণে নগরী  
 প্রবেশ করি ॥ ১০ ॥ আপনারা বসুদেবের গৃহে গমন করিবেন না ; কারণ  
 আপনাদের অন্য ঐ বৃদ্ধ সর্ষদাই কংস-কর্তৃক তিরস্কৃত হইতেছেন ॥ ১১ ॥

পরশর কহিলেন,—অক্রুর এই কথা বলিয়া নগরে প্রবেশ করিলে পর,  
 কৃষ্ণ ও বলরাম মথুরাপুরীতে প্রবেশপূর্ব্বক রাজমার্গে উপস্থিত হইলেন  
 ॥ ১২ ॥ অনন্তর তাঁহারা স্ত্রীগণ ও নরগণ কর্তৃক আনন্দ সহকারে বীক্ষিত  
 হইয়া, লীলা ও বীর ভাবে দৃষ্ট-বাল-গজদ্বয়ের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন  
 ॥ ১৩ ॥ ভ্রমমান রুচিরানন রাম ও কৃষ্ণ পথে একজন রথকারক রজককে  
 দেখিতে পাইয়া, তাহার নিকট সুন্দর বস্ত্র সকল প্রার্থনা করিলেন ॥ ১৪ ॥  
 ঐ রজক কংসের দাস ছিল, স্তূতরাং সে প্রসাদাক্রম বিশ্বয় সহকারে রাম ও  
 কৃষ্ণকে উচ্চৈঃস্বরে বহুতর পালাগালি দিল ॥ ১৫ ॥ তখন কৃষ্ণ সেই ছরাত্মা  
 রজকের প্রতি ক্রোধ করিয়া, কয়তল প্রহার দ্বারা তাহার বস্ত্রক ছেদন  
 করিয়া ভূমিতে পাত্তিত করিলেন ॥ ১৬ ॥ তাহাকে বধ করিয়া নানাবিধ  
 বস্ত্র-গ্রহণ করতঃ, রাম ও কৃষ্ণ নীল ও পীত বস্ত্র যথাক্রমে পরিধানপূর্ব্বক

অভিশয় হঠাৎকরণে মালাকার গৃহে গমন করিলেন ॥ ১৭ ॥ হে মৈত্রেয় ! সেই বিকাশিনেত্র-যুগল রাম ও কৃষ্ণকে দেখিয়া মালাকার অতি বিস্মিত ভাবে চিন্তা করিতে লাগিল যে, “ইহারা কাহার পুত্র এবং কোথা হইতেই বা এখানে আসিলেন ?” ॥ ১৮ ॥ পীত ও নীলাম্বরধারী এবং অতিমনোহরাকৃতি সেই দুইজনকে অবলোকন করিয়া, মালাকার ভাবিল “বুঝি দুইজন দেবতা পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়াছেন” ॥ ১৯ ॥ অনন্তর বিকাশিতমুখপক্ষ রাম ও কৃষ্ণ তাহার নিকট পুষ্প সকল প্রার্থনা করিলে পর, মালাকার হস্তদ্বয় দ্বারা ভূমি আলিঙ্গনপূর্বক মন্তকদ্বারা মহীস্পর্শ করিল ॥ ২০ ॥ এবং কহিল, হে নাথদয় ! আপনারা প্রসন্নমুখ হইয়া, আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন, আমি ধন্য হইলাম, যে কারণে আপনাদিগকে অদ্য পূজা করিতে পারিব ॥ ২১ ॥ অনন্তর মালাকার প্রহৃষ্টবদনে তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে এই ফুল স্নন্দর, ইহা আরও স্নন্দর,—এই প্রকারে প্রলোভন করাইয়া নানা প্রকার মনোহর পুষ্প প্রদান করিল ॥ ২২ ॥ মালাকার বারম্বার সেই পুরুষশ্রেষ্ঠদ্বয়কে প্রণাম করিয়া গুরুযুক্ত অমল ও চারু পুষ্প সমূহ প্রদান করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥ অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া মালাকারকে বর প্রদান করিলেন, হে ভদ্র ! আমার বক্ষঃস্থিতা ত্রী তোমাকে কখনই পরিত্যাগ করিবে না ॥ ২৪ ॥ হে সৌম্য ! তোমার বল ও ধনহানি হইবে নী এবং যতকাল চন্দ্রসূর্য উদয় হইবে, ততদিন পর্যন্ত তোমার বংশনাশ হইবে না ॥ ২৫ ॥ তুমি ইহকালে বিপুল ভোগপ্রাপ্ত হইবে এবং অন্তকালেও আমার প্রসাদে আমার চিন্তা করতঃ দেহত্যাগ করিয়া দিব্যালোক প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৬ ॥ হে ভদ্র ! তোমার মনঃ সকল সময়েই ধর্মপরায়ণ হইবে। এবং তোমার বংশে যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারা দীর্ঘজীবী হইবে ॥ ২৭ ॥ হে মহাভাগ ! যতদিন পর্যন্ত সূর্য অবস্থিতি করিবেন, ততকাল পর্যন্ত তোমার বংশজাত কোন ব্যক্তি উপসর্গাদি দোষ প্রাপ্ত হইবে না ॥ ২৮ ॥

পরশস্ব কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! কৃষ্ণ, মালাকারকে এই প্রকার বর প্রদানপূর্বক মালাকার কর্তৃক পূজিত হইয়া, বলভদ্রের সহিত তাহার গৃহ হইতে নিজান্ত হইলেন ॥ ২৯ ॥



## বিংশ অধ্যায় ।

পরাম্বর [কহিলেন,—অনন্তর রাজমার্গে কৃষ্ণ একটা নারীকে আগমন করিতে দেখিলেন। ঐ নারী নবযৌবনে আকৃষ্টা এবং তাহার হস্তে চন্দনাদি অমুলেপনের পাত্র ছিল। কিন্ত সে কুজ্ঞা ॥ ১ ॥ কৃষ্ণ মনোহর স্বরে তাহাকে কহিলেন যে, “হে ইন্দীবরলোচনে! এই অমুলেপন তুমি কাহার জন্য লইয়া যাঠিতেছ, তাহা সত্য করিয়া বল” ॥ ২ ॥ কৃষ্ণ সাহস্রাঙ্গের ন্যায় এই কথা বলিলে পর, হরি-দর্শনে আকৃষ্টচিত্তা কুজ্ঞা, হরির প্রীতি সাহস্রাঙ্গা হইয়া, মধুর ভাবে বলিল,—যে “হে কান্ত! আপনি কি আমার জানেন না?—আমি অনেক-বজ্রা নামে বিখ্যাতা, কংস আমাকে অমুলেপন কর্ণে নিযুক্ত করিয়াছেন ॥ ৩।৪ ॥ অন্যকেহ অমুলেপন পেষণ করিয়া দিলে কংসের মনোনীত হয় না, কেবল আমার প্রীতি তাঁহার এই বিষয়ে প্রসন্নতা আছে, মৎসিষ্ট অমুলেপনই তিনি অঙ্গে মাখিতে ভাল বাসেন” ॥ ৫ ॥

ঈকৃষ্ণ কহিলেন,—হে রুচিরাননে! এই মনোহর রাজার্য ও শূণ্ণক অমুলেপন, আমাদের গাত্রে মাখিবার উপযুক্ত। অতএব তুমি ইহা আমাদেরকে প্রদান কর ॥ ৬ ॥ পরাম্বর কহিলেন, কৃষ্ণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া আদরের সহিত কুজ্ঞা “গ্রহণ কর” এই কথা বলিলেন এবং উভয়ের গাত্রবোণ্য অমুলেপন প্রদান করিল ॥ ৭ ॥ অনন্তর পুরুষশ্রেষ্ঠ বলভদ্র ও কৃষ্ণ নানা প্রকার রচনা-পারিপাট্যের সহিত চন্দনাদি লেপন করিয়া ইন্দ্রচাপযুক্ত হুইথণ্ড শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ মেঘের জায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ অনন্তর উদ্ভাগন-বিধানবিৎ \* শৌরি স্বকীয় হস্তের মধ্যমা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা কুজ্ঞার চিবুক ধারণপূর্বক, উর্দ্ধদেশে চালিত করিয়া তাহা উন্মোলিত করিলেন এবং চরণদ্বয় দ্বারা তাহার চরণদ্বয়ে চাপিয়া উর্দ্ধে আকর্ষণ করিলেন। এই প্রকারে কেশব, তাহাকে সরল শরীর করিয়া দিলে, সে, রূপে সকল স্ত্রীলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা হইয়া উঠিল ॥ ৯।১০ ॥ অনন্তর কুজ্ঞা প্রেমগর্ভতরালসভাবে ভগবানের বস্ত্র আকর্ষণ করতঃ বিলাস মনো-

\* উদ্ভাগন বিধান, অর্থাৎ যেপ্রকারে বস্ত্র বস্ত্রকে সরল করা যায়।

হরভাবে গোবিন্দকে কহিল যে, “আপনি আমার গৃহে চলুন” ॥ ১১ ॥ অনন্তর হরি হাস্য করিতে করিতে, “তোমার গৃহে কিছুপরে গমন করিব” কুজাকে এই কথা বলিয়া বিদায় দিলেন এবং বলরামের মুখে দিকে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিলেন ॥ ১২ ॥ অনন্তর রচনানৈগুণ্যে-বিলিপ্ত-চন্দন, নীল-পীত-বস্ত্রধারী, বিচিত্র মাণ্যোপশোভিত রাম ও কৃষ্ণ ধনুঃশালাতে গমন করিলেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর “সেই বহ্নলোকের আঘোজ্য ধনুঃশ্রেষ্ঠ কোথায় আছে” রক্ষিগণকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার পর, রক্ষিগণ ধনুঃহান নির্দেশ করিলে, কৃষ্ণ তথায় গমনপূর্বক সবলে ধনুঃগ্রহণ করিয়া জ্যা পূরিত করিলেন ॥ ১৪ ॥ অনন্তর কৃষ্ণ সবলে সেই ধনুতে জ্যা রোপন করিবা-মাত্র, সে ধনুঃ ভাঙ্গিয়া গেল এবং সেই সময় সেই ধনুর্ভঙ্গের শব্দে মথুরা নগরী পূরিত হইল ॥ ১৫ ॥ অনন্তর ধনুঃভগ্ন হইলে রক্ষিগণ আসিয়া তাঁহা-দিগকে আক্রমণ করিল ; তখন তাঁহারা উভয়ে সেই সকল রক্ষিসৈন্যকে বিনাশ করিয়া ধনুঃশালা হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১৬ ॥ অনন্তর কংস, অক্রুরগমন-বৃত্তান্ত ও ধনুর্ভঙ্গের কথা শ্রবণ করিয়া চানুর ও মুষ্টিক নামে দুই মল্লকে বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ১৭ ॥

কংস কহিল,—গোকুল হইতে গোপাল বালকদ্বয় উপহৃত হইয়াছে । তোমরা দুইজনে আমার সম্মুখে সেই বালকদ্বয়কে বিনাশ কর । কারণ ঐ বালকদ্বয় জীবিত থাকিলে আমার প্রাণ হরণ করিবে ॥ ১৮ ॥ মল্লযুদ্ধে সেই বালকদ্বয়কে বিনাশ করিয়া আমাকে তুষ্ট করিতে পারিলে, আমি তোমাদিগকে অতিমত ভোগ প্রদান করিব, ইহার অন্যথা হইবে না । আমার অনিষ্টকারী সেই মহাবল বালকদ্বয়কে, জ্ঞায় অথবা অজ্ঞায় যুদ্ধে, যে প্রকারে পার, বিনাশ করিও । কারণ তাহাদের বধ করিতে পারিলে, এই রাজ্য আমাদের সাধারণ ধন হইবে ॥ ১৯২০ ॥ কংস এই প্রকারে মল্লদ্বয়কে আদেশপূর্বক, হস্তিপকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিল—“তুমি সমাজ ঘারে নদীর কুবলয়াপীড় নামা উচ্চ হস্তীকে স্থাপন কর এবং সেই বালকদ্বয় রঙ্গদ্বারে উপহৃত হইলে, সেই হস্তিঘারা তাহাদিগকে বিনাশ করাইবে ॥ ২১২২ ॥ আসন্নমরণ কংস, এই প্রকার আদেশ করিয়া উপকম্পিত মঞ্চ সকল অবলোকন-পূর্বক সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥

অনন্তর সূর্য্যোদয় হইলে, নাগরিকগণ সাধারণ-মঞ্চে আরোহণ করিল এবং রাজমঞ্চ সমূহে অমাত্য সকলের সহিত নৃপতিগণ আরুঢ় হইলেন ॥ ২৪ ॥ অনন্তর কংস, রজমধ্যভাগের নিকট, যুদ্ধের যোগ্যযোগ্য পরীক্ষক ব্যক্তিগণকে নিবেশিত করিয়া স্বয়ং উন্নতমঞ্চের উপর অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥ সেইখানে অন্তঃপুরস্থ নারীগণের ভক্ত আরও অনেক মঞ্চ নির্মিত হইয়াছিল এবং নাগরিক-স্ত্রী ও বেষ্যাগণের জন্যও বহুতর মঞ্চ নির্মিত হইয়াছিল ॥ ২৬ ॥ নন্দগোপ প্রভৃতি গোপগণ এবং বহুদেব ও অক্রুর প্রভৃতি—ইহারা ভিন্ন ভিন্ন মঞ্চে অবস্থিতি করিতেছিলেন ॥ ২৭ ॥ দেবকী, “মৃত্যুকালেও পুত্রের মনোহর বদন দর্শন করিব” এই আশায় নাগরী-স্ত্রীগণের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন ॥ ২৮ ॥ অনন্তর চতুর্দিকে নানাপ্রকার বায় বাদিত হইতে লাগিল। চানুর মল্ল ও মুষ্টিক গর্জিত ভাবে বাহ্যাক্ষোটন করিতে লাগিল এবং সকল লোকেই চতুর্দিকে হাহাকার করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই সময় হস্তিগণ-প্রেরিত কুবলয়াপীড় নামক হস্তিকে হনন করিয়া, সেই হস্তির দন্তদ্বয়কে অন্তরূপে হস্তে ধারণ করতঃ মদ ও রক্তে অমূলিপ্লাব, বলভদ্র ও কৃষ্ণ, গুরু ও লীলা সহকারে অবলোকন করিতে করিতে, মৃগমধ্যে সিংহের ন্যায় সেই স্তম্ভহারজুন্মে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৯—৩১ ॥ তখন সকল মঞ্চেই এক প্রকাণ্ড হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। এবং ইনি কৃষ্ণ ও ইনিই বলভদ্র—এই প্রকার বিস্ময়সূচক শব্দ সকলের মুখ হইতেই স্রুত হইতে লাগিল ॥ ৩২ ॥ “পুতনা নারী ভয়ঙ্করী নিশাচরীকে যিনি বিনাশ করিয়াছেন, শকট ও যমলাঞ্ছন নামে প্রকাণ্ড বৃক্ষদ্বয়কে যিনি ভঙ্গ করিয়াছেন ইনি সেই কৃষ্ণ” ॥ ৩৩ ॥ যিনি বাল্যকালেই কালিয়নাগে আরোহণ করত নৃত্য করিয়াছিলেন। এবং যিনি সপ্তরাত্র পর্য্যন্ত গোবর্দ্ধন নামক মহাপর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন—ইনিই সেই কৃষ্ণ! ॥ ৩৪ ॥ যে মহাত্মা অবলীলাক্রমেই দুর্জয় অরিষ্ট, ধেনুক ও কেশীকে নিহত করিয়াছেন, এই সেই মহাত্মা,—দর্শন কর ॥ ৩৫ ॥ এই ইহারই অগ্রভাগে—ইহার অগ্রজ বলভদ্র অবলীলাক্রমে গমন করিতেছেন, আহা! ইহাকে দেখিলে যোষিদ্গণের মনঃ ও নব্বন আনন্দিত হয় ॥ ৩৬ ॥ পুরাণার্থাবলোকনকারী প্রাজ্ঞগণ, ইহাকেই বলিয়া থাকেন যে “এই

গোপাল, নিম্ন যাদববংশকে উদ্ধার করিবেন” ৩৭ ॥ এই গোপাল, সর্বভূতময় ও অখিল কারণ বিষ্ণুর অংশ এবং ভার-হরণের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৩৮ ॥ পৌরগণ সকলে পূর্বোক্তপ্রকারে রাম ও কৃষ্ণের বর্ণনা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু এদিকে দেবকীর স্তন হইতে স্নেহভার হৃৎ স্বয়ংই ক্ষরিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার হৃদয় প্রকাণ্ড তাপযুক্ত হইল ॥ ৩৯ ॥ পুত্রের মুখ-বিলোকন-রূপ মহোৎসবপ্রাপ্ত হইয়া বসুদেব যেন জরা পরিত্যাগ করতঃ যৌবনলাভ করিলেন ॥ ৪০ ॥ রাজান্তঃপুর নারীগণ ও নগরস্ত্রীসমূহ অক্ষিযুগল বিস্তারিত করিয়া, অবিরামভাবে কৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিল ॥ ৪১ ॥ কোন নারী কহিতে লাগিল, হে সখীগণ ! কৃষ্ণের এই অতিরক্তনেত্রশালি মুখখানি দর্শন কর ; আহা ! দেখ গজযুদ্ধ-জনিত পরিশ্রমে সমুৎপন্ন শ্বেদাশু-কণিকা দ্বারা মুখখানি ভিজিয়া গিয়াছে ॥ ৪২ ॥ কেহ কহিল, হে সখীগণ ! নীহার-জলসিক্ত, শরৎকালের প্রৌঢ়-পঙ্কজের ন্যায়হারী, ঐ কৃষ্ণের শ্বেদজল-কণাচিত মুখ দর্শন করিয়া নয়নদ্বয়কে সফল কর ॥ ৪৩ ॥ কেহ কেহ কহিতে লাগিল যে “হে ভামিনি ! বালক-কৃষ্ণের এই বিপক্ষ-ক্ষপণ শ্রীবৎসাক্রিত, বিপুল তেজঃশালি বক্ষোদেশ ও ভূজদ্বয় কেমন সুন্দর—দেখ দেখি ॥ ৪৪ ॥ কেহ কহিল, সখি ! এই সমুখে আগত নীলবস্ত্র-পরিধারী বলভদ্রকে কেন দেখিতেছ না ? ! আহা ! ইহার মুখ কেমন, হিমকুন্দ ও মৃণালের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ! ॥ ৪৫ ॥ কেহ কহিল, সখি ! মুষ্টিক ও চানুর, মদদর্পিতভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে বলভদ্রের দিকে চাহিয়া, (মনে মনে অপারগ ভাবিয়া) কেমন ঈষৎ হাস্য করিতেছে একবার দেখ ! ॥ ৪৬ ॥ কেহ কহিল, “সখি ! আহা দেখ ! ঐ চানুর যুদ্ধ করিবার জন্ত হরির সমীপে উপস্থিত হইতেছে । আহা ! উচিতকারী যুদ্ধগণ কি এখানে নাই ? ॥ ৪৭ ॥ আহা ! হরির যৌবনোন্মুখ এই শূকুমার তবুই বা কোথায় ? আর বজ্রকঠিন বিশালশরীর এই মহাসুরই বা কোথায় ? এই উভয়ের কি পরস্পর যুদ্ধ সম্ভবে ! ॥ ৪৮ ॥ আহা ! ইহার দুইজনেই নবযৌবনশালী, কিন্তু রজঃহলে এই চানুর-প্রমুখ মল্লগণ অতি দারুণ ॥ ৪৯ ॥ আহা ! যুদ্ধপ্রম-কর্ত্তার কি মহান ব্যতিক্রম করিতেছে ? যে তাহারা মধ্যস্থ হইয়াও কিপ্রকারে বালক ও বলবানের পরস্পর যুদ্ধ অবলোকন করিতেছে ? ॥ ৫০ ॥

পরশর কহিলেন,—পুরস্তীর্ণ এই প্রকার পরস্পর বলাবলি করিতেছে ; এমন সময় ভগবান্ হরি, জনতার মধ্যে পদভরে পৃথিবীকে চালিত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥ অনন্তর বলভদ্রও যখন আক্ষেপনপূর্বক মনোহর ভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন, সেই সময় যে তাঁহার পদভরে ভূমি বিদীর্ণ হয় নাই, তাহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় ! ॥ ৫২ ॥ তখন অমিত-বিক্রম কৃষ্ণ, চানুরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং নিযুক্তকুশল মুষ্টিকও বলভদ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫৩ ॥ অনন্তর হরি, পরস্পর শ্লেষ ও একএক বার পতনপূর্বক চানুরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । তখন, ক্ষেপণ, মুষ্টিপাত, বজ্রসদৃশ কীল প্রহার, জাহ্নুদেশে প্রস্তর-ক্ষেপ, বাহুবিঘটন, পাদদ্বারা উল্লক্ষেপণ ও প্রসরণদ্বারা উভয়েরই অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫৪ ॥ তখন সমাজোৎসব সন্নিধানে, উভয়ের শস্ত্র-রহিত বলও প্রাণ নিষ্পাদ্য, সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫৫ ॥ চানুর মল্ল,—হরির সহিত যত যুদ্ধ করিতে লাগিল, ততই তিল তিল প্রমাণে তাহার বলক্ষয় হইতে লাগিল ॥ ৫৬ ॥ জগন্ময় কেশব, কোণ ও খেদে স্বকীয় শিরোমালা কেসর কম্পিত করিয়া অবলীলাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥ অনন্তর চানুরের বলক্ষয় ও কৃষ্ণের বলবৃদ্ধি অবলোকন করিয়া কোপপরবশ কংস তূর্য্য বাদ্য করিতে নিবারণ করিল ॥ ৫৮ ॥ অনন্তর কংসকর্তৃক মৃদঙ্গাদি তূর্য্য-বাদ্য প্রতিবিদ্ধ হইবা মাত্র, আকাশে অনেক স্বরাদিমুক্ত দেবতূর্য্য, তৎক্ষণাৎ বাদিত হইতে আরম্ভ হইল ॥ ৫৯ ॥

সেই সময় অন্তর্দ্বানগত দেবগণ, অতি হৃষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন যে, “হে গোবিন্দ ! তোমার জয় হউক, হে কেশব ! এই দানবকে তুমি হনন কর” ॥ ৬০ ॥ যদুহৃদন পূর্বোক্ত প্রকারে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চানুরের সহিত ক্রোড়া করতঃ পশ্চাৎ তাহার বিনাশে বহুগরিকর হইয়া, তাহাকে উৎপাটন করতঃ উল্লেসিত করিলেন । ৬১ ॥ অনন্তর অমিত্রজিৎ কৃষ্ণ, সেই অলপপ্রাণ দৈত্যকে শতবার গগনে লমণ করাইয়া, প্ততজীবিত হইলে পর, ভূমির উপর তাহাকে আছড়াইয়া ফেলিলেন ॥ ৬২ ॥ কৃষ্ণ কর্তৃক আক্ষেপিত চানুর শতধা বিদীর্ণ হইল এবং তদীয় রক্তস্রাবে সেই সময় পৃথিবী মহা পঙ্কময়ী হইয়া উঠিল ॥ ৬৩ ॥ কৃষ্ণ যে প্রকারে চানুরের সহিত যুদ্ধ করিলেন,

মহাবল বলভদ্রও সেই প্রকারে দৈত্যমল্ল মুষ্টিকের সহিত, তৎকালে বৃদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৬৪। বলভদ্রও মুষ্টি ও জাহ্নবেশ দ্বারা তাহার মস্তকে ও বক্ষোদেশে আঘাতপূর্ব্বক ভূমিতে পাতিত করিলেন এবং এমনভাবে তাহাকে পেষণ করিলেন যে, তাহাতেই তাহার প্রাণ বহির্গত হইল। ৬৫। কৃষ্ণও তোসলকনামক মহাবল মল্লরাজকে বাম-মুষ্টি প্রহার দ্বারা ভূতলে পাতিত করিলেন। ৬৬। অনন্তর চান্নর মুষ্টি ও তোসলক বিনাশ প্রাপ্ত হইলে পর, অস্ত্রাশ্রয় সকল মল্লগণ পলায়ন করিল। ৬৭। অনন্তর কৃষ্ণ ও বলভদ্র সমানবয়স্ক গোপাল বালকগণকে আকর্ষণ করিয়া রঙ্গমধ্যে অতি হৃষ্টভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ৬৮। তখন কংসও কোপে নেত্র রক্তবর্ণ করতঃ ব্যাপৃত-লোক সকলকে, অতি উচ্চরবে কহিল যে, “এই সমাজমণ্ডল হইতে সবলে এই গোপ বালকদ্বয়কে, নিকাশিত করিয়া দাও। ৬৯। লৌহময় শৃঙ্খল দ্বারা এই পাপীন্দকে বন্ধন কর—অবুদ্ধাহঁ দণ্ডপ্রয়োগ করিয়া এই বৃদ্ধ বহুদেবকে বধ কর। ৭০। এবং কৃষ্ণের সহিত, যে গোপবালকগণ এই সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, ইহাদিগকেও বধ কর এবং ইহাদের গাভী সকল ও যাহা কিছু ধন আছে, তাহা সকলই হরণ কর। ৭১।” কংস এই প্রকার আজ্ঞা করিলে পর, মধুসূদন হাস্ত করতঃ একটি লক্ষ প্রদানপূর্ব্বক সেই মঞ্চের উপর আরোহণ করিয়া বেগে কংসকে ধারণ করিলেন। ৭২। কৃষ্ণ, কেশসমূহ আকর্ষণ করিয়া কংসকে ভূমিতে নিপাতিত করিলেন এবং তাহার উপর বয়ঃ পতিত হইলেন, সেই সময় কংসের মস্তক হইতে কিরীট বিগলিত হইয়া পড়িল। ৭৩। সকল জগতের আধার অতিভার কৃষ্ণ উপরে পতিত হইয়া, উগ্রসেন পুত্র কংসের প্রাণ পরিত্যাগ করাইলেন। ৭৪। সেই সময় মধুসূদন মৃতকংসের কেশ সমূহ আকর্ষণ করিয়া রঙ্গমধ্যে তাহার দেহ কর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৭৫। মঁহাঁজলবেগের জ্বায় আকৃষ্যমাণ কংসদেহের অতিগৌরব প্রযুক্ত সেই সময় সেইখানে এক প্রকাণ্ড পরিধা নিখিত হইল। ৭৬।

কৃষ্ণ এবম্প্রকারে কংসকে গ্রহণ করিলে পর, কংসের ভ্রাতা জুয়ালী রোষ-সহকারে আগমন করিল, কিন্তু বলভদ্র অবলীলাক্রমে তাহাকে বিনাশ করিলেন। ৭৭। অনন্তর অবজ্ঞাসহকারে কৃষ্ণ কর্তৃক নিপাতিত কংসকে

অবলোকন করিয়া, সেই রত্নমণ্ডলস্থ সকল ব্যক্তিই হাহাকার করিতে লাগিল। ৭৮ । অনন্তর মহাবাহু কৃষ্ণ, বলভদ্রের সহিত সত্বর হইয়া বহুদেব ও দেবকীর পাদগ্ৰহণ করিলেন। ৭৯ । তখন বহুদেব ও দেবকীর পূর্বজন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ হইতে লাগিল এবং তাঁহারা ভগবানকে ভূমি হইতে উঠাইয়া, শ্রাণম করতঃ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ৮০ । বহুদেব কহিলেন, হে অবসন্নগণের নাথ, দেবগণেরও বরদ! হে প্রভো! প্রসন্ন হও। হে কেশব! আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা হইয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছ। ৮১ । হে ভগবন্! আপনি পূর্বে আমাদিগের আরাধিত হইয়া দুর্ভাগ্যগণের নিধনের নিমিত্ত যে আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাতে আমার কুলপবিত্র হইয়াছে। ৮২ । তুমি সর্বভূতের অন্ত, অথচ তুমি সর্বভূতেই অবস্থিতি করিতেছ। হে সমস্তাশ্বিন! তোমা হইতে ভূত ও ভবিষ্যৎ প্রবর্তিত হইয়াছে। ৮৩ । হে সর্বদেবময় অচ্যুত! সকল যজ্ঞেই তোমার যজ্ঞন হইয়া থাকে। হে পরমেশ্বর! তুমিই যজ্ঞস্বরূপ, অথচ তুমিই সকল যজ্ঞের ষষ্ঠী। ৮৪ । আমার এবং দেবকীর অন্তঃকরণ যে তোমার প্রতি তনয়প্রীতিবশে ভ্রান্তিযুক্ত হইতেছে, তাহা যে অন্ত্যস্ত বিড়ম্বনা, ইহাতে সন্দেহ কি?। ৮৫ । সকল ভূতগণের কর্তা অনাদি-নিধন তুমিই বা কোথায়? আর মনুষ্যরূপী আমার তোমাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধনকারিণী জিহ্বাই বা কোথায়? তুমি আমার পুত্র, ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? ৮৬ ॥ হে জগন্নাথ! এই অধিলজগৎ বাহ্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, মারা ব্যতিরেকে তিনি আমা হইতে জন্মগ্রহণ করিবেন, ইহা অন্য কোন্ যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হইবে? ৮৭ ॥ এই স্বাবর-জন্মান্বক জগৎ বাহ্যতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তিনি অঠর-মধ্যাশ্রয়ী হইয়া মনুষ্য হইতে কেন জন্মগ্রহণ করিবেন? ৮৮ । হে পরমেশ্বর! তুমি সেই অচিন্তনীয় বিত্তব! তুমি প্রসন্ন হও এবং অংশাবতার দ্বারা বিশ্বের পালন কর, তুমি আমার পুত্র নহ। হে ঈশ! এই আত্মরূপাদপ জগৎ তোমা হইতেই উৎপন্ন, হে পরমেশ্বরাস্বিন! আমাদিগকে কেন বিমোহিত করিতেছ? ৮৯ ॥ হে অপান্তভয়! তুমি আমার তনয়, এই মায়্য প্রভাবে বিমূঢ়দৃষ্টি হইয়াই আমি কংস হইতে অতিতীব্র ভয়প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং সেই ভয়ে আতুল হইয়াই আমি তোমাকে গোন্ধুলে

রাখিয়া আসিয়াছলাম ; তুমি সেইখানেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছ। হে ঈশ ! আমার মমত্ব-বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ১০ ॥ রুদ্র মরুৎ অশ্বনৌকুমার ও ঈশ্র প্রভৃতি দেবগণের অনাধ্যা যে সকল কৰ্ম্ম, তাহা তুমি সম্পাদন করিলে, ইহা প্রত্যক্ষই দেখিলাম। হে ঈশ ! তুমি বিষ্ণু এবং জগতের উপকার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছ, ইহা আমরা ভাগ করিয়া বৃত্তিতে পারিয়াছি, আমাদের মোহ নষ্ট হইয়াছে ॥ ১১ ॥

বিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## একবিংশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—ভগবানের অত্যাশ্চর্য্য কৰ্ম্মদর্শন করিয়া, বহুদেব ও দেবকী সম্পূর্ণ বিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন দেখিয়া হরি, যদুমণ্ডলীর মোহোৎপাদনের জন্য পুনর্বার বৈষ্ণবী-মায়া বিস্তার করিলেন ॥ ১ ॥ অনন্তর কৃষ্ণ, বহুদেব ও দেবকীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে “হে মাতঃ ! হে পিতঃ ! কংস-ভীত আমি ও বলভদ্র বহুকাল ধরিয়া উৎকলিতভাবে থাকিয়া অন্য ভাগ্য-ক্রমে আপনাদের দুইজনকে দেখিতে পাইলাম ॥ ২ ॥ সাধুদিগের পিতা ও মাতার পূজা ব্যতিরেকে যে কাল গমন কবে, জীবনেও সেই অংশটুকুও ব্যর্থ স্বরূপে পরিগণিত হয় ॥ ৩ ॥ হে তাত ! দেব, দিগ্ধ ও গুরুগণের এবং মাতা ও পিতার পূজনকারী দেহগণেরই জন্ম সফল হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ হে পিতঃ ! কংসের প্রতাপ ও বীর্য্যে ভীত ও পরাধীন, আমাদের দুই জনের এই অতিক্রম কৃত ব্যবহার আপনি ক্ষমা করুন ॥ ৫ ॥

পরশর কহিলেন,—কৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ে মাতা ও পিতাকে এই বলিয়া প্রণাম করিলেন এবং যথাক্রমে যদুবৃদ্ধগণের পূজা করিয়া পৌরগণের সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ অনন্তর কংসের পত্নীগণ ও মাতৃগণ ভূমিতে নিহত, কংসকে পরিবেষ্টন করিয়া হুঃখ ও শোক পরিপ্লুতভাবে অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥ তখন হরিও অল্পতাপাতুরভাবে স্ময়ং অশ্রু-কলুষিত নয়ন হইয়া, তাহাদিগকে বহুপ্রকারে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ অনন্তর মধুসূদন, উগ্রসেনকে বন্ধন হইতে মোচন করিলেন এবং



মৃত পুত্র ঐ উগ্রসেনকে পুনর্বার নিজরাজ্যে পূর্বের ন্যায় অভিষেক করিলেন ॥ ৯ ॥ যদুসিংহ উগ্রসেন কৃষ্ণ কর্তৃক স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, স্বীয় পুত্র কংস এবং যে সকল বীর সেইস্থলে ষাতিত হইয়াছিলেন, তাহাদের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিলেন ॥ ১০ ॥ অনন্তর পুত্রের ঔর্দ্ধদেহিককর্ম্ম সম্পাদনান্তে, উগ্রসেন সিংহাসনে উপবেশন করিলে পর, ভগবান্ হরি তাঁহাকে কহিলেন—“হে বিভো! আমার এক্ষণে কি করিতে হইবে, আপনি তাহা অবিশঙ্কিতভাবে আজ্ঞা করুন ॥ ১১ ॥ এই যদুবংশ যযাতি-শাপে অরাজ্যাহ হইলেও আমি বর্ত্তমান ষাক্ষিতে, আপনি স্বচ্ছন্দে দেবগণের প্রতি আজ্ঞা প্রচার করুন, রাজগণেরত কথাই নাই” ॥ ১২ ॥

পরামর্শ কহিলেন,—অগতের কার্য্যসিদ্ধির জন্য মনুষ্যরূপধারী ভগবান্ কেশব, উগ্রসেনকে এই প্রকার বলিয়া বায়ুকে স্মরণ করিলেন ও স্মরণ মাত্রেই বায়ু তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ১৩ ॥ তখন ভগবান্ বায়ুকে কহিলেন হে বায়ো! তুমি ইজের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বল,—হে বাসব! তোমার পূর্ব্বে প্রয়োজন নাই, তুমি উগ্রসেন নৃপতিকে সুধর্ম্মা নামে সভা প্রদান কর ॥ ১৪ ॥ কৃষ্ণ তোমার প্রতি আদেশ করিতেছেন, সুধর্ম্মাখ্যা যে অতুস্তম সভারহ আছে, তাহা রাজাহ, সুভরাং সেই সভায় যদুগণের উপবেশনই সদৃশ ॥ ১৫ ॥

পরামর্শ কহিলেন,—ভগবান্ পবনকে এই কথা বলিলে পর পবন, গমন পূর্ব্বক শচীপতির নিকট সকল কথা বলিলেন। তখন ইন্দ্রও বায়ুর নিকট সেই সুধর্ম্মাখ্যা সভা প্রদান করিলেন ॥ ১৬ ॥ অনন্তর বায়ু কর্তৃক সমানীত সর্করদ্বাঢ্যা সেই মনোহর দিব্যসভাকে যজুশ্রেষ্ঠগণ উপভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ যজুশ্রেষ্ঠবীর কৃষ্ণ ও বলরাম যদিচ সর্করজ্ঞানময় ও বিবিডাখিল-বিজ্ঞান ছিলেন, তথাপি তাঁহারা মনুষ্যলোকে আচার্য্য হইতে শিক্ষানুক্রমের কর্তব্যতা খ্যাপন করিবার অত্র অবন্তিপুরবাসী কাশ্যসান্দীপনির নিকট অত্র শিক্ষা করিবার জন্য গমন করিলেন ॥ ১৮-১৯ ॥ বলভদ্র ও কৃষ্ণ সান্দীপনির শিষ্য স্বীকারপূর্ব্বক গুরুর প্রতি উচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া সকল জনে আচার শিক্ষা দিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥ হে দ্বিজ! ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কারণ হইয়াছিল, যে, তাঁহারা চতুঃষষ্টি দিবসেই সরহস্ ৷

সংগ্রহ ধর্ম্মেরে পারদর্শী হইয়াছিলেন ॥ ২১ ॥ সান্দীপনি তাঁহাদের এব-  
শ্রকার অভিমাছুয়া ও অসম্ভাবনীর কর্ম্ম চিন্তা করিয়া বিবেচনা  
করিলেন যে, নিশ্চয়ই চন্দ্র ও দিবাকর তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ২২ ॥  
অনন্তর গুরুর উপদেশ মাত্রেই তাঁহারা, সর্ব্বপ্রকার অন্তশিক্ষা করিয়া  
সান্দীপনিকে কহিলেন যে “আপনাকে যে গুরুদক্ষিণা দিতে হইবে  
আপনি তাহা প্রার্থনা করুন ॥ ২৩ ॥ তখন মহামতি সান্দীপনি, তাঁহাদের  
অলৌকিক কর্ম্ম অবলোকন করিয়া, তাঁহাদের নিকট গুরুদক্ষিণা স্বরূপ,  
লবণসমুদ্রে, প্রভাসে মৃত, স্বকীয় পুত্রের পুনর্জীবন প্রার্থনা করিলেন ॥ ২৪ ॥  
অনন্তর তাঁহারা অস্ত্রগ্রহণ করিয়া, সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র সমুদ্র,  
নিজরূপে অর্ঘ্যপাত্র হস্তে সেইখানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন “আমি সান্দী-  
পনীর পুত্রকে হরণ করি নাই ॥ ২৫ ॥ শত্শরূপী পঞ্চজন নামে একজন  
দৈত্যই সেই বালককে গ্রহণ করিয়াছে। হে অম্বরহৃদন! সে দৈত্য আমার  
জল মধ্যেই বাস করিতেছে” ॥ ২৬ ॥

সমুদ্র এইকথা বলিলে পর, কৃষ্ণ জলমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দৃষ্টবৃত্তাব পঞ্চজন  
নামক অম্বরকে হনন করিয়া তাহার অস্থিসম্ভব শব্দ গ্রহণ করিলেন ॥ ২৭ ॥  
এই শব্দের নাদে দৈত্যগণের বলহানি হয়, দেবগণের তেজঃ বৃদ্ধি হয়  
এবং অধর্ম্ম বিনাশলাভ করে ॥ ২৮ ॥ অনন্তর পাঞ্চজন্য-শব্দ বাদন করিতে  
করিতে হরি ও বলবান্ বলদেব যমপুত্রী গমনপূর্ব্বক বৈবস্বত যমকে জয়  
করিয়া, যথাপূর্ব্ব শরীরী যাতনাসংঘ বালককে গ্রহণ করতঃ তাহার পিতার  
হস্তে প্রদান করিলেন ॥ ২৯/৩০ ॥ অনন্তর কৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ে উদ্রাসেন-  
পালিতা মথুরাপুরীতে আগমন করিলেন। তখন তাঁহাদের দর্শনে মথুরার  
সকল স্ত্রী ও পুরুষগণ প্রহৃষ্ট হইল ॥ ৩১ ॥

একবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ!

## দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

পরামর্শ কহিলেন,—কংস, অস্তি ও প্রাপ্তি নানী অরাসন্ধের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। মগধাধিপতি বলী অরাসন্ধ, সেই কন্যাদ্বয়ের পতিহন্তা কৃষ্ণকে যাদবগণের সহিত বিনাশ করিবার জন্ত, মহতীসেনা সম্ভবিবাহারে আগমন করিল ॥ ১। ২ ॥ ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিনী সেনা-পরিবৃত্ত মগধেশ্বর আগমনপূর্বক মথুরাপুরীর অবরোধ করিল ॥ ৩ ॥ তখন বলশালী রাম ও জনাৰ্দ্দন উভয়ে অঙ্গ সৈন্তে পরিবৃত্ত হইয়া, নগরী হইতে নিজস্বপূর্বক অরাসন্ধের বলবান্ মৈনিকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ হে মুনি-সত্তম ! অনন্তর রাম ও জনাৰ্দ্দন, স্বকীয় পুরাতন অস্ত্রসমূহের আদান করিতে এক উত্তম সংকল্প করিলেন ॥ ৫ ॥ হে ধীর ! অনন্তর আকাশ হইতে শাল', ধৃজা, অক্ষয়সায়ক তৃণদ্বয় ও কোমোদকী নামে পদা, ঊর্গবান্ হরির নিকট উপস্থিত হইল ॥ ৬ ॥ হে কবে ! বলভদ্রের মনোহস্তিমত হ'ল ও সোনাল্য মুবল গগন হইতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল ॥ ৭ ॥ অনন্তর রাম ও জনাৰ্দ্দন, সৈন্য মগধাধিপকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া, উভয়েই মথুরাপুরীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৮ ॥ হে মহামুনে ! অতর্কিত অরাসন্ধ পরাজিত হইয়া, যে ভাবে পলায়ন করিল, তাহাতে কৃষ্ণ তাহাকে পরাজিত ভাবিলেন না ॥ ৯ ॥ হে বিজ্ঞোত্তম ! অনন্তর কিছু দিন পরে, বলাধিত অরাসন্ধ, কোপ-পূর্ণ হইয়া পুনর্বার যুদ্ধার্থে আগমন করিল এবং রাম ও কৃষ্ণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া পুনর্বার পলায়ন করিল ॥ ১০ ॥ মগধদেশাধিপতি রাজা অরাসন্ধ এই প্রকারে অষ্টাদশ-বার কৃষ্ণপ্রমুখ বহুবাদবগণের সহিত যুদ্ধ করে। এবং সেই সকল যুদ্ধেতেই বলাধিক অরাসন্ধ, অলস-সৈন্য যাদবগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল ॥ ১১। ১২ ॥ যাদবগণের যে সেই প্রকার বল অর্জিত হয়, তাহা কেবল চক্রীর অংশাবতারের সন্নিধি মাহাত্ম্যের প্রভাবেই ॥ ১৩ ॥ মনুষ্য-ধর্মশীল জগৎপতির ইহা লীলা ; ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে ; কারণ তিনি সর্বশক্তিমান্ হইয়াও শত্রুগণের উপর অস্ত্রক্ষেপণ করিতেন ॥ ১৪ ॥ যিনি সজ্জমাঞ্জেই এই অগভের ব্যষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন, তাঁহার শত্রুশঙ্ক ক্ষয়-বিষয়ে উদ্যম-বিস্তরের আর প্রয়োজন কি ? ॥ ১৫ ॥ তথাপি সেই জগবান্

মহাযাগ্ণের ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াই হীনগণের সহিত যুদ্ধ করিতেন এবং বল-  
বানের সহিত সন্ধি করিতেন ॥ ১৬ ॥ সেই ভগবান্ মহাযাগ্ণের অনুসারে  
কোনস্থানে সাম, কোন স্থানে দান ও কোন স্থানে ভেদ প্রদর্শন  
করিতেন ; আবার কোন স্থলে দণ্ডনীতির অনুসরণ করিতেন ; আবার হয়ত  
কুত্ৰাপি পলায়নও করিতেন ॥ ১৭ ॥ এই প্রকারে মহাযা-দেহীগণের চেষ্টানুবর্তন-  
কারী জগৎপতির স্বকীয় ইচ্ছানুসারেই লীলা, সংপ্রবর্তিত হইতে লাগিল ॥ ১৮  
দ্বাবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—হে দ্বিজ ! গোষ্ঠে, সমগ্র যাদবগণের সম্মিলনে  
গার্গ্যকে তদীয় শ্যালক, নপুংসক বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন ; তাহা শ্রবণ  
করিয়া তৎকালে সকল যাদবগণই উচ্চহাস্য করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥ এই  
কারণে গার্গ্য অভিষয় কোপাধিত হইয়া, দক্ষিণসমুদ্রের তীরে গমনপূর্বক  
বহুবংশীয়গণের ভয়কারী এক পুত্রলাভের প্রত্যাশায় তপস্যা আরম্ভ  
করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ সেই গার্গ্য, ব্রতস্বরূপ চূর্ণমাত্র ভক্ষণ করতঃ মহাদেবের  
আরাধনায় প্রবৃত্ত হয় ; অনন্তর দ্বাদশদিবসে মহাদেব প্রসন্ন হইয়া, তাঁহাকে  
অভিলষিত বর প্রদান করিলেন ॥ ৩ ॥ অনন্তর অপুত্র যবনেশ্বর, তাঁহাকে  
অভিষয় সম্মান করতঃ নিজগৃহে লইয়া গেলেন এবং সেই স্থলে যবনেশ্বর  
মহিবীর সহবাসে তাঁহার ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এক সন্তান জন্মিল ॥ ৪ ॥  
সেই বজ্রাঙ্গ-কঠিন বক্ষঃস্থল পুত্র কালযবনকে, স্বীয় রাজ্যে অভিষেক করিয়া  
যবনেশ্বর বনে গমন করিলেন ॥ ৫ ॥ অনন্তর বীর্য্যমদোন্মত্ত কালযবন,  
নারদের নিকট পৃথিবীস্থ বলবান্ নৃপতিগণের নাম জিজ্ঞাসা করিলে, নারদ  
তত্ক্ষণে যাদবনৃপতিগণের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন ॥ ৬ ॥ নারদের বাক্য  
শ্রবণ করিয়া কালযবন, যাদবগণের সহিত যুদ্ধার্থে, সহস্র সহস্র কোটি  
য়েচ্ছসৈন্য ও অনন্ত রথ অশ্ব ও হস্তি ও পদাতিসৈন্তের এক মহান্ সমা-  
বেশ করিল ॥ ৭ ॥ এবং মধ্যে মধ্যে বাহন হস্তীঅশ্বাদি পরিশ্রান্ত হইলে,  
তৎক্ষণাৎ অন্য বাহনে আরোহণ করিয়া, প্রতিদিন অবিশ্রাম-গতিতে,  
যৌবপূর্ণ কালযবন, যাদবগণের সহিত যুদ্ধার্থে মথুরায় আসিয়া উপস্থিত

হইল ॥৮॥ অনন্তর কৃষ্ণ, একদিকে বার-বার অরাসন্ধের আক্রমণ ও অপরদিকে কালযবনের আক্রমণ দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কালযবনের সহিত যুদ্ধে ক্লীণপ্রায় হইলে বানবগণ পুনর্বার মগধরাজার সহিত যুদ্ধে নিশ্চয় তৎকর্তৃক জিত হইতে পারিবে ॥৯॥ আবার মগধাধিপতির সহিত যুদ্ধে বহুগণ ক্লীণবল হইলে, পুনর্বার সবল কালযবন, তাহাদিগকে হনন করিতে পারিবে, সুতরাং এইক্ষেণে যদ্বংশীয়গণের ছুইদিক্ হইতে বিপত্তি উপস্থিত হইল ॥ ১০ ॥ এই সকল কারণে এক্ষণে আমি যদ্বংশের জন্য এমন একটা দুর্গ করিব, যাহাকে আশ্রয় করিয়া যদ্বস্ত্রাধিপতি যুদ্ধ করিতে পারিবে, যদ্বীর শ্রেষ্ঠগণের ত কথাই নাই ॥১১॥ আমি মত্ত প্রমত্ত স্তম্ভ বা প্রবাসগত যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, পরকীয় দুষ্ট বোধগণ যেন কোন কালেই যদ্বংশীয়গণের অভিভব করিতে না পারে, ইহা আমার করিতে হইবে ॥ ১২ ॥

গোবিন্দ পূর্বোক্ত প্রকারে চিন্তা করতঃ মহোদধির নিকট শতযোজন পরিমিত স্থান বাচঞা করিয়া, সেই স্থানে দ্বারকানাম্নী এক পুরী স্থাপিত করিলেন ॥ ১৩ ॥ ঐ দ্বারকাতে বড় বড় উদ্যান নির্মিত হইল এবং তাহার বগ্ন অতি দৃঢ় এবং তাহাতে শত শত তড়াগ শোভা পাইতে লাগিল। প্রাকার, গৃহ ও দুর্গ প্রভৃতিতে সুশোভিত ঐপুরী ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥১৪॥ অনন্তর কালযবন, আসন্ন হইলে জনার্দন, মথুরাবাসী লোকদিগকে দ্বারকায় আনয়ন করিয়া, স্বয়ং পুনর্বার মথুরাতেই গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥১৫॥ পরে কালযবনের সৈন্যগণ পুর অবরোধ করিয়া, বহির্দেশে হুতুরূপে নিবেশিত হইল ; গোবিন্দ মথুরা হইতে নির্গমনপূর্বক যবনেশ্বরের সম্মুখীন হইলেন ॥ ১৬ ॥ যোগিগণেরও চিন্তাসমূহ বাঁহাকে ধারণা করিতে পারেনা, সেই ভগবান্ বাহুদেবকে নিকটে উপস্থিত দেখিয়া বাহুমাত্র-প্রেরণ কালযবন, তাঁহার অনুগমন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১৭ ॥ কালযবন কর্তৃক অনুগম্যমান কৃষ্ণও, যেখানে মুচুকন্দ নামে মহাবীৰ্য্য নরেশ্বর শয়ন করিয়া ছিলেন, সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৮ ॥ স্তম্ভস্থিতি স্বনও সেই গুহা মধ্যে প্রবেশ করিয়া, শয্যাগত রাজা মুচুকন্দকে অবলোকনপূর্বক, কৃষ্ণবোধে তাঁহাকে পদাঘাতদ্বারা তাড়না করিল ॥ ১৯ ॥ হে মৈত্রেয় ! অনন্তর রাজার নিজা ভদ্র হইল এবং তাঁহার দৃষ্টিমাজেই ক্রোধজাতবহি

দ্বারা ঐ যবন প্রজ্জ্বলিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ ভস্ম হইয়া গেল ॥ ২০ ॥ পূর্বে দেবাসুর-যুদ্ধে গমনপূর্বক সেই রাজা মুচুক্শ, মহাসুরগণকে ভয় করিয়া, অতিশয় নিদ্রাতুর হইলেন এবং সেই জন্য দীর্ঘকাল নিদ্রারূপ বর, দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিল ॥ ২১ ॥ সেই সময় দেবগণও তাঁহাকে বলেন যে, তুমি নিদ্রিত হইলে পরে যে ব্যক্তি তোমার নিদ্রাত্ত্ব করিবে, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তোমার দেহ হইতে সমুৎপন্ন অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়া যাইবে ॥ ২২ ॥ এইপ্রকারে রাজা মুচুক্শ সেই পাপরূপী যবনকে দগ্ধ করিয়া, মধু-সুদনকে অবলোকন করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি ? তখন ভগবান্ কহিলেন, আমি চন্দ্রবংশে যদুকুলে উৎপন্ন এবং বৃন্দদেবের পুত্র ॥ ২৩ ॥

মুচুক্শেরও সেই সময়ে বুদ্ধগর্গমুনির বাক্য স্মরণ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই সর্বভূতেশ্বর হরিকে প্রণামপূর্বক কহিলেন, “আপনি বিষ্ণুর অংশ ও পরমেশ্বর ; ইহা আমি জানিতে পারিয়াছি ॥ ২৪ ॥ পুরাকালে গর্গমুনি কহিয়াছিলেন, অষ্টাবিংশযুগে, দ্বাপরান্তে যদুবংশে হরির জন্ম হইবে ॥ ২৫ ॥ আপনি মর্ত্যগণের উপকার করিবার জন্য, নিশ্চয়ই অবতীর্ণ হইয়াছেন। তথাপি আমি আপনার এই স্মৃহৎ তেজঃ সহন করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ২৬ ॥ আপনার বাক্য সজ্জলজলধর গর্জনবৎ ধীরতর, হে ভগবন্ ! আপনার পদভরে ধরণী পীড়িতা ॥ ২৭ ॥ দেবাসুর-মহাযুদ্ধে দৈত্যসেনাগণের মধ্যে মহাবীরগণ আমার সেই উৎকট তেজঃ সহ করিতে পারে নাই। কিন্তু অদ্য আমি আপনার তেজঃ সহ করিতে পারিতেছি না ॥ ২৮ ॥ সংসারক্ষেত্রে পতিত প্রাণিগণের আপনি একমাত্র রক্ষয়িতা, আপনি সেই আশ্রিতগণের আর্তিহর, আপনি প্রসন্ন হউন এবং আমার অন্তঃ বিনাশ করুন ॥ ২৯ ॥ আপনিই চতুঃসমুদ্রের স্বরূপ, আপনি পর্বত সরিৎ সমূহ, বননিচয়, পৃথিবী, গগন, বায়ু, জল, অগ্নি ও মনঃ স্বরূপ ॥ ৩০ ॥ হে ভগবন্ ! আপনি বুদ্ধি ও প্রকৃতি স্বরূপ, আপনি প্রাণ স্বরূপ, অথচ প্রাণেশ্বর, আপনি পুরুষরূপী অথচ পুরুষ হইতে বিকার রহিত, জগদ্বহীন যে পরতর বস্তু তৎস্বরূপ ॥ ৩১ ॥ আপনিই আদ্যন্ত্যহীন, বুদ্ধিনাশবিরহিত, শব্দাদিহীন, ক্ষয়বর্জিত ও আময় সেই ব্রহ্ম ॥ ৩২ ॥ আপনা হইতে, দেবগণ, পিতৃগণ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর সিদ্ধ ও অশ্বরোগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনা হইতেই মনুষ্য, পশু ও পক্ষিগণ সমুৎপন্ন ॥ ৩৩ ॥

সকল মৃগসরীসৃগ ও মহীকুলগণ আপনা হইতেই জন্মিয়াছে, বাহা কিছু স্নাত্ত হইয়াছে ও হইবে, তাহা সকল আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়া গিয়াছে ও হইবে ॥ ৩৪ ॥ অমূর্ত অথবা মূর্ত, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম, কিম্বা হির-স্বভার বাহা কিছু পদার্থ আছে, হে জগৎকর্তা ! তাহা সকল আপনা ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে ॥ ৩৫ ॥ হে ভগবন্ ! তাপত্রয়াভিকৃত হইয়া আমি এই সংসারচক্রে সর্বদা ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু কোনকালেই শান্তি পাইলাম না ॥ ৩৬ ॥ হে নাথ ! আমি দুঃখসমূহকে সুখ স্বরূপে এবং মৃগত্বকে জলাশয় বোধে গ্রহণ করিয়াছি ও তাহাতে বড়ই তাপাধিত হইয়াছি ॥ ৩৭ ॥ হে প্রভো ! রাষ্ট্র, পৃথিবী, সৈন্ত, কোষ, মিত্রপক্ষ, সন্তানসমূহ, ভাৰ্য্যা, ভৃত্যবর্গ ও শকাদি যে সকল বিষয় আছে ॥ ৩৮ ॥ হে অব্যয় ! সেই সকল বিষয়কেই আমি সুখ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু হে ঈশ্বর ! তাহা সকলই আমার তাপ স্বরূপে পরিণত হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥ হে নাথ ! এই দেবগণও দেবলোকপ্রাপ্ত হইয়াই, আমার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন কোষায় গেলে আর শান্তির সম্ভাবনা আছে ॥ ৪০ ॥ হে পরমেশ্বর ! সকল জগতের উৎপত্তি-কারণ স্বরূপ আপনার উপাসনা না করিয়া কোন ব্যক্তিই শান্তিতা লাভ করিতে পারেন না ॥ ৪১ ॥ হে ভগবন্ ! আপনার মায়ার প্রভাবে হুৎ মনুষ্যগণ জন্ম মৃত্যু ও জরাদি সম্ভাপ প্রাপ্ত হইয়া প্রেতরাজের বদন অবলোকন করিয়া থাকে ॥ ৪২ ॥ অনন্তর আপনার স্বরূপ অনভিজ্ঞ সেই মনুষ্যগণ, নরক সমূহে স্বকীয় কৰ্মের ফল স্বরূপ দারুণ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥ হে পরমেশ্বর ! আমি আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া অত্যন্ত বিষয়ী হইয়াছি এবং মমত্ব ও গর্বরূপ মহাগর্ভমধ্যে ভ্রমণ করিতেছি ॥ ৪৪ ॥ এই সংসারপ্রমের পরিতাপে তপ্তচিত্ত আমি, পরিণতধাম নির্কাণপদে অভিলষী হইয়া, অপার ঈশ ও পূজ্যতম স্বরূপ আপনার শরণ লইলাম ॥ হে ভগবন্ ! আমি আপনার সেই পরমপদে আশ্রয় লইলাম, বাহা হইতে আমি আর কোন পদার্থই বিদ্যমান নাই ॥ ৪৫ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—ধীমান্ মুচুকুন্দকর্তৃক স্তত সর্বভূতেশ্বর ভগবান্ হরি, ঋতাহাকে বলিলেন ॥ ১ ॥ হে নরেশ্বর ! তুমি অভিবাঞ্ছিত দিব্য লোকসমূহ লাভ কর, এবং আমার প্রসাদ-প্রভাবে তোমার ঐশ্বর্য অব্যাহত হউক ॥ ২ ॥ অনন্তর সেই সকল দিব্যালোক ভোগপূর্বক তুমি পৃথিবীতে কোন মহাবংশে জাতিস্বরূপে জন্মগ্রহণ করিবে এবং অন্তকালে আমার অন্তর্গত হইবে ॥ ৩ ॥

পরশর কহিলেন,—ভগবান্ এই কথা বলিলে পরে, রাজা মুচুকুন্দ, অগতির ঈশ অচ্যুতকে প্রণামপূর্বক সেই গুহামুখ হইতে বিনীক্রান্ত হইয়া মনুষ্যগণকে আপনা হইতে খর্বাক্রান্ত দেখিলেন ॥ ৪ ॥ অনন্তর কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়া রাজা মুচুকুন্দ, তপস্যা করিবার জন্য নরনারায়ণস্থান গন্ধমাদনে গমন করিলেন ॥ ৫ ॥ কৃষ্ণ ও উপায় যোগে শত্রুবিনাশ করতঃ মথুরায় আগমন করিয়া, কালযবনের হস্তী অশ্ব ও রথাদি দ্বারা উজ্জ্বল সৈন্যগণকে পরাস্ত করিয়া বশীভূত করিলেন ॥ ৬ ॥ অনন্তর ভগবান্ সেই সকল হস্তি ও অশ্ব প্রভৃতি দারবতীতে আনয়ন পূর্বক উগ্রসৈনকে অর্পণ করিলেন । এইরূপে যত্নকুল পরাভিভব ভয়হীন হইল ॥ ৭ ॥

হে বৈত্রেয় ! বলভদ্র ও অখিল যুদ্ধ প্রশান্ত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া জ্ঞানি-সন্দর্শনে উৎকণ্ঠিত মানসে নন্দগোকুলে আগমন করিলেন ॥ ৮ ॥ অমিত্রজিৎ বলভদ্র গোকুলে আগমনানন্তর পূর্বের ন্যায় প্রেম ও বহু-মানপূর্বক গোপ ও গোপীগণকে অভিবাদন করিলেন ॥ ৯ ॥ অনন্তর কেহ কেহ বলভদ্রকে আলিঙ্গন করিল, বলভদ্রও উত্তরে কাহাকাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তিনি কোন গোপ বা কোন কোন গোপীজনের সহিত ছালা করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ সেই গোপগণ বলভদ্রকে বহুবিধ প্রিয় বাক্য বলিতে লাগিল । কিন্তু অপর অপর গোপীগণ প্রেমকুপিত হইয়া দীর্ঘবাক্ত বাক্যে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥ কোন কোন



গোপী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, চঞ্চল-প্রেমের ষণ্ডস্বরূপ সেই নাগরী-  
জনবল্লভ কৃষ্ণ, ত স্থখে বাস করিতেছেন? ॥ ১২ ॥ কেহবা বলিল, ক্ষণ-  
সৌজন্ম কৃষ্ণ আশাদের উপহাস ছলে পুরবাসিনী রমণীগণের কি সৌভাগ্য  
মান বৃদ্ধি করিয়া থাকেন না? ॥ ১৩ ॥ কেহবা বলিল, কৃষ্ণ কি আর  
আমাদের গীতাঙ্ঘ্রী কল-স্বরকে শ্রবণ করেন? তিনি কি জননীকে  
দেখিবার জন্য আর একবার ব্রজে আসিবেন? ॥ ১৪ ॥ কোন কোন গোপী  
বলিল, অথবা তাঁহার আলাপ করিয়া কি লাভ হইবে? অপর কোন  
বাক্যালাপ করা যাক। আমাদের তাঁহাকে ছাড়িয়া এবং তাঁহারও আমা-  
দের ছাড়িয়া, দিনও কাটিয়া যাইবে! ॥ ১৫ ॥ পিতা, মাতা, ভ্রাতা,  
ভর্তা ও বন্ধুজনকে কি আমরা সেই কৃষ্ণের জন্য পরিত্যাগ করি  
নাই? সখে! কৃষ্ণ অকৃতজ্ঞগণের ধ্বজ স্বরূপ, তাহার সন্দেহ কি?  
॥ ১৬ ॥ কেহ বা বলিল, সে সকল কথা এইক্ষণে প্রয়োজন কি?  
হে অকৃষ্ণ! আপনি সত্য করিয়া বলিবেন, কৃষ্ণ কি আর এখানে আগমন  
সম্বন্ধে কোন আলাপ করিয়া থাকেন? ॥ ১৭ ॥ হে দামোদর গোবিন্দ!  
পুরস্কৃত প্রতি মানস অর্পণ করিয়াছেন, স্মরণ্য আমাদের প্রতি আর  
তাঁহার প্রীতি নাই। এইহেতুক তাঁহার দর্শন আমাদের কপালে  
হৃদয়, ইহা বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় ॥ ১৮ ॥

পরাম্বর কহিলেন,—বলভদ্রকে গোপীগণ এই প্রকার একবার দামো-  
দর ও কৃষ্ণ বলিয়া যে সম্বোধন করিল এবং হরি কর্তৃক জ্ঞত-চিত্ততা  
প্রযুক্ত পুনর্বার স্মরণে হস্ত করিয়া উঠিল ॥ ১৯ ॥ অনন্তর সান্বনা-  
মনোহর, গর্জহীন, প্রেমগর্ভ ও অতিমনোজ্ঞ কৃষ্ণের সন্দেশ দ্বারা  
বলভদ্র সেই সকল গোপীগণকে আশাসিত করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥  
অনন্তর বলরাম গোপীগণের সহিত পূর্বের ভ্রায় পারহাস মনোহর নানা-  
বিধ কথা কহিতে লাগিলেন এবং তাহাদের সহিত ব্রজভূমিতে নানাবিধ লীলা  
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২১ ॥

চতুর্দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—মহাত্মা, ধরনীধারণকারি, নিষ্পাদিত-গুরুকার্য্য, কার্ধ্যের নিমিত্ত পৃথিবীবিহারী, মানুষরূপী, শেখাবতার বলভদ্র, বনে গোপ-গণের সহিত বিচরণ করিতেছেন দেখিয়া, তাঁহার উপভোগার্থ বরুণ, বারুণীকে (মাদিরাকে) কহিলেন ॥ ১।২ ॥ হে মদিরে! যে মহাবলশালী মহাত্মার তুমি সর্বদা অভিলাষের পাত্র, সেই অনন্তদেবের উপভোগার্থ, হে শুভে! তুমি গমন কর ॥ ৩ ॥ বরুণ এই প্রকার বলিলে পর, বারুণী বৃন্দা-বনোৎপন্ন কদম্ববৃক্ষের কোটরে সন্নিহিত হইলেন ॥ ৪ ॥ বলভদ্রও বিচরণ করিতে করিতে উত্তম মদিরাগন্ধের আভ্রাণ পাইয়া পুরাতন মদিরাহুতাগ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫ ॥ অনন্তর, হে মৈত্রেয়! লাক্সলী (বলভদ্র) সহসা কদম্ব বৃক্ষ হইতে বিগলিত মদ্যধারা অবলোকন করিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৬ ॥

অনন্তর হর্ষাধিত বলভদ্র, গীতবাদ্য-বিশারদ গোপ ও গোপীগণ কর্তৃক উপগীয়মান হইয়া তাহাদের সহিত একত্র সেই মদিরা পান করিলেন ॥ ৭ ॥ অনন্তর সমস্ত শরীর হইতে উৎপন্ন ঘর্ষ-বিশিষ্ট বারিকণায় উজ্জল পাত্র বলভদ্র মদিরাপানে বিহ্বল হইয়া কহিলেন,—হে যমুনে! তুমি এই স্থলে আগমন কর, আমি স্নান করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ৮ ॥ সেই সময় বলভদ্রের মত্ততা-কালে কথিত-বাক্যের অবমানপূর্ব্বক, নদী যমুনা সেই স্থলে আগমন করিল না। তখন লাক্সলী, ক্রুদ্ধ হইয়া লাক্সল গ্রহণ করিলেন ॥ ৯ ॥ অনন্তর মদবিহ্বল বলভদ্র সেই লাক্সলের দ্বারা যমুনাকে গ্রহণ করতঃ তটের-দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—রে পাপে! তুমি আসিবে না? আসিবে না? এক্ষণে আপনার ইচ্ছানুসারে গমন কর দেখি ॥ ১০ ॥ সহসা বলভদ্র কর্তৃক আক্ৰাম্যমানা নদী, স্বকীয় গমনোপযোগী পথ পরিত্যাগ করিয়া, বলভদ্র যেখানে ছিলেন, সেই তট সহসা প্লাবিত করিয়া দিলেন ॥ ১১ ॥ এবং নদী, শরীরধারণপূর্ব্বক জল হইতে উত্থান করতঃ ত্রাসবিহ্বললোচনে রামকে বলিতে লাগিলেন,—হে হলায়ুধ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং আমাকে পরিত্যাগ করুন ॥ ১২ ॥

অনন্তর বলভদ্র বলিলেন, আর যদি কখন আমার শৌর্য ও বলের প্রতি তুমি অবজ্ঞা কর, তাহা হইলে আমি এই হলাঘাত দ্বারা তোমাকে সহস্র খণ্ড করিয়া ফেলিব ॥ ১৩ ॥

পরশুর কহিলেন,—বলভদ্র এই প্রকারে তিরস্কার করিলে পর, নদী অতি সন্মানে, সেই ভূমি-প্রাণিত করিয়া বলভদ্রকে প্রসন্ন করিলেন ; তখন তিনিও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১৪ ॥ অনন্তর তাঁহার দ্বান সমাপ্ত হইলে, লক্ষ্মী শরীরিণী হইয়া মনোহর অবতঃসোৎপল এবং এক কুণ্ডল গ্রহণ করতঃ মহায়া বলভদ্রের নিকট আগমন করিলেন ॥ ১৫ ॥ এবঞ্চ লক্ষ্মী তাঁহাকে বরণ-প্রেরিত অন্নানপক্কা মালা ও সমুদ্রের ন্যায় নীলবর্ণ ছই-খানি বস্ত্র প্রদান করিলেন ॥ ১৬ ॥ তখন কৃতাবতঃস, চারুকুণ্ডল শোভিত নীলান্বরধর ও মালাধারী বলভদ্র কাঙ্ক্ষিত হইয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ এই প্রকারে বিভূষিত হইয়া বলভদ্র, ব্রহ্মভূমিতে ছইমাস কাল নানাপ্রকার লীলা করিলেন ও পরে পুনর্বার দ্বারকায় গমন করিলেন ॥ ১৮ ॥ বলভদ্র, রৈবত-রাজার কন্যা রেবতীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে বলভদ্রের ঔরসে নিশল এবং উল্লুক নামে ছই পুত্র উৎপন্ন হইল ॥ ১৯ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## ষড়্বিংশ অধ্যায় ।

পরশুর কহিলেন,—বিম্বদেশের মধ্যে কুন্তিনামক রাজ্যে ভীষ্মক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার কন্যা নামে এক পুত্র ও কক্লিণী নামে এক বরাদ্ধা কন্যা জন্মে ॥ ১ ॥ সেই চারুহাসিনী কক্লিণী কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাঁহাকে কামনা করেন। এই কারণে কৃষ্ণ তদীয় পিতার নিকট তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেও, কক্লিণী কৃষ্ণ-প্রযুক্ত কৃষ্ণকে কক্লিণী-প্রদান করিলেন না ॥ ২ ॥ উরুবিক্রম রাজা ভীষ্মকও জরসন্ধের পরামর্শ অনুসারে কক্লিণীর সহিত একবাক্য হইয়া শিশুপালকে কক্লিণী প্রদান করিবেন,—ইহা অঙ্গীকার করিলেন ॥ ৩ ॥ অনন্তর শিশুপালের হিতৈষি জরাসন্ধ-প্রমুখ নৃপতিগণ বিবাহার্থে ভীষ্মকের পুত্রীতে গমন করিলেন ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ ও বলভদ্র-প্রমুখ বহুবাদবগ্গেণে বেষ্টিত হইয়া, বিবাহদর্শন করিবার জন্য ভূপতি ভীষ্মকের কুন্তিন নগরে গমন করিলেন ॥ ৫ ॥ অনন্তর বিবাহের একদিন পূর্বেই হরি, রামাদি বহুবর্গের উপর বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধাদির ভার অর্পণপূর্বক সেই কন্যাকে হরণ করিলেন ॥ ৬ ॥ অনন্তর পৌণ্ড্রক, দত্তবক্র, বিদূরথ, শিশুপাল, জরাসন্ধ ও শাল্য ঐভূতি মহীপালগণ কুপিত হইয়া হরিকে হনন করিবার জন্য উত্তম উদ্যোগ করিলেন; কিন্তু যুদ্ধার্থে আগমন করিয়া তাঁহারা সকলেই বলভদ্র-প্রমুখ যদুশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক পরাজিত হইলেন ॥ ৭।৮ ॥ অনন্তর “যুদ্ধে কেশবকে বধ না করিয়া আমি আর কুন্তিন নগরে প্রবেশ করিব না”—এইপ্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া রুক্মী, কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎগামী হইল ॥ ৯ ॥ কিন্তু চক্ৰী (কৃষ্ণ) হস্তি, অশ্ব, পদাতি ও রথসম্মূল তদীয় সকল সৈন্যকে হনন করিয়া, অবলীলাক্রমে রুক্মীকে জয় করিয়া ভূমিপৃষ্ঠে পাতিত করিলেন ॥ ১০ ॥ অনন্তর যখন ভগবান্ হরি যুদ্ধত্যাগ করিয়া বধ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন রুক্মিণী প্রণামপূর্বক হরির নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, “হে ব্রহ্মন্ ! আমার এই ভ্রাতাটিকে আপনি হনন করিবেন না। হে দেবেশ ! আপনি কোপবেগ রুদ্ধ করিয়া আমাকে ভ্রাতৃ-ভিক্ষা প্রদান করুন” ॥ ১১।১২ ॥ অক্লিষ্টকর্ত্তা কৃষ্ণ রুক্মিণী কর্তৃক এই প্রকারে প্রার্থিত হইয়া, রুক্মীকে পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর রুক্মী প্রতিজ্ঞা সফল না হওয়ায় আর কুন্তিন নগরে প্রবেশ না করিয়া ভোজকট নামে এক পুত্র নির্মাণপূর্বক সেইখানে বাস করিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥ মধুসূদনও রুক্মীকে পরাজয় করিয়া রাক্ষস-বিবাহ অনুসারে প্রাপ্ত রুক্মিণীকে সম্যক বিধি অনুসারে বিবাহ করিলেন ॥ ১৪ ॥ সেই রুক্মিণীর গর্ভে মদনাংশ বীর্ঘ্যবান্ প্রহ্লাদ জন্মগ্রহণ করেন। শম্বরাস্ত্র এই প্রহ্লাদকে জন্মকালেই হরণ করে এবং প্রহ্লাদও কালক্রমে ঐ শম্বরকে বধ করেন ॥ ১৫ ॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে মুনে! শম্বরাসুর প্রহ্মবীরকে কেন হরণ করিয়াছিল, আর মহাবীৰ্য্য শম্বরাসুরকেও প্রহ্ম কি প্রকারে বিনাশ করিয়া ছিলেন, ইহা প্রকাশ করিয়া বলুন ॥ ১ ॥

পরশর কহিলেন,—হে মুনে! প্রহ্ম জন্মিলে পর ষষ্ঠদিনে কাল শম্বর, “এই বালক আমার হস্তা” ইহা জানিতে পারিয়া, স্তম্ভকাগৃহ হইতে তাঁহাকে হরণ করিল ॥ ২ ॥ হরণান্তে শম্বরাসুর বালক প্রহ্মকে লবণ-সমুদ্রে নিম্বেপ করিল। ঐ লবণসমুদ্রে মহান্ মহান্ কুস্তীরাদি বাস করিত। বিশাল লহরীমালায় সৰ্বদা উহাতে আবর্ত পরিপূর্ণ ছিল এবং উহা অতি ভয়ানক ও মকরগণের বাসস্থান ॥ ৩ ॥ সমুদ্রপতিত সেই বালককে একটি মৎস্য গ্রহণপূর্বক গিলিয়া ফেলিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সেই মৎস্যের জঠরানল দীপিত হইয়াও প্রহ্ম মৃত্যুমুখে পতিত হইল না ॥ ৪ ॥ হে ষিঞ্জ! মৎস্যজীবীগণ একদিন অন্যান্য মৎস্যগণের সহিত সেই মৎস্যটিকে ধারণপূর্বক বিনাশ করিয়া অশুরশ্রেষ্ঠ শম্বরকে প্রদান করিল ॥ ৫ ॥ মায়াবতী নামী কোন একটা কামিনী শম্বরাসুরের পত্নী ছিলে গৃহে অবস্থান করিতেন। কিন্তু তিনি বাস্তবিক তাহার পত্নী ছিলেন না। সেই মায়াবতী শম্বরগৃহে সকল পাচকদিগের আধিপত্য করিতেন ॥ ৬ ॥ অনন্তর দ্বীঘরণ কর্তৃক আনীত সেই মৎস্যের জঠর ছেদ করিলে পর, সেই মায়াবতী দেখিলেন, সেই মৎস্যের জঠরে অতি সুন্দরাকৃতি দম্ভীভূত কামতকর প্রথমাসুর সদৃশ একটি কুমার বিরাজ করিতেছেন ॥ ৭ ॥ তখন কেমন করিয়া এই বালকটী মৎস্যের জঠরে প্রবেশ করিল—এবম্ভকার কোতুকাবিষ্টা মায়াবতীর নিকট, নারদ উপস্থিত হইয়া কহিলেন যে, “এই বালকটী সমস্ত জগতের সৃষ্টি ও সংহারকারী কৃষ্ণের পুত্র, এবং এই বালক শম্বরকর্তৃক স্তম্ভকাগৃহ হইতে হৃত হইয়া সমুদ্র মধ্যে নিম্বেপ হইল এবং মৎস্য জঠরে অবস্থিত করেন, এক্ষণে ইনি তোমার অধীন হইলেন। হে জ্ঞক! তুমি বিধায়ে সহিত এই বালকটীকে পরিপালন কর ॥ ৮-১০ ॥”

পরশর কহিলেন,—নারদ কর্তৃক এই প্রকার উক্ত হইয়া বালককে

রূপ দর্শনে মোহিতা ময়াবতী অমুরাগ সহকারে ঐ বালকটীকে পালন করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥ হে মহাশুনে ! অনন্তর যখন প্রহ্মায় যৌবন সমাগম দ্বারা ভূষিত হইয়া উঠিলেন, তখন সেই গজগামিনী ময়াবতীও তাঁহার প্রতি অমুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ তখন প্রহ্মায়ের প্রতি আকৃষ্টনয়ন হৃদয়া ময়াবতী অতি অমুরাগ-প্রযুক্ত তাঁহাকে স্বকীয় সর্বপ্রকার ময়া-বিদ্যা শিক্ষা করাইলেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর কৃষ্ণপুত্র প্রহ্মায় কমলেক্ষণা ময়াবতীকে কামসজ্জায় সজ্জিতা দেখিয়া কহিলেন,—তুমি মাতৃভাব পরিত্যাগ করিয়া অন্যপ্রকার ভাবের আশ্রয় কেন গ্রহণ করিতেছ ? ॥ ১৪ ॥ তখন ময়াবতী তাঁহাকে কহিলেন,—তুমি আমার পুত্র নহ ; তুমি কৃষ্ণের তনয় ; কাল শব্দর ভোমাকে হরণ করিয়া, সমুদ্রগর্ভে নিষ্কণ করিয়াছিল ; আমি ভোমাকে মৎস্যের জঠর হইতে পাইয়াছি। হে কান্ত ! তোমার অতিবৎসলা জননী অদ্যাপি রোদন করিতেছেন ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

পরশ্বর কহিলেন,—ময়াবতী এই প্রকার বলিলে পর, মহাবল প্রহ্মায় অতি ক্রোধাকুলীকৃতমনা হইয়া শব্দরকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলেন ॥ ১৭ ॥ অনন্তর প্রহ্মায় যুদ্ধে শব্দরাস্বরের অশেষ-সৈন্য বিনাশপূর্বক দৈত্যকৃত সপ্তমী-ময়া অতিক্রম করিয়া, স্বকীয় অষ্টমী-ময়ার প্রয়োগ করিলেন ॥ ১৮ ॥ প্রহ্মায়, সেই অষ্টমময়া প্রভাবে সেই কাল শব্দরনামক দৈত্যকে হননপূর্বক ময়াবতীর সহিত গগনমার্গে আরোহণ করতঃ পিতৃগৃহে আগমন করিলেন ॥ ১৯ ॥ অনন্তর ময়াবতীর সহিত অন্তঃপুর-মধ্যে নিপতিত প্রহ্মায়কে অবলোকন করিয়া কৃষ্ণ-স্ত্রীগণ তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥ কিন্তু অনিন্দিতা কৃষ্ণিণী অশ্রুপূর্ণ নয়নে অবলোকন করিতে করিতে স্নেহের সহিত বলিতে লাগিলেন “আহা ! কোন ধন্যাস্ত্রীর এই পুত্রটী নবযৌবনে স্থিতি করিতেছে। আমার প্রহ্মায় যদি জীবিত থাকিত, তাহা হইলে এতদিনে তাহারও এইপ্রকারই বয়স হইত ! হে বৎস ! কোন্ ভাগ্যশালিনী জননীকে তুমি জন্মগ্রহণ দ্বারা ভূষিত করিয়াছ ? অথবা আমার বাদৃশ মেহ ও তোমার বাদকৃ বপুঃ, তাহাতে আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, হে বৎস ! তুমি কৃষ্ণেরই পুত্র হইবে ॥ ২১—২৩ ॥

পরশ্বর কহিলেন,—এই সময়ে কৃষ্ণের সহিত নারদ উপস্থিত হইয়া অন্তঃ-

প্রচারিণী দেবী কৃষ্ণিণীকে আনন্দিত করিয়া कहিলেন,—“হে স্ত্রী! শম্বরা-  
সুরকে হনন করিয়া তোমার পুত্র প্রহ্মায় উপস্থিত হইয়াছেন। শম্বরাসুর  
ইহাকে বল্যাবস্থায় স্তৃতিকাগৃহ হইতে ছরণ করিয়াছিল ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ ইহার  
সহিত যে রমণীকে দেখিতেছ, ইনি তোমার তনয়ের ভার্য্যা সতী। ইনি  
শম্বরের ভার্য্যা নহেন। ইহার কারণ শ্রবণ কর ॥ ২৬ ॥ পূর্বে কাম, দক্ষ  
হইলে পর, পুনর্বার তাঁহার জন্মকাল প্রতীক্ষায় স্তম্ভরী রতি মায়ারূপে  
শম্বরাসুরকে মোহিত করিয়া রাখেন ॥ ২৭ ॥ এবং নিদ্রিত উপভোগাদিতে  
এই মদিরেক্ষণা রতি শম্বরাসুরকে মায়াময় রূপ প্রদর্শিত করিতেন ॥ ২৮ ॥  
হে দেবি! কামই এই তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ এবং এই মায়াবতী  
তাঁহার দম্বিতা রতি, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ করিও না,—এই রতি তোমার  
পুত্রবধূ ॥ ২৯ ॥ অনন্তর কৃষ্ণিণী, কেশব ও সমস্ত নগরবাসীই হর্ষ-  
সমাধিষ্ট হইয়া ‘সাধু সাধু’ বলিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥ বহুকাল হইতে  
অপহৃত পুত্রের সহিত কৃষ্ণিণীকে পুনর্বার মিলিতা হইতে দেখিয়া, দ্বারকা-  
স্থিত সকল জনই বিস্ময়াবিত হইল ॥ ৩১ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## অষ্টবিংশ অধ্যায়।

পরাম্বর कहিলেন,—কৃষ্ণিণী, চাক্রমতী নামী এক কন্যা ও যে কয়টি  
পুত্র প্রসব করেন, তাহাদের নাম চাক্রদেধ, স্ত্রীদেধ, চাক্রদেহ, স্ত্রীদেহ, চাক্রগুণ্ড,  
ভদ্রচাক্র, চাক্রবিন্দ, স্ত্রীচাক্র ও চাক্র,—ইহারা বীর্ষবান্ ও বলিশ্রেষ্ঠ ছিলেন।  
প্রহ্মায়ের জন্মবৃন্তান্ত পূর্বেই কথিত হইয়াছে ॥ ১ ॥ ২ ॥ কৃষ্ণিণী ভিন্ন  
আরও সাতটি শোভনা স্ত্রী কৃষ্ণের পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের নাম কালিন্দী,  
মিত্রবৃন্দা, নাগজিতী সত্যা, কামরূপিণী রোহিণীদেবী, জাম্ববতী, মজ্জরাজসুতা  
শাল বণ্ডনা স্ত্রীলা, সত্ত্রাজিতকন্যা সত্যভামা এবং চাক্রহাসিনী লক্ষ্মণা।  
ইহাদের ছাড়া চক্রীর আরও বোড়শ সহজ পত্নী ছিলেন ॥ ৩—৫ ॥  
মহাবীর্ষ প্রহ্মায় পরশুরাম কন্দীরাবার কন্যাকে বিবাহ করেন, এ কন্যাও  
তাঁহার প্রতি অমুরাগিনী হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ তাঁহার পুর্বে প্রহ্মায়ের এক

মহাবলপরাক্রম পুত্র হয়। তাঁহার নাম অনিরুদ্ধ। ইনি রণে ক্রুদ্ধাবস্থায় বীৰ্য্যোদ্ধতি অরিগণকে দমন করিতেন ॥ ৭ ॥ কেশব রুক্মীর পৌত্রীয় সহিত অনিরুদ্ধের বিবাহ প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে কৃষ্ণের প্রতি স্পর্দ্ধাস্থিত হইয়াও দৌহিত্রকে স্বকীয় পৌত্রীপ্রদান করিলেন ॥ ৮ ॥ হে দ্বিজ ! সেই কন্যার বিবাহোপলক্ষে বলরাম আদি বাদবগণ হরির সহিত ভোজ্যকট নামে রুক্মীর রাজধানীতে গমন করিলেন ॥ ৯ ॥ অনন্তর প্রহ্মরপুত্রের বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়া গেলে, কলিঙ্গরাজ প্রভৃতি সূমহাত্মাগণ রুক্মীকে বলিলেন যে “এই হলধর দ্যুতক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ, সুতরাং সেই ক্রীড়ার দ্বারা ইঁহার মহৎব্যসন উপস্থিত হইবে, অতএব হে মহাহাযতে ! আমরা দ্যুতক্রীড়া দ্বারা বলভদ্রকে কেনই বা জয় না করিব ? ॥ ১০। ১১ ॥

পরাসর কহিলেন,—অনন্তর বলসম্বিত রাজা রুক্মী, নৃপতিগণকে কহিলেন যে “তাহাই হইবে” এবং সেই কালেই সভাস্থলে বলভদ্রের সহিত দ্যুতক্রীড়ারস্ত করিল ॥ ১২ ॥ অনন্তর রুক্মী প্রথমবারেই চারিসহস্র সুবর্ণ পণের দ্বারা বলভদ্রকে পরাজিত করতঃ দ্বিতীয় বারেও চারিসহস্র সুবর্ণ জয় করিয়া লইল ॥ ১৩ ॥ অনন্তর বলভদ্র তৃতীয় বারে চত্বারিংশ সহস্র সুবর্ণের পণ করিলেন ; কিন্তু দ্যুতবিক্ষণের শ্রেষ্ঠ রুক্মীও তৎসমুদায় জয় করিয়া লইল ॥ ১৪ ॥ হে দ্বিজ ! অনন্তর কলিঙ্গাধিপতি দন্তসকল প্রদর্শন করতঃ উচ্চৈঃ স্বরে হাস্য করিল এবং মদোদ্ধত রুক্মী কহিল,—দ্যুতক্রীড়ায় অভিজ্ঞ বলদেবকে আমি পরাজয় করিলাম, এই বলভদ্র বৃথা অক্ষগর্বে অন্ধ হইয়া আপনাকে অক্ষক্রীড়ার পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন ॥ ১৫ ॥ অনন্তর কলিঙ্গদেশাধিপতিকে দন্তপ্রদর্শনপূর্বক হাস্য করিতে এবং রুক্মীকে হুর্জাক্যপরায়ণ দেখিয়া বলভদ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন ॥ ১৬ ॥ তৎপরে কুপিত বলদেব চারকোটি সুবর্ণ পরিমিত পণ গ্রহণ করিলেন। তখন, রুক্মীও সেই পণ জয়ের প্রত্যাশায় অক্ষপাত করিলেন ॥ ১৭ ॥ কিন্তু এবার বলভদ্র রুক্মীকে পরাজয় করিলেন ও উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন যে, আমি রুক্মীকে পরাজয় করিয়াছি। সেইকালে রুক্মীও কহিল, হে বলদেব ! আপনি বৃথা মিথ্যা কহিবেন না ; আমিই আপনাকে জয় করিয়াছি, আপনি এই পণের কথা বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমিই ইহাতে অমুমানন করি নাই ; এব-



অশ্রুকার হলে যদি আপনার জয় হইল, তবে আমার জয় কেন হইল না ? ১৮—২০ ॥ এই সময়ে আকাশে গজীরনাদিনী বাণী মহাত্মা বলভদ্রের কোপের বৃদ্ধি করতঃ কহিলেন যে ॥ ২১ ॥ “বলদেবই ধর্ম্মের সহিত জয় করিয়াছেন ; রুক্মীর বাক্য মিথ্যা, কারণ অহুমোদন বাক্য না বলিলেও যদি অক্ষপাতাদি কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহার পণ স্বীকারই হইয়াছে ॥ ২২ ॥ অনন্তর জুমহাবল বলরাম কোপে আরক্তলোচন হইয়া উত্থান করতঃ অষ্টাপদ ( অক্ষদ্যুতফলক ) দ্বারা আঘাতপূর্ব্বক রুক্মীকে বধ করিলেন ॥ ২৩ ॥ তৎপরে বলদেব সবলে দীপ্যমান কলিঙ্গাধিপতিকে গ্রহণ করতঃ অতি কোপে তাঁহার দম্ভসকল ভাঙ্গিয়া দিলেন । কলিঙ্গাধিপতি সেই সকল দম্ভপ্রকাশপূর্ব্বক বড়ই হাস্য করিয়াছিল ॥ ২৪ ॥ অনন্তর কুপিত বলদেব বলক্রমে জাতরূপময়স্তম্ভ আকর্ষণ করিয়া, বৈরিপক্ষীয় অন্যান্য রাজগণকে বধ করিলেন ॥ ২৫ ॥ হে দ্বিজ ! বলভদ্রকে এবশ্রুকার কুপিত দেখিয়া সকলে হাহাকার করিতে লাগিল । এবং সকল রাজগণ পলায়নপরায়ণ হইলেন ॥ ২৬ ॥ হে মৈত্রেয় ! বলভদ্র রুক্মীকে নিহত করিয়াছেন শুনিয়াও মহুহুদন এবং রুক্মিণী, বলভদ্রের ভয়ে কিছুই বলিতে পারিলেন না ॥ ২৭ ॥ অনন্তর কৃতোদাহ অনিরুদ্ধকে সঙ্গে করিয়া কেশবের সহিত সমস্ত বহুমণ্ডলী দ্বারকায় আগমন করিলেন ॥ ২৮ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## একোনত্রিংশ অধ্যায় ।

পরিশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয় ! অনন্তর ত্রিভুবনেশ্বর ইন্দ্র, মন্ত ঐরাবত পৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ দ্বারকায় কৃষ্ণের নিকট আগমন করিলেন ॥ ১ ॥ অনন্তর ইন্দ্র, দ্বারকায় প্রবেশপূর্ব্বক হরির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নরকনামক ষ্ঠৈত্যের চর্য্যাবহাবের বিষয় তাঁহার নিকট বর্ণিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২ ॥ ( ইন্দ্র কহিলেন ) হে মহুহুদন ! আপনি দেবগণের নাথ হইয়া এক্ষণে মহুহুদরূপে অবস্থান করতঃ আমাদের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ শান্তি করিয়াছেন ॥ ৩ ॥ তপস্বিজনের বিনাশকারী অরিষ্টদেহুক, চানুর, মুষ্টিক ও কেশী প্রভৃতি মহাসুরগণকে

আপনি বিনাশ করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ কংস, কুবলয়াপাণ্ড ও বালবাতিনী পুতনা এবং অজ্ঞাত জগতের উপদ্রবকারিগণকেও আপনি বিনাশ করিয়াছেন ॥ ৫ ॥ আপনার দৌর্দণ্ডপ্রতাপ ও বুদ্ধিবলে ত্রিলোক অসজ্জন হইতে পরিত্রাণ পাওয়াতে এক্ষণে দেবগণ, বজ্রকারি প্রদত্ত বজ্রাংশ লাভ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছেন ॥ ৬ ॥ হে জনাৰ্দ্দন ! আমি সেই ইন্দ্র, এইক্ষণে আপনার নিকট যে কারণে আগমন করিয়াছি, আপনি তাহা শ্রবণপূৰ্ব্বক তাহার প্রতীকার চেষ্টা করুন ॥ ৭ ॥ হে অরিন্দম ! আগ্জ্যোতিষ্পুরেখর ভোমনরকনামা একজন অশুর এক্ষণে সৰ্বভূতের প্রতিই উপদ্রব করিতেছে ॥ ৮ ॥ হে জনাৰ্দ্দন ! ঐ নরকাসুর দেব, সিদ্ধ, অশুর এবং নৃপগণের কত্যাগকে হরণ করিয়া নিজগৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ॥ ৯ ॥ বরুণের যে কাঞ্চনজাবিছত্র ছিল, তাহা এবং মণিপৰ্ব্বতাস্থ্য মন্দরশৃঙ্গও, ঐ অশুর হরণ করিয়াছে ॥ ১০ ॥ হে কৃষ্ণ ! নরকাসুর মদীর জননী অদিতির অমৃতজাবিবিধ্যকুণ্ডলদ্বয় হরণ করিয়াছে এবং সৰ্বদাই আমার এই ঐরাবতের প্রতি অভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥ হে গোবিন্দ ! এই আমি আপনার নিকট নরকাসুরের ছনীতির বিষয় বলিলাম, এক্ষণে এই স্থলে বাহা কর্তব্য আপনি তাহা স্বয়ংই বিবেচনা করিবেন ॥ ১২ ॥

পরশর কহিলেন,—ভগবান্ দেবকীসুত, বাসবের এবং বিধ বাক্য শ্রবণ পূৰ্ব্বক দীৰ্ঘ হাস্য করতঃ ইন্দ্রের হস্তধারণ করিয়া মহার্হ-আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু, মনে মনে গুরুভূকে চিন্তা করিলেন এবং চিন্তা মাত্রে নিকটাপ্ত গগনচারী গুরুড়ের উপর সত্যভামার সহিত আরোহণপূৰ্ব্বক আগ্জ্যোতিষ পুরোদ্দেশে যাত্রা করিলেন ॥ ১৪ ॥ হে মৈত্রেয় ! অনন্তর অবলোকনকারি-বারকাবাসিগণের সন্মুখেই ইন্দ্র, ঐরাবত নামক হস্তিতে আরোহণপূৰ্ব্বক স্বর্গে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৫ ॥

হে দ্বিজোত্তম ! আগ্জ্যোতিষপুরের চতুর্দিকে শতযোজন বিস্তৃত ভূতাপ সুরাশ্রুতাপ সঙ্গীত ভীক্কাগ্র, মুরু নামক অশুর রচিত পাশসমূহদ্বারা বেষ্টিত ছিল ॥ ১৬ ॥ হরি স্তূপদর্শনচক্রে জেপ করিয়া সেই পাশ সমূহকে ছেদন করিলেন ॥ অনন্তর মুরুর প্রতি আক্রমণপূৰ্ব্বক তাহাকে বিনাশ করিলেন ॥ ১৭ ॥ অনন্তর ভগবান্ হরি মুরুর সপ্তসহস্রপুত্রগণকে শলভের ন্যায় চক্রধারা-সকৃত অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৮ ॥ হে দ্বিজ ! ধীমান্

হরি এইপ্রকারে মুর, হরগ্রীব ও গন্ধজনকে বিনাশ করিয়া, স্বরাঃ  
সহিত প্রাগ্জ্যোতিষপুরে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৯ ॥ অনন্তর মহতী  
মেনা-পরিবারিত নরকাসুরের সহিত ভগবান্ কৃষ্ণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত  
হইল। এই যুদ্ধে ভগবান্ গোবিন্দ সহস্র সহস্র দৈত্যগণকে বিনাশ  
করিলেন ॥ ২০ ॥ অনন্তর শত্রু ও অস্ত্র সমূহের বর্ষণকারী ভূমিস্ত  
নরকাসুরকে বলী-দৈত্যসমূহ-বিনাশকর্তা ভগবান্ চক্রক্ষেপ করতঃ  
বিধ্বং করিয়া ফেলিলেন ॥ ২১ ॥ এই প্রকারে নরকাসুর হত হইলে পর,  
ভূমি, কনকময় কুণ্ডলদয় গ্রহণপূর্বক ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া  
সেই জগন্নাথকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২২ ॥ (ভূমি কহিলেন)  
হে নাথ ! আপনি যখন শূকরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে উদ্ধার করেন,  
সেই সময় আপনার অঙ্গস্পর্শে আমার এই নরকনামা পুত্র হইয়াছিল ॥ ২৩ ॥  
আপনিই যাহাকে দিয়াছিলেন, অন্য আপনিই তাহাকে বিনাশ করিলেন।  
এই কুণ্ডলদয় গ্রহণ করুন এবং কৃপাপ্রবণ হইয়া এক্ষণে এই নরকাসুরের  
পুত্রগণকে পালন করুন ॥ ২৪ ॥ আপনিই ভগবান্, হে প্রভো ! আপনি  
প্রসাদসমুখ হইয়া আমারই ভাবাবতারণার্থে স্বকীয় অংশে এই মর্ত্যলোকে  
অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ২৫ ॥ হে অচ্যুত ! আপনি জগতের কর্তা, আপনিই  
বিকর্তা এবং সংহারকারী । আপনিই সকলের কারণ, অথচ বিনাশকরী।  
আপনি জগদ্রপ, আপনার স্তব আমি কি প্রকারে করিতে সমর্থ হইব ॥ ২৬ ॥  
যখন আপনিই ব্যাপক অথচ বাণ্য, আপনিই ক্রিয়া অথচ কর্তা এবং কার্য,  
হে ভগবন্ ! আপনি সকল জুতের আশ্রয় স্বরূপ, তখন আমি কি প্রকারে  
অপনার স্তব করিতে সমর্থ হইব ॥ ২৭ ॥ আপনিই যখন অপারহীন পর-  
মাত্মা, ভূতাত্মা এবং মহাত্মা, তখন আপনার স্তবই নাই, কোন আর্থের উল্লেখ  
করিয়া আপনার স্তুতি প্রেরণ হইবে ॥ ২৮ ॥ হে সৰ্ব্বভূতাত্মন্ ! আপনি প্রসন্ন  
হউন এবং নরককৃত সকল অপরাধ ক্ষমা করুন। দোষ নিবৃত্তি কামনার  
আপনিই স্বকীয় স্তুতকে বিনাশ করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

পরাম্বর কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! ভূতভাবন ভগবান্ “তোমার অতীত  
সিদ্ধি হউক” পৃথিবীকে এই কথা বলিয়া নরক-গৃহ হইতে রক্ত সমূহ গ্রহণ  
করিলেন ॥ ৩০ ॥ হে মহামতে ! অনন্তর অতুলবিক্রম ভগবান্ নরকাসুরের

কঁকাতঃপুরমধ্যে শতাবধিক বোড়শ সহস্র কন্ডা দর্শন করিলেন ॥ ৩১ ॥ তিনি আরও দেখিতে পাইলেন যে, নরকপুরে চারিটা করিয়া দন্তশালী উগ্রাকায় ছয় সহস্র গজ রহিয়াছে এবং একবিংশতি নিযুত কাষোজ-জাতীয় অশ্ব-সমূহও দেখিতে পাইলেন ॥ ৩২ ॥ তখন গোবিন্দ নরকাসুরের কিকরগণের দ্বারা সেই সকল কন্ডা, হস্তিসমূহ এবং অশ্বগণকে সন্ধ্যা দ্বারকাপুরীতে প্রেরণ করিলেন ॥ ৩৩ ॥ অনন্তর বারুণছত্র ও মণিপর্কত অবলোকন করিলেন ; ঐ দ্রব্যদ্বয়কে পরগাশন গরুড়ের উপর আরোহণ করাইলেন ॥ ৩৪ ॥ তৎপরে সত্যভামার সহিত ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং গরুড়-পৃষ্ঠে আরোহণ করত অদিতির কুণ্ডলদ্বয় অর্পণ করিবার জন্ত স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ৩৫ ॥

উনত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## ত্রিংশ অধ্যায় ।

পরাম্বর কহিলেন,—গরুড়, সেই বারুণছত্র, মণিপর্কত, এবং সত্যার্থ্য ছবীকেশকে অবলীলাক্রমেই বহন করত গমন করিতে লাগিল ॥ ১ ॥ অনন্তর হরি স্বর্গদ্বারে গমন করিয়া শঙ্খ বাদ্য করিলেন । তৎপরে শঙ্খ শব্দ শ্রবণ করিয়া দেবগণ অর্ঘ্যপাত্র হস্তে লইয়া জনার্দ্রনের নিকট আগমন করিলেন ॥ ২ ॥ অনন্তর হরি দেবগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া শুভ্র মেঘশিখরাকার দেবজননী অদিতির গৃহে প্রবেশ করত অদিতিকে দর্শন করিলেন ॥ ৩ ॥ ভগবান্ জনার্দ্রন ইন্দ্রের সহিত তাঁহাকে প্রণামপূর্বক উত্তম কুণ্ডলদ্বয় অর্পণ করিয়া, তাঁহার নিকটে নরকাসুরবিনাশ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন ॥ ৪ ॥ অনন্তর জগন্মাতা অদিতি অব্যগ্রহাবে চিত্তকে তৎপ্রবণ করিয়া, জগতের ধাতা হরিকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫ ॥

অদিতি কহিলেন,—হে পুণ্ডরীকাক ! হে ভক্তগণের স্নেহহারিন্ ! হে সনাতন আনন্ ! হে সর্কীয়ান্ ! হে ভূতান্ ! হে ভূতভাবন ! তোমাকে নমস্কার ॥ ৬ ॥ তুমি মমিঃ, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের প্রণেতা । হে জগায়ক ! হে ত্রিগুণাতীত ! হে নিঃস্বন্দ ! হে শুদ্ধস্ব ! হে অদিশ্বিত ! হে সিতদীর্ঘাদি নিঃশেষকল্পনা-

বর্জিত ! হে জন্মান্দিসঙ্গবিরহিত ! হে স্বপ্নাদি পরিবর্জিত ! তোমাকে নমস্কার  
 ॥ ৭৮ ॥ হে অচ্যুত ! তুমি সন্ধ্যা, রাত্রি, দিবস, তুমি, পূজন, বায়ু, জল,  
 হতাশন, মনঃ ও বুদ্ধিস্বরূপ এবং তুমি ভূতনিবহের আদিত্য ॥ ৯ ॥ হে  
 ঈশ্বর ! তুমি সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশের কর্তা, অখণ্ড কর্তৃপতি ! তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু  
 ও শিবরূপ—আত্মমূর্ত্তিরূপের দ্বারা উক্ত কার্য্যত্রয় নিষ্পাদন করিয়া থাক । ১০ ।  
 দেব, যক্ষ, দৈত্য, রাক্ষস, সিদ্ধ, পদ্মগ, কুশাণ্ড, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, মহাব্য, পশু,  
 মৃগ, মাতঙ্গ, সরীসৃপ, বৃক্ষ, গুহ্ম, লতা, বন্যী সমস্ত ভূগন্ধাতি—স্থল, মধ্য, সূক্ষ্ম,  
 স্থলতর ও সূক্ষ্মতর প্রভৃতি যত প্রকার দেহবিশেষ এবং যত পরমাণু আছে,  
 তুমি সেই সকলেরই একমাত্র স্বরূপ ॥ ১১—১৩ ॥ পরমাত্ম স্বরূপানন্তিঃসংগণের  
 মোহকারিণী তোমারই মায়ী, আত্মভিন্ন পদার্থে আত্মবিজ্ঞান জন্মাইতেছে ।  
 হে দেব ! ঐ মায়ীই মৃত্যুবৃত্তিকে সংসারে অনুরুদ্ধ করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥  
 হে নাথ ! এই সংসারে “আমি এবং আমার” ইত্যাদি যে সকল ভাব, পুরুষ-  
 গণের মনে উদ্ভিত হইয়া থাকে, তাহা তোমার জগৎ-জননী মায়ারই বিলাস  
 ॥ ১৫ ॥ হে নাথ ! যে স্বর্ধর্ম্মপরায়ণ মহুষ্যগণ তোমাকে আরাধনা করিয়া  
 থাকেন, তাঁহারা আত্মবিমুক্তির জন্য এই অধিল মায়ী হইতে উত্তীর্ণ হইতে  
 পারেন ॥ ১৬ ॥ ব্রহ্মাদি সকল দেবগণ মহুষ্যগণ ও পশুগণ—সকলেই  
 বিষ্ণুমার্য্যর্পণ মহা ভ্রমেতে পতিত এবং মোহরূপ ঘোরঅন্ধকারে আবৃত রহি-  
 রাছেন ॥ ১৭ ॥ ইহাই তোমার মায়ী । হে ভগবন্ ! যে মায়ীপ্রভাবে জীবগণ  
 আত্মঅস্ম ও মরণকালের মধ্যেও তোমার আরাধনা করিয়া কামসমূহের  
 অভিলাষ করিয়া থাকে ॥ ১৮ ॥ পুত্রগণের মঙ্গলাভিলাষে আমিই যে তোমাকে  
 আরাধনা করিয়া শত্রুগণের বিনাশ কামনা করিয়াছি, কিন্তু মোক্ষের কামনা  
 করি নাই, ইহাই তোমার মায়ার বিলাস ॥ ১৯ ॥ কল্পক্রমের নিকট হইতেও,—  
 কোপীন বস্ত্রের বাহ্যার ন্যায়, তোমার নিকট হইতে পুণ্যহীনগণের যে সামান্য  
 বিষয়াভিলাষ-পূরণের প্রার্থনা, তাহা নিজের নিজের কর্ম্মজাত অগ্নুগ্রাধ বই  
 আর কি হইতে পারে ? ॥ ২০ ॥ হে অধিল-জগতের মার্য্যামোহকর ! হে অব্যয় !  
 তুমি প্রসন্ন হও । হে ভূতেশ ! “আমিই বিদ্বান্” এবং বিধ জ্ঞান  
 বিনাশ কর ॥ ২১ ॥ হে চক্রহস্ত ! তোমাকে নমস্কার ; হে শাঙ্গদারী ! তোমাকে  
 নমস্কার । হে বিকো ! হে গদা ও শঙ্খহস্ত ! তোমাকে নমস্কার ॥ ২২ ॥

হে পরমেশ্বর ! আমি তোমার এই সকল দুঃখ-চিহ্নোপলক্ষিত রূপই দেখিতে পাইতেছি, তোমার পরম রূপ আমি জানি না, তুমি প্রসন্ন হও ॥ ২৩ ॥

ভগবান্ বিষ্ণু অদিতিকর্তৃক এবস্ত্রকার স্তম্ভ হইয়া সুরমাতাকে, হাস্যের সহিত কহিলেন, হে দেবি ! তুমি আমাদের জননী প্রসন্ন হও, এবং আমাদের প্রতি বরদা হও ॥ ২৪ ॥

অদिति কহিলেন,—হে পুরুষব্যাঘ্র ! তোমার বাহা ইচ্ছা তাহাই হউক, অশেষ সুরাস্বরগণ কর্তৃক তুমি মর্ত্যলোকে অজ্ঞেয় হইবে ॥ ২৫ ॥ অনন্তর ইন্দ্রাণীর সহিত, সত্যভামা ভগবানের প্রণামানন্তর অদিতিকে প্রণামপূর্বক পুনঃ পুনঃ কহিলেন, আপনি প্রসন্ন হউন ॥ ২৬ ॥

অদिति কহিলেন,—হে সূত্র ! আমার অনুরূপে তোমার জরা বা বৈরূপ্য হইবে না । এবং তোমার সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য অব্যাহত হইবে ॥ ২৭ ॥ অনন্তর অদিতির আজ্ঞানুসারে দেবরাজ ইন্দ্র বহুমানপুরঃসর যথারীতিতে ভগবান্ জনার্দনকে পূজা করিলেন ॥ ২৮ ॥ হে সাধুশ্রেষ্ঠ ! অনন্তর কৃষ্ণ ও সত্যভামার সহিত, মনোহর নন্দনাদি দেবোদ্যান সকল দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ সেই উদ্যান মধ্যে কেশিন্দ্রন জগন্নাথ কেশব, অমৃতমখনকালে উদ্ভূত পারিজাত বৃক্ষ দর্শন করিলেন । ঐ পারিজাত অতি সুগন্ধাঢ্য, মঞ্জরী পুঞ্জধারী ও শচীর আল্লাদজনক । উহার চারিগাথার্থে নবীন তাম্রবর্ণ পল্লবগণ শোভা পাইতেছিল । উহার ডব্ সকল স্বর্ণবর্ণময় ছিল ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ হে দ্বিজোত্তম ! ঐ বৃক্ষকে দর্শন করিয়া সত্যভামা, গোবিন্দকে কহিলেন,—এই দেবপাদপটী কি কারণে ধারকায় লইয়া বাইতেছেন না ॥ ৩২ ॥ যদি আপনার এই কথা সত্য হয় যে, “সত্যভামা আমার অতিশয় প্রিয়া” ! তাহা হইলে, আমার গৃহোদ্যানের জন্য এই বৃক্ষটাকে লইয়া চলুন ॥ ৩৩ ॥ হে কৃষ্ণ ! আপনি অনেকবারই আমারে এই প্রিয়বাক্য বলিয়াছেন—“হে সত্য্য ! তুমি আমার যে প্রকার প্রিয়া, এবস্ত্রকার কপ্তিনী বা লাম্ববতী কেহই আমার প্রিয়া নহে ॥ ৩৪ ॥ হে গোবিন্দ ! আপনার সেই সকল বাক্য যদি সত্য হয় ও আমার প্রলোভণার্থে না ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই পারিজাত বৃক্ষটী আমার গৃহবিস্তৃষণ স্বরূপে পরিগণিত হউক ॥ ৩৫ ॥ এই পারিজাত

মঞ্জরীকে আমি স্বকীয় কেশভারে ধারণপূর্বক সপত্নীগণের মধ্যে শোভা পাই, ইহাই আমি কামনা করি ॥ ৩৬ ॥

পরশর কহিলেন,—সত্যভামা এই কথা বলিলে পর, হরি হাস্যপূর্বক গন্ধড়ের উপর সেই পারিজাত বৃক্ষটিকে উঠাইয়া লইলেন। তখন বনরক্ষিণগণ তাঁহাকে কহিল যে, যিনি দেবরাজের মহিষী শচী, এই পারিজাত বৃক্ষ তাঁহারই,—অতএব হে গোবিন্দ ! আপনি ইহাকে হরণ করিবেন না ॥ ৩৭ ॥ দেবগণ অমৃতমন্ডন কালে শচীর বিভূষণের জন্য এই বৃক্ষকে উদ্ধার করিয়াছেন। আপনি ইহা গ্রহণ করিয়া কুশলে বহিতে পারিবেন না ॥ ৩৯ ॥ দেবরাজও যে শচীর মুখাপেক্ষী, সেই শচীর পরিগ্রহ এই পারিজাত বৃক্ষ হরণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি কুশলে গমন করিতে পারে ॥ ৪০ ॥ হে কৃষ্ণ ! যোয্যেব্র অবশ্যই এই কর্ণের প্রতিবিধান করিবেন এবং ব্রোহ্মদ্যুত-কর ইন্দের পশ্চাতে সকল দেবগণই ধাবিত হইবেন ॥ ৪১ ॥ হে অচ্যুত ! এই কারণে দেবগণের সহিত বৃথা বিরোধ করিবেন না। পশ্চিগণ, পরিণাম-বিসদৃশ কর্শকে কখনই প্রাপ্ত বলেন না ॥ ৪২ ॥ বনরক্ষিণ এই প্রকার বলিলে পর, অতি কোপিনী সত্যভামা তাহাদিগকে কহিলেন, অরে ! পারিজাত সম্বন্ধে শচীই বা কে, আর সুরাধিপ ইন্দ্রই বা কে ॥ ৪৩ ॥ ইহা যদি অমৃতমন্ডনে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহা সকল লোকেরই সাধারণ-সম্পত্তি। তবে হে সুরগণ ! একা ইন্দ্র কেন ইহাকে গ্রহণ করেন ॥ ৪৪ ॥ অরে বনরক্ষিণ ! সমুদ্র হইতে উৎপন্ন সুরা, চন্দ্র এবং লক্ষ্মী যে প্রকার সকল লোকেরই সাধারণ-ভোগ্য, সেই প্রকার এই পারিজাতও সর্বলোকের সাধারণ সম্পত্তি, ইহাতে সন্দেহ কি ? ॥ ৪৫ ॥ ভর্তার বাহবীর্ষ্যে গর্জিতা শচী যে প্রকারে এই বৃক্ষকে রোধ করিতে সমর্থ হন, তোমরা সেই প্রকারে গিরাই তাঁহাকে বল যে, হরিপ্রিয়া সত্যভামা দ্বীর পতির বলে বৃক্ষ হরণ করিতেছেন। তোমাদের ক্ষমার আবশ্যকতা নাই ॥ ৪৬ ॥ এবং তোমরা সত্ত্ব গমনপূর্বক শচীকে আমার এই বাক্য বলিয়া দেও যে, সত্যভামা অতিগর্বোদ্ধত-পদে এই প্রকার বাক্য বলিতেছেন ॥ ৪৭ ॥—তুমি যদি তোমার স্বামীর প্রিয় হও এবং স্বামীও যদি তোমার বশবর্তী হন, তাহা হইলে আমার স্বামী বৃক্ষহরণ করিতেছেন, তুমি

তাহা নিবারণ করাও । ৪৮ । আমি তোমার পতি ইন্দ্রকেও জানি এবং তিনি যে স্বর্গের অধিপতি তাহাও জানি ; তাপাপি আমি মানুষ্য হইয়াও এই পারিজাত হরণ করিতেছি ॥ ৪৯ ॥

পরাশর কহিলেন,—সত্যভামার এই বাক্যে দূতগণ গমন করত শচীর নিকট বে প্রকার সত্যভামা বলিয়াছিলেন তাহা বলিয়া দিল । অনন্তর শচীও স্বীয় পতি ত্রিদশনাথ ইন্দ্রকে প্রোৎসাহাদিত করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ হে দ্বিজ ! তৎপরে ইন্দ্র, সমুদয় দেবগণেস্তে পরিবৃত্ত হইয়া, পারিজাতানয়নের জন্ত হরির সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিলেন ॥ ৫১ ॥ অনন্তর ইন্দ্র বজ্রহস্ত হইবামাত্র পরিষ নিন্ত্রিংশ পদা ও শূল প্রভৃতি উত্তমাস্ত্রধারি অরসেনাগণ সজ্জিত হইল ॥ ৫২ ॥ তৎপরে হস্তিরাজোপরিস্থিত, দেবসেনা-পরিবেষ্টিত, ইন্দ্র, যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া, গোবিন্দ শঙ্করনি করিলেন এবং ধর্ম্মজ্যা শব্দে দিক্ সমূহ পুরিত করিয়া, এককালে সহস্রাযুত পরিমিতশস্ত্রনিকর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর দিক্ সকল ও আকাশ অনন্ত শস্ত্রসমূহে আচ্ছাদিত হইয়াছে দেখিয়া, দেবগণ অনেক প্রকার অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥ ত্রিজগৎ প্রভু মধুহৃদন তৎকালে প্রত্যেক দেবগণ-ক্ষিপ্ত প্রত্যেক শস্ত্রকে অবলীলাক্রমে সহস্রখণ্ড করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥ গরুড়ও সলিল-রাজ বরুণের পাশান্ত্র আকর্ষণপূর্ব্বক ভূজধনিতর দেহের স্তায়, চক্ষুর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল ॥ ৫৭ ॥ ভগবান্ দেবকীমুত, যম-প্রজ্ঞত মণ্ডকে গদাক্ষেপ দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া পৃথিবী পাতিত করিলেন ॥ ৫৮ ॥ ভগবান্ বিদু শৌরি চক্রক্ষেপ দ্বারা কুবেরের শিবিকাকে তিল তিল প্রকারে বিভিন্ন করিলেন এবং দৃষ্টিপাতের দ্বারাই সূর্য্যকে বিনষ্টভেদ্য করিলেন ॥ ৫৯ ॥ ভগবান্ শত শত বাণদ্বারা অগ্নিকে দ্রব করিয়া ফেলিলেন । বহুগণ নানাদিকে গলায়ন করিলেন । ভগবানের চক্রে নিজ নিজ শূলপ্রভাগ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে ক্রেশম বীনবল রুদ্রগণ ভূমিতে নিপাতিত হইতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ সাধাগণ মক্ষগণ বিষোদর ও গন্ধর্ব্বগণ কৃষ্ণ-প্রক্ষিপ্ত বানাদ্বাতে বিক্ষিপ্ত হইয়া অন্তরীক্ষে শাখলী তুলার স্তায় পরিলম্বণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬১ ॥ অনন্তর গরুড়ও সুধ, পক্ষদয় ও নখরাস্তর দ্বারা দেবগণকে তাড়নাস্তর বিদারিত করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৬২ ॥ অনন্তর অবিরল-ধারে



বর্ষণকারী মেঘধরের দ্বার মধুসূদন এবং দেবরাজ ইন্দ্র পরস্পর সহস্র সহস্র শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৬৩। সেই যুদ্ধে গরুড় ঐরাবতের সহিত এবং ভগবান্ একাই অনন্ত দেবগণ এবং ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৬৪। অনন্তর অনেক প্রকার অস্ত্রশস্ত্র এই প্রকারে ছিন্নবিছিন্ন হইয়া শ্বেল, দেখিয়া বাসব, অর্যাসিত হইয়া বজ্র ধারণ করিলেন। এদিকে জনার্দনও স্তম্ভর্শনচক্র গ্রহণ করিলেন। ৬৫। অনন্তর দেবরাজও জনার্দনকে বধাক্রমে বজ্র ও স্তম্ভর্শনচক্র গ্রহণ করিতে দেখিয়া, হে দ্বিজসম্ভব! সকল ত্রৈলোক্যই হাহাকার করিতে লাগিল। ৬৬। তখন ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করিলে পর, ভগবান্ বজ্র ধারণ করিয়া,—“ইন্দ্র থাক্ থাক্” এই কথা বলিতে লাগিলেন, কিন্তু চক্রক্ষেপ করিলেন না। ৬৮। অনন্তর প্রনটবজ্র, গরুড়-কৃতবাহন বীর দেবেশকে পলায়ন পরায়ণ দেখিয়া সত্যভামা বলিতে লাগিলেন, হে ত্রৈলোক্যেশ্বর ইন্দ্র! আপনি শতীর ভর্তা আপনার কি পলায়ন উচিত? পলায়ন করিতেছেন কেন? শতী পারিজাত মালা-ভূষিতা হইয়া শীঘ্রই আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছেন। ৬৯। ৭০। পূর্বে পারিজাত মালায় উজ্জলকান্তি রতিকে ইদানীং পারিজাতমালায় হীনা দেখিয়া আপনার দেবরাজ্য কি প্রকার স্নেহের হইবে? হে ইন্দ্র! পলায়নে প্রয়োজন কি? লজ্জিত হইবেন না। ঐষ্ট পারিজাত লইয়া বাটন, দেবগণের বাধা শান্তি হউক। ৭১। পতির বীৰ্য্যজনিত গর্ভতরে গর্ভিতা শচী, গৃহাভিগমনোন্মুখী আমাকে বহমান পূর্বক দেখেন নাই, বৎস অবজ্ঞার সহিত দেখিয়াছেন। ৭২। আমি ত্রীলোক, স্ততরাং নিজভর্তার স্নানাত্মপর হইয়া লঘুচিত্ততা প্রযুক্ত, হে ইন্দ্র! আপনার সহিত বিগ্রহ ঘটাইয়াছি। ৭৩। হে ইন্দ্র! এই পরমপারিজাত ধারণ করিয়া আমাদের কি কল? শচী আপনাকে অভ্যন্তরূপশালিনীজ্ঞানে পতির গর্বে গর্ভিত হইয়াছিলেন, কোন্ ত্রী নিজ পতির গৌরবে গর্ভিতা নহে?। ৭৪।

পরশর কহিলেন, হে দ্বিজ! সত্যভামার এবম্ব্যকার বাক্যে নিবৃত্ত হইয়া নির্মল ভাবে ইন্দ্র তাঁহাকে কহিলেন, হে কোপনে! আমি আপনাদের মিত্র, স্ততরাং আমার খেদ বিস্তার করা আপনার উচিত নহে। ৭৪। বিনি ত্রিলোকের বর্গ সংহার ও দ্বিতিকারী, সেই বিশ্বরূপী ভগবানের নিকট

আমি পরাজিত হইয়াছি, ইহাতে আমার কোন লজ্জা নাই । ৭৬ । হে দেবি ! আদিমধ্য-হীন যে পরমাত্মাতে এই সকল জগতই প্রতিষ্ঠিত, যাহা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন এবং সর্বভূতময় যাহা হইতে এই সকল জগৎ প্রলয়ান্তে পুনর্বার উৎপন্ন হইবে, সেই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ-কারণ ভগবান্ কর্তৃক পরাজিত হটলে, লজ্জা কেন হইবে ? । ৭৭ । যাহারা সকল বেদের অর্থ পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারাই সকল ভূবন প্রসবকর্তা যে ভগবানের অতি সূক্ষ্ম ( অজ্ঞেয় ) মূর্তি কি প্রকার, তাহা জানেন না । সেই কর্মহীন, শাস্ত, জন্মহীন এবং স্বকীয় ইচ্ছায় জগতের উপকার করিতে মহুয্য-শরীরধারী ঈশ্বরকে কোন্ ব্যক্তি পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে ? । ৭৮ ।

ত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## একত্রিংশ অধ্যায় ।

পরশুরু কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! ভগবান্ কেশব, দেবরাজ কর্তৃক অবশ্রুতকালে স্তব হইয়া ভাবগন্তীর ভাবে হাস্যপূর্বক কহিলেন ॥ ১ ॥ হে জগৎপতে ! আপনি দেবরাজ ইন্দ্র, আমরা মর্ত্যমানব, সুতরাং আমি যে অপরাধ করিয়াছি, ইহা আপনি ক্ষমা করিবেন ॥ ২ ॥ আপনার এই পারিজাত বৃক্ষকে ইহার যোগ্য-স্থানে লইয়া যাউন, হে ইন্দ্র ! ইহা কেবল আমি সত্যভামার বচনানুসারেই গ্রহণ করিয়াছিলাম ॥ ৩ ॥ এবং আপনি আমার প্রতি যে বজ্রপ্রহার করিয়াছিলেন, তাহাও গ্রহণ করুন, হে ইন্দ্র ! এই বৈরিবিদারণ প্রহরণ আপনারই যোগ্য ॥ ৩ । ৪ ॥

ইন্দ্র কহিলেন,—হে ঈশ ! “আমি মর্ত্য” এই কথা বলিয়া কেন আমাকে বিমোহিত করিতেছেন ? হে ভগবন্ ! আপনার এই পরিদৃশ্যমান রূপই আমাদের জ্ঞানগোচর ; কিন্তু আমরা আপনার সূক্ষ্মরূপের বিষয় জানি না ॥ ৫ । ৬ ॥ হে জগতের ত্রাণকারিণ ! আপনি যাহা তাহাই আছেন, হে অনুরহদন ! আপনি স্বকীয় প্রবৃত্তিতে সংস্থিত হইয়া জগতের কণ্টকোদ্ধার করিতেছেন ॥ ৬ ॥ হে কৃষ্ণ ! এই পারিজাত বৃক্ষকে আপনি

দ্বারকার হইয়া যান। আপনি মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করিলে, ইহা আর পৃথিবীতে থাকিবে না; এইখানে চলিয়া আসিবে ॥ ৭ ॥ অনন্তর হরি, “তাহাই হউক”—দেবেন্দ্রকে এই প্রত্যুত্তর প্রদানপূর্ব্বক, ভূমিতলে আগমন করিলেন। আগমনকালে সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ মিলিত হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

হে দ্বিজ! অনন্তর দ্বারকার উপরিষ্ঠাগে সংস্থিতি করতঃ শম্বাদ্য করতঃ দ্বারকাবাসিজনগণের হর্ষ উৎপাদন করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥ অনন্তর সত্যভামার সহিত ভগবান্ কেশব, গুরুড় হইতে অবতরণ করিয়া নিকুটে (অন্তঃপুরে) পারিজাতনামক মহাচক্রকে স্থাপিত করিলেন ॥ ১০ ॥ এই পারিজাত গুরুর নিকটে গমন করিলে সকল লোকেই স্বকীয় পূর্ব্বজন্মের বিষয় স্মরণ করিতে পারিত। এবং ইহার গন্ধে তিনযোজন-বিস্তৃত ভূমি পর্য্যন্ত আয়োদিত হইত ॥ ১১ ॥ অনন্তর সকল যাদবগণই সেই পারিজাত তরুতে যুগ্মদর্শন করিতে গেল, স্বকীয় দেহকে দেবশরীর বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ অনন্তর কিল্করগণ কর্তৃক আনীত নরকাসুরের হস্তী অশ্ব প্রভৃতি ধন এবং সেই সকল স্ত্রীগণকে গ্রহণ করিলেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর শুভ সময় উপস্থিত হইলে, সেই সকল নরকাসুর কর্তৃক অপহৃত কন্যাগণকে জনার্দ্রন বিবাহ করিলেন ॥ ১৪ ॥

হে মহামতে! আশ্চর্য্যের বিষয় এই,—এক সময়েই পৃথক পৃথক্ গেহে ভগবান্ সেই সকল কন্তাগণের ধর্ম্মানুসারে পাণিগ্রহণ করিলেন ॥ ১৫ ॥ ষোড়শ সহস্র ও একশত কন্তাকে বিবাহ করিবার কালে, ভগবান্ মধুসূদন ভাব্য সংখ্যক রূপধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥ সেই সকল কন্তাগণ প্রত্যেকেই বিবেচনা করিতে লাগিল যে, স্বয়ং ভগবান্ মধুসূদনই আমার পাণি গ্রহণ করিলেন ॥ ১৭ ॥ হে বিপ্র! প্রতিরাতেই বিশ্বরূপধারী জগৎস্রষ্টা হরি, তাহাদিগের প্রত্যেকের গৃহে গমনপূর্ব্বক বাস করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৮ ॥

একত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## দ্বাত্রিংশ অধ্যায় ।

পরশ্বর কহিলেন,—রুক্ষিণীর গর্ভে হরির প্রহ্ম্য আদি করিয়া যে সকল পুত্র হয়, তাহা তোমাকে বলিয়াছি। সত্যভামা,—ভাঙ্ক ও তৈমরিক নামে দুই সন্তান প্রসব করেন। ১। রোহিণীর গর্ভে হরির দীপ্তিমান ও তাত্ত পক্ষ প্রভৃতি পুত্র জন্মে, এবং জাম্ববতীর গর্ভে শাস্ব আদি করিয়া বহুবলশালী বহুপুত্র জন্মিয়াছিল ॥ ২ ॥ নাগজিতীর গর্ভে মহাবলপরাক্রান্ত তাত্তবিন্দ আদি এবং শৈব্যার গর্ভে তাঁহার সংগ্রামজিৎ প্রধান বহুসন্তান জন্মে ॥ ৩ ॥ মাজীর বৃক আদি বহুপুত্র হয়, লক্ষ্মণানাম্নী হরিমহিষী পাত্রবৎ প্রমুখ বহুপুত্র লাভ করেন। কালিন্দীর গর্ভে শ্রুত আদি অনেক পুত্র জন্মে ॥ ৪ ॥ চক্রির অন্যান্য ভার্ঘ্যাগণেরও একলক্ষ আশিহাজার সংখ্যক পুত্র জন্মায় ॥ ৫ ॥ ভগবানের সেই সকল পুত্রের মধ্যে রুক্ষিণীপুত্র প্রহ্ম্যই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। প্রহ্ম্যের অনিরুদ্ধ নামে একপুত্র হয়, অনিরুদ্ধের ও বজ্রনামে একপুত্র হয় ॥ ৬ ॥ হে বিজ্ঞোত্তম! মহাবলশালী অনিরুদ্ধ বাণাসুরের পুত্রী ও বলির পৌত্রী, উষাকে বিবাহ করেন; এই কারণে বাণরাজা তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজয় করতঃ কারাগারে বদ্ধ করিল ॥ ৭ ॥ সেইস্থলে হরি ও শঙ্করের পরস্পর যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে ভগবান্ চক্রী বাণরাজের সহস্র বাহু ছেদন করেন ॥ ৮ ॥

মৈত্রয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! উষার অন্য কেন মহাদেব ও কৃষ্ণের পরস্পর সংগ্রাম হয় এবং হরি কেনই বা বাণের বাহুসকলকে ছিন্ন করেন? ৯ ॥ হে মহাতাপ! আপনি এই সকল বিষয় আমার নিকটে বর্ণন করুন। ভগবান্ হরির এই সবল লীলার বিষয় শ্রবণ করিতে আমার কৌতুহল উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১০ ॥

পরশ্বর কহিলেন,—হে বিপ্র! বাণ-সুতা উষা পার্শ্বতীকে মহাদেবের সহিত ক্রীড়া করিতে অবগোকন করিয়া, নিজেও পতির সহিত সেইরূপে ক্রীড়া করিতে অভিলাষবতী হইলেন ॥ ১১ ॥ অনন্তর সন্ধ্যার মনোভাবজ্ঞ গৌরী সেই ভাবিনীকে কহিলেন, বৎসে! তুমি অতিশয় পরিতাপ করিও না; কারণ

তুমিও এইরূপ নিজ ভর্তার সহিত ক্রীড়া করিতে পারিবে ॥ ১২ ॥ পার্শ্বতী কষ্টক এইরূপে উক্তা হইয়া উষা, পুনরায় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, “কোন ব্যক্তি আমার পতি হইবেন?” তখন পার্শ্বতী আবার কহিলেন, “হে রাজপুত্রি! বৈশাখ মাসের শুক্ল দ্বাদশী তিথিতে স্বপ্নাবস্থায় যে ব্যক্তি তোমাকে আক্রমণপূর্বক সম্ভোগ করিবেন; তিনিই তোমার পতি হইবেন ॥ ১৩ ॥ পরাশর কহিলেন,—অনন্তর পার্শ্বতীর আদেশমত সেই বৈশাখী ত্রয়োদশী তিথিতে রাজকুমারী স্বপ্ন দেখিলেন,—একজন পুরুষ তাঁহাকে পূর্বোক্ত প্রকার অভিব্যক্তি করিল। তিনিও সেই পুরুষের প্রতি অমুরাগিনী হইয়া পড়িলেন ॥ ১৫ ॥ অনন্তর উষা, স্বপ্নান্তে প্রবোধলাভ করতঃ সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের আদর্শনে ঔৎসুক্য বশতঃ নিলজ্জভাবে সখীর প্রতিই লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, হে নাথ! তুমি কোথায় গিয়াছ? ॥ ১৬ ॥ বাণাসুরের কুয়ান্ত নামে মজ্জীর কস্তা চিত্রলেখা, উষার সখীরূপে নিযুক্তা ছিল। সেই চিত্রলেখা উষাকে কহিল,—রাজনন্দিনি! তুমি কাহার কথা বলিতেছ? ॥ ১৭ ॥ অনন্তর সতী রাজকুমারী লজ্জাকুলা হইয়া তাহার নিকট কিছুই বলিতে পারিলেন না; তখন চিত্রলেখা নানাপ্রকার শপথাদি দ্বারা তাহার বিশ্বাস উৎপাদন করাইলেন। অনন্তর উষা, তাহার নিকট সকল বিষয় ব্যক্ত করিলেন ॥ ১৮ ॥ অনন্তর চিত্রলেখা স্বপ্নবৃত্তান্ত অবগত হইলে, পরে উষা পুনরায় তাহার নিকটে দেবী গৌরী বাহা বাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও প্রকাশ করিলেন এবং কহিলেন,—সখি! তাহার সমাগমের জন্য এক্ষণে বাহা সঙ্গায় হয়, তাহার উপায় চিন্তা কর ॥ ১৯ ॥

পরশর\* কহিলেন,—অনন্তর চিত্রলেখা,—দেবগণ, দৈত্যগণ, গন্ধর্ভ ও মনুষ্যগণের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে পটে চিত্রিত করিয়া উষাকে দেখাইতে লাগিল ॥ ২০ ॥ উষাও সেই চিত্র-লিখিত দেবগন্ধর্ভ ও অসুরগণকে পরিচ্যাপ করিয়া মনুষ্যালোকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। এবং ক্রমে মনুষ্য মধ্যেও বৃক্ষকুলের প্রতিই দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন ॥ ২১ ॥ হে বিজ্ঞ! তখন উষা, কৃক ও বলরামের ঐতিকৃতি দর্শন করিয়া লজ্জায় জড়ীভূতপ্রায়া হইলেন। হে বিজ্ঞ! পরে প্রহ্মায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত হইবা মাত্র তিনি অস্ত্র দিক্ষে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন ॥ ২২ ॥ অনন্তর প্রহ্মায়-ভ্রমর মনোহর

অনিরুদ্ধকে দেখিবামাত্র অতি-বিকাশিনী দৃষ্টিদ্বারা উষা যেন লজ্জাকে কোণায় দূর করিলেন ॥ ২৩ ॥ অনন্তর উষা, “ইনিই সেই, ইনিই সেই” এই কথা বলিলে পর, চিত্রলেখা উষাকে আশ্বাসিত করিয়া যোগগতি অবলম্বন-পূর্ব্বক দ্বারকায় গমন করিল ॥ ২৪ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয় ! পুরাকালে বাণরাজাও মহাদেবের নিকট কহেন যে, হে ভগবন ! যুদ্ধব্যতিরেকে আমি এই দশসহস্র বাহু লইয়া বড়ই নির্বেদ-প্রাপ্ত হইতেছি। কখনই কি আমার এই বাহুসহস্রের সকলতা-কারী সময় উপস্থিত হইবে না ? হে দেব ! যদি যুদ্ধ করিতেই না হইল, তবে আর এ বাহুসহস্রের ভারবহন করা নিরর্থক ॥ ১ ॥ ২ ॥

ক্রীমহাদেব কহিলেন, হে বাণ ! তোমার ময়ূরধ্বজ যেকালে ভগ্ন হইবে, সেই সময় তোমার যুদ্ধ উপস্থিত হইবে এবং ওই যুদ্ধ রক্তপায়ী জীবগণের অতিশয় আনন্দজনক হইবে ॥ ৩ ॥ এই কথা শ্রবণে হর্ষাধিত বাণ, শত্ৰুকে প্রণামপূর্ব্বক নিজগৃহে আগমন করতঃ দেখিতে পাইয়া আরও হর্ষ প্রাপ্ত হইল ॥ ৪ ॥

এই সময়েই বরাহপুত্র চিত্রলেখা (উষার সখী) যোগবিদ্যা-বলে অনিরুদ্ধকে উষার নিকটে লইয়া গিয়াছিল ॥ ৫ ॥ অনন্তর কন্যাত্তঃপুরমধ্যে উষার সহিত, অনিরুদ্ধকে রতিনিরত অবলোকন করিয়া, রক্তিগণ দৈত্য-ভূপতি বাণের নিকট গমনপূর্ব্বক সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া দিল ॥ ৬ ॥ তখন বাণ-রাজা সেই রক্ষসৈন্যগণকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলে পর, তাহারা আক্রমণ করাতে, পরবার বিনাশকারী অনিরুদ্ধ শৌহময় পরিষ নিক্ষেপপূর্ব্বক সেই সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন ॥ ৭ ॥ সেই সকল সৈন্যগণ হত হইলে পর, অনিরুদ্ধের বিনাশ কামনা কর্ত্তারোহণপূর্ব্বক বাণরাজা যুদ্ধোদ্যত হইল। কিন্তু অবশেষে যখন যথোক্ত যুদ্ধ করিয়াও অনিরুদ্ধ কর্ত্তক পরাজিত

হইল। তখন মন্ত্ৰিগণের পরামর্শানুসারে অনিরুদ্ধের সহিত নানাশ্রকার  
মায়ী বিস্তারপূর্বক যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া পরগাজ্ঞাধারা অনিরুদ্ধকে বন্ধন করিয়া  
কেলিল ॥ ৮৯ ॥

অনন্তর দ্বারকাপুরীতে “অনিরুদ্ধ কোথায় গমন করিল ” এই প্রকারে  
সকলে বলাবলি করিতেছে ; এমন সময় নারদ গিয়া বলিয়া দিলেন যে, বাণ  
কর্তৃক অনিরুদ্ধ আবদ্ধ হইয়াছেন ॥ ৯০ ॥

“ যোগবিদ্যা-বিদগ্ধা চিত্রলেখাই অমরুদ্ধকে শোণিতপুরে লইয়া গিয়াছে ”  
যাদবগণ নারদের মুখে এই কথা শুনিয়া, তাহাই নিশ্চয় করিলেন এবং পারি-  
জাত হরণে বিজিত দেবগণই কি অনিরুদ্ধকে হরণ করিয়াছেন, এই প্রকার  
সন্দেহ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৯১ ॥ অনন্তর স্বরণমাত্র উপস্থিত গন্ধভের  
গৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া হরি,—বলদেব ও প্রহ্লাদের সহিত বাণপুরে গমন  
করিলেন ॥ ৯২ ॥ অনন্তর পুরপ্রবেশ কালে মহাত্মা হরির সহিত প্রমথগণের  
যুদ্ধ হয়, কিন্তু হরি তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া বাণপুরীর নিকটে উপস্থিত  
হইলেন ॥ ৯৩ ॥ অনন্তর বাণকে বন্ধা করিবার জন্ত মহেশ্বর-নির্ধিত জর,  
হরির সহিত অভিশয় যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ঐ জর, অতি মহাকায় এবং তাহার  
তিনটী মস্তক ও তিনটী চরণ ছিল ॥ ৯৪ ॥ সেই জরের প্রভাব এমনি যে,  
এই জর প্রথমে কৃষ্ণকে আক্রমণ করে। কৃষ্ণের সহিত আলিঙ্গিতাদি  
ধাকা প্রযুক্ত, বলদেবও সেই অরক্ষিণ্ড-ভয়-সম্পর্ক-জনিত তাপে ষোর  
তাপিত হইলেন এবং অতিকষ্টে প্রযুক্ত নয়নদ্বয় আশ্রিত করতঃ শান্তভাবে  
অবলম্বন করিলেন ॥ ৯৫ ॥ অনন্তর দেব কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে  
তাহার দেহে প্রবিষ্ট জরকে, বৈষ্ণবজর শীতাই ঐ জরকে কৃষ্ণদেহ হইতে  
দূরীভূত করিয়া দিল ॥ ৯৬ ॥ অনন্তর শৈব-জরকে বাহুদেবের ভূজাঘাত  
জনিত নিপীড়নে বিহ্বলীভূত অবলোকন করিয়া, পিতামহ ব্রহ্ম ভগবানকে  
কহিলেন যে, আপনি উহাকে ক্ষমা করুন ॥ ৯৭ ॥ অনন্তর ভগবান্ মধুসূদন  
“ আমি ক্ষমা করিলাম ” এই কথা বলিয়া বৈষ্ণব জরকে স্বকীয় শরীরেই  
বিলীন করিয়া কেলিলেন ॥ ৯৮ ॥ অনন্তর “ আমার সহিত আপনার এই  
যুদ্ধ কথা বাহারা শ্রবণ করিবে, তাহারা জ্বররোগ হইতে মুক্ত হইবে। ”  
জর ভগবান্কে এই কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল ॥ ৯৯ ॥ অনন্তর

বিষ্ণু পঞ্চাঙ্গিকে বিজয়পূৰ্ণক বিনাশ করতঃ অবলীলাক্রমে, দানবগণের সেনা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২০ ॥ অনন্তর বলিপুত্র বাণ, অসংখ্য দৈত্যসৈন্তগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, শৌরির সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল এবং তাহারই পক্ষ হইয়া স্বয়ং শঙ্কর ও কার্তিকেয় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ তখন হরি এবং শঙ্করের পরস্পর অতিদারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে অস্ত্রকিরণতাপিত সকললোকই অতিশয় ক্ষোভপ্রাপ্ত হইল ॥ ২২ ॥ সেই মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর, দেবগণ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন,—“বুঝি অদ্য সমস্ত জগতেরই প্রলয় উপস্থিত হইল ॥ ২৩ ॥” অনন্তর হরি জ্যোত্স্নক্ষেপ দ্বারা মহাদেবকে নিতান্ত অলসভাবাপন্ন করিয়া ফেলিলেন, তখন প্রমথগণ ও দৈত্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥ অনন্তর জ্যোতিভূত হইয়া মহাদেব, রথোপরি উপবেশন করিতে বাধ্য হইলেন এবং আর কোন প্রকারেই অফ্রিষ্টকৰ্ম্মা, কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন না ॥ ২৫ ॥

অনন্তর কার্তিকেয়ের বাহনকে গুরুত্ব বিক্ষিত করিয়া ফেলেন, এবং তিনিও স্বয়ংই প্রজ্ঞের অস্ত্রকর্তৃক নিপীড়িত ও শ্রীকৃষ্ণহস্তারে নির্ভূত-শক্তি হইয়া প্রমথান করিলেন ॥ ২ ॥ অনন্তর শঙ্কর অলস, গুহ পরাজিত, দৈত্যসৈন্ত ও প্রমথগণ পলায়মান এবং কৃষ্ণকর্তৃক সংক্ষীয়মান হইলে পর, রাজা বাণ রথে আরোহণপূৰ্ণক কৃষ্ণ ও কৃষ্ণদৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিল। বাণ, যে মহারথে আরোহণ করিয়াছিল ঐ রথের অঙ্গগণের বলা স্বয়ং নন্দীশ্বর ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ২৭। ২৮ ॥ তখন মহাবলশালী বলভদ্র যুদ্ধ-ধৰ্ম্মাহুসারে অনেক প্রকার বাণসমূহ ক্ষেপ করতঃ বাণদৈত্যগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ; সুতরাং সেই সৈন্তগণও শ্রেণীভ্রষ্ট হইয়া ইত্যন্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥ অনন্তর বাণ দেখিতে পাইল যে, বলভদ্র সৈন্তগণকে লাঙ্গলাগ্র ও মুঘলদ্বারা অবপোষিত এবং কৃষ্ণও চক্রের দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতেছেন ॥ ৩০ ॥ তৎপরে বাণাহুরের সহিত কৃষ্ণের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন উভয়েই উভয়ের প্রতি, প্রদীপ্ত ও করত্মাণ বিভেদক, বাণ-সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু ক্ষণকাল পরে কৃষ্ণ, বাণাহুর-প্রক্ষিপ্ত সায়কসমূহ ছেদন করিতে লাগিলেন ; তখন বাণ জুড় হইয়া কেশবকে



বিদ্ধ করিলেন এবং চক্রধারী কৃষ্ণ ও বাণাসুরকে চক্রদ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩১ । ৩২ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! এইরূপে বাণাসুর ও কৃষ্ণ, পরস্পরের বিজয়েচ্ছায়, অতিশয় অসহনীয় অন্তঃসমূহ ক্লেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ এবম্প্রকারে প্রচুরপরিমাণে শরসমূহ বিচ্ছিন্ন ও অস্ত্র সকল নিক্ষেপ হইতেছে দেখিয়া ভগবান্ কৃষ্ণ, সেই সময় বাণাসুরকে বধ করিতে অভিলাষী হইলেন ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর দৈত্যসমূহের নিস্বদনকারী হরি, স্নদর্শন নামক চক্র গ্রহণ করিলেন, । সেই স্নদর্শনচক্রের প্রভা একত্রে মিলিত, শতসুর্ধোর কিরণ সমূহের সঙ্গী ছিল ॥ ৩৫ ॥ সেই সময় বাণ-বিনাশের জন্ত স্নদর্শন মোচনার্ধে উদ্যত ভগবান্ হরির সম্মুখে দৈত্যকুলের কোটীরীনাদী মায়াবিদ্যা উলঙ্গাবস্থায় আবির্ভূত হইলেন ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর ভগবান্ হরি, তাহাকে অগ্রভাগে অবলোকন করিয়া নয়নবশ মুদ্রিত করতঃ শত্রুর বাহ সমূহ ছেদ করিবার জন্ত বাণের উদ্দেশে স্নদর্শন নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৭ ॥ অনন্তর সমাদরের সহিত শক্রগণ-প্রকিপ্ত অস্ত্র সমূহকে বিনাশ করতঃ অচ্যুত-প্রকিপ্ত স্নদর্শন-চক্র ক্রমে, বাণাসুরের সেই সকল বাহ ছেদ করিল ॥ ৩৮ ॥ অনন্তর বাণের বাহসমূহ বিচ্ছিন্ন হইলে পর, পুনর্বার হস্তাগত স্নদর্শনচক্রকে ভগবান্ বাণাসুরের বিনাশের নিমিত্ত নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন । তখন ভগবান্ ত্রিপুরারি ইহা জানিতে পারিয়া তিনি মধুসূদনের নিকট উপস্থিত হইয়া সামপূর্ব্বক গোবিন্দকে কহিলেন,—এই সময় উমাগতি চাহিয়া দেখিতে পাইলেন যে, বাণাসুরের বাহ সকল ছিন্ন হওয়াতে, সেই সকল ছিন্নহান হইতে অস্ত্রস্বধিরধারা নির্গত হইতেছে ॥ ৩৯ । ৪০ ॥

কহিলেন,—হে কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! হে জগন্নাথ ! আগনি যে পুরুষোত্তম, পরেশ, পরমানন্দ স্বরূপ, অনাদি নিধন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—ইহা আমি জানিতে পারিয়াছি ॥ ৪১ ॥ দেব তির্ধ্যাক্ ও মনুষ্য সমূহে আপনার জগৎগ্রহণ লীলামাত্র, কারণ আপনিই সর্ব্বভূতস্বরূপ, আপনার চেষ্টা উপলক্ষণমাত্র ॥ ৪২ ॥ হে প্রভো ! আপনি ঐশ্বর্য হউন ; আমি পূর্ব্বক বাণাসুরকে অভয় প্রদান করিয়াছি ; এই কারণে আপনি আমার পূর্ব্বোক্ত বাক্যকে মিথ্যাভূত করিবেন না ॥ ৪৩ ॥ হে অব্যয় ! এই বাণাসুর আমার নিকটেই প্রভ্রম পাইয়া এতাদৃশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সুতরাং এই ব্যক্তি আপনার নিকটে অপরাধী

নহে; আমিই এই দৈত্যকে বরপ্রদান করিয়াছিলাম; আমিই এক্ষণে আপনাকে ক্ষমা করিতে প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৪৪ ॥

পরশর কহিলেন,—মহাদেব কর্তৃক এবস্ত্রকারে উক্ত গোবিন্দ অস্ত্রের প্রতি কোণ পরিত্যাগপূর্বক প্রসন্ন-বদন হইয়া শূলপাণি—উমাপতিকে কহিলেন ॥ ৪৫ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে শঙ্কর! আপনি যখন ইহাকে বরপ্রদান করিয়াছেন, তখন এ ব্যক্তি জীবিতই থাকুক, আপনার বাক্যের গৌরব-প্রযুক্ত আমি এই সমুদ্রত হৃদর্শনচক্রে নিবারণ করিলাম ॥ ৪৬ ॥ হে শঙ্কর! আপনি যাহাকে অভয়প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রতি আমারও সর্ব-প্রকারে অভয়প্রদত্ত,—ইহা নিশ্চয়; আপনি আপনাকে আমি হইতে অভিন্ন বলিয়াই জানিবেন ॥ ৪৭ ॥ আমি যে, আপনিও সে। এই দেবাস্ত্র এবং মানুষ পরিপূর্ণ জগৎও আমার স্বরূপ। অবিদ্যা-মূঢ়তাব পুরুষগণই ভেদজ্ঞান করিয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

কৃষ্ণ এই কথা বলিয়া যেখানে প্রহ্লাদনর্য অনিরুদ্ধ অবস্থিতি করিতে-ছিলেন, সেইখানে গমন করিলেন। অনন্তর সেই বাণাস্ত্রের কথাতঃপুরু-রক্ষক সর্পগণ, গরুড়ের গমনবেগে ভীত হইয়া পলায়ন করিল ॥ ৪৯ ॥ অনন্তর সপত্নীক অনিরুদ্ধকে গরুড়ের উপর আরোহণ করাইয়া, বলভদ্র, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপুত্রগণ দ্বারকাপুরীতে আগমন করিলেন ॥ ৫০ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে গুরো! ভগবান্ মনুষ্য শরীর পরিগ্রহপূর্বক যে অবলীলাক্রমে ইন্দ্র, মহাদেব ও সকল দেবগণের বিজয়রূপ অতি মহৎকর্ম-সাধন করিয়াছিলেন, তাহা ত শ্রবণ করিলাম; হে মহাভাগ! ভগবান্ ইহা ছাড়াও আর আর দিব্য চেষ্টার বিঘাত কবতঃ যে সকল কর্ম করেন, আপনি তাহা কীর্তন করুন; কারণ দেই সকল বিষয় শ্রবণ করিতে আমি বড়ই কৌতূহলী হইয়াছি ॥ ১। ২ ॥

পরামর কহিলেন,—হে বিপ্রর্ষে ! মানুষ্যাবতারে কৃষ্ণ কি প্রকারে বারানসী  
 প্রী দাহ করেন, তাহা আমি বলিতেছি, তুমি আদরের সহিত শ্রবণ কর ॥৩॥  
 অজ্ঞান-মোহিত জনগণ পৌণ্ড্রবংশীয় কোন রাজাকে, “আপনি বাসুদেবরূপে  
 ভুবনে অবতীর্ণ হইয়াছেন,” এবং প্রকার বাক্যে শ্রবণ করাতো, সেই ব্যক্তি  
 সেই বাসুদেব নামে প্রথিত হইয়া উঠে ॥ ৪ ॥ এইরূপে ঐ রাজা নষ্টশ্রুতি  
 হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিল যে, আমি বাসুদেব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি  
 এবং সেই বিবেচনার নিজেই সকল প্রকার বিষ্ণু-চিহ্নের ব্যবহার আরম্ভ  
 করিয়া দিল ॥ ৫ ॥ এবং স্তমহাস্রা কৃষ্ণের নিকট এই বলিয়া দূত প্রেরণ  
 করিল যে, তুমি আমার চিহ্ন ও নাম পরিত্যাগ পূর্বক এবং আপনার প্রতি  
 “আমিই বাসুদেব” এই প্রকার অভিমানও ছাড়িয়া আপনার জীবন রক্ষার  
 নিমিত্ত আমাকে প্রণতি কর ॥ ৬৭ ॥ দূত গিয়া এই প্রকার বলিলে পর  
 ভগবান্ জনাৰ্দ্দন, হাস্যপূর্বক দূতকে কহিলেন,—হে দূত ! তুমি তোমার  
 প্রভুকে গিয়া বলিও যে, আমি নিজচিহ্ন (চক্র) সম্বন্ধে তোমার প্রতি পরিত্যাগ  
 করিব । তোমার প্রভু তোমার নিকট হইতে এবাক্য শ্রবণ করিয়া বাহ্য সদ্ভি-  
 বেচন' সিদ্ধ হয়, তাহার আচরণ করুন ॥ ৮।৯ ॥ ভগবান্ আরও কহিলেন,  
 হে দূত ! তুমি তোমার প্রভুকে বলিও যে, আমি চিহ্ন ধারণ পূর্বকই তোমার  
 পুরে যাইব, এবং সেইখানেই আমি তোমাকেই নিজচিহ্ন চক্র পরিত্যাগ  
 করিব, ইহার সন্দেহ নাই ॥ ১০ ॥ তুমি আমার উপর আজ্ঞা পূর্বকই  
 বলিয়াছ, তুমি এইখানে আসিবে, আমি তখন অবশ্যই কল্যাণ তোমার  
 আজ্ঞা প্রতিপালন করিব ; ইহাতে বিলম্বের সম্ভাবনা নাই ॥ ১১ ॥ আমি  
 সম্বন্ধে তোমার গৃহে উপস্থিত হইয়া তোমার সহিত ভাদ্র ব্যবহার করিব যে,  
 বাহার দ্বারা পুনর্বার তোমা হইতে আমার আর ভয় হইবে না ॥ ১২ ॥ ভগবান্  
 কর্তৃক এবং প্রকারে উক্ত হইয়া দূত প্রস্থান করিলে পর, হরি স্বরণ মাজেই  
 সমুপস্থিত গরুড়োপরি আরোহণপূর্বক সমস্ত তৎপরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন  
 ॥ ১৩ ॥ এদিকে পৌণ্ড্রকও দূতমুখ হইতে হরির প্রেরিত বার্তা শ্রবণপূর্বক  
 বহুতর সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধাঙ্গোমুখ হইল ॥ ১৪ ॥ অনন্তর বাসুদেবা-  
 ত্তিমানী রাজা পৌণ্ড্রক অতি মহান্ কাশিরাজার সৈন্যগণের সহিত  
 স্বকীয় মহতী সেনা যোগ করিয়া, কেশবাভিমুখে গমন করিতে লাগিল

৪ ১৫ ॥ অনন্তর ভগবান্ হরি দূর হইতেই দেখিলেন, শত্রুচক্রগদাপদ্ম-  
ধারী রাজা আগমন করিতেছে ॥ ১৬ ॥ আরও দেখিলেন, রাজা পৌণ্ড্র ক  
মাল্য, শাক্য এবং বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসপ্রভৃতি হরির সকল চিহ্নধারণ, ও গরুড়  
সদৃশ পক্ষিদ্বারা ধ্বজও নির্মাণ করিয়াছে ॥ ১৭ ॥ গরুড়ধ্বজ হরি, পৌণ্ড্র ককে  
কিরীট-কুণ্ডল ধর ও পীতবাসঃপরিধায়ী অবলোকন করিয়া ভাবগম্ভীররূপে  
হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ হে দ্বিজ ! অনন্তর নিখিংশ ঋষি গদা শূল শক্তি  
ও কাশ্মুকধারী, হস্তি ও অশ্ব প্রভৃতি বলশালী সেই পৌণ্ড্র সৈন্যগণের  
সহিত ভগবান্ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥ কণকালমধ্যেই শরবিদারণ-  
কারী, শত্রুনিম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা এবং গদা ও চক্রপ্রভৃতির নিক্ষেপে  
জনান্নন, পৌণ্ড্রকের সৈন্যগণকে মর্দিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২০ ॥ অনন্তর  
এই প্রকারে কাশীরাজের সৈন্যগণকেও পরাজয় করিয়া ভগবান্ নিজচিহ্নধারী  
মূঢ়পৌণ্ড্র ককে কহিলেন ॥ ২১ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পৌণ্ড্র ক ! তুমি দূতমুখে আমাকে যে চিহ্ন  
পরিচয়্য করিতে বলিয়াছিলে, আমি তাহা সম্পাদন করিতেছি ॥ ২২ ॥  
আমি এই চক্র পরিচয়্য করিলাম, এই তোমার জন্য গদাও বিসর্জিত করি-  
লাম, তোমারই নির্দেশানুসারে এই গরুড়, তোমার ধ্বজে আরোহণ করুক  
॥ ২৩ ॥ পরাশর কহিলেন, ভগবান্ কৃষ্ণ এই বলিয়া চক্র ও গদা নিক্ষেপ করিয়া  
পৌণ্ড্র ককে বিদারিত করতঃ প্রোথিত করিয়া ফেলিলেন । এবং ভগবদ্বাহন  
গরুড়ও তদীয় গরুড়াভিমানী বাহনকে বিনাশ করিল ॥ ২৪ ॥ অনন্তর  
লোকসমূহ হাহাকার করিতে লাগিল দেখিয়া, বলী কাশীরাজ বহুর প্রতি-  
কর্তব্যানুরোধে ভগবানের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ২৫ ॥ অনন্তর  
ভগবান্ শাক্যধনুনিম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া কাশী-  
পুরীতে নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে লোকসমূহ বিষয়গ্রাপ্ত হইল ॥ ২৬ ॥  
শৌরি কৃষ্ণ, পৌণ্ড্র ক ও সামুচর কাশীরাজকে নিহত করিয়া পুনর্বার দ্বারকায়  
আগমনপূর্বক স্বর্গসদৃশ সুখানুভব করতঃ লীলা করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥  
এদিকে সেই কাশীপতির পুরীতে কাশীরাজের ছিন্ন মস্তক পতিত রহিয়াছে  
দেখিয়া, বিস্মিতভাবে লোকগণ পরস্পর বলিতে লাগিল,—ইহা কি প্রকারে  
হইল এবং কেই বা করিল ॥ ২৮ ॥ অনন্তর কাশীরাজপুত্র এই কথ্য বাস্তব-

দেব কর্তৃক কৃত, ইহা জানিতে পারিয়া, পুরোহিতের সহিত একত্রে শঙ্করের উপাসনা করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥ অবিস্মৃতমহাক্ষেত্রে কাশীরাজ-পুত্রের সেবায় মহাদেব পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে কহিলেন—হে বৎস ! তুমি বর প্রার্থনা কর ॥ ৩০ ॥ তখন কাশীরাজপুত্র বর প্রার্থনা করিল যে, আমার পিতৃহত্যা ক্রম্বের বিনাশের জন্য, হে ভগবন্ ! আপনার প্রসাদে কৃত্য উত্থান করুন ॥ ৩১ ॥ পরাশর কহিলেন—তখন মহেশ্বর বলিলেন, আচ্ছা তাহাই হইবে । \* অনন্তর দক্ষিণাশ্বি সমাপ্ত হইলে অগ্নি হইতে তাহারই বিনাশকারিণী মহাকৃত্য শক্তি উথিত হইলেন ॥ ৩২ ॥ অনন্তর কুপিতা কৃত্য, কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই প্রকার সম্বোধন করিতে করিতে দ্বারাবতীতে প্রস্থান করিলেন । ঐ কৃত্যর আশ্বাদেশ বহুশিখা দ্বারা ভয়ানক ছিল, এবং তাঁহার কেশসমূহ অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান ছিল ॥ ৩৩ ॥

হে মনে ! সেই কৃত্যকে বিলোকনপূর্বক জনসমূহ ভয়-বিচলিতলোচনে জগতের শরণ সেই মধুসূদনের শরণ লইল ॥ ৩৪ ॥ ভগবান্ মহাদেবের আরাধনা করিয়া কাশীরাজপুত্র ইহাকে উৎপাদন করিয়াছে । চক্রী এই কথা জানিতে পারিলেন । অনন্তর তিনি “এই বহুজালা জটীলা এই মহাকৃত্যকে হনন কর” এই বলিয়া অবলীলাক্রমে সুদর্শন চক্র পরিত্যাগ করিলেন । এই সময় ভগবান্ অক্ষকীড়ায় আসক্ত ছিলেন ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর বিষ্ণুচক্র সুদর্শন সত্ত্ব সেই অগ্নিমালাসমূহে জটিলশিখাশির উল্লসারে অতিভীষণ কৃত্যর অনুগমন করিতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥ অনন্তর অতিবেগিনী মাহেশ্বরী কৃত্য বিষ্ণুচক্রপ্রভাবে বিধ্বস্তা হইয়া অতিবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন । এবং সুদর্শনও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥ এই প্রকার পলায়ন-পরায়ণা কৃত্য অবশেষে স্তব্ধা হইয়া বারণসী পুরীতে

\* মহাদেবের এবম্প্রকার বর পাইবাও কেন কাশীরাজপুত্র সফলকাম হইল না ? এ প্রকার প্রশ্ন করা কর্তব্য নহে, কারণ ঐ ব্যক্তি বাহ্য প্রার্থনা করিয়াছিল । তিনি তাহাই প্রদান করিয়াছিলেন । কিন্তু কপালক্রমে ঐ ব্যক্তির প্রার্থনাই বিপরীত হইয়াছিল । কারণ উহার প্রার্থনা,—আমার পিতৃহত্যার বধের জন্য কৃত্য উথিত হউক । এই বাক্যে ইহাও প্রতীত হইতে পারে যে পিতৃহত্যার হন্তে আমার বধের জন্য কৃত্য উত্থান হউক । মূল শ্লোকের তাৎপর্য এই প্রকারেই গ্রহণ করিতে হইবে । (অনুবাদক ।)

প্রবেশ করিলেন । হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! বিষ্ণুচক্রের প্রভাবে তাঁহার সমুদয় প্রভাবই প্রতিহত হইয়াছিল ॥ ৩৯ ॥ অনন্তর কাশীরাজসৈন্য ও অনেক প্রমথসৈন্য নানা শাস্ত্রাস্ত্রে সজ্জিত হইয়া চক্রের অভিমুখে আগত হইল ॥ ৪০ ॥ তৎপরে শাস্ত্রাস্ত্র-নিফেপ-চতুর সেই সৈন্যগণকে তেজঃপ্রভাবে দগ্ধ করিয়া সুদর্শনচক্র অবশেষে, কৃত্যার সহিত সেই বারাম্বদীপুরীকেও দগ্ধ করিয়া ফেলিল । ঐ পুরীতে সেই সময় রাজা, পৌর ভূত্যাগণ, অশ্ব, মাতঙ্গ, মানব, এবং অনেক কোষ এবং কোষ্ঠ বাহা ছিল সমুদয়ই দগ্ধ হইয়া গেল ।

অনন্তর, সেই হরিচক্র-জালাগ্রদীপ্ত অনন্তগৃহ, প্রাকার, চত্বর শলিনী এবং দেবগণেরও চর্নিরীক্ষ্য সেই সকল পুরীকেই দাহ করিয়া ফেলিল ॥ ৪১ ॥ ৪৩ ॥ অনন্তর অনপগতক্রোধ এবং বিশিষ্ট দীপ্তিশালী সুদর্শনচক্র, বিষ্ণুর করে পুনর্বার উপস্থিত হইল । হে মুনে ! ঐ চক্র এতই ক্রোধবৃত্ত হইয়াছিল যে, এত বড় কৰ্ম্ম সম্পাদন করিয়াও, ইহা অতি অল্প বলিয়া আরও ভীষণ কৰ্ম্মের প্রতি তাহার পূর্ণ স্পৃহা বিরাজমান ছিল ॥ ৪৪ ॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন ! আমি পুনর্বার ধীমান্ বলভদ্রের পরাক্রম-বার্তা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ; আপনি তাহা রূপা পূর্বক আমাকে বলুন ॥ ১ ॥ হে ভগবন্ ! বলভদ্র যমুনা কর্ষণাদি যে সকল কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা আমি ত শ্রবণ করিয়াছি ; এক্ষণে তিনি অন্য অন্য বাহা করিয়াছিলেন, তাহাই আমার নিকটে কীর্তন করুন ॥ ২ ॥

পরশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয় ! অদ্বিতীয় অগ্রমেষ ধরণীধারী শেযা-বতার বলরাম যে কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ পূর্বে স্বয়ম্বরার্থে সজ্জিতা হর্ষোদনতনয়াকে জাম্ববতীপুত্র—বীর শাস্ত্র বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া ছিলেন ॥ ৪ ॥ অনন্তর সেই সময়ে কর্ণ, হর্ষোদন, ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণ মহাবীরা হইয়া শাস্ত্রকে যুদ্ধে পরাজয়পূর্বক বন্ধন করিলেন ॥ ৫ ॥ হে মৈত্রেয় ! এই কথা শ্রবণ করিয়া সকল বাদবগণই হর্ষোদনাদির উপর

ক্রোধ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য এক মহোদ্যম করিলেন ॥ ৬ ॥ তখন বলদেব, তাঁহাদিগকে মঙ্গলোন্মাদ্রির নিবারণপূর্বক করিলেন ;—সেই কৌরবগণ আমার বাক্যেই তাহাকে পরিত্যাগ করিবে ; অতএব আমি একাকীই তাহাদের নিকট যাইতেছি ॥ ৭ ॥ অনন্তর বলদেব হস্তিনাপুরে গমন করিয়া তাহার বাহ্য উপবনের মধ্যেই অবস্থিতি করিলেন ; নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন না ॥ ৮ ॥ অনন্ত দুৰ্য্যোধনাদি নৃপতিগণ “বলভদ্র উপস্থিত হইয়াছেন” ইহা জানিয়া তাহাকে গান্ধী ও অৰ্ঘ্য নিবেদন করিলেন ॥ ৯ ॥ অনন্তর বলভদ্র সেই সকল অৰ্ঘ্যাদি বিধিবৎ গ্রহণপূর্বক তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, রাজা উগ্রসেন আজ্ঞা করিতেছেন,—আগনারা শাস্ত্রকে প্রত্যর্পণ করুন ॥ ১০ ॥

হে দ্বিজ ! ভীষ্ম দ্রোণ ও কর্ণ দুৰ্য্যোধন প্রভৃতি সকলেই বলদেবের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন ॥ ১১ ॥ অনন্তর বাহ্লীকাদি কৌরবগণ কুপিত হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, এই যদুবংশোৎপন্ন স্তভয়াঃ অরাজ্যার্থ এই মুন্ধ্যায়ুধকে দেখিয়াও কেন আমরা এই বলভদ্র-প্রেরিত বাক্য গণনা করিব ? কোন্ বাদবের এই প্রকার ক্ষমতা যে কুরুকুলোৎপন্ন আমাদের উপরও আজ্ঞা প্রদান করে ? ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ অহো ! উগ্রসেনও যদি কৌরবগণের প্রতি আজ্ঞা প্রদান করিতে পারে, তবে আর এ নৃপযোগ্য বিড়ম্বনামাত্র-সার, পাণ্ডবচ্ছত্র সমূহে আমাদের কি প্রার্থ-জন ? ॥ ১৪ ॥ অনন্তর তাহার বলিয়া পাঠাইলেন যে, হে বলভদ্র ! আপনি গমন করুন । আমরা আপনার অথবা উগ্রসেনের শাসনে পাপাত্য অন্যায়-কারী শাস্ত্রকে পরিত্যাগ করিব না ॥ ১৫ ॥ কুরু-অন্ধকুলোৎপন্নগণ পূর্বে পুঞ্জিত আমাদের যে প্রণাম করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা বরঞ্চ না করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই ; কিন্তু ভৃত্যগণের স্বামীর প্রতি আবার আজ্ঞা কি ? ॥ ১৬ ॥ আমরা আপনাদের সহিত সমান আসন ও ভোজনাদি কর্ষে গর্জিত করিয়া দিয়াছি । ইহাতে আপনাদের দোষ নাই, কারণ আমরাই প্রাতিবশতঃ নীতি অবলোকন করি নাই ॥ ১৭ ॥ হে বলভদ্র ! আমরা যে আপনাকে অর্ঘ্যপ্রদান করিয়াছি ; ইহা কেবল প্রণয়ের জন্য দেওয়া গিয়াছে, ইহা আপনাদিগের কুলোচিত সম্মান নহে ॥ ১৮ ॥

পরামর্শ করিলেন,—কুরুগণ এই কথা বলিয়া আমরা কখনই কৃষ্ণের পুত্রকে পরিভ্যাগ করিব না,—ইহা নিশ্চয় করত সমস্ত হস্তিনার প্রবেশ করিলেন ॥ ১৯ ॥ অনন্তর হল্যযুধ, তাঁহাদিগের তিরস্কার-সম্বৃত্ত কোপে মত্ত ও আবুর্ণিত হইয়া পার্শ্বভাগ দ্বারা বহুধা তাড়িত করিলেন ॥ ২০। ২১ ॥ তখন মহাত্মা বলভদ্রের পাদতলপ্রহারে পৃথী বিদারিত হইল এবং বলভদ্রও শব্দে দশদিক্ প্রস্থিত করিয়া বাহ্যাকোটন করিলেন ॥ ২২ ॥

অনন্তর জুকটীকুটিলানন ভাত্রাক বলভদ্র বলিলেন ; অহো ! এই অসার আত্মা কোরবগণের কি মদ্যবলেন ? ॥ ২৩ ॥ কোরবগণের পৃথিবীপতিত্ব ততঃ, আর আমাদের মহীশ্বরত্ব আগতক ? সেই জন্য ইহার উগ্রসেনের আজ্ঞা প্রতিপালন না করিয়া উল্লঙ্ঘন করিতেছে ? ॥ ২৪ ॥ শচীপতি ইন্দ্র, দেবগণ সহিত মিলিত হইয়া উগ্রসেনের আজ্ঞা ধর্মজ্ঞানে প্রতিপালন করিয়া থাকেন । উগ্রসেন শচীপতির সেই সুধর্ম্মাখ্যা সভাতে সর্বদা অধ্যাসীন থাকেন ॥ ২৫ ॥ অহো ! মহাশয় শতোচ্ছিষ্ট ! ইহাদের নৃপাসনে থিত্ব থাকুক । যে উগ্রসেনের ভৃত্যগণেরও স্ত্রীগণ পারিজাততরুর মঞ্জরী ধারণ করিয়া থাকে, সেই উগ্রসেনও ইহাদিগের পক্ষে রাজ্য নয় ? উগ্রসেন সমস্ত পৃথিবীপতিগণের নায় হইয়া অবস্থিতি করুন ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ অদ্য পৃথিবীকে নিষ্কোরবা করিয়া আমি দ্বারাবর্তীতে প্রত্যাবর্তন করিব । কর্ণ, দুর্ধোধান দ্রোণ ভীষ্ম বাহ্লিক দুষ্টহঃশাসনাদি ভূরিপ্রবাঃ সোমদত্ত শগ্য ভীষ্ম অর্জুন, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব এবং অত্মাঙ্গ কোরবগণকে অদ্য অশ্ব হস্তী ও রথের সহিত বিনাশপূর্ব্বক, স্থপত্নীক বীর শাস্তকে গ্রহণ করত, দ্বারাবর্তীতে গমন করিয়া উগ্রসেনাদি বান্ধবগণকে অবলোকন করিব । অথবা আমি পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্রকর্তৃক পৃথিবীর ভারহরণে প্রার্থিত হইরাছি, সেই কারণে এইক্ষণে, এই কুরুকুলের অধীন হস্তিনা নগরকে কুরুগণের সহিত উৎপাটন করিয়া, ভাগীরথীর মধ্যে নিক্ষেপ করিব ॥ ২৮ ॥ ৩২ ॥

পরামর্শ করিলেন,—মুঘলায়ুধ বলরাম, কোপে অক্লমীকৃতলোচন হইয়া, পূর্ব্বোক্তপ্রকার বাক্যোচ্চারণ করত, কর্ণবোধোন্মুখ লাঙ্গল, হস্তিনার প্রাকার দেশে বিভ্রাসপূর্ব্বক উক্ত নগরীকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ অনন্তর সেই হস্তিনাপুর সহসা আবুর্ণিত হইতে লাগিল দেখিয়া, কোরবগণ



সংস্কৃদ্ধয়ে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥৩৪॥ হে রাম ! রাম ! হে মহাবাহো  
আপনি ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন ! হে মুষলানুধ ! আপনি কোপের উপসংহার  
করুন, প্রসন্ন হউন ॥ ৩৫ ॥ হে বলদেব ! এই শাস্ত্রকে পত্নীর সহিত  
প্রত্যর্পণ করিতেছি, আমরা আপনার প্রভাব না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি,  
আপনি ক্ষমা করুন ॥ ৩৬ ॥

পরশর কহিলেন,—হে মুনিসত্তম ! অনন্তর কোরবগণ সত্তর নগর হইতে  
নিক্রান্ত হইয়া, শাস্ত্রকে পত্নীর সহিত, বলদেবের নিকট প্রত্যর্পণ করিলেন ।  
॥ ৩৬ ॥ অনন্তর ভীষ্ম দ্রোণাদি সকলে প্রণামপূর্বক, তাঁহাকে প্রিয়বাক্য  
বলিতে আরম্ভ করিলেন । তখন বলিশ্রেষ্ঠ বলভদ্র তাঁহাদিগকে বলিলেন,  
“আমি ইহা ক্ষমা করিলাম” ॥ ৩৮ ॥ হে দ্বিজ ! এই কারণে হস্তিনাপুত্র  
অদ্যাপি আযুর্বিভাকারে লঙ্কিত হইয়া থাকে । বলভদ্রের শৌর্ধ্য উপ-  
লক্ষে এই প্রবাদ কীর্তিত হইল ॥ ৩৯ ॥ অনন্তর কোরবগণ, বলভদ্রের সহিত  
ভাৰ্য্যা ও ধন সম্বন্ধে শাস্ত্রকে পূজা করিয়া দারাবতীতে প্রেরণ করিলেন ॥৪০॥  
পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয় ! ব্রহ্মন্ ! বলশালী বলদেব, অন্য যে কৰ্ম্ম  
করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর ॥১॥ পূর্বে দেবপক্ষবিরোধি নরকনামক অমুর-  
শ্রেষ্ঠেব এক মহাবীৰ্য্যশালী বানরজাতীয় সখা ছিল । তাহার নাম দ্বিবিদ ॥২॥  
সেই দ্বিবিদ বানর দেবগণের প্রতি বড়শত্রুতা আরম্ভ করে । ইহার কারণ  
পূর্বে কৃষ্ণ, নরকাসুরকে বিনাশ করেন ; ঐ নরকাসুর বড়ই বলদর্পশালী ছিল ।  
তখন দ্বিবিদ চিন্তা করিল যে, এই আমিই একাকী সকল দেবগণের প্রতিক্রিয়া  
করিব ॥ ৩ ॥ এই প্রকার ভাবিয়া সে স্থির করিল, যজ্ঞধ্বংস করিলে  
সর্বলোক ক্ষয় হইবে, সুতরাং আর যজ্ঞাদি হইবে না, কাষে কাষেই দেবগণের  
ইহাতে মহৎকষ্ট উপস্থিত হইবে । অতএব ইহাই আমার পক্ষে মঙ্গলকর ।  
এই প্রকার নিশ্চয়ান্তে অজ্ঞান-মোহিত ঐ বানর, যজ্ঞ সকল নষ্ট করিতে  
আরম্ভ করিল ॥ ৫ ॥ ঐ বানর সাধুগণের মর্যাদাভঙ্গ করিতে লাগিল, দেখি-

পণের ক্ষয় করিতে লাগিল এবং কখন কখন গ্রাম-পুর ও বন সমূহ পোড়াইতে লাগিল ॥ ৬ ॥ কখনও বা পৰ্ব্বত নিক্ষেপ করিয়া গ্রামাদি চূর্ণ করিয়া ফেলিল, কখনও বা পৰ্ব্বত উৎপাটন করিয়া সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥

হে দ্বিজ ! ঐ বানর পুনর্বার কখনও সমুদ্রের মধ্যে গিয়া সমুদ্রকে ক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিল । তাহাতে সেই সময়ে সমুদ্র, বেলা অতিক্রম করিয়া অতিবেগে গ্রাম ও নগরাদি প্লাবিত করিয়া ফেলিল । কামরূপী ঐ বানর কখন কখন নানারূপ ধারণ করিয়া গ্রামাদির লুণ্ঠন করতঃ ভ্রমণ সংস্কারের দ্বারা গ্রামাদি চূর্ণিত করিতে লাগিল । এইরূপে সেই ছরাস্রা, সকল জগতেরই অপকার করিতে লাগিল ॥ ৮—১০ ॥ হে মৈত্রেয় ! তখন হুং-সঙ্কল জগৎ স্বাধ্যায় ও বষট্‌কার রহিত হইয়া উঠিল ॥ ১১ ॥

এক দিবস, রৈবতোদ্যানে বলভদ্র, মহাভাগা রেবতী ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ স্ত্রীগণ সকলে মিলিত হইয়া মদ্যপান করিতেছিলেন ॥ ১২ ॥ বিলাসবতী ললনাপণের মধ্যবর্তী সঙ্গীত-সেবিত, যদুবরশ্রেষ্ঠ বলভদ্র তৎকালে মন্দর পৰ্ব্বতে কুবেরের ন্যায় ক্রীড়ারত ছিলেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর সেইখানে সেই দ্বিবিদনামা বানর আগমনপূর্ব্বক বলভদ্রের মুখল ও হল গ্রহণ করিয়া, তাহার সম্মুখে নানা প্রকার বিড়ম্বনা আরম্ভ করিল ॥ ১৪ ॥ ঐ দুৰ্ব্বৃত্ত কপি, সেই সকল নারীগণের সম্মুখে হাস্য করিতে লাগিল এবং মদ্যপূর্ণ পানপাত্র সকল ভাঙ্গিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥ অনন্তর বলভদ্র কোপযুক্ত হইয়া তাহাকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তথাপি সেইবানর তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া কিলকিলাধ্বনি করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥ তখন বলভদ্র রোষে গাত্ৰোত্থান করিয়া মুখল গ্রহণ করিলেন । তখন সেই বানরশ্রেষ্ঠ ভয়ঙ্কর এক পৰ্ব্বতোপগম প্রস্তর গ্রহণ করিল ॥ ১৭ ॥ দ্বিবিদ সেই প্রস্তর নিক্ষেপ করিবামাত্র বাদবশ্রেষ্ঠ বলভদ্র সেই প্রস্তরকে মুখলাঘাতে সহস্র খণ্ড করিয়া ফেলিলেন । তখন সেই সহস্র খণ্ড প্রস্তর ভূমিতে পতিত হইল ॥ ১৮ ॥ অনন্তর সেই বানর, মুখল উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক প্রাপ্তিত হইল এবং বেগে আগমন করিয়া করতল দ্বারা বলরামের জন্মের আঘাত করিল ॥ ১৯ ॥ তখন বলদেব, রোষপূরঃসর, করতল দ্বারা তাহার মস্তকে প্রহার করিলেন । সেই প্রহারে দ্বিবিদ, কৃধির বমন করিতে করিতে ক্ষীণপ্রাণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ২০ ॥ হে মৈত্রেয় ! ঐ বানরো

শরীর বধন পতিত হইল, তখন তাহার ভারে ইন্দ্রের বজ্রতাড়িতের ন্যায় গিরিশৃঙ্গ শতধা বিদীর্ণ হইয়া পড়িল ॥ ২১ ॥

এইরূপে দ্বিবিদ বানর নিহত হইলে পর, দেবগণ বলদেবের মন্তকে পুষ্প-বৃষ্টি মোচন করিতে লাগিলেন এবং আগমনপূর্ব্বক “আপনি এই সাধু ও মহাকৰ্ম্ম সাধিত করিলেন” এই বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥ দেবগণ আরও বলিলেন, হে বীর ! এই দৈত্যপক্ষোপকারী দুষ্টবানর কর্তৃক জগৎ বড়ই নিরাশ্রিত হইয়াছিল । বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে আপনার নিকট এই বানর বিনাশ প্রাপ্ত হইল । দেবগণ এই কথা বলিয়া জ্যোতিঃকরণে শুষ্ক-গণের সহিত স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥ ২৩ ॥

পরশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয় ! ধরণীধারণকারী শেযাবতার ধীমান-বলভদ্রের এই প্রকার আশ্চর্যজনক নানাবিধ অপরিমেয় কৰ্ম্ম আরও অনেক আছে ॥ ২১ ॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—বলদেব-সহায় কৃষ্ণ এই প্রকারে জগতের উপকারার্থে দৈত্য ও দুষ্ট মহীপতিগণের বিনাশ সাধন করিলেন ॥ ১ ॥ ভগবান্ বিভূ কৃষ্ণ, অর্জুনের সহিত মিলিত হইয়া অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা বধ দ্বারা পৃথিবীরও তার অবতারিত করিলেন এবং ভগবান্ ভূমির তার হরণ পূর্ব্বক সকল দুষ্ট মহীপতিগণের বিনাশ করিয়া বিপ্রগণের শাপछলে স্বকীয় কুলেরও উপসংহার করিলেন ॥ ৩ ॥ এই সকল কৰ্ম্ম সমাপনান্তে অংশাবতার আশ্রিত ভগবান্ কৃষ্ণ, মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া, পুনর্বার স্বকীয় বিষ্ণুময় স্থানে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন,—কৃষ্ণ, বিপ্রশাপछলে, কি প্রকারে নিজকুল বিনষ্ট করেন ? এবং কি প্রকারেই বা আপনার মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করেন ? (তাহা বিস্তারিতরূপে বলুন) ॥ ৫ ॥

পরামর্শ কহিলেন,—পূর্বে কোনদিন পিণ্ডারক নামে মহাভীর্ণে যত্নকুমার  
গণ, দেখিতে পাইলেন যে, মহামুনি বিষামিত্র, কণ্ঠ ও নারদ আগমন করিতে-  
ছেন ॥ ৬ ॥ তখন যৌবনোদ্ভূত, অবশ্যস্তাবি-কার্য-প্রেরিত যত্নকুমারগণ  
জান্নবতীপুত্র শাস্ত্রকে ত্রোলোকের ন্যায় সজ্জিত করিয়া সেই গমনশীল মহা-  
মুনিগণকে প্রণিপাত পূর্বক বলিলেন যে, “হে মহামুনিগণ! পুত্রকামী বক্র  
এইটী ত্রী, ইহার কি সম্ভান হইবে, তাহা আমাদিগকে বলুন” ॥ ৭ ॥ দিব্য  
জ্ঞানোপপন্ন মুনিগণ, কুমারগণকর্তৃক এবস্ত্রাকার প্রত্যাহিত হইয়া অতিশয়  
কোপ সহকারে বলিলেন “যে মুঘল প্রসব করিবে, এবং সেই মুঘল হইতেই  
যাদবগণের অধিলকুল উৎসাদিত হইবে” ॥ ৯ ॥

ঋষিগণ কর্তৃক এবস্ত্রাকারে অভিশপ্ত হইয়া যত্নকুমারগণ সকলে উগ্রসেনের  
নিকট গমনপূর্বক এই সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। শাস্ত্রের জ্ঞান  
হইতেও মুঘল প্রসূত হইল ॥ ১০ ॥ উগ্রসেনও সেই লোহময় মুঘলকে চূর্ণ  
করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। পরে মহাসমুদ্রে প্রক্ষিপ্ত সেই মুঘল-চূর্ণ  
এরকাবানে \* পরিণত হইল ॥ ১১ ॥ হে দ্বিজ! যাদবগণ লোহময় মুঘলের  
প্রায় সকল খণ্ড চূর্ণ করিলেন। কিন্তু তোমরাকার একখণ্ড আর কোন  
প্রকারে চূর্ণিত করিতে না পারিয়া, সমুদ্রে মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১২  
সমুদ্রে ক্ষিপ্ত সেই মুঘল খণ্ডকে একটী মৎস্য উদরসাৎ করে। অনন্তর মৎস্য-  
ঘাতিগণ কর্তৃক ঐ মৎস্য ধৃত হইয়া, খণ্ডিত হইল; তখন তাহার উদর  
হইতে সেই মুঘলখণ্ড বাহির হইলে জরা নামক একজন ব্যাধ তাহা গ্রহণ  
করিল ॥ ১৩ ॥

ভগবান্ মথুহৃদন, এ সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়াও, বিধাতার ইচ্ছাক্রমে  
অন্যথা করিতে অভিলাস করিলেন না ॥ ১৪ ॥ অনন্তর দেবগণ-প্রেরিত দূত  
আগমনপূর্বক প্রণিপাত করিয়া কেশবকে বলিল,—“হে ভগবন্! নির্জনে  
কোন কথা বলিবার জন্য দেবগণ আপনার নিকটে আমাকে দূতরূপে  
প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥ বিশ্বদেব অধিনীকুমার মরুৎ আদিত্য ও  
ঋজাদির সহিত ইন্দ্র আপনার নিকট যে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন, হে প্রভো  
আপনি তাহা শ্রবণ করুন ॥ ১৬ ॥ ইন্দ্র কহিয়াছেন যে, হে ভগবন্! আপনি

\* ধারজয় বিশিষ্ট ভূপ বিশেষ ত্রয়কা।

পৃথিবীর ভাবাতারণার্থে দেবগণ কর্তৃক প্রসাদিত হইয়া শতবর্ষেও অধিক হইল ভ্রমণে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ১৭ ॥ হে প্রভো! এক্ষণে দ্রুতগণ সকলে নিহত হইয়াছে এবং পৃথিবীরভারও অবতারিত হইয়াছে; অতএব আমরা প্রার্থনা করি যে, দেবগণ স্বর্গে পুনর্বার আপনার সহিত মিলিত হউন ॥ ১৮ ॥ হে জগন্নাথ! শতবর্ষেরও অধিক অতীত হইয়াছে; এক্ষণে যদি আপনার রুচি হয়, তবে স্বর্গে গমন করুন ॥ ১৯ ॥ হে ভগবন্! দেবগণ ইহা বিজ্ঞাপন করিলেন; এক্ষণেও যদি আপনার এখানে থাকিতে অভিলাষ হয়, তবে অবস্থান করুন। ভূত্যাগণের ইহা কর্তব্যকর্ম যে, যথাসময়ে প্রভুর নিকট কর্তব্য বিষয়ের উদ্বোধন করিয়া দেওয়া ॥ ২০ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে দ্রুত! তুমি যাচা কহিলে, আমি তাহা সকলি জানিতেছি, আমি নিজেই যাদবকুলের ক্ষয় আরম্ভ করিয়াছি ॥ ২১ ॥ যাদবগণের সংহার না হইলে, পৃথিবীর ভার অবতারিত হইবে না, এই কারণে আমি ত্বরা সহকারে সপ্তরাত্রে মধ্যেই ইহাদিগের সংহারে পৃথিবীর ভারবতাণ করিব ॥ ২২ ॥ আমি যেমন সমুদ্র হইতে দ্বারকাপুরীকে গ্রহণ করিয়াছি; সেই প্রকারে সমুদ্রকে পুনর্বার দ্বারকাভূমি অর্পণ করতঃ যাদবগণকে বিনাশ করিয়া স্বর্গধামে গমন করিব ॥ ২৩ ॥ বলভদ্রের সহিত মনুষ্য-দেহ পরিত্যাগপূর্বক, আমি স্বর্গে গমন করিয়াছি, দেবগণের সহিত ইন্দ্র প্রকারই মনে করুন ॥ ২৪ ॥ পৃথিবীর ভারহেতু জরাসন্ধাদি যে সকল বীর নিহত হইয়াছে, তাহাদিগের অপেক্ষা যত্নকুমারগণ কোন প্রকারেই ক্ষিতিভার স্বন্ধে হীন নহে ॥ ২৫ ॥ সেই জন্য আমি ক্ষিতির ভারহরণ-রূপ, এই সুমহাকার্য্য, সাধিত করিয়া, অনরলোকগণের পালনের জন্য স্বর্গে গমন করিব, তুমি দেবগণের নিকট এই কথা বলিবে ॥ ২৬ ॥

পরশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! বাসুদেব কর্তৃক এইরূপে উক্ত দেবদ্রুত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, দিব্যগতিতে দেবরাজের নিকটে উপস্থিত হইল ॥ ২৭ ॥ এদিকে ভগবান্ ও দিবারাত্রই দ্বারকাপুরীতে যত্নকুলের বিনাশহৃৎক, নানাপ্রকার দিব্য ভোম ও অন্তরীক্ষগত—উৎপাত অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥ সেই সকল উৎপাত অবলোকন করিয়া, ভগবান্ যাদব-গণকে কহিলেন যে, হে যাদবগণ! এইসকল বিনাশহৃৎক উৎপাত অবলোকন

কর, এক্ষণে আমরা সকলে, এই সকল উৎপাতের শাস্তি করিবার জন্য প্রভাসতীর্থে গমন করিব, আর বিলম্ব করিয়া কায নাই ॥ ২৯ ॥

পরশর কহিলেন,—কৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর, মহাভাগবত যাদব-শ্রেষ্ঠ উদ্ধব, হরিকে প্রণামপূর্বক বলিলেন যে ॥ ৩০ ॥ “হে ভগবন্! আপনি এক্ষণে যাহা করিবেন, তাহা আমার নিকটে আজ্ঞা করুন, আমি বিবেচনা করিতেছি যে, আপনি এই সকল কুলের সংহার করিবেন। হে অচ্যুত! এই কুলের নাশস্বচক নিমিত্ত-সকল আমি দৃষ্টি করিতেছি ॥ ৩১ ॥

ভগবান্ কহিলেন,—হে উদ্ধব! তুমি আমার প্রসাদলব্ধ দিব্যগতি-অবলম্বনপূর্বক, গন্ধমাদনপর্কতস্থ পুণ্যবদরীনাথক পুণ্যাশ্রমে গমন কর ॥ ৩২ ॥ সেই তীর্থ নরনারায়ণ স্থান এবং তাহারই স্থিতিতে মহীতল পবিত্রিত হইয়াছে। তুমি সেই তীর্থে গমন-সম্মনাঃ হইয়া তপস্যা করিও ; পরে আমারই প্রসাদে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে ॥ ৩৩ ॥

আমি এই কুলের উপসংহার করিয়া স্বর্গে গমন করিব। আমি স্বর্গে গমন করিলে পর, সমুদ্র মৎপরিত্যক্ত দ্বারকাপুরীকে প্রাবিত করিবে ॥ ৩৪ ॥

পরশর কহিলেন,—ভগবান্ এই কথা বলিলে পর, উদ্ধব তাঁহাকে প্রণামপূর্বক কেশব কর্তৃক অমুমোদিত হইয়া, নরনারায়ণ-স্থান বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর হে দ্বিজ! যাদবগণ কৃষ্ণ ও বলরামের সহিত, শীত্ৰগামী ব্রথসমূহে আরোহণপূর্বক প্রভাসতীর্থে গমন করিলেন ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর কুরুাক্ষকগণ (যাদবগণ) প্রভাসে উপস্থিত হইয়া, ঐযতহৃদয়ে স্নান করতঃ বাহুদেবের আজ্ঞানুসারে স্নরাপান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৭ ॥ সেই স্থানে তাঁহার স্নরাপানপূর্বক পরস্পর সজ্জর্বে এককলহ উত্থাপিত করিলেন ; ক্রমে ঐ কলহরূপী অতিবাদরূপ কাষ্ঠসংযোগে আরও প্রবল হইয়া উঠিল। ভাগ্যক্রমে ঐ কলহাগ্নিও যদুকুলের ক্ষয়ের কারণরূপে পরিণত হইল ॥ ৩৮ ॥ তখন অদৃষ্টপরতন্ত্র যাদবগণ, পরস্পর শত্রুদ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন ; অনন্তর অস্ত্রাদি নিঃশেষ হইলে পর, তাঁহার নিকটবর্তী এরকাগ্রহণপূর্বক পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ সেই অশাকণ যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাদিগের গৃহীত এরকা বজ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে

লাগিল। এবং তাঁহারও সেই এরকা দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে হনন করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥ হে দ্বিজ ! প্রহ্মায় শাখপ্রমুখ কৃষ্ণপুত্রগণ—কৃত-বর্ষা, সাত্যকি, অনিরুদ্ধাদি কুমারগণ,—পৃথু, বিপৃথু, চাক্রবর্তী ও অজুগাদি যাদবগণ—সকলেই পরস্পরকে সেই এরকাক্রপী বজ্রের দ্বারা হনন করিতে লাগিলেন ॥ ৪১। ৪২ ॥ হরি, যাদবগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পরস্পরই যুদ্ধবিষয়ে হরিকে আপনার আপনার প্রতিপক্ষের সহায় বিবেচনা করিয়া, পরস্পরকে হনন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥ তখন কৃষ্ণ কুপিত হইয়া তাঁহাদের বধের জন্য এরকা মুষ্টিগ্রহণ করিলেন, সেই এরকা মুষ্টিও লৌহময় মুষলে পরিণত হইল ॥ ৪৪ ॥ ভগবান্ সেই মুষ্টি দ্বারা আততায়ি-যাদবগণকে নিঃশেষরূপে হনন করিতে লাগিলেন। যাদবগণও সহসা আগমন করিয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥ হে দ্বিজসত্তম ! অনন্তর অবলোকনকারী দারুককে অবজ্ঞা করিয়া অশ্বগণ কৃষ্ণের সেই জৈত্রনামক রথকে সমুদ্রের মধ্যে ছুরণ করিল ॥ ৪৬ ॥ শম্ভু চক্র গদা শাঙ্গ তুণ্ডয ও অসি, ভগবান্কে প্রদক্ষিণ করিয়া আদিত্যপথ দ্বারা বৈকুণ্ঠে গমন করিল ॥ ৪৭ ॥

হে মহামুনে ! ঋণকালের মধ্যে মহাবাহু কৃষ্ণ ও দারুক ব্যতিরেকে আর সকল যাদবগণই বিনাশপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৮ ॥ অনন্তর দারুক ও কৃষ্ণ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, বলভদ্র বৃক্ষমূলে আসন-বন্ধে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং তাঁহার মুখ হইতে এক প্রকাণ্ড সর্প নিজ্রাস্ত হইতেছে ॥ ৪৯ ॥ বলভদ্রের মুখ হইতে সেই প্রকাণ্ড শরীর সর্প নিজ্রাস্ত হইয়া সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন সিদ্ধগণ ও উরগগণ তাঁহার স্তব করিতেছিল ॥ ৫০ ॥ অনন্তর সমুদ্র অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া সেই অনন্ত নাগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং উরগশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন ; অনন্তর পূজাদি সমাপ্ত হইলে, তিনি সেই জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৫১ ॥

কেশব বলদেবের নির্ঘ্যাণ অবলোকন করিয়া দারুককে কহিলেন,—  
তুমি গিয়া বসুদেব ও উগ্রসেনের নিকট এই সকল সম্বাদ বলিও, ॥ ৫২ ॥  
বলভদ্রের নির্ঘ্যাণ, সকল যাদবকুলের ক্ষয় ও আমি যোগে অবস্থানপূর্বক

দেহ পরিত্যাগ করিব, এই সকল কথা তাঁহাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলিও ॥ ৫৩ ॥ এবঞ্চ দ্বারকাবাসি-জনসমূহ ও আত্মকে বলিও, এই দ্বারকা নগরীকে সমুদ্র প্রাণিত করিবে,—এই জন্য আপনারা সকলে অৰ্জুনের আগমন প্রতীক্ষা করিবেন । কিন্তু অৰ্জুন দ্বারকা হইতে নিকৃষ্ট হইলে পর, আপনারা আর কেহই দ্বারকায় অবস্থান করিবেন না । সেই কুন্তীপুত্র অৰ্জুন যে দিকে যাইবেন, আপনারাও তাঁহার সহিত সেই দিকেই যাইবেন । এবঞ্চ হে দারুক ! তুমি অৰ্জুনের নিকট গিয়া আমার বাক্যানুসারে বলিবে যে, “আমার পরিবারবর্গকে তুমি নিজশক্তি অনুসারে পালন করিও ।” ইহাই আমার আদেশ । এই প্রকার অৰ্জুনের সহিত দ্বারকায় সকল জনগণকে লইয়া তুমি গমন করিবে এবং বজ্রকে যদুবংশের নরপতিতে অভিসিক্ত করিও ॥ ৫৪—৫৭ ॥

পরশর কহিলেন,—এতপ্রকারে উক্ত হইয়া দারুক, বারম্বার কৃষ্ণকে প্রণাম ও বহুবার প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার কথানুসারে গমন করিলেন ॥ ৫৮ ॥ ভগবান্ যে প্রকার আদেশ করিয়াছিলেন, মহাবুদ্ধি-দারুক তাহা সম্পাদন-পূর্বক অৰ্জুনকে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন এবং বজ্রকে নৃপতি করিলেন ॥ ৫৯ ॥

এদিকে ভগবান্ বাসুদেব, সৰ্বভূতেই সমাবস্থিত বাসুদেবাত্মক পরম-ব্রহ্মকে আত্মাতে সমারোপণপূর্বক ধারণা করিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ হ্রীংসা বাহা বলিয়াছিলেন ; ভগবান্ সেই দ্বিজবাক্য সম্মানিত করতঃ জাহ্নব উপর চরণ ন্যাসপূর্বক ভগবান্ সত্তম বাসুদেব, যোগাবলম্বন করিলেন ॥ ৬১ ॥ সেই সময় জরানামক ব্যাধ সেইখানে উপস্থিত হইল তাহার হস্তে যে মুখ্য বাণ ছিল, তাহার অগ্রভাগ সেই মুখ্যবশেষ লৌহ নির্মিত শল্যের দ্বারা রচিত ছিল ॥ ৬২ ॥ হে দ্বিজোত্তম ! দূরস্থিত শৌর্য ব্যাধ, ভগবানের সেই মৃগাকারে পরিদৃষ্টমান চরণ অবলোকন করিয়া মৃগবোধে তাহার তলে, সেই তোমরের দ্বারা বিদ্ধ করিল ॥ ৬৩ ॥ অনন্ত উক্ত ব্যাধ সেই স্থানে গমন করিয়া দেখিল যে, একজন চতুর্ভুজধারী ন সেইখানে অবস্থিতি করিতেছেন । তখন সে তাঁহাকে প্রণাম করি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, আপনি প্রসন্ন হউন ॥ ৬৪ ॥ আমি না জানি হরিণ বোধে এই কর্ম করিয়াছি, আমার পাণে আমাকে দগ্ধ করিবেন ; আমাকে ক্ষমা করিবেন ॥ ৬৫ ॥



শ্রীপরাশর কহিলেন,—অনন্তর ভগবান্ তাঁহাকে কহিলেন,—তোমার অমুখ্যাত্তও ভয় নাই। হে ব্যাধ! তুমি আমার প্রসাদে স্বর্গে দেবতাবাসে গমন কর ॥ ৬৬ ॥ ভগবানের এবশ্বিধ বাক্যান্তে তৎক্ষণাৎ বিমান আগমন করিল, ঐ ব্যাধও তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিল ॥ ৬৭ ॥ ব্যাধ স্বর্গে গমন করিলে পর, ভগবান্ অমল, অব্যয়, ব্রহ্মভূত, অচিন্ত্য ব্রহ্মভূত বাসুদেবময় স্বকীয় আত্মাতে, আত্মার যোগ করিয়া ত্রিবিদ্যাত্মক প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া, মাহুদেহ পরিত্যাগ করিলেন। বাসুদেবাত্মক, ভগবৎস্বরূপ, জন্ম ও জরারহিত, অবিনাশী অপ্রমেয় ও অখিল স্বরূপ ॥ ৬৮ ॥ ৬৯ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

## অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় ।

শ্রীপরাশর কহিলেন,—অর্জুনও, কৃষ্ণ ও রামের কলেবরবয় এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান যাদবগণের দেহ সকল অবেষণ করিয়া সংস্কার করাইলেন ॥ ১ ॥ কল্মশী-প্রমুখা কৃষ্ণের যে আট্টী মহিষী কথিত হইয়াছেন, তাঁহার। সকলেই হরির দেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন ॥ ২ ॥ হে সন্তম! রেবতীও রামের দেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক রামসম্পর্কজনিত আত্মাদে নীতলবৎ অনুভূত অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। এই সকল ব্যাপার শ্রবণ করিয়া উগ্রসেন রোহিণী দেবকী ও বহুদেব,—ইহারাও অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ অনন্তর অর্জুন, যথাবিধি প্রেতকার্য্য-সমাপনান্তে বজ্র ও অন্যান্য কৃষ্ণমহিষী প্রভৃতিতে লইয়া দ্বারকা হইতে নিকৃান্ত হইলেন ॥ ৫ ॥ দ্বারকা হইতে নিকৃান্ত হইয়া অর্জুন, সৎস্র কৃষ্ণপত্নী বজ্র এবং অন্যান্য জনকে সাবধানে রক্ষা করতঃ ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ হে মৈত্রেয়! কৃষ্ণের মর্ত্যলোক পরিত্যাগের পরেই সুধর্ম্মা সভা ও পারিজাত তরু স্বর্গে গমন করিল ॥ ৭ ॥ যেদিনে হরি পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, সেই দিনেই কালকায় কলিযুগ সর্ব্বল পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে ॥ ৮ ॥ অনন্তর সমুদ্র কৃষ্ণের গৃহ ছাড়িয়া আর সকল দ্বারকাপুরীকেই প্রাণিত করিল ॥ ৯ ॥ হে ব্রহ্মন্! সমুদ্র অনাব্যবধিও সেই হরিমন্দির অতিক্রম করেন নাই। কারণ

ভগবান কেশব, সেই মন্দিরে সর্বদা সন্নিহিত আছেন ॥ ১০ ॥ সেই গৃহ  
বিষ্ণুর ক্রীড়াস্থান, পরমপবিত্র ও সৰ্ব্বগাতক বিনাশন। ঐ স্থান দর্শন,  
করিলে মনুষ্য সৰ্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥ ১১ ॥

হে মুনিসত্তম! অনন্তর অৰ্জুন, ধনধান্য-সমরিত পঞ্চদশনামক দেশে  
সেই ষাটকাবাসি-জনগণকে বাস করাইলেন ॥ ১২ ॥ অনন্তর একমাত্র  
ধনুর্ধারী পার্থ, সেই সকল স্বামিহীন স্ত্রীগণকে লইয়া বাইতেছেন দেখিয়া  
দম্যদিগের বড়ই লোভ উপস্থিত হইল ॥ ১৩ ॥ তখন অত্যন্ত পাগাচারী-  
লোভোপহত্তচেতা ও অত্যন্তদুঃখদ আভীরদম্যগণ সকলে মিলিত হইয়া মন্ত্রণা  
করিতে লাগিল যে ॥ ১৪ ॥ “এই ধনুর্ধারী অৰ্জুন একাকীই আমা-  
দিগকে অতিক্রম করিয়া এই স্বামিবিহীন স্ত্রীগণকে লইয়া বাইতেছে;  
তোমাদের বলকে ধিক্ ॥ ১৫ ॥ এই অৰ্জুন, ভীষ্ম দ্রোণ জয়দ্রথ ও কর্ণাদিকে  
বিনাশ করিয়া বড়ই অহঙ্কৃত হইয়াছে। অহো! অৰ্জুন গ্রামবাসিদিগের  
পরাক্রম জানেন না! ॥ ১৬ ॥ হে হে! এস সকলে মহাদীর্ঘ যষ্টিসকল গ্রহণ  
কর। এই সুদুঃখিত অৰ্জুন তোমাদের সকলকে অবজ্ঞা করিতেছে; তোমাদের  
উন্নত বাহুতে কি প্রয়োজন?” ॥ ১৭ ॥

অনন্তর পরম্পরহারী-যষ্টিপ্রহরণ-সহস্র সহস্র দম্যগণ সেই নায়কহীন  
মহিলাগণের প্রতি ধাবিত হইল ॥ ১৮ ॥ তখন কোভেয় অৰ্জুন নিবৃত্ত হইয়া  
হাসিতে হাসিতে সেই আভীরদম্যগণকে বলিলেন,—অরে ধর্মজ্ঞান-  
রহিত দম্যগণ! তোরা যদি মরিতে ইচ্ছা না করিস্, তবে এক্ষণ হইতে নিবৃত্ত  
হ ॥ ১৯ ॥ হে মৈত্রেয়! তখন তাহারা অৰ্জুনের সেই বাক্যে অশ্রদ্ধাপূর্ণক  
ভগবানের পরিগৃহীত ধন ও স্ত্রীগণকে গ্রহণ করিল ॥ ২০ ॥ অনন্তর মহাবীৰ্য্য  
অৰ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে অক্লীর্ণ সেই দিব্যধনুঃ গাণ্ডীব জ্যারোপণ করিতে চেষ্টা  
করিলেন; কিন্তু আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ২১ ॥ অনন্তর তিনি অস্তি  
কণ্ঠে তাহাতে জ্যারোপণ করিলেন বটে, কিন্তু তাহা পুনর্বার শিথিল হইয়া  
পড়িল। অৰ্জুন তৎকালে চিন্তা করিয়াও অন্তঃসমূহের প্রয়োগমাত্র স্বরণ  
করিতে পারিলেন না ॥ ২২ ॥ তখন অৰ্জুন ক্রোধসহকারে শত্রুগণের প্রতি শর  
ক্ষেপ করিলেন; কিন্তু অৰ্জুনপ্রক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ শত্রুগণের ত্বক্‌মাত্রই  
ভেদ করিতে সমর্থ হইল, মর্ধ্যম্পর্শ করিতে পারিল না ॥ ২৩ ॥ মঙ্গলক্ষণকালে,

আভীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অর্জুন, বহিঃপ্রদত্ত যে সকল শস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, তাহারাও ক্ষয় প্রাপ্ত হইল ॥২৪॥ তখন অর্জুন চিন্তা করিতে লাগিলেন,—“আমি শস্ত্রসমূহের দ্বারা যে সকল রাজগণকে পরাজয় করিয়াছিলাম, তাহা কৃষ্ণের বলে ; ইহাতে সংশয় নাই” ॥ ২৫ ॥ অনন্তর পাণ্ডুপুত্রের সম্মুখেই সেই দম্ভাগণ উত্তম স্ত্রীগণকে আকর্ষণ করিতে লাগিল । কোন কোন স্ত্রীগণ নিজের ইচ্ছাতেই তাহাদের অঙ্গগমন করিল ॥ ২৬ ॥ হে মুন ! অনন্তর স্ত্রীশব্দে অর্জুন ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা তাহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাহারা সেই সকল প্রহারে আরও উপহাস করিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥ হে মুনিসত্ত ! অর্জুনের সম্মুখেই তেই সেই দম্ভাগণ, সম্মানিত যদুকুলের শ্রেষ্ঠস্ত্রীগণকে লইয়া প্রস্থান করিল ॥ ২৮ ॥ অনন্তর অর্জুন অতিশয় দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন,—হায় ! কি কষ্ট ! কি কষ্ট ! সেই ভগবান্ আমার বধনা করিলেন ! ॥ ২৯ ॥ অশ্রোজ্বলিত ব্রাহ্মণকে দান করিলে তাহা যে প্রকার নষ্ট হয়, সেইরূপ আমার সেই ধনুঃ; সেই অস্ত্র, সেই রথ, সেই অশ্বগণ, সকলই আজ সহসা নষ্ট হইল ! ॥ ৩০ ॥ অহো দৈব কি বলবান্ ! যেহেতু সেই মহাত্মা কৃষ্ণব্যতিরেকে, অদ্য সামর্থ্য-হীন নীচবর্গকেও জয় প্রদান করিল ॥ ৩১ ॥ আমার সেই বাহুদয়, সেই মুষ্টি ও সেই হান ; সকলই বর্তমান, আমিও সেই অর্জুন ; মুক্তিস্ত হায় ! সেই অদৃষ্ট ব্যতিরেকে আজ সকলই অসারতা প্রাপ্ত হইল ॥ ৩২ ॥ আমার অর্জুনত্ব ও ভীমের ভীমত্ব, সকলই বাহুদেবের প্রসাদাৎ ; নচেৎ সেই হরি বিহনে আভীরগণ কর্তৃক আমি কি প্রকারে পরাজিত হইলাম ?” ॥ ৩৩ ॥

এই প্রকার বলিতে বলিতে অর্জুন মথুরানামক পুরোত্তমে গমন করিয়া সেইখানে বাণবনশন বজ্রকে রাজ্য করিলেন ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর অর্জুন কোন কাননমধ্যে মহাভাগ ব্যাস মুনিকে দেখিয়া তাঁহার নিকট গমন করতঃ বিনয়ের সহিত অভিবাদন করিলেন ॥ ৩৫ ॥ মুন ব্যাস, চরণপতিত অর্জুনকে বিলোকনপূর্বক কহিলেন “ হে অর্জুন ! তুমি এ প্রকার অত্যন্ত ক্রীড়ন হইয়াছ কেন ? ॥ ৩৬ ॥ তুমি কি নিবিষ্ট অঙ্গাদির ধূলির অঙ্গগমন করিয়াছ ? অথবা ব্রহ্মহত্যা করিয়াছ ? কিংবা তোমার কোন মহতী আশার ভঙ্গ হইয়াছে ? যাহাতে তোমার কান্তি এত বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৩৭ ॥

প্রার্থনাকারী কোন বিবাহার্থী কি তোমাকর্তৃক নিরাকৃত হইয়াছেন ? অথবা তুমি অগম্য জীতে রক্তি করিয়াছ ? যেহেতু এক্ষণে তুমি এত ভ্রষ্টচ্ছাস হইয়াছ ॥ ৩৮ ॥ অথবা তুমি ব্রাহ্মণগণকে না দিয়া একাকী মিষ্টান্ন ভোজন করিয়াছ ? অথবা তুমি কুপণের বিস্ত ছরণ করিয়াছ ? ॥ ৩৯ ॥ হে অর্জুন ! তুমি কি শূর্ণ (কুলা) বায়ু সেবন করিয়াছ ? অথবা তোমার চক্ষু দূষিত হইয়াছে ? কিম্বা কেহ তোমাকে প্রহার করিয়াছে ? না হইলে তুমি এত শ্রীহীন হইলে কেন ? ॥ ৪০ ॥ তুমি কি নখজল দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াছ, অথবা ষটৌচ্ছলিত জলে স্নান করিয়াছ ? কিম্বা কোন হীনবল কর্তৃক পরাজিত হইয়াছ ? অন্যথা তোমার কান্তি এত মলিন হইয়াছে কেন ? ॥ ৪১ ॥

পরশর কহিলেন,—অনন্তর পার্থ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক “ভগবন্ আপনি শ্রবণ করুন” এই বলিয়া ব্যাসের নিকট যথাবৎ আপনার পরাভব বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪২ ॥

অর্জুন কহিলেন,—যিনি আমাদের বল,যিনি আমাদের তেজঃ,যিনি আমাদের বীৰ্য্য, যিনি আমাদের পরাক্রম এবং যিনি আমাদের কান্তি,—সেই হরি আমাদের পুরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন ॥ ৪৩ ॥ হে যুনে ! প্রাকৃত মিত্রের ন্যায় স্নিত-পূর্বাভিভাষী সেই হরি কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আমরা ত্বণের ন্যায় লঘু হইয়া পড়িয়াছি ॥ ৪৪ ॥ যিনি আমার শত্রু, শর ও গাণ্ডীবের সার্থকতার প্রতি কারণ, সেই পুরুষোত্তম চলিয়া গিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥ যাহার দৃষ্টিতে শ্রী, জয়, সম্পদ ও উন্নতি আমাদের পুরিত্যাগ করিত না, সেই গোবিন্দ ভগবান্ আমাদের পুরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥ ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণাদি ও দুর্যোধনাদি, যাহার প্রভাবে নির্দগ্ধ হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণ পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন ॥ ৪৭ ॥ হে ভাত ! সেই চক্রীর বিরহে কেবল আমিই হতশ্রীক হইয়াছি, তাহা নহে ; এ পৃথিবীও তাহার অভাবে নির্যৌবন হত-শ্রীক। কামিনীর স্তায় ভ্রষ্টচ্ছায়া হইয়াছে ॥ ৪৮ ॥ যাহার প্রভাবে ভীষ্মাদি বীরগণ, মৎস্বরূপ অশ্বিতে শলভের স্তায় দগ্ধ হইয়া গিয়াছেন, অদ্য সেই কৃষ্ণবিনা আমি গোপালগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছি ॥ ৪৯ ॥ যাহার অনুভাবে এই গাণ্ডীব ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছে, সেই কেশব ব্যতিরেকে অদ্য আতীরগণের যষ্টির নিকট ইহা পরাজিত হইয়াছে ॥ ৫০ ॥ হে মহাযুনে !

আমি রক্ষক হইয়া, ভগবানের যে সকল স্ত্রীসহস্রকে লইয়া আসিতে-  
ছিলাম, দম্ভাশ্রম অদ্য লণ্ডাঘূষের দ্বারা আমার যত্ন বিফল করিয়া  
সেই স্ত্রীগণকে হরণ করিয়াছে ॥ ৫১ ॥ হে ব্যাস ! অদ্য দম্ভাশ্রম যষ্টি-  
প্রহরণ দ্বারা আমার বল পরিত্যক্ত করিয়া, মৎকর্তৃক আনীয়মান কৃষ্ণ-পরিবার-  
বর্গকে হরণ করিয়াছে ॥ ৫২ ॥ হে পিতামহ ! আমার নিঃশ্রীকতা আশ্চর্যের  
বিষয় নহে ; আমি যে বাঁচিয়া আছি, ইহাই আশ্চর্য্য ! অবমান-পক্ষে আমার  
কলঙ্ক বোধ নাই ; হে পিতামহ ! আমি বড়ই নির্লজ্জ ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস কহিলেন,—হে পার্থ ! তোমার লজ্জা করিতে হইবে না, তোমার  
শোক করাও উচিত নহে ; সর্বভূতেই কালের এ প্রকার গতি, ইহা অবগত  
হও ॥ হে পাণ্ডব ! কালই মহুষ্যের মঙ্গল ও অমঙ্গলকারী । হে অর্জুন !  
এ সকলই কালমূল, ইহা বুঝিয়া স্থিরতা অবলম্বন কর ॥ ৫৫ ॥ নদী, সমুদ্র,  
পর্বত, পৃথিবী, দেব, মনুষ্য, পশু, বৃক্ষ ও সরীসৃপ ; যাহা কিছু আছে,  
তাহা কালেরই সৃষ্টপদার্থ এবং কালক্রমেই সংক্ষয় প্রাপ্ত হইবে । হে অর্জুন !  
সকলই কালান্বিত, ইহা জানিয়া শান্তিলাভ কর ॥ ৫৬ । ৫৭ ॥ হে ধনঞ্জয় !  
তুমি কৃষ্ণমাহাত্ম্য যে প্রকারে বর্ণনা করিলে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য । সেই কৃষ্ণ,  
পৃথিবীর ভাবাতারণ কার্যের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৫৮ ॥  
পূর্বে ভায়াক্রান্তা ধরা দেবগণের সভায় গমন করিয়াছিলেন । কালরূপা  
জনর্দ্দন সেই ভায়াবতারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৫৯ ॥ সেই  
কার্য নিষ্পাদিত হইয়াছে, অশেষ নৃপতি হত হইয়াছে ; হে পার্থ ! বৃক্ষ ও  
অন্ধককুল সকলই তৎকর্তৃক উপসংস্কৃত হইয়াছে ॥ ৬০ ॥ প্রভৃ বাহুদেবের  
এই ভূতলে আর কোন কার্য্যই অবশিষ্ট নাই, এই জন্যই কৃত-কৃত্য ভগবান্  
যথেষ্টাশ্রয় স্বর্গে গমন করিয়াছেন ॥ ৬১ ॥ এই দেবদেব ভগবান্ সৃষ্টিকালে  
সৃষ্টি, স্থিতিকালে স্থিতি ও বিনাশকালে বিনাশ করিয়া থাকেন এবং  
এই সকল কার্য্যে তিনিই সমর্থ । এক্ষণে যাহা কর্তব্য, তিনি তাহা করি-  
য়াছেন ॥ ৬২ ॥ অতএব হে পার্থ ! পরাক্রম্য নিবন্ধন তোমার সন্তাপ করিবার  
প্রয়োজন নাই । ভবকালেই পুরুষগণের অনেক পরাক্রম হইয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥  
তুমি যে একাকী-ভীষ্ম, দ্রোণ ও কীর্ণাদি-নৃপগণকে হীন করিয়াছ, তাহা কি  
ঐহাঙ্কের কাঙ্ক্ষিত হীনের নিকট পরিভব নহে ? ॥ ৬৪ ॥ বিষ্ণু সেই

প্রকার অমৃত্যব-বলে যেমন ভীষ্মাদির পরাভব হইয়াছিল, অন্তকালে সেই বিষ্ণুরই অমৃত্যব-বলে দম্ভ্যহন্ত হইতে তোমার পরাভবের উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ৬৫ ॥ সেই দেবই অন্য শরীরে প্রবেশ করিয়া জগত্তের স্থিতি করেন, আবার অন্তকালে সেই জগৎপতি সর্বভূতেরই বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ৬৬ ॥ হে কোন্তেয় ! তোমাদের ভবকালে (সৌভাগ্যোদয় সময়ে) জনার্দন সবার হইয়াছিলেন, আবার তোমাদের অন্তকালে (সৌভাগ্যের অবসান সময়ে) বিপাকগণের প্রতি কেশবের কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছে ॥ ৬৭ ॥ তুমি যে গান্ধেয়ের সহিত সর্ব-কৌরবগণকে পরাজয় করিয়াছ, ইহাতে কেই বা প্রদ্ধাবান হইবে ? সেইরূপ আভীর হইতে, তোমার পরাজয় বাক্যেই বা কে বিশ্বাস করিবে ? ॥ ৬৮ ॥ হে পার্থ ! তুমি যে কৌরবগণকে হনন করিয়াছ এবং তোমাকেই আভীরগণ জয় করিয়াছে, ইহা সকলই সর্বভূতময় হরির লীলা-বিচেষ্টিত মাত্র ॥ ৬৯ ॥ দম্ভ্যগণ, জ্ঞীগণকে হরণ করিয়াছে বলিয়া যে তুমি তাহাদিগের প্রতি শোক করিতেছ, হে অর্জুন ! আমি ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত বলিতেছি, তুমি প্রবণপূর্বক বৃথা-শোক হইতে বিরত হও ॥ ৭০ ॥

হে পার্থ ! পূর্বকালে অষ্টাবক্র-নামক ঋষি, সনাতন-ব্রহ্ম-চিন্তা অবলম্বন-পূর্বক অনেক বর্ষ ব্যাপিয়া জলবাস-নিরত ছিলেন ॥ ৭১ ॥ এই কালে দেবগণ অনেক অমুরগণকে জয় করেন, সেই কারণে হুমেরুপর্বতে সেইসময় এক মহোৎসব হয় । হে অর্জুন ! সেই মহোৎসবে গমন করিতে করিতে রজ্জা তিলোত্তমা প্রভৃতি শত সহস্র বরাদ্দনা, পথিমধ্যে সেই ঋষিকে দর্শন করিয়া, তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন ও প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৭২ ॥ ৭৩ ॥ অনন্তর বিনয়ান্বিত অঙ্গরোগণ, স্তোত্র-তৎপর হইয়া সেই সলিলে আকণ্ঠ মগ্ন জটাতারধারী মুনিকে প্রণাম করিলেন ॥ ৭৪ ॥ হে কৌরব-প্রধান ! সেই ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ অষ্টাবক্র মুনি যে যে প্রকারে প্রসন্ন হইতে পারেন, সেই সেই প্রকারে জীগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৭৫ ॥

অষ্টাবক্র কহিলেন,—হে মহাত্মা জীগণ ! আমি তোমাদের উপর প্রসন্ন হইয়াছি, তোমাদের অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর । ঐ বর অতি দ্রুত হই-  
লেও আমি তাহা প্রদান করিব ॥ ৭৬ ॥ রজ্জা তিলোত্তমা প্রভৃতি বেদ-প্রসিদ্ধ

অঙ্গরোগণ বলিলেন,—“হে বিজ্ঞ ! আপনি প্রসন্ন হইলে পর আর আমাদের অগ্রাশু, কি রহিল ?” ৭৭ ॥ অন্যান্য অঙ্গরোগণ প্রার্থনা করিলেন,—“হে বিপ্রেক্ষ ! আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমরা এই বর প্রার্থনা করি,—যেন পুরুষোত্তমকে আমরা পতিরূপে লাভ করিতে পারি” ৭৮ ॥

বাস কহিলেন,—“এই প্রকারই হইবে,” ইহা বলিয়া মুনি জল হইতে উত্তীর্ণ হইলেন । তখন অঙ্গরোগণ, আটভাগে বক্তৃতা সেই বিরূপ মুনিকে ভীল করিয়া দেখিতে পাইলেন ॥ ৭৯ ॥ তাঁহাকে দেখিয়া লুকাইতে গিয়াও যাহাদের হাস্য-প্রকাশ প্রাপ্ত হইল, হে কুরুনন্দন ! মুনি কোপ-সহকারে তাঁহাদের প্রতি শাপ প্রদান করিলেন যে, যেমন আমাকে বিরূপ-শরীর দেখিয়া তোমরা আমার প্রতি হাস্যরূপ অবমাননা প্রকাশ করিলে, সেই কারণে আমি তোমাদিগকে শাপ দিতেছি যে “আমার প্রসাদে পুরুষোত্তমকে স্বামিরূপে প্রাপ্ত হইয়াও পুনর্বার আমার শাপপ্রভাবে তোমরা দম্ব্য হস্তে গমন করিবে ॥ ৮০—৮২ ॥ বাস কহিলেন, এই কথা শ্রবণপূর্বক, অঙ্গরোগণ পুনর্বার তাঁহাকে নানাপ্রকারে প্রসাদিত করিলে পর, তিনি বলিলেন, তাহার পরে পুনর্বার স্বর্গে যাইতে পারিবে ॥ ৮৩ ॥ সেই অষ্টাবক্তৃ মুনির এবশ্বকার শাপপ্রভাবে, সেই বরাহনাগণ কেশবকে স্বামিস্বরূপে পাইয়াও পুনর্বার দম্ব্যহস্তে গমন করিয়াছেন ॥ ৮৪ ॥

হে পাণ্ডব ! সেই কারণে এই বিষয়ে তুমি অজ্ঞ ও শোক করিও না ; সেই অধিলনাথ স্বয়ংই এই কুলের উপসংহার করিয়াছেন ॥ ৮৫ ॥ তোমাদেরও আসন্নপ্রায় উপসংহার করিবার নিমিত্ত তিনিই তোমাদের বল, তেজঃ, বীৰ্য্য ও মাহাত্ম্যের উপসংহার করিয়াছেন ॥ ৮৬ ॥ জ্ঞাত ব্যক্তির মৃত্যু অবশ্যজ্ঞাবী, উন্নতির পতন নিয়ত, সংযোগমাত্রেরই বিয়োগ কল এবং সঞ্চয়ানন্তর ক্ষয়ও অবশ্য হইয়া থাকে ॥ ৮৭ ॥ পণ্ডিতগণ এই সকল বিষয় ভাল করিয়া বুঝিয়া শোক বা হর্ষ লাভ করেন না । সেই পণ্ডিতগণের ব্যবহার শিক্ষা করিয়া ইতরগণও কালে হর্ষ ও শোক পরিত্যাগ করিতে পারেন ॥ ৮৮ ॥ হে নরশ্রেষ্ঠ ! তুমিও এই সকল বুঝিয়া দ্রাহুগণের সহিত রাজ্যাদি পরিত্যাগ-পূর্বক তপস্যা করিবার জন্য বনে গমন করিতে চেষ্টা কর ॥ ৮৯ ॥ অতএব এক্ষণে গমন কর এবং ধর্ম্মরাজ বৃথিত্তিরকে আমার এই

বাক্য নিবেদনপূর্বক পরম্বঃ বাহাতে ভ্রাতৃগণের সহিত বনে বাইতে পার,  
তাহা সম্পাদন করিও ॥ ১০ ॥

পরাম্বয় কহিলেন,—ব্যাস কর্তৃক এই প্রকারে উক্ত হইয়া অর্জুন ভ্রাতৃ-  
চতুষ্টয়ের সহিত মিলনান্তে তাঁহাদিগকে, যাহা দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়া-  
ছিলেন, সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন ॥ ১১ ॥ অনন্তর তাঁহারা অর্জুন-  
মুখ হইতে ব্যাসোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, পরিশ্রিতকৈ রাজ্যে অভিষেক  
করতঃ সকলেই বনে গমন করিলেন ॥ ১২ ॥ হে মৈত্রেয়! যদ্বৎশে জন্ম-  
গ্রহণপূর্বক বাসুদেব যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমার নিকট  
সবিস্তর কহিলাম ॥ ১৩ ॥

অষ্টাভিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।



পঞ্চম অংশ সমাপ্ত ।





# বিষ্ণু পুরাণ ।

## ষষ্ঠ অংশ ।

### প্রথম অধ্যায় ।

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে মহামুনে ! সৃষ্টি, বংশ ও মন্বন্তরের স্থিতি এবং বংশানুচরিত আপনি বিস্তার-পূর্বক কীর্তন করিলেন ॥ ১ ॥ এক্ষণে প্রলয় কালে যে প্রকারে ভূতগণের উপসংহার হয়, তাহা এবং মহাপ্রলয়ের স্বরূপ আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ২ ॥

পরশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয় ! কলান্তকালে এবং প্রাকৃত প্রলয়ে যেরূপে ভূতগণের উপসংহার হয়, তাহা এবং প্রলয়ের স্বরূপ শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! মনুষ্যাগণের এক মাসে পিতৃগণের এক দিব্যরাত্রি হয় এবং মমুগণের এক বৎসরে দেবগণের এক দিব্যরাত্রি হয় এবং চতুর্বিধযুগের আটহাজার যুগে ব্রহ্মার এক দিব্যরাত্রি হয় ॥ ৪ ॥ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি প্রকার যুগ, দেবগণের বারহাজার বৎসরে মনুষ্যাগণের এই চারি যুগ পর্য্যবসিত হয় ॥ ৫ ॥ হে মৈত্রেয় ! সৃষ্টির প্রথম-প্রবৃত্ত সত্যযুগ ও সকলের শেষ কলিযুগ ব্যতীত অনন্ত-যুগসমূহের এক প্রকারই স্বরূপ ॥ ৬ ॥ যেহেতুক প্রথম সত্যযুগে ব্রহ্মা ভূতসমূহের সৃষ্টি করেন এবং অন্তিম কলিযুগে সমস্ত সৃষ্টি উপসংহার করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ভগবন্ ! কলিকালের স্বরূপ আপনি বিস্তার-পূর্বক কীর্তন করুন, যে কলিকালে চতুষ্পাদ ধর্ম বিলুপ্ত প্রায় হইবে ॥ ৮ ॥

পরশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়, কলিকালের স্বরূপ যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা সম্যক রূপে শ্রবণ কর ॥ ৯ ॥ কলিকালে মনুষ্যাগণের বর্ণ ও আশ্রমের আচারানুরূপ প্রবৃত্তি সকল বিলুপ্ত হইবে এবং ঐ সকল

প্রভৃতির দ্বারা সাম, ঋক্ বা যজুর্বেদ বিহিত ক্রিয়াসমূহ নিষ্পাদিত হইবে না ॥ ১০ ॥ কলিকালে ধর্ম্মানুরূপ বিবাহ থাকিবে না এবং গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইবে, স্বামী ও স্ত্রীর ব্যবহার বিভিন্নরূপে পরিণত হইবে এবং ছোমাদি ক্রিয়া ও দেবতাপূজা লোপ পাইবে ॥ ১১ ॥ কলিকালে যে-সে কুলে উৎপন্ন হইয়াও বলবান্ ব্যক্তি সকলের ঐভু এবং সকল বর্ণ হইতেই কন্যা বিবাহ করিবার উপযুক্ত পাত্র হইবে ॥ ১২ ॥ দ্বিজাতিগণ নিন্দিত-উপাস্য-ষ্ঠান দ্বারাও আপনাদিগকে দীক্ষিত বলিয়া পরিচিত করিবে এবং পাপান্নাগণ কেবল লোকসমূহকে সজ্জষ্ট রাখিবার জন্য যেমন তেমন ভাবে শ্রাদ্ধ-শিত্তের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ১৩ ॥ হে মৈত্রেয়! কলিকালে যাহার যাহা মুখে আসিবে, সে তাহাই শাস্ত্র বলিয়া প্রকাশ করিবে এবং আপন আপন অভিপ্রায়ানুসারে সকলে সকল দেবতারই উপাসনা করিবে এবং সকলেই সকল আশ্রমে অকুণ্ঠ ভাবে প্রবেশ করিবে ॥ ১৪ ॥ উপবাস, ক্রেশ-সাধ্য ব্রত ও বিস্তোমসর্গ প্রভৃতি ধর্ম্মের, যাহার যেরূপ অভিরুচি, সে সেই প্রকারেই অনুষ্ঠান করিবে ॥ ১৫ ॥ কলিকালে মনুষ্যাগণ অতি অল্পমাত্র ধনের অধিকারী হইয়াই অত্যন্ত গর্ব্ব প্রকাশ করিবে এবং স্ত্রীগণ কেবল কেশের দ্বারা আপনাদিগকে সুলক্ষ্য মনে করিবে ॥ ১৬ ॥ সেই সময়ে স্ত্রীগণ সূর্য মণি, রত্ন ও বস্ত্রাদি হইতে বঞ্চিত হইয়াও কেবল কেশের পারিপাট্য দ্বারা আপনাদিগকে ভূষিত করিবে ॥ ১৭ ॥ এবং ধনহীন-পতিকে পরি-ত্যাগ করিবে ॥ কলিকালে যে ব্যক্তি ধনবান, সেই স্ত্রীগণের ভর্ত্তা হইবে ॥ ১৮ ॥ মনুষ্য মধ্যে যে যাহাকে বহুল পরিমাণে অর্থ প্রদান করিবে, সেই ব্যক্তিই তাহার ঐভু হইবে, প্রভূতা বিষয়ে সংকুলোৎপন্ন শিষ্টসমূহের কোন সমাদর থাকিবে না ॥ ১৯ ॥ মনুষ্যাগণ ধর্ম্মের জন্য ব্যয় না করিয়া কেবল গৃহাদি নির্মাণেই অর্থসমূহের ক্ষয় করিবে এবং মনুষ্যের বুদ্ধি পরকালের চিন্তা না করিয়া, কেবল অর্থ উপার্জনের চিন্তাতেই নিরন্তর নিমগ্ন থাকিবে এবং মনুষ্যেরা অর্থের দ্বারা অতিথি প্রভৃতির কোন উপকার না করিয়াই, কেবল আপনার ভোগের জন্য সমস্ত অর্থ অপব্যয় করিবে ॥ ২০ ॥ কলি-কালে স্ত্রীগণ নানাবিধ সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইবে এবং পুরুষগণ অন্যায় দ্বারা অর্থ উপার্জন করিতে অভিলাষী হইবে ॥ ২১ ॥

মনুষ্যগণ হৃদয়গণের প্রার্থনায়ও নিজের অধুনা স্বার্থ পরিত্যাগ করিবে না ॥ ২২ ॥ ব্রাহ্মণের সহিত আমাদিগের কোন বিশেষই নাই, শূত্রেরা ইহাই ভাবিবে এবং গাভিগণ, দুগ্ধ দেয় বলিয়াই আমাদের প্রতিপাল্য ; সকলে এইরূপ ভাবিবে ॥ ২৩ ॥ প্রজাসমূহ অনাবৃষ্টি নিবন্ধন ক্ষুধায় কাতর হইয়া এক দৃষ্টিতে আকাশ নিরীক্ষণ করিবে ॥ ২৪ ॥ সেই সময়ে মনুষ্যগণ অনাবৃষ্টিতে হতবিশিত হইয়া কন্দ, পর্ণ, ফল প্রভৃতি আহার করিয়া তাপসের ন্যায় ক্লেশ সহ্য করিবে ॥ ২৫ ॥ সেই সময়ে মানবগণ ধনহীন এবং সুখ ও হর্ষ-রহিত হইয়া নিরন্তর কেবল হৃদয়াক্রমিত হৃৎকম্প ভোগ করিবে ॥ ২৬ ॥ কলিকালে মানবগণ স্নান না করিয়া ভোজন করিবে এবং অগ্নি, দেবতা ও অতিথির পূজা করিবে না এবং ভুলিয়াও তর্পণাদি দ্বারা পিতৃগণকে পরিতুষ্ট করিতে যত্ন করিবে না ॥ ২৭ ॥ সকলেই নিতান্ত লোভী হইবে, দেহ সকল ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিবে, জীর্ণ বহু ভোজনশীল হইবে এবং প্রত্যেকেরই প্রায় বহুতর সন্ততি হইবে ও সকলেই ভাগ্য-হীন হইবে ॥ ২৮ ॥ জীর্ণ উত্তর হস্তের দ্বারা মস্তক কণ্ঠ্যন করিতে করিতে অনায়াসে স্বামীরা আস্ত্রা অবহেলন করিবে ॥ ২৯ ॥ এবং ক্ষুদ্রাশয় হইয়া কেবল নিজের দেহ পোষণে ব্যস্ত থাকিবে, শরীরাদির বিশেষ সংস্কার করিবে না এবং নিরন্তর কঠোর ও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিবে ॥ ৩০ ॥ কুলজীর্ণ হুশীলা হইবে এবং অসদৃশ পুরুষসমূহে স্পৃহাবতী হইয়া নিরন্তর অসদাচারে রত থাকিবে ॥ ৩১ ॥ আচার হীন অথচ ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ-পূর্বক ব্রাহ্মণ-তনয়গণ বেদ অধ্যয়ন করিবে এবং গৃহস্থগণ হোমাদি করিবে না ও উচিত দানসমূহও প্রদান করিবে না ॥ ৩২ ॥ বনবাসি-ভিক্ষুকগণ গ্রাম্য আহার ও পরিগ্রহে রত হইয়া মিত্রাদির সহিত স্নেহ-স্বত্রে আবদ্ধ হইবে ॥ ৩৩ ॥ কলিযুগে রাজগণ প্রজাপালন করিবে না, অথচ বলপূর্বক প্রজার বিত্ত হরণ করিবে ॥ ৩৪ ॥ যাহার যাহার অশ্ব, রথ হস্তী থাকিবে সেই সেই ব্যক্তিই রাজা হইবে এবং যে যে ব্যক্তি হীনবল হইবে তাহার দাসত্ব ভার বহন করিবে ॥ ৩৫ ॥ বৈশ্যগণ কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি দ্বীর্ণ কর্তব্য কর্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রবৃত্তি, শিল্প কর্ম প্রভৃতির দ্বারা জীবন যাত্রা নির্বাহ করিবে ॥ ৩৬ ॥ এবং অধম শূদ্রজাতি তাপসের

বেশ ধারণপূৰ্ণক ভিক্ষা-ব্রতে ব্রতী হইবে। দ্বিজাতিগণ সংস্কার-বর্জিত হইয়া, পাষণ্ড-সংশ্রিত বৃত্তিসমূহকে অবলম্বন করিবে ॥ ৩৭ ॥ লোক-সমূহ ছুৰ্ভিক্ষ, রাজকর এবং ব্যধিদ্বারা নিতান্ত পীড়িত হইয়া গবেধুক, বাদয় প্রভৃতি দেশসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তাহার পর বৈদিক ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত হইয়া লোকসমূহ পাষণ্ডপ্রায় হইলে ক্রমশঃ অধ-শ্রের বৃদ্ধি নিবন্ধন জীবগণের পরমায়ু অল্প হইয়া আসিবে ॥ ৩৯ ॥ সেই সময়ে তাপিত মনুষ্যগণ অশান্ত-বিহিত তপস্যা করিবে, তাহাতে ও অধার্মিক রাজার দোষে লোক-মধ্যে অকাল মৃত্যু আরম্ভ হইবে ॥ ৪০ ॥ কলিকালে অষ্টম, নবম এবং দশম বর্ষ-বয়স্ক পুরুষ-সহবাসেই, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম-বর্ষীয় বালিকারাই সন্তান প্রসব করিবে ॥ ৪১ ॥ সেই সময়ে দ্বাদশবর্ষ বয়সেই মনুষ্যগণ বৃদ্ধ হইয়া পড়িবে এবং বিংশতি বৎসরের অধিক কেহই জীবিত থাকিবে না ॥ ৪২ ॥ কলিকালে লোকসমূহের প্রজাতি অতি অল্প হইবে, তাহাদের ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি অতিশয় কুৎসিত ও অন্তঃকরণ অতি অপবিত্র হইবে এবং তাহারা অতি অল্পকালেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪৩ ॥

হে মৈত্রেয়! যে সময়ে, পাষণ্ড ব্যক্তিগণের অত্যন্ত বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইবে, সেই সময়ে বিচক্ষণ জনগণ কলির অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাই অনুমান করিবেন ॥ ৪৪ ॥ হে মৈত্রেয়! যখন বেদ-মার্গানুসারীসংপুরুষগণের হানি পরিলক্ষিত হইবে ও ধার্মিকগণের কৰ্ম্মারম্ভ সমুদয় অবসন্ন হইয়া আসিবে, সেই সময়ে পণ্ডিতগণ কলির প্রাধান্য অনুমান করিবেন ॥ ৪৫ ॥ যে সময়ে পুরুষগণ সবস্তু যজ্ঞের অধীশ্বর পুরুষোত্তম ভগবান নারায়ণকে আর যজ্ঞের দ্বারা পূজা করিবে না, সেই কলি অত্যন্ত বলবান হইয়াছে ইহাই জানিবে ॥ ৪৬ ॥ যে সময়ে মনুষ্যগণের বেদ-বাক্যে প্রীতি থাকিবে না এবং পাষণ্ডগণের উপদেশে বিশ্বাস হইবে, সেই সময়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ কলির বৃদ্ধি অনুমান করিবেন ॥ ৪৭ ॥ হে মৈত্রেয়! কলিকালে মনুষ্যগণ পাষণ্ডগণের উপদেশে মোহিত হইয়া সকলের শ্রুতি ভগৎপতি পরমেশ্বর বিষ্ণুকে অর্চনা করিবে না ॥ ৪৮ ॥ পাষণ্ডের উপদেশে মুগ্ধ হইয়া মনুষ্যগণ, বেদের দ্বারা কি হইবে, ব্রাহ্মণগণের কি ক্ষমতা আছে, দেবগণ কি করিতে পারেন, জলাদি দ্বারা শৌচ করিলে কি হয় ইত্যাদি নানা প্রকার প্রশ্ন বা কথা বলিবে ॥ ৪৯ ॥ হে দ্বিষ! কলিকালে সেয-

## দ্বিতীয় অধ্যায় ।

৫

সমূহে অতি অল্পমাত্র জল থাকিবে, কাজেই তাহা হইতে অতি অল্প পরিমাণেই বুটি হইবে, শস্যসমূহ অতি অল্প ফল প্রসব করিবে এবং কলসমূহে অতি অল্প পরিমাণেই সার থাকিবে না ॥ ৫০ ॥ কলিকালে সমস্ত বস্ত্রই প্রায় শণের সূত্র দ্বারা নির্মিত হইবে, সকল বৃক্ষই প্রায় শমীরূপের তুল্য হইবে এবং সমস্ত বর্ণই শূদ্র প্রায় হইয়া আসিবে ॥ ৫১ ॥ ধান্যসমূহ ক্রমশঃ ছোট হইয়া আসিবে, গো-সকল ছাগী পরিমাণে দুগ্ধ দিবে এবং উষীর (খসুখসু)ই মনুষ্য-গণের অনুলেপন হইবে ॥ ৫২ ॥ কলিকালে শ্বশুর ও শাওড়ীই মনুষ্যগণের প্রধান গুরু হইবে এবং শ্রালক ও বাহাদের স্ত্রী অতিশয় সুলভী তাহারাই বঙ্গ হইবে ॥ ৫৩ ॥ মনুষ্যগণ শ্বশুরের অনুগত হইয়া, কাহার মাতা, কাহার পিতা, সকলেই আপন কর্ম্মানুসারে সৃষ্ট হইয়াছে, এই কথাই বলিবে ॥ ৫৪ ॥ জ্ঞানবুদ্ধি মনুষ্যগণ বাক্য, মন এবং কায়িক দোষসমূহ দ্বারা অভিভূত হইয়া পুনঃ পুনঃ পাপেরই অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৫৫ ॥ সত্যহীন, অন্তি এবং শ্রীভ্রষ্ট মনুষ্যগণের যাহা যাহা দুঃখের, সে সমস্ত কলিকালে হইবে ॥ ৫৬ ॥ স্বাধ্যায় ও বযটকাররহিত এবং স্বপ্না ও স্বাহাবিবর্জিত সেই সময়ে লোকসমূহ কীকটাদি কোন স্থানে নিবাস করিবে ॥ ৫৭ ॥ কলির এই সমস্ত মহৎ দোষ থাকিলেও একটী পরম গুণ এই যে, সত্যকালে কঠোর তপস্যা দ্বারা যে পুণ্য অর্জিত হয়, কলিতে অতি অল্প পরিশ্রম করিলেই মনুষ্য তাহা অর্জন করিতে পারে ॥ ৫৮ ॥

প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## দ্বিতীয় অধ্যায় ।

পরামর্শ কহিলেন,—হে মৈত্রেয় ! মহামতি ব্যাসদেব এই বিষয়ে যে সমস্ত তত্ত্ব কহিয়াছেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন ॥ ১ ॥ কোন সময়ে মুনি-গণের পরম্পর, কোন কালে ধর্ম্ম স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইয়াও মহৎ ফল প্রদান করে ; এই বিষয় লইয়া তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল । হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! মৈত্রেয় ! তাঁহারা সকলেই সংশয়িত হইয়া সন্দেহ ভঞ্জনর নিমিত্ত মহামুনি ব্যাসদেবের নিকট গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ সেই মুনিগণ তথায় উপস্থিত

হইয়া দেখিলেন যে, মুনিবর মহামতি ব্যাসদেব অর্দ্ধস্নাত-অবস্থায় পবিত্র জাহ্নবী-স্নানিলে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৪ ॥ স্ততরাং মহর্ষিগণ তাঁহার স্নান সমাপ্তি পধ্যস্ত জাহ্নবীতীরস্থ বৃক্ষসমূহের মূলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥ পরে আমার পুত্র ব্যাসদেব স্নানান্তর জাহ্নবীজল হইতে উত্থান করিয়া মুনিগণকে স্তনাইয়া, কলিকালই সাধু, কলিকালই সাধু, এই বাক্য বলিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ পুনরায় নদীজলে অবগাহনান্তর উত্থান করিয়া হে শূদ্র ! তুমিই সাধু এবং তুমিই ধন্য, এই বাক্য বলিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥ পরে আবার ব্যাসদেব স্নান করিয়া উত্থানপূর্বক হে স্ত্রীগণ ! তোমরাই সাধু, তোমরাই ধন্য, তোমাদের অধিক ধন্যতর এজগতে আর কে আছে ? এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥ তৎপরে যথাবিধি স্নানপূর্বক নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া, ব্যাসদেব আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, সেই মুনিগণ তাঁহার নিকট আগমন করিলেন ॥ ৯ ॥ যথাবিধি অভিষাদনের অন্তর মুনিগণ আসন পরিগ্রহ করিলে সত্যবতীস্বত্ব ব্যাস তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষিগণ আপনারা কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন ? ॥ ১০ ॥ মুনিগণ বলিলেন, হে মহাভাগ ! আমাদের কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই নির্ণয়ের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি। কিন্তু তাহা এখন থাকুক, আপনি অত্র বিষয় আমাদের বলুন ॥ ১১ ॥ আপনি স্নান করিতে করিতে বারম্বার বলিলেন যে, কলিই সাধু, শূদ্রও সাধু, এবং স্ত্রীগণও সাধু এবং অতি ধন্য ॥ ১২ ॥ হে মহামুনে ! যদি এবিষয়ের তত্ত্ব আমাদের নিকট প্রকাশ করিতে কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে অমুগ্রহ-পূর্বক কৌতুহল করুন ; কারণ এই বিষয় শুনিতে আমাদের সকলেরই অন্তিলাষ হইয়াছে, পরে আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় আপনাকে জিজ্ঞালা করিব ॥ ১২ ॥ মহর্ষি বেদব্যাস মুনিগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, সৈবং হাস্য করিয়া কহিলেন, হে মুনিপ্রবরগণ, আমার মুখ হইতে যে কলি সাধু, শূদ্র সাধু ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন, তাহার তত্ত্ব আমি আপনাদিগকে কহিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ১৪ ॥ সত্যযুগে দশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া, ত্রেতাযুগে এক বৎসর পরিশ্রম করিয়া এবং দ্বাপর যুগে একমাসকাল পরিশ্রম করিয়া তপস্যা বা ব্রহ্মচর্য্য অথবা জপাদির যে ফল হইয়া থাকে ; হে দ্বিজগণ ! কলিকালে মনুষ্য এক দ্বিবারাত্রের পরিশ্রমেই সেই ফল লাভ করিয়া থাকে ; এই নিমিত্তই কলিকে

সাধু বলিয়া কীর্তন করিয়াছি ॥ ১৫।১৬ ॥ সত্যযুগে বহু ক্রেশ সাধ্য ধ্যান যোগ করিয়া ও ত্রেতাযুগে নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া এবং দ্বাপর যুগে বহুতর অর্চনাদিদ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে কেবল হরিনাম সংকীর্তন করিয়াই মনুষ্য সেই ফল লাভ করিতে পারে ॥ ১৭ ॥ কলিযুগে মনুষ্য অতি অল্পমাত্র আয়াস স্বীকার করিয়াই বহুতর ধর্ম অর্জন করিতে পারে, হে ধর্মজ্ঞ মহাবিশ্বগণ! আমি এই নিমিত্তই অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া কলিকে সাধু কীর্তন করিয়াছি ॥ ১৮ ॥ দ্বিজাতিগণ রীতিমত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নের অধিকারী হইয়া থাকেন, তার পর রীতিমত বেদাধ্যয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় ধর্ম পল্লিপালনের জন্য যথাবিধি বহুবিধ যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিতে হয় ॥ ১৯ ॥ এবং তাঁহারা অসংখ্য হইয়া যদি বুধা কথা কিসা বুধা ভোজ্য অথবা বুধা যজ্ঞাদিতে কালক্ষেপ করেন, তাহা হইলেই স্বধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকেন ॥ ২০ ॥ যে কোন কর্তব্য কর্মের কোন অংশে ত্রুটি হইলে তাঁহারা পাপের ভাগী হন এবং তাঁহারা ইচ্ছানুরূপ ভোজ্য অথবা পানাদি কিছুই গ্রহণ করিতে পারেন না ॥ ২১ ॥ সমস্ত কার্য্যেই তাঁহাদিগকে পরাধীনের ন্যায় শাস্ত্রের অনুগামী হইয়া চলিতে হয়, ইহাতেও বহুতর ক্রেশ স্বীকার করিয়া, বহুতর ধর্ম অর্জন করিতে পারিলে, তবে তাঁহারা পরকালে সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২ ॥ কিন্তু কেবল দ্বিজাতিগণের সেবার দ্বারাই শূদ্র, পাক-যজ্ঞের ফল পাইবার অধিকারী হয় ও অস্তিসে উৎকৃষ্ট-গতি প্রাপ্ত হয়, এই জন্যই শূদ্র-জাতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছি ॥ ২৩ ॥ এবং হে মূনি-শ্রেষ্ঠগণ! যে হেতুক ইহাদের ভক্ষ্য বা অভক্ষ্য, পেয় বা অপেয় বিষয়ে কোন নিয়ম নাই, কাজেই ইহারা তজ্জন্য কোন প্রকার পাপেরও ভাগী হয় না। এই জন্যই ইহাকে সাধু বলিয়াও কীর্তন করিয়াছি ॥ ২৪ ॥ পুরুষগণ স্বধর্মের অবিরোধে সর্বদা ধন উপার্জন করিবে এবং তাহা সংপাত্রে অর্পণ করিবে ও তাহার দ্বারা যথাবিধি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম ॥ ২৫ ॥ হে দ্বিজোত্তমগণ! সেই অর্থের উপার্জন ও তাহার রক্ষা ও তাহা সংপাত্রে অর্পণ করিতে পুরুষগণকে মহাক্রেশ পাইতে হয় ॥ ২৬ ॥ এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুবিধ ক্রেশ সহ করিয়া, স্বীয় ধর্ম রক্ষা করিতে পারিলে, তবে পুরুষগণ ক্রমে প্রাণাপত্যাদি লোকসমূহে গমন



করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥ কিন্তু হে বিজগণ, স্ত্রীলোকেরা কার-  
মনো-বাক্যে স্বামীর শুশ্রূষা করিয়াই বিনাক্রোশে সেই সকল লোকে গমন  
করিতে পারে, এই নিমিত্তই আপনারা আমার মুখ হইতে স্ত্রীগণ সাধু, এই  
কথা শুনিতে পাইয়াছেন ॥ ২ ॥ ২২ ॥ হে বিপ্রগণ! এই ত আপনাদের  
নিকট সমস্ত প্রকাশ করিলাম, এক্ষণে আপনারা যে অন্য আমার নিকট  
আগমন করিয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করুন, আমি বিশ্বদ্রুপে সে সমস্তের  
উত্তর প্রদান করিতেছি ॥ ৩০ ॥

পরাম্বর কহিলেন,—তার পর সেই মহর্ষিগণ কহিলেন, হে মহামুনে!  
আমরা বাহা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, আপনি অন্য বিষয়ের কথা-  
এসঙ্গে আমাদের সেই বিষয়েরই সম্যকরূপে উত্তর প্রদান করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥  
তৎপরে মহর্ষি বৈশম্পয়ন কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বিশ্বমোহকুল্ললোনে, সমাগত  
তাপসগণকে কহিলেন ॥ ৩২ ॥ হে মহর্ষিগণ! আমি দিবা জ্ঞান-বলে  
আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয় অবগত হইয়া আপনাদিগকে লক্ষ্য করিয়া  
কলি সাধু, শূদ্র সাধু ইত্যাদিবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম ॥ ৩৩ ॥ কলি-  
কালে মানবগণ সদ্ব্যুত্তি অবলম্বন দ্বারা নিখিল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া  
অতি অল্প প্রয়াসেই বহুতর ধর্ম অর্জন করিতে পারে ॥ ৩৪ ॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠ-  
গণ! শূদ্রগণও অক্রেমশেই কেবল বিজকুলের সেবাধারাই এবং স্ত্রীলোকেরা  
অনায়াসে কেবল পতি-শুশ্রূষা দ্বারাই বহুতর ধর্ম অর্জন করিতে সমর্থ হয় ॥  
৩৫ ॥ এই নিমিত্তই এই তিন জনকেই আমি ধনাত্ম বলিয়া কীর্তন করি-  
য়াছি। দেখুন সত্য প্রভৃতি যুগসমূহে ধর্ম অর্জন করিতে হইলে, কেবল  
দ্বিজাতিগণকেই বিশেষ রূপে সচ্ছ করিতে হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥ হে বিজগণ!  
আপনারা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই অশ্রু হইয়াও আমি আপনাদের  
অভিপ্রোক্ত বিষয় কীর্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি কহিব, তাহা বলুন ॥ ২৭ ॥  
তার পর সেই মহর্ষিগণ মহামতি ব্যাসদেবকে বারংবার যথাবিধি পূজা ও  
বহুতর প্রশংসা করিয়া, ব্যাসের বাক্যে সম্পূর্ণরূপে আপন আপন সংশয়  
অপনোদন করিয়া, যে স্থল হইতে আগমন করিয়াছিলেন, তথায় প্রস্থান  
করিলেন ॥ ৩৮ ॥

হে মৈত্রেয়! অত্যন্ত দৃষ্ট করি এই একটী মহৎ শুণ যে, এই কালে মহর্ষা-

গণ কেবল হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তন করিলেই পরম-পদকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥ এক্ষণে অগতের উপসংহার ও প্রাকৃত এবং ব্রহ্মার দৈনিক প্রলয় বিষয়ে আপনি যাহা আমাকে প্রিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৪০ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## তৃতীয় অধ্যায় ।

পরাম্বরু কহিলেন,—হে মৈত্রেয় ! নৈমিত্তিক, আত্যন্তিক ও প্রাকৃতিক ভেদে ভূতসমূহের প্রলয় তিন প্রকার কথিত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ কল্পান্তে যে প্রলয় ব্রাহ্ম নামে কথিত হইয়া থাকে, তাহারই নাম নৈমিত্তিক প্রলয়, মোক্ষরূপ যে, প্রলয় তাহার নাম আত্যন্তিক এবং দ্বিপদার্কিক যে প্রলয় তাহাই প্রাকৃত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ভগবন্ ! বাহ্যে বিগুন-পরিমিত কালে প্রাকৃত প্রলয় হয় বলিয়া কীৰ্ত্তন করিলেন, সেই পরাক্ষ সংখ্যা আমাকে বলুন ॥ ৩ ॥

পরাম্বরু কহিলেন,—হে দ্বিজ ! এক হইতে ক্রমশঃ দশগুন করিয়া গণনা করিলে অষ্টাদশ স্থানেতে পরাক্ষ সংখ্যা গণিত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ কোটি কোটি সহস্র কল্প স্বরূপ সেই পরাক্ষকে বিগুন করিলে বতকাল হয়, সেই পরিমিতকালে প্রাকৃত প্রলয় হইয়া থাকে, সেই সময় অধিল-বাক্ত-পদার্থ দ্বীয় কারণ অব্যক্তে লয় পাইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ মাত্রামাত্র পরিমাণে মনুষ্য-গণের যে নিমেষ কথিত হইয়াছে, তাহার পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠাপরিমিত কাল হয় এবং সেই ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা পরিমিত কাল গণিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥ পঞ্চদশ কলাতে এক নাড়িকা হইয়া থাকে, জলের উন্মানের দ্বারা তাহার জ্ঞান হয় ॥ ৭ ॥ সার্কি-দ্বাদশ পল তাম্র-নির্মিত, মগধদেশ-প্রসিদ্ধ প্রস্থ পরিমাণে উচ্চ, চতুর্মাষ ও চতুরাঙ্গুল সুবর্ণশলাকা দ্বারা নিম্নে কৃত-চ্ছিদ্র একটী পাত্র, জলের উপর রাখিলে, সেই পাত্রটী পরিপূর্ণ হইতে বতকাল লাগে, সেই পরিমিত কালকে নাড়িকা কহা যায় ॥ ৮ ॥ হে দ্বিজসত্তম ! সেই দুই নাড়িকায় এক মুহূর্ত্ত হইয়া থাকে, এই প্রকার ত্রিশ মুহূর্ত্ত এক দিবা রাত্রি

হয় এবং ত্রিশদিবারাত্রিতে এক মাস হয় ॥ ৯ ॥ এইরূপ ষাটশ মাসে মনুষ্য-  
গণের এক বৎসর হইয়া থাকে, এই এক বৎসরে দেবগণের একদিবারাত্রি  
হয় ও এইরূপ তিন শত বাট দিবারাত্রি দেবগণের এক বৎসর হয় ॥ ১০ ॥ সেই  
পরিমিত ষাটশ সহস্র বৎসরে মনুষ্য লোকের চারি যুগ পরিগণিত হইয়া  
থাকে, চারিযুগ সহস্রে ব্রহ্মার এক দিন হয় ॥ ১১ ॥ এই ব্রহ্মার একদিনকে  
এককল্প কহা যায়। হে মহামুনে! এই এক কল্পে চতুর্দশ মনু উৎপন্ন হইয়া  
থাকেন। হে মৈত্রেয়! তদনন্তর ব্রাহ্ম নামে নৈমিত্তিক প্রলয় হইয়া  
থাকে ॥ ১২ ॥ সেই প্রলয়ের স্বরূপ অত্যন্ত উগ্র, আপনার নিকট কীর্তন  
করিবেছি, শ্রবণ করুন, প্রাকৃতলয়ের বিষয় আপনাকে পরে বলিব ॥ ১৩ ॥  
চতুর্যুগ সহস্রের পর, মহীতল ক্ষীণ হইয়া আসিলে অত্যন্ত কঠোর ও শতবর্ষ  
অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাহাতে অজস্র যাবতীয়  
পার্শ্ব জীবসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥ ১৫ ॥ তদনন্তর সেই অব্যাহা ভগবান  
বিষ্ণু, রুদ্ররূপ ধারণ করিয়া প্রলয়ের জন্য আপনাতে প্রজাসমূহকে বিলয়  
করিবাব চেষ্টা করেন ॥ ১৬ ॥ তৎপরে হে মুনিশ্রেষ্ঠ! রুদ্ররূপী সেই ভগবান  
বিষ্ণু স্বর্গের সপ্তবিধ রশ্মিতে অবস্থানপূর্বক যাবতীয় জল সমূহকে পান  
করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥ যাবতীয় প্রাণী ও ভূমিগত জলসমূহ পান করিয়া  
সেই মহাপুরুষ পৃথিবীতলকে শোষণ করিতে করিতে নদী বা সমুদ্র, শৈল  
অথবা শৈল-শ্রবণ অথবা পাতালে যে সমস্ত জল আছে, তাহাও শোষণ  
করিবেন ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ তৎপরে জলপান দ্বারা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া  
স্বর্গের সেই সপ্তরশ্মি সাতটী স্বর্গরূপে প্রকাশ পাইবে ॥ ২০ ॥ প্রদীপ্ত  
সেই সপ্ত ভাস্কর উর্দ্ধ এবং অধঃস্থিত যাবতীয় ভূবনকে অণেবরূপে দগ্ধ  
করিবেন ॥ ২১ ॥ তৎপরে সেই প্রদীপ্ত ভাস্করসমূহের দ্বারা দগ্ধ হইয়া  
ত্রিভুবন তলাভাবে শুষ্ক হইয়া যাইবে ॥ ২২ ॥ সেই সময় ত্রিভুবনস্থিত  
যাবতীয় বৃক্ষাদি বিগুহ্ব হইয়া বাটয়া একমাত্র বহুধা কুণ্ড-পুষ্ঠের আকারে  
প্রতিভাসমান হইবে ॥ ২৩ ॥ তৎপরে সমস্ত সংহার করিতে উদ্যত ভগ-  
বান বিষ্ণু অনন্তদেবের নিঃশাস-সম্মত কালাগ্নি স্বরূপে পাতালসমূহকে  
ভস্ম করিবেন ॥ ২৪ ॥ তৎপরে সেই কাগানল সমস্ত পাতালখণ্ড দগ্ধ  
করিয়া, উর্দ্ধগামী হইয়া পৃথিবীতলকে ভস্মসাৎ করিবে ॥ ২৫ ॥ তাহার পর

জাজ্জল্যমান স্তম্ভাঙ্গণ সেই অনল ভুবলোক সমূহকে দগ্ধ করিয়া স্বর্লোককেও ভস্মসাৎ করিবে ॥ ২৬ ॥ প্রথর-কালানলতেজে বিনষ্ট সমস্ত চরাচর ত্রিভুবন সেই সময়ে একখানি ভর্জ্জন-কটাহের ন্যায় বোধ হইবে ॥ ২৭ ॥ হে মহামুনে ! সেই সময়ে লোকদ্বয়-নিবাসী মহাস্মাগণ প্রচণ্ড-অনল-তাপে পীড়িত হইয়া মহর্লোকে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন ॥ ২৮ ॥ এবং তথায়ও সেই অনলের তাপ হইতে নিস্তার না পাইয়া জনলোকে গমন করিবেন ॥ ২৯ ॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! তৎপরে সেই রুদ্ররূপী ভগবান জনার্দ্রিন মুখ-নিঃস্বাস দ্বারা মেঘসমূহকে উৎপন্ন করিবেন ॥ ৩০ ॥ তৎপরে বিদ্যুৎ এবং বজ্রধ্বনি-বিশিষ্ট সম্বর্ত্তক নামে সেই মেঘসমূহ বৃহদাকার হস্তিসমূহের ন্যায় আকাশ-মার্গ ব্যাপ্ত করিবে ॥ ৩১ ॥ কতকগুলি নীলোৎপলের ত্র্যায় শ্রামবর্ণ, কতকগুলি কুমুদের বর্ণ, কতকগুলি ধূম্রবর্ণ, কতকগুলি পীতবর্ণ ॥ ৩২ ॥ কতকগুলি রাস্ত বর্ণ, কতকগুলি অগস্তকের ত্র্যায় রক্তবর্ণ, কতকগুলি স্বর্ঘ্যসদৃশ দৌণ্ডিশালী, কতকগুলি ইন্দ্রনীল প্রস্তরের তুল্য ॥ ৩৩ ॥ কতকগুলি শঙ্খ ও কুম্ভ পুষ্পের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, কতকগুলি কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, কতকগুলি ইন্দ্রগোপ তুল্য, কতকগুলি মনঃশিলা সদৃশ ॥ ৩৪ ॥ কতকগুলি চাম্পক সদৃশ এবং অত্যন্ত গাঢ়তর, কেহ বা বৃহৎ প্রাসাদের আকার, কেহ বা পর্বত সদৃশ বৃহৎ ॥ ৩৫ ॥ কেহ বা অতি উচ্চ শিখর সদৃশ মহাকায়, সেই মেঘসকল বিকট ধ্বনি করিতে করিতে গগনতলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে ॥ ৩৬ ॥ হে বিপ্র ! তৎপরে সেই মেঘসমূহ মূষলধারে বারি বর্ষণপূর্বক ত্রিভুবন-ব্যাপী সেই ভয়ঙ্কর অনলকে শাস্ত করিবে ॥ ৩৭ ॥ তৎপরে সেই মেঘ-সকল সেই প্রদীপ্ত অনলকে শাস্ত করিয়া শত বৎসর পর্যন্ত অবিশ্রান্ত ধারে বারি বর্ষণপূর্বক সমস্ত জগৎকে প্রাবিত করিবে ॥ ৩৮ ॥ হে বিজ্ঞ ! সেই মেঘ সমূহ অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ দ্বারা ভূমণ্ডলকে প্রাবিত করিয়া ক্রমে ভুবলোক ও স্বর্লোককেও প্রাবিত করিবে ॥ ৩৯ ॥ সেই সময়ে লোকসমূহ অন্ধকারময় হইবে এবং স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় পদার্থ বিনষ্ট হইয়া যাইবে, কেবল সেই মেঘসকল শত বৎসরের ও অধিককাল ব্যাপিয়া অবিশ্রান্ত ধারে বারিবর্ষণ করিতে থাকিবে ॥ ৪০ ॥

তৃতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## চতুর্থ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—হে মহামুনে! যখন সপ্তর্ষিগণের স্থান পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইবে, তখন অধিল ভূবন একটী মহাসমুদ্রের স্থায় দেখাইবে ॥ ১ ॥ তৎপরে ভগবান বিষ্ণুর মুখ হইতে নিশ্বাসরূপে প্রবল বায়ু সমুৎপন্ন হইয়া, সেই মেঘসকলকে, বিনাশ করিয়া শত বৎসর ব্যাপিয়া প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইবে ॥ ২ ॥ তৎপরে সমস্ত বিশ্বের আদিপুরুষ অনাদি নিধন ভূতভাবন বিষ্ণু, সেই বায়ুকে নিঃশেষরূপে পান করিয়া, একাকার সেই সমুদ্র মধ্যে শেষ শব্দায় শয়ন করিবেন ॥ ৩ : ৪ ॥ সেই সময়ে জনলোকস্থিত সনকাদি ঋষিগণ সেই মণি প্রভুর স্তব করিবেন এবং ব্রহ্মলোকস্থিত মুমুকু ব্যাকুণ ধ্যান দ্বারা তাঁহার পূজা করিবেন ॥ ৫ ॥ সেই সময়ে পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু, সমস্ত জগতের ব্যাপার হইতে বিশ্রাম লাভ করিয়া, আশ্র-মায়া-স্বরূপা যোগনিদ্রাকে আশ্রয় করিয়া আপনার চিন্তাতেই আপনি নিমগ্ন থাকিবেন ॥ ৬ ॥ হে মৈত্রেয়! এই নৈমিত্তিক প্রলয়ের অবস্থা আপনার নিকট কীর্তন করিলাম, যে সময়ে ভগবান জলমধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥ অধিল বিশ্বের আস্তা সেই মহাবিষ্ণু যখন জাগরিত হন, তখন পুনরায় জগতের সৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং যখন সেই মহাপুরুষ যোগ-শব্দায় শায়িত হন, তখন এই সমস্ত সৃষ্টির উপসংহার হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥ চারিযুগ-সহস্রপরিমিত কালে ব্রহ্মার যেমত একদিন কথিত হইয়াছে, সমস্ত জগৎ জলদ্বারা প্রাবৃত হইলে সেই পরিমিত কালে তাঁহার এক রাত্রি হয় ॥ ৯ ॥ তার পর রাত্রিশেষে ব্রহ্মা জাগরিত হইয়া পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভ করেন ॥ ১০ ॥ এই ভাবে নৈমিত্তিক প্রলয় ও তাহার পর পুনঃ সৃষ্টি হইয়া থাকে। এক্ষণে প্রাকৃতিক প্রলয়ের বিষয় শ্রবণ করুন ॥ ১১ ॥

হে মুনে! পূর্বোক্তরূপ অনাবৃষ্টি ও অনলের সম্পর্কে পাতাল প্রভৃতি সমস্ত লোককে নিঃস্নেহ করিয়া মহত্বাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত বিকারসমূহকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত ভগবানের ইচ্ছায় প্রলয়কাল সমুৎপাদিত হইলে ॥ ১৩ ॥ প্রথমতঃ জলসমূহ পৃথিবীর গন্ধস্থরূপ গুণকে গ্রাস করিয়া থাকে, যখন পৃথিবী হইতে সমস্ত গন্ধ জলদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যায়, তখন পৃথিবী বিলয় প্রাপ্ত

হয় ॥ ১৪ ॥ গন্ধ তন্মাত্র বিনষ্ট হইলে পরে পৃথিবী জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, রস হইতে জল উৎপন্ন হইয়াছে, স্তত্রাং জলকে রসাত্মক জানিবেন ॥ ১৫ ॥ সেই সময়ে জলসমূহ প্রবৃদ্ধ হইয়া, অত্যন্ত বেগে মহাশব্দ করিতে করিতে সমস্ত ভুবনকে প্রাবৃত করিয়া প্রবাহিত হয় ॥ ১৬ ॥ তৎপরে জলের গুণ যে রস, অগ্নি তাহাকে শোষণ করিতে আরম্ভ করে, কালক্রমে অগ্নিকর্জক শোষিত হইয়া রস তন্মাত্র-বিনষ্ট হইলে, জলসমূহ বিলয় প্রাপ্ত হয় ॥ ১৭ ॥ এবং সেই রসহীন জলসমূহ তেজের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেই তেজ ক্রমশঃ অতিশয় প্রবলরূপ ধারণ করিয়া সমস্ত ভুবনে ব্যাপ্ত হয় ॥ ১৮ ॥ সেই অগ্নি সমস্ত ভুবনের সারভাগ শোষণ করতঃ নিরন্তর তাপ প্রদান করে ॥ ১৯ ॥ উর্দ্ধাধঃ সমস্ত প্রদেশই বখন অগ্নিরদ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়, তখন বায়ু সমস্ত তেজের আধার প্রভাকরকে গ্রাস করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥ তেজ সমূহ বিনষ্ট হইলে সমস্ত ভুবনই বায়ুময় হইয়া উঠে ॥ ২১ ॥ এবং তেজ সকল হস্তরূপ হইয়া প্রশান্ত হয়, তখন কেবল প্রবল বায়ুই চতুর্দিকে প্রবাহিত হয় এবং সেই তেজসমূহ বায়ু মধ্যে প্রবেশ করিলে সমস্ত ভুবনই অন্ধকারময় হইয়া যায় ॥ ২২ ॥ তৎপরে সেই প্রচণ্ড-বায়ু আপনায় উৎপত্তি বীজ আকাশকে অবলম্বন করিয়া দশদিকে প্রবাহিত হইয়া বেড়ায় ॥ ২৩ ॥ ক্রমে বায়ুর গুণ যে স্পর্শ, আকাশ তাহাকে গ্রাস করে এবং বায়ু শান্ত হইয়া যায় এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং সৃষ্টিহীন আকাশের দ্বারাই এই সমস্ত লোক পরিপূর্ণ থাকে ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ তখন একমাত্র শব্দই সমস্ত আকাশমণ্ডলে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করে ॥ ২৬ ॥ তখন অহঙ্কারতত্ত্ব আকাশের গুণ শব্দ এবং ভৌতিক ইন্দ্রিয় সমূহকে গ্রাস করে ॥ ২৭ ॥ ক্রমে অহঙ্কারতত্ত্ব ও বুদ্ধি-স্বরূপ মহত্ত্বের বিলয় প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৮ ॥ এবং কালে বুদ্ধিতত্ত্বও স্বীয় কারণ প্রভৃতিতে বিলীন হইয়া যাইবে ॥ ২৯ ॥ এইরূপে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম পর্যন্ত সমস্ত জগৎ আপন আপন প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যাইবে, হে মহামতি মৈত্রেয় ! সমস্ত পদার্থকে আবৃত করিয়া এই যে ভূমণ্ডল প্রকাশ পাইতেছে, ইহা জল মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে ॥ ৩০ ॥ সপ্তদ্বীপ সমুদ্রান্ত গিরি ও কাননের দ্বারা বিশোভিত এই সপ্তলোক যে জলের দ্বারা প্রাবৃত হইবে, সে জলও অগ্নি কর্তৃক বিশোষিত হইয়া যাইবে ॥ ৩১ ॥ এবং সেই

সর্ব্বহর অগ্নিও বায়ুতে এবং বায়ু আকাশে বিলীন হইয়া যাইবে এবং আকাশকেও অহঙ্কার তত্ত্ব এবং তাহাকেও বুদ্ধি গ্রাস করিয়া ফেলিবে ॥৩২॥ হে দ্বিজ ! স্বয়ং প্রকৃতি দেবী এই সমুদয়ের সহিত বুদ্ধিতত্ত্বকেও গ্রাস করিবেন ॥৩৩॥ হে মহামুনে ! সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণে সাম্য রূপ এবং সমস্ত জগতের যিনি কারণ, তাঁহারই নাম প্রকৃতি, তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয় স্বরূপিনী ॥৩৪॥ ব্যক্ত-স্বরূপা প্রকৃতি সেই অব্যক্তে লয় প্রাপ্ত হয়, হে মৈত্রেয় ! এতদ্ব্যতিরিক্ত যে নিত্য শুদ্ধ স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী একজন পুরুষ সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠাতারূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, তিনি পরমাত্মারই অংশ ॥৩৫॥ বাঁহাতে নাম এবং জ্ঞাত্যদির করনা নাই এবং যিনি কেবল জ্ঞান স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন ॥৩৬॥ তিনিই পরমব্রহ্ম পরমাত্মা এবং সকলের অধীশ্বর, তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়া যোগিগণ আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হন না ॥৩৭॥ হে মৈত্রেয় ! ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিনী যে প্রকৃতি এবং পরমাত্মার অংশ স্বরূপ যে পুরুষের বিষয় আপনাকে বলিয়াছি, তাঁহার উভয়েই এই পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হন ॥৩৮॥ সমস্তের আধার সেই পরমাত্মাই বেদ ও বেদান্তাদিশাস্ত্রে বিষ্ণু বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকেন ॥৩৯॥ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ দ্বিবিধ কৰ্ম্ম বেদে উক্ত হইয়াছে, সমস্ত পুরুষই এই দ্বিবিধ কৰ্ম্ম দ্বারা সেই পরমাত্মার পূজা করিয়া থাকেন ॥৪০॥ শকু, যজুঃ ও সাম বেদোক্ত সমস্ত প্রবৃত্তিরূপ কৰ্ম্মদ্বারা পুরুষ-শ্রেষ্ঠ সেই যজ্ঞ-পুরুষই পূজিত হইয়া থাকেন ॥৪১॥ জ্ঞানিগণ জ্ঞান যোগের দ্বারা সেই জ্ঞান মূর্ত্তিরই উপাসনা করিয়া থাকেন এবং যোগিগণ নিবৃত্তি-মার্গেরদ্বারা মুক্তি-ফলপ্রাপ্ত সেই বিষ্ণুরই আরাধনা করিয়া থাকেন ॥৪২॥ ব্রহ্ম, দীর্ঘ এবং প্লুত রূপ স্বরূপে যাহা উচ্চারিত হয় এবং যাহা বাক্যের আবিষয়, সে সমস্ত সেই পরম পুরুষেরই স্বরূপ ॥৪৩॥ সেই অব্যয় মহাপুরুষই ব্যক্ত এবং তিনিই অব্যক্ত এবং সেই বিদ্যাত্মা পরমেশ্বরই বিশ্বরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন ॥৪৪॥ ব্যক্তাব্যক্ত-স্বরূপিনী প্রকৃতি এবং পুরুষ, অব্যাহত স্বরূপ ও সর্ব্বব্যাপী সেই পরমাত্মাতেই লয় প্রাপ্ত হয় ॥৪৫॥ হে মৈত্রেয় ! দ্বিপরাক্ষ-পরিমিত যে কাল আমি আপনার নিকট কীৰ্ত্তন করিয়াছি, তাহা সেই মহাবিষ্ণুর একদিনেই পর্য্যবসিত হয় ॥৪৬॥ সমস্ত জগৎ প্রকৃতিতে ও প্রকৃতি এবং পুরুষ সেই পরমাত্মাকে লীন হইলে, সেই দ্বিপরাক্ষ-পরিমিত কালে

তাহার একরাত্রি হয় ॥৪৭॥ হে দ্বিজ ! যদ্যপি সেই নিত্য পরমাত্মার দিন বা রাত্রি কিছুই নাই ; তথাপি সন্ধ্যাপেক্ষা তাহার শ্রেষ্ঠতা দেখা যাইবে । এই পরিমাণে তাহার দিবা ও রাত্রি কল্পিত হইয়া থাকে ॥৪৮॥ হে মৈত্রেয় ! এই প্রাকৃত প্রলয়ের অবস্থা আপনার নিকট কথিত হইল, অতঃপর আত্মাত্মিক প্রলয়ের অবস্থা শ্রবণ করুন ॥৪৯॥

ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## পঞ্চম অধ্যায় ।

পরাম্বল কহিলেন,—হে মৈত্রেয় ! পণ্ডিতবাক্তি আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়কে জ্ঞানিয়া, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের দ্বারা আত্মাত্মিক লব্ধকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১ ॥ আধ্যাত্মিক তাপ, শরীর এবং মানস-ভেদে দুই প্রকার । তন্মধ্যে শরীরে দুঃখ বহুবিধ, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥ শিরো-রোগ, পীনস, জ্বর, শূল, ভগন্দর, গুহা, অর্শ, ঝাঁস, শোথ ও ছর্দি প্রভৃতি অনেক প্রকার ॥ ৩ ॥ এবং অক্ষিরোগ, অতীসার, কুষ্ঠ ও জ্বলোদর প্রভৃতি ভেদে শরীরে দুঃখ বহুবিধ ; এক্ষণে মানস-তাপের বিষয় শ্রবণ করুন ॥ ৪ ॥ কাম, ক্রোধ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ, বিষাদ, শোক, অশ্রুতা, অবমান, ঈর্ষা ও মাৎসর্যাদি হইতে উৎপন্ন ॥ ৫ ॥ মানস-দুঃখও অনেক প্রকার হইয়া থাকে, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! ইত্যাদি বহুবিধ দুঃখসমূহকে আধ্যাত্মিক তাপ বলা যায় ॥ ৬ ॥ মৃগ, পক্ষী, মনুষ্য, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস এবং সরীসৃপাদি ভূতগণ হইতে মনুষ্যগণের যে দুঃখ উৎপাদিত হইয়া থাকে, তাহার নাম আধিভৌতিক ॥ ৭ ॥ শীত, উষ্ণ, বায়ু, বর্ষা ও বিহ্বল প্রভৃতির দ্বারা যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! তাহার নাম আধিবৈবিক ॥ ৮ ॥ হে মুনি সন্তম ! এই সমস্ত ব্যতীত, গর্ভবাস, জন্ম, জরা, অজ্ঞান, মৃত্যু এবং নরকাদিতেও সহস্র প্রকার দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥ বহুতর মলের দ্বারা আবৃত গর্ভ মধ্যে সূক্ষ্মার-শরীরে জন্তুগণ উদ্ভূত হইয়া ভগ্ন পৃষ্ঠ প্রাবাহি অবস্থায় থাকিয়া, অত্যন্ত তাপগ্রস্ত, অতিশয় অন্ন, কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও



লবণ প্রভৃতি মাতার ভোজনের দ্বারা অতি করে বর্দ্ধিত হইয়া, হস্তাদি  
 সকালনে অক্ষয় ভাবে মল মূত্রের মধ্যে শয়ন করিয়া ঝান্ডীন অথচ সচেতন  
 ভাবে পূর্ব জন্ম সমূহকে স্মরণ করিতে করিতে নিজকর্ম দোষে অতি ক্রেশেই  
 কাল যাপন করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ তৎপরে জন্মগ্রহণ করি-  
 বার সময়, মল মূত্র ও শুক্রশোণিতের দ্বারা পরিলিপ্ত দেহ হইয়া, প্রোজাপত্য  
 বায়ুর দ্বারা অতিশয় পীড়া প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সেই সময় অতিশয়  
 প্রবল হুতি নামে বায়ু তাহার মুখ অধোদিকে করিয়া দেয়, তৎপরে অতিশয়  
 ক্রেশে জীব মাতার জঠর হইতে নিজ্জাত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥ হে  
 মুনি-সত্তম! জীব জন্ম গ্রহণ করিয়া মুচ্ছিত হয়, পরে বাহু বায়ুর দ্বারা ক্রমশঃ  
 তাহার চেতন হয় এবং পূর্ব সংস্কারসমূহকে বিস্তৃত হইয়া যায় ॥ ১৬ ॥ তখন  
 সেই জীব কঙ্কটের দ্বারা বাধিত-গাত্র অথবা বিদারণ-যন্ত্রের দ্বারা বিদারিত  
 একটা কুমির দ্বারা ভূমিতে পড়িয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ তখন তাহার নিজের  
 দেহ চুলকাইতে বা এদিক্ ওদিক্ ফিরিতে শক্তি থাকে না এবং দুঃখপান  
 প্রভৃতি তাহার বাহ্য কিছু আহাৰ, সে সময়ে সমস্তই পরের অধীন থাকে ॥  
 ১৮ ॥ সেই জীব অশুচি অবস্থায় ভূমিতে স্পৃষ্ট থাকে, কীট ও মশকাদির  
 দ্বারা দংশিত হইলেও তাহার তাহাদিগকে নিবারণ করিবার সামর্থ্য থাকে  
 না ॥ ১৯ ॥ এইরূপ জন্মে ও বাল্যকালে জীব আধিত্যোতিকাদি নানাশ্রকার  
 দুঃখ পাইয়া থাকে ॥ ২০ ॥ অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের দ্বারা সমাচ্ছন্ন বিমূঢ়  
 অস্থঃকরণ নর আমি কোথা হইতে আদিগাণি, আমি কে, কোথায়ই বা গমন  
 করিব এবং আমার স্বরূপই বা কি, এ সমস্তের কিছুই জানিতে পারে না ॥  
 ২১ ॥ কোন্ বন্ধনে আমি সংসার কার গারে আবদ্ধ রহিয়াছি, ইহার কোন  
 কারণ আছে, অথবা অকারণই এই দুঃখ রাশি ভোগ করিতেছি, আমার কি  
 কর্তব্য, কি বা অকর্তব্য, কি বা আমার বাচ্য, আর কিই বা অব্যচ্য ॥ ২২ ॥  
 কি কর্ম, কিই বা অধর্ম, কি ভাবেই বা কোন পহা অবগম্যন করিব এবং  
 কোন্ কার্যে দোষ বা কোন্ কার্যে গুণ ॥ ২৩ ॥ এবম্বিধ বহুবিধ ভাবনায়  
 কেবল শিম্বোদরপরায়ণ স্তবরাং ; পশুর সমান মূঢ় ব্যক্তিগণ অজ্ঞানজনিত  
 নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

হে দ্বিজ! অজ্ঞান তমোগুণের স্বভাব এবং প্রবৃত্তিসমূহই কার্যের আর-

স্বক, স্তুতরাং অজ্ঞানব্যক্তিদিগের ক্রমশঃ কর্ণলোপ প্রবর্তিত হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥ কর্ণলোপ, নিবন্ধন নরকপ্রাপ্তি হয়, ইহাই মহর্ষিগণ কহিয়াছেন, কাজেই অজ্ঞান ব্যক্তির ইহকাল এবং পরকালে কেবল দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥ ক্রমে জীব জরাকর্ষক অর্জরিত হইলে তাহার অবয়ব সকল শিথিল, দন্ত সকল বিগলিত, মস্তিস্ক-সমূহ লোল এবং শ্বাস ও শিরার দ্বারা আবৃত হয় ॥ ২৭ ॥ এবং চক্ষুর দ্বারা কোটর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যায়, নাসিকা-বিবর হইতে লোমসমূহ বাহিরে আসিয়া পড়ে এবং দেহ সর্বদা কাঁপিতে থাকে ॥ ২৮ ॥ দেহের যাবতীয় অগ্নি প্রায় প্রকাশ পায় এবং দেহ ক্রমশঃ কুজ হইয়া আসে, সেই সময় কঠোর অগ্নি প্রায় নির্বাণ হইয়া যায় ; স্তুতরাং আহার কমিয়া আসে এবং শরীরের চেটাসকলও ক্রমশঃ কমিয়া যায় ॥ ২৯ ॥ তখন অল্প প্রায় সেই জীব অতি কষ্টে ভ্রমণ, উত্থান, শয়ন এবং উপবেশন করিতে সমর্থ হয় না । ও তাহার মুখ হইতে অনবরত লালা নিঃসৃত হয় ॥ ৩০ ॥ এবং ইন্দ্রিয়গণ আর তাহার আয়ত্ত না থাকায়, সে সময়ে সে সর্বপ্রকারেই মৃত্যুতে উন্মুখ হয় এবং তৎকালে অল্পভূত পদার্থও আর গ্রহণ করিতে পারে না ॥ ৩১ ॥ একটীমাত্র কথা কহিয়াই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে এবং শ্বাস ও কাশের জালায় নিদ্রাহুত হইতে একপ্রকার বঞ্চিত হয় ॥ ৩২ ॥ অল্প ক্রমে ধরিলে তবে উঠিতে বা বসিতে পারে এবং ভৃত্য, পুত্র, স্ত্রী প্রভৃতি সঙ্কলেরই অবমানের পাত্র হয় ॥ ৩৩ ॥ তখন সে সমস্ত শৌচ-ক্রিয়া-রহিত হইয়া কেবল বিহারে ও আহারে সম্পূর্ণ হইয়া পরিজনগণেরও হাস্যের আশ্রয় হয় এবং সমস্ত স্বজনকেই ক্রেশ প্রদান করে ॥ ৩৪ ॥ যৌবন আচরিত বিষয়সকল জন্মান্তর-বিচেষ্টিতের ন্যায় গ্রহণ করিয়া নিতান্ত দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস সকল পরিত্যাগ করে ॥ ৩৫ ॥ বৃদ্ধাবস্থায় এই সমস্ত দুঃখ ভোগ করিয়া মৃত্যুকালে যে সকল ক্রেশ পায়, তাহাও গ্রহণ কর ॥ ৩৬ ॥ গ্রীবা, হাঁটু ও হস্ত ভাঙ্গিয়া যায়, শরীর অত্যন্ত কাঁপিতে থাকে, বারম্বার মুচ্ছিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প জ্ঞানের সঞ্চার থাকে ॥ ৩৭ ॥ সেই সময় আমার এই ঐশ্বর্য, ধান্য, পুত্র, ভাৰ্যা, ভৃত্য, গৃহ প্রভৃতি আমার অভাবে কি প্রকারে থাকিবে, এই প্রকার সমস্ত আর কুল হইয়া ॥ ৩৮ ॥ কঠোর করাত সদৃশ মর্শ-

তেদী মহারোগরূপ যমের নিদারুণ শরসমূহের দ্বারা দেহের অস্থি-বন্ধন সকল বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে ॥ ৩৯ ॥ এবং নয়নদ্বয় ঘূর্ণিতে থাকে, তালু, কণ্ঠ, ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায়। তখন জীব যাতনায় কেবল বারম্বার হাত পা ছুঁড়িতে থাকে ॥ ৪০ ॥ ক্রমে দোষসমূহের দ্বারা নিকৃষ্ট-কণ্ঠ হইয়া উর্দ্ধ্বাসের দ্বারা নিতান্ত পীড়িত হইয়া পড়ে এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণার যাতনায় নিতান্ত ক্লেশ পাইতে থাকে ॥ ৪১ ॥ তার পর যমকিঙ্করগণের প্রবল পীড়নে সে ক্লেশ হইতে অতিকণ্ঠে নিস্তার পাইয়া নরকভোগের নিমিত্ত যাতনা-দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥ মরণকালে প্রণিগ্ধের এই সমস্ত এবং অন্যান্য অনেক প্রকার হুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে, মৃত্যুর পরে তাহারা নরকে যে সমস্ত হুঃখ প্রাপ্ত হয় তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪৩ ॥

প্রথমতঃ যমকিঙ্করেরা পাশ-দ্বারা বন্ধন করিয়া দণ্ডের দ্বারা তাড়ন করে, তৎপরে যমের দর্শন হয় এবং নানাবিধ ভয়ঙ্কর মার্গসকল অবলোকন করিতে হয় ॥ ৪৪ ॥ হে বিজ্ঞ! তপ্ত-বালুকা, অগ্নি, যজ্ঞ ও শস্ত্রাদি দ্বারা অতিশয় ভীষণ নরকमध्ये যে সমস্ত হুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪৫ ॥ করাতের দ্বারা বিদারিত, উষ্মাধ্যে খনিত, কুঠারের দ্বারা কর্ত্তিত, ভূগর্ভে নিখনিত, শূলের উপর আরোপিত, ব্যাঘ্রের মুখमध्ये প্রবিষ্ট, গৃধ্রসমূহ কর্ত্তক ভক্ষিত, হস্তিগণ কর্ত্তক পদতলে নিপাড়িত, তপ্ত তৈল মধ্যে নিক্ষিপ্ত, ক্ষার ও কদমের দ্বারা ক্লিষ্ট, উচ্চ হইতে নীচে পতিত এবং ক্ষেপযজ্ঞ দ্বারা দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া, নারকিগণ নরকে যে সমস্ত যাতনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহা গণনা করিতে পারা যায় না ॥ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কেবল নরকেই যে হুঃখ আছে, তাহা নহে, স্বর্গবাসিগণও পতনভয়ে স্তখে কাল যাপন করিতে পারেন না ॥ ৫০ ॥ তৎপরে পুনরায় জীব গর্ত্তमध्ये প্রবেশ করিয়া অন্নগ্রহণ করে এবং পুনরায় সেইভাবে মৃত্যুপ্রাণে নিপতিত হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥ কেহবা অন্নগ্রহণ করিয়াই, কেহ বা বাণ্যকালে, কেহ বা যৌবনে, কেহ বা শ্রৌত বয়সে এবং কেহ বা বৃদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। এবং বেদত কাপীস তুলাসমূহের দ্বারা কাপীস বীজ ব্যাপ্ত থাকে, তদ্রূপ জীব যাবজ্জীবনই নানাবিধ হুঃখের দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে ॥ ৫২ ॥ অর্থের নাশ, অর্জন ও পালনে এবং ইষ্টের বিপত্তিতেও মহাভাগ্যের নাশ।

প্রকার হুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥ হে মৈত্রেয় ! যে সকল পদার্থ  
মহুষ্যের প্রীতিকর বোধ হয়, তৎসমস্তই পরিণামে হুঃখের কারণ হইয়া  
উঠে ॥ ৫৫ ॥ স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, গৃহ, ক্ষেত্র এবং ধনাদি দ্বারা মহুষ্যের যত  
পরিমাণে ক্লেশ উৎপন্ন হয়, তদপেক্ষা সুখের ভাগ অতি অল্পই হইয়া  
থাকে ॥ ৫৬ ॥ এই সমস্ত সংসার হুঃখরূপ স্বর্ঘ্যতাপে তাপিত চিত্ত মানব-  
গণের মুক্তির পদচ্ছায়া ব্যতীত আর কুত্ৰাপি মুখ হয় না ॥ ৫৭ ॥ গৰ্ভ, জন্ম  
জরা প্রভৃতি স্থানে সমুৎপন্ন এই ত্রিবিধ হুঃখের আত্যন্তিক ভগবৎ প্রাপ্তিই  
পরম ঔষধ বলিয়া পণ্ডিতগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥ অতএব  
পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সর্বদা ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত যত্ন করিবেন, হে মহামুনে !  
কর্ম এবং জ্ঞান উভয়ই সেই ভগবৎপ্রাপ্তির হেতু ॥ ৬০ ॥ জ্ঞান দুই প্রকার,  
এক আগম ও দ্বিতীয় বিবেক হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, শব্দ ব্রহ্ম আগমের  
দ্বারা এবং বিবেকের দ্বারা পরম ব্রহ্মকে জানা যায় ॥ ৬১ ॥ প্রদীপ যেমন  
অন্ধকারকে নষ্ট করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ আগমের দ্বারা শব্দময় ব্রহ্মকে  
জানিলে অজ্ঞান কতক পরিমাণে ধ্বংস হয়, কিন্তু বিবেকের দ্বারা পরম  
ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে সমস্ত অজ্ঞান মিটিয়া যায় ; যেমন স্বর্ঘ্য প্রকাশিত  
হইলে সমস্ত অন্ধকার ধ্বংস হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥ এতৎসমস্তকম্ভূত ও বেদের  
তাৎপর্য্য স্মরণ করিয়া বাহা বলিয়াছেন, তাহাও তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ  
কর ॥ ৬৩ ॥ ব্রহ্ম দুই প্রকার জানিবে, প্রথম শব্দময় ও দ্বিতীয় পরম, প্রথম শব্দ  
ব্রহ্মকে জানিলে, তবে পরম ব্রহ্মকে জানিতে পারে ॥ ৬৪ ॥ বিদ্যাও দুই প্রকার  
কর্ম ও জ্ঞানরূপ, ইহাই আখরঙ্গী-শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, পরাবিদ্যা দ্বারা  
অক্ষর ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইয়া থাকে ও ঋগ্বেদাদিময়ী বিদ্যাই পরা ॥ ৬৫ ॥ অব্যক্ত,  
অজর, অচিন্ত্য, নিত্য, অব্যয়, অনির্দেশ্য, অপরূপ, হস্ত পদাদিবিবর্জিত,  
বিভূ, সর্বগত, ভূতসমূহের উৎপত্তি-বীজ অথচ অকারণ, ব্যাপ্য ও ব্যাপক  
প্রভৃতি সর্বরূপেই মূনিগণ বাহাকে জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন,  
তিনিই পরম ব্রহ্ম, মোক্ষাভিলাষি-ব্যক্তিগণ তাঁহাকেই ধ্যান করিয়া থাকেন,  
তিনিই বেদেতে অতি সূক্ষ্ম ও বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥  
৬৬ ॥ ৬৭ ॥ ৬৮ ॥ পরমাত্মার সেই মূর্ত্তিই ভগবৎ শব্দের বাচ্য এবং ভগবৎ  
শব্দই সেই আদি ও অক্ষর পরমাত্মার বাচক ॥ ৬৯ ॥ এইরূপ যথার্থ স্বরূপে

সমধিগতত্ব মুনিগণের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই পরম এবং তাহা বেদ-  
ময় ॥৭০॥ হে বিজ্ঞ! সেই পরমব্রহ্ম শব্দের অপোচন হইলে, তাঁহার পূজার  
জন্য তাঁহাকে ভগবৎ শব্দ দ্বারা কীৰ্ত্তন করা যায় ॥৭১॥ হে মৈত্রেয়! বিষ্ণু  
এবং সৰ্ব্ব কারণের কারণ, মহাবিভূতিশালী সেই পরমব্রহ্মেতেই ভগবৎ শব্দ  
প্রযুক্ত হইয়া থাকে ॥৭২॥ ভগবৎ শব্দের তকারের ছুইটী অৰ্ধ, প্রথম তিনিই  
সকলের ভরণ কর্তা ও সমস্তের আধার এবং গকারের অৰ্ধ গময়িতা (অর্থাৎ  
সমস্ত কর্ম ও জ্ঞানের ফলের প্রাপক) ও স্রষ্টা এই দুই প্রকার ॥৭৩॥ সমগ্র  
ঐশ্বর্য, ধর্ম, বশঃ, শ্রী এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টির নাম ভগ ॥৭৪॥  
এবং অধিলের আশ্রয়িত সেই পরমাত্মায় ভূতগণ অবস্থান করিতেছে, বকা-  
রের দ্বারা এই অৰ্ধই লাভ হইয়া থাকে ॥৭৫॥ হে সাধুশ্রেষ্ঠ! এবং বিধ অর্থ-  
সম্পন্ন ভগবৎ এই মহান্ শব্দ পরম ব্রহ্মস্বরূপ সেই বাহুদেব ব্যতিরিক্ত অন্য  
কুত্রাপিও প্রযুক্ত হয় না ॥৭৬॥ সেই পরমব্রহ্মই এই ভগবৎ শব্দ সার্থকতা  
লাভ করিয়া থাকে, অন্যত্র ইহা প্রযুক্ত হইলে নিরর্থক হয় ॥৭৮॥ ভূত সমু-  
হের উৎপত্তি, প্রলয়, অগতি, গতি এবং বিদ্যা ও অবিদ্যাকে তিনি জ্ঞানেন  
এই জ্ঞান তাঁহাকে ভগবান্ বলা যায় ॥৭৮॥ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য  
ও ভেদঃ প্রভৃতি সঙ্গুণসমূহই ভগবৎ শব্দের বাচ্য ॥ ৭৯ ॥ সমস্ত ভূতগণ  
সেই পরমাত্মাতে বাস করিতেছে এবং সকলের আশ্রয়রূপ সেই বাহুদেব  
সমস্ত ভূতেই বাস করিতেছেন ॥৮০॥ পুরাকালে কেশিন্দ্রজ, ধাণ্ডিক্য-জনক  
কর্তৃক দ্বিজাসিত হইয়া তাঁহাকে বাহুদেব নামের স্বার্থ অর্থ এইরূপ কহি-  
য়াছিলেন, যে ছেতুক সমস্ত ভূতগণ তাঁহাতে বাস করিতেছে এবং তিনি  
সমস্ত ভূতেই, জগতের ধাতা ও বিধাতারূপে অবস্থান করিতেছেন, সেই নিমি-  
ত্বেই সেই প্রভুর নাম বাহুদেব ॥ ৮১ ॥ ৮২ ॥ হে মুন! সেই পরমাত্মা, স্বয়ং  
সমস্ত আবরণ হইতে মুক্ত থাকিয়া অধিলের আশ্রায়রূপে সর্বভূতের প্রকৃতি  
বিকার, গুণ ও দোষসমূহ এবং ত্রিভুবনে যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই  
ব্যাপিয়া রহিয়াছেন ॥ ৮৩ ॥ সমস্ত কল্যাণ গুণের স্বরূপ সেই পরমাত্মা স্বীয়  
শক্তির কণামাত্রের দ্বারা ভূতবর্গকে আবৃত করিয়া, আপন ইচ্ছায় বহুবিধ  
শরীর পরিগ্রহ করতঃ জগতের অশেষরূপে কল্যাণ সাধন করিতেছেন ॥ ৮৪ ॥  
যিনি ভেদ, বল, ঐশ্বর্য এবং মহাবোধশালী এবং স্বীয়বীর্য ও শক্তি প্রভৃতির

একমাত্র আধার ও পরাংপর এবং যে পরমেশ্বরে ক্লেষ প্রভৃতি নাই, তিনি জৈবর এবং ব্যক্তি ও সমষ্টিরূপ, তিনিই ব্যক্ত স্বরূপ এবং তিনিই অব্যক্তরূপ, তিনিই সকলের প্রভু ও সর্বত্রগামী, তিনিই সর্ববেত্তা ও সমস্তের শক্তি-স্বরূপ এবং তাহারই নাম পরমেশ্বর ॥ ৮৫ ॥ ৮৬ ॥ যাহার দ্বারা, নির্দোষ, বিত্ত্ব, নির্মল ও একরূপ সেই পরমেশ্বরকে দেখিতে বা জানিতে পারা যায় তাহারই নাম জ্ঞান এবং তাহাই পরাবিদ্যা নামে অভিহিত হইয়া থাকে । এবং ইহার বিপরীত যে তাহার নাম অজ্ঞান ও তাহাকেই অপরা বিদ্যা বলা যায় ॥ ৮৭ ॥

পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## ষষ্ঠ অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—স্বাধ্যায় ও সংযমের দ্বারা সেই পুরুষোত্তমকে দেখিতে পাওয়া যায়, এই উভয়েই ব্রহ্ম-প্রাপ্তির কারণ বলিয়া ইহারাও ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ স্বাধ্যায় হইতে যোগকে অবলম্বন করিবে ও যোগ হইতে স্বাধ্যায়কে অবলম্বন করিবে, স্বাধ্যায় ও যোগরূপ সম্পত্তির দ্বারা পরমাত্মা প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥ ২ ॥ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্ত স্বাধ্যায় ও যোগ উভয়ই চক্ষুঃ স্বরূপ, এই চক্ষু চক্ষুর দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ৩ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ভগবন্ ! ষোড়শকে জানিতে পারিলে আমি পরমেশ্বরকে দেখিতে পাইব ; সেই যোগ কি, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করিতেছি ; আপনি বলুন ॥ ৪ ॥

পরশর কহিলেন,—পূর্বে কেশিক্ষজ, মহাত্মা ষাণ্ডিক্য জনককে যোগের বিষয় বেরূপ কহিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি ॥ ৫ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ব্রাহ্মন্ ! ষাণ্ডিক্যক এবং কেশিক্ষজই বা কে ছিলেন এবং কি প্রকারেই বা উভয়ের যোগসম্বন্ধে কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা কীর্তন করুন ॥ ৬ ॥

পরশর কহিলেন,—পূর্বকালে ধর্মধ্বজ নামে একজন নৃপতি ছিলেন, তাঁহার পুত্র মিতধ্বজ, ও কৃতধ্বজ, কৃতধ্বজ। অতিশয় জ্ঞাননিষ্ঠ ছিলেন ॥ ৭ ॥ হে দ্বিজ ! কৃতধ্বজের পুত্র কেশিধ্বজ, এবং মিতধ্বজের ঋণিক্য জনক নামে পুত্র ছিলেন ॥ ৮ ॥ পৃথিবীর মধ্যে ঋণিক্য কর্ম-মার্গে অতিশয় নিপুণ হইয়াছিলেন এবং কেশিধ্বজ অধ্যাত্ম-বিদ্যায় অতিশয় নিপুণ ছিলেন ॥ ৯ ॥ এই উভয়েরই পরস্পরের প্রতি অতিশয় বিজ্ঞিগীষা ছিল। কালে কেশিধ্বজ কর্তৃক ঋণিক্য রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পুরোহিত ও মন্ত্রিগণের সহিত অজ্ঞমাত্র পরিজন লইয়া রাজ্য হইতে দূরে দুর্গম অরণ্যে বাস করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ কেশিধ্বজ নৃপতি জ্ঞান-নিষ্ঠ হইয়াও অবিদ্যার দ্বারা মূঢ় হইতে নিস্তার পাইবার জন্য বহুতর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

হে যোগিশ্রেষ্ঠ ! একদা বিজনবনে এক উগ্র শাদ্দূল যোগেশ্বর সেই রাজার ধর্মধ্বকে হত্যা করিয়াছিল ॥ ১৩ ॥ তৎপরে রাজা ব্যাত্ত কর্তৃক ধেমু হত হইয়াছে জানিতে পারিয়া, আপনারা এবিষয়ে কি প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেন, এই কথা পুরোহিতগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥ আমরা জানি না, আপনি কশেরুকে জিজ্ঞাসা করুন, পুরোহিতগণ এই উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, কশেরুও জিজ্ঞাসিত হইয়া নৃপতিকে বলিয়াছিলেন যে, হে রাজেন্দ্র ! আমি এ বিষয় জানি না, আপনি ভার্গব শুনককে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি জানিতে পারেন। তৎপরে নৃপতি শুনকের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাতে শুনক যাহা উত্তর করিয়াছিলেন, হে মৈত্রেয় ! তাহা শ্রবণ কর ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ হে রাজন্ ! কশেরু বা আমি অথবা অন্য কেহ সম্প্রতি পৃথিবীতে এ বিষয়ের জ্ঞাত নহে, তোমার শত্রু একমাত্র ঋণিক্যই এ বিষয় বিশেষরূপে অবগত আছেন, যিনি তোমার দ্বারা পরাজিত হইয়াছেন ॥ ১৭ ॥ তৎপরে কেশিধ্বজ কহিলেন—হে মুনী ! আমি প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমার শত্রুর নিকট গমন করিতেছি, যদি সে আমাকে হত্যা করে, তাহা হইলেও আমি যজ্ঞের কল প্রাপ্ত হইব ॥ ১৮ ॥ অথবা যদি সে জিজ্ঞাসিত হইয়া আমাকে ইহার যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তের বিষয় বলে, তাহা হইলেও সম্পূর্ণরূপেই আমার যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে ॥ ১৯ ॥

পরামর্শ করিলেন,—এই কথা বলিয়া মহামতি সেই নৃপতি কৃষ্ণাজিন ধারণপূর্বক রথে আরোহণ করিয়া যেখানে খাণ্ডিক্য বাস করিতেছিলেন, সেই বনে গমন করিলেন ॥২০॥ এদিকে খাণ্ডিক্য আপনার শত্রু কেশিক্ষজকে আগমন করিতে দেখিয়া চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ করিয়া ধনুক সজ্জিত করত কহিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

খাণ্ডিক্য কহিলেন,—তুমি কৃষ্ণাজিন ধারণ করিয়াছ, সুতরাং তোমাকে আমি বধ করিব না, এই ভাবিয়া কৃষ্ণাজিনের কবচ ধারণ করিয়া আমাকে বধ করিতে আসিয়াছ ॥ ২২ ॥ হে মৃত! যে সমস্ত যুগের প্রতি তুমি ও আমি শাপিত বাণসমূহ নিক্ষেপ করিয়াছি, তাহাদের পৃষ্ঠে কি কৃষ্ণাজিন ছিল না? ॥ ২৩ ॥ সেই আমি তোমাকে অবাধেই হত্যা করিব, তোমার জীবন থাকিতে আমার হস্ত হইতে মুক্ত হইবে না, যেহেতুক হে হর্ষবৃদ্ধ! তুমি আমার রাজ্য হরণ করিয়া পরম আততায়ী শত্রুরূপে পরিণত হইয়াছ ॥ ২৪ ॥

কেশিক্ষজ উত্তর করিলেন,—আমার কোন সংশয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই আপনার এখানে আসিয়াছি, আমি আপনাকে হত্যা করিতে আসি নাই, অতএব আপনি ক্রোধ এবং বাণ পরিত্যাগ করুন ॥ ২৫ ॥

পরামর্শ করিলেন,—তারপর মহামতি সেই খাণ্ডিক্য পুরোহিত ও মন্ত্রিগণের সহিত একান্তে মন্ত্রণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ মন্ত্রিগণ তাঁহাকে কহিলেন, যখন শত্রু আপনার বশে আসিয়াছে, তখন তাহাকে বধ করাই কর্তব্য, কারণ শত্রু বিনষ্ট হইলে সমস্ত পৃথিবী আপনার বশীভূত হইবে ॥ ২৭ ॥ খাণ্ডিক্য তাঁহাদিগকে কহিলেন, সত্য বটে এ হত হইলে সমস্ত পৃথিবী আমার বশীভূত হইবে ॥ ২৮ ॥ কিন্তু ইহার পরলোক জয় হইবে ও আমার সমস্ত পৃথিবীই হইবে, যদি আমি ইহাকে বধ না করি, তাহা হইলে আমারই পরলোক জয় হইবে এবং উহার বসুন্ধরা মাত্র থাকিবে। পরলোক জয় হইতে পৃথিবীর আধিপত্য আমার বিবেচনায় অধিক বোধ করি না ॥ ২৯ ॥ পরলোকে জয় অনন্তকালের নিমিত্ত এবং মহীশয় অতি অল্পদিনেরই জন্য; সুতরাং আমি ইহাকে বধ করিব না; বরং এ বাহা জিজ্ঞাসা করিতেছে, তাহার যথার্থ উত্তর প্রদান করি ॥ ৩০ ॥



পরামর্শ কহিলেন,—তৎপরে ঋগ্বেদ্য জনক সেই ঋক্বেদ কেশিক্ষজের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, আপনার যাহা জিজ্ঞাস্য আছে, সমস্ত জিজ্ঞাসা করুন, আমি তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি ॥ ৩১ ॥

পরামর্শ কহিলেন,—হে দ্বিজ ! তৎপরে সেই কেশিক্ষজ নৃপতি যেক্রপ ধর্ম্মধেনু বধ হইয়াছে, তাহা কহিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩২ ॥ হে দ্বিজ ! তৎপরে সেই ঋগ্বেদ্য জনক কেশিক্ষজকে সেই গোবধের বধাবিধি প্রায়শ্চিত্ত কহিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥ মহাত্মা ঋগ্বেদ্যের নিকট প্রায়শ্চিত্তের বিধান জানিয়া এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া কেশিক্ষজ নৃপতি বজ্রভূমিতে উপস্থিত হইয়া ক্রমশঃ সমস্ত ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥ কালক্রমে বজ্র-সমাপ্তির পর অবভূথ স্থানে কৃতকৃত্য হইয়া সেই নৃপতি ভাবিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ আমি সমস্ত ঋত্বিকগণের বধাবিধি পূজা ও সদস্যগণকে বধাবিধি সম্বাদন করিয়াছি এবং অর্ধিগণও আমার নিকট বাহার যাতা অভিক্রটি তাহা পাইয়াছে ॥ ৩৬ ॥ ইহলোকের যাহা কর্তব্য, সে সমস্তই আমার নিষ্পন্ন হইয়াছে, তথাপি আমার চিত্ত অগ্রসর অবস্থায় কেন রহিয়াছে ? ॥ ৩৭ ॥ এইরূপ অনেক ভাবিতে ভাবিতে সেই মহীপতি স্মরণ করিলেন যে, আমি এখনও ঋগ্বেদ্যকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করি নাই ॥ ৩৮ ॥ হে মৈত্রেয় ! তৎপরে সেই নৃপতি পুনরায় রথে আরোহণ করিয়া যেখানে ঋগ্বেদ্য ছিলেন, সেই দুর্গম গহনে গমন করিলেন ॥ ৩৯ ॥ ঋগ্বেদ্যও পুনরায় তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া বধ করিবার অভিলাষে সশস্ত্র হইয়া রহিলেন। তখন কেশিক্ষজ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন ॥ ৪০ ॥ হে ঋগ্বেদ্য ! আমি তোমার কোন অপকার করিতে এখানে আসি নাই, স্মৃতরাং তুমি ক্রোধ করিও না, গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবার জন্যই তোমার নিকট আসিয়াছি ॥ ৪১ ॥ তোমার উপদেশে আমার বজ্র সম্যক্রূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহাতেই তোমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছি, যাহা ইচ্ছা চাইতে পার ॥ ৪২ ॥

পরামর্শ কহিলেন,—তৎপরে ঋগ্বেদ্য আপন মন্ত্রিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কেশিক্ষজ আমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে আসিয়াছে, ইহার নিকট কি প্রার্থনা করা যাইবে ॥ ৪৩ ॥ মন্ত্রিগণ উত্তর করিলেন,

হে রাজন্ ! আপনি ইহার নিকট সমস্ত রাজ্য প্রার্থনা করুন, সৈন্যগণকে ক্রেশ স্বীকার না করাইয়া র্ত্তী ব্যক্তিরাজ্যই প্রার্থনা করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥ তখন মহামতি খাণ্ডিক্য তাঁহাদের বাক্যে হাস্য করিয়া কহিলেন, মাদৃশ ব্যক্তিগণ কি প্রকারে স্বল্প-কাল-ভোগ্য মহীরাজ্য প্রার্থনা করিবে ॥ ৩৫ ॥ আপনারা সমস্ত সাধনেই আমাকে পরামর্শ দিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু পরমার্থ কি এবং তাহা কি প্রকারে সাধিত হয়, তাহা আপনারা বিশেষ রূপে জানেন না ॥ ৩৬ ॥

পরশর কহিলেন,—মন্ত্রিগণকে এই কথা বলিয়া খাণ্ডিক্য কেশিক্ষত্র নৃপতির নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি নিশ্চয়ই কি আমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবে ? ॥ ৩৭ ॥

পরশর কহিলেন,—কেশিক্ষত্র উত্তর করিলেন, আমি নিশ্চয়ই দিব ; তখন খাণ্ডিক্য বলিলেন,—অধ্যাত্তবিজ্ঞানরূপ-পরামর্শ বিষয়ে আপনি অতি বিচক্ষণ ॥ ৩৮ ॥ যদি আপনি গুরুদক্ষিণা দিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন, তবে যে কর্ত্ত্ব করিলে সমস্ত ক্রেশের শাস্তি হয়, তাহা আমাকে বলুন ॥ ৩৯ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## সপ্তম অধ্যায় !

কেশিক্ষত্র কহিলেন,—আমার নিকট আপনি কেন নিষ্কটক রাজ্য প্রার্থনা করিলেন না, কারণ ক্রিয় সন্তানের রাজ্যলাভ ব্যতীত আর কোন পদার্থ ত অতি প্রিয় নহে ॥ ১ ॥

খাণ্ডিক্য কহিলেন,—হে কেশিক্ষত্র ! মূর্খগণ যাহার জন্ত সর্বদা লোলুপ, এমন বিশাল সাম্রাজ্য কেন প্রার্থনা করি নাই, তাহা শ্রবণ কর ॥ ২ ॥ ক্ষত্রিয়-গণের প্রজাপালন ও ধর্ম্মযুদ্ধে রাজ্যের শত্রু-সমূহকে বধ করাই ধর্ম্ম ॥ ৩ ॥ আমার রাজ্য ত তুমি অপহরণ করিয়াছ, সুতরাং তাহার অপালন জন্ত যোয, আমাতে কিছুই নাই ; কিন্তু রাজ্য গ্রহণ করিয়া তাহা ত্রায়মার্গে পালন করিতে না পারিলে, পাণেরই ভাণী হইতে হইবে ॥ ৪ ॥ রাজ্যোচিত ছত্র চামরাদি ভোগের জন্ত আমার এই দুই-রাজ্য-স্পৃহা কেবল অদর্শেরই

অমুগমন করিতেছে না, ইহা অৰ্ধ-শাত্তেরও অমুগমন করিতেছে । ১ ॥  
বাচঞা কত্রিয়ারাক্ষের ধর্ম নহে, ইহাই সাধুলোকের মত ; এই নিমিত্ত আমি  
অবিদ্যার অন্তর্গত রাজ্য প্রার্থনা করি নাই । ৬ ॥ অহঙ্কাররূপ মদিরাপানে  
উন্মত্ত এবং মমত্বাকৃষ্টচিত্ত-মূঢ়-ব্যক্তিগণই রাজ্যে লুপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু  
মাদৃশ ব্যক্তি ইহা প্রার্থনা করেন না । ৭ ॥

পরশর কহিলেন,—কেশিক্ষত্র নৃপতি ধাতিকের বাক্যে প্রহৃষ্ট হইয়া  
সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন হে, ধাতিক্য জনক !  
আমার বাক্য শ্রবণ করুন । ৮ ॥ আমি প্রজাপালনাদি অবিদ্যার ক্রিয়ার  
দ্বারা কাম ক্রোধাদি হইতে বিমুক্তি পাইবার আশায় রাজ্য-পালন ও বহুতর  
যজ্ঞের অমুষ্ঠান করিয়া থাকি এবং ভোগের দ্বারা পুণ্যসমূহেরও ক্ষয়  
করিতেছি । ৯ ॥ হে কুলনন্দন ! ভাগ্যক্রমে আপনার মন বিবেকসম্পন্ন  
হইয়াছে, আপনি অবিদ্যার স্বরূপ কিঞ্চিৎ শ্রবণ করুন । ১০ ॥ অনাস্ত্রে  
আত্মবুদ্ধি এবং বাহ্য আপনার নহে, তাহা আপনার বলিয়া বোধ করা এই  
হুইটাই অবিদ্যা তরুর বীজ । ১১ ॥ কুমতিজীব মোহরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন  
হইয়া, পঞ্চভূতাত্মক দেহেই আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে । ১২ ॥ আকাশ, বায়ু,  
আগ্নি, জল এবং পৃথিবী হইতে আস্ত্রা বধন পৃথকরূপে অবস্থান করিতে-  
ছেন, তখন কোন্ বুদ্ধিমান এই পঞ্চভূতাত্মকলবণকে আস্ত্রা বলিয়া  
ভাবনা করে ? ১৩ ॥ এবং কোন্ প্রাজ্ঞব্যক্তি সেই শরীরের দ্বারা উপ-  
ভোগ্য গৃহক্ষেত্র প্রভৃতিকে আপনার বলিয়া বিবেচনা করে ? ১৪ ॥ নিজের  
দেহ বধন আপনার নহে, তখন তাহার দ্বারা উৎপাদিত পুত্র পৌত্রাদিতেই  
বা কোন্ পণ্ডিতব্যক্তি মুগ্ধ হইয়া থাকেন ? ১৫ ॥ মনুষ্য, দেহের উপ-  
ভোগের অন্তই সমস্ত কর্ম করিয়া থাকে, সেই দেহ বধন আস্ত্রা হইতে ভিন্ন,  
তখন তাহাতে জীবের আত্মবুদ্ধি কেবল সংসারে আবদ্ধ হইবার অন্ত । ১৬ ॥  
যেমন মৃত্তিকা ও জলগ্লেপন দ্বারা মৃন্ময় গৃহকে রক্ষা করিতে হয়, তদ্রূপ  
এই পার্থিবদেহ অন্ন ও জলের বলে রক্ষিত হইয়া থাকে । ১৭ ॥ বধন পঞ্চ  
ভূতাত্মক ভোগের দ্বারা পঞ্চভূতময় এই শরীরই আপ্যায়িত হইতেছে, তখন  
জীবের ইহাতে গর্ক নিরর্থক । ১৮ ॥ অন্ন অন্ন সংসার-পদবীতে ভ্রমণ করতঃ  
বাসনারূপ ধুলির দ্বারা ধূসরিত হইয়া জীব কেবল মোহরূপ পরিভ্রমই প্রাপ্ত

হইতেছে ॥ ১৯ ॥ জ্ঞানরূপ উন্মোচনের দ্বারা যখন তাহার সেই স্থূল প্রকাশিত হয়, তখন সংসারপথিক-জীবের মোহ-শ্রম নিবৃত্তি হয় ॥ ২০ ॥ মোহ-শ্রম অপগত হইলে জীবের অন্তঃকরণ সুস্থ হয় এবং নিরতিশয় সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ২১ ॥ জ্ঞানময় এই বিমল আত্মা সর্বদাই মুক্তরূপে অবস্থান করিতেছেন, চূড়ান্ত অজ্ঞান প্রভৃতি মলসমূহ প্রকৃতির ধর্ম, কিন্তু আত্মার নহে ॥ ২২ ॥ হে মুনে! যেমন স্থালোদ্ভিত জলের অগ্নির সহিত সম্বন্ধ না থাকিলেও, স্থালোদ্ভূত নিবন্ধন উন্মোচন প্রভৃতি গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে ; ॥ ২৩ ॥ তদ্রূপ প্রকৃতির সংসর্গেই সেই অব্যয় আত্মা অভিমানাদির দ্বারা দূষিত হইয়া প্রাকৃতিক ধর্মসমূহকে ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥ হে প্রভো! অবিদ্যার বোজ এই আপনার নিকট কীর্তিত হইল, এই ক্লেশসমূহকে ক্ষয় করিতে যোগ্য ব্যতিরিক্ত আর অস্ত্র কোন উপায় নাই ॥ ২৫ ॥

থাণ্ডিক্য কহিলেন,—হে যোগবিদগণের শ্রেষ্ঠ! মহাভাগ কেশিন্ধ্বজ, আপনি সেই যোগের স্বরূপ আমাকে বলুন, এই বিস্তৃত নিমিবংশে আপনিই বিশেষরূপে যোগশাস্ত্রের অর্থ জানিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

কেশিন্ধ্বজ কহিলেন,—যে যোগ অবলম্বন করিয়া মুনিজন ব্রহ্মলয় প্রাপ্ত হইয়া, সংসারে আর পুনরাবৃত্তি হন না, হে থাণ্ডিক্য! আমি সেই যোগের স্বরূপ কীর্তন করিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ২৭ ॥ মনই মহাযোগের বন্ধ ও মুক্তির কারণ, মন যখন বিষয়ে আসক্ত হয়, তখন বন্ধের এবং যখন বিষয় পরিত্যাগ করে, তখন মুক্তির কারণ হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥ জ্ঞানী মুনিজন বিষয় হইতে মনকে সমাহৃত করিয়া মুক্তির অস্ত্র ব্রহ্মস্বরূপ পরমেশ্বরের চিন্তা করিবেন ॥ ২৯ ॥ হে মুনে! যেমত চুড়াক প্রভৃতির দ্বারা লৌহ আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্ম এই ভাবে চিন্তিত হইলে স্বভাবতই যোগকে আকৃষ্টভাবে আকৃষ্ট করি থাকেন ॥ ৩০ ॥ মনের এই প্রকার গতি আপনারই যত্নসাপেক্ষ, ব্রহ্মকে সেই মনোগতির সংযোগের নামই যোগ ॥ ৩১ ॥ যাহার যোগ এতাদৃশ ধর্মের দ্বারা আক্রান্ত, সেই ব্যক্তিকেই যোগী ও মুমুক্শু বলা যায় ॥ ৩২ ॥ প্রথমতঃ যোগী যখন যোগযুক্ত হয়, তখন তাঁকে যুগ্মমান বলা গিয়া থাকে ৩৩ ॥ যুগ্মমান বলা গিয়া মন যদি বিবিধ দোষে দূষিত না হয়, তাহা হইলে অত্য

বলে জন্মান্তরে তাহার মুক্তি হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ কিন্তু সমাধিসম্পন্ন যোগী সেই জন্মেই মুক্তি পাইয়া থাকেন, যে হেতুক যোগাগ্নির দ্বারা তাহার সমস্ত অদৃষ্ট অচিরেই দগ্ধ হইয়া যায় ॥ ৩৫ ॥ যোগী স্বীয় মনকে তত্ত্বজ্ঞানের উপ-যোগী করিবার জন্ত নিকাম হইয়া ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেজ ও অপরি-গ্রহ প্রভৃতি নিয়ম অবলম্বন করিবেন ॥ ৩৬ ॥ এবং সংযতচিত্ত হইয়া স্বাধ্যায়, শৌচ, সন্তোষ এবং তপস্বী করিবেন ও মনকে সতত পরব্রহ্ম-চিন্তায় নিযুক্ত রাখিবেন ॥ ৩৭ ॥ পাঁচ প্রকার সংযমের সহিত এই পাঁচ প্রকার নিয়ম কথিত হইল, সিকাম হইয়া ইহাদের সেবা করিলে বিশেষ ফল লাভ হয় এবং নিকাম ভাবে সেবা করিলে ইহারা মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ ভদ্রাসনাদীর কোন একটী আসন অবলম্বনপূর্ব্বক গুপ্তবানু যতি ব্যক্তি, যম ও নিয়মসম্পন্ন হইয়া সংযতচিত্তে, যোগ অভ্যাস করি-বেন ॥ ৩৯ ॥ যাহা অভ্যাস-বলে প্রাণনামক বায়ুকে বশীভূত করে, তাহার নাম প্রাণায়াম, এবং তাহা সর্বোজ ও নির্বীজ ভেদে দুই প্রকার জানিবে ॥ ৪০ ॥ যখন প্রাণ ও অপান বায়ু সন্নিধানের দ্বারা পরস্পরকে অতিভব করে, তখন উভয়ের সংযমহেতুক কুন্তক নামে তৃতীয় প্রাণায়াম হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥ হে দ্বিজোত্তম ! যোগী যখন প্রথম প্রাণায়াম অভ্যাস করে, তখন ভগবানের স্থলরূপ তাহার চিত্তের আলম্বন হয় ॥ ৪২ ॥ ক্রমশঃ যোগী প্রত্যাহারপরায়ণ হইয়া শব্দাদি বিগ্ন নিবহে অমূর্ত্ত ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহপূর্ব্বক চিত্তের অমুচ্যারী করিবেন ॥ ৪৩ ॥ তাহাতে অতি চঞ্চল-স্বভাব ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইয়া থাকে, তাহারা অবশ থাকিলে যোগী যুদ্ধসাধনে সমর্থ হন না ॥ ৪৪ ॥ প্রাণায়ামের দ্বারা বায়ুকে ও প্রত্যাহারের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া শুভ-অবলম্বনে চিত্তকে স্থিতির করিবে ॥ ৪৫ ॥

প্রাক্তিক্য কহিলেন,—হে মহাভাগ ! যাহাকে অবলম্বন করিয়া চিত্তদোষ-সমূহকে নষ্ট করে, চিত্তের সেই শুভ-আশ্রয় কি তাহা আমাকে বলুন ॥ ৪৬ ॥

কেশিন্দ্র কহিলেন,—হে রাজন ! ব্রহ্মই চিত্তের সেই শুভ-আশ্রয় এবং তাহা স্বভাবতঃ ছইপ্রকার মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, যাহাকে পর ও অপর বলা যায় ॥ ৪৭ ॥ হে রাজন ! এই জগতে তিন প্রকার ভাবনা হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ কল্পন,— এক ব্রহ্ম প্রথম ভাবনা, দ্বিতীয় কর্ম-ভাবনা, এবং তৃতীয়-ব্রহ্মরূপ উত্তর ভাবনা

৪৮ ॥ ৪৯ ॥ হে ব্রহ্মন্! সনন্দন প্রভৃতি ঋষিগণ ব্রহ্মভাবনায়ুক্ত থাকেন এবং দেবতা হইতে স্বাবর ও চর সমস্তই কৰ্ম্মভাবনা করিয়া থাকে ॥ ৫০ ॥ হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিতে কৰ্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় বিধই ভাবনা আছে, যাহার যেমন বোধ ও অধিকার, তাহার সেইরূপই ভাবনা হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥ হে রাজন্! তেদজ্ঞানের হেতু কৰ্ম্মসমূহ যখন অক্ষীণ অবস্থায় থাকে, তখনই জীবগণের বিশ্ব ও পরমাত্মায় ভেদ জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥ যে জ্ঞানে সমস্ত চেদ বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং যাহা সত্তা মাত্র ও বাক্যের অগোচর এবং যাহাকে কেবল আত্মাই জানিতে পারে, সেই জ্ঞানের নামই ব্রহ্মজ্ঞান ॥ ৫৩ ॥ রূপহীন বিষ্ণুর, সেই নিত্য ও পরমরূপ এবং তাহা সমস্ত বিষ্ণুরূপ হইতে বিভিন্নরূপ ॥ ৫৪ ॥ প্রথমতঃ যোগী-ব্যক্তি সেই পরমরূপ চিন্তা করিতে সমর্থ হন না বলিয়াই পরমাত্মার বিষগোচর স্থূল রূপই চিন্তা করিবেন ॥ ৫৫ ॥

হে রাজন্,—হিরণ্য গর্ভ, ইন্দ্র, প্রজাপতি, বায়ু, বহু, রুদ্র, ভাস্কর, নক্ষত্র গ্রহ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ এবং দৈত্য প্রভৃতি সমস্ত দেবযোনি ও মহাব্য, পশু, শৈল, সমুদ্র; নদী ও বৃক্ষ প্রভৃতি অশেষ ভূতনিবহ ও তাহাদের কারণ-সমূহ এবং প্রধান আদি বিশেষ পর্য্যন্ত একপাদ, দ্বিপাদ, বহুপাদ অথবা অপাদ চেতন অথবা অচেতন স্বরূপ এই সমস্তই ভাবনা ত্রিতন্ত্রস্তক পর-মাত্মার মূর্ত্তরূপ ॥ ৫৬ । ৫৭ । ৫৮ । ৬৯ ॥ এই চরাচর সমস্ত বিধই পরব্রহ্ম স্বরূপ বিষ্ণুর শক্তিসম্বিত ॥ ৬০ ॥ শক্তি তিন প্রকার, পরা বিষ্ণুশক্তি, অপরা ক্ষেত্রজশক্তি এবং তদন্তকৰ্ম্ম নামে অবিদ্যা শক্তি, যাহার দ্বারা আবৃত হইয়া সৰ্ব্বব্যাপী ক্ষেত্রজশক্তি ও সংসারের তাপসমূহকে ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৬১ ॥ হে রাজন্! সেই অবিদ্যা শক্তির দ্বারা তিরোহিত বলিয়াই ক্ষেত্রজশক্তি সমস্ত ভূতেই তারতম্য ভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥ প্রাণহীন পদার্থসমূহে অভ্যস্ত অল্প পরিমাণে, স্বাবর পদার্থে তদ্ব্য হইতে কিছু অধিক পরিমাণে, ততোধিক সরীসৃপে, ততোধিক পক্ষিকুলে, পক্ষি হইতে অধিক মৃগসমূহে, মৃগ হইতে অধিক পশুকুলে, পশুগণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে মনুষ্যে, মনুষ্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নাগ গন্ধর্ব্ব, যক্ষ প্রভৃতি দেবতাসমূহে, দেবগণ হইতে অধিক পরিমাণে ইন্দ্রে, ইন্দ্রে হইতে অধিক পরিমাণে প্রজাপতিতে এবং প্রজাপতি হইতেও অধিক

পরিমাণে হিরণ্যগর্ভে, সেই ক্ষেত্রজশক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে । হে রাজন্ ! এই সমস্তই সেই অশেষরূপ ভগবানের রূপ, যেহেতুক এ সমস্তই আকাশের ন্যায় তাঁহার শক্তি দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে । হে মহামতে ! অতঃপর সেই বিষ্ণুর বেরূপ যোগিগণ ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই দ্বিতীয়রূপের বিষয় শ্রবণ করুন ॥ ৬৪—৬৮ ॥ বৃক্ষরূপ ব্রহ্মের সেই রূপকে সং ও অন্তর্ভুক্ত বলিয়া থাকেন, যেক্ষেপে পূর্বোক্ত সমস্ত শক্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ ৬৯ ॥ এইরূপই বিশ্বরূপের স্বরূপ ; এতদ্ ব্যতিরিক্ত, আরও অনেকরূপ আছে, হে জনেশ্বর ! দেবতা, তির্য্যক ও মনুষ্যাদির চেষ্টাবিশিষ্ট, যে সমস্ত রূপ ভগবান্ জগতের উপকারের জন্য আপন ইচ্ছায় পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, এই সমস্তরূপে তাঁহার যে অব্যাহত চেষ্টা, তাহা কর্ম্মাধীন নহে ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥ হে রাজন্ ! যোগযুক্ত ব্যক্তি চিত্তের বিস্তৃতির জন্য সমস্ত পাপ-বিনাশন-বিশ্বরূপের সেইরূপ চিন্তা করিবেন ॥ ৭২ ॥ যেমন বায়ু-সম্বন্ধিত উজ্জ্বলিত অগ্নি শুষ্ক তৃণকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ চিন্তাস্থিত ভগবান্ বিষ্ণু যোগিগণের পাপরাশি ভস্ম করিয়া থাকেন ॥ ৭৩ ॥ অতএব সমস্ত শক্তির আধার সেই পরমেশ্বরে চিত্ত সংস্থান করিবেন, তাহারই নাম বিগ্ধ ধারণা ॥ ৭৪ ॥

হে রাজন্ ! সর্বব্যাপী আত্মারও আশ্রয়, ভাবনারয়ের অতীত, সেই পরমাত্মাই যোগিগণের মুক্তির জন্য চিত্তের শুভ অবলম্বন ॥ ৭৫ ॥ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! অন্যাত্ম যে সকল কর্ম্ম যোনি দেবতাগণ চিত্তের আশ্রয় হন, তাঁহারা সকলেই অবিগ্ধ ॥ ৭৬ ॥ ভগবানের এই মূর্ত্তরূপ চিত্তকে অস্ত্রাস্ত্র বিষয় হইতে নিস্পৃহ করিয়া থাকে, চিত্ত যেহেতুক সেইরূপে ধারিত হয়, এই জন্যই ইহার নাম ধারণা ॥ ৭৭ ॥ হে নরাধিপ ! সেই অনাধার বিষ্ণুতে চিত্ত ধারণ করিতে পারে না, হৃৎকায় তাঁহার যে মূর্ত্তরূপ চিন্তা করা উচিত, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ৭৮ ॥ হৃদয় ও প্রসন্নবদন, পদ্মপত্র সদৃশ নয়ন, শোভন কম্বলদেহ, ললাট সুবিশাল ও উজ্জল, সমকর্ণের অন্তঃভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হৃদয় কর্ণভূষণ, হৃদয় গ্রীবা, সুবিস্তীর্ণ ও শ্রীবৎস-চিহ্নাক্রিত বক্ষঃস্থল, ত্রিবলীর ভঙ্গীদ্বারা নতনান্দি উদরের দ্বারা বিশোভিত আজাহ্নসম্বিত অষ্টভূজ অথবা চতুর্ভূজ, সমভাবে অবস্থিত উরু ও জজ্বা, হৃদয়ের পদ ও করকমল, নির্মল পাশু-মুসলধারী, হৃদয়-স্মিটী ও কটকাদি বলদ্বারে বিভূষিত, শাব,

শব্দ, গদা, ধূলা, চক্র, অক্ষ এবং বলয়যুক্ত ভগবানের পবিত্র বিষ্ণুমূর্তিকে যোগী মনঃসংযমপূর্বক তদগত-চিত্ত হইয়া যে পর্যন্ত দৃঢ় ধারণা না হয়, তাবৎ চিন্তা করিবেন ॥ ৭৯-৮৪ ॥ কোন স্থানে গমন বা অবস্থান বা বেচ্ছাপূর্বক কোন কৰ্ম্ম করিবার সময়েও যখন যোগীর চিত্ত হইতে সেই রূপ অবগত না হইবে, তখন ধারণা সিদ্ধ হইয়াছে জানিবেন ॥ ৮৫ ॥ তার পরে জ্ঞানি ব্যক্তি, শব্দ, গদা, চক্র, ও শালাদিবিরহিত, অক্ষহস্তবিশিষ্ট ভগবানের প্রশান্তমূর্তি ধ্যান করিবে ॥ ৮৬ ॥ সেই মূর্তিতেও ধারণা স্থির হইলে কিরীট কেয়ূর প্রভৃতি ভূষণরহিত ভগবানের মূর্তি ধ্যান করিবে ॥ ৮৭ ॥ তৎপরে সেই ভগবদমূর্তির এক একটী অবয়ব চিন্তা করিবে, তাহাতে ধারণা পরিপক্ব হইলে যোগী অবয়বিতে প্রাণধানপর হইবেন ॥ ৮৮ ॥ বিষয়াস্তরে স্পৃহাশূন্য এবং পরমাত্মার রূপ মাত্রাব-ভাসিনী অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানধারার নাম ধ্যান, হে রাজন্ ! এই ধ্যান যম প্রভৃতি ছয় প্রকার অঙ্গের দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে ॥ ৮৯ ॥ ধ্যেয় পদার্থের সমস্ত কাল্পনিক অংশ পরিত্যাগপূর্বক মনের দ্বারা স্বরূপ-মাত্রের যে জ্ঞান, তাহার নাম সমাধি এবং এই সমাধি ধ্যানের দ্বারা নিষ্পাদ্য ॥ ৯০ ॥ হে রাজন্ ! সমাধির উত্তরকালে ভগবৎস্বরূপ সাক্ষাৎকার-রূপ এক মাত্র বিজ্ঞান পরব্রহ্মরূপ প্রাণ্যবিষয়ের প্রাপক এবং পূর্বোক্ত ত্রিবিধ ভাবনাবিহীন আত্মাই প্রাপনীয় ॥ ৯১ ॥ মুক্তির প্রতি জীব কারণ এবং জ্ঞান কারণ এই উভয়ের দ্বারাই মুক্তিরূপ কার্য নিষ্পন্ন হয়, মুক্ত হইলে সেই জীব কৃতকৃত্য হয় এবং সংসারের যাতায়াত হইতে নিবৃত্তি পায় ॥ ৯২ ॥ সেই পরমাত্মার ভাবনায় নিমগ্ন জীব পর-মাত্মার সহিত অভিন্ন হয়, তাঁহার অজ্ঞান-নিবন্ধনই ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৯৩ ॥ সমস্ত পদার্থের ভেদ জনক জ্ঞান আত্যন্তিক বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, বস্তুতঃ অসং আত্মা ও ব্রহ্মের যে ভেদ, তাহা আর কে ভাবিয়া থাকে ? ॥ ৯৪ ॥ হে ঋগ্ভিক্য ! এই আপনাকে সংক্ষেপ ও বিস্তাররূপে মহাবোগ বলিলাম, আপনার আর কি করিব বলুন ॥ ৯৫ ॥

ঋগ্ভিক্য কহিলেন,—যখন মহাবোগ আমার নিকট প্রকাশ করিলেন, তখন আপনি আমার সকলই করিয়াছেন, যেহেতুক আপনার উপদেশে



আমার চিত্তের সমস্ত মল বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ৯৬ ॥ “আমার” বলিয়া আমি বাহ্য বলিতেছি, তাহা সমস্তই মিথ্যা, তাহার সম্বন্ধ নাই; হে নরেন্দ্র ! অজ্ঞানী ব্যক্তিরা একথা বলিতেও পারে না ॥ ৯৭ ॥ “আমি” “আমার” এ সমস্তই অবিদ্যা, অথচ ইহার দ্বারা ব্যবহার হইয়া থাকে, পরমার্থ আলাপের বিষয় নহে, কারণ তাহা বাক্যের অগোচর ॥ ৯৮ ॥ হে কেশিক্ষজ ! আপনি যখন আমাকে মুক্তিপ্রদ যোগ বলিলেন, তখন ইহাতে আমার সমস্ত উপকার করিলেন, এক্ষণে আপনার কল্যাণের নিমিত্ত আপনি গমন করুন ॥ ৯৯ ॥

পরশর কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণ ! তারপর কেশিক্ষজ নৃপতি ষাণ্ডিক্য কর্তৃক যথাযোগ্য পূজার দ্বারা পুত্রিত হইয়া আপনার পুরে আগমন করিয়াছিলেন ॥ ১০০ ॥ ষাণ্ডিক্যও আপন পুত্রকে রাজা করিয়া, তগবানে চিত্ত নিবেশপূর্ব্বক যোগসিদ্ধির নিমিত্ত গহনবনে গমন করিয়াছিলেন ॥ ১০১ ॥ পরে ষাণ্ডিক্যরাজা যমাদি সাধনদ্বারা পরমেশ্বরচিন্তায় রত থাকিয়া নির্মল ব্রহ্মের প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১০২ ॥ কেশিক্ষজ নৃপতিও মুক্তিরজ্ঞ আপন অদৃষ্টকরে উদ্ধৃত হইয়া বহুতর বিষয় ভোগ ও নিকামভাবে কৰ্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ১০৩ ॥ এবং অভিলষিত ভোগ সমূহের দ্বারা ক্ষীণপাপ, সুতরাং নির্মলচিত্ত হইয়া আত্যন্তিক তাপকরকলাসিকি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১০৪ ॥

সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

## অষ্টম অধ্যায় ।

পরশর কহিলেন,—তৃতীয় প্রলয়ের বিষয় এই সম্যকরূপে কথিত হইল, ইহারই নাম বিমুক্তি, ইহাতেই জীবগণ শাশ্বত ব্রহ্মরূপে আত্যন্তিকরূপে লয় প্রাপ্ত হয় ॥ ১ ॥ তোমাকে আমি সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ মনন্তর ও বংশানুচরিত প্রভৃতির বিষয় বলিলাম ॥ ২ ॥ এই বিষ্ণুপুরাণ সমস্ত পাপ বিনাশ করে এবং সকল শাস্ত্র হইতে ইহা বিশিষ্ট ও মোক্ষের সাধক ॥ ৩ ॥ তোমাকে প্রবণে উৎসুক দেখিয়া যথার্থ বর্ণন করিলাম, আর কি বলিতে হইবে, জিজ্ঞাসা কর বলিতেছি ॥ ৪ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ভগবন্! বাহা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সে সমস্তই আপনি বলিলেন। আমি ইহা ভক্তির সহিতই শ্রবণ করিয়াছি, আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্ত নাই ॥ ৫ ॥ আমার সমস্ত সন্দেহ মিটিয়াছে। হে মূনে! আপনার প্রসাদে আমার মন নির্মল হইয়াছে ও আমি স্থিতি স্থিতি প্রসন্ন জানিতে পারিতেছি ॥ ৬ ॥ হে গুরো! চারিপ্রকার রাশি ও ত্রিবিধ শক্তি আমি জানিয়াছি; তিনপ্রকার ভাবভাবনাও সম্যকরূপে অবগত হইয়াছি ॥ ৭ ॥ হে দ্বিজ! আপনার কৃপায় জানিয়াছি যে, এই সমস্ত জগৎ বিষ্ণু হইতে ভিন্ন নয় অতএব আমার আর জানিবার বিষয় কিছু নাই ॥ ৮ ॥ হে মহামুনে! আপনার কৃপায় আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আমার সন্দেহ সকল অপগত হইয়াছে, বর্ণ-ধর্ম প্রভৃতি যে সকল ধর্ম আছে, সে সমস্তও বিদিত হইয়াছি ॥ ৯ ॥ প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত ভেদে সমস্ত কর্মই আমি জানিয়াছি, হে বিপ্রপ্রবর! আপনি প্রসন্ন থাকুন, আমার আর কোন জিজ্ঞাস্ত নাই ॥ ১০ ॥ হে গুরো! এই সমস্ত পুরাণ-কথনে আমার দ্বারা আপনি যে ক্রোধ পাইলেন, অহুগ্রহ পূর্বক তাহা ক্ষমা করুন; সাধুলোকের পুত্র ও শিষ্যে কিছু বিশেষ নাই ॥ ১১ ॥

পরাক্ষর কহিলেন,—এই যে তোমাকে বেদার্থসম্বন্ধে পুরাণ বলিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে সমস্ত দোষ-জন্য পাপরাশি প্রশান্ত হয় ॥ ১২ ॥ ইহাতে আমি তোমাকে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মনন্তর ও বংশান্তচরিতের বিষয় বিস্তার রূপে বলিয়াছি ॥ ১৩ ॥ ইহাতে দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, যক্ষ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, অমরাগণ ও ভাবিতাত্মা তপস্থানিরত মুনিগণ কীর্তিত হইয়াছেন এবং পুরুষগণের চারিবিধের আচার-ব্যবহার, বিগৃহ-চরিত্র মনুষ্যগণ, পৃথিবীর পূণ্য প্রদেশ, পবিত্র নদী, সমুদ্র, পুণ্য-জনক পর্ব্বতসমূহ, জ্ঞানিগণের চরিত্র, বর্ণধর্ম ও বেদ-ধর্ম প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম কথিত হইয়াছে, যে সমস্ত শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ১৪—১৭ ॥ জগতের স্থিতি স্থিতি বিনাশের হেতু, অব্যয়, সর্বভূতময় ও সকলের আত্মস্বরূপ ভগবান্ হরির বিষয় কথিত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥ মনুষ্য যদৃচ্ছাক্রমে বাঁহার নাম কীর্তন করিলে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করে ॥ ১৯ ॥ হে মৈত্রেয়! অগ্নি যেমন খাতুসমূহের মল বিনাশ করে, তদ্রূপ বাঁহার নাম কীর্তিত হইয়া পাপ-

সমূহকে নিঃশেষরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে, একবার মাত্র যাহার নাম স্মরণ করিলে মানবগণের অতি উগ্রনরক-যন্ত্রণা-প্রদ কলিকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিলয় প্রাপ্ত হয়, হে বিশ্বশ্রেষ্ঠ! হিরণ্যগর্ভ, দেবরাজ ইন্দ্র, ক্রতু, আদিত্য, অশ্বী, বায়ু, কিন্নর, বসু, সাধ্যা, বৈশ্বদেব প্রভৃতি দেবতা, বক, রুক, সিদ্ধ, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, দানব, অপ্সরা, তারা, নক্ষত্র, গ্রহ, সপ্তর্ষি, ষিষ্ঠা, ষিষ্ঠ্যাধিপতি, ব্রাহ্মণাদি মনুষ্য, পশু, মৃগ, সরীসৃপ, বিহঙ্গ, প্রেত প্রভৃতি বৃক্ষ, বন, পর্ব্বত, সাগর, সরিৎ, পাতাল, পৃথিবী প্রভৃতি এবং শব্বাদি বিষয় সমূহের সহিত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড, মেরুতুল্য যে ভগবানের রেণু সৃষ্ণ এবং যাহার স্বরূপে প্রকাশ পাইতেছে, সর্ব্ব, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বদেহরূপ অথচ রূপ-বর্জিত ও পাপ-প্রাণশন সেই ভগবান্ বিষ্ণু ইহাতে কীর্ত্তিত হইয়াছেন ॥ ১৯—২৭ ॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! অবশেষে যজ্ঞান্তে অবত্থন্নান করিলে যে ফল লাভ হয়, এই পুরাণ সমস্ত শ্রবণ করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ২৮ ॥

প্রয়াগ, পুন্ডর, কুরুক্ষেত্র ও অর্কুন্দের উপবাস করিলে যে ফল লাভ হয়, এই পুরাণ শ্রবণ করিলে মনুষ্য সেই ফল পাইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ সম্যক্-প্রকারে অগ্নিহোত্র বজ্র করিলে এক বৎসরে যে ফল লাভ হয়, একবার মাত্র ইহা শ্রবণ করিলে সেই ফল পাওয়া যায় ॥ ৩০ ॥

মানব নিম্নতেজস্বী হইয়া ঐজ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে নান এবং মথুরার ত্রিহরিকে দর্শন করিয়া যে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়, হে বিশ্বর্ষে! ভগবানে মন অর্পণ করতঃ যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত এই পুরাণ কীর্ত্তন করে, সেও সেই পরমা গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩১। ৩২ ॥

হে মুনিসত্তম! জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া মথুরায় যমুনাসলিলে নান করতঃ মানব, সমাহিত হইয়া সম্যক্-প্রকারে বিষ্ণুর অর্চনা করিলে, অবশেষে যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৩। ৩৪ ॥

অন্যান্য উন্নতিশীল পুরুষগণের সম্পদ অবলোকন করিয়া পিতৃগণ স্বীয় বংশধরগণকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়া থাকেন যে, আমাদের কুলে কি এমন কোন ব্যক্তি উৎপন্ন হইবে, যে মথুরা ক্ষেত্রে জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে উপবাসপূর্ব্বক যমুনাসলিলে নান করতঃ ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চনা করিবে; যাহাতে আমরাও এই প্রকার সম্পদ ও সংসার হইতে নিস্তার পাইব ॥ ৩৫—৩৭ ॥ জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্ল-

বাদশীতে ভাগ্যবানের বংশধরগণই বিষ্ণুর পূজা করিয়া যমুনার পিণ্ড প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ সেইদিনে মথুরায় সমাহিত হইয়া বিষ্ণুর অঙ্কনা-  
 পূর্বক যমুনা সলিলে নান করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করতঃ  
 পিতৃগণকে উদ্ধার করিয়া মনুষ্য যে ফল লাভ করে, এই পুরাণের একটীমাত্র  
 অধ্যায় ভক্তির সহিত শ্রবণ করিলে তাদৃশ ফল লাভ হয় ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ এই  
 পুরাণ সংসার-ভীত ব্যক্তিগণের পরিভ্রাণের অতি উৎকৃষ্ট উপায় এবং ইহা  
 মনুষ্যগণের দুঃখগণ বিনাশ ও সমস্ত দোষের শাস্তি করিয়া থাকে ॥ ৪১ ॥  
 পুরাকালে ব্রহ্মা ঋতুকে এই আর্ষ পুরাণ বলিয়াছিলেন। ঋতু, প্রিয়ব্রতকে ও  
 প্রিয়ব্রত, ভাগ্যরীকে ও ভাগ্যরি, স্তবমিত্রকে এবং স্তবমিত্র, দধীচিকে বলিয়া-  
 ছিলেন, দধীচি সারস্বতকে, সারস্বত ভৃগুকে, ভৃগু পুরুকুৎসকে, পুরুকুৎস  
 নর্ষদাকে, নর্ষদা ধৃতরাষ্ট্র নাগ ও পুরণকে, তাঁহাবা দুইজনে নাগরাজ বাহু-  
 কিকে, বাহুকি বৎসকে, বৎস অশ্বতরকে, অশ্বতর কন্যাকে ও কন্যা এলাপত্রকে  
 বলিয়াছিলেন। তৎপরে বেদশিরাঃ মুনি পাভালে আগমন করিয়া এই পুরাণ  
 প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি প্রমতিকে, প্রমতি বুদ্ধিমান্ জাতুকর্ণকে, জাতু-  
 কর্ণ অন্যান্য পুণ্যশীল মহাঋগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, বশিষ্ঠের  
 বরদানে আমারও ইহা স্মৃতি পধারিত হইয়াছে। হে মৈত্রেয়! আমিও  
 তোমাকে টেহা যথাবৎ বলিলাম, তুমিও কলির শেষে শমীককে এই পুরাণ  
 বলিবে ॥ ৪২—৪৯ ॥ হে বিজ্ঞ! যে ব্যক্তি কলিকল্মষ-নাশন ও পরমগুহ এই  
 পুরাণ শ্রবণ করে, সে সমস্ত দোষ হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ৫০ ॥ যে ব্যক্তি প্রত্যহ  
 এই পুরাণ শ্রবণ করিবে—পিতৃপক্ষ, মনুষ্য ও সমস্ত দেবগণের স্তব করিলে  
 যে ফল হয়, সে তাহা প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫১ ॥ কপিলা গোদান-জনিত পুণ্য  
 অত্যন্ত চুল্লভ, কিন্তু যে ব্যক্তি এই পুরাণের দশ অধ্যায় শ্রবণ করিবে,  
 সে নিঃসন্দেহ সেই ফল প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫২ ॥ সমস্ত জগতের আধার,  
 আশ্রয় আশ্রয়, সর্বময়, জ্ঞান ও জ্ঞেয় স্বরূপ, আদি ও অন্ত রহিত, অমর-  
 গণের হিতকর বিষ্ণুকে মনে চিন্তা করতঃ যে পুরুষ এই পুরাণ সম্পূর্ণ  
 শ্রবণ করিবে, সে অবিকল অশ্বমেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইবে, তাহার  
 সন্দেহ নাই ॥ ৫৩ ॥ যে পুরাণে আদি মধ্য ও চরাচর-ওক ভগবান্, অস্তে  
 ব্রহ্মজানময় অচ্যুত এবং অখিল জগতের সৃষ্টি হিতি ও প্রময়ের কর্তা,

পরমনির্দিষ্টরূপ সেই হরি কীর্তিত হইয়াছেন, মহাব্য, ভক্তির সহিত  
 পরমপবিত্র সেই পুরাণ শ্রবণ, পাঠ বা ধারণ করিলে যেফল প্রাপ্ত হয়,  
 সমস্ত ভুবনে কিছুতেই সে ফল নাই ॥ ৫৪ ॥ বাঁহাতে মতি স্থির রাখিতে  
 পারিলে নরকে যাঠিতে হয় না ও বাঁহা চিত্তায় স্বর্গপ্রাপ্তি ও বিষতুল্য বোধ  
 হয়, বাঁহাতে আত্ম ও মন সমর্পণ করিলে ব্রহ্ম-লোকও তুচ্ছ বোধ হয় এবং  
 যিনি নির্মলচিত্ত-পুরুষগণের চিত্তে অধিষ্ঠিত হইয়া মুক্তি প্রদান করিয়া  
 থাকেন, সেই ভগবানের নাম কীর্তন করিলে পাপরাশি বিশেষ শ্রুতি  
 হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি ? ॥ ৫৫ ॥ যজ্ঞবিৎ কশ্মিগণ নিরন্তর যজ্ঞের  
 দ্বারা বাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন, জ্ঞানিগণ পরাপর ব্রহ্মরূপে বাঁহার  
 ধ্যান করিয়া থাকেন, বাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে জীবের জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধি, হ্রাস  
 প্রভৃতি কিছুই থাকে না এবং যিনি সদস্যরূপ নছেন, অর্থাৎ পিতৃপুত্রাদিরূপ  
 কার্য্যকারণভাবে মারাবন্ধনে বদ্ধ নহেন ; সেই বিষ্ণুর নাম বাতিরেকে মানব-  
 গুণ আর কি শ্রবণ করিবে ? ॥ ৫৬ ॥ যে অনাদিনিধন ভগবান পিতৃরূপে  
 কব্য এবং দেবরূপে বিধিপূর্ব্বক ভব্য গ্রহণ করিতেছেন এবং মানিগণের  
 মান যে ব্রহ্ম-স্বরূপ সর্কশক্তিমানের পরিচ্ছেদ কবিত্তে সমর্থ হয় না,  
 সেই ভগবান্ হরি শ্রোত্র-পপগত হইয়া সমস্ত পাপ ধ্বংস করিয়া থাকেন ॥ ৫৭ ॥  
 বাঁহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্কর ও বিনাশ নাই, ব্রহ্ম-স্বরূপ ও  
 সকলের আদি পুরুষ সেই পরমেশ্বকে আমি প্রণাম করি ॥ ৫৮ ॥ যিনি  
 এক হইয়াও স্বীয়গুণ পরিণামে বহুতর মুক্তি ধারণ করিয়া নানারূপ  
 এবং স্তর হইয়াও অন্তরের স্রাব, সমস্ত ভূতগণের বিকৃতি-কর্ত্তা জ্ঞান-  
 ময় সেই অবাধ পুরুষকে আমি প্রণাম করি ॥ ৫৯ ॥ অপূনরাবৃন্তির  
 জন্য আমি জ্ঞান, প্রবৃত্তি ও নিয়মরূপ তিগুণাত্মক, ভোগপ্রদান-পট,  
 অব্যাকৃত, তবস্কৃষ্টির কারণ ও অজর সেই পরমাত্মার স্বরূপের নিরন্তর বন্দনা  
 করি ॥ ৬০ ॥ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী স্বরূপে শব্দাদি বিষয়  
 সমূহের উপস্থিতি পূর্ব্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জীবের উপকারক ব্যক্ত-  
 স্বরূপ এবং সূক্ষ্ম ও বিষ্মল স্বরূপ সেই পরমাত্মাকে আমি সম্বদা প্রণাম করি  
 ॥ ৬১ ॥ যে নিভা সনাতনের এবং বিধ প্রকৃতি-পরাম্ভময় নানাবিধ রূপ, সেই  
 ভগবান্ হরি, জীবগণের জন্ম ও জরাদি রহিত সিদ্ধি প্রদান করেন ॥ ৬২ ॥

অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

ষষ্ঠ অংশ সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণ সম্পূর্ণ ।











